

Quran: The Final Testament

বাংলা

The Bengali translation

wikisubmission.org

Quran: The Final Testament. Translated from the original into English by Rashad Khalifa, Ph.D. Translated into Bengali by Mashiul.

The text is reproduced as published, with its sura titles, subtitles and footnotes, and is kept and corrected at wikisubmission.org. The translation remains the work of its translator and is reproduced here without alteration; the typesetting is WikiSubmission's. See wikisubmission.org/legal/rights for the rights and credits of what we hold.

WikiSubmission is a 501(c)(3) nonprofit. This file may be shared freely, whole and unchanged, and never sold.

Suras

1	চাবি	4
2	অপরু-গাভী	5
3	ইমরানের বংশধর	51
4	নারী	76
5	খাদ্য-উৎসব	103
6	পালিত পশু	123
7	মধ্যাবস্থান	145
8	গনিমতের মাল	169
9	চরমপত্র	179
10	ইউনুস	198
11	হুদ	212
12	ইউসুফ	226
13	বজ্রপাত	239
14	ইব্রাহিম	246
15	হিজর উপত্যকা	253
16	মৌমাছি	259
17	বনি-ঈস্রাইল	273
18	গুহা	285
19	মরিয়ম	297
20	তঁ-হা	306
21	নবীগণ	317
22	হজ্ব	328
23	বিশ্বাসীগন	338
24	আলো	347
25	সংবিধান	356
26	কবিগণ	364
27	পিঁপড়া	376
28	ইতিহাস	385
29	মাকড়শা	395
30	রোমান	404
31	লোকমান	410
32	প্রণতি	414
33	দলগুলো	417
34	সাবা	428
35	সূচনাকারী	435
36	ইয়াসিন	441
37	সুবিন্যাসকারী	448
38	স'দ	458
39	লোক সমাগম	465
40	ক্ষমাশীল	474
41	সবিস্তারিত	484
42	পরামর্শ	491
43	অলঙ্কার	497
44	ধোঁয়া	505
45	নতজানু	509
46	বালিয়াড়ি	513
47	মোহাম্মাদ	519
48	বিজয়	524
49	দেয়াল	528
50	ক'ফ	531
51	বাতাস পরিচালনাকারী	534
52	সিনাই পর্বত	538
53	তারকারাজি	541
54	চাঁদ	545
55	পরম দয়ালু	549
56	অনিবার্য ঘটনা	553
57	লোহা	558
58	বিতর্ক	563
59	প্রস্থান	566
60	পরীক্ষা	570
61	স্তম্ব	573
62	শুক্রবার	575
63	ভণ্ড ব্যক্তিগণ	577
64	পারস্পারিক দোষারোপ	579
65	বিবাহ-বিচ্ছেদ	581
66	নিষেধাজ্ঞা	584
67	রাজত্ব	586
68	কলম	589
69	অবিসংবাদিত	592
70	উচ্চতা	595
71	নূহ	598
72	জীন	600
73	চাদর আবৃত	603
74	লুকায়িত রহস্য	605
75	পুরুত্থান	609
76	মানুষ	611
77	প্রেরিত	613
78	ঘটনা	616
79	যারা টেনে বের করে	618
80	সে ভ্রুকুটি করল	621
81	আবর্তন	623
82	চূর্ণ-বিচূর্ণ	625
83	প্রতারক	627
84	ফাটল	629
85	ছায়াপথ	631
86	উজ্জ্বল তারা	633
87	সু-উচ্চ	634
88	অভিভূতকারি	635
89	ভোর	637
90	শহর	639
91	সূর্য	641
92	রাত	642
93	পূর্বাহ্ন	644
94	মেজাজ প্রশমন	645
95	ডুমুর	646
96	ভ্রুণ	647
97	নিয়তির রজনী	649
98	প্রমাণ	650
99	কম্পন	651
100	ধাবনকারী	652
101	চরম বিপর্যয়	653
102	জমা করা	654
103	অপরাহ্ন	655
104	পরনিন্দাকারী	656
105	হাতী	657
106	কোরাইশ	658
107	দান	659
108	অনুগ্রহ	660
109	অবিশ্বাসীরা	661
110	সাফল্য	662
111	কণ্টক	663
112	পরিপূর্ণতা	664
113	আসন্ন উশা	665
114	মানুষ	666

SURA 1 · 7 VERSES

চাবি

الفاتحة

Al-Fātehah

1 পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।*

১:১ কুরআনের প্রথম আয়াতটি সেই ভিত্তি যার উপর একটি অতিমানবীয় ১৯-ভিত্তিক গাণিতিক অলৌকিক ঘটনা নির্মিত হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতিতে ১৯টি আরবি অক্ষর রয়েছে এবং এর প্রতিটি শব্দ সমগ্র কুরআনে ১৯-এর গুণিতককে পাওয়া যায় (বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট ১ এবং ২৯ দেখুন)।

2 প্রশংসা আল্লাহর, মহাবিশ্বের প্রভু।

3 পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

4 বিচার দিনের মালিক।

5 আমরা একমাত্র আপনার উপাসনা করি; আমরা একমাত্র আপনার কাছেই সাহায্য চাই।

6 আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন;

7 তাদের পথে যাদের আপনি অনুগ্রহ করেছেন; তাদের পথে নয় যারা আপনার অভিসম্পাত পেয়েছে, তাদের পথেও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

১:১-৭ সূরা ১ হল আল্লাহর দান যা আমাদের প্রতিদিনের যোগাযোগ প্রার্থনার (নামায) মাধ্যমে তাঁর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করে। এই সত্যটি একটি পৃথিবীবিদারক, সহজে বোধগম্য কিন্তু অনুকরণে অসম্ভব গাণিতিক সংকেত দ্বারা সমর্থিত যা পৃথিবীর সেরা গণিতবিদদের চ্যালেঞ্জ করে এবং তাদের স্তব্ধ করে দেয়; এটি মানুষের ক্ষমতার অনেক বাইরে: (১) সূরা সংখ্যা, তার পরে আয়াত সংখ্যা, একে অপরের পাশে রাখলে, ১ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ হয়। এই সংখ্যাটি ১৯ এর গুণিতক। (২) যদি আমরা আয়াত সংখ্যার পরিবর্তে প্রতি আয়াতের অক্ষর সংখ্যা প্রতিস্থাপন করি, তাহলে আমরা পাব ১ ১৯ ১৭ ১২ ১১ ১৯ ১৮ ৪৩। এই সংখ্যাটিও ১৯ এর গুণিতক। (৩) যদি আমরা প্রতিটি পদ্যের মোট জ্যামিতিক মান সন্নিবেশ করি, তাহলে আমরা পাব ১ ১৯ ৭৮৬ ১৭ ৫৮১ ১২ ৬১৮ ১১ ২৪১ ১৯ ৮৩৬ ১৮ ১০৭২ ৪৩ ৬০০৯। এই সংখ্যাটি ১৯ এর গুণিতক। (৪) উপরে দেখানো সংখ্যাটিতে সূরা ১ এর সমস্ত প্যারামিটার অন্তর্ভুক্ত এবং ৩৮টি সংখ্যা (১৯x২) রয়েছে। (৫) এটি লক্ষণীয় যে, আরবদের অনুশীলন অনুসারে, ৩৮-সংখ্যার এই সংখ্যাটি যখন এর উপাদানগুলিকে বিপরীত দিকে, ডান থেকে বামে লেখা হয় তখনও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। সুতরাং, ৬০০৯ ৪৩ ১০৭২ ১৮ ৮৩৬ ১৯ ২৪১ ১১ ৬১৮ ১২ ৫৮১ ১৭ ৭৮৬ ১৯ ১ হল ১৯ এর গুণিতক। (৬) উপরে উল্লিখিত গাণিতিক উপস্থাপনাগুলি পাঁচটি দৈনিক যোগাযোগ প্রার্থনার সমস্ত বিবরণ নিশ্চিত করার জন্য অসংখ্য অসাধারণ গাণিতিক ঘটনা প্রকাশ করে (পরিশিষ্ট ১৫)। (৭) পরিশিষ্ট ১ এ আরও অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, পাঠককে শুরুতেই একটি বাস্তব প্রমাণ দেওয়া হয়েছে যে এটি বিশ্বের প্রতি আল্লাহর বার্তা।

SURA 2 · 286 VERSES

অপক্ব-গাভী

Al-Baqarah

البقرة

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 **অ. ল. ম. (আলিফ. লাম. মীম.)***

২:১ এই আদ্যক্ষরগুলি ১৪০০ বছর ধরে ঐশ্বরিকভাবে সুরক্ষিত গোপন রহস্য হিসাবেই রয়েগিয়েছিল। এখন আমরা এগুলিকে কুরআনের গাণিতিক অলৌকিকতার একটি প্রধান উপাদান হিসেবে গণ্য করি (পরিশিষ্ট ১, ২, ২৪ এবং ২৬ দেখুন)। অ.ল.ম. এর অর্থ ২য় আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে: "এই ধর্মগ্রন্থটি নির্ভুল।" এটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে এই সূরায় এই তিনটি আদ্যক্ষরের যথাক্রমে ৪৫০২, ৩২০২ এবং ২১৯৫ বার এসেছে। এই সংখ্যাগুলির যোগফল ৯৮৯৯, অথবা ১৯x৫২১। সুতরাং, আরবি ভাষার এই সর্বাধিক আসা বর্ণগুলি গাণিতিকভাবে একটি অতি-মানবীয় প্যাটার্ন অনুসারে কুরআনে স্থাপন করা হয়েছে। এই একই আদ্যক্ষরগুলি সূরা ৩, ২৯, ৩০, ৩১ এবং ৩২-এর পূর্বেও ব্যবহৃত হয় এবং তাদের উপস্থিতির হার এই প্রতিটি সূরায় ১৯ এর গুণিতক।

2 **এই ঐশীগ্রন্থটি নির্ভূল; সৎকর্মশীলদের জন্য একটি পথনির্দেশিকা;**

তিন শ্রেণীর মানুষ (১) সৎকর্মশীল

3 **যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে,সংযোগ প্রার্থণা (সালাত) পালন করে,*এবং আমাদের* দেয়া জীবিকা থেকে তারা দান করে।**

২:৩ যেহেতু সংযোগ প্রার্থণা (সালাত) দিনে পাঁচবার ফরজ করা হয়েছে, তাই এগুলো আমাদের আত্মার পুষ্টির প্রধান উৎস। আত্মসমর্পণের অন্যান্য সকল অনুশীলনের সাথে, সংযোগ প্রার্থণা মূলত ইব্রাহিমের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল (২১:৭৩, ২২:৭৮)। যদিও এই পাঁচটি দৈনিক প্রার্থনা কুরআন নাজিলের আগে অনুশীলন করা হত, তবুও প্রতিটি সংযোগ প্রার্থণা (সালাত) কুরআনে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (২৪:৫৮, ১১:১১৪, ১৭:৭৮, এবং ২:২৩৮)। পরিশিষ্ট ১ এবং ১৫ সংযোগ প্রার্থণা (সালাত) সমস্ত বিবরণ প্রত্যক্ষ প্রমাণসহ সমর্থন করে, যার মধ্যে প্রতিটি প্রার্থণা রাকাতের সংখ্যা এবং রুকু, সিজদা এবং তাশাহহুদের সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।*

২:৩ যখন আল্লাহ (বাংলায় আল্লাহ) বহুবচন ব্যবহার করেন, তখন এটি নির্দেশ করে যে অন্যান্য সত্তা, সাধারণত ফেরেশতারা, জড়িত। আল্লাহ যখন মুসার সাথে কথা বলেছিলেন, তখন একবচন ব্যবহার করা হয়েছিল (২০:১২-১৪)। পরিশিষ্ট ১০ দেখুন।

4 এবং তারা বিশ্বাস করে যা তোমার কাছে প্রকাশিত হয়েছে,এবং যা তোমার পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে,* এবং পরকাল সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

২:৪ পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলিতে তীব্র বিকৃতি সত্ত্বেও, আল্লাহর সত্য এখনও সেগুলিতে পাওয়া যায়। পুরাতন টেস্টামেন্ট এবং নতুন টেস্টামেন্ট উভয়ই এখনও একমাত্র আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তি বজায় রাখার পক্ষে কথা বলে (ডিউতারনমি ৬:৪-৫, মার্ক ১২:২৯-৩০)। সমস্ত বিকৃতি সহজেই সনাক্ত করা যায়।

5 এরাই তাদের প্রভুর দ্বারা পথ-প্রদর্শিত; এরাই বিজয়ী।

(২) অবিশ্বাসী

6 আর যারা অবিশ্বাস করে,তাদেরকে তুমি সতর্ক করো অথবা সতর্ক না করো,তা তাদের জন্য সমান কথা,তারা বিশ্বাস করতে পারে না।*

২:৬-৭ যারা আল্লাহকে প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের সেই দিকে সাহায্য করা হয়; যতক্ষণ তারা এই সিদ্ধান্তে অটল থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ তাদের কোনও প্রমাণ বা নির্দেশনা দেখতে বাধা দেন। এই ধরনের বিপর্যয়কর সিদ্ধান্তের পরিণতি ৭ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

7 আল্লাহ তাদের অন্তর এবং শ্রবনশক্তিতে মোহর মেরে দিয়েছেন, এবং তাদের চোখ পর্দাবৃত। তারা নিজেদের উপর টেনে এনেছে কঠিন শাস্তি।

(৩) ভন্ড

8 এরপর রয়েছে তারা,যারা বলে,“আমরা আল্লাহ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করি,”অথচ তারা বিশ্বাসী নয়।

9 আল্লাহ এবং যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে,তারা না বুঝে শুধু নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয়।

10 তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যধি। পরিনামে,আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দেন। তারা তাদের মিথ্যাবাদিতার জন্য নিজেদের উপর টেনে এনেছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

11 যখন তাদেরকে বলা হয়, “মন্দ কাজ করো না,”তারা বলে,“কিন্তু আমরা তো সৎকর্মশীল!”

12 আসলে,তারা মন্দকর্মী,কিন্তু তারা তা বোঝে না।

13 যখন তাদের বলা হয়, “বিশ্বাস করো সে লোকদের মতো যারা বিশ্বাস করেছে,”তারা বলে,“যারা বিশ্বাস করেছে,সে বোকাদের মত আমরাও কি বিশ্বাস করবো?” আসলে তারাই বোকা,কিন্তু তারা জানে না।

14 যখন তারা বিশ্বাসীদের সাথে সাক্ষাৎ করে,তারা বলে,“আমরা বিশ্বাস করি,”কিন্তু যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে হয়, তারা বলে,“আমরা তোমাদের সাথে আছি;আমরা তো কেবল উপহাস করছিলাম।”

15 আল্লাহ তাদের উপহাস করেন, এবং তাদের পরিচালিত করেন তাদের সীমালঙ্ঘনে বিভ্রান্ত অবস্থায়।

16 এরা তারাই যারা পথভ্রষ্টতা কিনেছে পথ-নির্দেশনার মূল্যে। এমন ব্যবসা কখনো উন্নতি করে না,না তারা কোনো পথনির্দেশনা পায়।

17 এদের উদাহরণ হলো তাদের মতো যারা আগুন জ্বালালো,আর যখন তা তাদের চারপাশে আলো ছড়াতে আরম্ভ করলো,আল্লাহ তাদের আলো তুলে নিয়ে তাদের অন্ধকারে ছেঁড়ে দেন, তারা দেখতে পায় না।

18 বধির, বোবা এবং অন্ধ; তারা ফিরতে ব্যর্থ।

19 আরেকটি উদাহরণঃ আকাশ থেকে কোন ঝড়োবৃষ্টি যাতে আছে অন্ধকার, বজ্র, এবং বিদ্যুত চমক। তারা মৃত্যু এড়াতে তাদের কানে আঙ্গুল দেয়। আল্লাহ অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

বিশ্বাসের আলো

20 বিদ্যুত চমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় ছিনিয়ে নেয়। যখন তা তাদের জন্য আলো দেয়, তারা সামনে এগোয়, এবং যখন তা অন্ধকা্রে রুপ নেয়, তারা স্থির দাঁড়িয়ে যায়। যদি আল্লাহ চান, তিনি* তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি তুলে নিতে পারেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

২:২০ আরবি কুরআন-এ "তিনি" পুরুষ বাচক হলে, আরবি ভাষায় ব্যবহৃত লিঙ্গবাচক শব্দ সবসময় স্বাভাবিক লিঙ্গ বোঝায় না (পরিশিষ্ট ৪)।

21 হে লোকসকল, একমাত্র তোমাদের প্রভুর উপাসনা করো – সেই একজন যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তাদেরকে যারা তোমাদের পূর্বে ছিল – যাতে তোমরা রক্ষা পেতে পারো।

22 সেই সত্ত্বা,যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বাসযোগ্য করেছেন, এবং আকাশকে করেছেন একটি কাঠামো। তোমাদের জীবিকার জন্য সব ধরণের ফলমূল উৎপন্ন করতে তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। তোমরা আল্লাহর সাথে প্রতিদ্বন্দিতা করতে উপাস্যদের স্থাপন করবে না,এখন যেহেতু তোমরা জানো।

গাণিতিক চ্যালেঞ্জ

23 যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে সে সম্পর্কে,যা আমরা আমাদের বান্দার* কাছে প্রকাশ করেছি,তাহলে এই সুরার মতো একটি সুরা তৈরী করো,এবং ডাকো আল্লাহর বিপক্ষে তোমাদের নিজেদের সাক্ষীদেরকে,যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

২:২৩-২৪ কুরআনের অলৌকিক গাণিতিক কোড অসংখ্য প্রমাণ প্রদান করে যে এটি এখানে উল্লেখিত আল্লাহর বান্দা হিসাবে "রাশাদ খলিফা" নামটি বুঝাচ্ছে। আল-মুতানাব্বি এবং তাহা হুসেন সহ কিছু বিরাট সাহিত্যিক কুরআনের সাহিত্যিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, কিন্তু তাদের কুরআনের গাণিতিক কোড সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না। এটি হল কুরআনের গাণিতিক কোড, যা আল্লাহর প্রতিশ্রুত রাসুল রাশাদ খলিফার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল, এটিই আসল চ্যালেঞ্জ - কারণ এটি কখনও অনুকরণ করা যায় না। বিস্তারিত প্রমাণের জন্য পরিশিষ্ট ১, ২, ২৪ এবং ২৬ দেখুন।

নরকের রূপক বর্ণনা

24 যদি তোমরা তা করতে না পারো – এবং তোমরা তা কখনোই করতে পারবে না – তাহলে নরকের আগুনের ব্যাপারে সতর্ক হও, যার জ্বালানী হলো মানুষ এবং পাথর; এটা অবিশ্বাসীদের জন্য অপেক্ষা করছে।

স্বর্গের রূপক বর্ণনা

25 সুসংবাদ দাও তাদেরকে,যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবনযাপন করে যে,তাদের জন্য থাকবে প্রবাহিত ঝর্নাধারা সহ বাগানসমূহ। যখন সেখানে তাদেরকে কোন ফল খেতে দেয়া হবে,তারা বলবে,“এটা তো তা-ই যা আমাদেরকে পূর্বে দেয়া হয়েছিল।”এভাবে,তাদেরকে রূপকধর্মী বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে শুদ্ধ সহধর্মী/সহধর্মিণী,এবং সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে।

26 আল্লাহ কোনো ধরণের রূপকের* মাধ্যমে উদাহরণ দিতে লজ্জা বোধ করেন না,তা সে হোক ছোট মশা কিংবা এর থেকে বড় কিছু। আর যারা বিশ্বাস করে,তারা জানে যে,এটা তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য। আর যারা অবিশ্বাস করে,তারা বলে,“আল্লাহ এমন রূপক দ্বারা কি বুঝিয়েছেন?”তিনি এর দ্বারা অনেককেই বিপথগামী করেন, এবং এর দ্বারা অনেককেই সঠিক পথে পরিচালিত করেন। কিন্তু,তিনি মন্দ ছাড়া অন্য কাউকে এর দ্বারা বিপথগামী করেন না,

২:২৬ স্বর্গ ও নরক সম্পর্কে আরও আলোচনার জন্য পরিশিষ্ট ৫ দেখুন।

27 যারা আল্লাহর চুক্তি ভংগ করে,তা মেনে চলার অঙ্গীকার করার পর, বিচ্ছিন্ন হয় তা থেকে,যাতে আল্লাহ যুক্ত হতে আদেশ দিয়েছেন, এবং মন্দ কাজ করে। এরাই হতভাগ্য।

অবিশ্বাসীদের জন্য দুটো মৃত্যু এবং দুটো জন্ম*

28 কিভাবে তোমরা আল্লাহতে অবিশ্বাস করতে পারো যখন তোমরা ছিলে মৃত এবং তিনি তোমাদের জীবন দিয়েছেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেন, তারপর তিনি আবার তোমাদের জীবিত করেন, তারপর তাঁরই কাছে তোমরা চুড়ান্তভাবে ফিরে যাও?

২:২৮ সৎকর্মশীলরা আসলে মারা যায় না; তারা সরাসরি স্বর্গে চলে যায়। যখন এই পৃথিবীতে তাদের জীবনকাল শেষ হয়, তখন মৃত্যুর ফেরেশতারা তাদেরকে আদম ও হাওয়া যেখানে বাস করতো সেই একই জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায় (২:১৫৪, ৩:১৬৯, ৮:২৪, ২২:৫৮, ১৬:৩২, ৩৬:২০-২৭, ৪৪:৫৬, ৮৯:২৭-৩০)। সুতরাং, সৎকর্মশীলরা আমাদের আদি পাপের পর কেবল প্রথম মৃত্যু ভোগ করলেও, অসৎকর্মশীলরা দুটি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যায় (৪০:১১)। মৃত্যুর সময়, অবিশ্বাসীরা তাদের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি জানতে পারে (৮:৫০, ৪৭:২৭), তারপর তারা একটি অবিরাম দুঃস্বপ্ন ভোগ করে যা নরক সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী হয় (৪০:৪৬, ৮৯:২৩, পরিশিষ্ট ১৭)।

29 তিনিই একজন, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সবকিছু সৃষ্টি করলেন, তারপর তিনি আকাশের দিকে ফিরলেন আর তাতে সাতটি মহাবিশ্ব সুষম করলেন,* এবং তিনি সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

২:২৯ কোটি কোটি আলোকবর্ষের দূরত্ব বিস্তৃত আমাদের মহাবিশ্ব, তার বিলিয়ন বিলিয়ন ছায়াপথ সহ, সাতটি মহাবিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম এবং সবচেয়ে ভেতরের (পরিশিষ্ট ৬)। অনুগ্রহ করে ৪১:১০-১১ দেখুন।

শয়তানঃ একজন অস্থায়ী “উপাস্য”*

30 স্মরণ করো যে তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বললেন, “আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি (একজন অস্থায়ী উপাস্য) প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি।”তারা বলল, “আপনি কি সেখানে এমন কাউকে পাঠাবেন, যে সেখানে মন্দের প্রসার ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে,যখন কিনা আমরা আপনার গুণগাণ করছি,আপনার মহিমা ঘোষণা করছি,এবং আপনার পূর্ণ কর্তৃত্ব মেনে চলছি?”তিনি বললেন, “আমি জানি যা তোমরা জানো না।”

২:৩০-৩৭ এই আয়াতগুলি এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেয়: "আমরা এখানে কেন?" (পরিশিষ্ট ৭ দেখুন)।

পরীক্ষার শুরু

31 তিনি আদমকে সবকিছুর নাম* শেখালেন তারপর সেগুলোকে ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করে বললেন, “আমাকে এগুলোর নাম বল, যদি তোমরা সঠিক হও।”

২:৩১ এগুলো হলো প্রাণী, মোটরগাড়ি, সাবমেরিন, মহাকাশ উপগ্রহ, ভিসিআর এবং পৃথিবীতে মানুষের মুখোমুখি হওয়া অন্যান্য সমস্ত বস্তুর নাম।

32 তারা বলল, “আপনি মহিমান্বিত, যা আপনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। আপনিই সর্বজ্ঞ, পরম জ্ঞানী।”

33 তিনি বললেন, “হে আদম, তাদেরকে এগুলোর নাম বলে দাও।”যখন সে তাদেরকে সেগুলোর নাম বলে দিলো,তিনি বললেন, “আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে আমি আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর গোপন বিষয়সমূহ জানি? আমি জানি যা তোমরা প্রকাশ করো,এবং যা তোমরা গোপন করো।”

34 যখন আমরা ফেরেশতাদের বললাম, “আদমের সামনে সেজদাবনত হও, ”তারা সেজদাবনত হল, শয়তান ছাড়া; সে প্রত্যাখ্যান করল, সে ছিল অত্যন্ত উদ্ধত এবং এক অবিশ্বাসী।

35 আমরা বললাম, ”হে আদম, তোমার স্ত্রীর সাথে স্বর্গে বাস করো এবং সেখান থেকে ইচ্ছেমতো খাও, যেমন তোমাদের পছন্দ, কিন্তু এই গাছের কাছে যেও না,পাছে তোমাদের পাপ হয়।

36 কিন্তু শয়তান তাদেরকে ধোঁকা দিল, এবং সেখান থেকে তাদের বহিষ্কারের কারণ হল। আমরা বললাম, “একে অপরের শত্রু হিসেবে নেমে যাও। পৃথিবীতে হবে তোমাদের কিছু সময়ের জন্য বসবাস এবং জীবিকা।”

নির্দিষ্ট শব্দাবলী*

37 তারপর, আদম তার প্রভুর কাছ থেকে শব্দাবলী গ্রহন করলো,যার দ্বারা তিনি তাকে উদ্ধার করলেন। তিনিই উদ্ধারকারী,পরম দয়ালু।

২:৩৭ একইভাবে, আল্লাহ আমাদের তাঁর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট, গাণিতিকভাবে কোডেড শব্দগুচ্ছ, যা সূরা ১ এর শব্দগুলো দিয়েছেন (পাদটীকা ১:১ এবং পরিশিষ্ট ১৫ দেখুন)।

38 আমরা বললাম, “এখান থেকে নেমে যাও, তোমরা সবাই। যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পথনির্দেশনা আসে,তখন যারা আমার পথনির্দেশনা অনুসরণ করে তাদের কোনো ভয় থাকবে না,না তারা শোক করবে।

39 “আর যারা অবিশ্বাস করে এবং আমাদের প্রত্যাদেশসমূহ প্রত্যাখ্যান করে,তারা হবে নরকের বাসিন্দা,যেখানে তারা চিরকাল থাকবে।”

ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ সকল ইহুদীদের কাছেঃ “তোমরা এই কুরআনে বিশ্বাস করবে”

40 হে ইসরাঈলের সন্তানেরা,স্মরণ করো আমার অনুগ্রহ, যা আমি তোমাদের উপর অর্পণ করেছি এবং পূর্ণ করো তোমাদের অঙ্গীকারকৃত অংশ, যাতে আমি পূর্ণ করি আমার অঙ্গীকারকৃত অংশ, এবং আমাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করো।

41 তোমরা বিশ্বাস করবে তাতে যা আমি এখানে প্রকাশ করেছি,যা তোমাদের কাছে আছে তা সুনিশ্চিত করে; এটাকে প্রত্যাখ্যানে প্রথম হইও না। আমার প্রত্যাদেশনাবলীকে সামান্য মূল্যে বিক্রি করো না এবং আমার প্রতি মনোযোগ দাও।

42 সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না,আর জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করো না

43 তোমরা সংযোগ প্রার্থণা (সালাত) পালন করবে এবং বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) প্রদান করবে,এবং অবনত হবে (রুকু করবে) তাদের সাথে যারা অবনত হয় (রুকু করে)।

44 তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মশীল হতে উদবুদ্ধ করো,অথচ নিজেদেরকেই ভুলে যাও, যদিও তোমরা ঐশীগ্রন্থ পড়ো? তোমরা কি বুঝো না?

45 তোমরা সাহায্য প্রার্থণা করবে ধৈর্য্য এবং সংযোগ প্রার্থণা (সালাতের) মাধ্যমে। এটা প্রকৃতপক্ষে কঠিন, কিন্তু ভক্তদের জন্য নয়।

46 যারা বিশ্বাস করে যে তারা তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাত করবে আর তাঁর কাছে তারা অবশেষে ফিরে যাবে।

47 হে ইসরাইলের সন্তানেরা,স্মরণ করো আমার অনুগ্রহ যা আমি তোমাদের উপর প্রদান করেছি,এবং যে আমি তোমাদেরকে অন্য যেকোন লোকের চেয়ে বেশি সৌভাগ্যশালী করেছি।

48 সেদিনের ব্যাপারে সাবধান হও যখন না কেউ কারো উপকারে আসতে পারে,না কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে,না কোনো মুক্তিপণ দেয়া যাবে,না কেউ সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারবে।

49 স্মরণ করো যে আমরা তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের থেকে রক্ষা করেছিলাম যারা তোমাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল, তোমাদের পুত্রদের হত্যা করতো আর কন্যাদের ছেড়ে দিতো। তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সেটা ছিল এক কঠোর পরীক্ষা।

50 স্মরণ করো যে,আমরা তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করেছিলাম; আমরা তোমাদের রক্ষা করেছিলাম এবং তোমাদের চোখের সামনে ফিরাউনের লোকদের ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

51 এরপরও, যখন আমরা মুসাকে চল্লিশ রাতের জন্য ডেকেছিলাম, তোমরা তার অনুপস্থিতিতে বাছুর পূজা করেছিলে এবং পাপপূর্ন হয়ে পড়েছিলে।*

২:৫১ এই ঘটনাটি মানুষের প্রতিমা উপাসনার প্রবণতাকে প্রতিফলন করে। নিগুড় অলৌকিক ঘটনা সত্ত্বেও, মূসার অনুসারীরা তার অনুপস্থিতিতে বাছুরের উপাসনা করেছিল এবং মূসার সাথে মাত্র দুজন বিশ্বাসী ছিল (৫:২৩)। ভূমিকায় যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, মানুষ বিদ্রোহী যাদের অহংকার তাদের উপাস্য হয়ে উঠে।

52 তবুও, এসবের পরে আমরা তোমাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

53 স্মরণ করো যে,আমরা মুসাকে দিয়েছিলাম ঐশীগ্রন্থ এবং বিধিবদ্ধ আইনগ্রন্থ, যাতে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হতে পারো।

আপনাদের 'আমিত্ব'কে (অহংবোধকে) হত্যা করুন*

54 স্মরণ করো যে,মুসা তার লোকদের বলেছিল, "হে আমার লোকেরা,বাছুর পূজা করে তোমরা তোমাদের আত্মার ক্ষতি করেছ। তোমরা অবশ্যই তোমাদের স্রষ্টার কাছে অনুশোচনা করবে। তোমরা তোমাদের 'আমিত্ব'কে (অহংবোধকে) হত্যা করবে। তোমাদের স্রষ্টার দৃষ্টিতে এটা তোমাদের জন্য উত্তম।"তিনি তোমাদের উদ্ধার করেছিলেন। তিনি উদ্ধারকর্তা,পরম দয়ালু।

২:৫৪ অহংকারই শয়তানের পতনের দিকে পরিচালিত করেছে। অহংকারই আমাদের এই পৃথিবীতে নির্বাসিত করেছে, এবং অহংকারই আমাদের অধিকাংশকে পরিত্রাণ পেয়ে আল্লাহর রাজ্যে যেতে বিরত রাখছে।

বস্তুগত প্রমাণ*

55 স্মরণ করো যে,তোমরা বলেছিলে,"হে মুসা,আমরা বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে স্বশরীরে দেখছি।"ফলস্বরুপ, বজ্র তোমাদের আঘাত করলো,যখন তোমরা তাকিয়েছিলে।

২:৫৫ এটি লক্ষণীয় যে এই আয়াতে "আল্লাহ" (বাংলায় আল্লাহ) শব্দটি ১৯তম ঘটনা, এবং এটিই সেই আয়াত যেখানে লোকেরা "প্রত্যক্ষ প্রমাণ" দাবি করেছিল। ১৯ নম্বরের উপর ভিত্তি করে কুরআনের গাণিতিক কোড এই ধরনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদান করে। আরও মনে রাখবেন যে ২+৫৫=৫৭=১৯x৩।

56 তারপর, তোমরা মরে যাবার পর, আমরা তোমাদের পূনর্জীবিত করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

57 আমরা তোমাদেরকে (সিনাইয়ে) মেঘমালা দিয়ে ছায়া দান করেছিলাম এবং তোমাদের কাছে অবতীর্ণ করেছিলাম 'মান্না' এবং কোয়েলঃ "তোমাদের জন্য আমাদের দেয়া ভালো জিনিস থেকে খাও।"তারা (বিদ্রোহ করে) আমাদের ক্ষতি করেনি; তারা শুধু নিজেদের আত্মারই ক্ষতি করেছিল।

আল্লাহর প্রতি আস্থার অভাবঃ তারা জেরুজালেমে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানায়

58 স্মরন করো যে আমরা বলেছিলাম, "এই শহরে প্রবেশ করো, যেখানে তোমাদের পছন্দমতো অনেক জীবিকা পাবে। শুধু নম্রভাবে দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, এবং লোকদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করো। তাহলে আমরা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেব, এবং সৎকর্মশীলদের জন্য পুরষ্কার বাড়িয়ে দেব।

59 কিন্তু,তাদের মধ্যকার মন্দ লোকেরা তাদেরকে দেয়া নির্দেশ অনুসরণ না করে অন্য নির্দেশ অনুসরন করলো। ফলস্বরূপ, আকাশ থেকে আমরা সীমালঙ্গনকারীদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করলাম, তাদের অপকর্মের জন্য।

আরও অলৌকিক নিদর্শন

60 স্মরন করো যে,মুসা তার লোকদের জন্য পানি খুঁজেছিল, আমরা বলেছিলাম, "তোমার লাঠি দিয়ে পাথরটিতে আঘাত করো"। যার ফলে,সেখান থেকে বারটি ঝর্না প্রবলবেগে বের হয়ে আসলো। প্রত্যেক গোত্রের সদস্যরা তাদের নিজ নিজ পানি চিনতো। আল্লাহর দেয়া জীবিকা থেকে খাও এবং পান করো,এবং পৃথিবীতে দূর্নীতি করে বেড়িও না।

ইসরাইলীরা বিদ্রোহ করে

61 স্মরন করো যে তোমরা বলেছিলে,"হে মুসা,আমরা এক রকমের খাদ্য আর সহ্য করতে পারছি না। তোমার প্রভুর কাছে আহবান করো তিনি যেন আমাদের জন্য ভূমিজাত শস্য যেমন শীম, শসা,রসূন, ডাল এবং পেঁয়াজ উৎপন্ন করেন। সে বলল, "তোমরা কি ভাল জিনিসের পরিবর্তে এর চেয়ে নিম্নমানের জিনিস চাও? মিশরে গিয়ে অধঃপতিত হও, সেখানে তোমরা যা চাচ্ছ তা পাবে"। তারা নিজেদের উপর টেনে আনলো নিন্দা,লাঞ্ছনা এবং অসম্মান, এবং নিজেদের উপর নিয়ে আসলো আল্লাহর ক্রোধ। এটা এ কারনে যে তারা আল্লাহর প্রকাশণাবলী প্রত্যাখান করেছিল, এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল। এটা এ কারনে যে,তারা অমান্য করেছিল এবং সীমালঙ্ঘন করেছিল।

সকল আত্মসমর্পণকারীদের (মুসলিম) ঐক্য

62 নিশ্চয়ই, যারা বিশ্বাস করে,যারা ইহুদী,খ্রীস্টান, এবং ধর্মান্তরিত; যে কেউই (১) বিশ্বাস করে আল্লাহতে,এবং (২) বিশ্বাস করে শেষ দিনে,এবং (৩) সৎ জীবন-যাপন করে,তারা তাদের প্রভুর কাছ থেকে প্রতিদান পাবে। তাদের ভয়ের কিছু নেই, না তারা শোক করবে।

ইসরাইলীদের সাথে অঙ্গীকার

63 আমরা যখন তোমাদের উপর সিনাই পর্বত তুলে ধরে তোমাদের সাথে অঙ্গীকার করেছিলাম যে,“তোমরা দৃঢভাবে মেনে চলবে যা আমরা তোমাদের দিয়েছি,এবং এর বিষয়বস্তু স্মরণ রাখবে,যাতে তোমরা রক্ষা পেতে পার।”

64 কিন্তু তোমরা এরপর মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা না থাকতো,তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে।

65 তোমাদের মধ্যে যারা সাব্বাথকে অপবিত্র করেছিল তোমরা তাদের সম্পর্কে জেনেছো। আমরা তাদেরকে বললাম, “তোমরা বানরের মতো ঘৃণ্য হয়ে যাও।”

66 আমরা তাদেরকে তাদের, এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মদের জন্য উদাহরণস্বরুপ করেছি,এবং সৎকর্মশীলদের জন্য করেছি একটি জ্ঞানালোক।

অপক্ব-গাভী*

67 মুসা তার লোকদের বলল, “আল্লাহ তোমাদেরকে একটি অপক্ব-গাভী উৎসর্গ করতে আদেশ করেন।” তারা বলল, “তুমি কি আমাদের উপহাস করছো?” সে বলল, “আল্লাহ না করুন, যে আমি অজ্ঞদের মতো আচরণ করি।”

২:৬৭ যদিও এই সূরায় গুরুত্বপূর্ণ আইন ও আদেশ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রার্থনা, রোজা, হজ্জ এবং বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ইত্যাদির আইন, তবুও সূরাটির নাম "অপক্ব-গাভী"। এটি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ এবং আমাদের স্রষ্টার প্রতি তাৎক্ষণিক, অটল আনুগত্যের গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব প্রতিফলিত করে। এই ধরনের আত্মসমর্পণ আল্লাহর সর্বশক্তিমানতা এবং পরম কর্তৃত্বের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে প্রমাণ করে। বাইবেলের সংখ্যাপুস্তক (বুক অব নাম্বারস), অধ্যায় ১৯ দেখুন।

68 তারা বলল, “তোমার প্রভুকে আহবান করো যেন তিনি আমাদের দেখান কোনটি।”সে বলল, “তিনি বলেছেন যে,সেটা একটি অপক্ব-গাভী যেটা খুব বেশি বয়স্ক নয়, কিংবা অল্প বয়স্কও নয়; মাঝামাঝি বয়সের। এবার, তোমাদেরকে যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন করো।”

69 তারা বলল, “তোমার প্রভুকে আহবান করো আমাদেকে যেন এর রং দেখান।”সে বলল, “তিনি বলেছেন যে,সেটা একটি হলুদ অপক্ব-গাভী, উজ্জ্বল রংয়ের, দর্শকদের মুগ্ধ করে।”

70 তারা বলল, “তোমার প্রভুকে আহবান করো যেন তিনি আমাদের দেখান তা কোনটি। অপক্ব-গাভীগুলো আমাদের কাছে দেখতে একই রকম মনে হয়, আল্লাহ যদি চান, আমরা সুপথে পরিচালিত হবো।”

71 সে বলল, “তিনি বলেন যে,এটি এমন অপক্ব-গাভী যেটা কখনো জমি চাষে অথবা শস্য ক্ষেতে পানি দেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়নি; কোনো প্রকার খুঁত মুক্ত।”তারা বলল, “এখন তুমি সত্যটা এনেছ।”তারা অবশেষে এটি উৎসর্গ করলো,এই দীর্ঘ অনীহার পর।

অপক্ব-গাভীর উদ্দেশ্য

72 তোমরা একজনকে হত্যা করেছিলে,এরপর নিজেদের মধ্যে বিবাদ করলে। আল্লাহ তা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন যা তোমরা গোপন করার চেষ্টা করছিলে।

73 আমরা বললাম, "(অপক্ব-গাভীর) অংশ দিয়ে (মৃত ব্যক্তিটিকে) আঘাত করো।"তখনই আল্লাহ মৃত ব্যক্তিটির জীবন ফিরিয়ে দিলেন, এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখালেন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।

74 তা সত্ত্বেও, তোমাদের হৃদয় পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেল, বা তার চেয়েও কঠিন। কারণ এমন পাথরও আছে যেগুলো থেকে নদী প্রবল বেগে বের হয়ে আসে। অন্যগুলো ফেঁটে যায় এবং শান্ত ঝর্ণা নির্গত হয়, এবং অন্য পাথরগুলো আল্লাহর ভয়ে খসে পড়ে। আল্লাহ কখনোই অসচেতন নন যা কিছু তোমরা করো।

আল্লাহর বানী বিকৃত করা

75 তোমরা কি আশা করো যে তারা তোমাদের মতো বিশ্বাস করবে,যখন তাদের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহর কথা শুনতো,তারপর তা বিকৃত করতো,সম্পূর্ণ বুঝে-শুনে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে?

আল্লাহর বাক্য গোপন করা

76 এবং যখন তারা বিশ্বাসীদের সাথে সাক্ষাত করে,তারা বলে,"আমরা বিশ্বাস করি,"কিন্তু যখন তারা একে অপরের সাথে মিলিত হয়, তারা বলে,"তোমাদেরকে দেয়া আল্লাহর তথ্য (বিশ্বাসীদেরকে) জানিয়ে দিয়ো না,পাছে তোমরা তোমাদের প্রভুর সম্পর্কে তাদের যুক্তিতে সমর্থন যোগাবে। তোমরা কি বোঝ না?"

77 তারা কি জানে না যে,আল্লাহ জানেন যা কিছু তারা গোপন করে,এবং যা কিছু তারা প্রকাশ করে?

78 তাদের মধ্যে রয়েছে ঐশীগ্রন্থ অনুসরণ না করা (উম্মী) লোক, যারা ঐশীগ্রন্থ সম্পর্কে জানে না; লোক মুখে শোনা কথা ছাড়া,তারপর তারা ধরে নেয় যে তারা তা জানে।

79 কাজেই, দুর্ভোগ তাদের প্রতি যারা নিজেদের হাতে ঐশীগ্রন্থ বিকৃত করে,এরপর বলে,"এটাই আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন, "সস্তা পার্থিব মুনাফা খোঁজে। দূর্ভোগ তাদের প্রতি এরুপ বিকৃতির জন্য, এবং দূর্ভোগ তাদের প্রতি তাদের এই অবৈধ অর্জনের জন্য।

স্বর্গ এবং নরকের চিরস্থায়িত্ব*

80 কেউ কেউ বলেছে,“নরক আমাদের স্পর্শ করবে না নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু দিন ছাড়া।”বল, “তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কোন অঙ্গীকার নিয়েছ – আল্লাহ কখনোই তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না – নাকি তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলছো যা তোমরা জানো না?”

২:৮০-৮২ কলুষিত মুসলমানদের মধ্যে এটি একটি প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস যে তারা যত পাপ করেছে তার অনুপাতে কেবল জাহান্নামে কষ্ট পাবে, তারপর তারা জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে স্বর্গে যাবে। তারা আরও বিশ্বাস করে যে মোহাম্মদ তাদের পক্ষে সুপারিশ করবেন এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। এই ধরনের বিশ্বাস কুরআনের পরিপন্থী (পরিশিষ্ট ৮)।

81 নিশ্চয়ই, যারা পাপ অর্জন করে এবং তাদের অসৎ কর্ম দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যায়, তারাই হবে নরকের বাসিন্দা; তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করে।

82 আর যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে,তারা হবে স্বর্গের বাসিন্দা; তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করে।

প্রত্যাদেশাবলী

83 আমরা ইসরাইলের সন্তানদের সাথে একটি অঙ্গীকার করেছিলামঃ “তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করবে না। তোমরা পিতামাতাকে সম্মান করবে এবং আত্মীয়-স্বজন, এতীম এবং গরীবদের প্রতি খেয়াল রাখবে। তোমরা লোকদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে। তোমরা সংযোগ প্রার্থণা (সালাত) পালন করবে এবং বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) প্রদান করবে।”কিন্তু সামান্য কয়েকজন ছাড়া,তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে,এবং তোমরা বিরোধী হয়ে পড়লে।

84 আমরা তোমাদের সাথে একটি অঙ্গীকার করেছিলাম যে,তোমরা নিজেদের মধ্যে রক্তপাত করবে না,না তোমরা পরস্পরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করবে। তোমরা সম্মত হয়েছিলে এবং স্বাক্ষ্য দিয়েছিলে।

85 এরপরও, তোমরা একে অন্যকে হত্যা করছো এবং তোমাদের কাউকে কাউকে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে উচ্ছেদ করছো,তাদের বিরুদ্ধে পাপ এবং বিদ্বেষের সাথে একত্রিত হয়ে। এমনকি তারা আত্ম-সমর্পণ করার পরও তোমরা তাদের কাছে মুক্তিপণ দাবী করেছো। তাদের উচ্ছেদ করাটাই প্রথমত তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তোমরা কি ঐশীগ্রন্থের কিছু অংশে বিশ্বাস করো আর কিছু অংশে অবিশ্বাস করো? তোমাদের মধ্যে যারা এরুপ করে তাদের শাস্তি কি হওয়া উচিত, এই জীবনে অপদস্থতা এবং পুনুরুত্থান দিবসে আরোও নিকৃষ্ট শাস্তি ছাড়া? তোমরা যা কিছু করো তা সম্পর্কে আল্লাহ কখনোই অসচেতন নন।

86 এরা তারাই যারা পরকালের বিনিময়ে এই তুচ্ছ জীবন ক্রয় করেছে। ফলস্বরুপ, তাদের জন্য শাস্তি কখনোই কমানো হয় না,না তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারে।

ইসরাঈলের নবীগণ

87 আমরা মুসাকে ঐশীগ্রন্থ দিয়েছিলাম এবং তার পরে আমরা অন্যান্য বার্তাবাহকদের পাঠিয়েছিলাম এবং আমরা মরিয়মের পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট অলৌকিক নিদর্শনাবলি দিয়েছিলাম আর পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাকে সমর্থণ করেছিলাম। এটাই কি বাস্তব সত্য নয় যে,যখনই কোন বার্তাবাহক তোমাদের কাছে যেতো এমন কোনকিছু নিয়ে যা তোমরা অপছন্দ করতে,তোমাদের আমিত্ব তোমাদেরকে উদ্ধত করে তুলতো? তাদের কাউকে তোমরা প্রত্যাখ্যান করতে,এবং কাউকে হত্যা করতে।

দুঃখজনক বক্তব্যঃ "পূর্ব থেকে আমার মনস্থির হয়ে আছে"

88 কেউ কেউ বলে, "পূর্ব থেকে আমাদের মন স্থির হয়ে আছে!" বরং,এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অভিশাপ, তাদের অবিশ্বাসের ফলে, যা তাদেরকে বিশ্বাস করা থেকে বিরত রাখে, তাদের অল্প কিছু সংখ্যক ছাড়া।

কুরআন সকল ঐশীগ্রন্থের সুসম্পন্নকারী

89 যখন এই ঐশীগ্রন্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে আসলো, এবং এমনকি যদিও এটি তাদের নিকট যা আছে তার সাথে একমত হয়, এবং তা সুনিশ্চিত করে,এবং এমনকি যদিও অবিশ্বাসীদের সাথে কথা বলার সময় তারা এর আগমনের ভবিষ্যদ্বানী করতো, যখন তাদের নিজেদের ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হলো, তারা তা অবিশ্বাস করলো। আল্লাহর অভিসম্পাত এভাবেই অবিশ্বাসীদের উপর পতিত হয়।

90 নিশ্চয় শোচনীয় যার বিনিময়ে তারা তাদের আত্মা বিক্রি করেছে – আল্লাহর এই প্রকাশণাবলি প্রত্যাখ্যান করে,নিছক এই বিদ্বেষে যে আল্লাহ তাঁর দাসদের মধ্যে যার উপর ইচ্ছা অনুগ্রহ প্রদান করেন। ফলস্বরুপ, তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে। অবিশ্বাসীরা নিজেদের উপর টেনে এনেছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

91 যখন তাদেরকে বলা হয়, "তোমরা আল্লাহর এই প্রকাশণাবলিতে বিশ্বাস করবে,"তারা বলে,"আমরা শুধু তাতে বিশ্বাস করি যা আমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।"এরুপে,তারা অবিশ্বাস করে পরবর্তী প্রকাশণাবলিতে,যদিও এটা তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য এবং যদিও এটা নিশ্চিত করে যা তাদের কাছে আছে! বল, "তাহলে কেন তোমরা আল্লাহর নবীদের হত্যা করেছো,যদি তোমরা বিশ্বাসীই ছিলে?"

ইসরাইলের ইতিহাস থেকে শিক্ষা

92 মুসা তোমাদের কাছে গিয়েছিল সুস্পষ্ট অলৌকিক নিদর্শনবলি নিয়ে, তারপরও তোমরা তার অনুপস্থিতিতে বাছুর পূজা করেছিলে এবং পাপপূর্ন হয়েছিলে।

93 আমরা তোমাদের সাথে একটি অঙ্গীকার করেছিলাম, যখন আমরা তোমাদের উপর সিনাই পর্বত তুলে ধরেছিলাম, এই বলে,"আমরা তোমাদেরকে যে প্রত্যাদেশাবলি দিয়েছি তা মেনে চলবে,দৃঢভাবে এবং মন দিয়ে শোন।"তারা বলল, "আমরা শুনি,কিন্তু অমান্য করি।"তাদের হৃদয় বাছুর পূজায় পূর্ণ ছিল, তাদের অবিশ্বাসের কারণে। বল, "সত্যিই শোচনীয় যা তোমাদের বিশ্বাস তোমাদের নির্দেশ দেয়, যদি আদৌ তোমাদের কোন বিশ্বাস থেকে থাকে।"

94 বল, "যদি আল্লাহর নিকট পরকালের আবাস শুধুমাত্র তোমাদের জন্যই সংরক্ষিত থাকে,অন্য সকল মানুষকে বাদ দিয়ে,তবে তোমাদের মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করা উচিত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।"

95 তারা কখনোই তা আকাঙ্ক্ষা করে না,তা-র জন্য যা তাদের হাত ইতিপূর্বে পাঠিয়েছে। আল্লাহ পাপীদের সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন।

96 প্রকৃতপক্ষে,তোমরা দেখবে,তারা জীবনের প্রতি সবচেয়ে বেশি লোভী; এমনকি প্রতিমা উপাসকদের চেয়েও বেশি। তাদের একেক জন হাজার বছর বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু এটা তাদেরকে কোন শাস্তি থেকে রেহাই দেবে না,যত দিনই তারা বাঁচুক না কেন। তারা যা কিছু করে আল্লাহ সবই দেখেন।

জিব্রাইল প্রত্যাদেশ প্রকাশের মধ্যস্থতা করেন

97 বল, "যে কেউ জিবরাইলের বিরোধীতা করে তার জানা উচিত যে,সে এটি (কুরআন) তোমার হৃদয়ে অবতীর্ণ করেছে আল্লাহর ইচ্ছানুসারে,যা নিশ্চিত করে পুর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থসমূহ এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ দেয়।"

98 যে কেউ আল্লাহ, এবং তাঁর ফেরেশতাদের, এবং তাঁর বার্তাবাহকদের, আর জিবরাইল ও মিকাইলের বিরোধিতা করে,তার জানা উচিত যে,আল্লাহ অবিশ্বাসীদের বিরোধিতা করেন।

99 আমরা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি এমন সুস্পষ্ট প্রকাশণাবলি এবং শুধুমাত্র পাপীরাই তা প্রত্যাখ্যান করবে।

100 এটাই কি বাস্তব সত্য নয় যে যখন তারা কোন অঙ্গীকার করে এবং সেটা রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করে,তাদের মধ্যে কেউ কেউ তা সবসময় উপেক্ষা করে? বস্তুত, তাদের অধিকাংশ বিশ্বাস করে না।

আল্লাহর ঐশীগ্রন্থ উপেক্ষা করা

101 এখন যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে একজন বার্তাবাহক এসেছে*এবং যদিও সে তাদের নিজেদের ঐশীগ্রন্থটি প্রমাণ করে এবং সুনিশ্চিত করে,ঐশীগ্রন্থের কিছু অনুসারীরা (ইহুদী,খ্রীস্টান এবং মুসলিমরা) তাদের অগোচরে আল্লাহর গ্রন্থ উপেক্ষা করে,যেন তাদের কখনো কোন ঐশীগ্রন্থ ছিল না।

২:১০১ আল্লাহর প্রতিশ্রুত রাসুলের ভবিষ্যদ্বাণী পুরাতন টেস্টামেন্ট (মালাখি ৩:১-৩), নতুন টেস্টামেন্ট (লূক ১৭:২২-৩৭) এবং এই চূড়ান্ত টেস্টামেন্ট (৩:৮১)- এ করা হয়েছে।

কালো যাদু নিষিদ্ধ

102 তারা অনুসরণ করলো যা শয়তানরা সোলায়মানের রাজত্ব সম্পর্কে শিখিয়েছিল। তবে,সোলায়মান অবিশ্বাসী ছিল না,অবিশ্বাসী ছিল শয়তানরা। তারা লোকদের শেখাতো কালো যাদু এবং যা বাবেল নগরীর দু'জন ফেরেশতা হারুত ও মারুতের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই দু'জন এরকম জ্ঞান ফাঁস করতো না,এটা না বলে যেঃ "এটা একটা পরীক্ষা। তোমরা এমন জ্ঞানের অপব্যবহার করবে না।"কিন্তু লোকেরা এটি ব্যবহার করলো বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার মতো মন্দ ষড়যন্ত্রে। তারা কখনো আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো ক্ষতি করতে পারে না। এভাবে তারা শেখে যা তাদেরকে কষ্ট দেয়, তা নয় যা তাদের উপকার করে এবং তারা খুব ভালোভাবে জানে যে,যেকেউ কালো যাদু চর্চা করে তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। সত্যিই শোচনীয় যার জন্য তারা তাদের আত্মা বিক্রি করে,যদি শুধু তারা জানতো।

103 যদি তারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে,তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরষ্কার অনেক উত্তম, যদি শুধু তারা জানতো।

প্রার্থণার শব্দাবলী বিকৃত করা

104 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো,"রা'য়েনা* (আমাদের রাখাল হও)" বলো না। বরং বল, "উনযুরনা (আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখো)"এবং মনোযোগ সহকারে শোনো। অবিশ্বাসীরা নিজেদের উপর কষ্টদায়ক শাস্তি টেনে এনেছে।

২:১০৪ "রা'ইনা" শব্দটি কিছু হিব্রু-ভাষী লোক দ্বারা অপব্যবহার করা হয়েছিল এবং এটিকে বিকৃত করায় নোংরা শব্দের মতো শোনাচ্ছিল (আরও দেখুন ৪:৪৬)।

হিংসা নিন্দিত

105 না ঐশীগ্রন্থের অনুসারীদের মধ্যকার অবিশ্বাসীরা,না অংশীদার উপসাকরা,দেখতে চায় যে তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে কোন আশীর্বাদ নেমে আসুক। যদিও, আল্লাহ তাঁর আশীর্বাদ তার প্রতি বর্ষণ করেন যাকে তিনি পছন্দ করেন। আল্লাহ অসীম অনুগ্রহের অধিকারী।

চুড়ান্ত অলৌকিক নিদর্শনঃ কুরআনের গাণিতিক সংকেত*

106 যখন আমরা কোন অলৌকিক নিদর্শন রহিত করি কিংবা তা বিস্মৃত করে দেই, আমরা এর চেয়েও উত্তম, বা অন্ততপক্ষে এর সমতুল্য কোন অলৌকিক নিদর্শন উপস্থিত করি। তোমরা কি এই বাস্তব সত্যটা উপলব্ধি করো না যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান?

২:১০৬ কুরআনের গাণিতিক অলৌকিকতা চিরস্থায়ী এবং পূর্ববর্তী অলৌকিক ঘটনাগুলির চেয়ে মহান (৩৪:৪৫, ৭৪:৩৫)। কুরআনের মতোই, এটি পূর্ববর্তী সমস্ত অলৌকিক ঘটনাকে নিশ্চিত করে, পূর্ণ করে এবং বাতিল করে।

107 তোমরা কি এই বাস্তব সত্যটা উপলব্ধি করো না যে আল্লাহর অধীনে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব; আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন প্রভু ও মালিক নেই?

108 তোমরা কি তোমাদের বার্তাবাহকের কাছে এমন কিছু দাবী করতে চাও যেমন অতীতে মুসার কাছে দাবী করা হয়েছিল? যে কেউ অবিশ্বাসকে বেছে নেয়, বিশ্বাসের পরিবর্তে,সত্যিই সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

109 এখন যেহেতু তোমরা বিশ্বাস করেছ, ঐশীগ্রন্থের অনেক অনুসারী দেখতে চাইবে যে তোমরা পুনরায় অবিশ্বাস করো। এটা তাদের পক্ষ থেকে হিংসার ফল, সত্য তাদের কাছে সুস্পষ্ট হবার পর। তোমরা তাদেরকে ক্ষমা করো,তাদেরকে তাদের মতো ছেঁড়ে দাও, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর রায় দেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

110 তোমরা সংযোগ প্রার্থণা (সালাত) পালন করো এবং বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) দাও। তোমাদের আত্মার পক্ষে ভালো যা কিছু তোমরা অগ্রে প্রেরণ করো,তা তোমরা আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা দেখেন।

সকল বিশ্বাসীরা উদ্ধারপ্রাপ্ত, তাদের ধর্মের নাম যাই হোক

111 কেউ কেউ বলেছে,"ইহুদী বা খ্রিষ্টান ছাড়া কেউই স্বর্গে প্রবেশ করবে না!"এমনই তাদের মনগড়া চিন্তাধারা। বল, “আমাদেরকে তোমাদের প্রমাণ দেখাও, যদি তোমরা সঠিক হও।”

২:১১১-১১২ দেখুন ২:৬২ এবং ৫:৬৯।

আত্ম-সমর্পণঃ একমাত্র ধর্ম

112 নিশ্চয়ই, যারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরুপে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে,সেই সাথে সৎজীবন যাপন করে,তারা তাদের প্রভুর কাছ থেকে প্রতিদান পাবে; তাদের ভয়ের কিছু নেই, না তারা কোন শোক করবে।*

113 ইহুদিরা বলল, “খ্রীস্টানদের কোন ভিত্তি নেই, ”আবার অন্যদিকে খ্রীস্টানরা বলল, “ইহুদিদের কোনো ভিত্তি নেই।”অথচ তারা উভয়ই ঐশীগ্রন্থ পাঠ করে। এমন কথাবার্তা তাদেরই হয় যারা কোন জ্ঞান রাখে না। আল্লাহ পুনঃরুত্থান দিবসে তাদের বিচার করবেন, তাদের মতবিরোধ সম্পর্কে।

আপনারা মসজিদে নিয়মিত হবেন

114 তাদের চেয়ে কারা বেশি মন্দ যারা আল্লাহর মসজিদগুলো বর্জন করে,যেখানে তাঁর নাম স্মরণ করা হয়, এবং সেগুলোকে পরিত্যক্ত করতে ভূমিকা রাখে? ভয়-বিহবল অবস্থায় ছাড়া সেখানে তাদের প্রবেশ কাঙ্খিত নয়। তারা এই জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করবে এবং পরকালে ভোগ করবে এক ভয়ানক প্রতিফল।

115 পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই; তোমরা যেখানেই যাও সেখানেই আল্লাহর উপস্থিতি থাকবে। আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, সর্বজ্ঞ।

ঘৃণ্য ধর্মনিন্দা

116 তারা বলেছে,“আল্লাহ পুত্র জন্ম দিয়েছেন!”তিনি মহিমান্বিত; কখনই নয়! তাঁর অধীনে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু।; সবাই তাঁর আজ্ঞাধীন।

117 আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সূচনাকারীঃ কোন কিছু সম্পন্ন করতে তিনি শুধু একে বলেন, “হও”এবং তা হয়ে যায়।

118 যারা কোন জ্ঞান রাখে না তারা বলে,“শুধু যদি আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলতেন, অথবা কোন অলৌকিক নিদর্শন আমাদের কাছে আসতো” তাদের পূর্বে অন্যরা একই ধরণের কথা বলেছে; তাদের মানসিকতা একই ধরণের। আমরা তাদের জন্য অলৌকিক নিদর্শন সুস্পষ্ট করি যারা নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জন করেছে।

119 আমরা তোমাকে* সত্য সহকারে পাঠিয়েছি সুসংবাদবহনকারী,সেই সাথে সতর্ককারী হিসেবে। তোমাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না যারা নিজেদের উপর নরক টেনে এনেছে।

২:১১৯ আমার বাধ্যবাধকতা হলো এই বার্তাবাহকের পরিচয় "রাশাদ খলিফা"-কে আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহক হিসেবে নিশ্চিত করা। "রাশাদ" (৫০৫) এর জ্যামিতিক মান, "খলিফা" (৭২৫) এর জ্যামিতিক মান এবং আয়াত সংখ্যা (১১৯) যোগ করলে আমরা ১৩৪৯ পাই, যা ১৯ এর গুণিতক। ৩:৮১ এবং পরিশিষ্ট -২ দেখুন।

120 ইহুদি বা খ্রীস্টানরা তোমাকে গ্রহণ করবে না,যদি না তুমি তাদের ধর্ম অনুসরণ করো। বল, “আল্লাহর পথনির্দেশনাই সত্য পথনির্দেশনা।”তুমি যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছো তা সত্ত্বেও যদি তুমি তাদের ইচ্ছায় সম্মত হও, তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাকে সাহায্য করার জন্য তুমি কোন মিত্র বা সমর্থণকারী পাবে না।

121 যারা ঐশীগ্রন্থ পেয়েছে এবং এটা সম্বন্ধে জানে যেভাবে জানা উচিত, তারা এতে বিশ্বাস করবে। আর যারা অবিশ্বাস করে,তারাই ক্ষতিগ্রস্থ।

122 হে ইসরাঈলের সন্তানেরা,স্মরণ করো আমার অনুগ্রহ যা আমি তোমাদের দান করেছি,এবং আমি তোমাদেরকে অন্য সকল লোকদের চেয়ে বেশি সৌভাগ্যশালী করেছিলাম।

123 সে দিন সম্পর্কে সতর্ক হও যখন কোন আত্মা অন্য আত্মাকে সাহায্য করবে না,কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না,কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না এবং কেউ সাহায্য পাবে না।

ইব্রাহিম

124 স্মরণ করো যে,ইব্রাহিম তার প্রভুর দ্বারা নির্দিষ্ট কিছু আদেশের মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়েছিল এবং সে সেগুলো পূর্ণ করেছিল। (আল্লাহ) বলেছিলেন, “আমি তোমাকে মানুষের জন্য ইমাম নিযুক্ত করছি।”সে বলেছিল, “আর আমার বংশধর থেকেও কি?”তিনি বলেছিলেন, “আমার অঙ্গীকার সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে না”।

125 আমরা পবিত্র ঘর (কাবা)-কে করেছি লোকদের জন্য কেন্দ্রবিন্দুতে এবং একটি নিরাপদ পূন্যস্থানে। তোমরা ইব্রাহিমের অবস্থান স্থলকে প্রার্থণা ঘর হিসেবে ব্যবহার করো। আমরা ইব্রাহিম ও ইসমাঈলকে নিযুক্ত করেছিলামঃ “তোমরা আমার ঘরকে তাদের জন্য পবিত্র রাখবে যারা দর্শন করতে আসে,যারা সেখানে বসবাস করে,এবং যারা রুকু এবং সেজদা করে।”

126 ইব্রাহিম প্রার্থণা করেছিল, “আমার প্রভু,এই স্থানটিকে শান্তিময় করুন এবং এর অধিবাসীদের ফলের যোগান দিন। যোগান দিন তাদের জন্য যারা আল্লাহ এবং শেষ দিবসে বিশ্বাস করে।”(আল্লাহ) বললেন, “আমি তাদের জন্যও যোগান দিব যারা অবিশ্বাস করে। আমি তাদেরকে উপভোগ করতে দেব, সাময়িকভাবে,তারপর তাদেরকে পতিত করবো নরকের শাস্তিতে,এবং এক শোচনীয় নিয়তিতে।”

ইব্রাহিম আত্ম-সমর্পণের (ইসলামের) সকল ধর্মীয় অনুশীলন পৌঁছে দিয়েছিলেন

127 যখন ইব্রাহিম ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে পবিত্র ঘরের ভিত্তি গড়ে তুলেছিল (তারা প্রার্থণা করলো):“আমাদের প্রভু,এটি আমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করুন। আপনি সর্বশ্রোতা,সর্বজ্ঞ।

128 “আমাদের প্রভু,আমাদেরকে আপনার কাছে আত্ম-সমর্পণকারী করুন এবং আমাদের বংশধর থেকে আপনার কাছে একটি আত্ম-সমর্পণকারী সম্প্রদায় গড়ে তুলুন। আমাদেরকে ধর্মের রীতিনীতি শিক্ষা দিন এবং আমাদের পাপ মোচন করুন। আপনি পাপ মোচনকারী,পরম দয়ালু।

129 “আমাদের প্রভু,আর তাদের মধ্য থেকে একজন বার্তাবাহকের উত্থান ঘটান তাদের কাছে আপনার প্রকাশণাবলি পড়ে শোনানোর জন্য, তাদেরকে ঐশীগ্রন্থ ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবার জন্য এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করার জন্য। আপনি সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।”

130 সে ছাড়া কে ইব্রাহিমের ধর্ম পরিত্যাগ করে,যে তার নিজ আত্মাকেই বোকা বানায়? আমরা এই দুনিয়াতে তাকে পছন্দ করেছি,এবং পরকালে সে সৎকর্মশীলদের সাথে থাকবে।

131 যখন তার প্রভু তাকে বললেন, "আত্মসমর্পণ করো",সে বলল, "আমি বিশ্বজগতের প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।

132 উপরন্তু,ইব্রাহিম তার সন্তানদেরও অনুরূপ করতে উপদেশ দিয়েছিল, এবং ইয়াকুবও এমনটি করেছিল: "হে আমার সন্তানেরা,আল্লাহ তোমাদের জন্য ধর্মকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন; আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মরো না।"

133 যদি তোমরা ইয়াকুবকে তার মৃত্যু শয্যায় দেখতে ; সে তার সন্তানদের বলেছিল, "আমার মৃত্যুর পর তোমরা কিসের উপাসনা করবে?”তারা বলেছিল, "আমরা উপাসনা করবো আপনার উপাস্যের; আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম, ইসমাইল, এবং ইসহাকের উপাস্যের; সেই একক উপাস্যের। তাঁর নিকট আমরা আত্ম-সমর্পণকারী।

134 এমনই হচ্ছে অতীতের একটি সম্প্রদায়। তারা যা অর্জন করেছে তার জন্য তারা দায়ী এবং তোমরা যা অর্জন করেছ তার জন্য তোমরা দায়ী। তারা যা কিছু করেছে তার জন্য তোমরা কৈফিয়ত দিবে না।

আত্মসমর্পণ (ইসলাম): ইব্রাহীমের ধর্ম*

135 তারা বলে,“পথ-নির্দেশনা পেতে হলে,তোমাদেরকে ইহুদী অথবা খ্রীস্টান হতে হবে।”বল, “আমরা অনুসরণ করি ইব্রাহিমের ধর্ম- একেশ্বরবাদ– সে কখনোই প্রতিমা উপাসক ছিল না”।

২:১৩৫ কুরআন বারবার আমাদের জানায় যে আত্মসমর্পণই ইব্রাহিমের ধর্ম (৩:৯৫, ৪:১২৫, ৬:১৬১, ২২:৭৮)। ইব্রাহিম একটি ব্যবহারিক "ধর্মগ্রন্থ" পেয়েছিলেন, যথা, আত্মসমর্পণের সমস্ত কর্তব্য এবং অনুশীলন [সংযোগ প্রার্থনা (নামাজ), বাধ্যতামূলক দান (জাকাত), রমজানের রোজা এবং হজ্জ তীর্থযাত্রা। মুহাম্মদ ইব্রাহিমের ধর্মের অনুসারী ছিলেন, যেমনটি আমরা ১৬:১২৩ তে দেখতে পাই; তিনি এই চূড়ান্ত টেস্টামেন্ট, কুরআন প্রদান করেছিলেন। ইসলামের তৃতীয় বার্তাবাহক ধর্মের সত্যতার প্রমাণ প্রদান করেছেন (৩:৮১ এবং পরিশিষ্ট ১, ২, ২৪, এবং ২৬ দেখুন)।

আল্লাহর বার্তাবাহকদের মধ্যে পার্থক্য নয়

136 বল, “আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহতে,এবং যা আমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে,এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং গোত্রপ্রধানদের উপর; এবং যা দেয়া হয়েছে মুসা ও ঈসাকে,এবং সকল নবীদেরকে তাদের প্রভুর কাছ থেকে। আমরা তাদের কারো মধ্যে কোন রকম পার্থক্য করি না। আমরা একমাত্র তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণকারী।”

137 যদি তারা তোমাদের মতই বিশ্বাস করে,তাহলে তারা সুপথপ্রাপ্ত। কিন্তু,যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তারা বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। আল্লাহ তাদের বিরোধিতা থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন; তিনি সর্বশ্রোতা,সর্বজ্ঞ।

138 এমনই হচ্ছে আল্লাহর নিয়ম, এবং আল্লাহর নিয়মের চেয়ে কার নিয়ম উত্তম? "আমরা একমাত্র তাঁরই উপাসনা করি"।

139 বল, “তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহ সম্বন্ধে তর্ক করো,যখন তিনি আমাদের প্রভু এবং তোমাদের প্রভু? আমরা আমাদের কাজের জন্য দায়ী এবং তোমরা তোমাদের কাজের জন্য দায়ী। আমরা একমাত্র তাঁর প্রতি নিবেদিত।”

140 তোমরা কি বল যে ইব্রাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, এবং গোত্রপ্রধানরা ইহুদী বা খ্রিষ্টান ছিল? বল, "তোমরা কি আল্লাহর চেয়ে ভালো জান? কে তার চেয়ে অধিক মন্দ যে আল্লাহ থেকে শেখা এক সাক্ষ্য গোপন করে? তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে কখনোই অসচেতন নন।"

141 সেটা ছিল অতীতের একটি সম্প্রদায়। তারা যা অর্জন করেছে তার জন্য তারা দায়ী এবং তোমরা যা অর্জন করেছ তার জন্য তোমরা দায়ী। যা কিছু তারা করেছিল তার জন্য তোমরা কৈফিয়ত দিবে না।

গোঁড়ামি এবং কুসংস্কার বাতিল*

142 লোকেদের মধ্যকার নির্বোধরা বলবে, “কেন তারা তাদের ক্বিবলার দিক পরিবর্তন করলো?”বল, “পূর্ব এবং পশ্চিম আল্লাহর; তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।”*

২:১৪২-১৪৫ "কিবলা" হল সেই দিক যেখানে নামাযের সময় মুখ করে থাকা উচিত। যখন জিব্রাইল মুহাম্মদকে মক্কার পরিবর্তে জেরুজালেমের দিকে মুখ করে থাকার নির্দেশ দেন, তখন মুনাফিকদের মুখোশ খুলে যায়। আরবরা কাবাকে তাদের "কিবলা" হিসেবে বিবেচনা করার ব্যাপারে তীব্রভাবে পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। কেবলমাত্র প্রকৃত বিশ্বাসীরাই তাদের কুসংস্কার কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল; তারা সহজেই রাসূলের কথা মেনে চলেছিল।

143 আমরা এভাবে তোমাদেরকে একটি নিরপেক্ষ সম্প্রদায় করেছি,যাতে তোমরা লোকদের মাঝে সাক্ষী হও এবং বার্তাবাহক তোমাদের মাঝে সাক্ষী হয়। আমরা তোমাদের মূল কিবলার দিক পরিবর্তন করেছিলাম শুধু তোমাদের মধ্যে যারা নির্দ্বিধায় বার্তাবাহকের অনুসরণ করে তাদের থেকে যারা পিছু হটে যায় তাদেরকে আলাদা করার জন্য। এটি একটি কঠিন পরীক্ষা ছিল, কিন্তু তাদের জন্য নয় যারা আল্লাহ দ্বারা পথ প্রদর্শিত। আল্লাহ কখনোই তোমাদের উপাসনা বৃথা যেতে দেন না। আল্লাহ মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল, পরম দয়ালু।

মক্কার দিকে কিবলা পূন:প্রতিষ্ঠিত

144 আমরা তোমাকে দেখেছি (সঠিক দিকের সন্ধানে) আকাশের দিকে ইতঃস্তত মুখ ফেরাতে। আমরা এখন একটি কিবলা নির্দিষ্ট করছি যা তোমাকে সন্তুষ্ট করে। এখন থেকে,তুমি পবিত্র মসজিদের দিকে তোমার মুখ ফেরাবে। তোমরা যেখানে থাক না কেন, তোমরা সকলে তোমাদের মুখ এর দিকে ফেরাবে। যারা পূর্বে ঐশীগ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছিল তারা জানে যে,এটা তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য। তারা যা কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে কখনই অসচেতন নন।

145 এমনকি তুমি যদি ঐশীগ্রন্থের অনুসারীদের সব ধরণের অলৌকিক নিদর্শনও দেখা,তারা তোমার কিবলা অনুসরণ করবে না। না তুমি তাদের কিবলা অনুসরণ করবে। এমনকি তারা নিজেরাই একে অন্যের কিবলা অনুসরণ করে না। তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে,তারপর যদি তুমি তাদের ইচ্ছা মেনে নাও, তুমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ঐশীগ্রন্থের অপব্যবহারঃ বাছাইকৃত বিশেষ কিছু বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান বা গোপন করা

146 যারা ঐশীগ্রন্থ গ্রহণ করেছে তারা এর মধ্যকার সত্য এমনভাবে চিনে নেয় যেমন তারা আপন সন্তানদের চিনে থাকে। এরপরও, তাদের কেউ কেউ জেনে-শুনে সত্য গোপন করে।

147 এটা তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে আসা সত্য; কোন রুপ সন্দেহ পোষণ করো না।

148 তোমাদের প্রত্যেকেই অনুসরণের একেক দিক বেছে নাও; তোমাদের উচিত সৎকর্মে প্রতিযোগীতা করা। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

মক্কার দিকে কিবলা পূন:প্রতিষ্ঠিত

149 তুমি যেখানেই যাও, (সালাতের সময়) তুমি তোমার মুখ পবিত্র মসজিদের দিকে ফেরাবে।* এটা তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য। তোমরা সবাই যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে কখনই অসচেতন নন।

২:১৪৯ আজকের "মুসলিমদের" প্রতিমা উপাসনা যেভাবে সংঘটিত হয় তার একটি স্পষ্ট প্রমাণ হল মুহাম্মদের সমাধিকে "পবিত্র মসজিদ" হিসেবে মনোনীত করা। কুরআনে কেবল একটি "পবিত্র মসজিদ" উল্লেখ করা হয়েছে।

150 তুমি যেখানেই যাও, (সালাতের সময়) তুমি তোমাদের মুখ পবিত্র মসজিদের দিকে ফেরাবে; তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমরা (সালাতের সময়) তোমাদের মুখ এর দিকে ফেরাবে। এতে করে তোমাদের বিরুদ্ধে লোকদের কোন তর্ক থাকবে না,শুধু তাদের মধ্যকার সীমালঙ্ঘনকারীদের ছাড়া। তাদেরকে ভয় করো না,বরং আমাকেই ভয় করো। আমি তখন তোমাদের প্রতি আমার আশীর্বাদ সম্পূর্ণ করবো,যাতে তোমরা পথপ্রাপ্ত হতে পার।

151 (আশীর্বাদ) যেমন তোমাদের মধ্য থেকে একজন বার্তাবাহক পাঠানো– তোমাদের কাছে আমাদের প্রকাশণাবলী পাঠ করার জন্য, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করার জন্য, তোমাদেরকে ঐশীগ্রন্থ ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবার জন্য, এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য যা তোমরা কখনো জানতে না।

152 তোমরা আমাকে স্মরণ করো,যাতে আমিও তোমাদের স্মরণ করি,এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও; অকৃতজ্ঞ হইও না।

153 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো,দৃঢ়তা ও সংযোগ প্রার্থণা (সালাতের) মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থণা করো। আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা দৃড়তার সাথে অধ্যবসায়ী।

আমরা এখান থেকে কোথায় যাব?

154 আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়, তাদের সম্পর্কে বলো না যে,“তারা মৃত”। তারা তাদের প্রভুর কাছে জীবিত, কিন্তু তোমরা বোঝ না।*

২:১৫৪ সৎকর্মশীলরা আসলে মারা যায় না; তারা কেবল তাদের দেহ এখানে রেখে একই জান্নাতে চলে যায় যেখানে আদম ও হাওয়া একসময় বাস করতেন। প্রমাণ এবং বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট ১৭ দেখুন।

155 আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু ভয়, ক্ষুধা,এবং অর্থ, জীবন ও শস্যের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে। সুসংবাদ দাও অবিচলদের।*

২:১৫৫ এই পরীক্ষাটি প্রমাণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে যে আমরা সকল পরিস্থিতিতেই একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করি (২৯:২)।

156 যখন কোন দুঃখ-কষ্ট তাদের উপর আসে,তারা বলে,“আমরা আল্লাহর এবং তাঁর কাছেই আমরা ফিরে যাচ্ছি।”

157 এরা তাদের প্রভুর আশীর্বাদ এবং অনুগ্রহের উপযুক্ত হয়েছে। এরাই সুপথপ্রাপ্ত।

হজ্জ তীর্থযাত্রা

158 সাফা ও মারওয়া টিলাগুলো আল্লাহর জারি করা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির অন্তর্ভূক্ত। যে কেউ হজ্জ অথবা উমরাহ পালন করে,এ দু’য়ের মাঝের দুরত্ব অতিক্রম করাতে তাদের কোন ভুল নেই। যদি কেউ স্বেচ্ছায় অধিক সৎকর্ম করে,তবে আল্লাহ যথার্থ মূল্যায়নকারী,সর্বজ্ঞ।

গুরুতর অপরাধ

159 যারা আমাদের প্রকাশনাবলী এবং পথ-নির্দেশণা গোপন করে,ঐশীগ্রন্থের সেগুলো মানুষের জন্য প্রকাশ করার পর, তারা আল্লাহ কর্তৃক নিন্দিত; তারা সকল বিবেচক দ্বারা নিন্দিত।

160 আর যারা অনুশোচনা করে,সংশোধিত হয় এবং ঘোষনা করে,আমি তাদের উদ্ধার করি। আমিই উদ্ধারকারী,পরম দয়ালু।

161 যারা অবিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা যায়, তারা (বিচার দিবসে) নিজেদের উপর টেনে এনেছে আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের নিন্দা।

162 তারা সেখানে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করে। তাদের জন্য শাস্তি কখনোই কমানো হয় না,না তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়।

163 তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য; তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

আল্লাহর অভিভূত করা নিদর্শনাবলি

164 আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি,রাত ও দিনের পালাবদল, জাহাজসমূহ যা মানুষের উপকারার্থে সাগরে ঘুরে বেড়ায়, পানি যা আল্লাহ আকাশ থেকে বর্ষণ করেন মৃত ভূমিকে পূনর্জীবিত করানোর জন্য এবং এতে সব ধরণের জীবের বিস্তার করতে,বায়ূপ্রবাহ নিয়ন্ত্রনে,এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে অবস্থিত মেঘমালায়, যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে মানুষের জন্য যারা অনুধাবন করে।

উপাস্যরা তাদের উপাসনাকারীদের পরিত্যাগকরে*

165 এরপরও, কিছু লোক আল্লাহর প্রতিদ্বন্দী করতে উপাস্য স্থাপন করে এবং তাদেরকে এমনভাবে ভালবাসে যেন তারা আল্লাহ। যারা বিশ্বাস করে তারা আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। শুধু যদি সীমালঙ্ঘনকারীরা নিজেদের দেখতে পেত যখন তারা শাস্তি অবলোকন করে! তখন তারা উপলব্ধি করবে যে সকল ক্ষমতা কেবল আল্লাহর, এবং আল্লাহর শাস্তি ভয়ানক।

২:১৬৫-১৬৬ ঈসা, মরিয়ম, মুহাম্মদ, আলী এবং ওলীগণ কিয়ামতের দিন তাদের মূর্তিপূজকদের অস্বীকার করবেন। আরও দেখুন ১৬:৮৬, ৩৫:১৪, ৪৬:৬, এবং মথির গস্পেল-এর ৭:২১-২৩ ।

166 যাদেরকে অনুসরণ করা হতো তারা তাদের অনুসারীদের পরিত্যাগ করবে।* তারা শাস্তি দেখবে,এবং তাদের মধ্যকার সকল বন্ধন ছিন্ন হবে।

167 যারা অনুসরণ করতো তারা বলবে,“যদি আমরা আরেকবার সুযোগ পাই, আমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করবো,যেভাবে তারা এখন আমাদের পরিত্যাগ করেছে।”আল্লাহ এভাবে তাদের কর্মফলকে অনুশোচনা ছাড়া অন্য কিছু হিসেবে দেখান না; তারা কখনো নরক থেকে বের হবে না।

শয়তান আইনসম্মত জিনিসকে নিষিদ্ধ করে

168 হে লোকসকল, পৃথিবীর উৎপাদিত সকল আইনসম্মত ও ভাল জিনিস হতে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে তোমাদের সবচেয়ে ঘোর শত্রু।

169 সে তোমাদের আদেশ দেয় শুধুমাত্র মন্দ ও অধর্ম করতে,এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলতে যা তোমরা জানো না।

বিদ্যমান সামাজিক অবস্থায় তাল রেখে চলাঃ একটি মানবীয় বিপর্যয়

170 যখন তাদেরকে বলা হয়, “অনুসরণ করো যা আল্লাহ এখানে প্রকাশ করেছেন, ”তারা বলে,“আমরা শুধু অনুসরণ করি যা আমাদের পিতামাতাদের করতে দেখেছি।”আর যদি তাদের পিতামাতারা না বুঝে থাকে,এবং সুপথপ্রাপ্ত না হয়?

171 এমন অবিশ্বাসীদের উদাহরণ হলো সেই তোতা পাখি,যেগুলো না বুঝে পুনঃরাবৃত্তি করে,যে শব্দ ও ডাক এগুলো শোনে। বধির, বোবা,ও অন্ধ; এরা বুঝতে পারে না।

শুধু চার ধরণের মাংস নিষিদ্ধ*

172 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো,তোমাদের জন্য আমাদের দেয়া ভালো জিনিস থেকে খাও এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও, যদি তোমরা একমাত্র তাঁর উপাসনা করো।

২:১৭২-১৭৩ সমগ্র কুরআনে, মাত্র চারটি মাংস নিষিদ্ধ (৬:১৪৫, ১৬:১১৫, পরিশিষ্ট ১৬)। এই চারটির বাইরে খাদ্যতালিকাগত নিষেধাজ্ঞা প্রতিমা উপাসনার সমতুল্য (৬:১২১, ১৪৮, ১৫০; ৭:৩২)।

173 তিনি তোমাদের খাওয়ার জন্য নিষিদ্ধ করেন শুধু সে সমস্ত প্রানী যেগুলো নিজে নিজেই মারা যায় (মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়া),রক্ত, শুকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি উৎসর্গকৃত প্রানী। যদি কেউ (এগুলো খেতে) বাধ্য হয়, দুষ্টবুদ্ধি বা ইচ্ছার বশবর্তী না হয়ে,সে কোন পাপ করে না। আল্লাহ ক্ষমাকারী,পরম দয়ালু।

কলুষিত ধর্মীয় নেতারা কুরআনের অলৌকিক নিদর্শন গোপন করে*

174 যারা আল্লাহর প্রকাশনাবলী গোপন করে,সস্তা পার্থিব অর্জনের বিনিময়ে,তারা আগুন ছাড়া অন্যকিছু দিয়ে তাদের পেট ভরায় না। আল্লাহ পুনঃরুত্থান দিবসে তাদের সাথে কথা বলবেন না,না তিনি তাদের পরিশুদ্ধ করবেন। তারা নিজেদের উপর এক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি টেনে এনেছে।

২:১৭৪-১৭৬ কুরআনে আল্লাহর গাণিতিক অলৌকিক ঘটনা স্বীকার করা সত্ত্বেও, দুর্নীতিগ্রস্ত ধর্মীয় নেতারা বহু বছর ধরে এই অসাধারণ অলৌকিক ঘটনা গোপন করার চেষ্টা করেছিলেন। তাদের অনেকেই স্বীকার করেছিলেন যে তারা এই বিষয়টিতে বিরক্ত ছিলেন যে তারা নয়, বরং রাশাদ খলিফা এই অলৌকিকতা দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়েছেন।

175 এরা তারা যারা পথ-নির্দেশনার পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা,এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি বেছে নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে,তাদেরকে সহ্য করতে হবে নরক।

176 এর কারণ এই যে,আল্লাহ এই ঐশীগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, সত্য সহকারে,এবং যারা ঐশীগ্রন্থে বিবাদ করে তারাই ঘোরতম বিরোধী।

সৎকর্ম সংজ্ঞায়িত

177 পূর্ব বা পশ্চিমে তোমাদের মুখ ফেরানোই সৎকর্ম নয়। তারা সৎকর্মশীল যারা বিশ্বাস করে আল্লাহতে,শেষ দিনে,ফেরেশতাদের, ঐশীগ্রন্থে এবং নবীদের; এবং তারা সানন্দে অর্থ দান করে আত্মীয়-স্বজনদের, এতীমদের, অভাবীদের, ভ্রমণরত বহিরাগতদের, ভিক্ষুকদের এবং দাস মুক্তির জন্য; এবং তারা সংযোগ প্রার্থণা (সালাত) পালন করে এবং বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) দেয়; এবং তারা তাদের কথা রাখে যখন তারা কোন প্রতিশ্রুতি দেয়; এবং তারা নির্যাতন, কষ্ট এবং যুদ্ধের মুখে অবিচলতার সাথে অধ্যবসায়ী থাকে। এরাই সত্যবাদী; এরাই সৎকর্মশীল।

মৃত্যুদন্ড নিরুৎসাহিত*

178 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো,সমতা হলো আইন যা তোমাদের জন্য জারি করা হলো যখন হত্যার বিচার করো– স্বাধীন ব্যক্তির জন্য স্বাধীন ব্যক্তি,দাসের জন্য দাস, নারীর জন্য নারী। যদি কেউ নিহত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়ের ক্ষমা পায়, তাদেরকে কৃতজ্ঞতামূলক জবাব দিতে হবে এবং একটি ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে। এটি তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে একটি সহজীকরণ এবং অনুগ্রহ। যে কেউ এর বাইরে সীমালঙ্ঘন করে সে নিজের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি টেনে আনে।

২:১৭৮ কুরআন স্পষ্টভাবে মৃত্যুদণ্ডকে নিরুৎসাহিত করে। খুনির জীবন সহ সকল জীবন রক্ষার জন্য সকল ধরণের অজুহাত প্রদান করা হয়েছে। নিহতের আত্মীয়স্বজন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ন্যায্য ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে খুনির জীবন রক্ষা করাকে উত্তম মনে করতে পারে। এছাড়াও, উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও মহিলা কোন পুরুষকে হত্যা করে, অথবা বিপরীতভাবে, সেক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড প্রযোজ্য নয়।

179 সমতা হলো তোমাদের জন্য একটি জীবন রক্ষাকারী আইন, হে তোমরা যারা বুদ্ধিমত্তার অধিকারী,যাতে তোমরা সৎকর্মশীল হতে পারো।

একটি উইল লিখে যান

180 এই বিধান জারি করা হলো যে যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, তখন তোমরা একটি উইল লিখবে তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয়দের উপকারার্থে,ন্যায়সঙ্গতভাবে। এটা সৎকর্মশীলদের উপর দ্বায়িত্ব।

181 যদি কেউ কোন উইল পরিবর্তন করে যা সে শুনেছিল, এই পরিবর্তনের পাপ তাদের উপর পড়বে যারা এরুপ পরিবর্তনের জন্য দায়ী। আল্লাহ সর্বশ্রোতা,সবজান্তা।

182 যদি কেউ উইলকারীর দিক থেকে ঘোর অন্যায় কিংবা পক্ষপাত লক্ষ্য করে এবং উইলে ন্যায়বিচার ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে,তবে সে কোনো পাপ করে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

উপবাস পালনে গুরুত্ব প্রদান এবং কিছুটা পরিবর্তন*

183 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো,তোমাদের জন্য উপবাস পালনের বিধান জারি করা হলো,যেরুপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর এই বিধান জারি করা হয়েছিল, যাতে তোমরা পরিত্রাণ লাভ করতে পারো।

২:১৮৩-১৮৭ আত্মসমর্পণের সকল কর্তব্যের মতো, ইব্রাহিমের মাধ্যমে রোজা ফরজ করা হয়েছিল (২২:৭৮, পরিশিষ্ট ৯ এবং ১৫)। কুরআন নাযিলের আগে, রোজার পুরুটা সময় যৌন মিলন নিষিদ্ধ ছিল। রমজানের রাত্রিগুলিতে সহবাসের অনুমতি দেওয়ার জন্য এই নিয়মটি ২:১৮৭ এ সংশোধন করা হয়েছে।

184 নির্দিষ্ট দিনসমূহ (উপবাসের জন্য নির্ধারিত); যদি কেউ অসুস্থ হয় কিংবা ভ্রমণে থাকে,তবে সমান সংখ্যক অন্য দিন প্রতিস্থাপন করতে পারে। যাদের জন্য উপবাস করা অত্যন্ত কষ্টকর, তারা উপবাস ভঙ্গের প্রত্যেক দিনের বদলে একজন গরীব লোক খাওয়াবে। যদি কেউ স্বেচ্ছায় কিছু (অধিক সৎকর্ম) করে,এটা উত্তম। কিন্তু উপবাসই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি শুধু তোমরা জানতে।

185 রমজানই হলো সে মাস যখন কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল, যা মানুষের জন্য প্রদান করে পথ-নির্দেশণা,সুস্পষ্ট শিক্ষা,এবং বিধান গ্রন্থ। তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস প্রত্যক্ষ করবে তারা তাতে উপবাস পালন করবে। যারা অসুস্থ কিংবা ভ্রমণে থাকে,তারা এর পরিবর্তে সমান সংখ্যক অন্য দিন প্রতিস্থাপন করতে পারে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, কঠিন নয়, যাতে তোমরা তোমাদের দ্বায়িত্বসমূহ সম্পন্ন করতে পারো এবং তোমাদের সুপথে পরিচালনার জন্য আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করতে পারো,এবং যাতে তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।

আল্লাহ "তাঁর বান্দাদের"প্রার্থণার উত্তর দেন

186 যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে,আমি সর্বদাই নিকটে। আমি তাদের প্রার্থণার জবাব দেই যখন তারা আমার কাছে প্রার্থণা করে। লোকেরা আমার প্রতি সাঁড়া দেবে এবং আমাকে বিশ্বাস করবে,সুপথ পাওয়ার জন্য।

187 উপবাসের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস অনুমোদিত। তারা তোমাদের গোপনীয়তা রক্ষাকারী এবং তোমরা তাদের গোপনীয়তা রক্ষাকারী। আল্লাহ জানতেন যে তোমরা তোমাদের আত্মার সাথে প্রতারণা করতে এবং তিনি তোমাদের পাপমোচন করেছেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। এখন থেকে,আল্লাহ তোমাদের জন্য যা অনুমোদন করেছেন তা অন্বেষণ করতে তোমরা তাদের সাথে সহবাস করতে পারো। তোমরা পানাহার করতে পারো যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা থেকে আলোর সাদা রেখা পৃথক করা যায় ভোর বেলায়। তারপর, তোমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস পালন করবে। (রমজানের শেষ দশ দিনে) সহবাস নিষিদ্ধ যদি তোমরা মসজিদে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নাও। এগুলো আল্লাহর আইন; তোমরা এগুলোর সীমালঙ্ঘন করবে না। এভাবে আল্লাহ তাঁর প্রকাশনাবলী লোকদের জন্য সুস্পষ্ট করেন, যাতে তারা পরিত্রাণ লাভ করতে পারে।

ঘুষ, দূর্নীতি নিন্দনিয়

188 তোমরা একে অপরের অর্থ অনৈতিকভাবে আত্মসাৎ করবে না,না তোমরা কর্মকর্তাদের ঘুষ দেবে অন্যদেরকে তাদের কিছু অধিকার থেকে অনৈতিকভাবে বঞ্চিত করতে,যখন তোমরা জানো।

ভণ্ডামি করে কথা বলবেন না

189 তারা তোমাকে চাঁদের পর্যায়সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে! বল, “এগুলো লোকদের জন্য একটি সময় নিরুপণের পদ্ধতি প্রদান করে এবং হজ্জের সময় নির্ধারণ করে।”কাজের কথায় না এসে কথা ঘুরানোর মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠতা নেই,* ন্যায়নিষ্ঠতা অর্জিত হয় ঐশিক আদেশ মেনে চলা এবং সরলতা অবলম্বনের মাধ্যমে। তোমরা আল্লাহকে মান্য করবে,যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

২:১৮৯ কুরআনের আক্ষরিক বাণীতে বলা হয়েছে: "পিছনের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো না।" চাঁদের পর্যায় সম্পর্কে প্রশ্নটি ভণ্ড প্রশ্ন করার একটি উদাহরণ; এই প্রশ্নের পিছনে খারাপ গোপন উদ্দেশ্য ছিল।

যুদ্ধের নিয়ম*

190 তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতে পারো তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের আক্রমণ করে, কিন্তু প্রথম আক্রমণ করো না। আল্লাহ আগ্রাসনকারীদের ভালোবাসেন না।

২:১৯০ সকল যুদ্ধ ৬০:৮-৯ এর মৌলিক নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্য লড়াই অনুমোদিত, পক্ষান্তরে কুরআন জুড়ে আগ্রাসন এবং নিপীড়নের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।

191 তোমরা তাদেরকে হত্যা করতে পারো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে,এবং তোমরা তাদেরকে উচ্ছেদ করতে পারো,যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে উচ্ছেদ করেছিল। অত্যাচার হত্যার চেয়ে অধিকতর মন্দ। পবিত্র মসজিদে (মসজিদ) তাদের সাথে লড়াই করবে না,যদি না তারা তোমাদের সেখানে আক্রমণ করে। যদি তারা তোমাদের আক্রমণ করে,তাদেরকে তোমরা হত্যা করতে পারো। এটা ঐসব অবিশ্বাসীদের জন্য উচিত শাস্তি।

192 যদি তারা বিরত থাকে,তাহলে আল্লাহ ক্ষমাকারী,পরম দয়ালু।

193 এছাড়াও, তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে পারো,অত্যাচার নির্মূল এবং স্বাধীনভাবে আল্লাহর উপাসনা করার জন্য। যদি তারা বিরত থাকে,তোমরা আগ্রাসী হবে না। শুধুমাত্র আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন অনুমোদিত।

194 পবিত্র মাসগুলোতে,একটি সমতুল্য জবাবের দ্বারা আগ্রসন মোকাবেলা করা যেতে পারে। যদি তারা তোমাদের আক্রমন করে,একটি ন্যায়সঙ্গত শাস্তি আরোপের দ্বারা তার জবাব দিতে পারো। তোমরা আল্লাহকে মান্য করবে এবং জানো যে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।

195 তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় করবে; তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। তোমরা দানশীল হবে,আল্লাহ দানশীলদের ভালবাসেন।

হজ্ব এবং উমরাহ তীর্থযাত্রা*

196 তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্ব এবং ওমরাহের পরিপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা পালন করবে। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তোমরা একটি উৎসর্গ পাঠাবে,এবং তোমাদের উৎসর্গ গন্তব্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত মাথা মুন্ডন শুরু করো না। যদি তোমরা অসুস্থ হও, অথবা কোন মাথার আঘাতে ভোগে থাকো (এবং তোমাদের চুল কাটতেই হয়),তোমরা প্রায়শ্চিত্ত করবে উপবাসের মাধ্যমে,অথবা দান করে,অথবা অন্য কোন ধরনের উপাসনার দ্বারা। সাধারণ হজ্বের সময়, তোমরা যদি উমরাহ্ এবং হজ্বের মধ্যে ইহরাম (পবিত্রতার) অবস্থা ভঙ্গ করো,তোমরা একটি পশু উৎসর্গের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত করবে। যদি তোমাদের এর সামর্থ না থাকে,তাহলে তোমরা হজ্বের সময় তিন (দিন) উপবাস পালন করবে এবং বাড়ি ফিরে সাত (দিন) - এতে দশ (দিন) পূর্ন হয় - যদি না তোমরা পবিত্র মসজিদে বাস করো। তোমরা আল্লাহকে মান্য করবে এবং জানো যে আল্লাহ শাস্তি প্রয়োগে কঠোর।

২:১৯৬ হজ্জ ও ওমরার বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ১৫-এ দেখুন।

হজের চার মাস (জুলহজ্ব, মুহাররাম, সফর ও রবিউল আউয়াল)

197 হজ্জ তীর্থযাত্রা পালন করতে হবে নির্ধারিত মাসগুলোতে।* যে কেউ হজ্ব পালনের উদ্দেশে বের হয়, শারীরিক মিলন, খারাপ ব্যবহার এবং তর্ক করা থেকে বিরত থাকবে,হজ্বের পুরো সময় জুঁড়ে। তোমরা যে পূন্যই করো,আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তোমরা যখন (তীর্থ) যাত্রার জন্য পাথেয় প্রস্তুত করো,সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হল আল্লাহ ভীতি। তোমরা আমাকে মান্য করবে,ওহে তোমরা যারা জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী।

২:১৯৭ পবিত্র মাসগুলিতে যেকোনো সময় হজ্জ পালন করা যেতে পারে: যুল-হিজ্জাহ, মুহাররম, সফর এবং রবিউল আউয়াল । স্থানীয় সরকারগুলি তাদের সুবিধার্থে হজ্জ কয়েক দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। ৯:৩৭ দেখুন।

198 তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে (বাণিজ্যের মাধ্যমে) জীবিকা অন্বেষণ করে তোমরা কোন ভুল করো না। তোমরা যখন আরাফাত থেকে সারিবদ্ধভাবে রওয়ানা হবে,তোমরা পবিত্র স্থানে (মুজদালিফাতে) আল্লাহকে স্মরণ করবে,তোমার তাঁকে স্মরণ করবে তোমাদেরকে পথ প্রদর্শণ করার জন্য; এর আগে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিলে।‘

199 তোমরা একত্রে সারিবদ্ধভাবে রওয়ানা হবে বাকী লোকদের সাথে যারা সারিবদ্ধভাবে রওয়ানা হয়, এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

200 তোমরা তোমাদের আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ করার পর, তোমরা আল্লাহর স্মরণ করতে থাকবে যেভাবে তোমরা তোমাদের নিজেদের পিতামাতাকে স্মরণ করো,বা তার চেয়েও উত্তম রূপে। কিছু লোক বলবে,“আমাদের প্রভু,আমাদেরকে এই দুনিয়াতে দিন",যখন পরকালে কোন অংশ থাকে না।

201 অন্যরা বলবে,"আমাদের প্রভু,আমাদেরকে এই দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন, এবং পরকালেও কল্যাণ দান করুন, এবং আমাদেরকে নরকের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।"

202 এদের প্রত্যেকেই পাবে সেই অংশ যা তারা অর্জন করেছে। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে সবচেয়ে দক্ষ।

মিনা: হজ্বের শেষ আনুষ্ঠানিকতা

203 তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করবে কিছু সংখ্যক দিন (মিনাতে); যে কেউ ত্বরা করে তা দুই দিনে সম্পন্ন করে সে কোন পাপ করে না এবং যে কেউ বেশি সময় অবস্থান করে সে কোন পাপ করে না,যতক্ষণ ন্যায়পরায়নতা বজায় রাখা হয়। তোমরা আল্লাহকে মান্য করবে এবং জানো যে তাঁর সামনেই তোমরা একত্রিত হবে।

বাহ্যরূপ ছলনাপূর্ণ হতে পারে

204 লোকদের মধ্যে,কেউ তোমাকে এই দুনিয়া সম্পর্কে তার কথা দিয়ে মোহিত করতে পারে,এবং এমনকি তার গভীরতম চিন্তার সাক্ষী হবার জন্য আল্লাহকে আহবান করতে পারে,যদিও সে একজন সবচেয়ে ঘোর বিরোধী।

205 সে প্রস্থান করা মাত্রই, পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় দূর্নীতি করে,সম্পত্তি এবং জীবন ধ্বংস করে। আল্লাহ দূর্নীতিকে ভালবাসেন না।

206 যখন তাকে বলা হয়, "আল্লাহকে মেনে চল",সে ঔদ্ধতের সাথে ক্ষুব্ধ হয়। ফলস্বরুপ, তার একমাত্র গন্তব্য নরক, কতই না দুর্বিষহ আবাস।

207 অতঃপর রয়েছে তারা,যারা আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। আল্লাহ এরকম উপাসনাকারীদের প্রতি মেহেরবান।

208 হে যারা বিশ্বাস করো,তোমরা পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করবে; শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না,কারন সে তোমাদের সবচেয়ে ঘোর শত্রু।

209 যদি তোমরা পিছপা হও, তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর, তবে জেনে নাও যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

210 তারা কি অপেক্ষা করছে যে কখন আল্লাহ নিজে পুঞ্জিভূত মেঘের মাঝে তাদের কাছে আসবেন, ফেরেশতাদের সাথে? যখন তা ঘটবে,পুরো ব্যাপারটাই শেষ হয়ে যাবে,এবং আল্লাহর নিকট সবকিছু ফিরে যাবে।*

২:২১০ এই পৃথিবী একটি পরীক্ষা; প্রতিমা উপাসনার নিন্দা করে আল্লাহর রাজ্যে নিজেদের ফিরিয়ে আনার এটি আমাদের শেষ সুযোগ (ভূমিকা দেখুন)। যদি আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতারা উপস্থিত হন, তাহলে সবাই বিশ্বাস করবে এবং পরীক্ষা আর বাকি থাকবে না।

অলৌকিক নিদর্শন বয়ে আনে আরো বড় দায়িত্ব*

211 ইসরাইলের সন্তানদের জিজ্ঞেস করো- তাদেরকে আমরা কতগুলো প্রগাঢ় নিদর্শন দেখিয়েছিলাম! যারা তাদের উপর অর্পিত আল্লাহর আশীর্বাদকে উপেক্ষা করে,আল্লাহ তাদের জন্য শাস্তি আরোপে সবচেয়ে কঠোর।

২:২১১ কুরআনের গাণিতিক অলৌকিকতা একটি মহান আশীর্বাদ, এবং এর সাথে একটি বিশাল দায়িত্বও বয়ে আনে (দয়া করে ৫:১১৫ দেখুন)।

অদূরদর্শীতা

212 অবিশ্বাসীদের চোখে এই পার্থিব জীবন সুসজ্জিত করে দেয়া হয়েছে,এবং তারা তাদেরকে উপহাস করে যারা বিশ্বাস করে। তবে,পুনরুত্থানের দিন সৎকর্মশীলরা তাদের চেয়ে অনেক উপরে থাকবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আশীর্বাদ করেন, সীমাহীন ভাবে।

সর্বনাশা ঈর্সা

213 লোকেরা একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল যখন আল্লাহ নবীদের পাঠালেন সুসংবাদ বহনকারী,একই সাথে সতর্ককারী হিসেবে। তিনি তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছিলেন ঐশীগ্রন্থ, যা সত্য বহনকারী,লোকদের মাঝে তাদের বিতর্কের বিচার করার জন্য। দুঃখজনক ভাবে,যারা ঐশীগ্রন্থ গ্রহণ করেছিল তারাই নতুন কোন ঐশীগ্রন্থ প্রত্যাখ্যান করেছে,তাদেরকে দেয়া সুস্পষ্ট প্রমান সত্তেও। এটা তাদের পক্ষ থেকে হিংসার কারনে। আল্লাহ তাদের পথ-প্রদর্শন করেন যারা বিশ্বাস করে সত্যের দিকে যা অন্য সকলের দ্বারা বিতর্কিত, আল্লাহর ইচ্ছানুসারে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পথ-প্রদর্শন করেন।*

২:২১৩ সকল ধর্মের, এক আল্লাহর সমস্ত উপাসকরা সত্যিকার অর্থে ঐক্যবদ্ধ।

214 তোমরা কি স্বর্গে প্রবেশ করার আশা করো পরিক্ষীত হওয়া ছাড়াই যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের? তারা পরিক্ষীত হয়েছিল কষ্ট এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে,এবং শিহরিত হয়েছিল/ধাক্কা খেয়েছিল, যতক্ষণ না বার্তাবাহক এবং তার সঙ্গে যারা বিশ্বাস করেছিল তারা বলেছিল, "কোথায় আল্লাহর বিজয়?”আল্লাহর বিজয় নিকটেই।

দানের গ্রহীতা

215 তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে দান সম্পর্কে,বল, "তোমরা যে দান করো তা যাবে পিতা-মাতা,আত্মীয়-স্বজন, এতিম, গরীব এবং ভ্রমণরত ভীনদেশীদের জন্য।”যেকোন ভাল কাজ তোমরা করো,আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

বিশ্বাসীরা : চুড়ান্ত বিজয়ী

216 যুদ্ধ তোমাদের উপর আরোপিত হতে পারে,যদিও তোমরা তা অপছন্দ করো। কিন্ত হয়তো তোমরা কোন কিছু অপছন্দ করছো যা তোমাদের জন্য ভাল, এবং হয়তো তোমরা কোন কিছু পছন্দ করছো যা তোমাদের জন্য মন্দ। আল্লাহ জানেন যখন তোমরা জানো না।

অত্যাচার নিন্দিত

217 তারা তোমাকে পবিত্র মাসসমূহ এবং তাতে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বল, “তাতে যুদ্ধ করা একটি অপবিত্র কাজ। কিন্তু, আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা,এবং অবিশ্বাস করা তাঁকে ও পবিত্র মসজিদের পবিত্রতায়,এবং এর লোকেদের উচ্ছেদ করা,আল্লাহর দৃষ্টিতে আরও বড় অপবিত্র কাজ। অত্যাচার হত্যা থেকে অধিকতর মন্দ”। তারা সব সময় তোমাদের সাথে লড়াই করবে তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে দিতে,যদি তারা পারে। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের ধর্ম থেকে ফিরে যাবে,এবং অবিশ্বাসী হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে,তারা বিনষ্ট করে ফেলেছে তাদের কাজ এই জীবনে এবং পরকালে। এরাই নরকের বাসিন্দা,যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে।

218 যারা বিশ্বাস করে,এবং যারা দেশান্তরী হয় এবং আল্লাহর উদ্দেশ্য সংগ্রাম করে,তারা আল্লাহর করুণা পাবার যোগ্য হয়েছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

মাদকদ্রব্য এবং জুয়া নিষিদ্ধ*

219 তারা তোমাকে মাদকদ্রব্য এবং জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বল, “এগুলোর মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং লোকেদের জন্য কিছু উপকার। কিন্তু,এগুলোর পাপ উপকার থেকে অনেক বেশি”। তারা তোমাকে আরও জিজ্ঞাসা করে কি দান করবে; বল, “অতিরিক্তটা”। আল্লাহ এভাবে প্রকাশনাবলী তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট করেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করো,

২:২১৯ বিশ্ব এখন স্বীকার করছে যে মদ্যপ পানীয় এবং অবৈধ মাদক তৈরির অর্থনৈতিক লাভ ট্র্যাফিক দুর্ঘটনা, মদ্যপ মায়েদের শিশুদের মস্তিষ্কের ক্ষতি, পারিবারিক সংকট এবং অন্যান্য ভয়াবহ পরিণতির চেয়ে মূল্যবান নয়। আরও তথ্যের জন্য "Alcoholics Anonymous" এবং "Gamblers Anonymous" দেখুন। আরও দেখুন ৫:৯০-৯১।

220 এই জীবন এবং পরকালের বিষয়ে। এবং তারা তোমাকে এতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেঃ বল, "তোমরা তাদের জন্য যা করতে পারো তন্মধ্যে তাদেরকে সৎকর্মশীল হিসেবে বড় করাই সর্বোত্তম। তোমরা যদি তাদের সম্পত্তির সাথে তোমাদের সম্পদ মিশিয়ে ফেল, তবে তোমরা তাদের সাথে পরিবারের সদস্যের মতো ব্যবহার করবে”। আল্লাহ সৎকর্মশীল এবং মন্দদের জানেন। আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে তিনি তোমাদের উপর কঠোরতর নিয়ম আরোপ করতে পারতেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

প্রতিমা উপাসকদের বিয়ে করবেন না

221 প্রতিমা উপাসক নারীদের বিয়ে করো না যদি না তারা বিশ্বাস করে; একজন বিশ্বাসী নারী একজন প্রতিমা উপাসক নারীর চেয়ে উত্তম, যদিও তোমরা তাকে পছন্দ করো। না তোমরা তোমাদের কন্যাদের প্রতিমা উপাসক পুরুষের সাথে বিয়ে দেবে,যদি না তারা বিশ্বাস করে। একজন বিশ্বাসী পুরুষ একজন প্রতিমা উপাসক পুরুষের চেয়ে উত্তম যদিও তোমরা তাকে পছন্দ করো। এরা নরকের দিকে আহবান করে,যখন আল্লাহ স্বর্গ এবং ক্ষমাশীলতার দিকে আহবান করেন, যেমন তিনি ইচ্ছা করেন। তিনি লোকদের জন্য তাঁর প্রত্যাদেশাবলী সুস্পষ্ট করেন, যাতে তারা সতর্ক হতে পারে।

রজঃস্রাব

222 তারা তোমাকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেঃ বল, “এটা ক্ষতিকারক; তোমরা রজঃস্রাবের সময় স্ত্রীদের সাথে যৌন সহবাস এড়িয়ে চলবে; তাদের সান্নিধ্যে যেও না যতক্ষণ না তারা এটা থেকে মুক্ত হয়। যখন তারা এটা থেকে মুক্ত হয়, তোমরা তাদের সাথে সহবাস করতে পার, আল্লাহর পরিকল্পিত পদ্ধতিতে। আল্লাহ অনুশোচনাকারীদের ভালোবাসেন, এবং তিনি তাদের ভালোবাসেন যারা পরিষ্কার।

223 তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের বীজের ধারক। তাই, তোমরা এই বিশেষ সুবিধা উপভোগ করতে পারো যেভাবে তোমরা পছন্দ করো,যতক্ষণ তোমরা ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখো। তোমরা আল্লাহকে মান্য করবে,এবং জেনে রাখো যে তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে। বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও।

নিরর্থকভাবে আল্লাহর নাম নিবেন না

224 তোমাদের নৈমিত্তিক শপথে আল্লাহর নামকে উপলক্ষ্য বানিয়ো না,যাতে তোমরা সৎকর্মশীল, সৎকর্মশীল প্রতীয়মান হতে পারো,অথবা মানুষের মাঝে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারো। আল্লাহ শ্রোতা,জ্ঞাতা।

225 শুধুমাত্র শপথ উচ্চারণের কারনে আল্লাহ তোমাদের দায়ী করেন না; তিনি তোমাদের দায়ী করেন তোমাদের গভীরতম অভিপ্রায়ের জন্য। আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

বিবাহ বিচ্ছেদ আইন

226 যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে মনস্থ করে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে (শান্ত হতে); তারা যদি তাদের মন পরিবর্তন করে এবং পূনঃর্মিলিত হয়, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

227 তারা যদি বিবাহ-বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে যায়, তবে আল্লাহ শ্রোতা,জ্ঞাতা।

228 বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রাপ্ত নারী তিন রজঃস্রাব পর্যন্ত অপেক্ষা করবে (অন্য পুরুষকে বিয়ে করার পূর্বে)। এটা তাদের জন্য আইনসম্মত নয়, যা আল্লাহ তাদের গর্ভে সৃষ্টি করেন তা গোপন করা,যদি তারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে। (গর্ভাবস্থার ক্ষেত্রে) স্বামীর ইচ্ছা স্ত্রীর ইচ্ছার উপর স্থান পাবে,যদি সে তাকে পুনরায় বিয়ে করতে চায়। নারীর অধিকার রয়েছে,পাশাপাশি রয়েছে দায়িত্ব, সমানভাবে। এভাবে,স্বামীর ইচ্ছা প্রাধান্য পায় (গর্ভাবস্থার ক্ষেত্রে)। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

229 বিবাহ-বিচ্ছেদ দু'বার বাতিল করা যেতে পারে। বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রাপ্ত নারী একই বাড়িতে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বাস করতে,অথবা সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে ছেড়ে চলে যেতে অনুমোদিত হবে। এটা স্বামীর জন্য আইনসম্মত নয় যে যা সে তাকে দিয়েছে এর কোনকিছু ফিরিয়ে নেয়া। কিন্তু,দম্পত্তির আশংকা হতে পারে যে তারা হয়তো আল্লাহর আইনের সীমালঙ্ঘন করবে। যদি কোন আশংকা থাকে যে তারা আল্লাহর আইনের সীমালঙ্ঘন করবে,তারা কোন ভুল করে না যদি স্ত্রী স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দেয় যা কিছু সে পছন্দ করে। এগুলো আল্লাহর আইন, এগুলোর সীমালঙ্ঘন করো না। যারা আল্লাহর আইনের সীমালঙ্ঘন করে তারা অবিবেচক।

230 সে যদি তার (স্ত্রীর) সাথে (তৃতীয়বারের মতো) বিবাহ-বিচ্ছেদ করে,তাকে পুনরায় বিয়ে করা তার জন্য বে-আইনি,যদি না সে অন্য পুরুষকে বিয়ে করে নেয়,এরপর সে (পুরুষ) তার সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে। প্রথম স্বামী তখন তাকে পুনরায় বিয়ে করতে পারে,যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর আইন মান্য করে। এগুলো আল্লাহর আইন; তিনি এগুলো ব্যাখ্যা করেন তাদের জন্য যারা জানে।

বিবাহ বিচ্ছেদকৃত নারীদের রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলবেন না

231 যদি তোমরা স্ত্রীদের সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদ করো,যখন তারা অন্তর্বর্তী সময় (তিন রজঃস্রাব) সম্পূর্ণ করে,তোমরা একই বাড়িতে তাদেরকে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বাস করতে দেবে,অথবা সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে তাদেরকে চলে যেতে দেবে। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে থাকার জন্য বল প্রয়োগ করো না,প্রতিশোধ হিসাবে। যে কেউ এই কাজ করে সে নিজের আত্মার ক্ষতি করে। আল্লাহর প্রকাশনাবলিকে নিরর্থকভাবে নিও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর আশীর্বাদ স্মরণ করো,এবং এটা যে তিনি তোমাদের কাছে অবতীর্ণ করেছেন ঐশীগ্রন্থ এবং জ্ঞান, তোমাদের আলোকিত করার জন্য। তোমরা আল্লাহকে মান্য করবে,এবং জানো যে আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সচেতন।

232 যদি তোমরা স্ত্রীদের সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদ করো,যখন তারা অন্তর্বর্তী সময় সম্পূর্ণ করে,তাদেরকে তাদের স্বামীদের পুনরায় বিয়ে করতে বাধা দিও না,যদি তারা সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে পুনঃর্মিলিত হয়। এটা তোমাদের মধ্যে তাদের দ্বারা মান্য হবে যারা আল্লাহ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে। এটা তোমাদের জন্য পবিত্র, এবং অধিক ধর্মনিষ্ঠ। আল্লাহ জানেন, যখন তোমরা জানো না।

233 বিবাহ বিচ্ছেদকৃত মা,তাদের শিশুদের পূর্ণ দুই বছর স্তন্যপান করাবে,যদি পিতা এরকম ইচ্ছা করে। পিতা ন্যায়সঙ্গত ভাবে মায়ের খাদ্য ও বস্ত্রের সংস্থান করবে। কাউকে তার ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপানো যাবে না। কোন মা তার শিশুর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না,না কোন পিতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার শিশুর কারণে। (যদি পিতা মারা যায়),তার উত্তরাধিকারী এই দায়িত্বসমূহ গ্রহণ করবে। যদি শিশুর পিতা-মাতা আলাদা হওয়ার ব্যপারে পরস্পর সম্মত হয়, যথোচিত পরামর্শের পর, এরকম করে তারা কোন ভুল করে না। তোমরা দুধ-মা ভাড়া করে কোন ভুল করো না,যতক্ষণ তোমরা তাদেরকে ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক দাও। তোমরা আল্লাহকে মান্য করবে,এবং জান যে আল্লাহ সবকিছুর দ্রষ্টা যা তোমরা করো।

আপনারা বিবাহ-পূর্ববর্তী অন্তর্বর্তী সময় পূর্ণ করাকে মেনে চলবেন

234 যারা মারা যায় এবং স্ত্রীদের ছেঁড়ে যায়,তাদের বিধবারা চার মাস এবং দশ দিন অপেক্ষা করবে (তারা পুনরায় বিয়ে করার আগে)। যখন তারা অন্তর্বর্তী সময় পূর্ণ করে,যে কোন ন্যায়সঙ্গত বিষয় তারা করতে ইচ্ছা করে,তাদেরকে তা করতে দিয়ে তোমরা ভুল করো না। আল্লাহ সম্পূর্ণ জ্ঞাত সে সবকিছু সম্পর্কে যা তোমরা করো।

235 তোমরা কোন পাপ করো না তোমাদের সাথে সেই নারীদের বিবাহের বাগদান ঘোষণা করে,অথবা তা গোপন রেখে। আল্লাহ জানেন যে তোমরা তাদের ব্যাপারে চিন্তা করবে। তাদের সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করো না,যদি না আলোচনা করার জন্য তোমাদের কোন ন্যায়সঙ্গত বিষয় থাকে। বিয়ে সুসম্পূর্ণ করো না যতক্ষণ না তাদের অন্তর্বর্তী সময় পূর্ণ হয়। তোমাদের জানা উচিৎ যে,আল্লাহ জানেন তোমাদের গভীরতম চিন্তা,এবং তাঁকে মান্য করো। তোমাদের জানা উচিৎ যে,আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

বাগদান ভঙ্গ করা

236 তোমরা কোন ভুল করো না নারীদের সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে তাদেরকে স্পর্শ করার আগে,অথবা তাদের জন্য দেন-মোহর নির্ধারণ করার আগে। এক্ষেত্রে,তোমরা তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিবে- ধনিরা তাদের সামর্থ অনুসারে এবং দরিদ্ররা তাদের সামর্থ অনুসারে- একটি ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ। এটা সৎকর্মশীলদের উপর একটি দায়িত্ব।

237 যদি তোমরা তাদের সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদ করো তাদেরকে স্পর্শ করার আগে,কিন্তু তোমরা তাদের জন্য দেন-মোহর নির্ধারণ করার পর, তবে ক্ষতিপূরণটি দেন-মোহরের অর্ধেক হবে,যদি না তারা স্বেচ্ছায় তাদের অধিকার ছেঁড়ে দেয়, অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদ হবার জন্য দায়ী পক্ষটি দেন-মোহরটি ছেঁড়ে দিতে পছন্দ করে। ক্ষতিস্বীকার করা সতকর্মশীলতার নিকটবর্তী। তোমরা তোমাদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ন সম্পর্ক বজায় রাখবে। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সবকিছুর দ্রষ্টা।

আপনারা সংযোগ প্রার্থনাসমূহ পালন করবেন*

238 তোমরা নিয়মিত সংযোগ প্রার্থনাসমূহ পালন করবে,বিশেষ করে মধ্যবর্তী প্রার্থনা,এবং নিজেদেরকে পুরোপুরি আল্লাহর নিকট উৎসর্গ করবে।

২:২৩৮ পাঁচটি নামাজের সবকটিই ২:২৩৮, ১১:১১৪, ১৭:৭৮, এবং ২৪:৫৮ এ পাওয়া যায়। কুরআন যখন নাজিল হয়েছিল, তখন সংযোগ প্রার্থনা (নামাজ) ইতোমধ্যেই বিদ্যমান ছিল (পরিশিষ্ট ৯)। পাঁচটি নামাজের বিস্তারিত বিবরণ - কী পাঠ করতে হবে এবং প্রতি নামাজে কত রাকাআত (পড়তে হবে ইত্যাদি - গাণিতিকভাবে প্রমাণিত। উদাহরণস্বরূপ, পাঁচটি নামাজের প্রতিটির জন্য একে অপরের পাশে একক সংখ্যা লিখে রাখলে আমরা ২৪৪৩৪ (১৯x১২৮৬) পাই। এছাড়াও, যদি আমরা [*] ব্যবহার করে সূরা ১ (আল-ফাতেহা) বোঝাই, যেখানে [*]=সূরা সংখ্যা (১), এরপর আয়াত সংখ্যা (৭), এরপর প্রতিটি আয়াতের সংখ্যা, প্রতিটি আয়াতের অক্ষর সংখ্যা এবং প্রতিটি অক্ষরের জ্যামিতিক মান, যেমন- 2 [*] [*] 4 [*] [*] [*] [*] [*] [*] 4 [*] [*] [*] [*] 3 [*] [*] [*] [*] [*] [*] লিখলে ১৯ এর গুণিতক তৈরি করে (১:১ দেখুন)।

239 অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে,তোমরা প্রার্থনা করতে পারো হাঁটা অথবা আরোহী অবস্থায়। যখন তোমরা নিরাপদ হও, তোমরা আল্লাহকে স্মরন করবে যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষিয়েছিলেন যা তোমরা কখনোই জানতে না।

বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তাদের ভরণপোষণ

240 যারা মারা যায় এবং স্ত্রীদের ছেড়ে যায়, একটি উইল তাদের স্ত্রীদের জন্য এক বছরের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে,তাদেরকে একই বাড়িতে থাকতে দিয়ে। যদি তারা চলে যায়, তোমরা কোন পাপ করো না তারা যা করতে চায় তা করতে দিয়ে,যতক্ষন পর্যন্ত ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা হয়। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

241 বিবাহ বিচ্ছেদকৃত নারীদেরকেও প্রদান করতে হবে,ন্যায়সঙ্গতভাবে। এটা সৎকর্মশীলদের উপর একটি দায়িত্ব।

242 আল্লাহ এভাবে তাঁর প্রকাশনাবলী তোমাদের জন্য ব্যাখ্যা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।

আল্লাহর পথে সংগ্রাম

243 তোমরা কি তাদের লক্ষ্য করেছ যারা তাদের ঘর থেকে পালিয়েছিল- যদিও তারা সংখ্যায় ছিল হাজার হাজার– মৃত্যু ভয়ে? আল্লাহ তাদের বললেন, “মরে যাও, ”এরপর তাদেরকে পুনরায় জীবিত করলেন। আল্লাহ মানুষের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অকৃতজ্ঞ।

244 তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করবে,এবং জানো যে আল্লাহ শ্রোতা,জ্ঞাতা।

245 কে আল্লাহকে সৎকর্ম ধার দিবে, এর চেয়ে বহুগুন বেশি ফেরত পেতে? আল্লাহ সেই সত্ত্বা যিনি দেন এবং দেয়া থেকে বিরত থাকেন আর তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে।

তালুত*

246 তুমি কি মুসার পর ইসরাইলের নেতাদের লক্ষ্য করেছ? তারা তাদের নবীকে/ বলেছিল, "তুমি যদি আমাদেরকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করো,আমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে লড়াই করবো। তিনি বলেছিলেন, "এটাই কি তোমাদের উদ্দেশ্য যে,যদি তোমাদের জন্য লড়াই করার আদেশ জারি করা হয়, তোমরা লড়াই করবে না? তারা বলেছিল, "কেন আমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে লড়াই করবো না,যখন আমরা আমাদের বাড়ি এবং সন্তানদের থেকে বঞ্চিত হয়েছি? "এরপরও, যখন তাদের জন্য লড়াই করার আদেশ জারি করা হল, তারা মুখ ফিরিয়ে নিল, অল্প কয়েকজন ছাড়া। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে সচেতন।

২:২৪৬ এই একই ইতিহাস বাইবেলের ১ম শমূয়েলের বই, ৯ এবং ১০ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহর প্রজ্ঞাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা

247 তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল, "আল্লাহ তালুতকে তোমাদের রাজা হবার জন্য নির্ধারন করেছেন"। তারা বলেছিল, কিভাবে সে আমাদের উপর রাজপদ পেতে পারে যখন আমরা তার চেয়ে বেশি রাজপদের যোগ্য; সে এমনকি ধনীও নয়? সে বলেছিল, "আল্লাহ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন, এবং তাকে জ্ঞানে ও শারীরিকভাবে বেশি প্রাচুর্যতা দিয়ে সৌভাগ্যশালী করেছেন।”আল্লাহ তাঁর রাজপদ যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন। আল্লাহ দানশীল, সর্বজ্ঞ।

প্রতিশ্রুতির সিন্দুক

248 তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল, “তার রাজপদের চিহ্ন হলো এই যে,প্রতিশ্রুতির সিন্দুক তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে,বয়ে আনবে তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে নিশ্চয়তা,এবং মুসার পরিবারের লোকদের ও হারুনের পরিবারের লোকদের পরিত্যক্ত সংরক্ষিত স্মৃতিচিহ্নসমূহ। এটি ফেরেশতাদের দ্বারা বয়ে আনা হবে। এটি তোমাদের জন্য একটি বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শন হওয়া উচিৎ,যদি তোমরা সত্যিই বিশ্বাসী হয়ে থাকো।

দাউদ ও জালুত

249 যখন তালুত সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহন করলো,সে বলেছিল, “আল্লাহ তোমাদের একটি জলপ্রবাহ দ্বারা পরীক্ষা করছেন। যেকেউ এটি থেকে পান করবে সে আমার সাথে নয় – যদি না তা শুধু এক চুমুক হয় -শুধুমাত্র যারা এর স্বাদ নেবে না তারা আমার সাথে আছে”। তারা সেখান থেকে পান করলো,তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া। যখন সে তা পার হল তাদের সাথে যারা বিশ্বাস করেছিল, তারা বলেছিল, “এখন আমরা জালুত এবং তার সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার শক্তি হারিয়েছি”। যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সচেতন ছিল তারা বলেছিল, “আল্লাহর সম্মতিক্রমে অনেক ছোট সৈন্যবাহিনী বড় সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেছে। আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা দৃড়তার সাথে অধ্যবসায়ী।

250 যখন তারা জালুত এবং তার সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হলো,তারা প্রার্থনা করেছিল, “আমাদের প্রভু,আমাদের ধৈর্য্য দান করুন, আমাদের অবস্থানকে সুদৃড় করুন, এবং অবিশ্বাসী লোকদের বিরুদ্ধে আমাদের সহায়তা করুন।

251 তারা আল্লাহর সম্মতিক্রমে তাদেরকে পরাজিত করেছিল, এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আল্লাহ তাকে রাজপদ এবং জ্ঞান দিলেন, এবং তাকে শেখালেন, যেমন তাঁর ইচ্ছা। কিছু লোকের প্রতি অন্যদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সহায়তা যদি না থাকত, পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু আল্লাহ মানুষের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।

252 এগুলো আল্লাহর প্রকাশনাবলী। আমরা এগুলো তোমার* মাধ্যমে আবৃত্তি করি,সত্যতার সাথে,কারন তুমি বার্তাবাহকদের একজন।

২:২৫২ কুরআনের গাণিতিক রচনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন যে এখানে উল্লেখিত বার্তাবাহকের নাম গাণিতিকভাবে বলা হবে। কুরআনের অলৌকিক ১৯-ভিত্তিক কোড আবিষ্কারটি আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহকের জন্য ঐশ্বরিকভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। এই আয়াত সংখ্যা (২৫২), "রাশাদ" (৫০৫) এর জ্যামিতিক মান এবং "খলিফা" (৭২৫) এর জ্যামিতিক মান যোগ করে আমরা ২৫২+৫০৫+৭২৫ = ১৪৮২, অথবা ১৯x৭৮ পাই। আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহকের প্রমাণ এবং পরিচয় সম্পর্কিত সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে পরিশিষ্ট ২ এবং ২৬ দেখুন, যাকে এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে।

অনেক বার্তা বাহক/ বার্তা একটি

253 এই বার্তাবাহকরা; আমরা তাদের কয়েকজনকে অন্যদের থেকে বেশি অনুগ্রহ করেছি। উদাহরন স্বরূপ, একজনের সাথে আল্লাহ কথা বলেছিলেন, এবং আমরা তাদের কয়েকজনকে উচ্চতর পদে উন্নিত করেছিলাম। এবং আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসাকে দিয়েছিলাম প্রগাঢ় অলৌকিক নিদর্শনসমূহ এবং তাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সহায়তা করেছিলাম। আল্লাহ যদি চাইতেন, তাদের অনুসারীরা পরস্পর লড়াই করত না,তাদের কাছে পরিষ্কার প্রমান এসে যাবার পর। অথচ, তারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করলো,তাদের কেউ কেউ বিশ্বাস করলো,এবং কেউ কেউ অবিশ্বাস করলো। আল্লাহ যদি চাইতেন, তারা লড়াই করতো না। সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে হয়।

কোন সুপারিশ নয়*

254 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো,তোমাদেরকে দেয়া আমাদের জীবিকা থেকে তোমরা দান করবে,সে দিন আসার আগে যেখানে না আছে কোন বাণিজ্য, না স্বজনপ্রীতি,এবং না কোন সুপারিশ। অবিশ্বাসীরা অবিবেচক।

২:২৫৪ শয়তানের একটি চতুর কৌশল হল মধ্যস্থতার ক্ষমতা আরোপ করা ঈসা এবং মুহাম্মদের মতো শক্তিহীন মানব প্রতিমার উপর (পরিশিষ্ট ৮)।

255 আল্লাহঃ তাঁর পাশে অন্য কোন উপাস্য নেই, জীবিত, চিরস্থায়ী। কখনো ক্ষণিকের অসচেতনতা অথবা তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। আকাশমন্ডলীতে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে,সব তাঁর। কে তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে,তাঁর ইচ্ছানুসারে ছাড়া? তিনি জানেন তাদের অতীত এবং তাদের ভবিষ্যৎ। তিনি যেমন ইচ্ছা করেন তা ব্যতিত, কেউ কোন জ্ঞান অর্জন করে না। তাঁর রাজত্ব পরিবেষ্টন করে আছে আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীকে,এবং এগুলোর পরিচালনা তাঁকে কখনো ভারগ্রস্থ করে না। তিনি সর্বোচ্চ, মহান।

ধর্মে জোর-জবরদস্তি নেই

256 ধর্মে জোর-জবরদস্তি থাকবে না। সঠিক পথ এখন ভুল পথ থেকে আলাদা। যেকেউ শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস করে,সে আঁকড়ে ধরলো সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন;যা কখনও ভেঙ্গে যায় না। আল্লাহ শ্রোতা,সর্বজ্ঞ।

257 আল্লাহ তাদের প্রভু যারা বিশ্বাস করে; তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোয় পরিচালিত করেন। আর তারা যারা অবিশ্বাস করে,তাদের প্রভুরা হচ্ছে তাদের উপাস্যরা ; তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে পরিচালিত করে- এরাই হবে নরকের বাসিন্দা; এতে তারা চিরকাল বাস করবে।

ইব্রাহীমের সাহসী বিতর্ক

258 তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ যে ইব্রাহীমের সাথে তর্ক করেছিল তার প্রভুর ব্যাপারে,যদিও আল্লাহ তাকে রাজ পদ দান করেছিলেন? ইব্রাহিম বলল, “আমার প্রভু জীবন ও মৃত্যু প্রদান করেন”। সে বলল, “আমি জীবন ও মৃত্যু প্রদান করি”। ইব্রাহিম বলল, “আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, তুমি কি একে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করতে পারো”? সেই অবিশ্বাসী হতবুদ্ধ হয়ে গেল। আল্লাহ দুষ্টদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।

মৃত্যু সম্পর্কে শিক্ষা*

259 সেই ব্যাক্তির বিষয়ে ভেবে দেখো যে একটি ভূতুড়ে শহরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো এবং অবাক হলো,“কেমন করে আল্লাহ একে জীবিত করতে পারেন এর মৃত্যু ঘটার পর? আল্লাহ তখন তাকে একশ বছরের জন্য মৃত অবস্থায় রাখলেন, এরপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন। তিনি বললেন, “তুমি কতকাল এখানে অবস্থান করেছ?”সে বলল, “আমি এখানে এক দিন, অথবা এক দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি।”তিনি বললেন, “না! তুমি এখানে একশো বছর ছিলে। তারপরও, তোমার খাদ্য ও পানীয়ের দিকে তাকাও; সেগুলো নষ্ট হয়নি। তোমার গাঁধার দিকে তাকাও- আমরা এভাবে তোমাকে মানুষের জন্য একটি শিক্ষামূলক উদাহরণ করেছি। এখন, লক্ষ্য করো,কিভাবে আমরা হাড়গুলোকে নির্মাণ করি,এরপর সেগুলোকে মাংস দিয়ে ঢেকে দেই”। যখন সে উপলব্ধি করলো কি ঘটেছে,সে বলল, “এখন আমি জানি যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান”।

২:২৫৯ এখান থেকে আমরা যে শিক্ষাটি পাচ্ছি তা হল, মৃত্যুর সময়কাল - কেবল অসৎকর্মশীলরা মারা যায়; সৎকর্মশীলরা সরাসরি স্বর্গে যায় - মৃত্যুর সময়কাল একদিনের মত মনে হয় (১৮:১৯-২৫ এবং পরিশিষ্ট ১৭ দেখুন)।

প্রত্যেক বিশ্বাসীর আশ্বস্ত হতে হয়

260 ইব্রাহিম বলল, “আমার প্রভু,আমাকে দেখান কিভাবে আপনি মৃতকে পুনর্জীবিত করেন”। তিনি বললেন, “তুমি কি বিশ্বাস করো না?”সে বলল, “হ্যাঁ,কিন্তু আমি আমার হৃদয়কে পুনরায় আশ্বস্ত করতে চাই”। তিনি বললেন, “চারটি পাখি নাও, তাদের চিহ্নগুলো চিনে নাও, প্রত্যেক পাখির একেক টুকরো একেকটি পাহাড়ের উপর রেখে দাও, এরপর তাদেরকে তোমার কাছে ডাকো। তারা তোমার কাছে ছুটে আসবে। তোমার জানা উচিৎ যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী”।

সর্বোত্তম বিনিয়োগ

261 যারা তাদের অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উদাহরন হলো একটি শস্যদানা যা উৎপন্ন করে সাতটি শীষ, যার প্রত্যেকটিতে রয়েছে একশটি শস্যদানা। আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা একে বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ দানশীল, সর্বজ্ঞ।

262 যারা তাদের অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করে,অতঃপর তাদের দানের পর অপমান বা ক্ষতি করে না,তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তারা প্রতিদান পাবে;তাদের ভয়ের কিছুই নেই, না তারা শোক করবে।

263 সদয় কথা এবং সহানুভূতি সেই দানের চেয়ে উত্তম যার পর অপমান করা হয়। আল্লাহ সমৃদ্ধ, সহিষ্ণু।

264 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো,তোমাদের দান ভর্ৎসনা ও অপমান দ্বারা নিরর্থক করে দিয়ো না,তার মতো যে লোক-দেখানোর জন্য অর্থ খরচ করে,অথচ সে অবিশ্বাস করে আল্লাহ এবং শেষ দিনে। তার উদাহরণ হলো এমন একটি পাথরের মতো যা একটি পাতলা মাটির স্তর দ্বারা আবৃত; যখনই ভারি বর্ষণ হয়, তা মাটিকে ধুয়ে ফেলে,একে একটি অকার্যকর পাথর করে দিয়ে যায়। তারা তাদের প্রচেষ্টা থেকে কোন কিছু অর্জন করে না। আল্লাহ অবিশ্বাসী লোকদের পথ প্রদর্শন করেন না।

দান

265 যারা তাদের অর্থ, আন্তরিক প্রত্যয়ে,আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দান করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে উঁচু উর্বর ভূমিতে যেন একটি বাগান; যখন ভারী বর্ষণ হয়, এটি দ্বিগুন শস্য দেয়,যদি ভারী বর্ষণ না-ও হয়, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিই যথেষ্ট। আল্লাহ দেখেন সবকিছু যা তোমরা করো।

266 তোমাদের কেউ কি খেজুর গাছ এবং আঙুর বিশিষ্ট একটি বাগানের মালিক হতে চাও, যার সাথে থাকবে প্রবাহিত ঝর্নাধারা এবং প্রচুর পরিমান ফসল, এরপর, যখনই সে বৃদ্ধ হয়, এবং যখন তার সন্তানেরা তখনও তার উপর নির্ভরশীল, একটি অগ্নিকান্ড আঘাত করে এবং তার বাগানকে জ্বালিয়ে দেয়? আল্লাহ এভাবে তোমাদের জন্য প্রকাশনাবলি সুস্পষ্ট করেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

কি দিতে হবে

267 হে যারা বিশ্বাস করো,তোমরা দান করবে তোমাদের উপার্জন করা ভাল জিনিস থেকে,এবং যা আমরা তোমাদের জন্য পৃথিবী থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে। তার মধ্য থেকে খারাপটি বেছে নিও না দেয়ার জন্য, যখন তোমরা নিজেরা তা গ্রহণ করো না,যদি না তোমাদের চোখ বন্ধ থাকে। তোমাদের জানা উচিত যে আল্লাহ ধনী,প্রশংসনীয়।

268 শয়তান তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেয় দারিদ্র্যতার এবং আদেশ দেয় মন্দ করার, যখন আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন তার পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং অনুগ্রহের। আল্লাহ উদার, সর্বজ্ঞ।

জ্ঞান: একটি মহামূল্য রত্ন

269 তিনি প্রজ্ঞা প্রদান করেন যাকে তিনি পছন্দ করেন, এবং যেকেউ প্রজ্ঞা অর্জন করে,অর্জন করেছে এক মহা প্রাচুর্য। তারাই শুধুমাত্র উপদেশ গ্রহণ করবে যারা বুদ্ধিমত্তার অধিকারী।

পরিচয় প্রকাশ না করে দান উত্তম

270 যা কিছু তোমরা দান করো,অথবা দানের অঙ্গীকার তোমরা পরিপূর্ণ করো,আল্লাহ তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। অন্যায়কারীদের বিষয়ে,তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

271 তোমরা যদি তোমাদের দান প্রকাশ্যে করো,তখনও তা ভাল। কিন্তু যদি তোমরা তা অপ্রকাশিত রাখো,এবং তা গরিবদের দিয়ে দাও, সেটা তোমাদের জন্য উত্তম, এবং তোমাদের অধিক পাপ মোচন করে। আল্লাহ পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত যা কিছু তোমরা করো।

শুধুমাত্র আল্লাহ সেই সত্ত্বা যিনি পথপ্রদর্শন করেন

272 কাউকে পথ-প্রদর্শনের জন্য তুমি দায়ী নও। শুধুমাত্র আল্লাহ সেই সত্ত্বা যিনি পথ-প্রদর্শন করেন, যেকেউ পছন্দ করে (পথ প্রদর্শিত হতে)। যা কিছু দান তোমরা করো তা তোমাদের নিজেদের ভালোর জন্য। যা কিছু দান তোমরা করো তা হবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে। যা কিছু দান তোমরা করো তা তোমাদেরকে পরিশোধ করা হবে,সামান্যতম অবিচার ছাড়াই।

273 দান হবে গরিবদের জন্য যারা আল্লাহর পথে কষ্ট ভোগ করছে,এবং দেশান্তরিত হতে পারে না। অসচেতনরা ভাবতে পারে যে তারা ধনী,তাদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের কারণে। কিন্তু তোমরা তাদের নির্দিষ্ট চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারো; তারা কখনোই মানুষের কাছে অনবরত চাইতে থাকে না। তোমরা যা কিছু দান করো,আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।

274 যারা রাতে এবং দিনে দান করে,গোপনে এবং প্রকাশ্যে,তারা তাদের প্রভুর কাছ থেকে প্রতিদান পায়; তাদের ভয়ের কিছু থাকবে না,আর না তারা শোক করবে।

চড়া সুদ নিষিদ্ধ*

275 যারা চড়া সুদ আদায় করে,তারা সে একই অবস্থানে রয়েছে ওদের মত, যারা শয়তানের প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটার কারন হচ্ছে তারা দাবী করে চড়া সুদ এবং বাণিজ্য একই। কিন্তু,আল্লাহ বাণিজ্যের অনুমতি দিয়েছেন, এবং চড়া সুদ নিষিদ্ধ করেছেন। এভাবে,যেকেউ তার প্রভুর কাছ থেকে আসা এই প্রত্যাদেশ মান্য করে,এবং চড়া সুদ থেকে বিরত থাকে,সে তার অতীতের উপার্জন রাখতে পারে,এবং তার বিচার রয়েছে আল্লাহর হাতে। তাদের বিষয়ে যারা চড়া সুদে অটল থাকে,তারা তাদের উপর নরক টেনে আনে,যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করে।

২:২৭৫-২৭৮ এটি একটি প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক নীতি যে ঋণের উপর অতিরিক্ত সুদ একটি সম্পূর্ণ দেশকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে পারে। গত কয়েক বছরে আমরা অনেক দেশের অর্থনীতির ধ্বংস প্রত্যক্ষ করেছি যেখানে অতিরিক্ত সুদ নেওয়া হয়। সাধারণ সুদ - ২০% এর কম - যেখানে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং সবাই সন্তুষ্ট থাকে, তা সুদ নয়।

276 আল্লাহ চড়া সুদকে অব্যবহার্য বলে ঘোষনা করেন, এবং দানকে আশীর্বাদ করেন। আল্লাহ প্রত্যেক অবিশ্বাসী,অপরাধীকে অপছন্দ করেন।

ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি

277 তারা যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ-জীবন যাপন করে,এবং সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) প্রতিষ্ঠা করে,এবং বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) দেয়, তারা তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তাদের প্রতিদান গ্রহণ করে; তাদের ভয়ের কিছু থাকবে না,আর না তারা শোক করবে।

278 হে যারা বিশ্বাস করো,তোমরা আল্লাহকে মান্য করবে এবং সকল ধরনের চড়া সুদ থেকে বিরত থাকবে,যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

279 যদি তোমরা না করো,তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে একটি যুদ্ধের আশা করো। কিন্তু যদি তোমরা অনুশোচনা করো,তবে তোমরা তোমাদের মূলধন রাখতে পারো,অবিচার করা বা অবিচার টেনে আনা ছাড়া।

280 যদি ঋণগ্রহীতা পরিশোধ করতে অক্ষম হয়, উত্তম সময়ের জন্য অপেক্ষা করো। যদি তোমরা ধারটি দান হিসেবে ছেঁড়ে দাও, এটি তোমাদের জন্য উত্তম, যদি শুধু তোমরা জানতে।

281 তোমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার সেই দিনের ব্যাপারে সতর্ক হও, এবং প্রতিটি আত্মা যা করেছে সে সবকিছুর জন্য প্রতিফল পায়, সামান্যতম অবিচার ছাড়াই।

আর্থিক লেনদেন লিখে রাখবেন

282 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো,যখন তোমরা যেকোন সময়ের জন্য কোন ঋণ আদান প্রদান করো,তোমরা তা লিখে রাখবে। একজন নিরপেক্ষ লেখক তা লিখবে। কোন লেখক এই কাজ করতে অস্বীকার করবে না,আল্লাহর শিক্ষা অনুযায়ী। সে লিখবে,যেভাবে ঋণ গ্রহীতা শর্তাবলী বর্ণনা করবে। সে তার প্রভু,আল্লাহকে মান্য করবে এবং কখনো প্রতারণা করবে না। যদি ঋণ গ্রহীতা মানসিকভাবে অসমর্থ, অথবা অসহায় হয়, অথবা লেখার বিষয় বলে দিতে না পারে,তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লেখার বিষয় বলে দেবে। দু'জন পুরুষ সাক্ষী হিসাবে থাকবে,যদি দুজন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ এবং দু'জন স্ত্রীলোক, যাদের সাক্ষ্য সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।* এভাবে,একজন স্ত্রীলোক যদি পক্ষপাতিত্ব করে,অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। যখন সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয় তখন সাক্ষ্য দেয়া সাক্ষীদের উপর একটি দায়িত্ব। পরিশোধের সময় সহ, বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে ক্লান্ত হইয়ো না,তা যতোই দীর্ঘ হোক না কেন। এটা আল্লাহর দৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত, নিশ্চিত করে উত্তম সাক্ষ্য, এবং তোমাদের মনে থাকতে পারে,এমন যেকোন সন্দেহ দূর করে দেয়। ব্যবসায়িক লেনদেন যা তোমরা ঘটনাস্থলে সম্পাদন করো,তা নথিভুক্ত করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু সেগুলোর সাক্ষী রাখো। কোন লেখক বা সাক্ষিকে তার কাজের কারনে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। যদি তোমরা তাদের ক্ষতি করো,তবে তা হবে তোমাদের পক্ষ থেকে পাপাচার। তোমরা আল্লাহকে মান্য করবে,এবং আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দিবেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

২:২৮২ আর্থিক লেনদেনই একমাত্র পরিস্থিতি যেখানে একজন পুরুষের পরিবর্তে দুজন মহিলা সাক্ষী হতে পারেন। একজন সাক্ষী অন্য সাক্ষীকে বিয়ে করতে পারে এবং তার পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা এড়াতে এটি করা হয়েছে। এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বেশি মানসিকভাবে কাবু হতে পারে ।

283 যদি তোমরা ভ্রমনে থাকো,এবং কোন লেখক না পাওয়া যায়, ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি হিসেবে একটি বন্ধক রাখতে হবে। যদি কাউকে এভাবে বিশ্বাস করা হয়, সে বন্ধক যথাসময়ে ফেরত দেবে,এবং সে তার প্রভু আল্লাহকে মান্য করবে। তুমি যার সাক্ষী হয়েছিলে তা গোপন করে কোন সাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত হইয়ো না। যে কেউ সাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত থাকে তার মন পাপপূর্ণ। তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আল্লাহ পরিপূর্ণভাবে অবগত।

284 আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর। তুমি তোমার গভীরতম চিন্তাগুলো প্রকাশ করো,বা সেগুলো গোপন রাখো,আল্লাহ সেগুলোর জন্য তোমাদের দায়ী করবেন। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

আপনারা আল্লাহর বার্তাবাহকদের মধ্যে কোন পার্থক্য করবেন না

285 বার্তাবাহক তার প্রভুর পক্ষ থেকে যা তার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এবং বিশ্বাসীরাও তা-ই করেছে। তারা বিশ্বাস করে আল্লাহতে,তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর ধর্মগ্রন্থে,এবং তাঁর বার্তাবাহকদেরঃ “আমরা তাঁর বার্তাবাহকদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না”। তারা বলে, “আমরা শুনি,এবং আমরা মান্য করি।* আমাদের প্রভু,আমাদের ক্ষমা করুন। আপনার কাছেই চূড়ান্ত নিয়তি”।

২:২৮৫ প্রধান আদেশগুলির মধ্যে একটি হল: "তোমরা আল্লাহর রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করো না" (২:১৩৬, ৩:৮৪, ৪:১৫০)। বিশ্বাসীরা প্রতিক্রিয়া জানায়, "আমরা শুনি এবং আনুগত্য করি," অন্যদিকে প্রতিমা উপাসকরা অন্য সকল রাসূলদের বাদ দিয়ে আল্লাহর নামের পাশে মুহাম্মদের নাম উল্লেখ করার উপর জোর দেয় এবং তা প্রমাণ করার জন্য যুক্তি দেয়। কলুষিত মুসলিমরা তাদের বিশ্বাসের ঘোষণায় (শাহাদা) এবং তাদের সংযোগ প্রার্থনা বা নামাজের সময় মুহাম্মদের নাম উল্লেখ করে (৭২:১৮ দেখুন)।

286 আল্লাহ কখনোই কোন আত্মার উপর তার সামর্থের অতিরিক্ত বোঝা চাপান নাঃ যা (ভাল) সে অর্জন করে সেটা তার জন্য জমা থাকবে, এবং যা সে (মন্দ) সম্পাদন করে তা তার বিরুদ্ধে থাকবে। “আমাদের প্রভু,আমাদের দোষী সাব্যস্ত করবেন না,যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ভুল করি। আমাদের প্রভু,এবং আমাদের রক্ষা করুন আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করা থেকে,যেভাবে আমাদের পূর্ববর্তীগণ করে গেছেন। আমাদের প্রভু,অনুশোচনার জন্য খুব বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগে আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করুন, আমাদের মার্জনা করুন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। আপনি আমাদের প্রভু এবং মনিব। অবিশ্বাসী লোকদের উপর আমাদের জয়ী করুন”।

SURA 3 · 200 VERSES

ইমরানের বংশধর

آل عمران

Āli-'Imrān

পরম করুণাময়,পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 অ.ল.ম. (আলিফ. লাম. মীম.)*

৩:১ পাদটীকা ২:১ এবং পরিশিষ্ট এক দেখুন।

2 আল্লাহ: তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই; জীবিত, চিরস্থায়ী।

3 তিনি তোমাদের কাছে অবতীর্ণ করেছেন এই ঐশীগ্রন্থ, সত্যতার সাথে,যা নিশ্চিত করে সকল পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থ সমূহকে,এবং তিনি অবতীর্ণ করেছেন তওরাত এবং ইঞ্জীল।

4 তার আগে,মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্য, এবং তিনি অবতীর্ণ করেছেন বিধিবদ্ধ আইনগ্রন্থ, যারা আল্লাহর প্রকাশনাবলীকে অবিশ্বাস করে তারা টেনে আনে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

5 আল্লাহর কাছে কোনকিছুই লুকানো নেই, পৃথিবীতে,অথবা আসমানে।

6 তিনিই একজন যিনি তোমাদের আকৃতি দেন মাতৃগর্ভে,যেমন তিনি ইচ্ছে করেন। তাঁর পাশে অন্য কোন উপাস্য নেই; সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

7 তিনি তোমাদের প্রতি এই ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে আছে সহজবোধ্য চরণসমূহ - যা এই ঐশীগ্রন্থের মূল বিষয়কে স্থাপন করে - আরো আছে বহু অর্থবোধক বা রুপকধর্মী চরণসমূহ। যারা তাদের হৃদয়ে সন্দেহ পোষন করে,তারা বহু অর্থবোধক চরণসমূহের পিছনে লেগে থাকবে,বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে,এবং বের করতে একটি নির্দিষ্ট অর্থ। এগুলোর প্রকৃত অর্থ কেউ জানে না আল্লাহ এবং যাদের জ্ঞান দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তারা ছাড়া। তারা বলে,"আমরা এতে বিশ্বাস করি- এর সবটুকুই আমাদের প্রভু থেকে আসে"। শুধুমাত্র যারা বুদ্ধিমত্তার অধিকারী তারাই উপদেশ গ্রহণ করবে।

8 "আমাদের প্রভু,আমাদের অন্তরকে দ্বিধান্বিত হতে দিয়েন না,এখন যখন আপনি আমাদের পথ-প্রদর্শন করেছেন। আমাদের উপর আপনার দয়া বর্ষন করুণ; আপনিই দাতা।

9 "আমাদের প্রভু,নিশ্চয় আপনি লোকদের জড়ো করবেন এক অনিবার্য দিনে। আল্লাহ কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।"

10 যারা অবিশ্বাস করে তারা কখনো আল্লাহর বিপক্ষে সাহায্য প্রাপ্ত হবে না,তাদের অর্থ দ্বারা,না তাদের সন্তানদের দ্বারা। তারা হবে নরকের জ্বালানী।

11 ফেরাউনের লোকদের এবং তাদের আগে যারা ছিল তাদের মতো,তারা আমাদের প্রকাশনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং,ফলস্বরূপ, আল্লাহ তাদের পাপের জন্য তাদের শাস্তি দিয়েছিলেন। আল্লাহ প্রতিফল আরোপে কঠোর।

12 যারা অবিশ্বাস করে তাদের বল, "তোমরা পরাজিত হবে,এরপর নরকে একত্রিত হবে; কি এক শোচনীয় বাসস্থান!"

বিশ্বাসীরাঃ চূড়ান্ত বিজয়ী

13 তোমাদের জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করা হয়েছে দুই সেনাদলের দ্বারা,যারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল- একটি সেনাদল আল্লাহর উদ্দশ্যে যুদ্ধ করছিল, যখন অন্যটি ছিল অবিশ্বাসী। তারা স্বচোখে দেখেছিল যে তারা সংখ্যায় দিগুন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর বিজয় দিয়ে সমর্থন করেন। যারা দূরদর্শিতার অধিকারী এটা তাদের জন্য একটি নিশ্চয়তা হওয়া উচিৎ।

নানারকম অগ্রাধিকার

14 মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে পার্থিব আনন্দ, যেমন নারী,সন্তানাদি,রাশি রাশি স্বর্ণ এবং রৌপ্য, প্রশিক্ষিত ঘোড়া,গবাদিপশু,এবং শস্য। এগুলো পার্থিব উপকরণ। আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত রয়েছে একটি অতি উত্তম বাসস্থান।

15 বল, "তোমাদেরকে একটি আরো উত্তম চুক্তির ব্যাপারে আমাকে অবহিত করতে দাওঃ যারা সৎজীবন যাপন করে তাদের জন্য, তাদের প্রভুর কাছে সংরক্ষিত রয়েছে,প্রবাহিত জলস্রোত সহ বাগান, এবং বিশুদ্ধ সহধর্মী/সহধর্মীনি এবং আল্লাহর আশীর্বাদের মাঝে পরমানন্দ"। আল্লাহ তাঁর উপাসনাকারীদের দেখেন।

16 তারা বলে,"আমাদের প্রভু,আমরা বিশ্বাস করেছি,অতএব আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুণ, এবং নরকাগ্নির তীব্র-যন্ত্রণা থেকে আমাদের নিষ্কৃতি দিন।

17 তারা অবিচল, সত্যবাদী,আত্মসমর্পণকারী,দানশীল, এবং ভোরে ধ্যানকারী।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐশিক আদেশ*

18 আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করছেন যে,তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, এবং ফেরেশতারা ও যারা জ্ঞানের অধিকারী তারাও একই সাক্ষ্য দেয়। সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে এবং ন্যায়সঙ্গত পন্থায়, তিনি পরম আল্লাহ; তিনি ছাড়া কোন আল্লাহ নেই, সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

৩:১৮ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ঈমানের ঘোষণা (শাহাদা) হল: "আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, " আরবীতে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আরও দেখুন ৩৭:৩৫, ৪৭:১৯)। কলুষিত মুসলিমরা দ্বিতীয় "শাহাদা" যোগ করার জন্য জোর দেয় যেখানে মুহাম্মদকে আল্লাহর রসূল বলে ঘোষণা করা হয়। সংজ্ঞা অনুসারে এটি "শিরক" (প্রতিমা উপাসনা) এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি স্পষ্ট অবাধ্যতা। উপরন্তু, এটি ২:১৩৬, ২:২৮৫, ৩:৮৪, এবং ৪:১৫০-১৫২-এ বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ আদেশ লঙ্ঘন করে যেখানে আল্লাহর রসূলদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। "মুহাম্মদকে আল্লাহর রসূল" বলে ঘোষণা করে এবং ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা, সালেহ এবং ইউনুসের মতো অন্যান্য রসূলদের জন্য একই ঘোষণা না করে, একটি পার্থক্য করা হয় এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ আদেশ লঙ্ঘন হয়।

আত্মসমর্পণ: একমাত্র ধর্ম

19 আল্লাহর অনুমোদিত একমাত্র ধর্ম "আত্মসমর্পণ"। দুঃখজনক ভাবে,যারা ঐশীগ্রন্থ গ্রহণ করেছে তারা-ই এই প্রকৃত বিষয়টি নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়, তারা যে জ্ঞান অর্জন করেছে তা সত্ত্বেও, ঈর্ষার কারনে। আল্লাহর প্রকাশনাবলীর এরুপ প্রত্যাক্ষানকারীদের জন্য, আল্লাহ হিসাব গ্রহনে সবচেয়ে কঠোর।

20 তারা যদি তোমার সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়, তবে বল, "আমি কেবল নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করেছি; আমি এবং তারা যারা আমাকে অনুসরণ করে।"যারা ঐশীগ্রন্থ গ্রহণ করেছে আর যারা করেনি তাদের কাছে তুমি ঘোষনা করবে,"তোমরা কি আত্মসমর্পণ করবে? "তারা যদি আত্মসমর্পণ করে,তবে তারা পথনির্দেশিত হয়েছে,কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, এই বার্তা পৌঁছে দেয়া তোমার একমাত্র কাজ। আল্লাহ সব মানুষকে দেখেন।

21 যারা আল্লাহর প্রকাশনাবলি প্রত্যাখ্যান করেছে,এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে,এবং তাদেরকে হত্যা করেছে,যারা মানুষের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সমর্থন করেছে,তাদেরকে একটি যন্ত্রণাদায়ক প্রতিফলের প্রতিশ্রুতি দাও।

22 তাদের কাজগুলো এই দুনিয়া এবং পরকাল উভয়লোকেই বিনষ্ট হয়ে গেছে,এবং তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

23 তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করেছ, যাদেরকে ঐশীগ্রন্থের অংশবিশেষ দেওয়া হয়েছিল, এবং কেমন করে তারা আমন্ত্রিত হয়েছিল আল্লাহর এই ঐশীগ্রন্থ মেনে চলতে,এবং একে তাদের নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে,তারপর তাদের কেউ কেউ বিদ্বেষে মুখ ফিরিয়ে নিল।

24 এটা এ কারনে যে তারা বলেছিল, “নরকের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না,অল্প কিছু দিন ছাড়া”। এভাবে তারা তাদের ধর্মে প্রতারিত হয়েছিল তাদের নিজেদের মিথ্যা উদ্ভাবনের দ্বারা।

25 এটা তাদের জন্য কেমন হবে,যখন আমরা তাদেরকে একত্রিত করি সেই অনিবার্য দিনে? প্রত্যেক আত্মা যা কিছু অর্জন করেছে তার জন্য মূল্য প্রদান করা হবে,সামান্যতম অবিচার ছাড়াই।

আল্লাহর গুনাবলি

26 বল, "আমাদের উপাস্য: সকল সার্বভৌমত্বের অধিকারী। আপনি যাকে পছন্দ করেন সার্বভৌমত্ব প্রদান করেন, আপনি যার থেকে পছন্দ করেন সার্বভৌমত্ব নিয়ে নেন। আপনি যাকে পছন্দ করেন মর্যাদা প্রদান করেন, এবং আপনি যাকে পছন্দ করেন অপদস্থতায় পতিত করেন। আপনার হাতেই সব কিছুর বন্দোবস্ত। আপনি সর্বশক্তিমান।

27 "আপনি রাতকে দিনের মধ্যে মিলিয়ে দেন, এবং দিনকে রাতের মধ্যে মিলিয়ে দেন। আপনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন, এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন, এবং আপনি যাকে পছন্দ করেন সীমাহীনভাবে প্রদান করেন।

আপনার বন্ধু পছন্দ করুন সতর্কতার সাথে (*)

28 বিশ্বাসীরা কখনো নিজেদেরকে অবিশ্বাসীদের মিত্র বানায় না,বিশ্বাসীদের বদলে। যেকেউ তা করে,সে আল্লাহর থেকে নির্বাসিত হয়। তারা দায়মুক্ত, যারা তা করতে বাধ্য হয়, নিপীড়ন এড়াতে। আল্লাহ তোমাদেরকে সতর্ক করেন যে,তোমরা কেবল তাঁর ভক্তি করবে। আল্লাহর কাছেই চূড়ান্ত নিয়তি।

29 বল, "তুমি তোমার গভীরতম চিন্তাগুলো গোপন রাখো,অথবা তা প্রকাশ করো,আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।”তিনি আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

30 সে দিন আসবে যখন প্রত্যেক আত্মা এর করা সব ভাল কাজ সামনে উত্থাপিত পাবে। আর মন্দ কাজের বেলায়, এটি ইচ্ছা করবে যে এগুলো যদি অনেক অনেক দূরে সরিয়ে নেয়া হত। আল্লাহ তোমাদেরকে সতর্ক করেন যে,তোমরা একমাত্র তাঁকে ভক্তি করবে। আল্লাহ লোকদের প্রতি সবচেয়ে দয়াবান।

31 ঘোষণা করোঃ “যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তোমাদের উচিৎ আমাকে অনুসরন করা”। আল্লাহ তখন তোমাদের ভালবাসবেন, এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

32 ঘোষণা করোঃ “তোমরা আল্লাহ এবং বার্তাবাহকে মান্য করবে”। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ অবিশ্বাসীদের ভালবাসেন না।

মরিয়মের জন্ম

33 আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের পরিবার, এবং ইমরানের পরিবারকে লোকেদের কাছে (বার্তাবাহক হিসাবে) পছন্দ করেছেন।

34 তারা একই বংশের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ শ্রবণকারী,সর্বজ্ঞ।

35 ইমরানের স্ত্রী বলল, “আমার প্রভু,আমি আমার পেটের (শিশুকে) আপনার কাছে উৎসর্গ করছি,পূর্ণরূপে,সুতরাং আমার থেকে গ্রহণ করুণ। আপনি শ্রবণকারী,সর্বজ্ঞ।

36 যখন সে তাকে জন্ম দিল, সে বলল, “আমার প্রভু, আমি একটি কন্যা জন্ম দিয়েছি”-আল্লাহ পরিপূর্ণভাবে অবগত ছিলেন কি সে গর্ভে ধারন করছিল- “পুরুষ একই রকম নয়, নারীর মত। আমি তার নাম দিয়েছি মরিয়ম এবং আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে তার এবং তার বংশধরদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি”।

37 তার প্রভু তাকে গ্রহণ করেছিলেন অনুগ্রহময় গ্রহণ, এবং তাকে প্রতিপালন করেছিলেন অনুগ্রহময় প্রতিপালন, জাকারিয়ার অভিভাবকত্বে। যখনি জাকারিয়া তার উপাসনাস্থলে প্রবেশ করতো সে তার কাছে খাদ্যসম্ভার পেত। সে জিজ্ঞাসা করতো,“মরিয়ম, এগুলো তুমি কোথা থেকে পেয়েছ? সে বলত, ‘এটা আল্লাহর থেকে। আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন প্রদান করেন, সীমাহীনভাবে।"

ইয়াহিয়ার জন্ম

38 তখনই জাকারিয়া তার প্রভুর কাছে মিনতি করলেনঃ “আমার প্রভু,আমাকে এমন একটি সুসন্তান দান করুন; আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী”।

39 ফেরেশতারা তাকে আহবান করেছিল যখন সে উপাসনাস্থলে প্রার্থনা করছিলঃ “আল্লাহ তোমাকে ইয়াহিয়ার শুভ সংবাদ দেন; একজন আল্লাহর বাণীতে বিশ্বাসী,সন্মানিত, ন্যায়পরায়ণ, এবং একজন সৎকর্মশীল নবী”।

40 সে বলেছিল, “কেমন করে আমার পুত্র হতে পারে,যখন আমি এতো বৃদ্ধ, এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা? সে বলেছিল, “আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন”।

41 সে বলেছিল, "আমার প্রভু,আমাকে একটি নিদর্শন দিন।” তিনি বলেছিলেন, "তোমার নিদর্শন এটা যে,তুমি ইশারা ব্যতীত লোকদের সাথে তিন দিন কথা বলবে না। বার বার তোমার প্রভুর স্মরণ কর;এবং রাতে ও দিনে ধ্যান করো।"

মরিয়ম এবং ঈসা

42 ফেরেশতারা বলেছিল, "হে মরিয়ম, আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং তোমাকে পরিশুদ্ধ করেছেন। তিনি তোমাকে সকল নারীদের থেকে পছন্দ করেছেন।

43 "হে মরিয়ম, তুমি তোমার প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করবে,এবং সেজদা করবে ও অবনত হবে (রুকু করবে) তাদের সাথে যারা অবনত হয় (রুকু করে)।"

44 এটি অতীতের সংবাদ যা আমরা তোমার কাছে প্রকাশ করি। তুমি সেখানে ছিলে না,যখন তারা মরিয়মের অভিভাবক নির্বাচন করতে তাদের ভাগ্য নির্নয় করছিল। তুমি উপস্থিত ছিলে না,যখন তারা একে অন্যের সাথে তর্ক করছিল।

45 ফেরেশতারা বলেছিল, "হে মরিয়ম, আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দেন: তাঁর থেকে একটি বানী যার নাম 'মসিহ, মরিয়মের পুত্র ঈসা।' সে এই জীবনে এবং পরকালে বিশিষ্ট হবে,এবং আমার সবচেয়ে নিকটবর্তীদের একজন হবে।

46 “সে কোলে থেকে লোকদের সাথে কথা বলবে,একই ভাবে পূর্ণবয়স্ক হয়ে; সে সৎকর্মশীলদের একজন হবে”।

47 সে বলেছিল, “আমার প্রভু,কেমন করে আমার একটি পুত্র হতে পারে,যখন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি?”তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহ এভাবে সৃষ্টি করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন। কোন কিছু করতে,তিনি শুধু এটাকে বলেন, 'হও',এবং তা হয়ে যায়।

48 "তিনি তাকে শিক্ষা দিবেন ঐশীগ্রন্থ, জ্ঞান, তওরাত, এবং ইঞ্জিল।"

49 ইসরাইলের সন্তানদের কাছে একজন বার্তাবাহক হিসেবেঃ “আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে একটি নিদর্শন নিয়ে আসি-আমি তোমাদের জন্য কাদা থেকে একটি পাখির আকৃতি তৈরি করি,এরপর আমি এটির মধ্যে ফুঁৎকার দেই, এবং এটি আল্লাহর অনুমতিতে একটি জীবন্ত পাখি হয়ে যায়। আমি আল্লাহর অনুমতিতে অন্ধের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেই, কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থকে আরোগ্য করি,এবং আমি মৃতকে জীবিত করি। আমি তোমাদের বলতে পারি কি তোমরা খাও, এবং কি তোমরা তোমাদের ঘরে মজুদ করো। এটা তোমাদের জন্য একটি প্রমান হওয়া উচিৎ,যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাকো।

50 “আমি সুনিশ্চিত করি পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থ-তওরাত-এবং আমি বাতিল করি তোমাদের উপর আরোপিত নির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা। আমি তোমাদের প্রভুর থেকে যথেষ্ট প্রমান নিয়ে তোমাদের কাছে আসি। সুতরাং,তোমরা আল্লাহতে মনোযোগী হবে,এবং আমাকে মান্য করবে।

51 "আল্লাহ আমার প্রভু এবং তোমাদের প্রভু;* তোমরা একমাত্র তাঁর উপাসনা করবে। এটাই সঠিক পথ।"

৩:৫১ নতুন টেস্টামেন্ট জুড়ে ঈসার কথাগুলো ঠিক এইভাবেই বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জন-এর গস্পেল ২০:১৭ এবং লিসা স্প্রে রচিত "ঈসা: মিথস অ্যান্ড মেসেজ" বইটি দেখুন, অধ্যায় ৪ (ইউনিভার্সাল ইউনিটি, ফ্রেমন্ট, ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯৯২)।

52 যখন ঈসা তাদের অবিশ্বাস টের পেল, সে বলল, "আল্লাহর পক্ষে () কারা আমার সমর্থক?"অনুসারীরা বলল, "আমরা আল্লাহর সমর্থক; আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি,এবং সাক্ষী থাক যে,আমরা আত্মসমর্পণকারী।

53 "আমাদের প্রভু,আমরা বিশ্বাস করেছি যা আপনি অবতীর্ণ করেছেন, এবং আমরা বার্তাবাহককে অনুসরণ করেছি; আমাদের সাক্ষীদের মাঝে গননা করুণ।"

ঈসার মৃত্যু*

54 তারা চক্রান্ত করেছিল এবং পরিকল্পনা করল, কিন্তু আল্লাহ তা-ই করেছিলেন, এবং আল্লাহ সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী।

৩:৫৪-৫৫ আমরা জানতে পারি যে ঈসার আত্মা, যা কিনা প্রকৃত ব্যক্তি, কে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল, অর্থাৎ, ঈসার পৃথিবীতে জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাঁর শূন্য, আত্মাহীন, কিন্তু শরীরগতভাবে জীবন্ত দেহকে গ্রেপ্তার, নির্যাতন এবং ক্রুশবিদ্ধ করার আগে (পরিশিষ্ট ২২-এ বিস্তারিত দেখুন)।

55 এভাবে,আল্লাহ বলেছিলেন, “হে ঈসা,আমি তোমার জীবন সমাপ্ত করছি,তোমাকে আমার কাছে তুলে নিচ্ছি,এবং তোমাকে অবিশ্বাসীদের থেকে নিষ্কৃতি দিচ্ছি। আমি উচ্চে অধিষ্ঠিত রাখব তাদেরকে,যারা তোমাকে অনুসরণ করে,তাদের উপর যারা অবিশ্বাস করে,পুনুরুত্থান দিবস পর্যন্ত। এরপর আমার নিকটে তোমাদের সবার চূড়ান্ত নিয়তি,তখন আমি তোমাদের বিবাদের বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার করবো।

56 “যারা অবিশ্বাস করে,আমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক প্রতিফল দেব, এই দুনিয়াতে এবং পরকালে। তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না”।

57 যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে,তিনি তাদের পরিপূর্ণ প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ অন্যায়কারীদের ভালবাসেন না।

58 এগুলো প্রকাশনাবলী যা আমরা তোমার কাছে আবৃত্তি করি,যা একটি জ্ঞানে পরিপূর্ণ বার্তা প্রদান করে।

গানিতিক স্বীকৃতি*

59 আল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে,ঈসার উদাহরণ, আদমের মতই; তিনি তাকে ধূলা থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, তারপর তাকে বলেছিলেন, “হও, ”এবং সে হয়ে গিয়েছিল।

৩:৫৯ ঈসা এবং আদমের সৃষ্টির "সমতা" গাণিতিকভাবে প্রমাণ করা হয়েছে; কুরআনে ঈসা এবং আদমের নাম একই সংখ্যক বার উল্লেখ করা হয়েছে; প্রতিটি ২৫ বার।

60 তোমার প্রভু থেকে এটি সত্যতা; কোন সন্দেহ পোষণ করো না।

অবিশ্বাসীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ

61 যদি কেউ তোমার সাথে তর্ক করে,তুমি যে জ্ঞান পেয়েছ তা সত্ত্বেও, তাহলে বল, “চল, আমরা আমাদের সন্তান এবং তোমাদের সন্তান, আমাদের নারী এবং তোমাদের নারী,আমাদের নিজেদের এবং তোমাদের নিজেদেরকে ডেকে আনি,তারপর চল মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপের জন্য প্রার্থনা করি।"

62 নিঃসন্দেহে,এটি সত্য বর্ননা। নিঃসন্দেহে,আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। নিঃসন্দেহে,আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

63 যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ মন্দকর্মীদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

সকল বিশ্বাসীদের প্রতি আহবান

64 বল, "হে ঐশীগ্রন্থের অনুসারীরা,চল আমরা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে একটি যৌক্তিক সম্মতিতে আসি: যে আমরা আল্লাহ ব্যতীত উপাসনা করবো না; যে আমরা কখনো আল্লাহর পাশে কোন অংশীদার সাব্যস্ত করবো না,না কোন মানুষকে আল্লাহর পাশে প্রভু হিসেবে সাব্যস্ত করবো।”যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, বল, সাক্ষী থাক যে,আমরা আত্মসমর্পণকারী।"

65 হে ঐশীগ্রন্থের অনুসারীরা,কেন তোমরা ইব্রাহিম সম্পর্কে তর্ক কর, যখন তওরাত এবং ইঞ্জিল তার পরে অবতীর্ণ হয়েছিল? তোমরা কি বুঝ না?

66 তোমরা তর্ক করেছ সেই জিনিসের ব্যাপারে যা তোমরা জানতে,কেন তোমরা তর্ক কর সেই জিনিসের ব্যাপারে যা তোমরা জানো না? আল্লাহ জানেন, যখন তোমরা জানো না।

67 ইবরাহীম না ছিলেন ইহুদী,না ছিলেন খ্রীষ্টান; তিনি ছিলেন একজন একেশ্বরবাদী আত্মসমর্পণকারী। তিনি কখনই একজন অংশীদার সাব্যস্তকারী ছিলেন না।

68 ইবরাহীমের সবচেয়ে যোগ্য লোক হলো তারা যারা তাকে অনুসরণ করেছিল, এবং এই নবীকে,এবং তারা যারা বিশ্বাস করে। আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রভু এবং অভিভাবক।

69 ঐশীগ্রন্থের কিছু অনুসারীরা তোমাদেরকে বিপথগামী করতে চায়, কিন্তু তারা শুধু তাদের নিজেদেরকেই বিপথগামী করে,না বুঝেই।

70 হে ঐশীগ্রন্থের অনুসারীগন, কেন তোমরা প্রত্যাখ্যান করো আল্লাহর এই প্রকাশনাবলী,যদিও তোমরা সাক্ষী দাও (যে এটাই সত্য)?

71 হে ঐশীগ্রন্থের অনুসারীরা,কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর, এবং জেনে-শুনে সত্য গোপন কর?

72 ঐশীগ্রন্থের কিছু অনুসারীরা বলে,“যা বিশ্বাসীদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে তা সকালে বিশ্বাস কর, এবং সন্ধায় প্রত্যাক্ষান কর; হতে পারে একদিন তারা ফিরে আসবে।

73 "এবং যারা তোমাদের ধর্ম অনুসরণ করে তাদের মত ছাড়া বিশ্বাস কর না।”বল, "আল্লাহর পথ-নির্দেশনাই সত্য পথ-নির্দেশনা।”যদি তারা দাবি করে যে তাদের একই পথ-নির্দেশনা আছে,অথবা তোমাদের প্রভু সম্পর্কে তোমাদের সাথে তর্ক করে,বল, "আল্লাহর হাতে সকল অনুগ্রহ; তিনি যার উপর ইচ্ছা তা অর্পণ করেন।”আল্লাহ দানশীল, সর্বজ্ঞ।

74 তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন, তাঁর অনুগ্রহ নির্দিষ্ট করেন; আল্লাহ সীমাহীন অনুগ্রহের অধিকারী।

সকল লোকদের সাথে সৎ হোন

75 ঐশীগ্রন্থের কিছু অনুসারীদের সব কিছু দিয়ে বিশ্বাস করা যেতে পারে,এবং তারা তা তোমাকে ফিরিয়ে দিবে। তাদের মধ্যে বাকিদের এক দিনার দিয়েও বিশ্বাস করা যেতে পারে না; তারা তোমাকে পরিশোধ করবে না,যদি না তুমি তাদের পিছনে লেগে থাক। এর কারন এই যে তারা বলে,"যারা ঐশীগ্রন্থ অনুসরণ করে না (উম্মী)* তাদের সাথে লেনদেনে আমাদেরকে সৎ হতে হবে না!”এভাবে,তারা জেনে-শুনে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে।

৩:৭৫ কুরআনের গাণিতিক কোড আবিষ্কারের আগে, কিছু বিজ্ঞব্যক্তি মিথ্যা দাবি করেছিলেন যে মুহাম্মদ একজন নিরক্ষর ব্যক্তি ছিলেন যিনি এত বড় বই লিখতে পারেন না। তারা "উম্মি" শব্দের অর্থ বিকৃত করে দাবি করেছিলেন যে এর অর্থ "নিরক্ষর"। এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে "উম্মিয়ীন" এর অর্থ "যার পূর্ববর্তী কিতাবের জ্ঞান নাই বা অনুসারী নয়" আরও দেখুন 62:2 এবং পরিশিষ্ট 28)।

76 প্রকৃতপক্ষে,যারা পূর্ণ করে তাদের অঙ্গীকার এবং সৎ জীবন যাপন করে,আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।

77 আর তাদের জন্য যারা আল্লাহর চুক্তির বাণিজ্য করে,এবং তাদের বাধ্যবাধকতার, সস্তা মুল্যের জন্য, তারা পরকালে কোন অংশ পায় না। আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না,না তাদের দিকে তাকাবেন, পুনুরুত্থানের দিনে,না তিনি তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন। তারা টেনে এনেছে একটি যন্ত্রণাদায়ক প্রতিফল।

78 তাদের মধ্যে রয়েছে তারা যারা তাদের জিহ্বা আওড়ায় ঐশীগ্রন্থের অনুকরণ করতে,যাতে তোমরা ভাব যে এটা ঐশীগ্রন্থ থেকে,যখন এটা ঐশীগ্রন্থ থেকে নয়, এবং তারা দাবী করে যে এটা আল্লাহর থেকে,যখন এটা আল্লাহর থেকে নয়। এভাবে,তারা মিথ্যা বলে এবং সেগুলো আল্লাহর উপর আরোপ করে,জেনে-শুনে।

79 একজন মানুষ যাকে আল্লাহ ঐশীগ্রন্থ এবং নবীত্ব দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন সে কখনই মানুষকে বলবে না,“আল্লাহর পাশে আমার উপাসনা করো”। বরং,(সে বলবে),“তোমাদের নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে একমাত্র তোমাদের প্রভুর কাছে উৎসর্গ করো,”ঐশীগ্রন্থ যা তোমরা প্রচার করো এবং শিক্ষা যা তোমরা শেখ তা অনুসারে।

80 না সে তোমাদেরকে আদেশ করবে প্রভু হিসাবে ফেরেশতাদের এবং নবিদের উপাসনা করতে। আত্মসমর্পণকারী হবার পর সে কি তোমাদের অবিশ্বাস করতে উৎসাহিত করবে?

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন হয়েছে* আল্লাহর চুক্তির সেই বার্তাবাহক

81 আল্লাহ নবীদের থেকে একটি প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন, এই বলে যে,"আমি তোমাদেরকে ঐশীগ্রন্থ এবং বিজ্ঞতা দিব। পরবর্তীকালে,একজন বার্তাবাহক বিদ্যমান সকল ঐশীগ্রন্থসমূহ সত্যায়ন করতে আসবে। তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে এবং তাকে সমর্থন করবে।” তিনি বলেছিলেন, "তোমরা কি এর সাথে সম্মত হয়েছ, এবং এই চুক্তি পূর্ণ করার অঙ্গীকার করছ?” তারা বলেছিল, "আমরা সম্মত।” তিনি বলেছিলেন, "তাহলে তোমরা সাক্ষী রইলে এবং আমি তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।

৩:৮১ এই প্রধান ভবিষ্যদ্বাণী এখন পূর্ণ হয়েছে। আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহক, যেমনটি এই আয়াতে এবং বাইবেলের মালাখি ৩:১-২১, লূক ১৭:২২-৩৬ এবং মথি ২৪:২৭ পদে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তিনি আল্লাহর নবীদের দ্বারা প্রদত্ত আল্লাহর বার্তাগুলিকে শুদ্ধ ও একীভূত করতে নিযুক্ত। ইহুদি, খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি ধর্ম মারাত্মকভাবে কলুষিত হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছা হল তাদেরকে পবিত্র করা এবং একমাত্র তাঁর উপাসনার পতাকাতলে একত্রিত করা। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহক সমর্থনে অপ্রতিরোধ্য প্রমাণ সরবরাহ করেছেন, যার নাম কুরআনের গাণিতিক কোডে "রাশাদ খলিফা" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, "রাশাদ" (৫০৫) এর জ্যামিতিক মান, "খলিফা" (৭২৫) এর মান এবং আয়াত সংখ্যা (৮১) যোগ করলে ১৩১১, অথবা ১৯x৬৯ পাওয়া যায় (বিস্তারিত প্রমাণের জন্য পরিশিষ্ট ২ দেখুন)।

আল্লাহর চুক্তির বার্তাবাহককে প্রত্যাক্ষানকারীরা অবিশ্বাসী

82 যারা এটি (কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী) প্রত্যাক্ষান করে তারা মন্দ।

83 তারা কি আল্লাহর ধর্ম ব্যতীত অন্যকিছু খুজঁছে,যখন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়, এবং তাঁর কাছেই তারা ফিরে যাবে?

আল্লাহর বার্তাবাহকদের মধ্যে কোন পার্থক্য করবেন না

84 বল, "আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহতে,এবং যা আমাদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল, এবং যা অবতীর্ণ হয়েছিল ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, এবং পিতৃপুরুষদের কাছে,এবং যা দেয়া হয়েছিল মুসা,ঈসা,এবং নবীদেরকে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে। আমরা তাদের কারো মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। একমাত্র তাঁরই কাছে আমরা আত্মসমর্পণকারী।

শুধুমাত্র একটি ধর্ম আল্লাহ দ্বারা অনুমোদিত

85 যেকেউ আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য কিছু তার ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে,এটি তাঁর থেকে গৃহীত হবে না,এবং পরকালে,সে হতভাগাদের সাথে থাকবে।

86 কেন আল্লাহর উচিৎ সেসব মানুষকে পথ প্রদর্শন করা যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করেছে,এবং বার্তাবাহকের সত্যতার সাক্ষী হবার পর, এবং তাদেরকে দৃঢ় প্রমান* দেওয়ার পর? আল্লাহ অন্যায়কারীদের পথ প্রদর্শন করেন না।

৩:৮৬ ৩:৮২-৯০ আয়াত আমাদের জানায় যে, যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহকে প্রত্যাখ্যান করে তারা আর আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) নয়, কারণ তারা আর কুরআন বিশ্বাস করে না। ৩:৮৬ আয়াতে উল্লিখিত প্রমাণগুলি কুরআনের গাণিতিক কোডের কথা উল্লেখ করে, যা আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। ৩:৮৬ এবং ৩:৯০ উভয় আয়াতই "ঈমান আনার পর অবিশ্বাস" সম্পর্কে কথা বলে।

87 তারা আল্লাহ, এবং ফেরেশতা,এবং সকল মানুষ থেকে শাস্তি টেনে এনেছে।

88 অনন্তকাল তারা সেখানে বাস করবে; তাদের জন্য শাস্তি কখনোই কমানো হবে না,না তারা পরিত্রান পাবে।

89 তারা নিষ্কৃতি পাবে যারা এরপর অনুশোচনা করে,এবং সংশোধিত হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

যখন অনুশোচনা অগ্রহণযোগ্য

90 যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে,তারপর অবিশ্বাসের গভীরে ডুবে যায়, তাদের অনুশোচনা তাদের থেকে গ্রহণ করা হবে না; তারাই আসল পথভ্রষ্ট।

91 যারা অবিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসী হিসেবে মারা যায়, একটি স্বর্নে পরিপূর্ণ পৃথিবী তাদের কারো কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না,যদি এরকম মুক্তিপণ সম্ভব হয়। তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি টেনে এনেছে; তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

92 তোমরা সৎকর্মশীলতা অর্জন করতে পার না,যতক্ষন না তোমরা তোমাদের অধিকৃত প্রিয় বস্তু থেকে দান করো। যাকিছু তোমরা দান কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

যা আইনসম্মত, তা নিষিদ্ধ করবেন না

93 ইসরাইলের সন্তানদের জন্য সকল খাদ্য আইনসম্মত ছিল, যতক্ষন না ইসরাইলীরা তাদের নিজেদের উপর নির্দিষ্ট নিষেধসমূহ আরোপ করেছিল, তওরাত অবতীর্ণ হবার আগে। বল, "তওরাত আন এবং তা পড়, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

94 যারা এরপর মিথ্যা নিষেধসমূহ উদ্ভাবন করে,এবং সেগুলো আল্লাহর উপর আরোপ করে,তারা প্রকৃতপক্ষে অন্যায়কারী।

95 বল, "আল্লাহ সেই সত্য ঘোষনা করেছেন: তোমরা অনুসরণ করবে ইব্রাহিমের ধর্ন-একেশ্বরবাদ। সে কখনো অংশীদার সাব্যস্তকারী ছিল না।

96 মানুষের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘর হচ্ছে সেটি যা বাক্কায়* স্থাপিত; একটি পবিত্র আলোকবর্তিকা,সকল মানুষের জন্য।

৩:৯৬ এটি একটি মীম-প্রারম্ভিক সূরা, এবং "মক্কা"-এর "বাক্কা" এই অদ্ভুত বানানের ফলে "মীম"-এর উপস্থিতি কুরআনের গাণিতিক কোডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। "মক্কা"-এর স্বাভাবিক বানান "মীম"-এর উপস্থিতির হার বাড়িয়ে দিত (পরিশিষ্ট ১)।

97 এর মধ্যে রয়েছে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ: ইবরাহীমের অবস্থানস্থল। যে কেউ এতে প্রবেশ করে তাকে প্রদান করা হবে নিরাপদ অবস্থান। আল্লাহর কাছে মানুষ এতে বাধ্য যে তারা এই ঘরে হজ্জ পালন করবে,যখন তারা এর সামর্থ অর্জন করতে পারে আর যারা অবিশ্বাস করে,আল্লাহর কাউকে প্রয়োজন নেই।

98 বল, “হে ঐশীগ্রন্থের অনুসারীরা,কেন তোমরা আল্লাহর এই প্রকাশনাবলী প্রত্যাখ্যান কর, যখন আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করছেন, যা তোমরা করো।

99 বল, “হে ঐশীগ্রন্থের অনুসারীরা,কেন তোমরা আল্লাহর পথে বাধা দাও, তাদেরকে যারা বিশ্বাস করতে চায়, এবং তা বিকৃত করার পথ খোঁজ, যদিও তোমরা প্রত্যক্ষ করছ”। তোমরা যা কিছু করো তা সম্পর্কে আল্লাহ কখনই অনবগত নন।

100 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, যারা ঐশীগ্রন্থ গ্রহণ করেছে, তাদের কতককে যদি তোমরা মান্য করো, তারা তোমাদেরকে পিছনে ফিরিয়ে দেবে, বিশ্বাস আনার পর, অবিশ্বাসীতে।

101 কিভাবে তোমরা অবিশ্বাস করতে পার: যখন আল্লাহর এই প্রকাশনাবলি তোমাদের কাছে আবৃতি করা হয়েছে,এবং তার বার্তাবাহক তোমাদের কাছে এসেছে? যেকেউ আল্লাহতে দৃড়ভাবে আঁকড়ে থাকে,সে সঠিক পথে পথ-প্রদর্শিত হবে।

102 হে যারা বিশ্বাস কর, তোমরা আল্লাহকে মান্য করবে,যেমন তাকে মান্য করা উচিৎ,এবং আত্মসমর্পণকারী হিসেবে ছাড়া মৃত্যুবরণ করো না।

বিশ্বাসীরা ঐক্যবদ্ধ

103 তোমরা আল্লাহর রশি দৃড়ভাবে আঁকড়ে থাকবে,তোমরা সবাই, এবং বিভক্ত হইও না। স্মরণ কর, তোমাদের উপর আল্লাহর আশীর্বাদ- তোমরা শত্রু হয়ে ছিলে এবং তিনি তোমাদের অন্তরসমূহ পূনর্মিলিত করেছিলেন। তাঁর অনুগ্রহে,তোমরা ভাই হয়ে গিয়েছিলে। তোমরা ছিলে অগ্নিকুন্ডের কিনারে,তিনি তোমাদেরকে সেখান থেকে রক্ষা করেছিলেন। আল্লাহ এভাবে তোমাদের জন্য তাঁর প্রকাশনাবলি ব্যাখ্যা করেন, যাতে তোমরা পথ-প্রদর্শিত হতে পার।

104 তোমাদের একটি সম্প্রদায় হোক, যারা যাকিছু ভাল তাতে আহবান করে,সৎকর্মশীলতার উপদেশ দেয়, এবং মন্দ করতে নিষেধ করে। এরাই বিজয়ী।

105 তাদের মত হইও না যারা বিভক্ত এবং বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, সুস্পষ্ট প্রমান সত্ত্বেও, যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। এর জন্য, এরা টেনে এনেছে এক ভয়ানক শাস্তি।

106 সে দিন আসবে যখন কিছু মুখ উজ্জল হবে (আনন্দে),যখন অন্য মুখগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে (দুর্দশায়)। তাদের ক্ষেত্রে যাদের মুখসমূহ অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে,তারা জিজ্ঞাসিত হবে,"তোমরা কি বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করনি? কাজেই তোমাদের অবিশ্বাসের জন্য প্রতিফল ভোগ করো।"

107 আর তাদের ক্ষেত্রে যাদের মুখসমূহ উজ্জ্বল হবে,তারা আল্লাহর দয়ায় আনন্দ করবে; তারা সেখানে চিরকাল বাস করবে।

108 এগুলো আল্লাহর প্রকাশনাবলী; আমরা সেগুলো তোমার কাছে আবৃত্তি করি,সত্যতার সাথে। আল্লাহ মানুষের জন্য কোন কষ্ট চান না।

109 আকাশমন্ডলীর সবকিছু এবং পৃথিবীর উপরের সবকিছু আল্লাহর, এবং সকল বস্তু আল্লাহর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়

110 এযাবতকালে উত্থিত মানুষের মাঝে তোমরা শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়ঃ তোমরা সৎকর্মের উপদেশ দাও এবং মন্দে নিষেধ করো,এবং তোমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করো। যদি ঐশীগ্রন্থের অনুসারীরা বিশ্বাস করত, এটা তাদের জন্য উত্তম হত। তাদের কেউ কেউ বিশ্বাস করে,কিন্তু তাদের বেশির ভাগ পাপী।

111 তোমাদেরকে অপমান করার অতিরিক্ত, তারা কখনো তোমাদের ক্ষতি করতে পারে না। যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে,তারা ঘুরে দাঁড়াবে এবং পালিয়ে যাবে। তারা কখনো জয়ী হতে পারে না।

112 যখনি তোমরা তাদের মোকাবেলা কর, তারা অপদস্থ হবে,যদি না তারা বহাল থাকে আল্লাহর চুক্তিতে, পাশাপাশি তোমাদের সাথে করা তাদের শান্তি চুক্তিতে। তারা আল্লাহর ক্রোধ টেনে এনেছে,এবং,ফলস্বরুপ, তারা অসম্মানে পতিত হয়। এটা এ কারনে যে তারা আল্লাহর প্রকাশনাবলিকে প্রত্যাক্ষান করেছিল, এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল। এটা এ কারনে যে তারা অমান্য করেছিল এবং সীমালঙ্ঘন করেছিল।

সৎকর্মশীল ইহুদী এবং খ্রিষ্টানরা

113 তারা সবাই একই রকম নয়; ঐশীগ্রন্থের অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে তারা যারা সৎকর্মশীল। তারা রাত জুড়ে আল্লাহর প্রকাশনাবলি আবৃতি করে,এবং তারা সেজদায় অবনত হয়।

114 তারা আল্লাহতে এবং শেষ দিবসে বিশ্বাস করে,তারা সৎকর্মশীলতার উপদেশ দেয় এবং মন্দ করতে নিষেধ করে,এবং তারা সৎ কাজ করতে ত্বরা করে। এরাই সৎকর্মশীল।

115 যেকোন ভাল তারা করে,তা অপুরস্কৃত হবে না। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ব্যপারে সম্পূর্ণ অবগত।

116 যারা অবিশ্বাস করেছে তারা কখনই আল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের অর্থ অথবা তাদের সন্তানদের দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হতে পারে না। তারা নরক টেনে এনেছে,যার মধ্যে তারা চিরকাল বাস করবে।

117 এই জীবনে তাদের সম্পাদিত কাজের উদাহরন হচ্ছে,প্রবল বাতাসের মতো যা আঘাত করে ঐসব মানুষের ফসলে যারা তাদের আত্মার ক্ষতি করেছে,এবং একে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। আল্লাহ কখনই তাদের ক্ষতি করেননি; তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে।

ভণ্ডদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবেন না

118 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, বহিরাগতদের সাথে বন্ধুত্ব করো না যারা কখনই তোমাদের অনিষ্ট কামনা বন্ধ করে না। এমনকি, তারা দেখতে চায়, তোমরা কষ্ট ভোগ করো। তাদের মুখ থেকে ঘৃণা প্রবাহিত হয় এবং যা তারা তাদের বুকে লুকিয়ে রাখে তা আরো মন্দ। এভাবে,আমরা তোমাদের জন্য প্রকাশনাবলী সুস্পষ্ট করি, যেন তোমরা বুঝতে পার।

119 দেখো, তোমরা তাদেরকে ভালবাস, যখন তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না, এবং তোমরা সকল ঐশীগ্রন্থে বিশ্বাস করো। যখন তারা তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তারা বলে, “আমরা বিশ্বাস করি,” কিন্তু, যে-মুহূর্তে তারা চলে যায় তারা তোমাদের প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধ বসত তাদের আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বল, “মর, তোমাদের প্রচণ্ড ক্রোধে”। আল্লাহ সব থেকে গভীরতম চিন্তাসমূহ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত।

120 যখন তোমাদের পথে ভালো কিছু আসে তারা আঘাত পায়, এবং যখন তোমাদের মন্দ কিছু হয় তারা আনন্দিত হয়। যদি তোমরা দৃড়তার সাথে অধ্যবসায়ী হও, এবং সৎকর্মশীলতা বজায় রাখো, তাদের চক্রান্ত কখনই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যাকিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত।

বদরের যুদ্ধ

121 স্মরণ কর যে,তুমি (মুহাম্মদ) তোমার লোকদের মাঝে ছিলে,যখন তুমি বিশ্বাসীদের জন্য তাদের যুদ্ধের অবস্থান নির্ধারণ করতে গিয়েছিলে। আল্লাহ শ্রোতা,সর্বজ্ঞ।

122 তোমাদের মধ্যে দুই দল প্রায় ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ ছিলেন তাদের প্রভু। বিশ্বাসীরা আস্থা রাখবে আল্লাহতে।

123 আল্লাহ বদরে তোমাদের বিজয় দান করেছেন, তোমাদের দুর্বলতা সত্ত্বেও। অতএব, তোমরা আল্লাহকে মান্য করবে,তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য।

আল্লাহর ফেরেশতারা বিশ্বাসীদের সাহায্য করে

124 তুমি বিশ্বাসীদের বলেছিলে,"এটা কি যথেষ্ট নয় যে,তোমাদের প্রভু তোমাদের সমর্থন করেন অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা দিয়ে?"

৩:১২৪-১২৫ কুরআনে ত্রিশটি ভিন্ন সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মোট সংখ্যা ১৬২১৪৬, ১৯x৮৫৩৪। এটি কুরআনের গাণিতিক অলৌকিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (পরিশিষ্ট এক দেখুন)।

125 নিশ্চয়, যদি তোমরা দৃড়তার সাথে অধ্যবসায়ী হও এবং সৎকর্মশীলতা বজায় রাখ, তারপর তারা তোমাদের অকস্মাৎ আক্রমণ করে, তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে সুপ্রশিক্ষিত পাঁচ হাজার* ফেরেশতা দিয়ে সমর্থন করবেন।

126 এভাবে,আল্লাহ তোমাদেরকে অবহিত করেন, তোমাদের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য, এবং তোমাদের হৃদয়কে আশ্বস্ত করার জন্য। বিজয় একমাত্র আল্লাহ থেকে আসে,সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

127 এভাবে,তিনি কিছু অবিশ্বাসীকে নির্মূল করেন, অথবা তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে দেন, শেষ পর্যন্ত তারা সবসময় পরাজিত হয়।

128 এটা তোমার অধীনে নয়; তিনি হয়তো তাদের উদ্ধার করবেন, অথবা তাদের শাস্তি দিবেন, তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য।

129 আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

চড়া সুদ নিষিদ্ধ*

130 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো,তোমরা চড়া সুদ নেবে না,চক্রবৃদ্ধি হারে। আল্লাহকে মান্য করো,যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

৩:১৩০ ব্যাংক আমানতের উপর সুদ এবং ঋণের উপর আরোপিত সুদ বৈধ, যদি তা অতিরিক্ত না হয় (৫-১৫%)। ব্যাংকগুলি বিনিয়োগ করে এবং তাদের মুনাফা আমানতকারীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। যেহেতু সকল পক্ষই খুশি এবং কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, তাই ব্যাংক থেকে সুদ নেওয়া সম্পূর্ণ বৈধ (২:২৭৫ দেখুন)।

131 সতর্ক হও, সেই নরকাগ্নির বিষয়ে যা অবিশ্বাসীদের জন্য অপেক্ষা করে।

132 তোমরা আল্লাহ এবং বার্তাবাহককে মান্য করবে,যাতে ঐশরিক দয়া অর্জন করতে পার।

সৎকর্মশীলদের গুন

133 তোমাদের উচিত আগ্রহের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা,তোমাদের প্রভুর থেকে ক্ষমাপ্রাপ্তির এবং একটি স্বর্গের, যার প্রশস্ততা বেষ্টন করে আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীকে; এটি সৎকর্মশীলদের জন্য অপেক্ষা করে,

134 যারা দান করে ভাল সময়ে,একই সাথে দু:সময়ে। তারা ক্রোধ দমনকারী,এবং লোকদের ক্ষমাকারী। আল্লাহ দানশীলকে ভালবাসেন।

135 যদি তারা পাপে পতিত হয় অথবা তাদের আত্মার ক্ষতি করে,তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের পাপের জন্য ক্ষমা চায়- এবং কে পাপ ক্ষমা করে আল্লাহ ছাড়া- এবং জেনে-শুনে তারা পাপ করতে থাকে না।

136 তাদের প্রতিদান হল তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে ক্ষমা,এবং প্রবাহিত জলস্রোত সহ বাগান; তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করে। পরিশ্রমকারীদের জন্য কি এক মনোরম পুরস্কার!

সৎকর্মশীলদের জন্য বিজয়

137 তোমাদের জন্য অতীতের উদাহরণ স্থাপন করা হয়েছে; পৃথিবীতে ভ্রমন কর এবং লক্ষ্য কর অবিশ্বাসীদের পরিণাম।

138 এটা মানুষের জন্য একটি ঘোষণা,এবং সৎকর্মশীলদের জন্য একটি পথ নির্দেশনা এবং জ্ঞানালোক।

139 তোমরা দ্বিধাগ্রস্থ হবে না,না তোমরা শোকার্ত হবে,কারন তোমরাই চূড়ান্ত বিজয়ী,যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাকো।

140 যদি তোমরা কষ্ট ভোগ কর, শত্রুরাও একই কষ্ট ভোগ করে। আমরা মানুষের মাঝে জয় এবং পরাজয়ের দিনগুলো পালাক্রমে পরিবর্তন করি। আল্লাহ এভাবে পৃথক করেন সত্যিকার বিশ্বাসীদের, এবং তোমাদের কতককে শহীদত্ব দিয়ে আশীর্বাদ করেন। আল্লাহ অবিচার অপছন্দ করেন।

141 এভাবে,আল্লাহ তাদেরকে বলিষ্ঠ করেন, যারা বিশ্বাস করে এবং অপদস্থ করেন, অবিশ্বাসীদের।

আমাদের দাবী অবশ্যই পরিক্ষিত হবে

142 তোমরা কি স্বর্গে প্রবেশের আশা কর, তোমাদের মধ্যে তাদেরকে আলাদা করা ব্যতিত, যারা সংগ্রাম করে,এবং তাদেরকে আলাদা করা ব্যতিত, যারা দৃড়?

143 তোমরা মৃত্যুর জন্য আকাংখা করতে,এর মুখোমুখি হবার আগে। এখন, তোমরা এর মুখোমুখি হয়েছ, ঠিক তোমাদের চোখের সামনে।

144 মুহাম্মদ তার পূর্বের বার্তাবাহকদের মত, একজন বার্তাবাহকের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। সে মরে গেলে অথবা নিহত হলে,তোমরা কি পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে? যেকেউ তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়, সে আল্লাহর সামান্যতম ক্ষতি করে না। আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কৃত করেন, যারা কৃতজ্ঞ।

মৃত্যুর সময় পূর্বনির্ধারিত

145 আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউই মৃত্যুবরণ করে না,এক পূর্বনির্ধারিত সময়ে। যেকেউ এই দুনিয়ার আড়ম্বর খোঁজে,আমরা তাকে সেখান থেকে দেই, এবং যেকেউ পরকালের পুরস্কার খোঁজে,আমরা তাকে সেখানে আশীর্বাদ করি। আমরা তাদেরকে পুরস্কৃত করি,যারা কৃতজ্ঞ।

146 অনেক নবিদের সাথে আল্লাহপ্রেমী লোকেরা ছিল যুদ্ধ করার জন্য, আল্লাহর উদ্দেশ্যে চাপের মুখে কখনো দিধাগ্রস্থ না হয়ে,না তারা ইতস্তত করতো অথবা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়তো। আল্লাহ অবিচলদের ভালবাসেন।

147 তাদের একমাত্র উক্তি ছিল, “আমাদের প্রভু,ক্ষমা করুন- আমাদের পাপ, এবং আমাদের সীমালঙ্ঘনসমূহ, আমাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করুন, এবং অবিশ্বাসীদের উপর আমাদের জয় প্রদান করুন। "

148 ফলস্বরূপ, আল্লাহ তাদেরকে প্রদান করেছিলেন এই দুনিয়ার পুরুস্কার, এবং পরকালের উত্তম পুরুস্কার। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।

149 হে তোমরা যারা বিশ্বাস কর, তোমরা যদি তাদেরকে মান্য কর যারা অবিশ্বাস করে,তারা তোমাদেরকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবে,তখন তোমরা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হবে।

150 আল্লাহ একমাত্র তোমাদের প্রভু এবং মনিব, এবং তিনিই সর্বোত্তম সমর্থনকারী।

আল্লাহ আপনার শত্রুদের নিয়ন্ত্রন করেন

151 যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের অন্তরে আমরা আতঙ্ক ছুড়ে দেব, যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে ক্ষমতাহীন উপাস্য স্থাপন করেছিল। তাদের নিয়তি হল নরক; কতই না দুর্বিষহ আবাস সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য।

উহুদের যুদ্ধ

152 আল্লাহ তোমাদের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার পরিপূর্ণ করেছেন, এবং তোমরা তাঁর সম্মতিক্রমে তাদের পরাজিত করেছিলে। কিন্তু এরপর তোমরা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছিলে,তোমাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিলে,এবং অমান্য করেছিলে তিনি তোমাদের আকাংক্ষিত (বিজয়) দেখানোর পর। কিন্তু এরপর, তোমাদের কেউ কেউ এই দুনিয়ার যুদ্ধলব্ধ মালের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলে,যখন অন্যান্যরা সঠিকভাবে পরকাল নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। তিনি তখন তোমাদের পরীক্ষা করতে তাদের থেকে সরিয়ে দিলেন। তিনি তোমাদের মার্জনা করেছেন। আল্লাহ বিশ্বাসীদের উপর তাঁর অনুগ্রহ বর্ষন করেন।

153 স্মরণ কর যে,তোমরা (যুদ্ধলব্ধ মালের পিছনে) হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলে,কারো প্রতি কোন দৃষ্টিপাত না করে,এমনকি যখন বার্তাবাহক তোমাদেরকে পিছন থেকে ডাকছিল। ফলস্বরুপ, তিনি একটি দুর্দশাকে অন্যটি দ্বারা প্রতিস্থাপন করেছিলেন, যাতে তোমাদের শোক করতে না হয় তোমাদের হাত-ছাড়া হয়েছিল এমন কোনকিছুর উপর, অথবা যন্ত্রণা না পেতে হয় এমন কোন কষ্টের কারনে যা তোমরা ভোগ করেছিলে। আল্লাহ তোমাদের করা সবকিছু সম্পর্কে অবগত।

মৃত্যুর মুহূর্ত পূর্বনির্ধারিত

154 এই প্রতিবন্ধকতার পর, তিনি তোমাদের উপর শান্তিময় ঘুম অবতীর্ণ করেছিলেন যা তোমাদের কাউকে কাউকে শান্ত করেছিল। তোমাদের মধ্যে অন্যরা সার্থপরভাবে তাদের নিজেদের নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। তারা আল্লাহ সম্পর্কে এমন চিন্তা পোষণ করেছিল যা সঠিক ছিল না- সে একই চিন্তাসমূহ যা তারা অজ্ঞতার দিনগুলোতে পোষণ করতো। একারনে,তারা বলেছিল, "আমাদের হাতে কি কোনকিছু আছে? বল, "সবকিছু আল্লাহর হাতে।"তারা তাদের নিজেদের ভিতরে গোপন করেছিল, যা তারা তোমার কাছে প্রকাশ করেনি। তারা বলেছিল, "যদি এটা আমাদের হাতে থাকত, আমাদের কেউই এই যুদ্ধে নিহত হত না।" বল, "তোমরা যদি তোমাদের বাড়িতে অবস্থান করতে,যাদের নিহত হওয়া পূর্বনির্ধারিত ছিল তারা হামাগুড়ি দিত তাদের মৃত্যু শয্যায়।" এভাবে,আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষায় ফেলেন তোমাদের প্রকৃত অভিপ্রায়কে প্রকাশ করতে,এবং পরীক্ষা করতে তোমাদের অন্তরে কি আছে। আল্লাহ গভীরতম চিন্তাসমূহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

155 নিশ্চয়, তোমাদের মধ্যে যারা পিছু হটেছিল দুই সেনাবাহিনীর সংঘর্ষের দিনে,তারা শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিল। এটা প্রতিফলন করে কিছু (মন্দ) কর্ম, যা তারা করেছিল। আল্লাহ তাদের মার্জনা করেছেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

156 হে তোমরা যারা বিশ্বাস কর, তাদের মতো হইয়ো না যারা অবিশ্বাস করেছিল এবং তাদের আত্মীয়দের বলেছিল, যারা যুদ্ধের জন্য ভ্রমন করেছিল অথবা একত্রিত হয়েছিল, "তারা যদি আমাদের সাথে থাকতো,তবে তারা মারা যেত না অথবা নিহত হতো না"। আল্লাহ এটাকে তাদের হৃদয়ে একটি তীব্র শোকের উৎসে পরিণত করেছেন। আল্লাহ জীবন এবং মৃত্যু নিয়ন্ত্রন করেন। আল্লাহ তোমাদের করা সবকিছুর দ্রষ্টা।

157 তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্য নিহত হও অথবা মারা যাও, তারা যা কিছু জমা করে তার চেয়ে আল্লাহর ক্ষমা,এবং দয়া অনেক উত্তম।

158 তোমরা মারা যাও অথবা নিহত হও, তোমাদেরকে আল্লাহর সামনে ডাকা হবে।

বার্তাবাহকের দয়াশীলতা

159 এটা আল্লাহর করুণা ছিল যে তুমি তাদের প্রতি দয়াশীল হয়েছিলে। তুমি যদি কঠোর এবং ছোট মনের হতে,তাহলে তারা তোমাকে পরিত্যাগ করতো। অতএব, তুমি তাদেরকে মার্জনা করবে এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে,এবং তাদের সাথে পরামর্শ করবে। তোমরা একবার একটি সিদ্ধান্ত নিলে,তোমাদের পরিকল্পনা সম্পন্ন কর, এবং আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখো। আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা তার প্রতি আস্থা রাখে।*

৩:১৫৯ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাই একমাত্র মুদ্রা যা এই বাক্যাংশটি বহন করে: "আমরা আল্লাহর উপর আস্থা রাখি।" এটা সত্য যে আমেরিকান ডলার বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মুদ্রা এবং অন্যান্য সমস্ত মুদ্রা পরিমাপের মানদণ্ড।

160 যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সমর্থন করেন, কেউ তোমাদেরকে পরাজিত করতে পারে না। এবং যদি তিনি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন, আর কে তোমাদেরকে সমর্থন করতে পারে? বিশ্বাসীরা আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখবে।

কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়

161 এমনকি নবী তার নির্ধারিত অংশের বেশি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিতে পারে না। যে কেউ তার ন্যায্য অংশের বেশি নেয়, তাকে এর হিসাব দিতে হবে পুনরুত্থান দিবসে। অর্থাৎ,যখন প্রত্যেক আত্মাকে প্রতিফল দেওয়া হয, সেজন্য যা কিছু সে অর্জন করেছে,সামান্যতম অবিচার ছাড়াই।

162 যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে কি একই, সে ব্যক্তির মত যে আল্লাহর তীব্র ক্রোধ টেনে আনে এবং তার নিয়তি হল নরক, সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত আবাস।

163 নিশ্চিতভাবে,তারা আল্লাহর কাছে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত। আল্লাহ তাদের করা সবকিছুর দ্রষ্টা।

164 আল্লাহ বিশ্বাসীদের আশীর্বাদপুষ্ট করেছেন, তাদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে একজন বার্তাবাহক উত্থিত করে,তাদের জন্য তাঁর প্রত্যাদেশসমূহ আবৃত্তি করতে,এবং তাদের পরিশুদ্ধ করতে,এবং তাদেরকে ঐশীগ্রন্থ ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিতে। এর আগে,তারা পুরোপুরি পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

165 এখন তোমরা যে একটি প্রতিবন্ধকতা ভোগ করেছ, এবং এমনকি যদিও তোমরা এর দ্বিগুণ পরিমাণ দুর্ভোগ চাপিয়েছিলে (তোমাদের শত্রুদের উপর),তোমরা বলেছিলে,"কেন এটা আমাদের প্রতি ঘটেছিল? বল, "এটা তোমাদের নিজেদের কর্মের একটি প্রতিফল"। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

166 দুই সেনাবাহিনীর সংঘর্ষের দিনে যা তোমাদেরকে দুর্দশাগ্রস্ত করেছিল তা আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী ছিল, এবং বিশ্বাসীদের পৃথক করার জন্য।

167 এবং ভণ্ডদের প্রকাশ করার জন্য, যাদেরকে বলা হয়েছিল, “আসো,আল্লাহর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ কর, অথবা অবদান রাখ” ।তারা বলেছিল, “আমরা যদি জানতাম কিভাবে যুদ্ধ করতে হয়, আমরা তোমার সাথে যোগদান করতাম”। তখন তারা বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসের নিকটবর্তী ছিল। তারা তাদের মুখে বলেছিল যা তাদের হৃদয়ে ছিল না। আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে।

168 তারা তাদের আত্মীয়দের ব্যাপারে বলেছিল, যখন তারা পেছনে থেকে গিয়েছিল, “তারা যদি আমাদের কথা মান্য করতো,তারা নিহত হতো না”। বল, “তাহলে তোমাদের নিজেদের মৃত্যুকে প্রতিহত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো”।

সৎকর্মশীলরা প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুবরণ করে না*

169 এটা ভেবো না যে যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিহত হয় তারা মৃত; তারা তাদের প্রভুর নিকট জীবিত, উপভোগ করছে যা টাকে দেওয়া হয়েছে।

৩:১৬৯ কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি যে, সৎকর্মশীলরা আসলে মারা যায় না; তারা কেবল তাদের পার্থিব দেহ ত্যাগ করে সরাসরি সেই জান্নাতে চলে যায় যেখানে আদম ও হাওয়া একসময় বাস করতেন (২:১৫৪, ৮:২৪, ১৬:৩২, ২২:৫৮, ৪৪:৫৬, এবং ৩৬:২৬-২৭; পরিশিষ্ট ১৭ দেখুন)।

170 তারা আল্লাহর অনুগ্রহে আনন্দ করছে,এবং তাদের কাছে তাদের সে সহযোদ্ধাদের জন্য সুসংবাদ আছে যারা তাদের সাথে মৃত্যুবরণ করেনি,যে তাদের কোন ভয় নেই, না তারা শোক করবে।

171 তাদের জন্য সুসংবাদ আছে,আল্লাহর আশীর্বাদ এবং অনুগ্রহের, এবং যে আল্লাহ কখনো বিশ্বাসীদের পুরষ্কৃত করতে ব্যর্থ হন না।

172 যারা আল্লাহ এবং বার্তাবাহকের ডাকে সাড়া দেয়, তারা যে নিপীড়ন ভোগ করে তা সত্ত্বেও, এবং তাদের ভাল কাজসমূহ চালিয়ে যায়, এবং একটি ন্যায়নিষ্ঠ জীবন অতিবাহিত করে,তাদের জন্য রয়েছে এক মহা পুরষ্কার।

173 যখন লোকেরা তাদেরকে বলে,"লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে; তোমাদের উচিত তাদের ভয় করা,”এটা শুধু তাদের বিশ্বাসকে দৃড় করে এবং তারা বলে,"আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট; তিনি সবচেয়ে উত্তম রক্ষাকারী।

174 তারা আল্লাহর আশীর্বাদ এবং অনুগ্রহ অর্জন করেছে। তাদেরকে কখনো কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে না, কারণ তারা আল্লাহর অনুমোদন অর্জন করেছে। আল্লাহ সীমাহীন অনুগ্রহের অধিকারী।

ভয়: শয়তানের হাতিয়ার

175 এটা শয়তানের পদ্ধতি,তার অধীনস্থদের ভিতরে ধীরে ধীরে ভয়ের সঞ্চার করা। তাদেরকে ভয় করো না এবং পরিবর্তে আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

176 তাদের দ্বারা দুঃখিত হইও না যারা দ্রুত অবিশ্বাস করে। তারা কখনই আল্লাহর সামান্যতম ক্ষতি করে না। বরং, আল্লাহ চেয়েছেন যে তাদের পরকালে কোন অংশ থাকবে না। তারা টেনে এনেছে ভয়াবহ শাস্তি।

177 যারা অবিশ্বাসকে পছন্দ করে,বিশ্বাসের বদলে,তারা আল্লাহর সামান্যতম ক্ষতি করে না; তারা টেনে এনেছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

178 অবিশ্বাসীরা যেন না ভাবে যে আমরা তাদের নিজেদের ভালোর জন্য তাদের পরিচালনা করবো। আমরা শুধু তাদের পরিচালিত করি তাদের পাপময়তা নিশ্চিত করতে। তারা টেনে এনেছে অপমানজনক শাস্তি।

179 আল্লাহ বিশ্বাসীদের পরিত্যাগ করেন না যেমন তোমরা করো,ভাল থেকে মন্দকে পৃথক করা ছাড়া। না আল্লাহ তোমাদেরকে ভবিষ্যৎ অবহিত করেন, তবে আল্লাহ এমন জ্ঞান তাঁর বার্তাবাহকদের* মধ্যে যাকে তিনি পছন্দ করেন তার উপর অর্পণ করেন। সেজন্য, তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকদেরকে বিশ্বাস করবে। যদি তোমরা বিশ্বাস করো এবং সৎজীবন যাপন করো,তোমরা এক মহা প্রতিদান প্রাপ্ত হও।

৩:১৭৯ পৃথিবীর শেষ হলো ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর একটি উদাহরণ যা আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহক-এর কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। পাদটীকা ৭২:২৭ দেখুন।

180 যারা আটকে রাখে এবং মজুত করে আল্লাহর দান, তারা যেন না ভাবে যে এটা তাদের জন্য ভাল; এটা তাদের জন্য মন্দ। কারন পুনুরুত্থানের দিবসে তারা তাদের মজুত তাদের গলায় বেষ্টন করে বহন করবে। আল্লাহ আসমান সমূহ এবং পৃথিবীর চূড়ান্ত উত্তরাধিকারী। আল্লাহ সবকিছু পূর্ণভাবে অবগত যা তোমরা করো।

মানুষ আল্লাহর সাথে স্পর্ধা দেখানো চালিয়ে যায়

181 আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন যারা বলেছিল, "আল্লাহ গরীব, পক্ষান্তরে আমরা ধনী। “তারা যা বলেছিল আমরা এর সবকিছু রেকর্ড করবো,ঠিক যেমন আমরা রেকর্ড করেছিলাম, তাদের অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করা এবং আমরা বলব, "নরকের শাস্তি ভোগ করো।

182 "এটা তোমাদের নিজেদের কর্মসমূহের প্রতিফল।”আল্লাহ লোকদের প্রতি কখনো অন্যায়কারী নন।

183 এরা তারাই যারা বলেছিল, "আল্লাহ আমাদের সাথে একটি চুক্তি করেছেন যে,আমরা কোন বার্তাবাহককে বিশ্বাস করবো না,যদি না সে একটি উৎসর্গীকৃত বস্তু উপস্থাপন করে,যা আগুনে গ্রাস হয়ে যায়। বল, “আমার আগে বার্তাবাহকরা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমানাদি সহ এসেছিল, তোমরা যা এইমাত্র দাবী করলে তা সহ। তাহলে,কেন তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে,যদি তোমরা সত্যবাদী হও? "

184 যদি তারা তোমাকে প্রত্যাক্ষান করে,তোমার আগে বার্তাবাহকদের প্রত্যাক্ষান করা হয়েছিল, যদিও তারা নিয়ে এসেছিল প্রমানাদি,যবুর, এবং আলোকময়★ কিতাব।

এক মহাবিজয়

185 প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে,এরপর পুনরুত্থান দিবসে তোমরা তোমাদের প্রতিফল গ্রহণ করো। যে কেউ অল্পের জন্য নরক থেকে বাঁচে,এবং স্বর্গে যেতে সফল হয়, সে অর্জন করেছে এক মহা বিজয়। এই দুনিয়ার জীবন একটি বিভ্রমের চেয়ে বেশি কিছু নয়।

অনিবার্য পরীক্ষা*

186 তোমরা নিশ্চিতভাবে পরিক্ষিত হবে,তোমাদের অর্থ এবং তোমাদের জীবনের মাধ্যমে,এবং তোমরা শুনবে যারা ঐশীগ্রন্থ গ্রহণ করেছে তাদের থেকে,এবং প্রতিমা উপাসকদের থেকে,অনেক অপমান। যদি তোমরা দৃঢ়তার সাথে অধ্যবসায়ী হও এবং সৎ জীবন যাপন করো,এটা তোমাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা প্রমান করবে।

৩:১৮৬ ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, আল্লাহর প্রমাণিত উপাসকরা এখন এবং চিরকাল এক নিখুঁত জীবন উপভোগ করেন। দেখুন ১০:৬২, ২৪:৫৫, এবং ২৯:২-৩।

187 আল্লাহ একটি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন তাদের থেকে যারা ঐশীগ্রন্থ গ্রহণ করেছিলঃ “তোমরা এটি মানুষের কাছে ঘোষনা করবে,এবং কখনো এটি গোপন করবে না”। কিন্তু,তারা এটি উপেক্ষা করেছিল তাদের অগোচরে,এবং এটির বেচা-কেনা করেছিল একটি সস্তা মূল্যের জন্য। কি এক শোচনীয় বাণিজ্য।

188 যারা তাদের কাজের ব্যাপারে গর্ব করে,এবং এমন কিছুর জন্য প্রশংসিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে যা প্রকৃতপক্ষে তারা করে নাই, তাদের চিন্তা করা উচিৎ নয় যে,তারা কৌশলে শাস্তি এড়াতে পারে। তারা টেনে এনেছে একটি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

189 আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

যারা বুদ্ধিমত্তার অধিকারী

190 আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে,এবং রাত ও দিনের পালা-বদলে,তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা বুদ্ধিমত্তার অধিকারী।

191 তারা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে*, এবং তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে ভাবে: “আমাদের প্রভু, আপনি এই সবকিছু নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। আপনি মহিমান্বিত। আমাদেরকে নরকের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

৩:১৯১ আপনার আল্লাহ হলো যে বা যা কিছু আপনার মনে বেশিরভাগ সময় থাকে। প্রকৃত বিশ্বাসী তারাই যারা সবচেয়ে বেশি সময় আল্লাহকে স্মরণ করে। ২৩:৮৪-৮৯ এবং পরিশিষ্ট ২৭ দেখুন।

192 "আমাদের প্রভু,যাদেরকে আপনি নরকে দেন তারা হচ্ছে সেই লোকেরা,যাদেরকে আপনি পরিত্যাগ করেছেন। এরকম সীমালঙ্ঘনকারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।

193 "আমাদের প্রভু,আমরা শুনেছি একজন আহবায়ককে বিশ্বাসের দিকে আহবান করতে এবং প্রচার করতে: 'তোমরা তোমাদের প্রভুকে বিশ্বাস করবে,' এবং আমরা বিশ্বাস করেছি। আমাদের প্রভু,আমাদের সীমালঙ্ঘনসমূহ ক্ষমা করুন, আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন, এবং আমাদেরকে সৎকর্মশীল বিশ্বাসী হিসেবে মৃত্যু দিন।

194 "আমাদের প্রভু,আমাদেরকে সেই আশীর্বাদসমূহ বর্ষন করুন, যা আপনি আপনার বার্তাবাহকদের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এবং পুনরুত্থান দিবসে আমাদেরকে পরিত্যাগ করবেন না। আপনি কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।"

আল্লাহর উত্তর

195 তাদের প্রভু তাদের প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন: "আমি কখনো তোমাদের মধ্যে কোন কর্মীকে তোমাদের করা কোন কাজের জন্য প্রতিদান দিতে ব্যর্থ হই না,তোমরা নারী হও অথবা পুরুষ হও- তোমরা একে অন্যের সমান। তাই, যারা দেশান্তরিত হয়, এবং তাদের ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়, এবং আমার কারনে নির্যাতিত হয়, এবং যুদ্ধ করে ও নিহত হয়, আমি অবশ্যই তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবো এবং তাদেরকে প্রবাহিত ঝর্নাসহ বাগানসমূহে প্রবেশ করাব।”এরকমই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান। আল্লাহ পরম প্রতিদানের অধিকারী।

196 অবিশ্বাসীদের আপাত সফলতায় অভিভূত হইও না।

197 তারা শুধু সাময়িকভাবে উপভোগ করে,তারপর নরকে এসে শেষ হয়; কি এক শোচনীয় নিয়তি!

198 আর তাদের জন্য যারা তাদের প্রভুকে মান্য করে,তারা প্রবাহিত ঝর্নাসহ বাগানসমূহের যোগ্য হয়েছে; তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করে। এরকমই হচ্ছে তাদেরকে আল্লাহর দেয়া আবাস। যাকিছু আল্লাহর কাছে আছে তা সৎকর্মশীলদের জন্য অনেক উত্তম।

সৎকর্মশীল ইহুদী ও খ্রিস্টানরা

199 নিশ্চিতভাবে,আগের ঐশীগ্রন্থসমূহের কিছু অনুসারীরা বিশ্বাস করে আল্লাহতে,এবং যা তোমার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল, এবং যা তাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। তারা আল্লাহকে ভক্তি করে,এবং তারা কখনো আল্লাহর প্রত্যাদেশসমূহ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে না। এরা তাদের প্রভুর কাছ থেকে প্রতিফল গ্রহণ করবে। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে সবচেয়ে দক্ষ।

200 হে তোমরা যারা বিশ্বাস কর, তোমরা অবিচল হবে,তোমরা অধ্যবসায়ী হবে,তোমরা ঐক্যবদ্ধ হবে,তোমরা আল্লাহকে মান্য করবে,যাতে তোমরা সফল হতে পার।

SURA 4 · 176 VERSES

নারী

النساء

Al-Nesa'

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 হে লোকেরা,তোমাদের প্রভুকে মান্য কর; সেই একজন যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, এবং এর থেকে এর সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছিলেন, এরপর সেই দুইজন থেকে অনেক পুরুষ ও নারী বিস্তার করেছেন। তোমরা আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হবে,যার নামে তোমরা শপথ কর, এবং পিতামাতাকে সন্মান কর। আল্লাহ তোমাদেরকে লক্ষ্য করছেন।*

৪:১ এটি দ্বিতীয় দীর্ঘতম সূরা, এবং শিরোনাম থেকে বোঝা যায় যে এর লক্ষ্য নারীর অধিকার রক্ষা করা। যেকোনো ব্যাখ্যা নারীর অধিকারের পক্ষে হতে হবে, বিপরীতভাবে নয়।

এতিমদের প্রতি খেয়াল রাখুন

2 তোমরা এতিমদেরকে তাদের ন্যায্য সমত্তিসমুহ হস্তান্তর করবে। ভালটিকে মন্দ দিয়ে প্রতিস্থাপন করো না,এবং তাদের সম্পত্তিগুলো গ্রাস কর না,তাদের গুলোর সাথে তোমাদের গুলো মিশিয়ে। এটা হবে একটি ঘোর অন্যায়।

বহু-বিবাহের ক্ষেত্র*

3 যদি তোমরা এটি এতিমদের জন্য সর্বোত্তম মনে কর, তোমরা তাদের মাদেরকে বিয়ে করতে পার - তোমরা বিয়ে করতে পার দুই, তিন অথবা চারটি। যদি তোমরা ভয় করো যে পাছে তোমরা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়বে,তাহলে শুধু একটিতেই, অথবা আগে থেকে তোমাদের যা রয়েছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। উপরন্তু,এভাবে খুব সম্ভবত তোমরা আর্থিক কষ্ট এড়াতে পার।

৪:৩ বহুবিবাহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য পরিশিষ্ট ৩০ দেখুন।

4 তোমরা নারীদেরকে তাদের নির্ধারিত দেনমহর দিবে,ন্যায়সঙ্গতভাবে। যদি তারা স্বেচ্ছায় কোন কিছু ছেড়ে দেয়, তাহলে তোমরা তা গ্রহন করতে পার; এটি আইনসম্মতভাবে তোমাদের।

5 অপরিনত এতিমদের সে সমত্তিসমুহ দিবে না যা আল্লাহ তোমাদের কাছে অভিভাবক হিসেবে গচ্ছিত রেখেছেন। তোমরা সেখান থেকে তাদের ব্যয় বহন করবে,এবং তাদেরকে পরিধান করাবে,এবং তাদের সাথে সদাচরণ করবে।

6 তোমরা এতিমদেরকে পরীক্ষা করবে যখন তারা বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছে। যখনি তোমরা তাদেরকে যথেষ্ট পরিণত পাবে,তাদেরকে তাদের সম্পত্তি দিয়ে দাও। তারা বড় হয়ে ওঠার আগে এগুলো তাড়াতাড়ি বেহিসাবিভাবে গ্রাস করে ফেলনা। ধনী অভিভাবক কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে না,কিন্তু দরিদ্র অভিভাবক ন্যায়সঙ্গত ভাবে গ্রহণ করতে পারে। যখন তোমরা তাদেরকে তাদের সম্পত্তি দাও, তোমরা সাক্ষী রাখবে। আল্লাহ হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে যথেষ্ট।

নারিদের উত্তরাধিকারের ন্যায্যতা

7 পিতামাতা এবং আত্মীয়রা যা রেখে যায় পুরুষরা তার একটি অংশ পায়। নারিরাও তার একটি অংশ পাবে,যা পিতামাতা এবং আত্মীয়রা রেখে যায়। হোক এটি একটি ছোট অথবা একটি বড় উত্তরাধিকার, (নারীরা অবশ্যই পাবে) একটি নির্দিষ্ট অংশ।

8 উত্তরাধিকারের বণ্টনের সময়, যদি আত্মীয়, এতিম, এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি থাকে, তোমরা তা থেকে তাদেরকে দেবে, এবং তাদের সাথে সদয় আচরণ করবে।

9 যারা তাদের নিজেদের শিশু-সন্তানদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন, যে যদি তারা তাদেরকে পিছনে ছেড়ে যায়, তারা আল্লাহকে মান্য করবে এবং ন্যায়পরায়ণ হবে ।

10 যারা এতিমদের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করে,আগুন ভক্ষন করে তাদের পেটে,এবং কষ্টভোগ করবে নরকে।

যদি কোন উইল না থাকে*

11 আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সুবিধার জন্য একটি উইল জারি করেন; পুরুষরা নারীর অংশের দ্বিগুণ পায়।* যদি উত্তরাধিকারীরা শুধু নারী হয়, দুইয়ের বেশি, তারা দুই-তৃতীয়াংশ পায় যা রেখে যাওয়া হয়। যদি শুধু এক কন্যা রেখে যায়, সে অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতাদের প্রত্যেকে উত্তরাধিকারের এক-ষষ্ঠাংশ পাবে, যদি মৃত ব্যক্তি কোন সন্তানাদি রেখে যায়। যদি সে কোন সন্তানাদি রেখে না যায়, এবং তার পিতা-মাতাই শুধু উত্তরাধিকারী হয়, সেই মা এক-তৃতীয়াংশ পাবে। যদি তার ভাই-বোন থাকে, তাহলে মা এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। এই সবকিছু*, মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া কোন উইল পরিপূর্ণ করার পর, এবং সকল ঋন পরিশোধ করার পর। যখন এটি তোমাদের পিতামাতা এবং সন্তানদের ক্ষেত্রে হয়, তোমরা জানো না তাদের কারা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের কাছে সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে উপকারী। এটি আল্লাহর আইন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, পরম জ্ঞানী।

৪:১১ সাধারণত, পুত্র পরিবারের দায়িত্বে থাকে, আর কন্যার দেখাশোনা স্বামীর উপর বর্তায়। তবে, কুরআন ২:১৮০ এ সুপারিশ করে যে মৃত ব্যক্তির নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে একটি উইল করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি পুত্র ধনী হয় এবং কন্যা দরিদ্র হয়, তাহলে কেউ একটি উইল রেখে যেতে পারে যাতে কন্যাকে সবকিছু, অথবা পুত্রের দ্বিগুণ সম্পদ দেওয়া হয়।

স্বামী বা স্ত্রীদের জন্য উত্তরাধিকার

12 তোমরা অর্ধেক পাও যা তোমাদের স্ত্রীরা ফেলে যায়, যদি তাদের কোন সন্তানাদি না থাকে। যদি তাদের সন্তানাদি থাকে,তোমরা এক-চতুর্থাংশ পাও যা তারা ফেলে যায়। এই সবকিছু,তাদের রেখে যাওয়া কোন উইল পরিপূর্ণ করার পর, এবং সকল ঋন পরিশোধ করার পর। তারা এক-চতুর্থাংশ পায় যা তোমরা ফেলে যাও, যদি তোমাদের সন্তানাদি না থাকে। যদি তোমাদের সন্তানাদি থাকে,তারা এক-অষ্টমাংশ পায় যা তোমরা রেখে যাও। এই সবকিছু,তোমাদের রেখে যাওয়া কোন উইল পরিপূর্ণ করার পর, এবং সকল ঋন পরিশোধ করার পর। যদি মৃত পুরুষ অথবা নারী নিঃসঙ্গ হয়, এবং দুইজন ভাই বা বোন রেখে যায়, পুরুষ অথবা নারী,তারা প্রত্যেকেই উত্তরাধিকারের এক-ষষ্ঠাংশ পায়। যদি আরো ভাই-বোন থাকে,তখন তারা সমভাবে উত্তরাধিকারের এক-তৃতীয়াংশ ভাগ করে নেয়। এই সবকিছু,কোন উইল পরিপূর্ণ করার পর, এবং সকল ঋন পরিশোধ করার পর, যাতে কেউই আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। এটি আল্লাহর দ্বারা জারীকৃত একটি উইল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহিষ্ণু।

আল্লাহ আমাদের সাথে তাঁর বার্তাবাহকের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন

13 এগুলো আল্লাহর আইন। তারা যারা আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহককে মান্য করে,তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন প্রবাহিত ঝর্নাধারা সহ বাগানসমূহে,যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করে। এটি শ্রেষ্ঠ বিজয়।

14 আর সে ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহককে অমান্য করে,এবং তাঁর আইনগুলোর সীমালঙ্ঘন করে,তিনি তাকে নরকে প্রবেশ করাবেন, যেখানে সে চিরকাল বসবাস করে। সে এক লজ্জাকর প্রতিফল টেনে এনেছে।

স্বাস্থ্যজনিত কারনে আরোপিত জন-বিচ্ছিন্নকরণ

15 তোমাদের নারীদের মধ্যে তারা যারা ব্যভিচার করে,তোমাদের কাছে অবশ্যই তোমাদের মধ্য থেকে তাদের বিরুদ্ধে চারজন সাক্ষী থাকতে হবে। যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে,তাহলে তোমরা এরকম নারীদের তাদের বাড়িতে রাখবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা মারা যায়, অথবা যতক্ষণ না আল্লাহ তাদের জন্য বের হবার পথ সৃষ্টি করে দেন।*

৪:১৫ একজন মহিলা যিনি চারজন ব্যক্তি, চারজন ভিন্ন সঙ্গীর সাথে, চারটি ভিন্ন সময় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তা জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপদ সরূপ। এই ধরনের একজন মহিলা জীবাণুর আধার, এবং স্বাস্থ্যগতভাবে পৃথকীকরণ সমাজকে তার থেকে রক্ষা করে। পৃথকীকরণে থাকা একজন মহিলাকে রক্ষা করে এমন একটি প্রস্থানের একটি

ভালো উদাহরণ হল বিবাহ - কেউ তাকে বিয়ে করতে চাইতে পারে এবং এইভাবে তাকে এবং সমাজকে রক্ষা করতে পারে।

16 সেই যুগল শাস্তিপ্রাপ্ত হবে যারা ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়।* যদি তারা অনুতপ্ত হয় এবং সংশোধিত হয়, তোমরা তাদেরকে একা ছেড়ে দেবে। আল্লাহ উদ্ধার কর্তা,পরম দয়ালু।

৪:১৬ পাপীদের জনসমক্ষে প্রকাশ্য করা অপরাধের জন্য একটি বড় বাঁধা , যেমনটি আমরা ৫:৩৮ এবং ২৪:২ পদে দেখতে পাই।

অনুতাপ

17 অনুতাপ আল্লাহর দ্বারা গ্রহণযোগ্য তাদের কাছ থেকে যারা অজ্ঞতা থেকে পাপে পতিত হয়, সেক্ষেত্রে এরপর তৎক্ষণাৎ অনুতাপ করে। আল্লাহ তাদের উদ্ধার করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, পরম জ্ঞানী।

18 তাদের অনুশোচনা গ্রহণযোগ্য নয় যারা পাপ করে যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের কাছে আসে,তখন বলে,“আমি এখন অনুশোচনা করি”। না এটা গ্রহণযোগ্য তাদের থেকে,যারা অবিশ্বাসী হিসাবে মৃত্যু বরণ করে। এদের জন্য, আমরা এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি।

19 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো,এটা তোমাদের জন্য আইনসিদ্ধ নয যা নারীরা ছেড়ে যায় তা উত্তরাধিকার করা,তাদের উইলের বিরুদ্ধে। তোমরা তাদেরকে কোন কিছু ছেড়ে দিতে বল প্রয়োগ করবে না / বল প্রয়োগ করবে না কোন কিছু পরিত্যাগ করতে যা তোমরা তাদেরকে দিয়েছিলে,যদি না তারা একটি প্রমানিত ব্যাভিচার করে। তোমরা তাদের সাথে সুন্দর আচরন করবে। যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো,হয়তো তোমরা কোনকিছুকে অপছন্দ করো যার মধ্যে আল্লাহ অনেক ভাল রেখেছেন।

নারিদের জন্য নিরাপত্তা

20 যদি তোমরা অন্য স্ত্রীকে বিয়ে করতে চাও, তোমাদের বর্তমান স্ত্রীর স্থলে,এবং তোমরা তাদের কাউকে প্রচুর দিয়ে থাকো,তোমরা কোনকিছুই ফেরত নেবে না যা তোমরা দিয়েছ। তোমরা কি তা প্রতারণাপূর্ণ ভাবে,বিদ্বেষপরায়ণ ভাবে,এবং পাপপূর্ণ ভাবে নেবে?

21 তোমরা কিভাবে তা ফেরত নিতে পার, যখন তোমরা একে-অন্যের ঘনিষ্ঠ হয়েছ, এবং তারা তোমাদের থেকে একটি সুদৃড় প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল?

পিতার প্রতি শ্রদ্ধা

22 সেই নারীকে বিয়ে কর না,যারা আগে তোমাদের পিতাদের সহিত বিবাহিত ছিল- বিদ্যমান বিবাহসমূহ নিষ্কৃতি প্রাপ্ত এবং ভঙ্গ করবে না- কারণ এটি একটি গুরুতর অপরাধ, এবং ঘৃণ্য কাজ।

অজাচার নিষিদ্ধ

23 তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ (বিয়ের করার ক্ষেত্রে) তোমাদের মায়েরা,তোমাদের কন্যারা,তোমাদের বোনেরা,তোমাদের পিতাদের বোনেরা,তোমাদের মাতাদের বোনেরা,তোমাদের ভাইয়ের কন্যারা,তোমাদের বোনের কন্যারা,তোমাদের স্তন্য দানকারী মায়েরা,সে বালিকারা যারা স্তন্যপ্রাপ্ত হয়েছিল সে একই নারী থেকে যেমন তোমরা হয়েছিলে,তোমাদের স্ত্রীদের মায়েরা,তোমাদের স্ত্রীদের কন্যারা যাদের সাথে তোমরা বিয়ে পূর্ন করেছ - যদি বিয়ে পূর্নতাপ্রাপ্ত না হয়, তোমরা সে কন্যাকে বিয়ে করতে পার। তোমাদের জন্য আরো নিষিদ্ধ সে নারীরা যারা তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের বিবাহিত ছিল। এছাড়া,তোমরা একই সময়ে দুই বোনের সাথে বিবাহিত থাকবে না- কিন্তু বিদ্যমান বিয়ে ভেঙো না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

পারস্পরিক আকর্ষণ এবং মোহরানা প্রযোজ্য

24 আরো নিষিদ্ধ সে নারীরা যারা ইতোমধ্যে বিবাহিত, যদি না তারা তাদের অবিশ্বাসী স্বামীদের কাছ থেকে পালিয়ে আসে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধরত।* এগুলো তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রত্যাদেশ। অন্য সকল শ্রেনীসমূহ বিয়ে করার ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য অনুমোদিত, যে পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে তাদের ন্যায্য মোহরানা দাও। তোমরা তোমাদের নৈতিকতা বজায় রাখবে,ব্যভিচার না করে। এভাবে,তাদের মধ্যে যে কাউকে তোমরা পছন্দ কর, তোমরা তাদেরকে তাদের জন্য জারিকৃত মোহরানা পরিশোধ করবে। তোমরা কোন ভুল কর না পারস্পরিক সমঝোতার দ্বারা মোহরানার যেকোন নির্ধারণে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, পরম জ্ঞানী।

৪:২৪ যদি মুমিন নারীরা তাদের কাফের স্বামীদের কাছ থেকে পালিয়ে যায় যারা মুমিনদের সাথে যুদ্ধ করছে, তাহলে তাদের পুনর্বিবাহের আগে তালাক নিতে হবে না। ৬০:১০ দেখুন।

25 তোমাদের মধ্যে যাদের স্বাধীন বিশ্বাসী নারীদেরকে বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, তারা বিশ্বাসী দাসী নারীদের বিয়ে করতে পারে। তোমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন, এবং তোমরা একে-অন্যের সমান, বিশ্বাস যতদূর সম্পর্কিত। তোমারা তাদের বিয়ে করার আগে তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে অনুমতি নিবে,এবং তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের ন্যায্য মোহরানা পরিশোধ করবে। তারা নৈতিক আচরণ বজায় রাখবে,ব্যভিচার না করে,অথবা গোপন প্রেমিকদের না রেখে। একবার তারা বিয়ের মাধ্যমে মুক্ত হবার পর, যদি তারা ব্যভিচার করে,তাদের শাস্তি হবে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক।* দাসী বিয়ে করা হবে তাদের জন্য একটি শেষ অবলম্বন, যারা অপেক্ষা করতে অসমর্থ। ধৈর্যশীল হওয়া তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ ক্ষমাকারী,পরম দয়ালু।

৪:২৫ এই আইন প্রমাণ করে যে ব্যভিচারের শাস্তি পাথর ছুঁড়ে মৃত্যুদণ্ড হতে পারে না, যেমনটি দুর্নীতিগ্রস্ত মুসলিমদের আইনে বলা হয়েছে (২৪:২ দেখুন)।

26 আল্লাহ ইচ্ছা করেন তোমাদের জন্য বিষয় সমূহ ব্যাখ্যা করতে,এবং তোমাদের অতীত উদাহরণের সাহায্যে পথ প্রদর্শিত করতে,এবং তোমাদের উদ্ধার করতে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবচেয়ে জ্ঞানী।

আল্লাহর দয়া

27 আল্লাহ তোমাদের উদ্ধার করতে চান, যখন যারা তাদের লালসার অনুসরণ করে তারা চায় যে,তোমরা বিপথগামী হও এক মহা পথভ্রষ্টতায়।

28 আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান, কারন মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল ।

খুন, আত্মহত্যা,এবং অবৈধ অর্জন নিষিদ্ধ

29 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো,একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না- শুধুমাত্র পরস্পর গ্রহণযোগ্য লেনদেন অনুমোদিত। তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করবে না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াময়।

30 যে কেউ এই সীমালঙ্ঘনগুলো করে,বিদ্বেষপরায়ণভাবে এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে,আমরা তাকে নরকের শাস্তি দেব। এটা করা আল্লাহর জন্য সহজ।

31 যদি তোমরা গুরুতর পাপগুলো করা থেকে বিরত থাক যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, আমরা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিব, এবং তোমাদের প্রবেশ করাব, এক সম্মানিত প্রবেশ।

পুরুষ এবং নারীকে অনন্য গুনাবলি দেয়া হয়েছে

32 তোমরা একে-অন্যের উপর আল্লাহ দ্বারা অর্পণ করা গুনাবলির লোভ করবে না; পুরুষরা নির্দিষ্ট গুনাবলি উপভোগ করে,এবং নারীরা নির্দিষ্ট গুনাবলি উপভোগ করে। তোমরা আল্লাহর কাছে মিনতি করতে পার তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ বর্ষন করতে। আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

আল্লাহর প্রস্তাবিত উত্তরাধিকার আইনসমূহে অভিযোগ করবেন না

33 তোমাদের প্রত্যেকের জন্য, আমরা নির্ধারিত করেছি,মাতা -পিতা এবং আত্মীয়দের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার থেকে অংশ। আরো যারা বিবাহের মাধ্যমে তোমাদের সাথে সম্পর্কিত, তোমরা তাদেরকে তাদের ন্যায্য অংশ দিবে। আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করছেন।

আপনার স্ত্রীকে প্রহার করবেন না*

34 পুরুষদের দায়িত্বপূর্ন করা হয়েছে নারীদের জন্য*,এবং আল্লাহ তাদের উপর নির্দিষ্ট গুনাবলি আরোপিত করেছেন, এবং তাদেরকে করেছেন রুটি রোজগারকারী। সৎকর্মশীল নারীরা আনন্দের সাথে এই বিন্যাস গ্রহণ করে,যেহেতু এটি আল্লাহর প্রত্যাদেশ, এবং তাদের স্বামীদের সম্মান করে তাদের অনুপস্থিতিতে। যদি তোমরা নারীদের থেকে বিদ্রোহ প্রত্যক্ষ কর, প্রথমে তাদের সাথে কথা বলবে,তারপর (তোমরা ব্যবহার করতে পার নেতিবাচক উদ্দীপক যেমন) বিছানায় তাদের পরিত্যাগ করা,এরপর তোমরা (শেষ বিকল্প হিসেবে) তাদের প্রহার করতে পার। যদি তারা তোমাদের মান্য করে,তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করতে অনুমোদিত নও। আল্লাহ সবচেয়ে উচু,সর্বোচ্চ।

৪:৩৪ আল্লাহ সর্বোত্তম মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করে স্ত্রীকে মারধর নিষিদ্ধ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমি চাই না যে আপনি মার্কেট এক্স থেকে কেনাকাটা করুন, তাহলে আমি আপনাকে মার্কেট ওয়াই থেকে কেনাকাটা করতে বলব, তারপর মার্কেট জেড থেকে, তারপর, শেষ উপায় হিসেবে, মার্কেট এক্স থেকে। এটি কার্যকরভাবে আপনাকে অপমান না করে মার্কেট এক্স থেকে কেনাকাটা করা থেকে বিরত রাখবে। একইভাবে, আল্লাহ স্ত্রীকে মারধরের বিকল্প প্রদান করেছেন; প্রথমে তার সাথে যুক্তি করা, তারপর কিছু নেতিবাচক প্রণোদনা ব্যবহার করা। মনে রাখবেন যে এই সূরার বিষয়বস্তু হল নারীর অধিকার রক্ষা করা এবং নারীর উপর প্রচলিত নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করা। এই সূরার আয়াতগুলির যেকোনো ব্যাখ্যা অবশ্যই নারীর পক্ষে হতে হবে। এই সূরার বিষয়বস্তু হল "নারীদের সুরক্ষা"।*

৪:৩৪ এই অভিব্যক্তির সহজ অর্থ হল যে আল্লাহ স্বামীকে "জাহাজের অধিনায়ক" হিসেবে নিযুক্ত করছেন। বিবাহ একটি জাহাজের মতো, এবং অধিনায়ক তার কর্মকর্তাদের সাথে যথাযথ পরামর্শের পরে এটি পরিচালনা করেন। একজন বিশ্বাসী স্ত্রী বিদ্রোহ ছাড়াই আল্লাহর নিয়োগকে সহজেই গ্রহণ করে।

বিয়ের সালিস-নিষ্পত্তি

35 যদি একটি দম্পতি বিচ্ছেদের ভয় করে,তোমরা একজন মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করবে ছেলের পরিবার থেকে এবং একজন মধ্যস্থতাকারী মেয়ের পরিবার থেকে; যদি তারা পুন:র্মিলিত হতে সিদ্ধান্ত নেয়, আল্লাহ তাদেরকে একত্রিত হতে সাহায্য করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, জ্ঞাত।

মূখ্য প্রত্যাদেশাবলি

36 তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করবে-কোনকিছুকে তাঁর সাথে যুক্ত করো না। তোমরা পিতামাতা,আত্মীয়, এতিম, দরিদ্র, সম্পর্কযুক্ত প্রতিবেশী,সম্পর্কহীন প্রতিবেশী,ঘনিষ্ঠ সহযোগী,ভ্রমণকারী বিদেশী,এবং তোমাদের ভৃত্যদের প্রতি দৃষ্টি দিবে। আল্লাহ অহংকারী প্রদর্শন পছন্দ করে না।

37 সেই ব্যক্তি যে কৃপণ, লোকদের পরামর্শ দেয় কৃপণ হবার, এবং গোপন করে যা আল্লাহ তাদের উপর অর্পণ করেছেন তাঁর দানশীলতা থেকে। আমরা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করেছি একটি লজ্জাজনক শাস্তি।

38 তারা শুধুমাত্র দেখানোর জন্য অর্থ দান করে,যখন আল্লাহ এবং শেষ দিবসে অবিশ্বাসী। যদি কারো সঙ্গী হয় শয়তান, সেই সবচেয়ে মন্দ সঙ্গী।

39 কেন তারা আল্লাহ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে না,এবং তাদেরকে আল্লাহর দেওয়া জীবিকা থেকে দেয় না? আল্লাহ তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

ঐশ্বরিক বিচার ব্যবস্থা

40 আল্লাহ একটি পরমানুর ভরের অবিচার আরোপ করেন না। পক্ষান্তরে,তিনি সৎ কর্মের জন্য পুরুস্কার বহুগুনে বাড়িয়ে দেন, এবং তাঁর কাছ থেকে মহান প্রতিদান প্রদান করেন।

41 এভাবে,যখন (বিচারের) সে দিন আসবে,আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষীকে ডাকব, এবং তুমি (রাসূল) এইসব লোকদের মাঝে একজন সাক্ষী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

42 সেই দিন, যারা রাসূলকে অবিশ্বাস করেছিল এবং অমান্য করেছিল তারা ইচ্ছা করবে যে,যদি তারা ভূমির সাথে মিলিয়ে যেত; না তারা আল্লাহ থেকে একটি কথাও লুকাতে সক্ষম হবে।

কিসে ওজু নষ্ট হয়

43 হে তোমরা যারা বিশ্বাস কর, মাতাল অবস্থায় সংযোগ প্রার্থনাসমূহ (সালাত) পালন করো না,যাতে তোমরা জান যে,তোমরা কি বলছ। না প্রচন্ড যৌন উত্তেজনার পর গোসল ছাড়া,যদি না তোমরা রাস্তায় থাক, ভ্রমনরত; যদি তোমরা অসুস্থ অথবা ভ্রমনরত থাক, অথবা তোমাদের মূত্র - সংক্রান্ত অথবা মল-সংক্রান্ত নিঃসরন থাকে (যেমন বাতাস),অথবা নারীদের সংস্পর্শে এসে থাক (যৌণ বিচারে),এবং তোমরা পানি খুঁজে না পাও, তোমরা তায়মুম (শুষ্ক ওজু) পালন করবে পরিষ্কার শুকনো মাটি স্পর্শ করে,এরপর তোমাদের মুখ এবং হাতগুলো তা দিয়ে মুছে। আল্লাহ ক্ষমাকারী,মার্জনাকারী।

44 তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করেছ, যারা ঐশীগ্রন্থের একটি অংশ গ্রহণ করেছিল, এবং কিভাবে তারা পথভ্রষ্ট হতে পছন্দ করে,এবং চায় যে,তোমরা পথভ্রষ্ট হও?

45 আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন, কারা তোমাদের শত্রু। আল্লাহই একমাত্র প্রভু এবং মনিব। আল্লাহই একমাত্র সমর্থনকারী।

46 তাদের মধ্যে যারা ইহুদী,তাদের কেউ কেউ বানীকে সত্য ছাড়িয়ে বিকৃত করে,এবং তারা বলে,“আমরা শুনি,কিন্তু আমরা অমান্য করি”,এবং “তোমার কথা বধির কানে পতিত হচ্ছে,”এবং “রা'য়েনা* (আমাদের রাখাল হও)”,যেভাবে তারা তাদের জিহ্বা আওড়ায় ধর্মকে উপহাস করতে। যদি তারা বলত, “আমরা শুনি,এবং আমরা মান্য করি,”এবং “আমরা তোমায় শুনি,”এবং “উনজুরনা (আমাদের প্রতি নজর রাখো),”এটা তাদের জন্য মঙ্গল, এবং অধিক ন্যায়নিষ্ঠ হতো। পরিবর্তে,তারা তাদের অবিশ্বাসের কারনে আল্লাহর থেকে দণ্ডাদেশ টেনে এনেছে। ফলস্বরূপ, তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করতে পারে না।

৪:৪৬ "রা'ইনা" শব্দটি কিছু হিব্রু ভাষাভাষী লোক বিকৃত করে একটি নোংরা শব্দের মতো উচ্চারণ করছিল। দেখুন ২:১০৪।

47 হে তোমরা যারা ঐশীগ্রন্থ গ্রহণ করেছ, তোমরা বিশ্বাস করবে যা আমরা এখানে প্রকাশ করেছি, যা নিশ্চিত করে তোমাদের যা আছে,আমরা নির্দিষ্ট মুখগুলো নির্বাসনে বিতাড়িত করার আগে, অথবা তাদের শাস্তি দেয়ার আগে যেমন আমরা শাস্তি দিয়েছিলাম তাদেরকে যারা বিশ্রামের দিনকে অপবিত্র করেছিল। আল্লাহর হুকুম হয়ে গেছে।

অমার্জনীয় পাপ

48 আল্লাহ অংশীদার সাব্যস্ত করাকে ক্ষমা করেন না*,কিন্তু তিনি ক্ষমা করেন অপেক্ষাকৃত ছোট অপরাধ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। যে কেউ আল্লাহর পাশে অংশীদার স্থাপন করে,গড়েছে এক ভয়ানক অপরাধ।

৪:৪৮ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রতিমা উপাসনা অব্যাহত থাকলে তা ক্ষমাযোগ্য নয়। মৃত্যু আসার পূর্বে অনুতপ্ত হলে শিরক সহ যেকোনো অপরাধ থেকে ক্ষমা লাভ করা যেতে পারে। (৪:১৮ এবং ৪০:৬৬ দেখুন)।

49 তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করেছ যারা তাদের নিজেদের প্রশংসা করে? পরিবর্তে,আল্লাহ সেই একজন যিনি প্রশংসিত করেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন, সামান্যতম অবিচার ছাড়াই।

50 লক্ষ্য করো,কিভাবে তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে,কি এক মহা অপরাধ এটা!

51 তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করেছ, যারা ঐশীগ্রন্থের একটি অংশ গ্রহণ করেছিল, এবং কিভাবে তারা শিরকীত্বে এবং মিথ্যা মতবাদে বিশ্বাস করে,এরপর বলে,“অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের চেয়ে উত্তম পথপ্রাপ্ত"?!

52 এরা তারাই যারা আল্লাহর দন্ডাদেশ টেনে এনেছে,এবং যাকে আল্লাহ দন্ডাদেশ দেন, তুমি তার জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না।

53 তারা কি সার্বভৌমত্বের একটি অংশ অধিকার করেছে? যদি তারা করত, তারা লোকদের একটি শস্যকণা পরিমাণও দিত না।

54 তারা কি সেই লোকদের প্রতি হিংসাপরায়ন, কারণ আল্লাহ তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহসমূহ বর্ষন করেছেন? আমরা ইব্রাহিমের পরিবারকে দিয়েছি ঐশীগ্রন্থ, এবং প্রজ্ঞা; আমরা তাদেরকে দান করেছিলাম এক মহান কর্তৃত্ব।

55 তাদের কেউ কেউ তাতে বিশ্বাস করেছিল, এবং তাদের কেউ কেউ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল; এইসবের জন্য একমাত্র নরকই যথার্থ শাস্তি।

নরকের রূপক বর্ণনা

56 নিশ্চিতরূপে,তারা যারা আমাদের প্রকাশনাসমূহকে অবিশ্বাস করে,আমরা তাদের নরকাগ্নির শাস্তি দেব। যখনই তাদের চামড়া পুড়ে যায়, আমরা তাদেরকে নতুন চামড়া দেব। এভাবে,তারা অবিরত কষ্ট ভোগ করবে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

57 তাদের বিষয়ে যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে,আমরা তাদেরকে প্রবাহিত ঝর্নাধারা সহ বাগানসমূহে প্রবেশ করাব, তারা চিরকাল সেখানে বাস করে। সেখানে তাদের বিশুদ্ধ সহধর্মী/সহধর্মীনি থাকবে। আমরা তাদেরকে প্রবেশ করাব একটি স্বর্গীয় ছায়ায়।

সততা এবং ন্যায়বিচা এর আদেশ

58 আল্লাহ তোমাদের হুকুম দেন ফিরিয়ে দিতে যাকিছু লোকেরা তোমাদের কাছে গচ্ছিত রাখে। যদি তোমরা মানুষের মাঝে বিচার করো,তোমরা ন্যায়ভাবে বিচার করবে। প্রকৃতপক্ষে,সর্বোত্তম জ্ঞানালোক হলো যা আল্লাহ তোমাদের জন্য পরামর্শ দেন। আল্লাহ শ্রবণকারী,দর্শনকারী।

59 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো,তোমরা আল্লাহকে মান্য করবে,এবং তোমরা মান্য করবে বার্তাবাহককে এবং তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত। যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদ করো,তোমরা তা আল্লাহ এবং বার্তাবাহকের প্রতি ন্যস্ত করবে,যদি তোমরা আল্লাহ এবং শেষ দিবসে বিশ্বাস করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, এবং তোমাদেরকে সর্বোত্তম সমাধান দেয়।

বিশ্বাসী নাকি ভণ্ড?

60 তুমি কি তাদের লক্ষ্য করেছ, যারা দাবী করে যে,তারা বিশ্বাস করে যা তোমার প্রতি প্রকাশিত হয়েছিল, এবং যা প্রকাশিত হয়েছিল তোমার পূর্বে,তারপর তাদের উপাস্যদের অন্যায্য আইন মেনে চলে? তারা এরূপ আইন প্রত্যাখ্যান করতে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে,এটাই শয়তানের ইচ্ছা,তাদেরকে সুদূরে পথভ্রষ্ট করা।

61 যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, "আস সে দিকে যা আল্লাহ প্রকাশ করেছেন, এবং বার্তাবাহকের দিকে,“তুমি দেখ যে ভন্ডরা তোমাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করছে।

62 এটি কেমন হবে যখন একটি বিপর্যয় তাদেরকে আঘাত করে,তাদের স্বীয় কর্মসমূহের একটি প্রতিফল হিসেবে? তারা এরপরে তোমার কাছে আসবে এবং আল্লাহর নামে শপথ করবে : "আমাদের উদ্দেশ্য ভাল এবং ন্যায়নিষ্ঠ ছিল! "

63 আল্লাহ তাদের গভীরতম উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করবে,তাদেরকে আলোকিত করবে,এবং তাদেরকে ভাল উপদেশ দিবে,হয়ত তা তাদের আত্মাকে রক্ষা করবে।

প্রশ্নবিহীন আত্মসমর্পণ : প্রকৃত বিশ্বাসীদের গুন

64 আমরা কোন বার্তাবাহককে আল্লাহর ইচ্ছা মান্য করা ব্যতীত পাঠাইনি। যদি তারা,তাদের আত্মার প্রতি অন্যায় করার সময়, তোমার কাছে আসতো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করত, এবং বার্তাবাহক তাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করত, তারা আল্লাহকে পেতো উদ্ধারকারী,পরম দয়ালু।

65 বস্তুত কখনোই না,তোমার প্রভুর শপথ; তারা বিশ্বাসী নয় যদি না তারা তোমার কাছে তাদের বিবাদসমূহের বিচারের জন্য আসে,তারপর তোমার রায় যাই হোক না কেন তা মেনে নিতে তাদের হৃদয়ে কোন দ্বিধা থাকে না। তারা অবশ্যই আত্মসমর্পণ করবে,একটি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।

আল্লাহর পরীক্ষাগুলো কখনই অযৌক্তিক নয়

66 আমরা যদি তাদের জন্য হুকুম দিতামঃ “তোমরা অবশ্যই তোমাদের প্রান উৎসর্গ করবে,”অথবা “তোমাদের ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করবে,”তারা তা করতো না,তাদের মধ্যে কিছু লোক ব্যতিত। (এমনকি যদি এমন একটি হুকুম জারি হতো),যদি তারা করতো,যা তাদেরকে করতে আদেশ করা হয়েছিল, এটা তাদের জন্য উত্তম হতো,এবং প্রমান করতো তাদের বিশ্বাসের জোর।

67 এবং আমরা তাদেরকে এক মহা পুরস্কার প্রদান করতাম।

68 এবং আমরা তাদেরকে সঠিক পথ-প্রদর্শন করতাম।

বিশ্বাসীদের সমতা

69 যারা আল্লাহ এবং বার্তাবাহকে মান্য করে, তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়েছিল আল্লাহর- নবীরা, সাধুরা, শহীদরা, এবং সৎ কর্মশীলরা। এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী।

70 এমনই আল্লাহর পক্ষ থেকে আশীর্বাদ; আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

71 হে তোমরা যারা বিশ্বাস কর, তোমরা সতর্ক থাকবে,আর পৃথকভাবে সংগঠিত হও, অথবা সকলে মিলে সংগঠিত হও ।

72 নিশ্চিতরূপে,তোমাদের মধ্যে রয়েছে তারা যারা গড়িমসি করত, এরপর, যদি কোন প্রতিবন্ধকতা তোমাদের কষ্ট দিত, তারা বলত, "আল্লাহ আমাকে সৌভাগ্যশীল করেছেন যে,আমি তাদের সাথে শহীদ হইনি।"

73 কিন্তু,যদি তুমি আল্লাহ থেকে একটি আশীর্বাদ অর্জন কর, তারা বলবে,যেন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কখনোই কোন বন্ধুত্ব বিদ্যমান ছিল না,"আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম, তবে এমন এক মহা-বিজয়ের অংশীদার হতে পারতাম। "

74 যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সানন্দে যুদ্ধ করে,তারা হচ্ছে সে সব লোক যারা পরকালের জন্য এই দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে। যেকেউ আল্লাহর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে,এরপর নিহত হয়, অথবা বিজয় অর্জন করে,আমরা নিশ্চিতরূপে তাকে এক মহা-পুরষ্কার দিব।

বিশ্বাসীরা নির্ভীক

75 কেন তোমাদের আল্লাহর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা উচিৎ নয়, যখন দূর্বল পুরুষরা,নারীরা,এবং শিশুরা মিনতি করছে: "আমাদের প্রভু,আমাদেরকে এই সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন যার লোকেরা অত্যাচারী,এবং আপনি হোন আমাদের প্রভু এবং মনিব।"

76 যারা বিশ্বাস করে তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করছে,যখন যারা অবিশ্বাস করে তারা উৎপীড়ন করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করছে। এই কারনে,তোমরা শয়তানের মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; শয়তান শক্তিহীন।

77 তুমি কি তাদের লক্ষ্য করেছ যাদেরকে বলা হয়েছিল, “তোমাদের যুদ্ধ করতে হবে না; যে সব তোমাদের করা প্রয়োজন তা হল (সালাত) সংযোগ প্রার্থনাসমূহ প্রতিষ্ঠা করা,এবং বাদ্ধতামূলক দান করা (যাকাত) “এরপর, যখন তাদের জন্য যুদ্ধ করার আদেশ করা হয়েছিল, তারা লোকদের এমন ভয় করেছিল যেমন তারা আল্লাহকে ভয় করতো,অথবা এমন কি আরও অধিক? তারা বলেছিল, “আমাদের প্রভু,কেন আপনি এই যুদ্ধ আমাদের উপর জোর করে আরোপ করেছিলেন? যদি আপনি শুধু কিছু সময়ের জন্য আমাদের বিরাম দিতেন!”বল, “এই দুনিয়ার বস্তু সামগ্রী কিছুই না,যখন পরকাল সৎকর্মশীলদের জন্য অধিকতর উত্তম, এবং তোমরা কখনই সামান্যতম অবিচার ভোগ করবে না।

আল্লাহই সবকিছু করেন*

78 তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবে,এমনকি যদি তোমরা দুর্ভেদ্য দুর্গেও বাস করো। যখন তাদের ভাল কিছু হয়, তারা বলে,“এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে,”এবং যখন কোন মন্দকিছু তাদেরকে পীড়িত করে,তারা তোমার প্রতি দোষারোপ করে। বল, “সবকিছু আল্লাহর থেকে আসে”। কেন এই লোকেরা প্রায় সবকিছুই ভুল বোঝে?

৪:৭৮ খারাপ জিনিসগুলো আমাদের নিজেদের কর্মের ফল (৪২:৩০, ৬৪:১১), যদিও আল্লাহ সবকিছু করেন (৮:১৭)। আল্লাহ আমাদের সেবা করার জন্য আগুন সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আপনি এতে আপনার আঙুল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এভাবে আমরা নিজেদের ক্ষতি করি। আল্লাহর আইন হল আগুনে আঙুল দিলে তা ক্ষতি করবে।

মন্দ কোনকিছু আল্লাহর থেকে আসে না

79 যা কিছু ভালো তোমাদের প্রতি ঘটে তা আল্লাহর থেকে,এবং যা কিছু মন্দ তোমাদের প্রতি ঘটে তা তোমাদের পক্ষ থেকে।* আমরা লোকদের জন্য তোমাকে বার্তাবাহক হিসাবে পাঠিয়েছি,এবং আল্লাহ সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।

৪:৭৯ মুহাম্মদকে নবুওয়তের কোন প্রমাণ দেওয়া হয়নি। তাই "আল্লাহ সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট" (২৯:৫১-৫২) এই বাক্যাংশটি ব্যবহার করা হয়েছে। "মুহাম্মদ" এর জ্যামিতিক মান ৯২, এবং ৯২ + ৭৯ = ১৭১ = ১৯ x ৯।

80 যেকেউ বার্তাবাহককে মান্য করে,সে আল্লাহকে মান্য করছে। তাদের বিষয়ে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমরা তোমাকে তাদের অভিভাবক করে পাঠাইনি।

81 তারা আনুগত্যের অঙ্গীকার করে,কিন্তু যখনি তারা তোমাকে ছেড়ে যায়, তাদের কেউ কেউ যা তারা বলে এর বিপরীত ইচ্ছা পোষন করে। আল্লাহ তাদের গভীরতম ইচ্ছাগুলো রেকর্ড করেন। তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করবে,এবং আল্লাহর প্রতি তোমাদের আস্থা রাখ। আল্লাহ সমর্থক হিসেবে যথেষ্ট।

ঐশরিক লেখনীর প্রমান

82 কেন তারা যত্নসহকারে কুরআন অধ্যয়ন করে না? যদি এটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো থেকে হত, তারা এতে অসংখ্য অসংগতি পেত।*

৪:৮২ যদিও কুরআন অন্ধকার যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল, তবুও আপনি এতে কোনও অর্থহীন বার্তা পাবেন না; এটি ঐশ্বরিক লিখনির আরেকটি প্রমাণ (ভূমিকা এবং পরিশিষ্টি ১ দেখুন)।

শয়তানের গুজবসমূহের ব্যাপারে সতর্ক হোন

83 যখন একটি গুজব, তাদের সামনে আসে,যা নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে,তারা তা ছড়ায়। যদি তারা তা বার্তাবাহক, এবং তাদের মধ্যকার দায়িত্বপ্রাপ্তদের কাছে ন্যস্ত করত, তবে তাদেরকে অবহিত করত তারা যারা এইসব বিষয়গুলো বুঝে। যদি এটি তোমাদের প্রতি আল্লাহর করুনা,এবং তাঁর দয়া না হত, তোমরা শয়তানকে অনুসরণ করতে,অল্পসংখ্যক ছাড়া।

84 তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করবে; তোমরা শুধু তোমাদের নিজেদের আত্মার জন্যই দায়ী,এবং বিশ্বাসীদেরকে তা-ই করতে উপদেশ দিবে। আল্লাহ তাদের ক্ষমতা নিষ্ক্রয় করবেন, যারা অবিশ্বাস করে। আল্লাহ অনেক বেশি ক্ষমতাবান, এবং অনেক বেশি কার্যকরী।

দায়ভার

85 যেকেউ একটি ভাল কাজের মধ্যস্থতা করে,এর কৃতৃত্বের একটি অংশ গ্রহণ করে,এবং যেকেউ একটি মন্দ কাজের মধ্যস্থতা করে,এর একটি অংশ টেনে আনে। আল্লাহ সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন।

আপনারা বিনয়ই হবেন

86 যখন শুভেচ্ছা প্রাপ্ত হবে কোন অভিবাদন দ্বারা,তোমরা সাড়া দিবে উত্তম অথবা কমপক্ষে একটি সমতুল্য অভিবাদন দিয়ে। আল্লাহ সব কিছুর হিসাব গ্রহণকারী।

87 আল্লাহঃ তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তিনি অবশ্যই তোমাদের সমবেত করবেন পুরুত্থানের সেই অনিবার্য দিনে। আল্লাহর চেয়ে কার বর্ণনা অধিক সত্য?

ভণ্ডদের সাথে কিভাবে চলতে হবে

88 (তোমাদের ভিতরের) ভণ্ডদের বিষয়ে কেন তোমাদের উচিত হবে নিজেদের দুই দলে বিভক্ত করা? আল্লাহই তাদেরকে তাদের আচরণের কারনে নিন্দিত করেছেন। তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও, যারা আল্লাহ দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়েছে? যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনই তাদেরকে পথপ্রদর্শন করার উপায় পাবে না।

89 তারা প্রত্যাশা করে যে,তুমি অবিশ্বাস করো যেমন তারা অবিশ্বাস করেছে,তারপর তোমরা (তাদের) সমান হয়ে যাও। তাদেরকে বন্ধু ভেব না,যদি না তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমাদের সাথে যুদ্ধের জন্য সংগঠিত হয়। যদি তারা তোমাদের শত্রু হয়ে উঠে,তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে,এবং তোমাদেরকে তাদের হত্যা করতে হতে পারে,যখন যুদ্ধে তোমরা তাদের মুখোমুখি হও। তোমরা তাদেরকে বন্ধু অথবা মিত্র হিসাবে গ্রহণ করবে না।*

৪:৮৯ সকল যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের মৌলিক নিয়মটি ৬০:৮-৯ আয়াত-এ বর্ণিত হয়েছে।

90 তারা নিষ্কৃতি প্রাপ্ত যারা সে লোকদের সাথে যোগ দেয় যাদের সাথে তোমরা একটি শান্তি চুক্তি সাক্ষর করেছ, এবং তারা যারা তোমাদের কাছে আসে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করার ইচ্ছা নিয়ে,না তাদের আত্মীয়দের সাথে। আল্লাহ যদি চাইতেন, তিনি তাদেরকে অনুমতি দিতে পারতেন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। অতএব, যদি তারা তোমাদেরকে একা ছেড়ে দেয়, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকে,এবং তোমাদেরকে শান্তি প্রস্তাব দেয়, তখন আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কোন ওজর দেন না।

91 তোমরা অন্যদেরকে পাবে যারা শান্তি স্থাপন করতে চায় তোমাদের সাথে,এবং তাদের লোকদের সাথেও। কিন্তু,যখনি যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে,তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যদি না এইসব লোকেরা তোমাদের থেকে নিবৃত্ত হয়, তোমাদেরকে শান্তি প্রস্তাব দেয়, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে,তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হতে পারে যখন তোমরা তাদের মোকাবেলা করো। এইসবের বিপক্ষে,আমরা তোমাদেরকে একটি স্পষ্ট কর্তৃত্ব প্রদান করি।

তোমরা হত্যা করবেনা

92 কোন বিশ্বাসী অপর বিশ্বাসীকে হত্যা করবে না,যদি না তা একটি দূর্ঘটনা হয়। যদি কেউ কোন বিশ্বাসীকে দূর্ঘটনাবশত হত্যা করে,সে প্রায়শ্চিত্ত করবে একজন বিশ্বাসী দাসকে মুক্ত করে,এবং নিহতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে,যদি না তারা এরকম ক্ষতিপূরণকে দান হিসেবে ছেড়ে দেয়। যদি নিহত ব্যক্তিটি সে লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, যদিও সে একজন বিশ্বাসী ছিল, তোমরা একজন বিশ্বাসী দাসকে মুক্ত করে প্রায়শ্চিত্ত করবে। যদি সে সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়, যাদের সাথে তোমরা একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছ, তোমরা ক্ষতিপূরণ করবে সেই সাথে একজন বিশ্বাসী দাসকে মুক্ত করবে। যদি তোমরা মুক্ত করার জন্য একজন দাস খুঁজে না পাও*,তোমরা পর পর দুই মাস উপবাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করবে,আল্লাহ দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত হতে। আল্লাহ জ্ঞাতা,সবচেয়ে জ্ঞানী।

৪:৯২ যেহেতু দাসপ্রথা নেই, অপরাধীকে পরপর দুই মাস রোজা রেখে কাফ্ফারা দিতে হবে।

একটি অমার্জনীয় অপরাধ

93 যেকেউ একজন বিশ্বাসীকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে হত্যা করে,তার শাস্তি নরক, যেখানে সে চিরকাল বসবাস করে,আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত, এবং তাকে দন্ডাদেশ দেন, এবং তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এক ভয়ানক শাস্তি।

94 হে তোমরা যারা বিশ্বাস কর, যদি তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে আঘাত কর, তোমরা সম্পূর্নভাবে নিশ্চিত হবে। তোমাদেরকে শান্তি প্রস্তাব দেয় এমন কাউকে বলবে না যে,"তুমি বিশ্বাসী নও, "এই পৃথিবীর যুদ্ধলব্ধ সম্পদের খোঁজে। কারণ, আল্লাহ অফুরন্ত সম্পদের অধিকারী। স্মরণ কর যে,তোমরা তাদের মত ছিলে,এবং আল্লাহ তোমাদেরকে আশীর্বাদপুষ্ট করেছেন। সুতরাং,তোমরা সম্পূর্নভাবে নিশ্চিত হবে (আঘাত করার আগে)। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ন অবগত।

সংগ্রামীদের জন্য উচ্চতর স্থান

95 সমান নয় বিশ্বাসীদের মধ্যে বসে থাকা লোকেরা যারা বিকলাঙ্গ নয়, এবং তারা যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে তাদের অর্থ এবং জীবন দিয়ে। আল্লাহ বসে থাকাদের উপর উন্নীত করেন তাদেরকে যারা তাদের অর্থ এবং তাদের জীবন দিয়ে সংগ্রাম করে। উভয়ের জন্য, আল্লাহ পরিত্রাণের অঙ্গীকার করেন, কিন্তু আল্লাহ বসে থাকাদের উপর সংগ্রামকারীদের এক মহা প্রতিদানের সাথে উন্নীত করেন।

96 উচ্চতর পদমর্যাদা তাঁর থেকে আসে,একই ভাবে ক্ষমা এবং করুণা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

ঔদাসিন্যতা নিন্দিত

97 নিজেদের আত্মার উপর অত্যাচার করা কালীন যাদের জীবন ফেরেশতা দ্বারা সমাপ্ত করা হয়, তাদেরকে ফেরেশতারা প্রশ্ন করবে,"তোমাদের কি সমস্যা ছিল? তারা বলবে যে,“আমরা পৃথিবীতে নিপীড়িত ছিলাম”। তারা বলবে,“স্থান পরিবর্তন করতে আল্লাহর পৃথিবী কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল না”? এদের জন্য, চূড়ান্ত বাসস্থান নরক, এবং একটি শোচনীয় নিয়তি।

98 নিষ্কৃতি প্রাপ্ত দুর্বল পুরুষ, নারী,এবং শিশুরা,যারা শক্তি বা সংগতি রাখে না প্রস্থান করার।

99 হতে পারে এরা আল্লাহ দ্বারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে,আল্লাহ মার্জনাকারী ক্ষমাশীল।

100 যে কেউ আল্লাহর উদ্দেশ্যে স্থান পরিবর্তন করে,সে পৃথিবীতে পাবে মহা দান এবং ঐশ্বর্য। যেকেউ আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের দিকে স্থান পরিবর্তন করতে তার ঘর পরিত্যাগ করে,এরপর মৃত্যু তাকে তুলে নেয়, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

101 যখন তোমরা যুদ্ধের সময় ভ্রমণ কর, তখন তোমরা সংযোগ প্রার্থনাসমূহ (সালাত) সংক্ষিপ্ত করে কোন ভুল কর না,যদি তোমরা ভয় পাও যে,অবিশ্বাসীরা তোমাদেরকে আক্রমণ করতে পারে। নিশ্চিতভাবে,অবিশ্বাসীরা তোমাদের ঘোর শত্রু।

যুদ্ধের পূর্ব-সতর্কতাবলি

102 যখন তুমি তাদের সাথে থাক, এবং তাদের জন্য সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পরিচালনা কর, তোমাদের কিছু লোককে পাহারায় নিয়োজিত কর; তারা তাদের অস্ত্রসমূহ ধরে রাখবে,এবং তারা তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকবে যখন তুমি সেজদা করো। এরপর, অন্য দলটি,যারা প্রার্থনা করেনি,তোমার সাথে তাদের প্রার্থনার পালা সম্পন্ন করবে,যখন অন্যরা পাহারা দিবে এবং অস্ত্রসমূহ ধরে থাকবে। যারা অবিশ্বাস করে তারা তোমাদেরকে তোমাদের অস্ত্রসমূহ এবং তোমাদের যন্ত্রপাতির প্রতি অবহেলারত অবস্থায় দেখতে চায়, যাতে তোমাদেরকে চূড়ান্তভাবে আক্রমণ করা যায়। তোমরা কোন ভুল করো না তোমাদের অস্ত্রসমূহ নিচে রেখে,যদি তোমরা বৃষ্টি বা আঘাতের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হও, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সতর্ক থাক। আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য এক লজ্জাকর প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।

সংযোগ প্রার্থনাসমূহ

103 যখন তোমরা তোমাদের সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) সম্পন্ন কর, তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করবে দাঁড়ানো,বসা অথবা শায়িত অবস্থায়।* যখন যুদ্ধ শেষ হয়, তোমরা সংযোগ প্রার্থনাসমূহ (সালাত) স্থাপন করবে; সংযোগ প্রার্থনাসমূহ (সালাত) বিশ্বাসীদের জন্য নির্দিষ্ট সময়সমূহে (সম্পন্ন করার) আদেশ করা হয়েছে।

৪:১০৩ আপনার আল্লাহ হলো যে কেউ বা যা-ই দিনের বেশিরভাগ সময় আপনার মনকে ঘিরে রাখে। আল্লাহর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে এবং তাঁর অনুগ্রহ ও সুরক্ষা উপভোগ করতে, কুরআন আমাদেরকে "সর্বদা" আল্লাহকে স্মরণ করার পরামর্শ দিয়েছে (২:১৫২ এবং ২০০, ৩:১৯১, ৩৩:৪১-৪২)। এই গভীর সত্যটি অসংখ্য আয়াতকে ব্যাখ্যা করে যেখানে বলা হয়েছে যে যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে তাদের "অধিকাংশ" নরকে যাবে (১২:১০৬, ২৩:৮৪-৮৯, ২৯:৬১-৬৩, ৩১:২৫, ৩৯:৩৮, ৪৩:৮৭)। পাদটীকা ৩:১৯১ এবং পরিশিষ্ট ২৭ দেখুন।

104 শত্রুদের তাড়া করতে দিধান্বিত হইও না। যদি তোমরা কষ্ট ভোগ কর, তারাও কষ্ট ভোগ করে। কিন্তু,তোমরা আল্লাহ থেকে প্রত্যাশা কর, যা তারা কখনোই প্রত্যাশা করে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবচেয়ে জ্ঞানী।

105 আমরা তোমার কাছে ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি,সত্যতার সাথে,আল্লাহ তোমাকে যা দেখিয়েছেন সে অনুসারে লোকদের মাঝে বিচার করতে। তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ নিবে না।

106 তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমার জন্য মিনতি করবে। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

সীমা অতিক্রমকারীদের পক্ষাবলম্বন করবেন না

107 যারা তাদের নিজেদের আত্মার ক্ষতি করেছে তাদের পক্ষ হয়ে তর্ক করো না; আল্লাহ কোন বিশ্বাসঘাতক, অপরাধীকে ভালবাসেন না।

108 তারা মানুষের কাছ থেকে লুকায়, আর আল্লাহর কাছ থেকে লুকানোকে পরোয়া করে না,যদিও তারা তাঁর অপছন্দনীয় ধারণাগুলো মনে পোষণ করার সময়ও তিনি তাদের সাথেই থাকেন। আল্লাহ তাদের করা সবকিছু সম্পূর্ন অবগত।

আপনি 'ভদ্র' হয়ে তাদের সাহায্য করছেন না।

109 এখানে,এই দুনিয়ায় তুমি তাদের পক্ষে তর্ক করছ; পুনরুত্থানের দিবসে তাদের পক্ষে কে আল্লাহর সাথে তর্ক করতে যাচ্ছে? কে হতে যাচ্ছে তাদের উকিল?

110 যে কেউ মন্দ সম্পাদন করে,অথবা তার আত্মার ক্ষতি করে,এরপর ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে মিনতি করে,সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে।

111 যে কেউ পাপ অর্জন করে,তা তার নিজ আত্মার ক্ষতি করতে অর্জন করে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবচেয়ে জ্ঞানী।

112 যে কেউ পাপ অর্জন করে,এরপর একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে এজন্য অভিযুক্ত করে,সে মিথ্যাচার এবং এক গুরুতর অপরাধ করেছে।

113 যদি এটি তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ, এবং তাঁর দয়া না হতো,তাদের কেউ কেউ তোমাকে বিপথগামী করত। তারা শুধু তাদের নিজেদেরকে বিপথগামী করে,এবং তারা কখনোই তোমার সামান্যতম ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ তোমার কাছে ঐশীগ্রন্থ এবং প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন, এবং তিনি তোমাকে শিখিছেন যা তুমি কখনোই জানতে না। প্রকৃতপক্ষে,তোমার উপর আল্লাহর আশীর্বাদসমূহ বিশাল।

114 তাদের একান্ত সম্মেলনগুলোতে ভাল কিছু নেই, তাদেরটা ব্যতীত যারা দানের, অথবা সৎ কাজের, অথবা লোকদের মাঝে শান্তি আনয়নের উপদেশ দেয়। আল্লাহর শিক্ষাগুলোর প্রতি সাড়া দিয়ে যে কেউ তা করে,আমরা তাকে এক মহা প্রতিদান দিব।

115 আর যে বার্তাবাহকের বিরোধিতা করে,তাকে পথ-নির্দেশনা দেখানোর পর এবং বিশ্বাসীদের ছাড়া অন্যদের পথ অনুসরণ করে,আমরা তাকে পরিচালিত করবো সে পথে যা সে পছন্দ করেছে,এবং তাকে নরকে নিক্ষিপ্ত করবো; কি এক শোচনীয় নিয়তি!

অমার্জনীয় পাপ

116 আল্লাহ অংশীদার সাব্যস্ত করার পাপ ক্ষমা করেন না (যদি মৃত্যু অবধি বজায় রাখা হয়)* এবং তিনি যার জন্য ইচ্ছা এর থেকে ছোট অপরাধ ক্ষমা করেন। যে কেউ আল্লাহর পাশে অন্য যে কোন উপাস্যের উপাসনা করে সে বহু দূরে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

৪:১১৬ প্রতিমা উপাসনার একটি সহজ সংজ্ঞা: আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোনও কিছু আপনাকে সাহায্য করতে পারে এই বিশ্বাস করা।

117 তারা এমনকি তাঁর পাশে নারী উপাস্যের উপাসনা করে; বস্তুত, তারা শুধু এক বিদ্রোহী শয়তানের উপাসনা করে।

118 আল্লাহ তাকে নিন্দিত করেছেন, এবং সে বলেছিল, “আমি অবশ্যই তোমার উপাসনাকারিদের একটি নির্দিষ্ট অংশকে নিয়োজিত করবো।*

৪:১১৮ আল্লাহতে বিশ্বাসীদের অধিকাংশই প্রতিমা উপাসনায় লিপ্ত (১২:১০৬)।

119 “আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো,আমি তাদেরকে প্রলুব্ধ করবো,আমি তাদেরকে হুকুম করবো (নির্দিষ্ট কিছুর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করতে) গবাদি পশুর কানে চিহ্ন প্রদানের দ্বারা,এবং আমি তাদেরকে হুকুম করবো ঈশরের সৃষ্টিকে বিকৃত করতে”। যে কেউ শয়তানকে একজন প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে,আল্লাহর বদলে,সে টেনে এনেছে এক গভীর ক্ষতি।

120 সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে প্রলুব্ধ করে; শয়তান যা প্রতিশ্রুতি দেয় তা বিভ্রম ছাড়া কিছুই নয়।

121 এরা টেনে এনেছে নরক তাদের চুড়ান্ত আবাস হিসেবে,এবং কখনো এটি এড়াতে পারে না।

122 আর তারা যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্মশীল জীবন-যাপন করে,আমরা তাদেরকে প্রবেশ করাব প্রবাহিত ঝর্নাসহ বাগানসমূহে,যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করে। এরকমই আল্লাহর সত্য অঙ্গীকার। আল্লাহর চেয়ে কার কথা অধিক সত্য?

নিয়ম

123 এটি তোমাদের, অথবা ঐশীগ্রন্থের লোকদের ইচ্ছানুযায়ী নয়ঃ যেকেউ মন্দ করে এর জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়, এবং আল্লাহর বিপক্ষে তার কোন সাহায্যকারী অথবা সমর্থক থাকবে না।

124 আর তারা যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্মশীল জীবন-যাপন করে বিশ্বাসী অবস্থায়, পুরুষ হোক অথবা নারী,তারা স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করে; সামান্যতম অবিচার ছাড়াই।

ইব্রাহিমঃ ইসলামের প্রকৃত বার্তাবাহক*

125 কে তার ধর্মে উত্তম পথপ্রাপ্ত সে ব্যক্তির চেয়ে যে আল্লাহর কাছে পরিপূর্নভাবে আত্মসমর্পন করে,সৎকর্মশীল জীবন-যাপন করে,ইব্রাহিমের ধর্মবিশ্বাস অনুসারেঃ একেশ্বরবাদ? আল্লাহ ইব্রাহিমকে অতিশয় প্রিয় বন্ধু হিসেবে পছন্দ করেছেন।

৪:১২৫ আদম থেকে শুরু করে সকল নবী একই ধর্ম প্রচার করেছেন। ইব্রাহিম ছিলেন "ইসলাম" নামক ধর্মের আদি নবী (২২:৭৮, পরিশিষ্ট ২৬)। "ইসলাম" কোন নাম নয়, বরং একটি বর্ণনা যার অর্থ "আনুগত্য"।

126 আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর। আল্লাহ সকল বস্তুর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছেন।

127 তারা নারীদের ব্যাপারে তোমার সাথে পরামর্শ করেঃ বল, "আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদের জ্ঞান দান করেন, যেমনটি ঐশীগ্রন্থে তোমাদের জন্য আবৃত্তি করা হয়। তোমরা এতিম মেয়েদের অধিকার ফিরিয়ে দেবে যাদেরকে তোমরা তাদের প্রাপ্য দেনমোহর হতে ঠকাও, যখন তোমরা তাদেরকে বিয়ে করার ইচ্ছা করঃ তোমরা তাদের সুবিধা নেবে না। এতিম বালকদের অধিকারসমূহও অবশ্যই একই ভাবে সংরক্ষন করতে হবে। তোমরা এতিমদের সাথে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করবে। যা কিছু ভালো তোমরা করো,আল্লাহ সেসব সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত।

বিবাহ বিচ্ছেদ নিরুৎসাহিত

128 যদি কোন নারী তার স্বামী থেকে নিপীড়ন অথবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে,দম্পতিটি তাদের বিবাদগুলো মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করবে,কারন বিবাদ মিটিয়ে ফেলা তাদের জন্য সর্বোত্তম। স্বার্থপরতা একটি মানব বৈশিষ্ট্য, এবং যদি তুমি ভালো করো এবং সৎ জীবন-যাপন করো,তোমাদের করা সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ন জ্ঞাত।

বহুবিবাহ নিরুৎসাহিত*

129 তোমরা একের অধিক স্ত্রীর সাথে আচরনের বেলায় কখনই ন্যায়পরায়ণ হতে পারবে না,যত কঠিন চেষ্টাই তোমরা করো না কেন। সে জন্য, এতো পক্ষপাতদুষ্ট হয়ো না যে তাদের যে কোন একজন কে ঝুলিয়ে রাখো (না বিয়ে উপভোগ করতে দিয়ে,না অন্যকাউকে বিয়ে করতে দিয়ে)। যদি তোমরা এই অবস্থা সংশোধন করো এবং সততা বজায় রাখো,আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

৪:১২৯ "বহুবিবাহ" শিরোনামের পরিশিষ্ট ৩০ দেখুন।

130 যদি দম্পতিটি পৃথক হওয়ারই সিদ্ধান্ত নেয়, আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের জন্যই তাঁর অনুগ্রহসমূহ থেকে দেবেন। আল্লাহ অনুগ্রহশীল, সবচেয়ে জ্ঞানী।

131 আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর, এবং আমরা আদেশ করেছি তাদের প্রতি যারা তোমাদের আগে ঐশীগ্রন্থ গ্রহন করেছিল, এবং আদেশ করেছি তোমাদেরকে যে,তোমরা আল্লাহকে ভক্তি করবে। যদি তোমরা অবিশ্বাস কর, তবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর। আল্লাহ কোন প্রয়োজনের অধীন নন, প্রশংসনীয়।

132 আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর, এবং আল্লাহই একমাত্র রক্ষাকারী।

133 যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তিনি তোমাদের নিশ্চিহ্ন করতে পারেন, হে মানুষ, এবং তোমাদের জায়গায় অন্যদের বসাতে পারেন। আল্লাহ নিশ্চিতভাবে এটি করতে সক্ষম।

134 যে কেউ এই দুনিয়ার পার্থিব বস্তুসামগ্রী খোঁজে তার জানা উচিত যে,আল্লাহ এই দুনিয়া এবং পরকাল, উভয়লোকের বস্তুসামগ্রীর অধিকারী। আল্লাহ শ্রোতা,দ্রষ্টা।

মিথ্যা সাক্ষী দেবেন না

135 হে তোমরা যারা বিশ্বাস কর, তোমরা সম্পূর্নরুপে ন্যয়পরায়ন হবে,এবং আল্লাহকে মান্য করবে,যখন তোমরা সাক্ষী হিসেবে দায়িত্ব পালন কর, এমনকি তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে,অথবা তোমাদের পিতা-মাতার, অথবা তোমাদের আত্মীয়দের। অভিযুক্ত ব্যক্তিটি ধনী অথবা গরীব হোক, আল্লাহ উভয়কে গুরুত্ব দেন। সেজন্য, তোমাদের ব্যক্তিগত কামনার দ্বারা পক্ষপাতদুষ্ট হইও না। যদি তোমরা বিচ্যুত হও অথবা উপেক্ষা কর (এই প্রত্যাদেশ), তবে আল্লাহ তোমাদের করা সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ন অবগত।

136 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো,তোমরা বিশ্বাস করবে আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহককে,এবং সেই ঐশীগ্রন্থে যা তিনি তাঁর বার্তাবাহকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, এবং সেই ঐশীগ্রন্থে যা তিনি এর আগে প্রকাশ করেছেন। যে কেউ আল্লাহকে,এবং তাঁর স্বর্গ দূতদের, এবং তাঁর ঐশীগ্রন্থে,এবং তাঁর বার্তা বাহকে,এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করতে প্রত্যাখ্যান করে,নিশ্চয়ই সে বহু দূর পথভ্রষ্ট হয়েছে।

137 নিশ্চয়ই, যারা বিশ্বাস করে,এরপর অবিশ্বাস করে,এরপর আবার বিশ্বাস করে,এরপর আবার অবিশ্বাস করে,তারপর অবিশ্বাসের গভীরে নিমজ্জিত হয়, তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না,না তিনি তাদেরকে কোন ভাবে পথ প্রদর্শন করবেন।

138 ভণ্ডদের জানাও যে তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি টেনে এনেছে।

139 তারা সে সব লোক যারা বিশ্বাসীদের বদলে অবিশ্বাসীদেরকে নিজেদের মিত্র বানায়। তারা কি তাদের সাথে থেকে মর্যাদা খোঁজ করেছে? সকল মর্যাদা একমাত্র আল্লাহর।

140 তিনি তোমাদের ঐশীগ্রন্থে নির্দেশ দিয়েছেন যেঃ যদি তোমরা শোন যে আল্লাহর প্রকাশনাবলিকে উপহাস এবং ব্যঙ্গ করা হচ্ছে,তোমরা তাদের সাথে বসবে না,যদি না তারা অন্য বিষয়ে চলে যায়। অন্যথায়, তোমরাও তাদের মত দোষী হবে। আল্লাহ ভণ্ডদের এবং অবিশ্বাসীদের একত্রে নরকে জড় করবেন।

ভন্ড ব্যক্তিরা

141 তারা তোমাদের প্রতি নজর রাখে এবং অপেক্ষা করে; যদি তোমরা আল্লাহর থেকে বিজয় অর্জন কর, তারা বলে (তোমাদেরকে), “আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?”কিন্তু যদি অবিশ্বাসীরা একটি সুযোগ পায়, তারা (তাদেরকে) বলে,“আমরা কি তোমাদের পক্ষ নেই নি,এবং তোমাদেরকে বিশ্বাসীদের থেকে রক্ষা করিনি?”আল্লাহ পূনঃরুত্থান দিবসে তোমাদের মাঝে বিচার করবেন। আল্লাহ অবিশ্বাসীদের কখনোই বিশ্বাসীদের উপর জয়ী হতে দিবেন না।

142 ভন্ডরা মনে করে যে তারা আল্লাহকে প্রতারিত করছে,কিন্তু তিনিই তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে রাখেন। তারা যখন সংযোগ প্রার্থনার (সালাত) জন্য প্রস্তুতি নেয়, তারা অলসভাবে প্রস্তুতি নেয়। এটা এ কারনে যে তারা শুধু লোকদের সামনে প্রদর্শন করে,এবং তারা সামান্যই আল্লাহর চিন্তা করে।

143 তারা দুইয়ের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্থ থাকে,না আছে এই দলে,না ঐ দলে। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তাকে পথ-প্রদর্শিত করতে কখনোই কোন পথ খুঁজে পাবে না।

144 হে তোমরা যারা বিশ্বাস কর, তোমরা নিজেদেরকে অবিশ্বাসীদের মিত্র করবে না,বিশ্বাসীদের পরিবর্তে। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহকে সুস্পষ্ট প্রমান দিতে চাও?

তারা ভাবে যে তারা বিশ্বাসী

145 ভন্ডদের স্থান হবে নরকের সর্বনিম্ন খাঁদ, এবং তুমি তাদেরকে সাহায্য করতে কাউকে পাবে না।

146 শুধু যারা অনুশোচনা করে,সংশোধিত হয়, আল্লাহকে দৃঢ় ভাবে আকড়ে থাকে,এবং তাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ ভাবে শুধু আল্লাহর প্রতি উৎসর্গ করে,তাদেরকে বিশ্বাসীদের সাথে গননা করা হবে। আল্লাহ বিশ্বাসীদের মহা প্রতিদান দিয়ে আশীর্বাদ করবেন।

147 তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কি অর্জন করবেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হয়ে বিশ্বাস কর? আল্লাহ সুবিবেচক, সর্বজ্ঞ।

মন্দ ভাষা ব্যবহার করবেন না

148 আল্লাহ মন্দ ভাষা উচ্চারণ করা পছন্দ করেন না,যদি না কারো সাথে মহা অন্যায় করা হয়। আল্লাহ শ্রোতা,জ্ঞাতা।

149 যদি তোমরা সৎ কাজ করো- হোক তা প্রকাশ্য অথবা গোপন- অথবা কোন সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করো,আল্লাহ ক্ষমাশীল, সর্বশক্তিমান।

আল্লাহর বার্তাবাহকদের মাঝে আপনারা কোন পার্থক্য করবেন না

150 যারা আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহদের অবিশ্বাস করে,এবং আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকদের মাঝে পার্থক্য করতে চায়, এবং বলে,“আমরা কাউকে বিশ্বাস করি এবং কাউকে প্রত্যাখ্যান করি,”এবং মধ্যবর্তী একটি পথ অনুসরণ করতে চায়।

151 এরাই হচ্ছে প্রকৃত অবিশ্বাসী। আমরা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি এক লজ্জাকর শাস্তি।

152 আর তাদের জন্য যারা আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকদের বিশ্বাস করে,এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না,তিনি তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাকারী,পরম দয়ালু।

ইসরাইল থেকে শিক্ষা

153 ঐশীগ্রন্থের লোকেরা তোমাকে আকাশ থেকে তাদের কাছে একটি গ্রন্থ আনার চ্যালেঞ্জ করে! তারা মূসার কাছে এর চেয়ে বেশি চেয়েছিল, এই বলে যে,"আমাদেরকে আল্লাহ দেখাও, স্বশরীরে। “ফলস্বরুপ, বিদ্যুৎ চমক তাদের আঘাত করেছিল, তাদের দু:সাহসের একটি ফলস্বরুপ। উপরন্তু,তারা সকল অলৌকিকতা দেখার পর বাছুর পূজা করেছিল। এরপরও, আমরা এই সব ক্ষমা করেছিলাম। আমরা মূসাকে প্রগাঢ় অলৌকিকতাসমূহ দিয়ে সমর্থন করেছিলাম।

154 এবং আমরা তাদের উপর সিনাই পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম, যখন আমরা তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। এবং আমারা তাদেরকে বলেছিলাম, "বিনীতভাবে দরজায় প্রবেশ কর"। এবং আমারা তাদেরকে বলেছিলাম, "সাব্বাথ (বিশ্রামের দিন) কে অপবিত্র করো না।”প্রকৃতপক্ষে,আমরা তাদের থেকে একটি সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

155 (তারা শাস্তি টেনে এনেছে) তাদের অঙ্গীকার লঙঘন করার জন্য, আল্লাহর প্রত্যাদেশসমূহ প্রত্যাক্ষান করার জন্য, নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য, এবং বলার জন্য যে,“আমাদের সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেছে!”প্রকৃতপক্ষে,আল্লাহই তিনি যিনি তাদের অন্তরে মোহর এটে দিয়েছেন, তাদের অবিশ্বাসের দরুন, এবং এ কারনেই তারা বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হয়, খুব কম সংখ্যক ছাড়া।

156 (তারা নিন্দিত) অবিশ্বাস করার জন্য এবং মরিয়ম সম্পর্কে এক স্পষ্ট মিথ্যা বলার জন্য।

ঈসার "দেহকে"ক্রুশ বিদ্ধ করা*

157 এবং দাবী করার জন্য যে তারা আল্লাহর বার্তাবাহক, মরিয়মের পুত্র, ঈসা,মসিহকে হত্যা করেছে। প্রকৃত পক্ষে,তারা কখনোই তাকে হত্যা করেনি,তারা কখনোই তাকে ক্রুশ বিদ্ধ করেনি- তাদেরকে মনে করানো হয়েছিল যে তারা করেছিল। সকল বিরোধী দল যারা এই নিয়ে বিবাদ করছে,তারা এই সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ণ সন্দেহে রয়েছে। তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু অনুমান করে। নিশ্চিতই, তারা কখনই তাকে হত্যা করেনি।*

৪:১৫৭-১৫৮ ঈসা, প্রকৃত ব্যক্তি, আত্মা, যে কোনও সৎকর্মশীল ব্যক্তির মৃত্যুর মতোই উত্থিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, তাঁর শত্রুরা তাঁর জীবিত কিন্তু খালি দেহকে গ্রেপ্তার, নির্যাতন এবং ক্রুশে বিদ্ধ করেছিল। পরিশিষ্ট ১৭ এবং ২২ এবং লিসা স্প্রে (ইউনিভার্সাল ইউনিটি, ফ্রেমন্ট, ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯৯২) এর "ঈসা: মিথস অ্যান্ড মেসেজ" বইটি দেখুন।

158 বরং, আল্লাহ তাঁর কাছে তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন; আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

159 ঐশীগ্রন্থধারীদের সকলকে তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি বিশ্বাস আনা আবশ্যক ছিল। পুনরুত্থান দিবসে,সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

160 তাদের সীমাতিক্রমের কারনে,আমরা ইহুদীদের জন্য ভালো খাদ্য নিষিদ্ধ করেছিলাম যা তাদের জন্য আইনসিদ্ধ ছিল; অধিকন্তু অনবরত আল্লাহর পথে বাধা প্রদান করার জন্য।

161 এবং চড়া সুদ অনুশীলনের জন্য, যা নিষিদ্ধ ছিল এবং লোকেদের অর্থ অন্যায়ভাবে ভোগ করার জন্য। আমরা তাদের মধ্যকার অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

162 আর তাদের মধ্যে যাদের জ্ঞান দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্বাসীরা,তারা বিশ্বাস করে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা সংযোগ প্রার্থনাসমূহ (সালাত) পালনকারী,এবং বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) প্রদানকারী ; তারা আল্লাহতে এবং শেষ দিবসে বিশ্বাসকারী। আমরা তাদেরকে এক মহা প্রতিদান প্রদান করি।

আল্লাহর বার্তাবাহকরা

163 আমরা তোমাকে অনুপ্রানিত করেছি,যেমন অনুপ্রানিত করেছিলাম নুহ এবং তার পরের নবীদেরকে। এবং আমরা অনুপ্রানিত করেছিলাম ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, গোত্রপ্রধানদের, ঈসা,আয়ুব, ইউনুস, হারুন, এবং সোলাইমানকে। এবং আমরা দাউদকে যবুর দিয়েছিলাম।

164 বার্তাবাহকরা,যাদের সম্পর্কে আমরা তোমাকে বলেছি,এবং বার্তাবাহকেরা,যাদের সম্পর্কে আমরা তোমাকে কখনো বলিনি। এবং আল্লাহ মুসার সাথে সরাসরি কথা বলেছিলেন।

165 বার্তাবাহকেরা সুসংবাদ, একই সাথে সতর্কতা প্রদান করতে আসে। এভাবে,লোকদের কোন অজুহাত থাকবে না যখন তারা আল্লাহর সম্মুখীন হয়, তাদের কাছে এই সকল বার্তাবাহকদের আসার পর। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

166 কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দেন, সে সম্বন্ধে,যা তিনি তোমার কাছে প্রকাশ করেছেন; তিনি তাঁর জ্ঞান থেকে তা প্রকাশ করেছেন। এবং ফেরেশতারা একই রকম সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

167 নিশ্চিতভাবে,যারা অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেয়, তারা বহুদূর পথভ্রষ্ট হয়েছে।

168 যারা অবিশ্বাস করে এবং সীমাতিক্রম করে,আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না,না তিনি তাদেরকে কোন ভাবে পথপ্রদর্শন করবেন;

169 নরকের পথে ছাড়া,যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করে। এটা আল্লাহর জন্য করা সহজ।

170 হে লোকেরা,বার্তাবাহক তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য সহকারে এসেছে। সুতরাং,তোমারা তোমাদের নিজেদের ভালোর জন্য বিশ্বাস করবে। যদি তোমরা অবিশ্বাস করো; তবে আকাশ এবং পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবচেয়ে জ্ঞানী।

ত্রি-তত্ত্ব: একটি মিথ্যা মতবাদ

171 হে ঐশীগ্রন্থের লোকেরা,তোমাদের ধর্মের সীমা অতিক্রম করো না,এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া বলবে না। মরিয়মের পুত্র, ঈসা,মসিহ ছিল আল্লাহর বার্তাবাহক, এবং তাঁর বানী যা তিনি মরিয়মের কাছে পাঠিয়েছিলেন, এবং তাঁর থেকে একটি প্রকাশনা। সুতরাং,তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকদের বিশ্বাস করবে। তোমরা "ত্রিত্ব"বলবে না। তোমরা তোমাদের নিজেদের ভালোর জন্য এটি থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহই শুধুমাত্র একক উপাস্য। তিনি মহিমান্বিত;পুত্র থাকার চেয়ে তিনি অনেক বেশি মহিমান্বিত। আসমান সমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে,সব তাঁর। আল্লাহ প্রভু এবং মনিব হিসেবে যথেষ্ট।

172 মসিহ আল্লাহর একজন দাস হওয়াকে কখনোই ঘৃণা করত না,না করত নিকটতম ফেরেশতারা। যারা তাকে উপাসনা করতে ঘৃণা করে,এবং আত্মসমর্পণ করতে খুব অহংকারী,তিনি তাদের সবাইকে তাঁর সামনে তলব করবেন।

173 আর যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে,তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দিবেন, এবং তাদেরকে তাঁর করুনা বর্ষন করবেন। আর যারা ঘৃণা করে এবং অহংকারী হয়, তিনি তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দিবেন। তারা আল্লাহর পাশে না পাবে কোন প্রভু,না কোন রক্ষাকারী।

কুরআনের গানিতিক কোড: বাস্তব, অখন্ডনীয় প্রমান

174 হে লোকেরা,তোমাদের প্রভু হতে তোমাদের কাছে একটি প্রমান এসেছে ; আমরা তোমাদের কাছে এক প্রগাঢ় আলোকবর্তিকা অবতীর্ণ করেছি।

175 তারা যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে,এবং তাকে আঁকড়ে ধরে থাকে,তিনি তাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে করুনা,এবং দয়া মঞ্জুর করবেন, এবং তাদেরকে তাঁর দিকে পথ-প্রদর্শিত করবেন, এক সরল পথে।

176 তারা তোমার সাথে পরামর্শ করে; বল, “আল্লাহ অবিবাহিত ব্যক্তির বিষয়ে তোমাদেরকে উপদেশ দেন। যদি কেউ মৃত্যু বরণ করে এবং কোন সন্তান রেখে না যায়, এবং তার একজন বোন থাকে,সে উত্তরাধিকারের অর্ধেক পাবে। যদি সে (বোন) পূর্বে মৃত্যুবরন করে,সে (ভাই) তার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে,যদি সে কোন সন্তান রেখে না যায়। যদি দুই বোন হয়, তারা উত্তরাধিকারের দুই তৃতীয়াংশ পাবে। যদি সহোদর পুরুষ এবং নারী হয়, পুরুষ নারীর দিগুন পাবে”। আল্লাহ এভাবে তোমাদের জন্য পরিষ্কার বর্ণনা করেন, পাছে তোমরা পথভ্রষ্ট হও। আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

SURA 5 · 120 VERSES

খাদ্য-উৎসব

المائدة

Al-Ma'edah

পরম করুনাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

1 হে তোমরা যারা বিশ্বাস কর, তোমরা তোমাদের অঙ্গীকারসমূহ পরিপূর্ন করবে। তোমাদের জন্য পশু খাওয়া অনুমোদিত, সেগুলো ছাড়া যেগুলো এখানে নির্দিষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। তোমরা পুরো হজ্ব তীর্থযাত্রা জুড়ে শিকার করাকে অনুমোদন করবে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা জারি করেন।

2 হে যারা বিশ্বাস কর, না লঙঘন করবে আল্লাহর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ধর্মানুষ্ঠানসমূহ, না পবিত্র মাসসমূহ, না সে পশু যেগুলো উৎসর্গ করা হবে,না মালাগুলো যা তাদের চিহ্নিত করছে,না সে লোকদেরকে যারা পবিত্র তীর্থস্থান (কাবার) অভিমুখে যায, খুঁজতে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে দান এবং অনুমোদন। যখন তোমরা তীর্থযাত্রা সম্পন্ন কর, তোমরা শিকার করতে পার। * আগ্রাসনে প্ররোচিত হয়ো না,সে লোকদের প্রতি তোমাদের ঘৃনার দ্বারা,যারা এক সময় তোমাদেরকে পবিত্র মসজিদে যেতে বাধা দিয়েছিল। তোমরা সৎকর্মশীলতা এবং সৎকর্মশীলতার বিষয়ে সহযোগিতা করবে;সহযোগিতা করবে না সে বিষয়সমূহে যেগুলো পাপপূর্ন এবং মন্দ। তোমরা আল্লাহকে মান্য করবে। শাস্তি প্রয়োগে আল্লাহ কঠোর।

৫:২ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য হজ্জের সময় শিকার এবং গাছপালা কাটা নিষিদ্ধ। মক্কায় হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর সমাগম হওয়ায়, যদি শিকারের অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে ভূমিটি দ্রুত তার প্রাকৃতিক সম্পদ হারাবে। সমবেত হজ্জযাত্রীদের, সেইসাথে স্থানীয় জনসংখ্যার জন্য এবং যে কোনও ঘাটতি পূরণের জন্য পশু উৎসর্গ তীর্থযাত্রীর অংশ করা হয়েছে। দেখুন ২:১৯৬।

শুধু চার প্রকার মাংস নিষিদ্ধ "নিজে নিজেই মারা যায় এমন পশুগুলো" সংজ্ঞায়িত

3 তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ সেসব পশু যেগুলো নিজে নিজে মারা যায়, রক্ত, শুকরের মাংস*,এবং সেসব পশু যেগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি উৎসর্গীকৃত। (যেসব পশু নিজে নিজে মারা যায় অন্তর্ভূক্ত হয় সেগুলোর যেগুলো) শ্বাসরোধকৃত, কোন বস্তু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত, উপর থেকে পতিত, তীক্ষ্ণ বস্তু দ্বারা বিদ্ধ, বন্য পশু দ্বারা আক্রান্ত - যদি না তোমরা তোমাদের পশুকে এটি মরার পূর্বে রক্ষা কর- এবং বেদীতে উৎসর্গীকৃত পশু। আরো নিষিদ্ধ ভাগ্যের খেলার মাধ্যমে মাংস বন্টন করা ; এটি একটি ঘৃণ্য কাজ। আজ, বিশ্বাসীরা তোমাদের ধর্ম (সমূলে উৎপাটনের) বিষয়ে আশা ছেড়ে দিয়েছে; তাদেরকে ভয় করো না এবং বদলে আমাকে ভয় করো। আজ, আমি তোমাদের ধর্ম সম্পূর্ন করেছি, তোমাদের উপর আমার আশীর্বাদ যথার্থ করেছি, এবং আমি আত্মসমর্পণকে তোমাদের জন্য ধর্ম হিসেবে নিয়ম করেছি। যদি কেউ দুর্ভিক্ষের জন্য বাধ্য হয় (নিষিদ্ধ খাদ্য খেতে), ইচ্ছাকৃতভাবে পাপপূর্ন না হয়ে, তবে আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু।

৫:৩ শূকরের "মাংস" নিষিদ্ধ, "চর্বি" নয়। কুরআনে যা কিছু নির্দিষ্টভাবে নিষিদ্ধ নয় তা অবশ্যই বৈধ বলে গণ্য করা উচিত। দেখুন ৬:১৪৫-১৪৬।

4 তারা তোমার সাথে পরামর্শ করে,কি তাদের জন্য আইনসম্মত সে বিষয়ে; বল, “তোমাদের জন্য সকল ভালো জিনিস আইনসম্মত, এর মধ্যে আছে সেগুলো যা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর এবং বাজপাখি তোমাদের জন্য ধরে আনে,”তোমরা তাদেরকে আল্লাহর শিক্ষা অনুসারে প্রশিক্ষণ দাও। তোমরা খেতে পারো যা তারা তোমাদের জন্য ধরে আনে,এবং সেগুলোর উপর আল্লাহর নাম বল। তোমরা আল্লাহকে মান্য করবে। আল্লাহ হিসাব গ্রহনে সবচেয়ে দক্ষ।

5 আজ, সকল ভালো খাদ্য তোমাদের জন্য আইনসম্মত করা হলো। ঐশীগ্রন্থের লোকদের খাদ্য তোমাদের জন্য আইনসম্মত। আরও, তোমরা বিশ্বাসীদের মধ্যে চরিত্রবান নারিদের বিয়ে করতে পারো,একই ভাবে পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থের অনুসারিদের মধ্যে চরিত্রবান নারিদের, এই শর্তে যে তোমরা তাদেরকে তাদের প্রাপ্য মোহর প্রদান করবে। তোমরা (যৌণ) শুদ্ধতা বজায় রাখবে,ব্যভিচারে লিপ্ত না হয়ে,না গোপন প্রেমিক/প্রেমিকা রেখে। যে কেউ বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে,তার সকল কর্ম নিষ্ফল হবে,এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে থাকবে।

ওজু

6 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো,যখন তোমরা সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) প্রতিষ্ঠা করো,তোমরাঃ (১) তোমাদের মুখমণ্ডল ধোবে,(২) তোমাদের হাত কনুই পর্যন্ত ধোবে,(৩) তোমাদের মাথা মুছবে,এবং (৪) তোমাদের পায়ের পাতা গোড়ালি পর্যন্ত ধোবে। যদি তোমরা যৌন উত্তেজনার কারনে অপরিষ্কার থাকো,তোমরা গোসল করবে। যদি তোমরা অসুস্থ থাকো,অথবা ভ্রমনে থাকো,অথবা কোন পরিপাক ঘটিত নি:সরন থেকে থাকে (মূত্রজনিত, মলজনিত, অথবা বায়ু),অথবা নারিদের সাথে (যৌন) সংস্পর্শে এসে থাকো,এবং তোমরা পানি না পাও, তখন তোমরা শুষ্ক অজু (তায়াম্মুম) করবে পরিষ্কার শুষ্ক মাটি স্পর্শে করে,এরপর তোমাদের মুখমণ্ডল এবং হাত মুছার দ্বারা। আল্লাহ তোমাদের জন্য ধর্মকে কঠিন করতে চান না; তিনি তোমাদের পরিষ্কার করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর আশীর্বাদ পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।

7 তোমাদের প্রতি আল্লাহর আশীর্বাদকে স্মরণ করো,এবং তাঁর অঙ্গীকার যাতে তিনি তোমাদের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধঃ তোমরা বলেছিলে,“আমরা শুনি এবং আমরা মান্য করি।”তোমরা আল্লাহকে মান্য করবে; আল্লাহ অন্তরের গভীরতম চিন্তা সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত।

মিথ্যা সাক্ষী দেবেননা

8 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো,তোমরা সম্পূর্ণরূপে ন্যায়পরায়ণ হবে,এবং আল্লাহকে মান্য করবে,যখন তোমরা সাক্ষী হিসাবে দায়িত্ব পালন করো। কিছু লোকের সাথে তোমাদের কলহের দরুন অবিচার করতে প্ররোচিত হইও না। তোমরা সম্পূর্ণরূপে ন্যায়পরায়ণ হবে,কারন এটা অধিকতর ন্যায়নিষ্ঠ। তোমরা আল্লাহকে মান্য করবে। আল্লাহ তোমাদের করা সবকিছু সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত।

9 যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা এবং এক মহা প্রতিদানের অঙ্গীকার করেন।

10 তাদের জন্য যারা অবিশ্বাস করে এবং আমাদের প্রকাশনাসমূহ প্রত্যাখ্যান করে, তারা নরকের অধিবাসী।

আল্লাহ বিশ্বাসীদের রক্ষা করেন

11 হে তোমরা যারা বিশ্বাস কর, তোমাদের উপর আল্লাহর আশীর্বাদকে স্মরণ কর; যখন কিছু লোক তোমাদের বিরুদ্ধে হামলা করতে হাত বাড়িয়েছিল, তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন এবং তাদের হাতগুলো আটকে রেখেছিলেন। তোমরা আল্লাহককে মান্য করবে ; বিশ্বাসীরা আল্লাহতে আস্থা রাখবে।

আল্লাহর সুরক্ষার মধ্যে থাকার শর্ত*

12 আল্লাহ ইসরাইলের সন্তানদের থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এবং আমরা তাদের মধ্যে বার জন গোত্রপতির উত্থান করেছিলাম। এবং আল্লাহ বলেছিলেন, "আমি তোমাদের সাথে আছি,যতক্ষণ তোমরা সংযোগ প্রার্থনাসমূহ (সালাত) পালন কর, বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) দাও, এবং আমার বার্তাবাহকদের বিশ্বাস কর এবং তাদেরকে সম্মান কর, এবং আল্লাহকে সৎকর্মশীলতার ঋন দেয়া অব্যাহত রাখ। তাহলে আমি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবো, এবং তোমাদেরকে প্রবাহিত ঝর্নাসহ বাগানসমূহে প্রবেশ করাব। যেকেউ এরপর অবিশ্বাস করে, অবশ্যই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।"

৫:১২ যদি আপনি এই আয়াতে বর্ণিত প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করেন, তাহলে আল্লাহ আপনাকে জানাবেন যে তিনি আপনার সাথে আছেন; আপনার কোন সন্দেহ থাকবে না। যারা কুরআনের অলৌকিকতা বোঝে তাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গাণিতিক নিদর্শন (পরিশিষ্ট ১)।

আল্লাহর অঙ্গীকার লঙ্ঘনের ফল

13 এটি ছিল তাদের সে অঙ্গীকার ভঙ্গের ফল যা আমরা তাদেরকে নিষেধ করেছিলাম, এবং আমরা তাদের অন্তরকে কঠিন হতে দিয়েছিলাম। ফলস্বরুপ, তারা কথাগুলো প্রসঙ্গের বাইরে নিয়েছিল, এবং তাদেরকে দেয়া কিছু আদেশকে অবহেলা করেছিল। তুমি অনবরত তাদের থেকে বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যক্ষ করবে,তাদের কিছু সংখ্যক ছাড়া। তুমি তাদেরকে মাফ করবে,এবং তাদেরকে উপেক্ষা করবে। আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা হিতৈষী।

খ্রিষ্টানদেরও, আল্লাহর বার্তাবাহককে অবশ্যই মান্য করতে হবে

14 আরো তাদের থেকে যারা বলেছিল, "আমরা খ্রিষ্টান",আমরা তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। কিন্তু তারা তাদেরকে দেয়া কিছু হুকুম উপেক্ষা করেছিল। ফলস্বরুপ, আমরা শাস্তি হিসেবে দিয়েছিলাম তাদের নিজেদের মধ্যে শত্রুতা এবং ঘৃণা,পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত। আল্লাহ এরপর তাদেরকে জানাবেন সবকিছু যা তারা করেছিল।

কুরআন : ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের কাছে আল্লাহর বার্তা

15 হে ঐশীগ্রন্থের লোকেরা,আমাদের বার্তাবাহক তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের জন্য ঘোষনা করতে অনেক বিষয় যা তোমরা ঐশীগ্রন্থে গোপন করেছ, এবং ক্ষমা করতে আরো অনেক সীমালঙ্ঘন যা তোমরা করেছ। আল্লাহ থেকে তোমাদের কাছে এক আলোকবর্তিকা এসেছে,এবং একটি জ্ঞানগর্ভ ঐশীগ্রন্থ।

16 এটা দিয়ে,আল্লাহ তাদেরকে পথপ্রদর্শন করেন যারা তাঁর সম্মতি খোজ করে। তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পথপ্রদর্শন করেন, তাঁর সম্মতিতে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পরিচালিত করেন, এবং একটি সরল পথে পথপ্রদর্শন করেন।

মহা মিথ্যারোপ

17 নিশ্চয়ই তারা অংশীদার সাব্যস্তকারী যারা বলে যে,মরিয়মের পুত্র, মসিহ হচ্ছে আল্লাহ, বল, “কে আল্লাহর বিরোধিতা করতে পারে,যদি তিনি নিশ্চিহ্ন করতে চান মরিয়মের পুত্র মসিহ এবং তার মাকে,এবং পৃথিবীর উপরের সকলকে?”আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর, এবং তাদের মধ্যকার সবকিছুর সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। তিনি সৃষ্টি করেন, যা কিছু তিনি ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

ইহুদী,খ্রিষ্টান এবং মুসলিমদের কাছে আল্লাহর বার্তাবাহক

18 ঈহুদি এবং খ্রিষ্টানরা বলেছিল, “আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর অতিশয় প্রিয়।”বল, “তবে কেন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপের জন্য শাস্তি দেন? তোমরা শুধু তাঁর সৃষ্ট অন্যান্য মানুষদের মতই মানুষ”। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর, এবং তাদের মধ্যকার সবকিছুর সার্বভৌমত্ব আল্লাহর, এবং তাঁরই নিকট চূড়ান্ত নিয়তি।

আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহক

19 হে ঐশীগ্রন্থের লোকেরা,আমাদের বার্তাবাহক তোমাদের কাছে এসেছে,তোমাদের কাছে বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করতে,বার্তাবাহকহীন একটি সময়কালের পর, পাছে তোমরা বল, “আমরা কোন ধর্মপ্রচারক অথবা সতর্ককারী পাই নি”। একজন ধর্মপ্রচারক এবং সতর্ককারী এখন তোমাদের কাছে এসেছে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।*

৫:১৯ এই আয়াতে আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহকের আগমন সম্পর্কিত বাইবেল ও কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা সম্পর্কে বলা হয়েছে (মালাখি ৩:১, কুরআন ৩:৮১)। এই রসূলের নাম গাণিতিকভাবে কুরআনে "রাশাদ খলিফা" হিসেবে কোড করা হয়েছে। এই বিশেষ আয়াতটি নির্দিষ্ট প্রমাণ উপস্থাপনের দাবি রাখে। "রাশাদ" (৫০৫) এর জ্যামিতিক মান, "খলিফা" (৭২৫) এর মান, এবং সূরা সংখ্যা (৫) এবং আয়াত সংখ্যা (১৯) যোগ করে আমরা মোট ৫০৫+৭২৫+৫+১৯ = ১২৫৪, অথবা ১৯x৬৬ পাই। উনিশটি হল কুরআনের সাধারণ হর, যা রাশাদ খলিফার মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল। আরও প্রমাণ এবং সুনির্দিষ্ট বিবরণ পরিশিষ্ট ২-এ রয়েছে।

20 স্মরণ করো, মুসা তার লোকদের বলেছিল, “হে আমার লোকেরা,তোমাদের উপর আল্লাহর আশীর্বাদকে স্মরণ করোঃ তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে নবীদেরকে নিযুক্ত করেছিলেন, তোমাদেরকে রাজা বানিয়েছিলেন, এবং তোমাদেরকে দিয়েছিলেন, যা তিনি অন্য কোন লোকদের কখনো দেননি।

আল্লাহ ঈসরাইলীদের পবিত্র ভূমি দেন

21 "হে আমার লোকেরা,সে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য জারি করেছেন, এবং বিদ্রোহ করো না,পাছে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হও"।

22 তারা বলেছিল, "হে মুসা,এতে শক্তিশালী লোকেরা আছে,এবং আমরা এতে প্রবেশ করবো না,যদি না তারা তা থেকে বেড়িয়ে আসে। যদি তারা বের হয়, আমরা প্রবেশ করছি।"

23 দু'জন পুরুষ, যারা ছিল সশ্রদ্ধ এবং আল্লাহর আশীর্বাদপ্রাপ্ত, বলেছিল, "শুধু দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। যদি তোমরা শুধু এতে প্রবেশ কর, তোমরা নিশ্চিতভাবে জয়লাভ করবে। তোমরা অবশ্যই আল্লাহতে আস্থা রাখবে,যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।"

তারা সকল অলৌকিকতাসমূহ দেখা সত্ত্বেও

24 তারা বলেছিল, "হে মুসা,আমরা কখনো এতে প্রবেশ করবো না,যতক্ষণ তারা এতে রয়েছে। সেজন্য, যাও- তুমি এবং তোমার প্রভু - এবং যুদ্ধ করো। আমরা ঠিক এখানে বসে থাকছি।"

25 সে বলেছিল, "আমার প্রভু,আমি শুধু আমাকে এবং আমার ভাইকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। তাই আমাদেরকে মন্দ লোকদের সঙ্গ পরিত্যাগের অনুমতি দিন।"

26 তিনি বলেছিলেন, “এখন থেকে,এটা তাদেরকে চল্লিশ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো,যে সময় তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে।"

প্রথম হত্যা*

27 তাদের জন্য আদমের দুই পুত্রের সত্য ইতিহাস আবৃত্তি করো। তারা একটি উৎসর্গ নিবেদন করেছিল, এবং এটি তাদের একজন থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু অন্যজন থেকে হয়নি। সে বলেছিল, “আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবো”। সে বলেছিল, “আল্লাহ শুধুমাত্র সৎকর্মশীলদের থেকে গ্রহণ করেন।

৫:২৭-৩১ এই প্রথম হত্যাকাণ্ডে জড়িত দুই পুত্রের নাম প্রাসঙ্গিক নয়। তবে বাইবেলে তাদের নাম এবল এবং কেইন বলা হয়েছে (গেনেসিস ৪:২-৯)

28 “যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে তোমার হাত বাড়াও, আমি তোমাকে হত্যা করতে আমার হাত বাড়াচ্ছি না। কারন আমি মহাবিশ্বের প্রভু,আল্লাহকে ভক্তি করি।

29 "আমি চাই তুমি,আমি নয়, আমার পাপ এবং তোমার পাপ বহন করো,তারপর শেষ পর্যন্ত নরকের বাসিন্দাদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হও। সীমাতিক্রমকারীদের জন্য এমনই শাস্তি"।

30 তার অহমবোধ তার ভাইকে হত্যা করতে তাকে প্ররোচিত করলো। সে তাকে হত্যা করেছিল, এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

31 আল্লাহ তখন একটি দাড় কাক পাঠিয়েছিলেন মাটি খুড়তে,তাকে শেখাতে কিভাবে তার ভাইয়ের মৃতদেহ সমাহিত করতে হবে। সে বলেছিল, "দু:খ আমার; আমি ব্যর্থ হয়েছি এই দাড় কাকের মত বুদ্ধিমান হতে,এবং আমার ভাইয়ের মৃতদেহ সমাহিত করতে। "

হত্যা অপরাধের নিকৃষ্টতা

32 এ কারনে,আমরা ইসরাইলের সন্তানদের জন্য জারি করেছিলাম যে,যেকেউ হত্যা করে এমন কোন ব্যক্তিকে যে হত্যা বা গুরুতর অপরাধ করেনি,এটা এমন হবে যেন সে সকল লোককে হত্যা করল। এবং যেকেউ একটি জীবন বাচায়, এটা এমন হবে যেন সে সকল লোকের জীবন বাচাল। আমাদের বার্তাবাহকরা তাদের কাছে স্পট প্রমান এবং প্রকাশনাসমূহ নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই, এই সবকিছুর পর, এখনও সীমালঙ্ঘন করছে।

মৃত্যুদণ্ড প্রদান: কখন এটি ন্যায্য?

33 যারা আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে,এবং ভয়ংকর অপরাধসমূহ করে,তাদের জন্য হত্যা হওয়া,অথবা ক্রুশবিদ্ধ হওয়া,অথবা তাদের হাত এবং পাগুলো বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলে দেয়া,অথবা জনগন থেকে নির্বাসিত হওয়াই হবে উচিত শাস্তি। এটি তাদেরকে এই জীবনে অপদস্থ করতে,এরপর তারা পরকালে আরো অধিক মন্দ শাস্তি ভোগ করে।

34 তারা নিষ্কৃতপ্রাপ্ত যারা অনুশোচনা করে,তোমরা তাদেরকে পরাস্ত করার পূর্বে। তোমাদের জানা উচিত যে,আল্লাহ ক্ষমাকারী,পরম দয়ালু।

35 হে তোমরা যারা বিশ্বাস কর, তোমরা আল্লাহকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে এবং তাঁর সান্নিধ্যের রাস্তা এবং উপায় খুজবে,এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করবে,যাতে তোমরা সফল হতে পার।

অবিশ্বাসের মূল্য

36 অবশ্যই, তারা যারা অবিশ্বাস করে,যদি তারা পৃথিবীর সবকিছুর, এমনকি এর দিগুন পরিমান অধিকার করে, এবং পুনুরুত্থান দিবসে শাস্তি থেকে তারা নিষ্কৃতি পেতে তা মুক্তিপন হিসেবে দিতে চায়, এটা তাদের থেকে গ্রহণ করা হবে না; তারা টেনে এনেছে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

37 তারা নরক থেকে বের হতে চাইবে,কিন্তু হায়, তারা কখনোই সেখান থেকে বের হতে পারবে না; তাদের শাস্তি চিরস্থায়ী।

গাণিতিক প্রমান কুরআনীয় ন্যায়বিচারকে সমর্থন করে

38 চোর, নারী হোক অথবা পুরুষ, তোমরা তাদের হাত চিহ্নিত করে দিবে* তাদের অপরাধের শাস্তি হিসাবে,এবং আল্লাহ থেকে একটি উদাহরণ দিতে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

৫:৩৮ ভণ্ড মুসলিমদের দ্বারা নির্ধারিত চোরের হাত কেটে ফেলার প্রথাটি কুরআনের ভিত্তিহীন একটি শয়তানী প্রথা। এই উদাহরণের বিশেষ গুরুত্বের কারণে, আল্লাহ চোরের হাত কেটে ফেলার পরিবর্তে চিহ্নিত করার সমর্থনে গাণিতিক প্রমাণ প্রদান করেছেন। আয়াত ১২:৩১ সেইসব মহিলাদের কথা উল্লেখ করে যারা ইউসুফকে এতটাই প্রশংসা করেছিল যে তারা তাদের হাত "কেটে" ফেলেছিল। স্পষ্টতই, তারা তাদের হাত "কেটে" ছিন্ন করেনি; কেউ এটা করতে পারে না। ৫:৩৮ এবং ১২:৩১, অর্থাৎ ৪৩ এর জন্য সূরা এবং আয়াত সংখ্যার যোগফল একই। এটি আল্লাহর ইচ্ছা এবং করুণা যে এই গাণিতিক সম্পর্ক কুরআনের ১৯-ভিত্তিক কোডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ১২:৩১ এর উনিশটি আয়াত পরে আমরা একই শব্দ দেখতে পাই (১২:৫০)।

39 যদি কেউ এই অপরাধ করার পর অনুশোচনা করে,এবং সংশোধিত হয়, আল্লাহ তাকে মুক্ত করেন। আল্লাহ ক্ষমাকারী,পরম দয়ালু।

40 তুমি কি জানো না যে,আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী? তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

41 হে তুমি বার্তাবাহক, যারা দ্রুত অবিশ্বাস করে তাদের মধ্যে যারা বলে,তাদের মুখ দিয়ে "আমরা বিশ্বাস করি,",যখন তাদের অন্তর বিশ্বাস করে না,তাদের দ্বারা দুঃখিত হইও না। ইহুদীদের মধ্যে,কেউ কেউ মিথ্যা শুনেছিল। তারা সে লোকদের কথা শুনেছিল যারা তোমার সাথে কখনো সাক্ষাত করেনি,এবং তারা বানীগুলোকে প্রসঙ্গের বাইরে বিকৃত করেছিল, এরপর বলেছিল, "যদি তোমাদেরকে এটি দেয়া হয়, তোমরা তা গ্রহণ করবে,কিন্তু যদি তোমাদেরকে ভিন্ন কিছু দেয়া হয়, সতর্ক হবে।" আল্লাহ যাকে বিমুখ করতে চান, তুমি আল্লাহর বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে কিছুই করতে পার না। আল্লাহ তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে চান না। তারা এই দুনিয়ায় টেনে এনেছে লাঞ্চনা,এবং পরকালে,তারা এক ভয়ানক শাস্তি ভোগ করবে।

42 তারা মিথ্যা মান্যকারী,এবং অবৈধ উপার্জনসমূহের ভক্ষণকারী। যদি তারা তোমার কাছে আসে তাদের মধ্যে বিচার করে দিতে,তুমি তাদের মধ্যে বিচার করতে পার, অথবা তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করতে পার। যদি তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করা পছন্দ কর, তারা তোমার সামান্যতম ক্ষতিও করতে পারে না। কিন্তু যদি তুমি তাদের মধ্যে বিচার কর, তুমি ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করবে। আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা ন্যায়পরায়ণ।

43 কেন তারা তোমার কাছে বিচার চাইতে আসে,যখন তাদের রয়েছে তওরাত, আল্লাহর আইন সম্বলিত, এবং তারা তা উপেক্ষা করা পছন্দ করে? তারা বিশ্বাসী নয়।

পূর্বের ঐশীগ্রন্থকে সম্মান করা

44 আমরা তওরাত অবতীর্ণ করেছি*,পথ-নির্দেশনা এবং আলো সম্বলিত। তদনুযায়ী রায় দিত ইহুদী নবীরা,একই সাথে রাবাইরা এবং পন্ডিতরা/ধর্মযাজকরা,যেভাবে আল্লাহর গ্রন্থে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, এবং যেভাবে তারা প্রত্যক্ষ করেছিল। সেজন্য, মানব জাতিকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করো না; বদলে আমাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে। এবং সস্তা মূল্যে আমার প্রকাশনাবলি বেচা-কেনা কর না। যার আল্লাহর প্রকাশনাবলি অনুসারে রায় দেয় না,তারা অবিশ্বাসী।

৫:৪৪ তাওরাত হল ঈসা খ্রীষ্টের পূর্বে ইস্রায়েলের সমস্ত নবীদের মাধ্যমে অবতীর্ণ সমস্ত ধর্মগ্রন্থের একটি সংগ্রহ, অর্থাৎ আজকের পুরাতন টেস্টামেন্ট। কুরআনের কোথাও আমরা পাই না যে তাওরাত মুসাকে দেওয়া হয়েছিল।

সাম্যের আইন

45 এবং আমরা তাদের জন্য এর মধ্যে জারি করেছিলাম যে: প্রানের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাতের বিনিময়ে দাত, এবং যেকোন আঘাতের বিনিময়ে একটি সমতুল্য আঘাত। যদি কেউ একটি দান হিসেবে তার প্রাপ্য স্বেচ্ছায় দিয়ে দেয়, এটি তার পাপসমূহের জন্য প্রায়শ্চিত্ত হবে। যারা আল্লাহর প্রকাশনাবলি অনুসারে রায় দেয় না তারা অন্যায়কারী।

ঈসার ইঞ্জিলঃ পথ নির্দেশনা এবং আলো

46 তাদের পরবর্তীতে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছিলাম, নিশ্চিত করতে পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থ, তওরাত। আমরা তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জিল, পথ নির্দেশনা এবং আলো সংবলিত, এবং নিশ্চিত করতে পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থসমূহ, তওরাত, এবং এর পথনির্দেশনা এবং আলো বৃদ্ধি করতে, এবং সৎকর্মশীলদের আলোকিত করতে।

47 ইঞ্জিলের অধিকারী লোকেরা তন্মধ্যে বিদ্যমান আল্লাহর প্রকাশনাবলি অনুসারে রায় দিবে। যারা আল্লাহর প্রকাশনাবলি অনুসারে রায় না দেয়, তারাই মন্দ।

কুরআনঃ চুড়ান্ত সূত্র

48 এরপর আমরা তোমার কাছে এই ঐশীগ্রন্থ প্রকাশ করেছি, সত্যপূর্ণভাবে, যা পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থসমূহ নিশ্চিত করে, এবং সেগুলোকে স্থলাভিষিক্ত হয়/ অতিক্রম করে। তুমি তাদের মাঝে রায় দিবে আল্লাহর প্রকাশনাবলি অনুসারে,এবং তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করো না যদি তারা মতভেদ করে সেই সত্যে যা তোমার কাছে এসেছিল। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য, আমরা আইন এবং পৃথক ধর্মীয় রীতিনীতিসমূহ জারি করেছি। আল্লাহ যদি চাইতেন, তিনি তোমাদেরকে এক ধর্মগোষ্ঠী করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি এভাবে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন সেই প্রকাশনাবলির মাধ্যমে,যা তিনি তোমাদের প্রত্যেককে দিয়েছেন। তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করবে। আল্লাহর নিকট তোমাদের চূড়ান্ত নিয়তি-তোমাদের সকলের- এরপর তিনি তোমাদেরকে জানাবেন সবকিছু, যে বিষয়ে তোমরা বিতর্ক করেছিলে।

49 তুমি তাদের মাঝে রায় দিবে তোমার কাছে আল্লাহর প্রকাশনাবলি অনুসারে। তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করো না,এবং সতর্ক হও পাছে তারা তোমাকে সরিয়ে দেয় তোমার প্রতি আল্লাহর কিছু প্রকাশনাবলি থেকে। যদি তারা বিমুখ হয়, তবে জানো যে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কিছু পাপের জন্য শাস্তি দিতে চান। প্রকৃতপক্ষে,অনেক লোক পাপী।

50 এটা কি অজ্ঞতার দিনের আইন যা তারা মেনে চলতে চায়? যারা নিশ্চয়তা অর্জন করেছে তাদের জন্য আল্লাহর আইনের চেয়ে কার আইন উত্তম?

সুনির্দিষ্ট কিছু ইহুদী এবং খ্রিষ্টানরা বন্ধু হতে পারে না*

51 হে তোমরা যারা বিশ্বাস কর, নির্দিষ্ট ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের মিত্র হিসেবে নিও না; এরা একে অন্যের মিত্র। তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদেরকে তাদের মিত্র করে,তারা তাদের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পথ-প্রদর্শন করেন না।

৫:৫১ অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পর্ক ৫:৫৭ এবং ৬০:৮-৯-এ বর্ণিত মৌলিক নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ৫:৫৭-এ যেসব ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বন্ধু হতে পারে না তাদের বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে; তারাই বিশ্বাসীদের উপহাস করে, উপহাস করে, অথবা তাদের আক্রমণ করে।

52 তুমি দেখবে যারা তাদের অন্তরে সন্দেহ পোষন করে,তারা তাদের সাথে যুক্ত হতে তাড়াহুড়ো করে,এই বলে যে,"আমাদের ভয় হয় পাছে যদি আমরা পরাজিত হই।"আল্লাহ যেন তার পক্ষ থেকে বিজয়, অথবা একটি নির্দেশ আনেন, যা তাদেরকে তাদের গোপন চিন্তাসমূহের জন্য অনুশোচনা করাবে।

53 বিশ্বাসীরা তখন বলবে,"এরাই কি সেই লোক যারা আল্লাহর নামে দৃড়ভাবে শপথ করেছিল যে তারা তোমাদের সাথে আছে?"তাদের কাজসমূহ বাতিল হয়েছে;তারাই ক্ষতিগ্রস্থ।

54 হে তোমরা যারা বিশ্বাস কর, যদি তোমরা তোমাদের ধর্ম থেকে প্রত্যাবর্তন কর, তবে আল্লাহ তোমাদের জায়গায় লোকদের আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসেন এবং যারা তাকে ভালবাসে। তারা বিশ্বাসীদের সাথে দয়ালু হবে,অবিশ্বাসীদের সাথে কঠোর হবে,এবং কোন ধরনের দোষী হবার ভয় ছাড়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করবে। এরকমই আল্লাহর আশীর্বাদ; তিনি যাকে ইচ্ছা তা প্রদান করেন। আল্লাহ উদার, সর্বজ্ঞ।

55 তোমাদের সত্যিকার মিত্র হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহক, এবং বিশ্বাসীরা যারা সংযোগ প্রার্থনাসমূহ (সালাত) পালন করে,এবং বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) দেয়, এবং তারা অবনত হয়।

56 যারা নিজেদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের মিত্র করে,এবং যারা বিশ্বাস করে,তারা আল্লাহর দলের অন্তর্গত; সম্পূর্ণরূপে,তারাই বিজয়ী।

যে ঈহুদি এবং খ্রিষ্টানরা

57 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো,পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থ গ্রহণকারীদের মধ্যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস এবং বিদ্রূপ করে,না তোমরা বন্ধুত্ব করবে অবিশ্বাসীদের সাথে। তোমরা আল্লাহকে ভক্তিশ্রদ্ধা করবে,যদি তোমরা সত্যি বিশ্বাসী হও।

ঐশীগ্রন্থের গ্রহীতারা সীমাতিক্রম করে

58 যখন তোমরা সংযোগ প্রার্থনার (সালাতের) জন্য আহবান করো,তারা একে উপহাস এবং বিদ্রূপ করে। এটা এ কারনে যে তারা এমন লোক যারা বোঝে না।

59 বল, “হে ঐশীগ্রন্থের লোকেরা,তোমরা কি আমাদের এ কারনে ঘৃণা করো না যে,আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহকে,এবং যা আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল, এবং যা আমাদের পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল, এবং এ কারনে যে তোমাদের মাঝে বেশির ভাগই সৎকর্মশীল নও?”

60 বল, “আমি তোমাদেরকে বলি কারা আল্লাহর দৃষ্টিতে অধিক মন্দঃ তারা যারা আল্লাহর দ্বারা নিন্দিত হয়েছিল তার ক্রোধ টেনে আনার পর যতক্ষণ না তিনি তাদেরকে বানর এবং শুকরের মতো (ঘৃণ্য) করে দিয়েছিলেন, এবং প্রতিমা উপাসকরা। এরা অনেক মন্দ, এবং সঠিক পথ থেকে অধিকতর দূরে।

61 তারা যখন তোমার কাছে আসে,তারা বলে,"আমরা বিশ্বাস করি,"যদিও তারা ছিল অবিশ্বাসে পূর্ন যখন তারা প্রবেশ করেছিল, এবং তারা অবিশ্বাসে পূর্ন যখন তারা চলে যায়। আল্লাহ সম্পূর্ন অবগত তাদের লুকানো সবকিছু সম্পর্কে।

62 তুমি তাদের অনেককে দেখো নির্দ্বিধায় মন্দ এবং সীমালঙ্ঘন করতে,আর অবৈধ উপার্জনসমূহ ভক্ষন করতে। সত্যিই দু:খজনক যা তারা করে।

63 যদি রাবাই এবং পন্ডিতরা তাদেরকে পাপপূর্ন কথাবার্তা এবং অবৈধ উপার্জনসমূহ থেকে শুধু নিষেধ করত! সত্যিই দু:খজনক যা তারা করে।

আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করা

64 ইহুদীরা এমনকি বলেছিল, "আল্লাহর হাত বাধা!"তাদের হাতই বাধা। তারা এরকম একটি মিথ্যাচার উচ্চারণ করার জন্য নিন্দিত। বরং,তাঁর হাত সম্পূর্ন উন্মুক্ত, ব্যয় করছেন যেমন তাঁর ইচ্ছা। নিশ্চিতভাবে,তোমার প্রতি তোমার আল্লাহর প্রকাশনাবলি তাদের অনেককে সীমালঙ্ঘন এবং অবিশ্বাসের আরো গভীরে নিমজ্জিত করাবে। ফলস্বরুপ, আমরা তাদেরকে দিয়েছিলাম তাদের নিজেদের মধ্যে শত্রুতা এবং ঘৃণা,পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত। যখনই তারা যুদ্ধের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করে,আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। তারা মন্দভাবে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়, এবং আল্লাহ মন্দকর্মীদের অপছন্দ করেন।

ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের জন্য মুক্তি

65 যদি শুধু ঐশীগ্রন্থের লোকেরা বিশ্বাস করে এবং একটি সৎকর্মশীল জীবন-যাপন করে,তবে আমরা তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবো,এবং তাদেরকে পরম সুখের বাগানে প্রবেশ করাব।

তাদের অবশ্যই এই কুরআনে বিশ্বাস করতে হবে।

66 যদি শুধু তারা মেনে চলতো তওরাত ও ইঞ্জিল, এবং যা তাদের কাছে এখানে অবতীর্ণ করা হয়েছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে,তাদের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ করা হতো তাদের উপর থেকে এবং তাদের পায়ের নিচ থেকে। তাদের কেউ কেউ সৎ কর্মী,কিন্তু তাদের অনেকেই মন্দ কর্মী।

বার্তাবাহক অবশ্যই পৌঁছে দেবে

67 হে তুমি বার্তাবাহক, পৌঁছে দাও যা তোমার কাছে প্রকাশ করা হয়েছে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে- যে পর্যন্ত তুমি তা না করো,তুমি তাঁর বার্তা পৌঁছে দাওনি- এবং আল্লাহ তোমাকে লোকদের থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ অবিশ্বাসী লোকদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না।

68 বল, “হে ঐশীগ্রন্থের লোকেরা,তোমাদের কোন ভিত্তি নেই যতক্ষণ না তোমরা তওরাত, এবং ইঞ্জিল, এবং এখানে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা মেনে চলো। “অবশ্যই, তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে এই প্রকাশনাবলি তাদের অনেককেই সীমালঙ্ঘন এবং অবিশ্বাসের গভীরে নিমজ্জিত করাবে। সুতরাং,অবিশ্বাসী লোকদের জন্য দুঃখ অনুভব করো না।

আত্মার মুক্তির জন্য সর্বনিম্ন আবশ্যিক শর্ত

69 অবশ্যই, তারা যারা বিশ্বাস করে,তারা যারা ইহুদী,ধর্মান্তরিত, এবং খ্রিষ্টান; তাদের যে কেউ (১) আল্লাহতে বিশ্বাস করে এবং (২) শেষ দিনে বিশ্বাস করে,এবং (৩) সৎ জীবন যাপন করে,তাদের ভয় পাবার কিছু নেই, না তারা শোক করবে।

70 আমরা ইসরাইলের সন্তানদের থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, এবং আমরা তাদের কাছে বার্তাবাহকদের পাঠিয়েছিলাম। যখনি তাদের কাছে কোন বার্তাবাহক গিয়েছিলো এমনকিছু নিয়ে যা তাদের অপছন্দ, তারা তাদের কাউকে কাউকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, এবং তাদের কাউকে কাউকে তারা হত্যা করেছিল।

71 তারা ভেবেছিল যে তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না,তাই তারা অন্ধ এবং বধির হয়ে পড়েছিল, এরপর আল্লাহ তাদেরকে পূনরুদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু এরপর তাদের অনেকে আবারো অন্ধ এবং বধির হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ তাদের করা সবকিছুর দ্রষ্টা।

আজকের খ্রিষ্টবাদ ঈসার ধর্ম নয়*

72 প্রকৃতপক্ষে তারাই অংশীদার সাব্যস্তকারী যারা বলে যে মরিয়ম পুত্র, মসিহ-ই আল্লাহ। মসিহ নিজেই বলেছিল, "হে ইসরাইলের সন্তানেরা,তোমরা আল্লাহর উপাসনা করবে; আমার প্রভু* এবং তোমাদের প্রভু।”যেকেউ আল্লাহর পাশে কোন উপাস্য স্থাপন করে,আল্লাহ তার জন্য স্বর্গ নিষিদ্ধ করেছেন, এবং তার নিয়তি নরক। মন্দদের কোন সাহায্যকারী নেই।

৫:৭২-৭৬ জন ২০:১৭-এ আমরা দেখতে পাই যে ঈসা শিক্ষা দিয়েছিলেন যে তিনি আল্লাহ নন, আল্লাহর পুত্রও নন। অনেক ধর্মতত্ত্ববিদ, যত্ন সহকারে গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে আজকের খ্রিস্টধর্ম ঈসার দ্বারা শেখানো খ্রিস্টধর্ম নয়। এই বিষয়ে দুটি অসাধারণ বই হল "দ্য মিথ অফ গড ইনকারনেট" (দ্য ওয়েস্টমিনস্টার প্রেস, ফিলাডেলফিয়া, ১৯৭৭) এবং "দ্য মিথমেকার" (হার্পার অ্যান্ড রো, নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৬)। "দ্য মিথমেকার"-এর সামনের প্রচ্ছদে আমরা নিম্নলিখিত বিবৃতিটি পড়ি: "...হায়াম ম্যাকোবি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করার জন্য নতুন যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যে ঈসা নয়, পল খ্রিস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন... কেবল পলই ঈসাকে একজন ঐশ্বরিক ত্রাণকর্তা হিসেবে তার দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে একটি নতুন ধর্ম তৈরি করেছিলেন যিনি মানবতাকে রক্ষা করার জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন।"

73 প্রকৃতপক্ষে তারাই অংশীদার সাব্যস্তকারী যারা বলে যে আল্লাহ ত্রিত্বের তৃতীয় (তিনের তৃতীয়)। এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তারা যদি এটা বলা থেকে বিরত না থাকে,তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করে টেনে আনবে এক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

74 তারা কি আল্লাহর কাছে অনুশোচনা,এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ ক্ষমাকারী,পরম দয়ালু।

75 মরিয়ম পুত্র, মসিহ তার আগের বার্তাবাহকদের মত একজন বার্তাবাহকের চেয়ে বেশি কিছু নয়, এবং তার মা ছিল একজন সাধু। তাদের উভয়েই খাবার খেত। লক্ষ্য কর কিভাবে আমরা তাদের জন্য প্রকাশনাবলি ব্যাখ্যা করি,এবং লক্ষ্য কর কিভাবে তারা এরপরও পথভ্রষ্ট হয়।

76 বল, “তোমরা কি আল্লাহর পাশে শক্তিহীন উপাস্যদের স্থাপন করবে যারা না তোমাদের ক্ষতি করতে পারে,না উপকার করতে পারে? আল্লাহ শ্রবণকারী,সর্বজ্ঞ”।

সাবধানে আপনার বন্ধু পছন্দ করবেন

77 বল, “হে ঐশীগ্রন্থের লোকেরা,সত্যকে ছাড়িয়ে তোমাদের ধর্মের সীমাতিক্রম করো না,এবং সে সব লোকদের মতামতসমূহ অনুসরণ করো না যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে,এবং বহু সংখ্যক লোককে পথভ্রষ্ট করেছে; তারা সঠিক পথ থেকে বহু দূরে পথভ্রষ্ট”।

78 ইসরাইলের সন্তানদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা দাউদ এবং মরিয়মের পুত্র ঈসার মুখে নিন্দিত। এটা এ কারনে যে তারা অমান্য করেছিল এবং সীমা অতিক্রম করেছিল।

ঔদাসীন্য নিন্দিত

79 তারা একে অন্যকে মন্দ করতে নিষেধ করেনি। তারা যা করেছিল তা সত্যিই শোচনীয়।

80 তুমি তাদের অনেককে দেখবে নিজেদের মিত্র করতে তাদেরকে যারা অবিশ্বাস করে। সত্যিই শোচনীয় তাদের হাত তাদের আত্মার পক্ষ থেকে যা পূর্বে পাঠিয়েছে। আল্লাহ তাদের প্রতি রাগান্বিত এবং,ফলস্বরূপ, তারা চিরকাল শাস্তির মধ্যে বসবাস করবে।

81 যদি তারা বিশ্বাস করত আল্লাহতে,এবং নবীকে,এবং তাতে যা এখানে তার কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল, তবে তারা তাদেরকে বন্ধু করত না। কিন্তু তাদের অনেকেই মন্দ।

একটি বাস্তব বিবৃতি

82 তুমি পাবে যে বিশ্বাসীদের নিকৃষ্ট শত্রু হচ্ছে ইহুদীরা এবং প্রতিমা উপাসকেরা। এবং তুমি বন্ধুত্বে বিশ্বাসীদের সবচেয়ে কাছের লোক পাবে তাদেরকে যারা বলে,"আমরা খ্রিস্টান।”এই কারনে যে,তাদের মধ্যে রয়েছে পন্ডিতরা এবং সন্ন্যাসীরা,এবং তারা উদ্ধত নয়।

83 যখন তারা শোনে যা বার্তাবাহকের কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল, তুমি দেখতে পাও তাদের চোখগুলো অশ্রুতে ভাসছে যেহেতু তারা এর মধ্যে সত্য চিনতে পারে,এবং তারা বলে,"আমাদের প্রভু,আমরা বিশ্বাস করেছি,তাই আমাদেরকে সাক্ষীদের মাঝে গননা করুন।

84 "কেন আমাদের বিশ্বাস করা উচিত হবে না আল্লাহকে,এবং সে সত্যে যা আমাদের কাছে এসেছে,এবং আশা করা যে আমাদের প্রভু হয়তো সৎকর্মশীল লোকদের সাথে আমাদেরকে প্রবেশ করাবেন?"

85 আল্লাহ তাদেরকে পুরষ্কৃত করেছেন এটা বলার জন্য; তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন প্রবাহিত ঝর্নাসহ বাগানসমূহে। তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করে। এরকমই বিশ্বাসীদের জন্য পুরষ্কার।

86 আর তারা যারা অবিশ্বাস করে এবং আমাদের প্রকাশনাবলি প্রত্যাক্ষান করে,তারা নরকের অধিবাসী।

আইনসম্মত বস্তুসমুহ নিষিদ্ধ করবেন না

87 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো,আল্লাহ দ্বারা আইনসম্মত ভালো জিনিশগুলো নিষিদ্ধ করো না,এবং আক্রমন করো না; আল্লাহ আক্রমণকারীদের অপছন্দ করেন।

88 এবং ভালো ও আইনসম্মত বস্তুসমুহ থেকে খাও যা আল্লাহ তোমাদের জন্য দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহকে ভক্তি শ্রদ্ধা করবে,যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।

অহেতুক আল্লাহর নাম নেবেন না

89 শুধু শপথ উচ্চারনের জন্য আল্লাহ তোমাদের দায়বদ্ধ করেন না; তিনি তোমাদের প্রকৃত অভিপ্রায় সমূহের জন্য তোমাদেরকে দায়বদ্ধ করেন। যদি তোমরা একটি শপথ ভঙ্গ করো,তোমরা প্রায়শ্চিত্ত করবে দশজন গরীব লোককে একই খাবার থেকে খাওয়ানোর দ্বারা যা তোমরা তোমাদের পরিবারকে দিয়ে থাকো,অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদানের দ্বারা,অথবা একজন দাস মুক্ত করার মাধ্যমে। যদি তোমরা এগুলো করতে সমর্থ না হও, তাহলে তোমরা তিন দিন রোজা রাখবে। এটাই হচ্ছে শপথ সমূহ ভঙ্গ করার প্রায়শ্চিত্ত যা তোমরা বজায় রাখার অঙ্গীকার করেছিলে। তোমরা তোমাদের শপথ সমূহ পূর্ণ করবে। আল্লাহ এভাবে তোমাদের কাছে তাঁর প্রকাশনা বলী ব্যখ্যা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।

মাদকদ্রব্য এবং জুয়া নিষিদ্ধ

90 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, মাদকদ্রব্য, এবং জুয়া, এবং প্রতিমারবেদি, এবং ভাগ্য-নির্ধারক খেলাগুলো শয়তানের ঘৃণ্য কাজ; তোমরা এগুলো এড়িয়ে চলবে, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

91 শয়তান চায় মাদকদ্রব্য এবং জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মাঝে শত্রুতা এবং ঘৃণার উদ্রেক করতে,এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে,ও সংযোগ প্রার্থনাসমূহ (সালাত) পালন করা থেকে তোমাদের মনোযোগ সরিয়ে দিতে। তবে কি তোমরা বিরত হবে?

92 তোমরা আল্লাহকে মান্য করবে,এবং তোমরা বার্তাবাহককে মান্য করবে,এবং সতর্ক থাক। যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনো যে আমাদের বার্তাবাহকের একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে বার্তা পৌঁছে দেয়া।

93 যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্মশীল জীবন যাপন করে তারা কোন খাদ্য খাওয়ার দ্বারা অপরাধ বহন করে না,যতক্ষণ তারা প্রত্যাদেশাবলি মেনে চলে,বিশ্বাস করে এবং একটি সৎ জীবন-যাপন করে,এরপর তাদের সৎকর্মশীলতা এবং আস্থা বজায় রাখে,এবং সৎকর্মশীলতা ও সৎকর্মশীলতা পালন অব্যাহত রাখে। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।

শিকারের প্রাণি সংরক্ষণ

94 হে তোমরা যারা বিশ্বাস কর, আল্লাহ তোমাদের হাতের নাগালে মধ্যে কিছু শিকার এবং তোমাদের তীরগুলো দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন (হজ্বের সময়)। আল্লাহ এভাবে তোমাদের মধ্যে তাদেরকে আলাদা করেন যারা তাঁকে তাদের একান্তে মেনে চলে। যারা এরপরে সীমালঙ্ঘন করে তারা এক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি টেনে এনেছে।

95 হে তোমরা যারা বিশ্বাস কর, তীর্থযাত্রার সময় কোন শিকারকে বধ করো না। যেকেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন শিকার বধ করে,তার জরিমানা হবে সে সংখ্যক পালিত পশু পশু যা তার বধকৃত শিকার প্রানীগুলোর সমতুল্য। (বিচারের) রায়টি তোমাদের মধ্যে দুইজন ন্যায়পরায়ন লোকের দ্বারা ধার্য হবে। তারা নিশ্চিত করবে যে উৎসর্গগুলো কা'বায় পৌঁছায়। অন্যথায়, সে প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে গরীব লোকদের খাওয়ানোর দ্বারা,অথবা তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে একটি সমতুল্য উপবাস দ্বারা। আল্লাহ অতীত অপরাধসমূহ ক্ষমা করেছেন। কিন্তু,যদি কেউ এরকম একটি অপরাধে করে বেড়ায়, আল্লাহ এর প্রতিশোধ নিবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

সমুদ্রের সকল জীব খাওয়ার জন্য আইনসম্মত

96 সমুদ্রের সকল মাছ তোমাদের খাওয়ার জন্য আইনসম্মত করা হল। তীর্থ যাত্রার সময়, এগুলো তোমাদের জন্য খাদ্যের যোগান হতে পারে। তোমরা তীর্থযাত্রা জুড়ে শিকার করবে না। তোমরা আল্লাহকে ভক্তি শ্রদ্ধা করবে,যার সামনে তোমাদের ডাকা হবে।

97 আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন পবিত্র মসজিদ কা'বাকে লোকদের জন্য একটি উপাসনার স্থান* হিসেবে,এবং পবিত্র মাসগুলোও, (পবিত্র মসজিদের প্রতি) উৎসর্গগুলো,এবং মালাগুলো যা এগুলোকে চিহ্নিত করে। তোমাদের জানা উচিৎ যে আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু জানেন, এবং যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

৫:৯৭ প্রতিমা উপাসক মুসলমানরা নবীর সমাধি পবিত্র ঘোষনা করে দুটি "পবিত্র মসজিদ" প্রতিষ্ঠা করেছে। কুরআনে কেবল একটি পবিত্র মসজিদের কথা বলা হয়েছে।

98 জানো যে আল্লাহ শাস্তি প্রয়োগে কঠোর, এবং যে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

99 বার্তাবাহকের একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে বার্তা পৌঁছে দেয়া,এবং আল্লাহ জানেন সবকিছু যা তোমরা প্রকাশ কর এবং সবকিছু যা তোমরা গোপন করো।

100 ঘোষণা করঃ “মন্দ এবং ভালো এক নয়, যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে প্রভাবিত করতে পারে। তুমি আল্লাহকে ভক্তি শ্রদ্ধা করবে,(এমনকি যদিও তুমি সংখ্যালঘুদের মধ্যে) হে তোমরা যারা বুদ্ধিমত্তার অধিকারী,যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

101 হে তোমরা যারা বিশ্বাস কর, জিজ্ঞেস করো না সেসব ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে যা,যদি তোমাদের কাছে অকালেই প্রকাশিত হয়, তোমাদের আঘাত করতে পারে। যদি তোমরা কুরআনের আলোকে সেগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, সেগুলো তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আল্লাহ উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে সেগুলো উপেক্ষা করেছেন। আল্লাহ ক্ষমাকারী,দয়াদ্র।

102 তোমাদের আগে অন্যরা একই প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞেস করেছিল, এরপর তাতে অবিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল।

103 আল্লাহ নিষিদ্ধ করেননি পালিত পশু পশু যা জন্ম দেয় পুরুষ জাতীয় ও নারী জাতীয় নির্দিষ্ট মিশ্রণসমূহ, না কোন শপথের দ্বারা মুক্তকৃত পালিত পশু পশু,না সেটি যা জন্ম দেয় পর পর দুটি পুরুষ জাতীয়, না সেই ষাড় যেটি দশটির পিতা। অবিশ্বাসীরাই আল্লাহ সম্বন্ধে এরকম মিথ্যা উদ্ভাবন করেছিল। তাদের বেশির ভাগই বোঝে না।

আপনাদের পিতা-মাতাদের ধর্ম অন্ধভাবে অনুসরণ করবেন না

104 যখন তাদের বলা হল, "আস তাতে যা আল্লাহ প্রকাশ করেছেন, এবং বার্তাবাহকের দিকে,"তারা বলে,"আমাদের জন্য যথেষ্ট যা আমরা আমাদের পিতা-মাতাদের করতে দেখেছিলাম।"যদি এমন হয় যে তাদের পিতা-মাতারা কিছুই না জানত, এবং না ছিল পথপ্রাপ্ত?

105 হে তোমরা যারা বিশ্বাস কর, তোমাদের উচিত শুধু তোমাদের নিজেদের ব্যপারে ভয় করা। যদি অন্যরা পথভ্রষ্ট হয়, তারা তোমাদের আঘাত করতে পারে না,যতক্ষণ তোমরা পথপ্রাপ্ত আছ। আল্লাহর কাছে তোমাদের চুড়ান্ত নিয়তি,তোমাদের সবার, তখন তিনি তোমাদেরকে অবগত করবেন যা কিছু তোমরা করেছিল।

কোন অছিয়তনামার সাক্ষী হওয়া

106 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো,তোমাদের কেউ যখন মারা যাচ্ছে,তখন অছিয়তনামার সাক্ষী হওয়ার কাজ সম্পন্ন হবে তোমাদের মাঝে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোক দ্বারা। যদি তোমরা ভ্রমণরত থাকো,তখন অন্য দুজন সাক্ষী হওয়ার কাজ করতে পারে। সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) সম্পন্ন করার পর, তোমাদের সন্দেহ দূর করার জন্য সাক্ষীরা আল্লাহর নামে শপথ করবেঃ "আমরা ব্যক্তিগত লাভ প্রাপ্তির জন্য এটি ব্যবহার করবো না,এমন কি যদিও অছিয়তকারী আমাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। না আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করবো। অন্যথায়, আমরা পাপী হবো"।

107 যদি সাক্ষীগনের মধ্যে পক্ষপাতগ্রস্থ হওয়ার অপরাধ পাওয়া যায়, তখন অন্য দু'জনকে তাদের স্থান নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হবে। পছন্দ করো দুজন ব্যক্তি যারা প্রথম সাক্ষীগনের দ্বারা ক্ষতির শিকার, এবং তাদেরকে আল্লাহর নামে শপথ করতে দাওঃ "আমাদের সাক্ষ্য তাদের চেয়ে অধিক সত্যপূর্ন;আমরা পক্ষপাতদুষ্ট হবো না। অন্যথায়, আমরা সীমাতিক্রমকারী হবো।"

108 তাদেরকে সৎ সাক্ষ্য দিতে উৎসাহিত করা অধিক সঙ্গত, ভয় করে যে তাদের শপথ হয়তো পূর্বের সাক্ষিদের মতো অবিবেচিত হবে। তোমরা আল্লাহকে মান্য করবে এবং শোন। আল্লাহ মন্দদের পথ প্রদর্শন করেন না।

মৃত বার্তাবাহকেরা সম্পূর্ণ অনবগত

109 সে দিন আসবে যখন আল্লাহ বার্তাবাহকদের আহবান করবেন এবং তাদের জিজ্ঞেস করবেন, "তোমাদের প্রতি কেমন সাড়া দেয়া হয়েছিল?" তারা বলবে,"আমাদের কোন জ্ঞান নেই। আপনি সকল গোপন বিষয়ের জ্ঞাতা"।

110 আল্লাহ বলবেন, “হে মরিয়ম পুত্র- ঈসা,তোমার এবং তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ করো। আমি পবিত্র আত্মার দ্বারা তোমাকে সহায়তা করেছিলাম, কোলে থাকা অবস্থায় সেই সাথে একজন পূর্ন বয়স্ক অবস্থায় লোকদের সাথে কথা বলায় সক্ষম করতে। আমি তোমাকে শিখিয়েছিলাম ঐশীগ্রন্থ, প্রজ্ঞা,তওরাত, ও ইঞ্জিল। স্মরণ করো,তুমি কাদা থেকে পাখির আকৃতি তৈরি করেছিলে আমার অনুমতিতে,এরপর তাতে ফু দিয়েছিলে,এবং তা একটি জীবন্ত পাখি হয়ে গিয়েছিল আমার অনুমতিতে। তুমি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করেছিলে আমার অনুমতিতে,এবং মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলে আমার অনুমতিতে। স্মরণ করো,আমি তোমাকে ইসরাইলের সন্তানদের থেকে রক্ষা করেছিলাম যারা তোমার ক্ষতি করতে চেয়েছিল, প্রগাড় অলৌকিকতা সত্ত্বেও যা তুমি তাদেরকে দেখিয়েছিলে। তাদের মধ্যকার অবিশ্বাসীরা বলেছিল, ‘এটি সুস্পষ্ট জাদু”।

111 "স্মরণ কর যে আমি অনুসারীদের অনুপ্রাণিত করেছিলাম: 'তোমরা আমাকে ও আমার বার্তাবাহককে বিশ্বাস করবে।'তারা বলেছিল, 'আমরা বিশ্বাস করেছি,এবং সাক্ষী থাকুন যে আমরা আত্মসমর্পণকারী।' "

সেই ভোজ

112 স্মরণ কর যে অনুসারীরা বলেছিল, "হে মরিয়ম পুত্র-ঈসা,তোমার প্রভু কি আকাশ থেকে আমাদের কাছে কোন ভোজ পাঠাতে পারেন?”সে বলেছিল, "তোমাদের উচিত আল্লাহকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা,যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

113 তারা বলেছিল, "আমরা চাই এর থেকে খেতে,এবং আমাদের অন্তরকে আশ্বস্ত করতে,এবং নিশ্চিত জানতে যে তুমি আমাদের সত্য বলেছ। আমরা এর সাক্ষী হিসেবে কাজ করবো।"

বৃহত্তর অলৌকিকতাসমূহ বৃহত্তর দায়িত্ব আনে*

114 মরিয়ম পুত্র ঈসা বলেছিল, "আমাদের উপাস্য, আমাদের প্রভু,আমাদের কাছে আকাশ হতে একটি ভোজ অবতীর্ণ করুন। এটি যেন আমাদের প্রত্যেকের জন্য প্রচুর হয়, এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হয়। আমাদের জন্য প্রদান করুন; আপনি সর্বোত্তম দাতা।"

৫:১১৪-১১৫ কুরআনের অভূতপূর্ব অলৌকিক ঘটনা (পরিশিষ্ট ১) ৭৪:৩৫ এ "একটি সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনা" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর সাথে একটি অসাধারণ দায়িত্বও বয়ে এনেছে।

115 আল্লাহ বলেছিলেন, "আমি তা অবতীর্ণ করছি। তোমাদের মধ্যে যেকেউ এরপর অবিশ্বাস করে,আমি তাকে শাস্তি দিব যা আমি কখনো কাউকে দেইনি।"*

পুনরুত্থান দিনে

116 আল্লাহ বলবেন, “হে মরিয়ম পুত্র-ঈসা*,তুমি কি লোকদের বলেছিলে যে,‘আমাকে আর আমার মাকে আল্লাহর পাশে উপাস্য বানাও?’ সে বলবে,“আপনি মহিমান্বিত। আমি বলতে পারতাম না, যা সঠিক না। আমি যদি তা বলে থাকতাম, আপনি ইতোমধ্যে তা জেনে যেতেন। আপনি আমার চিন্তাগুলো জানেন, এবং আমি আপনার চিন্তাগুলো জানি না। আপনি সকল রহস্য জানেন।

৫:১১৬ এটা লক্ষণীয় যে কুরআন ধারাবাহিকভাবে ঈসাকে "মরিয়মের পুত্র" বলে সম্বোধন করে এবং বাইবেল তাকে "মানবপুত্র" বলে সম্বোধন করে। আল্লাহ জানতেন যে কেউ কেউ তাঁকে নিন্দা করবে এবং "আল্লাহর পুত্র" বলে সম্বোধন করবে!

117 আমি তাদেরকে শুধুমাত্র তা-ই বলেছিলাম যা আপনি আমাকে বলতে হুকুম করেছিলেন, যেঃ ‘তোমরা আল্লাহর উপাসনা করবে,আমার প্রভু এবং তোমাদের প্রভু”। আমি তাদের মাঝে একজন সাক্ষী ছিলাম, যতো দিন আমি তাদের সাথে বেঁচে ছিলাম। যখন আপনি পৃথিবীতে আমার জীবন সমাপ্ত করেছিলেন, আপনি তাদের উপর পর্যবেক্ষক হলেন। আপনি সবকিছুর দ্রষ্টা।

118 “যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন, তারা আপনার দাস। যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন, আপনি সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী’।

119 আল্লাহ ঘোষণা করবেন, ‘এটি এমনি এক দিন যখন সত্যবাদীরা তাদের সত্যবাদিতার দ্বারা রক্ষা পাবে’। তারা প্রবাহিত ঝর্নাসহ বাগানের উপযুক্ত হয়েছে। তারা সেখানে চিরকাল বাস করে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, এবং তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই সর্বোচ্চ বিজয়।

120 আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর, এবং এদের মধ্যকার সবকিছুর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহর, এবং তিনি সর্বশক্তিমান।

SURA 6 · 165 VERSES

পালিত পশু

الأنعام

Al-An'am

পরম করুনাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

1 প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এবং বানিয়েছেন অন্ধকার ও আলো। এরপরেও, যারা তাদের রবকে অবিশ্বাস করে তারা পথচ্যুতিতেই রয়েছে।

2 তিনিই একজন যিনি কাঁদামাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, এরপর পূর্বনির্ধারণ করেছেন তোমাদের জীবনকাল, জীবনকাল যা শুধু তাঁরই জানা। এরপরও, তোমরা সন্দেহের মধ্যেই রয়েছ।

3 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তিনিই একমাত্র আল্লাহ। তিনি তোমাদের গোপন ও তোমাদের প্রকাশ্য বিষয়াদি জানেন, এবং তিনি সবকিছু জানেন যা তোমরা উপার্জন করো।

4 যে ধরনের প্রমানই তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তাদের কাছে আসুক না কেন, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, বিদ্বেষে।

5 যেহেতু তারা প্রত্যাক্ষান করেছে সত্য যখন তা তাদের কাছে এসেছিল, তারা তাদের অমনোযোগিতার প্রতিফলসমূহ টেনে এনেছে।

6 তারা কি দেখেনি, তাদের আগে আমরা কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি? আমরা তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম তোমাদেরকে যতোটা করেছিলাম তার চেয়ে বেশি,এবং আমরা তাদের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ করেছিলাম, উদারভাবে,এবং আমরা তাদের দিয়েছিলাম প্রবাহিত ঝর্নাসমূহ। আমরা এরপর তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম তাদের পাপের কারনে,এবং আমরা প্রতিস্থাপিত করেছিলাম তাদের স্থানে অন্য প্রজন্মকে।

7 এমনকি যদি আমরা তাদের প্রতি একটি বাস্তব গ্রন্থ অবতীর্ণ করতাম, কাগজে লিখিত, আর তারা তাদের হাত দিয়ে তা স্পর্শ করত, যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বলত, “এটা সুনিপুন জাদুর চেয়ে বেশি কিছু নয়।"

8 তারা আরও বলেছিল, “শুধু যদি তার সাথে একজন ফেরেশতা অবতরণ করতো!” যদি আমরা কোন ফেরেশতা পাঠাতাম, পুরো ব্যাপারটির পরিসমাপ্তি ঘটতো,এবং তারা আর কোন অবকাশ পেতো না।

পরীক্ষার আবশ্যিক বিষয়সমূহ

9 আমরা যদি একজন ফেরেশতা পাঠাতাম, আমরা তাকে একজন মানুষের আকারে পাঠাতাম, এবং আমরা তাদেরকে একই রকম বিভ্রান্তিতে রাখতাম এখন তারা যেরকম বিভ্রান্তিতে আছে।

10 তোমার পূর্বের বার্তাবাহকদের উপহাস করা হয়েছে,যারাই তাদের উপহাস করেছিল তারা তাদের উপহাস করার প্রতিফলসমূহ ভোগ করেছিল।

11 বল, "পৃথিবীতে ভ্রমন কর এবং লক্ষ্য কর প্রত্যাক্ষানকারীদের পরিণামসমূহ।"

12 বল, "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু কার?"বল, "আল্লাহর।" দয়া হচ্ছে তাঁর গুন, যা তিনি নিয়মে পরিণত করেছেন । তিনি নিশ্চিতভাবে তোমাদের সবাইকে পুনরুত্থান দিনে ডাকবেন, যা অনিবার্য। যারাই অবিশ্বাস করে তারাই তাদের আত্মা হারায়।

13 তাঁর অধীনেই রয়েছে সবকিছু যা বাস করে রাতে ও দিনে। তিনি শ্রোতা,জ্ঞাতা।

14 বল, "আমি কি প্রভু ও মনিব হিসেবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে গ্রহন করবো,যখন তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সূচনাকারী,এবং তিনি খাওয়ান কিন্তু খান না?" বল, "আমি সবচেয়ে অনুগত আত্মসমর্পণকারী হতে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি,এবং,'প্রতিমা উপাসক হইও না।'"

15 বল, "যদি আমি আমার প্রভুকে অমান্য করে থাকি,আমি ভয় করি- এক ভয়ংকর দিনের শাস্তির।

16 “যে কেউ সেদিন, (শাস্তি থেকে) নিষ্কৃতি পায়, তাঁর করুণা লাভ করেছে। আর, এটিই শ্রেষ্ঠ বিজয়।"

সুখ শুধুমাত্র আল্লাহ নিয়ন্ত্রন করেন

17 যদি আল্লাহ তোমাদের দুর্দশা দেন, তিনি ব্যতিত অন্য কেউ তা লাঘব করতে পারে না। এবং তিনি যদি তোমাদেরকে সৌভাগ্য দেন, তিনি সর্বশক্তিমান।

18 তিনি তাঁর সৃষ্টির উপর পরাক্রান্ত। তিনি সবচেয়ে জ্ঞানী,জ্ঞাত।

কুরআন, সম্পূর্ণ কুরআন, এবং কুরআন ছাড়া অন্যকিছু নয়

19 বল, “কার সাক্ষ্য সর্বশ্রেষ্ঠ?” বল, “আল্লাহর। তিনি আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী যে এই কুরআন* আমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে, এর প্রচার করতে তোমাদের কাছে এবং যার কাছে এটি পৌঁছে। নিশ্চয়, তোমরা সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহর পাশে অন্য উপাস্যরা আছে*।” বল, “যেরকম তোমরা সাক্ষ্য দাও, আমি তেমন দেই না;উপাস্য তো কেবল একজনই রয়েছেন, এবং আমি তোমাদের অংশিবাদিতা অস্বীকার করি।"

৬:১৯ এই আয়াতে কুরআনকে ধর্মীয় নির্দেশনার একমাত্র উৎস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যারা হাদিস ও সুন্নাহ (নবীর প্রতি আরোপিত মিথ্যা) এর মতো অতিরিক্ত উৎস সমর্থন করে, তাদের প্রতিমা উপাসক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

20 যাদেরকে আমরা ঐশীগ্রন্থ প্রদান করেছি তারা তা চেনে যেমন তারা তাদের নিজেদের সন্তানদের চেনে। যারা বিশ্বাস করে না তারাই তাদের আত্মা হারায়।

21 তার চেয়ে কে বেশি মন্দ যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে,অথবা তাঁর প্রকাশনাবলি প্রত্যাক্ষান করে? সীমালঙ্ঘনকারীরা কখনো সফল হয় না।

প্রতিমা উপাসকেরা তাদের শিরককে অস্বীকার করে

22 সে দিন আমরা যখন তাদের সকলকে ডাকব, আমরা প্রতিমা উপাসকদের জিজ্ঞেস করবো,"তোমাদের স্থাপন করা উপাস্যরা কোথায়?"

23 তাদের দুর্ভাগ্যমূলক উত্তর হবে,"আমাদের প্রভু আল্লাহর নামে শপথ, আমরা কখনো প্রতিমা উপাসক ছিলাম না।"*

৬:২৩ এখন এবং চিরকাল, প্রতিমা উপাসকরা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে যে তারা প্রতিমা উপাসক।

24 লক্ষ্য কর কিভাবে তারা নিজেদের সাথে মিথ্যা বলেছিল, এবং কিভাবে তাদেরকে তাদের উদ্ভাবিত উপাস্যরা পরিত্যাগ করেছে।

25 তাদের কেউ কেউ তোমাকে শোনে,কিন্তু আমরা তাদের অন্তরে পর্দা দিয়ে দেই যাতে তারা বুঝতে না পারে,এবং তাদের কানে বধিরতা দেই। সুতরাং,তারা যে ধরনের প্রমানই দেখুক না কেন, তারা বিশ্বাস করতে পারে না। সুতরাং যখন তারা তোমার সাথে তর্ক করতে আসে,অবিশ্বাসীরা বলে,"এগুলো অতীতের গল্প-গুজব।"

26 তারা অন্যদের এটি (কুরআন) থেকে বাধাঁ দেয়, যেমন তারা নিজেরা এটি থেকে দূরে থাকে,আর তাই, তারা না বুঝে শুধু নিজেদের ধ্বংস করে।

27 যদি শুধু তোমরা তাদের দেখতে পারতে যখন তারা নরকাগ্নির মুখোমুখি হয়! তারা তখন বলবে,“আমাদের কি দুঃখ। ইশ, আমরা যদি পিছনে ফিরে যেতে পারতাম, এবং আমাদের প্রভুর প্রকাশনাবলি কখনো প্রত্যাখ্যান না করতাম, এবং বিশ্বাসীদের সাথে যোগ দিতাম। "

28 বাস্তবিকপক্ষে,(তারা শুধু তা বলে যেহেতু) তাদের গোপন বিষয়গুলো প্রকাশিত হয়েছে। যদি তারা ফিরে যায়, তারা ঠিক একই অপরাধসমূহ করবে*। তারা মিথ্যাবাদী।

৬:২৮ কারণ আমরা যখনই আমাদের পৃথিবীর সীমানায় প্রবেশ করি, তখনই আমরা আত্মার ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ হয়ে পড়ি, যেখানে আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ, এবং স্বর্গ ও নরক অবস্থান করে। সুতরাং, অপরাধীরা তাদের আচরণ পরিবর্তন করবে না, সেই চিরন্তন জগত দেখার পরেও।

29 তারা বলে (অবচেতনভাবে),“আমরা শুধু এই জীবনেই বাঁচি;আমরা পুনরুত্থিত হবো না”।

30 যদি শুধু তুমি তাদের দেখতে পেতে যখন তারা তাদের প্রভুর সামনে দাঁড়ায়! তিনি বলবেন, “এটা কি সত্য নয়?”তারা বলবে,“হ্যাঁ,আমাদের প্রভুর শপথ।” তিনি বলবেন, “তোমরা তোমাদের অবিশ্বাসে কারণে শাস্তি টেনে এনেছ”।

31 প্রকৃতপক্ষে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে অবিশ্বাস করে,যতক্ষণ না আকস্মিকভাবে তাদের কাছে সেই সময় যায়, তখন বলে,"আমরা এই দুনিয়ায় আমাদের জীবনকে অপচয় করার জন্য গভীর দু:খ প্রকাশ করি।" তারা তাদের পাপের বোঝা তাদের পিঠে বইবে;কতই না দুর্বিষহ বোঝা!

আমাদের অগ্রাধিকারগুলো পূণর্বিন্যাস করা

32 এই দুনিয়ার জীবন বিভ্রম এবং অন্তঃসারশূন্যতা ছাড়া বেশি কিছু নয়, যখন সৎকর্মশীলদের জন্য পরকালের আবাস অনেক উত্তম। তোমরা কি বুঝ না?

33 আমরা জানি যে তারা যা বলে তাতে তুমি দু:খ পেতে পার। তোমার জানা উচিত যে, এ তো তুমি নও যাকে তারা প্রত্যাক্ষান করে; এ তো আল্লাহর প্রকাশনাবলি যা মন্দরা উপেক্ষা করে।

34 তোমার পূর্বের বার্তাবাহকদের প্রত্যাক্ষান করা হয়েছে,এবং তারা প্রত্যাক্ষানের মুখে দৃড়তার সাথে অবিচল ছিল। তারা নিপীড়িত হয়েছিল, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমাদের বিজয় এসেছিল। এরকমই আল্লাহর পদ্ধতি, যার কখনো পরিবর্তন হবে না। আমার বার্তাবাহকদের ইতিহাস এভাবে তোমাদের জন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে।

35 যদি তাদের প্রত্যাক্ষান তোমার জন্য অসহনীয় হয়ে যায়, তোমার জানা উচিত যে এমনকি যদি তুমি ভূমির মধ্য দিয়ে কোন সুরঙ্গ খুড়ঁতে,অথবা আকাশের ভিতর সিঁড়ি দিয়ে আরোহনও করতে,এবং তাদের জন্য কোন অলৌকিকতা তৈরী করতে (এরপরও তারা বিশ্বাস করতো না)। আল্লাহ যদি চাইতেন, তিনি তাদের পথ দেখাতে পারতেন, সর্বসম্মতভাবে। সেজন্য, অজ্ঞদের মতো আচরণ করো না।

36 শুধুমাত্র তারা সাড়া দেবে,যারা শোনে। আল্লাহ মৃতকে পুনর্জীবিত করেন;তারা শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে ফিরে আসে।

37 তারা বলেছিল, 'যদি শুধু একটি বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শন তার কাছে তার প্রভুর পক্ষ থেকে আসতো!" বল, "আল্লাহ একটি নিদর্শন অবতীর্ণ করতে সক্ষম, কিন্ত তাদের বেশিরভাগ জানে না"।

প্রানী ও পাখিরাঃ আত্মসমর্পণকারী জীব*

38 পৃথিবীর সকল সৃষ্টি,এবং সকল পাখি যা পাখা মেলে উড়ে,তোমাদের মতো সম্প্রদায়। আমরা কোন কিছুই এই গ্রন্থের বাইরে রাখিনি।* তাদের প্রভুর কাছে,এই সকল সৃষ্টিকে তলব করা হবে।

৬:৩৮ প্রাণীরা সেইসব সৃষ্টির মধ্যে ছিল যারা মূল পাপ করার পর আল্লাহর অনুতাপের সুযোগ নিয়েছিল (ভূমিকা দেখুন)।*

৬:৩৮ আমাদের পরকালের অনন্ত জীবনের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য কুরআনে রয়েছে। প্রকৃত বিশ্বাসীরা বিনা দ্বিধায় আল্লাহর এই বক্তব্য গ্রহণ করে: "আমরা এই গ্রন্থ থেকে কিছুই বাদ দেইনি।" এই বিবৃতি এবং অনুরূপ বিবৃতির এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, এদের প্রতিটিতে ১৯টি আরবি অক্ষর রয়েছে (পরিশিষ্ট ১৯)।

কুরআনের অভিভূতকারী অলৌকিকতা

39 যারা আমাদের প্রমানাদি প্রত্যাক্ষান করে তারা বধির ও বোবা,পুরোপুরি অন্ধকারে। যাকে আল্লাহ চান, বিপথে পাঠান, এবং যাকে তিনি চান, এক সরল পথে পরিচালিত করেন।

40 বল, "কি হবে যদি আল্লাহর শাস্তি তোমাদের কাছে এসে যায়, অথবা সে সময় তোমাদের কাছে এসে যায়ঃ তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকারো কাছে মিনতি করবে,যদি তোমরা সত্যবাদী হও?"

41 বাস্তবতা হলো: শুধু তাঁর কাছেই তোমরা মিনতি করো,এবং তিনি তোমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন, যদি তিনি এমনই চান, এবং তোমরা তোমাদের উপাস্যদের ভুলে যাও।

42 আমরা তোমাদের আগের সম্প্রদায়গুলোর কাছে (বার্তাবাহকদের) পাঠিয়েছি,এবং আমরা তাদেরকে প্রতিকূলতা ও কষ্ট দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেছিলাম, যাতে তারা মিনতি করে।

43 যদি শুধু তারা মিনতি করতো আমাদের পরীক্ষা যখন তাদের পীড়া দিয়েছিল! উল্টো,তাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল, এবং শয়তান তাদের কাজগুলোকে তাদের চোখে সুশোভিত করে রেখেছিল।

সাধারণ পদ্ধতি*

44 যখন তারা এভাবে তাদেরকে দেয়া বার্তা উপেক্ষা করে,আমরা তাদের জন্য সবকিছুর দরজা খুলে দেই। এরপর, যখনই তারা তা নিয়ে আনন্দ করে যা তাদের দেয়া হয়েছিল, আমরা অকস্মাত তাদেরকে শাস্তি দেই;তারা একেবারে হতবম্ভ হয়ে পড়ে।

৬:৪৪ দোষীদের জানালা দিয়ে ফেলে দেওয়ার আগে, তাদের উঁচু তলায় নিয়ে যাওয়া হয়।

45 মন্দরা এভাবে নিশ্চিহ্ন হয়। প্রশংসা আল্লাহর, মহাবিশ্বের প্রভু।

একমাত্র আল্লাহই উপাসনার যোগ্য

46 বল, “কি হবে যদি আল্লাহ তোমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নেন, এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য তোমাদের জন্য এগুলো ফিরিয়ে দিতে পারে?” লক্ষ্য করো কিভাবে আমরা প্রকাশনাবলি ব্যাখ্যা করি,এবং লক্ষ্য করো কিভাবে তারা এরপরেও বিপথগামী হয়।

47 বল, “কি হতো যদি আল্লাহর শাস্তি হঠাৎ করে তোমাদের কাছে আসতো,অথবা কোন ঘোষণার পর, এরা কি পাপীরা নয় যারা ধ্বংস টেনে আনে?

বার্তাবাহকদের ভূমিকা

48 আমরা বার্তাবাহকদের একজন সুসংবাদদাতা, আর সতর্ককারী হিসেবে ছাড়া পাঠাই না। যারা বিশ্বাস করে এবং সংশোধিত হয় তাদের ভয়ের কিছু নেই, না তারা শোক করবে।

49 তাদের জন্য যারা আমাদের প্রকাশনাবলি প্রত্যাক্ষান করে,তারা তাদের পাপের জন্য শাস্তি টেনে আনে।

50 বল, “আমি তোমাদেরকে বলি না যে আমি আল্লাহর ধনভাণ্ডারগুলোর মালিক। না আমি ভবিষ্যৎ জানি। না আমি তোমাদের বলি যে,আমি একজন ফেরেশতা। আমি কেবল তা অনুসরণ করি, যা আমার কাছে প্রকাশ করা হয়। বল, “অন্ধ কি চক্ষুষ্মানের সমান? তোমরা কি অনুধাবন করবে না?

51 এবং এটি (কুরআন) দিয়ে প্রচার করো তাদের কাছে যারা তাদের প্রভুর সামনে সমবেত হবার ভয় করে - তাদের প্রভু এবং মনিব হিসেবে তাঁর পাশে আর কেউ নেই, না কোন সুপারিশকারী - যাতে তারা পরিত্রাণ পেতে পারে।

52 এবং তাদেরকে অগ্রাহ্য করো না যারা দিনে ও রাতে তাদের প্রভুর কাছে মিনতি করে, নিজেদেরকে একমাত্র তাঁর কাছে উৎসর্গ করে। তাদের হিসাবের জন্য তুমি দায়ী নও, না তারা তোমার হিসাবের জন্য দায়ী। যদি তুমি তাদের অগ্রাহ্য করো,তুমি একজন সীমালঙ্ঘনকারী হবে।

53 আমরা লোকদের এভাবে একের দ্বারা অন্যকে পরীক্ষা করি,তাদেরকে (উপহাস করে) বলতে দিতে,"এরাই কি আমাদের মধ্যকার সেসব লোক যারা আল্লাহর আশীর্বাদপ্রাপ্ত?" আল্লাহ কি কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের সম্পর্কে অবগত নন?

54 যখন তারা তোমার কাছে আসে,যারা আমাদের প্রকাশনাবলি বিশ্বাস করে,তুমি বলবে,"সালামুন আলাইকুম (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। এটা তোমার প্রভুর নিয়ম যে, দয়া করা তাঁর গুন। তাই, তোমাদের মধ্যে যেকেউ অজ্ঞতাবশত একটি সীমালঙ্ঘন করে,এবং এরপরে অনুশোচনা করে এবং সংশোধিত হয়, তবে তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। "

55 আমরা এভাবে প্রকাশনাবলি ব্যাখ্যা করি,আর পাপীদের পথগুলো দেখিয়ে দেই।

56 বল, “তোমরা আল্লাহর পাশে যার উপাসনা করো আমাকে তার উপাসনা করতে নিষেধ করা হয়”। বল, “আমি তোমাদের মতের অনুসরণ করবো না। অন্যথায়, আমি বিপথে যাব, এবং পথপ্রাপ্ত হবো না”।

57 বল, “আমার কাছে আমার প্রভুর পক্ষ থেকে দৃঢ় প্রমান আছে,এবং তোমরা তা প্রত্যাক্ষান করেছ। তোমরা আমাকে যে শাস্তি আনতে চ্যালেঞ্জ করো, সে শাস্তির নিয়ন্ত্রন আমি করি না। বিচার একমাত্র আল্লাহর অধীনে। তিনি সত্য বর্ণনা করেন, এবং তিনি সর্বোত্তম বিচারক।

58 বল, “ তোমরা আমাকে যে শাস্তি আনার চ্যালেঞ্জ করো আমি যদি সে শাস্তির নিয়ন্ত্রন করতাম, পুরো ব্যাপারটি বহু আগেই সমাপ্ত হতো। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন কারা সেই পাপী”।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ

59 তাঁর কাছে সকল রহস্যের চাবি আছে;তিনি ছাড়া সেগুলো কেউ জানে না। তিনি ভূমির উপরের এবং সাগরের ভেতরের সবকিছু জানেন। তাঁর জ্ঞানের বাইরে একটি পাতাও পড়ে না। না আছে মাটির গভীরে কোন শস্যকনা। না আছে কোন আদ্র বা শুকনো কিছু,যা একটি প্রগাঢ় নথিতে নথিভুক্ত নেই।

মৃত্যু এবং পুনুরুত্থানঃ প্রতিদিন*

60 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তোমাদেরকে রাতের বেলায় মৃত করেন, এবং দিনের বেলায় তোমাদের করা ক্ষুদ্রতম কাজগুলোও জানেন। তিনি প্রত্যেক সকালে তোমাদের পুনুরুত্থিত করেন, যতক্ষণ না তোমাদের জীবনকাল পূর্ণ হয়, এরপর তার কাছে তোমাদের চুড়ান্ত প্রত্যাবর্তন। তখন তিনি তোমাদের সবকিছু জানাবেন যা তোমরা করেছিলে।

৬:৬০ সৎকর্মশীলরা আসলে মারা যায় না; তারা সরাসরি সেই স্বর্গেই চলে যায় যেখানে আদম ও হাওয়া একসময় বাস করতেন। অসৎকর্মশীলরা মারা যায় এবং পুনরুত্থান পর্যন্ত স্থায়ী এক দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকে (দেখুন ২:১৫৪, ৩:১৬৯, ৮:২৪, ১৬:৩২, ২২:৫৮, ৩৬:২৬-২৭, ৪০:৪৬, ৪৪:৫৬, এবং পরিশিষ্ট ১৭)।

61 তিনি তাঁর সৃষ্টিজগতের উপর সর্বপ্রধান, এবং তিনি তোমাদের রক্ষা করতে প্রহরী নিযুক্ত করেন। যখন মৃত্যুর নির্ধারিত সময় তোমাদের কারো কাছে আসে,আমাদের বার্তাবাহকেরা অনতিবিলম্বে তার মৃত্যু ঘটায়।

62 তাদের ন্যায়সঙ্গত প্রভু ও মনিব, আল্লাহর কাছে প্রত্যেকে এরপর ফিরে আসে। নি:সন্দেহে,তিনি চুড়ান্ত বিচারক;তিনি সবচেয়ে নির্ভুল হিসাব গ্রহনকারী।

63 বল, "স্থল বা সাগরের অন্ধকার থেকে কে তোমাদের রক্ষা করতে পারে?" তোমরা তাঁর কাছে মিনতি করো উচ্চস্বরে এবং গোপনে: "যদি তিনি এবারের মতো আমাদের রক্ষা করেন, আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।"

64 বল, "আল্লাহ এবারের মতো তোমাদের রক্ষা করেন, এবং সাথে সাথে অন্যবারও, তা সত্তেও তোমরা এরপরে তাঁর পাশে উপাস্যদের স্থাপন করো।"

65 বল, "তিনি নি:সন্দেহে তোমাদেরকে শাস্তি দিতে সক্ষম তোমাদের উপর থেকে,অথবা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে। অথবা তিনি তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে একে অন্যের নিপীড়ন আস্বাদন করাতে পারেন। লক্ষ্য করো কিভাবে আমরা প্রকাশনাবলি ব্যাখ্যা করি,যাতে তারা বুঝতে পারে।"

66 তোমার লোকেরা এটা প্রত্যাক্ষান করেছে,যদিও এটা সত্য। বল, “আমি তোমাদের অভিভাবক নই”

67 এর মধ্যকার প্রত্যেকটি ভবিষ্যদ্বাণী ঘটবে,এবং তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে।

আল্লাহর বানীর প্রতি সম্মান

68 তুমি যদি তাদেরকে দেখ যারা আমাদের প্রকাশনাবলীকে উপহাস করে,তুমি তাদেরকে এড়িয়ে যাবে যতক্ষণ না তারা অন্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, এরপর, তোমার স্মরণ হওয়া মাত্র, এমন মন্দ লোকদের সাথে বসো না।

69 ঐসব লোকদের কথার জন্য সৎকর্মশীলরা দায়ী নয়, তবে এটা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে সাহায্য করতে পারে; হয়তো তারা রক্ষা পাবে ।

70 তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করবে যারা তাদের ধর্মকে নিরর্থক নেয়, যেন এটি কোন সামাজিক অনুষ্ঠান, এবং এই দুনিয়ার জীবনে সম্পূর্ণ নিমগ্ন। স্মরণ করিয়ে দাও এই (কুরআন) দিয়ে,পাছে কোন আত্মা এর মন্দ অর্জনের পরিণাম ভোগ করতে পারে। প্রভু এবং মনিব হিসাবে আল্লাহর পাশে এর আর কেউ নেই, না কোন সুপারিশকারি। যদি এটি কোন প্রকারের মুক্তিপন প্রদান করতে চায়, তা গ্রহণ করা হবেনা। তারা ভোগ করে তাদের অর্জন করা মন্দ কাজের ফল;তারা অর্জন করেছে নারকীয় পানীয়, এবং এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের অবিশ্বাসের কারনে।

71 বল, "আমরা কি তার কাছে মিনতি করবো,আল্লাহর পাশে, যার ক্ষমতা নেই আমাদের উপকার করার অথবা আমাদের ক্ষতি করার, এবং আল্লাহ আমাদের পথ দেখানোর পর আমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাব? সেক্ষেত্রে,আমরা তাদের সাথে যোগ দিবো যারা শয়তানদের দ্বারা আবিষ্ট, এবং একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে,যখন তাদের বন্ধুরা তাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করে বলে: “আমাদের সাথে সঠিক পথে থাকো।" বলো,"আল্লাহর পথ-প্রদর্শনই সঠিক। আমরা আদিষ্ট হই মহাবিশ্বের প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করতে।

72 "এবং সংযোগ প্রার্থনাসমূহ (সালাত) পালন করতে,এবং তাঁকে ভয়-শ্রদ্ধা করতে। তিনিই সে সত্ত্বা যাঁর সামনে তোমাদের ডাকা হবে (বিচারের জন্য)।"

73 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন, সত্যতার সাথে। যখনই তিনি বলেন, "হও, ” তা হয়ে যায়। তাঁর বানী পরম সত্য। সে দিন সকল সার্বভৌমত্ব তাঁর, যখন শিঙ্গাঁয় ফুঁ দেয়া হয়। সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা,তিনি পরম জ্ঞানী,জ্ঞাত।

প্রতিমা উপাসকদের সাথে ইব্রাহীমের বিতর্ক

74 স্মরণ করো যে ইব্রাহিম তার পিতা আযরকে বলেছিল, "কেমন করে তুমি প্রতিমূর্তিগুলোকে উপাস্য হিসেবে উপাসনা করো? আমি দেখি যে তুমি এবং তোমার লোকেরা অনেক পথভ্রষ্ট হয়েছ।"

75 আমরা ইব্রাহীমকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বিস্ময়সমূহ দেখিয়েছিলাম, এবং তাকে নিশ্চিতভাবে ধন্য করেছিলাম।

76 যখন রাত নেমেছিল, সে একটি জ্বলজ্বলে গ্রহ দেখলো। “হতে পারে এটি আমার প্রভু,” সে বলেছিল। যখন এটি অদৃশ্য হলো,সে বললো, “আমি পছন্দ করি না (উপাস্যদের) যারা অদৃশ্য হয়ে যায়”।

77 যখন সে চাঁদকে উদীয়মান দেখেছিল, সে বলেছিল, “হতে পারে এটাই আমার প্রভু!”যখন এটি অদৃশ্য হয়েছিল, সে বলেছিল, “যদি না আমার প্রভু আমাকে পথপ্রদর্শন করেন, আমি পথভ্রষ্টদের আন্তরগত হবো”।

78 যখন সে সূর্যকে উদীয়মান দেখেছিল, সে বলেছিল, “এটি অবশ্যই আমার প্রভু হবে। এটাই সবচেয়ে বড়”। কিন্তু যখন এটি অস্ত গেল, সে বলেছিল, “হে আমার লোকেরা,আমি তোমাদের শিরককে নিন্দা করি।

79 “আমি আমার নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করেছি সে সত্ত্বার কাছে যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সূচনা করেছিলেন; আমি কখনো একজন প্রতিমা উপাসক হবো না”।

80 তার লোকেরা তার সাথে তর্ক করেছিল। সে বলেছিল, “তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করো,তিনি আমাকে পথপ্রদর্শনের পর? তোমাদের স্থাপন করা উপাস্যদের আমি ভয় করি না। আমার কিছুই হতে পারে না,যদি না আমার প্রভু তা ইচ্ছা করেন। আমার প্রভুর জ্ঞান সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছে। তোমরা কি সতর্ক হবে না?”

81 "আমার কেন তোমাদের অংশীদারদের ভয় পাওয়া উচিত? তোমাদেরই তো ভয় পাওয়া উচিত, যেহেতু তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে অংশীদারদের উপাসনা করো যেগুলো তোমাদেরকে সাহায্য করতে একদম ক্ষমতাহীন। কোন দল নিরাপত্তা পাবার অধিক যোগ্য, যদি তোমরা জানতে?"

বিশ্বাসীদের জন্য নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা

82 যারা বিশ্বাস করে,এবং তাদের বিশ্বাসকে অংশীদার উপাসনা দ্বারা কলুষিত করে না,তারা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা পাবার যোগ্য, এবং তারা সত্যিকারের পথ-প্রদর্শিত।

83 এরকমই ছিল আমাদের যুক্তি,যা দিয়ে আমরা ইব্রাহীমকে তার লোকদের বিপক্ষে সমর্থন করেছিলাম। আমরা উচ্চতর পদসমূহে অধিষ্ঠিত করি,যাকেই আমরা চাই। তোমার প্রভু সবচেয়ে জ্ঞানী,সর্বজ্ঞ।

84 এবং আমরা তাকে দিয়েছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, এবং আমরা তাদের উভয়কে পথ-প্রদর্শন করেছিলাম। একইভাবে,আমরা এর আগে নুহকে পথ-প্রদর্শন করেছিলাম, এবং তার বংশধরদের থেকে (আমরা পথ-প্রদর্শন করেছিলাম) দাউদ, সোলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা,এবং হারুনকে। আমরা এভাবে সৎকর্মশীলদের পুরষ্কৃত করি।

85 এছাড়াও, জাকারিয়া,ইয়াহিয়া,ঈসা,এবং ইলিয়াস;সকলে ছিল সৎকর্মশীল।

86 এবং ইসমাইল, আল-ইয়াসা,ইউনুস ও লুত;এদের প্রত্যেককে আমরা সকল অন্য লোকদের থেকে আলাদা করেছিলাম।

87 তাদের পূর্বপুরুষ, তাদের বংশধর, এবং তাদের সহোদরদের মধ্যে থেকে আমরা অনেককে পছন্দ করেছিলাম, এবং আমরা তাদেরকে একটি সরল পথ প্রদর্শন করেছিলাম।

88 এমনই আল্লাহর পথনির্দেশনা,যা দিয়ে তিনি পথপ্রদর্শন করেন তাঁর দাসদের মধ্যে থেকে যাকে তিনি পছন্দ করেন। তাদের কেউ যদি শিরকীত্বে পতিত হতো,তাদের কাজগুলো বাতিল হয়ে যেতো।

89 তারাই ছিল সে লোক যাদেরকে আমরা ঐশীগ্রন্থ, প্রজ্ঞা এবং নবুওয়ত দিয়েছিলাম। যদি এইসব লোকেরা অবিশ্বাস করে,আমরা তাদের স্থানে অন্যদের প্রতিস্থাপিত করবো,এবং নতুন লোকেরা অবিশ্বাসী হবে না।

90 এরাই হলো আল্লাহর দ্বারা পথপ্রদর্শিত; তোমরা তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করবে। বল, “আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটা সকল লোকদের জন্যে একটি বার্তা মাত্র।

বিশ্বের প্রতি আল্লাহর বার্তা

91 তারা কখনো আল্লাহকে মূল্য দেয়নি যেমন তাঁকে মূল্য দেয়া উচিত। তাই, তারা বলেছিল, "আল্লাহ কোন মানুষের কাছে কোনকিছু প্রকাশ করেন না।" বল, "কে তাহলে সে ঐশীগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন যা মুসা এনেছিল, লোকদের জন্য আলো এবং পথ-প্রদর্শন নিয়ে?" তোমরা কাগজে লিখে রাখো তার কিছু ঘোষনা করতে,যখন এর অনেক কিছুই গোপন করো। তোমাদের শেখানো হয়েছিল যা তোমরা কখনো জানতে না- তোমাদের এবং তোমাদের পিতা-মাতাদের। বল, "আল্লাহই (সে সত্ত্বা যিনি এটা প্রকাশ করেছিলেন),”এরপর তাদেরকে তাদের অমনোযোগিতায় ছেড়ে দেন, খেলাছলে।

92 এটিও একটি পবিত্র ঐশীগ্রন্থ যা আমরা প্রকাশ করেছি,যা পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থসমূহ নিশ্চিত করছে,যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়কে* এবং এর চারপাশের সকলকে। যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারা এই (ঐশীগ্রন্থে) বিশ্বাস করবে,এবং সংযোগ প্রার্থনাসমূহ (সালাত) পালন করবে।

৬:৯২ আজকের "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়" হল আমেরিকা, যেখানে আল্লাহর বাণী পুনরানয়ন হয়েছে। যখন কুরআন নাজিল হয়েছিল, তখন মক্কা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়।

মিথ্যা বার্তাবাহকেরা নিন্দিত

93 তার চেয়ে কে বেশি মন্দ যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং সেগুলো আল্লাহর প্রতি আরোপ করে,অথবা বলে,"আমি ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা পেয়েছি," যখন এরকম কোন অনুপ্রেরণা তাকে দেয়া হয়নি,অথবা বলে,"আমি আল্লাহর প্রকাশনাবলির মতো লিখতে পারি"? যদি শুধু তুমি সীমালঙ্ঘনকারীদের দেখতে পেতে মৃত্যুর সময়! ফেরেশতারা তাদের নিকট হাত বাড়ায়, এই বলে যে,"তোমাদের আত্মাগুলোকে যেতে দাও। আজ, তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত অন্যকিছু বলে,এবং তাঁর প্রকাশনাবলি গ্রহন করতে অত্যধিক উদ্ধত হয়ে এক লজ্জাকর শাস্তি টেনে এনেছ।

94 "তোমরা আমাদের কাছে ফিরে এসেছো একাকী,ঠিক যেরকম আমরা তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, এবং তোমরা পিছনে ফেলে এসেছ যা আমরা তোমাদের জন্য দিয়েছিলাম। আমরা তোমাদের সাথে সুপারিশকারীদের দেখি না যাদের তোমরা উপাস্যসম করেছিলে এবং দাবী করেছিলে যে তারা তোমাদের সাহায্য করবে। তোমাদের মধ্যকার সকল বাঁধন ছিন্ন হয়েছে; তোমাদের স্থাপন করা উপাস্যরা তোমাদের পরিত্যাগ করেছে।"

আল্লাহর মহত্ব

95 আল্লাহই সে সত্ত্বা যিনি শস্যকণা ও বীজগুলোতে ফাটল এবং অঙ্কুরোদ্গম ঘটান। তিনি মৃত থেকে জীবিতকে,এবং জীবিত থেকে মৃতকে উৎপন্ন করেন। এমনই আল্লাহ;কিভাবে তোমরা বিচ্যুত হতে পারো!

96 দিনের সূচনায়, তিনি প্রভাত আবির্ভূত হতে দেন। তিনি রাতকে করেছেন প্রশান্ত, এবং তিনি সূর্য ও চাঁদকে গননা যন্ত্র হিসেবে কাজ করতে নিয়োজিত করেছেন। সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞের এমনই নকশা।

97 এবং তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তৈরি করেছিলেন নক্ষত্ররাজি অন্ধকারে তোমাদেরকে পথ দেখাতে, স্থলে এবং সাগরে। আমরা এভাবে লোকদের জন্য প্রকাশনাবলী সুস্পষ্ট করি,যারা জানে।

98 তিনি তোমাদের সূচনা করেছেন এক ব্যক্তি থেকে,এবং নির্ধারণ করেছেন তোমাদের পথ, সেই সাথে তোমাদের চুড়ান্ত নিয়তি। আমরা এভাবে লোকদের জন্য প্রকাশনাবলী সুস্পষ্ট করি,যারা বুঝে।

99 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, যার দ্বারা আমরা সকল প্রকার উদ্ভিদ জন্মাই। আমরা সবুজ অংশ থেকে উৎপন্ন করি জটিল শস্যের সমাহার, ঝুলন্ত থোকা বিশিষ্ট খেঁজুর গাছ, এবং আঙুরের বাগান, জলপাই এবং আনার; ফল যেগুলো সাদৃশ্যযুক্ত, তথাপি সাদৃশ্যহীন। লক্ষ্য করো সেগুলোর ফল যখন তারা বড় হয় এবং পরিপক্ক হয়। এগুলো লোকদের জন্য নিদর্শন যারা বিশ্বাস করে।

100 এরপরও, তারা আল্লাহর পাশে অংশীদারদের স্থাপন করে জীনদের মধ্যে থেকে,যদিও তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তাদের সৃষ্টি করেছিলেন। তারা এমনকি পুত্র ও কন্যা থাকাকে তাঁর গুন হিসেবে চালায়, কোন জ্ঞান ছাড়াই। মহিমা তো তাঁরই। তিনি সর্বাধিক উচ্চ, তাদের দাবীর অনেক উর্ধ্বে।

101 আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সূচনাকারী। কি করে তাঁর কোন পুত্র থাকতে পারে,যখন তাঁর কখনো কোন সঙ্গী ছিল না? তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছিলেন, এবং তিনি সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ন সচেতন।

আল্লাহ (বাংলায় আল্লাহ)

102 এরকমই তোমাদের প্রভু আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তোমরা একমাত্র তাঁরই উপাসনা করবে। তিনি সবকিছুর নিয়ন্ত্রন করেন।

103 কোন দৃষ্টি তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না,কিন্তু তিনি সকল দৃষ্টি পরিবেষ্টন করেন। তিনি করুনাময়, জ্ঞাত।

104 তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে তোমাদের কাছে জ্ঞানালোক এসেছে। যারা দেখতে পারে তাদের ক্ষেত্রে,তারা তাদের নিজের ভালোর জন্যই দেখে,এবং যারা অন্ধত্বে ফিরে যায়, তারা তাদের নিজের ক্ষতির জন্যই তা করে। আমি তোমাদের অভিভাবক নই।

105 আমরা এভাবে প্রকাশনাবলি ব্যাখ্যা করি,প্রমান করতে যে, তোমরা জ্ঞান পেয়েছ, এবং সেগুলো লোকদের জন্য সুস্পষ্ট করতে,যারা জানে।

106 অনুসরণ করো যা তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার কাছে প্রকাশ করা হয়, তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই, এবং প্রতিমা উপাসকদের উপেক্ষা করো।

107 আল্লাহ যদি চাইতেন, তারা অংশীদার উপাসনা করতো না। আমরা তোমাকে তাদের অভিভাবক নিযুক্ত করিনি,না তুমি তদের উকিল।

108 আল্লাহর পাশে তাদের স্থাপন করা অংশীদারদের অভিশাপ দিওনা,পাছে তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালমন্দ করবে এবং অভিশাপ দেবে। আমরা প্রত্যেক দলের কাজকে তাদের চোখে সুশোভিত করে দিয়েছি। অবশেষে,তারা তাদের প্রভুর কাছে ফিরে যায়, তখন তিনি তাদেরকে জানান সবকিছু যা তারা করেছিল।

109 তারা আল্লাহর নামে শপথ করেছিল, দৃড়ভাবে যে, যদি একটি অলৌকিকতা তাদের কাছে আসতো,তারা অবশ্যই বিশ্বাস করতো। বল, "অলৌকিকতা শুধু আল্লাহ থেকে আসে"। যতদূর তোমরা জানো,যদি একটি অলৌকিকতা তাদের কাছে আসত, তারা অবিশ্বাসই রইতো"।

110 আমরা তাদের মন এবং তাদের হৃদয় নিয়ন্ত্রন করি। এভাবে,যেহেতু অবিশ্বাস করাই তাদের সিদ্ধান্ত, আমরা তাদেরকে তাদের সীমালঙ্ঘনে, বিভ্রান্তিতে ছেড়ে দেই।

তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তের ফল

111 এমনকি যদি আমরা তাদের নিকট ফেরেশতাদের পাঠাতাম; এমনকি যদি মৃতরা তাদের সাথে কথা বলত; এমনকি যদি তাদের সামনে আমরা প্রত্যেক অলৌকিকতা একত্রিত করতাম; তারা বিশ্বাস করতে পারে না যদি না আল্লাহ তা ইচ্ছা করেন। প্রকৃতপক্ষে,তাদের বেশির ভাগই অজ্ঞ।

হাদীস এবং সুন্নাহ: নবীর শত্রুদের মিথ্যা উদ্ভাবন

112 আমরা অনুমোদন দিয়েছি প্রত্যেক নবীর শত্রু- মানুষ এবং জীন শয়তানদের- একে অন্যকে কল্পিত কথা দিয়ে অনুপ্রানিত করতে,প্রতারিত করার জন্য। যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করতেন, তারা এটা করত না। তুমি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা উদ্ভাবনসমূহকে উপেক্ষা করবে।

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

113 এটা একারনে যে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের মনকে এরকম মিথ্যা উদ্ভাবন শুনানো,এবং সেগুলো গ্রহন করানো,এবং এভাবে তাদের প্রকৃত অভিপ্রায়কে প্রকাশ করানো হয়।*

৬:১১৩ কুরআন আমাদেরকে এমন মানদণ্ড প্রদান করে যা বলে যে আমরা কি সত্যিই পরকালে বিশ্বাস করি!, নাকি কেবল মুখে বলি। এই গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ডগুলি এখানে এবং ১৭:৪৫-৪৬ এবং ৩৯:৪৫ এ বর্ণিত হয়েছে।

৬:১১৩-১১৫ কুরআনের বাইরে অন্য কোনও উৎসকে সমর্থন করা কুরআনের প্রতি অবিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে (পরিশিষ্ট ১৮)।

কোর'আন: পরিপূর্ণরূপে বিস্তারিত*

114 আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আইনের উৎস হিসেবে খুজঁবো,যখন তিনি তোমাদের কাছে এই গ্রন্থ পূর্ণ বিস্তারিতরুপে প্রকাশ করেছেন? যারা এই ঐশীগ্রন্থ গ্রহন করেছিল, তারা চিনতে পারে যে,এটি তোমার প্রভুর কাছ থেকে প্রকাশিত হয়েছে,সত্যতার সাথে। তোমরা কোন সন্দেহ পোষন করবে না।*

115 তোমার প্রভুর বানী পরিপূর্ণ, সত্যে এবং সুবিচারে।* কোন কিছুই তাঁর বানী রহিত করবে না। তিনি শ্রবণকারী,সর্বজ্ঞ।

116 যদি তুমি পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষকে মান্য করো,তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেবে। তারা শুধু মিথ্যা ধারনার অনুসরন করে; তারা শুধু অনুমান করে।

117 তোমার প্রভু তাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন যারা তাঁর পথ থেকে বিপথগামী হয়, এবং তিনি তাদের ব্যপারে সম্পূর্ণ অবগত, যারা সুপথপ্রাপ্ত।

118 তুমি খাবে তা থেকে, যেটার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে,যদি তুমি সত্যই তাঁর প্রকাশনাবলিতে বিশ্বাস করো।

আল্লাহকে স্মরণ করার সুযোগঃ আপনারা খাবার আগে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করুন

119 কেন তোমারা খাবেনা তা থেকে, যাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে? তিনি তোমাদের জন্য বিশদ বর্ণনা করেছেন যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, যদি না তোমাদেরকে জোর করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, অনেক লোক অন্যদের বিপথগামী করে তাদের ব্যক্তিগত মতামত দিয়ে, জ্ঞান ছাড়াই। তোমার প্রভু সীমাতিক্রমকারীদের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত।

120 তোমরা প্রকাশ্য পাপ পরিহার করবে,সেই সাথে গোপনগুলো। যারা পাপ উপার্জন করেছে,তারা অবশ্যই তাদের সীমাতিক্রমের জন্য মূল্য দেবে।

121 আল্লাহর নাম যেটাতে নেয়া হয়নি তা থেকে খেও না,কারণ এটি অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ। তোমাদের সাথে তর্ক করতে শয়তানরা তাদের মিত্রদের অনুপ্রানিত করে;যদি তোমরা তাদের মান্য করো,তোমরা প্রতিমা উপাসক হবে।*

৬:১২১ আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের দ্বারা প্রবর্তিত খাদ্যের নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রতিমা উপাসনার সমর্থক।

122 যে লোক ছিল মৃত, তারপর আমরা তাকে জীবন দিলাম, এবং তাকে আলো দিলাম, যা লোকদের মাঝে তাকে চলতে সক্ষম করে, কি সেই লোকের সমান যে সম্পূর্ন অন্ধকারে রয়েছে যা থেকে সে কখনো বের হতে পারে না? অবিশ্বাসীদের কাজগুলোকে এভাবেই তাদের চোখে সুসজ্জিত করা হয়।

123 আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নেতৃত্বস্থানীয় অপরাধীদেরকে চক্রান্ত এবং পরিকল্পনা করতে দেই। কিন্তু তারা কেবল তাদের নিজেদের আত্মার বিরুদ্ধে চক্রান্ত এবং পরিকল্পনা করে,অনুধাবন না করে।

আল্লাহর প্রজ্ঞায় প্রশ্ন করা*

124 যখন একটি শক্তিশালী প্রমান তাদের কাছে আসে,তারা বলে,"আমরা বিশ্বাস করবো না,যদি না আমাদের তা দেয়া হয় যা আল্লাহর বার্তাবাহকদের দেয়া হয়!"আল্লাহ যথাযথভাবে জানেন, কে তাঁর বার্তা পৌঁছে দিতে সর্বোত্তম যোগ্য। এরকম অপরাধীরা তাদের মন্দ পরিকল্পনার একটি ফল হিসেবে আল্লাহর কাছে লাঞ্ছনা,এবং ভয়ানক শাস্তি ভোগ করবে।*

৬:১২৪ ঈর্ষা এবং অহংকার হলো মানবিক বৈশিষ্ট্য যা কিছু মানুষকে আল্লাহর রাসূল নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে প্ররোচিত করে। দুর্নীতিগ্রস্ত মুসলিম স্কলাররা আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহকাসূলের মাধ্যমে কুরআনের গাণিতিক কোড নাজিল করার বিষয়ে একই কথা বলেছেন।

মানব অগ্রগতির চেয়ে কুরআনীয় জ্ঞান অনেক এগিয়ে*

125 যাকেই আল্লাহ পথ-প্রদর্শন করতে চান, তিনি তার বক্ষকে আত্মসমর্পণে সুপ্রসারিত উন্মুক্ত করেন। এবং যাকেই তিনি পথভ্রষ্ট করতে চান, তিনি তার বক্ষকে অসহিষ্ণু এবং সংকীর্ণ করেন, সে লোকের মতো যে আকাশের দিকে আরোহন করে।* আল্লাহ এভাবে তাদের উপর অভিশাপ ন্যস্ত করেন, যারা বিশ্বাস করতে অসম্মত।

৬:১২৫ কুরআন নাজিলের বহু শতাব্দী পরে, আমরা জানতে পেরেছি যে আমরা যখন আকাশের দিকে আরোহণ করি তখন অক্সিজেনের অনুপাত হ্রাস পায় এবং আমরা বাতাসের জন্য হাঁপাতে থাকি।

126 এটাই তোমার প্রভুর দিকে সরল পথ। আমরা প্রকাশনাবলি ব্যাখ্যা করেছি লোকদের জন্য যারা মনোযোগী হয়।

127 তারা তাদের প্রভুর কাছে শান্তিময় আবাসের যোগ্য; তিনি তাদের প্রভু এবং মনিব, তাদের কাজের পুরুস্কার হিসাবে।

128 সেদিন আসবে যখন তিনি তাদের সকলকে ডাকেন (এবং বলেন) “হে তোমরা জীন, তোমরা বহুসংখ্যক মানুষকে দাবী করেছ”। তাদের মানব সঙ্গীরা বলবে,“আমাদের প্রভু,আমরা একে অন্যের সঙ্গ উপভোগ করেছিলাম, যতক্ষণ না আমরা সে জীবনকাল অপচয় করেছিলাম যা আপনি আমাদের জন্য স্থির করেছিলেন”। তিনি বলবেন, “তোমাদের নিয়তি নরক”। তারা সেখানে চিরকাল বাস করে,আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী। তোমার প্রভু বিজ্ঞ, সর্বজ্ঞ।

129 আমরা এভাবে একে অন্যের সঙ্গী হিসেবে পাপীদের মিলিয়ে দেই, তাদের সীমাতিক্রমের শাস্তি হিসাবে।

130 হে তোমরা জীন ও মানুষ, তোমরা কি তোমাদের মধ্য থেকে বার্তাবাহকদের পাওনি, যারা তোমাদের কাছে আমার প্রকাশনাবলি বর্ণনা করেছিল, এবং এই দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমাদের সতর্ক করেছিল? তারা বলবে, “আমরা আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেই”। তারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ছিল, এবং তারা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে যে তারা অবিশ্বাসী ছিল।

131 এটি দেখাতে যে তোমাদের প্রভু কখনো কোন সম্প্রদায়কে অন্যায়ভাবে ধংস করেন না,যখন এর লোকেরা অনবগত।

132 প্রত্যেকেই তাদের কর্মের সমানুপাতিক পদমর্যাদা অর্জন করবে। তোমাদের প্রভু কখনো অনবগত নন, যা কিছু তারা করে।

133 তোমাদের প্রভুই একমাত্র স্ব-সমৃদ্ধ; সকল করুনার অধিকারী। যদি তিনি চান, তিনি তোমাদের সরিয়ে দিতে, এবং তোমাদের জায়গায় যাকে ইচ্ছা প্রতিস্থাপন করতে পারেন, ঠিক যেমন তিনি তোমাদেরকে অন্য লোকদের বংশধর থেকে বানিয়েছিলেন।

134 যা তোমাদেরকে অঙ্গীকার করা হয় তা ঘটবে,এবং তোমরা কখনো তা এড়াতে পার না।

135 বল, "হে আমার লোকেরা , তোমাদের সেরাটা করো, এবং আমিও তা-ই করবো। তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে কারা চুড়ান্ত বিজয়ী।” নিশ্চিতভাবে, মন্দরা কখনো সফল হবে না।

আল্লাহর জীবিকার অপব্যবহার

136 তারা এমনকি আল্লাহর দেয়া শস্য এবং গবাদিপশুর একটি অংশ সরিয়ে রাখে, এই বলে, “এই অংশ আল্লাহর, ” , “এবং এই অংশ আমাদের উপাস্যদের”, তাদের দাবী অনুসারে। কিন্তু, যা তাদের উপাস্যদের জন্য সরিয়ে রেখেছিল তা কখনো আল্লাহর কাছে পৌঁছেনি, যখন আল্লাহর জন্য সরিয়ে রাখা অংশ সবসময় তাদের উপাস্যদের কাছে গিয়েছিল। তাদের সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে দুঃখদায়ক।

137 এভাবে প্রতিমা উপাসকরা তাদের উপাস্যদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিল, এমনকি তাদের নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করার পর্যন্ত।* আসলে, তাদের উপাস্যরা তাদের উপর অত্যধিক যন্ত্রণা আরোপ করে, এবং তাদের জন্য তাদের ধর্মকে বিভ্রান্ত করে দেয়। আল্লাহ যদি চাইতেন, তারা এটা করতো না। তোমরা তাদের এবং তাদের মিথ্যা উদ্ভাবনকে উপেক্ষা করবে।

৬:১৩৭ এর একটি নিখুঁত উদাহরণ হল ১৯৭৮ সালে ব্যভিচারের অভিযোগে সৌদি আরবের এক রাজকন্যার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার মত আন্তর্জাতিকভাবে কুখ্যাত ঘটনা। আল্লাহর আইন ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড নয়, বরং বেত্রাঘাতকে করতে বলে (২৪:১-২), যেখানে শিরকমূলক আইন মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেয়।

৪২:২১-এ যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, প্রচলিতসমাজ এমন একটি ধর্ম অনুসরণ করে যা আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত নয়।

ধর্মীয় নতুন উদ্ভাবন নিন্দিত

138 তারা বলেছিল, ‘এইসব পালিত পশু পশু এবং শস্য, যেগুলো নিষিদ্ধ; আমরা যাদেরকে অনুমতি দেই তারা ব্যতিত কেউ এগুলো খাবে না,” তা-ই তারা দাবি করেছিল। তারা এছাড়াও নির্দিষ্ট কিছু পালিত পশু পশুর উপর চড়া নিষিদ্ধ করেছিল। এমনকি যে পালিত পশু পশু তারা খেতো, যখন সেগুলো উৎসর্গ করতো তারা কখনো আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতো না। এমন নতুন রীতিনীতি তাঁর প্রতি আরোপ করা হতো। তিনি অবশ্যই তাদের নতুন উদ্ভাবনের জন্য তাদের প্রতিশোধ নেবেন।

139 তারা আরও বলেছিল, “এই পালিত পশু পশুগুলোর পেটে যা আছে তা কেবলমাত্র আমাদের মধ্যকার পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত, এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য নিষিদ্ধ।” কিন্তু যদি এটা (গর্ভে জীবিত কিন্তু প্রসবের পর) মৃত হতো, তারা তাদের স্ত্রীদের তাতে অংশ নিতে অনুমতি দিত। তিনি অবশ্যই তাদের নতুন উদ্ভাবনের জন্য তাদের প্রতিশোধ নেবেন। তিনি সবচেয়ে জ্ঞানী,সর্বজ্ঞ।

140 প্রকৃতপক্ষে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত যারা মূর্খের মতো তাদের সন্তানদের হত্যা করে, তাদের জ্ঞানের ঘাটতির কারনে, এবং নিষিদ্ধ করে যা আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন, এবং আল্লাহর প্রতি আরোপিত নতুন রীতিনীতি অনুসরণ করে। তারা বিপথে গিয়েছে; তারা পথপ্রাপ্ত নয়।

যাকাত অবশ্যই দিতে হবে "ফসল সংগ্রহের দিন"*

141 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি বাগানসমূহ স্থাপন করেছিলেন, মাচাবিশিষ্ট এবং মাচাবিহীন, এবং তাল গাছ এবং বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট শস্যাদি, এবং জলপাই, এবং আনার- ফল যেগুলো একই রকম, তথাপি অন্যরকম। এদের ফল থেকে খাও, এবং ফসল সংগ্রহের দিন অবশ্য পরিশোধনীয় দান দিয়ে দাও, এবং কোন কিছু অপচয় করো না। তিনি অপচয়কারীদের ভালবাসেন না।*

৬:১৪১ যাকাত এত গুরুত্বপূর্ণ যে, পরম করুণাময় তাঁর করুণা কেবল দানকারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন (৭:১৫৬)। তবুও, দুর্নীতিগ্রস্ত মুসলিমরা এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদেশটি হারিয়ে ফেলেছে; তারা বছরে মাত্র একবার যাকাত দেয়। আমরা এখানে দেখতে পাই যে যাকাত অবশ্যই "যেদিন আমরা আয় পাব" সেই দিনই দান করতে হবে। ইব্রাহিমের মাধ্যমে আমাদের কাছে যে অনুপাত এসেছিল তা আমাদের নিট আয়ের ২.৫%।

142 কিছু পালিত পশু পশু তোমাদের পরিবহনের কাজ করে, একই সাথে বিছানাপত্রের উপকরণ হিসেবে। তোমাদেরকে দেয়া আল্লাহর খাদ্যসামগ্রী থেকে খাও, এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; সে তোমাদের সবচেয়ে ঘোর শত্রু।

খাদ্যে নতুন উদ্ভাবিত নিষেধসমূহ নিন্দিত

143 আট রকমের পালিত পশু পশু: দুই রকমের ভেড়া, এবং দুই রকমের ছাগল সম্পর্কে,বলো, "এটি কি দু'টি পুরুষ-জাতীয়, নাকি দু'টি নারী-জাতীয়, নাকি দু'টি নারী-জাতির জরায়ুর অভ্যন্তরস্থ বস্তু যা তিনি নিষেধ করেছিলেন? আমাকে বলো তোমরা কি জানো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

144 দুই রকমের উট, এবং দুই রকমের গবাদিপশু সম্পর্কে, বলো, "এটি কি সে দুইটি পুরুষ-জাতীয়, অথবা সে দু'টি নারী-জাতীয়, অথবা সে দু'টি নারী-জাতির জরায়ুর অভ্যন্তরস্থ বস্তু, যা তিনি নিষেধ করেছিলেন? তোমরা কি সাক্ষী ছিলে, যখন আল্লাহ তোমাদের জন্য এরকম নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন? তাদের চেয়ে কে বেশি মন্দ যে এরকম মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং সেগুলো আল্লাহর প্রতি আরোপ করে? তারা এভাবে লোকদের বিপথগামী করে জ্ঞান ছাড়া। আল্লাহ এরকম মন্দ লোকদের পথ-প্রদর্শন করেন না।"

খাদ্যের একমাত্র নিষেধাজ্ঞা*

145 বল, "আমাকে দেয়া প্রকাশনাবলিতে আমি কোন ভক্ষনকারীর জন্য কোন খাদ্যের নিষেধ খুঁজে পাই না, এগুলো ব্যতীত: (১) মৃত প্রানীর গলিত মাংস, (২) প্রবাহিত রক্ত, (৩) শুকরের মাংস*, কারন তা অপরিষ্কার, এবং (৪) প্রানীর মাংস যা বানানো মিথ্যা ধর্মানুসারে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি উৎসর্গকৃত।” যদি কেউ (এগুলো খেতে) বাধ্য হয়, ইচ্ছাকৃত বা বিদ্বেষপরায়ন না হয়ে, তবে আল্লাহ ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু।

৬:১৪৫-১৪৬ শুধুমাত্র চার ধরণের প্রাণীজাত দ্রব্য নিষিদ্ধ: নিজে নিজে মারা যাওয়া প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত (মাংসের মধ্যে আটকা পড়ে না), শূকরের মাংস, এবং স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা প্রাণী। ১৪৬ নং আয়াত আমাদের জানায় যে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞাগুলি খুবই সুনির্দিষ্ট; আল্লাহ যদি চান, তাহলে "মাংস" অথবা "চর্বি" অথবা উভয়ই নিষিদ্ধ করতে পারেন।

146 যারা ইহুদী তাদের জন্য আমরা অবিভক্ত খুরওয়ালা পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম; এবং গবাদিপশু ও ভেড়ার চর্বি নিষিদ্ধ করেছিলাম, শুধু সেগুলো ছাড়া যা তাদের পিঠে বহন করে, অথবা অন্ত:স্থিত অঙ্গে অথবা হাড়ের সাথে মিশ্রিত থাকে। এটা ছিল তাদের সীমাতিক্রমের একটি শাস্তি, এবং আমরা সত্যবাদী।

147 যদি তারা তোমাকে অবিশ্বাস করে, তাহলে বল, “তোমাদের প্রভু অসীম দয়ার অধিকারী,কিন্তু তাঁর শাস্তি দোষী লোকদের জন্য অনিবার্য”।

148 প্রতিমা উপাসকেরা বলে, “আল্লাহ যদি চাইতেন, আমরা শিরক চর্চা করতাম না, না আমাদের পিতামাতারা, না আমরা কোনকিছু নিষিদ্ধ করতাম”। এভাবে তাদের পূর্বে যারা ছিল অবিশ্বাস করেছিল, যতক্ষণ না আমাদের শাস্তি তাদের উপর এসে যায়। বল, “তোমাদের কি কোন প্রমানিত জ্ঞান আছে যা তোমরা আমাদের দেখাতে পারো? তোমরা মিথ্যা ধারনা ছাড়া অন্যকিছুর অনুসরণ করো না; তোমরা শুধু অনুমান করো”।

সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি*

149 বল, “আল্লাহ সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তির অধিকারী; তিনি যদি চান তিনি তোমাদের সকলকে পথপ্রদর্শন করতে পারেন”

৬:১৪৯ কুরআনের গাণিতিক কোড একটি বাস্তব এবং সম্পূর্ণরূপে অকাট্য প্রমাণ যে এটি বিশ্বের প্রতি আল্লাহর বার্তা। এই অসাধারণ ঘটনাটি উপলব্ধি করা, তারপর সিজদা করা এবং এই অপ্রতিরোধ্য অলৌকিক ঘটনাটি গ্রহণ করা থেকে যেকোনো পাঠককে বিরত রাখতে ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন (১৭:৪৫-৪৬, ১৮:৫৭, ৫৬:৭৯, এবং পরিশিষ্ট এক দেখুন)।

150 বল, “তোমাদের সাক্ষীদের আনো যারা সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ এটা অথবা ঐটা নিষিদ্ধ করেছেন”। যদি তারা সাক্ষী দেয়, তাদের সাথে সাক্ষী দেবে না। না তোমরা তাদের মতামত অনুসরণ করবে যারা আমার প্রকাশনাবলী প্রত্যক্ষান করে, এবং যারা পরকালে অবিশ্বাস করে,এবং যারা তাদের প্রভু থেকে দূরে পপথভ্রষ্ট হয়।

মূখ্য আদেশাবলি

151 বল, "আসো তোমাদেরকে আমি বলি তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে কি নিষিদ্ধ করেছেন: তোমরা তাঁর পাশে উপাস্য স্থাপন করবে না। তোমরা তোমাদের পিতা-মাতাকে সম্মান করবে। দারিদ্র্যতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না- আমরা তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য প্রদান করি। তোমরা গুরুতর পাপসমূহ করবে না, প্রকাশিত অথবা গোপন। তোমরা হত্যা করবে না- আল্লাহ জীবনকে পবিত্র করেছেন- বিচার প্রক্রিয়া ছাড়া। এগুলো তোমাদের প্রতি তাঁর প্রত্যাদেশ, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।"

অতিরিক্ত আদেশাবলি

152 তোমরা সর্বোচ্চ ন্যায়পরায়ণ পন্থা ছাড়া এতিমদের অর্থ স্পর্শ করবে না, যতক্ষণ না তারা পরিপক্কতায় পৌঁছায়। যখন তোমরা ব্যবসা করো, তোমরা পূর্ণ ওজন এবং একটি পূর্ণ মাপ দিবে, ন্যয়সঙ্গতভাবে। আমরা কোন আত্মাকে এর ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা চাপাই না। তোমরা পুরোপুরি ন্যায়পরায়ণ হবে যখন তোমরা সাক্ষ্য দাও, এমনকি তোমাদের আত্মীয় -স্বজনদের বিরুদ্ধে। তোমরা আল্লাহর সাথে তোমাদের অংগীকার পরিপূর্ণ করবে। এগুলো তোমাদের প্রতি তাঁর প্রত্যাদেশ, যাতে তোমরা সতর্ক হতে পারো।

153 এটি আমার পথ - সরল। তোমরা এটি অনুসরণ করবে, এবং অন্যকোন পথ অনুসরণ করো না, পাছে তারা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলে। এগুলো তোমাদের প্রতি তাঁর প্রত্যাদেশ, যাতে তোমরা রক্ষা পেতে পারো।

154 এবং আমরা মুসাকে ঐশীগ্রন্থ দিয়েছিলাম, সর্বোত্তম প্রত্যাদেশাবলি দিয়ে পূর্ন, এবং সবকিছু সবিস্তারে বর্ননা করে, এবং একটি আলোকবর্তিকা এবং দয়া, যাতে তারা তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাস করতে পারে।

155 এটিও একটি মহিমান্বিত ঐশীগ্রন্থ যা আমরা প্রকাশিত করেছি ; তোমরা এটি অনুসরণ করবে এবং একটি সৎকর্মশীল জীবন যাপন করবে, যাতে তোমরা ক্ষমা অর্জন করতে পারো।

156 তোমরা এখন আর বলতে পারবে না,“আমাদের পূর্বের দুই দলের কাছে ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিল, এবং আমরা সেগুলোর শিক্ষাসমূহে অনবগত ছিলাম।

গনিতের মাধ্যমে: চূড়ান্ত প্রমান*

157 না তোমরা বলতে পারো, “যদি শুধু একটি ঐশীগ্রন্থ আমাদের কাছে অবতীর্ণ হতো, আমরা তাদের থেকে উত্তম পথপ্রদর্শিত হতাম”। “তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এখন তোমাদের কাছে এসেছে একটি প্রমানিত ঐশীগ্রন্থ, এবং একটি আলোকবর্তিকা, এবং একটি দয়া। এখন, কে তার চেয়ে অধিক মন্দ যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এই প্রমানাদি প্রত্যাক্ষান করে, এবং সেগুলো উপেক্ষা করে? যারা আমাদের প্রমানাদি উপেক্ষা করে আমরা তাদের নিকৃষ্টতম শাস্তি দেব, তাদের অমনোযোগিতার কারনে।

৬:১৫৭ কুরআনের গাণিতিক কোডের ভূমিকা এই সত্য থেকে স্পষ্ট যে আয়াত সংখ্যা (১৫৭) এবং "রাশাদ খলিফা" (১২৩০), যার মাধ্যমে কোডটি অবতীর্ণ হয়েছিল, তার জ্যামিতিক মানের যোগফল ১৩৮৭ বা ১৯x৭৩।

পরীক্ষার আবশ্যিক শর্ত

158 তারা কি অপেক্ষা করছে ফেরেশতাদের, অথবা তোমার প্রভুর, অথবা তোমার প্রভুর কিছু শারীরিক প্রকাশ তাদের কাছে আসার? যেদিন এটা ঘটবে, কোন আত্মার বিশ্বাস করায় লাভ হবে না, যদি আগে থেকে এটি বিশ্বাস না করে, এবং একটি সৎ জীবন যাপনের দ্বারা বিশ্বাসের উপকারিতা সমূহের ফল লাভ না করে থাকে।* বল, “অপেক্ষা করতেই থাকো, আমরাও অপেক্ষা করছি”।

৬:১৫৮ বিশ্বাস স্থাপনের পর, আত্মাকে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত উপাসনা পদ্ধতির মাধ্যমে বৃদ্ধি ও বিকাশ করতে হবে।

ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি নিন্দিত

159 যারা নিজেদেরকে বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত করে তারা তোমার অন্তর্ভূক্ত নয়। তাদের বিচার আল্লাহর কাছে রয়েছে, তখন তিনি তাদেরকে জানাবেন সবকিছু যা তারা করেছিল।

160 যে কেউ একটি সৎকর্ম করে সে দশটির পুরুস্কার লাভ করে, এবং যে একটি পাপ করে, শুধু মাত্র একটির জন্য প্রতিফল ভোগ করে। কেউই সামান্যতম অবিচার ভোগ করে না।

161 বল, "আমার প্রভু আমাকে প্রদর্শন করেছেন একটি সরল পথ - ইব্রাহিমের সঠিক ধর্ম, একেশ্বরবাদ। সে কখনো প্রতিমা উপাসক ছিল না।"

162 বল, "আমার সংযোগ প্রার্থনাসমূহ (সালাত), আমার উপাসনা চর্চাসমূহ, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু, সবকিছু উৎসর্গকৃত একমাত্র আল্লাহর প্রতি, মহাবিশ্বের প্রভু।

163 "তাঁর কোন অংশীদার নেই। এটিই আমাকে বিশ্বাস করতে আদেশ করা হয়েছে এবং আমি প্রথমেই আত্মসমর্পণ করি।"

164 বল, "আমি কি প্রভু হিসেবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে খুঁজবো, যখন তিনি সবকিছুর প্রভু? কোন আত্মাই লাভবান হয় না এর নিজের কর্ম থেকে ছাড়া, এবং কেউই অন্যের বোঝা বহন করে না। অবশেষে, তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ফিরে আসো, এরপর তিনি তোমাদের সকল বিবাদের বিষয়ে তোমাদেরকে জানান।"

165 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেছেন, এবং তিনি তোমাদের কাউকে কাউকে পদমর্যাদায় অন্যদের উপর উন্নীত করেছিলেন, তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন সে অনুসারে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। নিশ্চিতভাবে, তোমাদের প্রভু শাস্তি প্রয়োগে দক্ষ, এবং তিনি ক্ষমাকারী,পরম দয়ালু।

SURA 7 · 206 VERSES

মধ্যাবস্থান

الأعراف

Al-A'araf

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

1 অ. ল. ম. স (আলিফ. লাম. মীম. স'দ.)*

৭:১ কুরআনের গাণিতিক অলৌকিকতায় এই আদ্যক্ষরগুলির ভূমিকার জন্য পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

2 এই ঐশীগ্রন্থ তোমার কাছে প্রকাশিত হয়েছে- এটি সম্পর্কে তুমি তোমার হৃদয়ে সন্দেহ পোষণ করবে না- যাতে তুমি এটি দিয়ে সতর্ক করতে পারো,এবং বিশ্বাসীদের জন্য স্মরণ করার একটি মাধ্যম প্রদান করতে পার।

3 তোমরা সকলে অনুসরণ করবে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা প্রকাশিত হয়েছে;তাঁর পাশে কোন উপাস্য অনুসরণ করো না। তোমরা খুব কমই মনোযোগ দাও।

4 অনেক জনপদ আমরা ধ্বংস করেছিলাম; তারা আমাদের শাস্তি পেয়েছিল যখন তারা ঘুমন্ত ছিল, অথবা জেগে ছিল।

5 যখন আমাদের শাস্তি তাদের কাছে এসেছিল, তাদের উক্তি ছিলঃ “প্রকৃতপক্ষে, আমরা সীমালংঘনকারী হয়েছি”।

6 আমরা অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করবো যারা বার্তা পেয়েছিল, এবং আমরা প্রশ্ন করবো বার্তাবাহকদের।

7 আমরা তাদেরকে প্রমান সহকারে জানাব, যেহেতু আমরা কখনো অনুপস্থিত ছিলাম না।

8 সে দিন মাপযন্ত্র স্থাপন করা হবে, ন্যায়পরায়ণভাবে। যাদের ওজন ভারী হবে, তারা বিজয়ী হবে।

9 তাদের জন্য যাদের ওজন হাল্কা হবে, তারা হবে সেই লোক যারা তাদের আত্মা হারিয়েছে*, আমাদের প্রকাশনাবলী উপেক্ষা করার ফলে,অন্যায়ভাবে।

৭:৯ আমাদের স্রষ্টার কথা না শুনলে আধ্যাত্মিক অনাহার, এবং শেষ পর্যন্ত আত্মার "ক্ষতি" হয়।

10 আমরা তোমাদেরকে পৃথিবীর উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি, এবং আমরা সেখানে তোমাদের ভরন-পোষনের জন্য উপায় দিয়েছি। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞ হও।

11 আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম, এরপর আমরা তোমাদের আকার দিয়েছিলাম, এরপর আমরা ফেরেশতাদের বলেছিলাম, "আদমের সামনে সেজদাবনত হও।" তারা সেজদাবনত হয়েছিল, ই বলিস (শয়তান) ব্যতীত; সে সেজদাকারীদের সাথে ছিল না।

পরীক্ষার শুরু

12 তিনি বলেছিলেন, "কিসে তোমাকে সেজদা করা থেকে বিরত রেখেছিল, যখন আমি তোমাকে আদেশ করেছিলাম?" সে বলেছিল, "আমি তার চেয়ে উত্তম; আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, এবং তাকে কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন।"

13 তিনি বলেছিলেন, "এজন্য, তুমি অবশ্যই নিচে চলে যাবে, কারন তুমি এখানে উদ্ধত হবে না। বের হয়ে যাও; তুমি অধ:পতিত।"

14 সে বলেছিল, "আমাকে একটি অবকাশ মঞ্জুর করুন, পুন:রুত্থান দিবস পর্যন্ত।"

15 তিনি বলেছিলেন, "তোমাকে একটি অবকাশ মঞ্জুর করা হলো।"

16 সে বলেছিল, "যেহেতু আপনি চেয়েছেন যে আমি বিপথে যাই,* আমি তাদের জন্য আপনার সরল পথের উপর গাপটি মেরে থাকব।

৭:১৬ শয়তান একজন প্রমাণিত মিথ্যাবাদী, এবং তার অনুসারীরাও (২:৩৬, ৬:২২-২৩, এবং ৭:২০ দেখুন)।

17 "আমি তাদের কাছে আসব তাদের সামনে থেকে, এবং তাদের পেছন থেকে, এবং তাদের ডান দিক থেকে,এবং তাদের বাম দিক থেকে, এবং আপনি তাদের বেশির ভাগকে অকৃতজ্ঞ পাবেন"।

18 তিনি বলেছিলেন, "সেখান থেকে বেরিয়ে যাও, ঘৃণিত এবং পরাজিত হয়ে। তাদের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করে, আমি তোমাদের সকলকে দিয়ে নরক পূর্ণ করবো।

19 "তোমার ক্ষেত্রে, আদম, তোমার স্ত্রীর সাথে স্বর্গে বাস করো, এবং তা থেকে খাও যেমন তোমরা পছন্দ করো, কিন্তু এই একটি গাছের কাছে যেও না, পাছে তোমরা পাপে পতিত হও"।

20 শয়তান তাদের কাছে ফিসফিস করেছিল, তাদের শরীর প্রকাশ করার জন্য, যা তাদের কাছে অদৃশ্য ছিল। সে বলেছিল, "ফেরেশতা হয়ে যাওয়া থেকে,এবং চিরস্থায়ী অস্তিত্ব অর্জন করা থেকে তোমাদের বিরত করা ছাড়া, অন্য কোন কারনে তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে এই গাছ নিষেধ করেননি।

21 সে তাদের কাছে শপথ করেছিল, "আমি তোমাদেরকে ভাল উপদেশ দিচ্ছি।"

22 সে এভাবে তাদেরকে মিথ্যা বলে প্রতারিত করেছিল। যখনই তারা সে গাছের স্বাদ নিয়েছিল, তাদের দেহ তাদের কাছে দৃশ্যমান হয়ে পড়েছিল, এবং তারা তাদের নিজেদেরকে স্বর্গোদ্যানের পাতা দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করেছিল। তাদের প্রভু তাদেরকে ডাকলেন: "আমি কি তোমাদেরকে ঐ গাছ থেকে বিরত থাকার আদেশ দেইনি, এবং সতর্ক করিনি যে শয়তান তোমাদের সবচেয়ে ঘোর শত্রু?"

23 তারা বলেছিল, "আমাদের প্রভু,আমরা আমাদের আত্মার ক্ষতি করেছি, এবং যদি না আপনি আমাদের ক্ষমা করেন ও আমাদের উপর দয়া করেন, আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো।"

24 তিনি বলেছিলেন, "একে অন্যের শত্রু হিসেবে নিচে নেমে যাও। পৃথিবীর উপর হবে তোমাদের বাসস্থান এবং জীবিকা কিছু কালের জন্য।"

25 তিনি বলেছিলেন, "এর উপর তোমরা বাচবে, এর উপর তোমরা মরবে, এবং এর থেকে তোমাদের বের করে আনা হবে।"

26 হে আদম সন্তানেরা, আমরা তোমাদেরকে পোশাক দিয়েছি তোমাদের শরীর আবৃত করতে, পাশাপাশি বিলাসিতার জন্য। কিন্তু সর্বোত্তম পোশাক হলো সৎকর্মশীলতার পোশাক। এগুলো আল্লাহর কিছু নিদর্শন, যাতে তারা মনোযোগ দিতে পারে।

27 হে আদম সন্তানেরা, শয়তানকে তোমাদের ক্ষেত্রে তা করতে দিও না যেরকম সে করেছিল যখন সে স্বর্গোদ্যান থেকে তোমাদের পিতামাতার উচ্ছেদ ঘটিয়েছিল, এবং তাদের দেহ প্রকাশ করতে তাদের পোশাকের অপসারণ ঘটিয়েছিল। সে এবং তার জাতি তোমাদের দেখে, যখন তোমরা তাদেরকে দেখো না। আমরা শয়তানদের নিযুক্ত করি তাদের সঙ্গী হিসেবে যারা বিশ্বাস করে না।

পূর্ব সূত্রে প্রাপ্ত সকল তথ্য পরীক্ষা করুন

28 তারা একটি মহা পাপ করে, এরপর বলে, “আমরা আমাদের পিতামাতাকে এগুলো করতে দেখেছি,এবং আল্লাহ আমাদেরকে এটা করতে আদেশ করেছেন”। বল, “আল্লাহ কখনো পাপের উকালতি করেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে বলছ যা তোমরা জানো না?”

29 বল, “আমার প্রভু উকালতি করেন ন্যায়পরায়ণতার, এবং প্রত্যেক উপাসনার স্থানে একমাত্র তাঁর প্রতি উৎসর্গকৃত হয়ে দাড়ানোর। তোমরা সম্পূর্ণরূপে একমাত্র তাঁর প্রতি তোমাদের উপাসনা উৎসর্গ করবে। ঠিক যেমন তিনি তোমাদের সূচনা করেছিলেন, তোমরা সবশেষে তাঁর কাছেই ফিরে যাবে”।

সতর্ক হউনঃ তারা বিশ্বাস করে যে তারা পথপ্রাপ্ত

30 কাউকে কাউকে তিনি পথপ্রদর্শন করেছিলেন, যখন অন্যরা পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। তারা শয়তানদেরকে তাদের মনিব হিসাবে নিয়েছে, আল্লাহর বদলে, তা সত্ত্বেও তারা বিশ্বাস করে যে তারা পথপ্রাপ্ত।

মসজিদের জন্য সুন্দরভাবে পোষাক পরিধান করুন

31 হে আদম সন্তানেরা, তোমরা পরিষ্কার হবে এবং সুন্দরভাবে পোষাক পরিধান করবে, যখন তোমরা মসজিদে যাও। এবং খাও ও পান করো পরিমিতভাবে। নিশ্চয়, তিনি অতিভোজীদের ভালোবাসেন না।

উদ্ভাবিত নিষিদ্ধকরণ নিন্দিত

32 বল, "কে নিষিদ্ধ করে সুন্দর জিনিসগুলো যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাঁর সৃষ্ট জীবের জন্য, এবং উত্তম জীবিকা?" বল, "এরকম জীবিকা এই জীবনে তাদের উপভোগ্য হবে, যারা বিশ্বাস করে। অধিকন্তু, ভালো জীবিকা সমূহ পুন:রুত্থান দিবসে কেবলমাত্র তাদের হবে।" আমরা এভাবে লোকদের জন্য প্রকাশনাবলি ব্যাখ্যা করি, যারা জানে।

33 বল, "আমার প্রভু নিষেধ করেন শুধু মন্দ কাজগুলো, সেগুলো প্রকাশ্য হোক অথবা গোপন, এবং পাপ, এবং অযৌক্তিক আগ্রাসন, এবং আল্লাহর পাশে ক্ষমতাহীন উপাস্য স্থাপন করা, এবং আল্লাহ সম্পর্কে বলা যা তোমরা জানো না।"

34 প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য, একটি পূর্বনির্ধারিত সময়কাল রয়েছে। যখনই তাদের অন্তবর্তী সময়কাল শেষ হয়ে আসে, তারা একে এক ঘন্টার জন্যও বিলম্ব করাতে পারে না, না তা আগাতে পারে।

তোমাদের মধ্য থেকে বার্তাবাহকেরা

35 হে আদম সন্তানেরা, যখন বার্তাবাহকরা তোমাদের কাছে আসে তোমাদের মধ্য থেকে, এবং আমার প্রকাশনাবলি তোমাদের কাছে আবৃতি করে, যারা মনোযোগ দেয় এবং একটি সৎকর্মশীল জীবন যাপন করে, তাদের ভয়ের কিছু থাকবে না, না তারা শোক করবে।

36 তাদের জন্য যারা আমাদের প্রকাশনাবলী প্রত্যাখ্যান করে, এবং সেগুলো মেনে চলতে খুব দাম্ভিক হয়, তারা নরক টেনে এনেছে,যেখানে তারা চিরকাল বাস করে।

37 তাদের থেকে কে বেশি মন্দ যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, অথবা তাঁর প্রকাশনাবলী প্রত্যাখ্যান করে? এরা তাদের অংশ পাবে, ঐশীগ্রন্থ অনুসারে, এরপর, যখন আমাদের বার্তাবাহকরা তাদের জীবন সমাপ্ত করতে আসে, তারা বলবে, "কোথায় সেই উপাস্যরা, আল্লাহর পাশে যাদের কাছে তোমরা মিনতি করতে?" তারা বলবে, "তারা আমাদের পরিত্যাগ করেছে"। তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা অবিশ্বাসী ছিল।

পারস্পারিক দোষারোপ

38 তিনি বলবেন, "পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের জিন এবং মানুষদের সাথে নরকে প্রবেশ করো"। প্রত্যেকবার যখন একটি দল প্রবেশ করে, তারা তাদের পূর্বপুরুষের দলকে অভিশাপ দেবে। যখন তাদের সকলে এর ভিতর থাকবে, সর্বশেষ দলটি পূর্ববর্তী দল সম্পর্কে বলবে, "আমাদের প্রভু, এরা তারাই যারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। তাদেরকে নরকের দিগুন শাস্তি দিন"। তিনি বলবেন, "প্রত্যেকে দিগুন পায়, কিন্তু তোমরা জানো না"।

39 পূর্বপুরুষের দল পরবর্তী দলকে বলবে, "যেহেতু আমাদের চেয়ে তোমাদের সুবিধা বেশি ছিল , তোমাদের নিজেদের পাপের জন্য শাস্তি আস্বাদন করো"।

আল্লাহর প্রকাশনাবলী প্রত্যাখ্যানঃ একটি অমার্জনীয় অপরাধ

40 নিশ্চয়, যারা আমাদের প্রকাশনাবলী প্রত্যাখ্যান করে এবং সেগুলো মেনে চলতে খুব উদ্ধত হয়, আকাশের দরজাগুলো কখনো তাদের জন্য খোলা হবে না, না তারা স্বর্গে প্রবেশ করবে যতক্ষণ না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমরা এভাবে অপরাধিদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহন করি।

41 তারা একটি আবাস হিসেবে নরক টেনে এনেছে; তাদের উপরে সীমানা সমূহ থাকবে। আমরা এভাবে সীমালঙ্ঘনকারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহন করি।

42 তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে এবং একটি সৎকর্মশীল জীবন যাপন করে- আমরা কখনো কোন আত্মাকে এর ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা চাপাই না- এরা হবে স্বর্গোদ্যানের বাসিন্দা। তারা এতে চিরকাল বাস করে।

আল্লাহর করুনায়

43 আমরা তাদের অন্তর থেকে সকল ঈর্সা সরিয়ে নেবো। তাদের নিচ থেকে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে,এবং তারা বলবে, "আমাদের পথ-প্রদর্শনের জন্য প্রশংসা আল্লাহর। আমরা সম্ভবত পথপ্রাপ্ত হতে পারতাম না, যদি এটি না হতো যে আল্লাহ আমাদের পথপ্রদর্শন করেছেন। আমাদের প্রভুর বার্তাবাহকরা সত্য এনেছিল।" তাদেরকে ডাকা হবে: "এটি তোমাদের স্বর্গোদ্যান। তোমরা এর উত্তরাধিকারী হয়েছ, তোমাদের কর্মসমূহের প্রতিদানে।"

44 স্বর্গোদ্যানের অধিবাসীরা নরকের অধিবাসীদের ডাকবে: "আমরা আমাদের প্রভুর অংগীকার সত্য পেয়েছি, তোমরা কি তোমাদের প্রভুর অংগীকার সত্য পেয়েছ?" তারা বলবে, "হ্যা"। তাদের মধ্যে একজন ঘোষনাকারী ঘোষনা করবে : "আল্লাহর শাস্তি সীমালঙ্ঘনকারীদের উপর পড়েছে;

45 "যারা আল্লাহর পথে বাধা দেয়, এবং একে বক্র করতে কঠোর চেষ্টা করে,এবং, পরকাল সম্পর্কে, তারা অবিশ্বাসী।"

46 একটি সীমানা তাদেরকে আলাদা করে, যখন শুদ্ধিস্থান (আরাফ)* এমন লোকেদের দখলে থাকে যারা তাদের চেহারা দ্বারা প্রতিটি পক্ষকে চিনতে পারে। তারা স্বর্গের বাসিন্দাদের ডাকবেঃ “তোমাদের উপর শান্তি হোক”। তারা মনোমতো চিন্তার ছলে (স্বর্গোদ্যানে) প্রবেশ করেনি।

৭:৪৬-৪৯ প্রাথমিকভাবে, ৪টি স্থান থাকবে: (১) উচ্চ স্বর্গ, (২) নিম্ন স্বর্গ, (৩) শুদ্ধিস্থান/ মধ্যস্থান, এবং (৪) নরক। শুদ্ধিস্থান/ মধ্যস্থান নিম্ন স্বর্গের সাথে সংযুক্ত থাকবে।

47 যখন তারা তাদের চোখ নরকের বাসিন্দাদের দিকে ফেরায়, তারা বলবে, “আমাদের প্রভু, আমাদেরকে এই পাপপূর্ন লোকদের সাথে রেখো না”।

অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত

48 শুদ্ধিস্থানের বাসিন্দারা জিজ্ঞেস করবে লোকদের, যাদেরকে তাদের চাহনি দেখে চিনবে, এই বলে যে, “তোমাদের বিশাল সংখ্যা কোন ভাবেই তোমাদের উপকারে আসেনি, না তোমাদের ঔদ্ধত্য।

49 ওরাই কি সেই লোক তোমরা শপথ করতে যে আল্লাহ কখনো তাদের দয়া করবেন না?”(শুদ্ধিস্থানের লোকদের তখন বলা হবে,) “স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করো; তোমাদের ভয়ের কিছু নেই, না তোমরা শোক করবে”।

50 নরকের বাসিন্দারা স্বর্গোদ্যানের বাসিন্দাদের সাথে সাক্ষাতে বলবেঃ “তোমাদের কিছু পানি, অথবা তোমাদেরকে আল্লাহর দেয়া কিছু জীবিকা আমাদের দিকে সরবরাহ করো”। তারা বলবে, “আল্লাহ সেগুলো অবিশ্বাসীদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন”।

51 যারা তাদের ধর্মকে গুরুত্বের সাথে নেয় না, এবং দুনিয়ার জীবনে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন, আমরা তাদেরকে ঐ দিন ভুলে যাই, কারণ তারা ঐ দিনকে ভুলে গিয়েছিল, এবং কারণ তারা আমাদের প্রকাশনাবলি অবজ্ঞার সাথে প্রত্যাক্ষান করেছিল।

কুরআন: সম্পূর্ণ বিস্তারিত

52 আমরা তাদেরকে একটি ঐশীগ্রন্থ দিয়েছি যা সম্পূর্ন বিস্তারিত, জ্ঞানে, পথ-প্রদর্শনে,এবং দয়ায়, সে লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।

53 তারা কি অপেক্ষা করছে যতক্ষণ না সকল (ভবিষ্যৎবানী) পরিপূর্ণ হয়? সে দিন যখন এরকম পরিপূর্ণতা ঘটে, যারা অতীতে এটি উপেক্ষা করেছিল তারা বলবে, "আমাদের প্রভুর বার্তাবাহকরা সত্য এনেছে। আমাদের পক্ষে সুপারিশ করতে কোন সুপারীশকারী আছে কি? আপনি কি আমাদের ফেরত পাঠাবেন, যাতে আমরা আমাদের ব্যবহার পরিবর্তন করি, এবং উত্তম কাজ করি তার চেয়ে যা আমরা করেছিলাম?” তারা তাদের আত্মা হারিয়েছে, এবং তাদের নিজেদের উদ্ভাবন তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে।

54 তোমাদের প্রভু এক আল্লাহ; যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছিলেন,* এরপর সকল কর্তৃত্ব গ্রহন করেছিলেন। রাত নাগাল পায় দিনের, যেহেতু এটি নিরবচ্ছিন্নভাবে এর পেছনে ছোটে, এবং সূর্য, চন্দ্র, ও তারকারাজি তাঁর আদেশে চলতে নিয়োজিত। নি:সন্দেহে, তিনি সকল সৃষ্টি এবং সকল আদেশ নিয়ন্ত্রন করেন। আল্লাহ সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন, মহাবিশ্বের প্রভু।

৭:৫৪ সমস্ত সৃষ্টির ছয় দিন হচ্ছে রূপক; এগুলি আমাদের অসীম ক্ষুদ্র গ্রহ "পৃথিবীর" আপেক্ষিক জটিলতা জানার জন্য একটি মাপকাঠি হিসেবে কাজ করে - যে এটি "৪ দিনে" তৈরি হয়েছিল (৪১:১০ দেখুন)।

55 তোমরা তোমাদের প্রভুকে প্রকাশ্যে এবং গোপনে উপাসনা করবে; তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।

56 পৃথিবীকে কলুষিত করো না, এটিকে পরিশুদ্ধ করার পর এবং তাঁর উপাসনা করো ভক্তি-শ্রদ্ধা থেকে,এবং আশা নিয়ে। নিশ্চয়, আল্লাহর দয়া সৎ কর্মীদের দ্বারা অর্জনীয়।

57 তিনিই একজন যিনি শুভ ইঙ্গিত সহ বায়ু পাঠান, তাঁর হাত থেকে একটি দয়া হিসাবে। একবার যখন তারা ভারী মেঘ জড়ো করে, আমরা এগুলোকে মৃত ভূমির দিকে চালনা করি,এবং তা থেকে পানি বর্ষন করি, তা দিয়ে সব রকমের ফল উৎপাদন করতে। আমরা এভাবে মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করি, যাতে তোমরা খেয়াল করতে পার।

58 ভালো জমি সহজে এর উদ্ভিদ উৎপাদন করে এর প্রভুর অনুমতিতে, যখন মন্দ জমি নামেমাত্র প্রয়োজনীয় কিছু উৎপাদন করে। আমরা এভাবে প্রকাশনাবলী ব্যাখ্যা করি লোকদের জন্য যারা কৃতজ্ঞ।

নূহ

59 আমরা নুহকে তার লোকদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, এই বলে,“হে আমার লোকেরা,আল্লাহর উপাসনা করো; তাঁর পাশে তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি ভয়াবহ দিনের শাস্তির ভয় করি”।

60 তার লোকদের নেতারা বলেছিল, “আমরা দেখি যে তুমি বহুদূর পথভ্রষ্ট”।

61 সে বলেছিল, "হে আমার লোকেরা,আমি পথভ্রষ্ট নই; আমি মহাবিশ্বের প্রভুর পক্ষ থেকে একজন বার্তাবাহক।

62 "আমি তোমাদের কাছে আমার প্রভুর বার্তা পৌঁছে দেই, এবং আমি তোমাদেরকে উপদেশ দেই, এবং আমি আল্লাহ থেকে জানি যা তোমরা জানো না।

63 "এটি কি খুব বেশি বিস্ময়ের যে স্মরণ করার একটি মাধ্যম তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আসা উচিত, তোমাদের মতো একজন মানুষের মাধ্যমে, তোমাদেরকে সতর্ক করতে, এবং তোমাদেরকে সৎকর্মশীলতার দিকে পরিচালিত করতে, যাতে তোমরা দয়া অর্জন করতে পারো?"

64 তারা তাকে প্রত্যাক্ষান করেছিল। ফলস্বরুপ, আমরা রক্ষা করেছিলাম তাকে এবং যারা তার সাথে নৌকায় ছিল এবং আমরা তাদেরকে ডুবিয়ে ছিলাম যারা আমাদের প্রকাশনাবলি প্রত্যাক্ষান করেছিল; তারা ছিল অন্ধ ।

হুদ

65 আ'দের কাছে আমরা তাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, "হে আমার লোকেরা, আল্লাহর উপাসনা করো ; তাঁর পাশে তোমাদের অন্য উপাস্য নেই। তবে কি তোমরা সৎকর্মশীল হবে?

66 তার লোকেদের মধ্যে নেতারা যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা বলেছিল, “আমরা দেখি যে তুমি বোকার মতো আচরণ করছ, এবং আমরা মনে করি যে তুমি একজন মিথ্যুক”।

67 সে বলেছিল, “হে আমার লোকেরা, আমার মধ্যে কোন বোকামি নেই; আমি মহাবিশ্বের প্রভুর পক্ষ থেকে একজন বার্তাবাহক”।

68 “আমি তোমাদের কাছে আমার প্রভুর বার্তা পৌঁছে দিই, এবং আমি সততার সাথে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি।

69 “এটি কি খুব বেশি বিস্ময়ের যে একটি বার্তা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে, তোমাদের মতো একজন মানুষের মাধ্যমে, তোমাদেরকে সতর্ক করতে? স্মরণ করো যে তিনি তোমাদেরকে নুহের লোকদের পর উত্তরাধিকারী করেছিলেন, এবং তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলেন। স্মরণ করো, আল্লাহর কৃপা, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।

মাতাপিতাকে অন্ধভাবে অনুস্মরণ করাঃ একটি মানবিক বিপর্যয়

70 তারা বলেছিল, “তুমি কি এসেছ আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করাতে,এ বং আমাদের মাতাপিতারা যা উপাসনা করতো তা পরিত্যাগ করাতে? আমরা তোমাকে সে অনিবার্য ধ্বংস চ্যালেঞ্জ করি যা দিয়ে তুমি আমাদের ভয় দেখাও, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

71 সে বলেছিল, "তোমরা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শাস্তি এবং ক্রোধ টেনে এনেছ। তোমরা কি আমার সাথে তর্ক করো তোমাদের বানানো বিষয় সমূহের সমর্থনে যা তোমরা মিথ্যা ভাবে গড়েছো- তোমরা এবং তোমাদের পিতা-মাতারা - যা কখনোই আল্লাহ দ্বারা অনুমোদিত ছিল না? সুতরাং, অপেক্ষা করো এবং আমি তোমাদের সাথে অপেক্ষা করবো।"

72 আমরা তখন রক্ষা করেছিলাম তাকে এবং যারা তার সাথে ছিল, আমাদের পক্ষ থেকে দয়ার দ্বারা, এবং আমরা তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম যারা আমাদের প্রকাশনাবলি প্রত্যাক্ষান করেছিল এবং বিশ্বাসী হতে অস্বীকার করেছিল।

সালেহ

73 সামুদের কাছে আমরা তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, "হে আমার লোকেরা, আল্লাহর উপাসনা করো ; আল্লাহর পাশে তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে প্রমান দেয়া হয়েছে: এই যে আল্লাহর উট, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। একে আল্লাহর দেয়া জমি থেকে খেতে দাও, এবং কোনো ক্ষতির উদ্দেশ্যে একে স্পর্শ করো না, পাছে তোমরা এক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি টেনে আনো।

74 "স্মরন করো যে, তিনি আদের পর তোমাদের উত্তরাধিকারী করেছিলেন, এবং পৃথিবীর উপর তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এর উপত্যকায় অট্টালিকা তৈরী করে, এবং এর পাহাড়ে বাড়ি খোদাই করে। তোমরা আল্লাহর আশীর্বাদকে স্মরণ করবে, এবং পৃথিবীতে দূর্নীতি করে বেড়িও না।"

বার্তা: বার্তাবাহকের প্রমান

75 তার লোকদের মধ্যে উদ্ধত নেতারা সেসব সাধারন লোকদের বলেছিল যারা বিশ্বাস করেছিল, "তোমরা কিভাবে জানো যে সালেহ তার প্রভুর পক্ষ থেকে প্রেরিত?" তারা বলেছিল, "যে বার্তা সে এনেছিল, তা আমাদেরকে বিশ্বাসী করেছে।"

76 উদ্ধত লোকেরা বলেছিল, "তোমরা যা বিশ্বাস করো তা আমরা অবিশ্বাস করি"।

77 ফলস্বরূপ, তারা উটটি হত্যা করেছিল, তাদের প্রভুর হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, এবং বলেছিল, "হে সালেহ, নিয়ে আসো সেই অনিবার্য ধ্বংস যা দিয়ে তুমি আমাদের ভয় দেখাও, যদি সত্যি তুমি একজন বার্তাবাহক হও"।

78 ফলস্বরূপ, ভূমিকম্প তাদের নির্মূল করেছিল, তাদেরকে তাদের বাড়িতে মৃত ফেলে রেখে।

79 সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, এই বলে, "হে আমার লোকেরা, আমি আমার প্রভুর বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছি, এবং তোমাদের উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু তোমরা কোন উপদেশ প্রদানকারী পছন্দ করো না"।

লুতঃ সমকামিতা নিষিদ্ধ

80 লুত তার লোকদের বলেছিল, "তোমরা এমন নিদারুন ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত; বিশ্বে কেউ আগে এটা করেনি!"

81 "তোমরা মহিলাদের বদলে পুরুষদের সাথে যৌণ চর্চা করো। প্রকৃতপক্ষে, তোমরা একটি সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

82 তার লোকেরা এই বলে সাড়া দিয়েছিল যে, "তাদেরকে তোমার শহর থেকে তাড়াও। তারা এমন লোক যারা সচ্চরিত্রবান হতে চায়।"

83 ফলস্বরুপ, আমরা তাকে এবং তার পরিবারকে রক্ষা করেছিলাম, কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়; সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে ছিল।

84 আমরা একটি নির্দিষ্ট বর্ষন তাদের উপর বর্ষিত করেছিলাম; সেসব অপরাধীর পরিণতি লক্ষ্য করো।

শোয়েব: ঠকানো,অসততা নিষিদ্ধ

85 মাদিয়ানবাসীর কাছে আমরা তাদের ভাই শোয়েবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, "হে আমার লোকেরা, আল্লাহর উপাসনা করো; তাঁর পাশে তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে প্রমান এসেছে। তোমরা পূর্ণ ওজন এবং পূর্ণ মাপ দিবে, যখন তোমরা ব্যবসা করো। লোকদেরকে তাদের অধিকার থেকে ঠকিও না। পৃথিবীকে কলুষিত করো না, এটি পরিশুদ্ধ করার পর। এটি তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

86 “বিরত হও প্রত্যেক পথে বাঁধা দেয়া হতে , আল্লাহর পথ থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার প্রয়াসে যারা বিশ্বাস করে, এবং একে বক্র করো না। স্মরণ করো যে, তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে এবং তিনি তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলেন। স্মরণ করো, পাপীদের পরিণতি।

87 “এখন যেহেতু তোমাদের কেউ কেউ বিশ্বাস করেছ তাতে যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, এবং কেউ কেউ অবিশ্বাস করেছ, অপেক্ষা করো যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের মধ্যে তাঁর রায় দেন; তিনি সর্বোত্তম বিচারক।

88 তার লোকদের মধ্যে উদ্ধত নেতারা বলেছিল, “আমরা তোমাকে উচ্ছেদ করবো, হে সোয়েব, তাদের সাথে একত্রে যারা তোমার সাথে বিশ্বাস করেছিল, আমাদের শহর থেকে, যদি না তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসো। “সে বলেছিল, “তোমরা কি আমাদের জোর করতে যাচ্ছ?

89 “আমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপকারী হয়ে যাব, যদি আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি, আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করার পর। আমাদের প্রভু আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেমন করে আমরা পুনরায় এতে প্রত্যাবর্তন করতে পারি? আমাদের প্রভুর জ্ঞান সকল বস্তুকে বেষ্টন করে আছে। আমরা আল্লাহর প্রতি আমাদের আস্থা রেখেছি। আমাদের প্রভু, আমাদেরকে আমাদের লোকদের উপর চূড়ান্ত বিজয় দিন। আপনি সর্বোত্তম সমর্থনকারী”।

90 তার লোকদের মধ্যে অবিশ্বাসী নেতারা বলেছিল, “যদি তোমরা সোয়েবকে অনুসরণ করো, তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে”।

91 ভূমিকম্প তাদেরকে নির্মূল করেছিল, তাদেরকে তাদের বাড়িতে মৃত ফেলে রেখে।

92 যারা শোয়েবকে প্রত্যাক্ষান করেছিল তারা বিলুপ্ত হয়েছিল, যেন কখনোই তাদের অস্তিত্ব ছিল না। যারা শোয়েবকে প্রত্যাক্ষান করেছিল তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

93 সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, এই বলে, "হে আমার লোকেরা, আমি আমার প্রভুর বার্তা তোমাদের কাছে পৌছিঁয়েছি, এবং আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছি। কিভাবে আমি অবিশ্বাসী লোকদের জন্য দু:খ করতে পারি।"

ছদ্মবেশে আশীর্বাদ

94 যখনই আমরা কোন সম্প্রদায়ের কাছে কোন নবী পাঠিয়েছিলাম, আমরা এর লোকদেরকে প্রতিকূলতা এবং কষ্ট দিয়ে দূর্দশাগ্রস্থ করেছিলাম, যাতে তারা মিনতি করে।

95 এরপর আমরা ঐ কষ্টের জায়গায় শান্তি এবং সমৃদ্ধি প্রতিস্থাপিত করেছিলাম। কিন্তু হায়, তারা অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল এবং বলেছিল, "আমাদের মাতাপিতারাও সমৃদ্ধির পূর্বে ঐ কষ্ট ভোগ করেছিল।" ফলস্বরুপ, আমরা তাদের শাস্তি দিয়েছিলাম আকস্মিকভাবে, যখন তারা খুব অল্পই এমনটা ভেবেছিল।

বেশির ভাগ মানুষ ভুলটি বেছে নেয়

96 ঐসব সম্প্রদায়ের লোকরা যদি বিশ্বাস করতো এবং সৎকর্মশীলতে পরিনত হতো, আমরা আকাশ এবং পৃথিবী থেকে তাদের আশীর্বাদ বর্ষণ করতাম। যেহেতু তারা অবিশ্বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আমরা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম তার জন্য, যা তারা অর্জন করেছিল।

97 বর্তমান সম্প্রদায়ের লোকেরা কি নিশ্চয়তা দেয় যে, আমাদের শাস্তি রাতে তাদের কাছে আসবে না, যখন তারা ঘুমন্ত?

98 বর্তমান সম্প্রদায়ের লোকেরা কি নিশ্চয়তা দেয় যে আমাদের শাস্তি দিনে তাদের কাছে আসবে না, যখন তারা খেলায় মগ্ন?

99 তারা কি আল্লাহর পরিকল্পনাকে আবজ্ঞা করেছে? দুর্ভাগারা ছাড়া কেউ আল্লাহর পরিকল্পনাকে আবজ্ঞা করে না।

100 যারা পূর্ববর্তী প্রজন্মের পর পৃথিবীকে উত্তরাধিকার করে কখনো কি এটা তাদের উপলব্ধি হয় যে, আমরা যদি চাই, আমরা তাদের পাপের জন্য তাদের শাস্তি দিতে পারি, এবং তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিতে পারি, তাদেরকে বধির করে দিয়ে?

101 আমরা তোমার কাছে সেসব সম্প্রদায়ের ইতিহাস বর্ননা করি: তাদের কাছে তাদের বার্তাবাহকেরা সুস্পষ্ট প্রমানাদি নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারা বিশ্বাস করার ছিল না তাতে, যা তারা পূর্বেই প্রত্যাক্ষান করেছিল। আল্লাহ এভাবে অবিশ্বাসীদের অন্তরে মোহর এটে দেন।

102 আমরা পেয়েছিলাম যে,তাদের বেশির ভাগ তাদের অংগীকার উপেক্ষা করে; আমরা তাদের বেশির ভাগকে পাপী পেয়েছিলাম।*

৭:১০২ এই জীবন আমাদের নিজেদের মুক্তির শেষ সুযোগ, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই একগুঁয়ে, বিদ্রোহী এবং মন্দ বলে প্রমাণিত হয়েছে (ভূমিকা দেখুন)।

মুসা

103 সেসব বার্তাবাহকদের) পর, আমরা ফেরাউন এবং তার লোকদের কাছে আমাদের নিদর্শনাবলি দিয়ে মুসাকে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তারা সীমালঙ্ঘন করেছিল। লক্ষ্য করো,পাপীদের পরিণতি।

104 মুসা বলেছিল, "হে ফেরাউন, আমি মহাবিশ্বের প্রভুর পক্ষ থেকে একজন বার্তাবাহক।

105 "এটি আমার উপর অবশ্য পালনীয় যে,আমি আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া বলি না। আমি তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন নিয়ে এসেছি; ইসরাইলের সন্তানদের যেতে দাও।

106 সে বলেছিল, “যদি তোমার একটি নিদর্শন থাকে,তাহলে তা উপস্থাপন করো,যদি তুমি সত্যবাদী হও”।

107 সে তার লাঠি নিক্ষেপ করেছিল, এবং এটি এক ভয়ানক সাপে পরিনত হয়েছিল।

108 সে তার হাত বের করেছিল, এবং এটি ছিল দর্শকদের কাছে সাদা।

109 ফেরাউনের লোকদের নেতারা বলেছিল, "সে একজন চতুর যাদুকর ছাড়া বেশি কিছু নয়।

110 “সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে নিয়ে যেতে চায়; তোমরা কি পরামর্শ দাও?”

111 তারা বলেছিল, "তাকে এবং তার ভাইকে অবকাশ দিন, এবং আহ্বানকারীদেরকে প্রত্যেক শহরে পাঠান।

112 "তাদেরকে সকল অভিজ্ঞ যাদুকরদের একত্র করতে দিন।"

113 যাদুকররা ফেরাউনের কাছে এসেছিল এবং বলেছিল, "যদি আমরা জয়ী হই, আমরা কি পারিশ্রমিক পাবো?"

114 সে বলেছিল, "হ্যা নিশ্চয়ই; তোমরা এমনকি আমার নিকটবর্তী হবে।"

115 তারা বলেছিল, "হে মুসা, হয় তুমি ছোড়ো, অথবা আমরা ছুড়ছি।"

116 সে বলল, “তোমরা ছোড়ো”। যখন তারা ছুঁড়ল, তারা লোকদের চোখকে ধোঁকা দিলো, তাদেরকে ভয় দেখালো, এবং একটি বিশাল যাদু উপস্থাপন করলো।

117 আমরা তখন মুসাকে উদ্বুদ্ধ করলামঃ “তোমার লাঠি ছোড়ে ফেলো,” যার ফলে তা গিলে ফেললো, যা কিছু তারা মিথ্যা বানিয়েছিল।

বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সত্য স্বীকৃত হলো

118 এভাবে, সত্য জয়ী হলো, এবং যা তারা করেছিল, তা অকার্যকর হলো।

119 তারা তৎক্ষণাৎ পরাজিত হলো; তারা অপদস্ত হলো।

120 যাদুকরেরা সেজদায় পড়লো।

121 তারা বলল, "আমরা মহাবিশ্বের প্রভুকে বিশ্বাস করি।

122 "মুসা এবং হারুনের প্রভুকে।"

123 ফেরাউন বলল, "তোমরা কি আমার অনুমতি ছাড়া তাকে বিশ্বাস করলে? এটি অবশ্যই একটি ষড়যন্ত্র হবে, যা তোমরা শহরে পরিকল্পনা করেছিলে, এর লোকদেরকে সরিয়ে নিয়ে যেতে। তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে।

124 “আমি তোমাদের হাত এবং পা বিপরীত দিক থেকে কাটবো, এরপর আমি তোমাদের সবাইকে ক্রুশবিদ্ধ করবো।"

125 তারা বলল, "আমরা এরপর আমাদের প্রভুর নিকট ফিরে যাবো।

126 “তুমি আমাদেরকে শুধুমাত্র এ কারনে নির্যাতন করো যে আমরা আমাদের প্রভুর প্রমানে বিশ্বাস করেছি, যখন সেগুলো আমাদের কাছে এসেছে। “আমাদের প্রভু, আমাদের দৃড়তা প্রদান করুন, এবং আমাদেরকে আত্মসমর্পণকারী হিসেবে মৃত্যু দিন”।

127 ফেরাউনের লোকদের নেতারা বলল, “আপনি কি মুসা এবং তার লোকদের পৃথিবীকে কলুষিত করতে দেবেন, এবং আপনাকে এবং আপনার উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করতে দেবেন?” সে বলল, “আমরা তাদের পুত্রদের হত্যা করবো, এবং কন্যাদের নিষ্কৃতি দেবো। আমরা তাদের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী”।

128 মুসা তার লোকদের বলল, “আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো, এবং দৃড়তার সাথে অধ্যবসায়ী হও। পৃথিবী আল্লাহর, এবং তিনি এটি প্রদান করেন তাঁর দাসদের মধ্যে থেকে যাকে তিনি পছন্দ করেন। চূড়ান্ত বিজয় সৎকর্মশীলদের।

129 তারা বলল, “আমরা নির্যাতিত ছিলাম - তুমি আমাদের কাছে আসার আগে, এবং তুমি আমাদের কাছে আসার পরে”। সে বলল, “তোমাদের প্রভু তোমাদের শত্রুকে সম্পূর্ন ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তিনি দেখবেন - তোমরা কেমন আচরণ করো”।

মহামারী

130 আমরা এরপর ফেরাউনের লোকদের খরা, এবং ফসলের ঘাটতি দিয়ে দুর্দশাগ্রস্থ করলাম, যাতে তারা সতর্ক হয়।

131 যখন তাদের সামনে শুভ লক্ষনসমূহ আসতো, তারা বলতো, "আমরা এর উপযুক্ত হয়েছি," কিন্তু যখন কোন কষ্ট তাদেরকে পীড়া দিতো, তারা মূসাকে এবং তার সাথে যারা ছিল তাদেরকে দোষী করতো। প্রকৃতপক্ষে, তাদের লক্ষনসমূহ শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বারা সিদ্ধান্তকৃত, কিন্তু তাদের বেশির ভাগ জানে না।

132 তারা বলল, "তুমি আমাদেরকে যে রকমের নিদর্শনই দেখাও না কেন, তোমার যাদু দিয়ে আমাদেরকে প্রতারিত করতে, আমরা বিশ্বাস করবো না।"

সতর্কবানী অবহেলিত থেকে যায়

133 ফলস্বরূপ, আমরা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম বন্যা, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, এবং রক্ত-প্রগাড় নিদর্শনাবলি। কিন্তু তারা তাদের দাম্ভিকতা বজায় রাখলো। তারা মন্দ লোক ছিল।

134 যখনই কোন মহামারি তাদের দূর্দশাগ্রস্থ করতো, তারা বলতো "হে মুসা, তোমার প্রভুর কাছে মিনতি করো- তুমি তাঁর নিকটবর্তী। যদি তুমি এই মহামারি দূর করো, আমরা তোমার সাথে বিশ্বাস করবো, এবং ইসরাইলের সন্তানদের তোমার সাথে পাঠাব।"

135 এরপরও, যখন কিছু সময়ের জন্য আমরা মহামারী দূর করতাম, তারা তাদের অংগীকার ভঙ্গ করতো।

অনিবার্য প্রতিফল

136 ফলস্বরূপ, আমরা তাদের কাজের প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম, এবং তাদের সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। এটা এ কারনে যে তারা আমাদের নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিল, এবং তা হতে পুরোপুরি অমনোযোগী ছিল।

137 আমরা নির্যাতিত লোকদের ভূমির উত্তরাধিকারী করলাম, পূর্ব এবং পশ্চিম, এবং আমরা একে মহিমান্বিত করলাম। তোমার প্রভুর পবিত্র হুকুম এভাবে ইসরাইলের সন্তানদের জন্য পরিপূর্ণ হয়েছিল, তাদেরকে তাদের ধৈর্য্যশীলতার জন্য পুরস্কৃত করতে, এবং আমরা নির্মূল করেছিলাম ফেরাউন ও তার লোকদের কাজ এবং তাদের ফলানো সবকিছু।

সকল অলৌকিকতার পর

138 আমরা ইসরাইলের সন্তানদের সাগর পার করালাম। যখন তারা পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো সেই লোকদের, যারা মূর্তি পুজা করছিল, তারা বলল, “হে মুসা,তাদের উপাস্যের মতো আমাদের জন্য একটি উপাস্য বানাও”। সে বলল, “নিশ্চয়, তোমরা অজ্ঞ লোক।

139 “এইসব লোকেরা এক মিথ্যাচারে লিপ্ত, তারা যা করছে এর ফল তাদের জন্য ধ্বংসাত্মক।

140 “আমি কি তোমাদের উপাস্য হতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে খুঁজবো, যখন তিনি তোমাদেরকে বিশ্বের অন্য যে কারোর চেয়ে সৌভাগ্যবান করেছেন?”

ইসরাইলের সন্তানদের কাছে স্মরণ করার একটি মাধ্যম

141 স্মরণ করো যে আমরা তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের থেকে রক্ষা করেছিলাম, যারা তোমাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাতো,তোমাদের পূত্রদের হত্যা করতো আর কন্যাদের ছেড়ে দিতো। তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সেটা ছিল তোমাদের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা।

আমাদের বিশ্ব আল্লাহর শারীরিক উপস্থিতি সহ্য করতে পারে না

142 আমরা মুসাকে ডেকেছিলাম ত্রিশ রাতের জন্য*, এবং সেগুলোকে পূর্ন করেছিলাম দশ যোগ করে*। এভাবে, তার প্রভুর সাথে শ্রবন চল্লিশ* রাতের জন্য স্থায়ী হয়েছিল। মুসা তার ভাই হারুনকে বলল, "এখানে আমার লোকদের সাথে থাকো, সৎকর্মশীলতা বজায় রাখো, এবং দূর্নীতিগ্রস্থ লোকদের পথ অনুসরণ করো না।"

৭:১৪২ এই সংখ্যাগুলি যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা তাৎপর্যপূর্ণ। পরিশিষ্ট ১-এ বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, কুরআনে উল্লিখিত সমস্ত সংখ্যার যোগফল ১৬২১৪৬, ১৯x৮৫৩৪।

143 যখন মুসা আমাদের নির্ধারিত সময়ে আসল, এবং তার প্রভু তার সাথে কথা বললেন, সে বলেছিল, "আমার প্রভু,আমাকে আপনার দিকে তাকাতে এবং দেখতে দিন।” তিনি বললেন, "তুমি আমাকে দেখতে পারো না। ঐ পাহাড়ের দিকে তাকাও; যদি এটি এর জায়গায় স্থির থাকে, তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পারো।" এরপর, তার প্রভু নিজেকে পাহাড়ে স্পষ্ট প্রকাশ করলেন, এবং এটি একে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলো। মুসা অচেতন হয়ে পড়লো। যখন সে চেতনা ফিরে পেল, সে বলল, "আপনি মহিমান্বিত। আমি আপনার নিকট অনুশোচনা করি, এবং আমি সর্বোচ্চ প্রমানপ্রাপ্ত বিশ্বাসী।"

144 তিনি বললেন, "হে মুসা,আমি তোমাকে পছন্দ করেছি,সব লোকের মধ্য থেকে, আমার বার্তা দিয়ে এবং তোমার সঙ্গে কথা বলার মাধ্যমে। সুতরাং, আমি তোমাকে যা দিয়েছি তা গ্রহন করো এবং কৃতজ্ঞ হও।"

145 আমরা তার জন্য ফলকের উপর সব ধরনের শিক্ষা এবং সকল কিছু বিস্তারিত লিখলাম: "তুমি দৃড়ভাবে এইসব শিক্ষা ধারণ করবে, এবং তোমার লোকদের সেগুলো ধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে- এগুলো সর্বোত্তম শিক্ষা। আমি তোমাকে মন্দদের পরিণতি দেখাবো।

ঐশ্বরিক মধ্যস্থতা অবিশ্বাসীদের অন্ধকারে রাখে

146 আমার প্রকাশনাবলী থেকে আমি তাদেরকে সরিয়ে রাখবো যারা যথার্থ কারণ ছাড়া পৃথিবীতে উদ্ধত। ফলস্বরূপ, যখন তারা সব রকমের প্রমান দেখবে,তারা বিশ্বাস করবে না। এবং যখন তারা পথপ্রাপ্তির রাস্তা দেখবে তারা তাদের পথ হিসেবে এটি অবলম্বন করবে না,কিন্তু যখন তারা পথভ্রষ্টতার রাস্তা দেখবে তারা তাদের পথ হিসেবে এর অবলম্বন করবে। এটি হচ্ছে আমাদের প্রমানগুলোকে তাদের প্রত্যাক্ষান করার, এবং এতে সম্পূর্ণ অমনোযোগী থাকার ফল।

147 যারা প্রত্যাখ্যান করে আমাদের প্রকাশনাবলী এবং পরকালের সাক্ষাত, তাদের কাজ নিষ্ফল হয়। তারা যা করেছিল তারা কি শুধু তার জন্য প্রতিদানপ্রাপ্ত?

স্বর্ণের বাছুর

148 তার অনুপস্থিতিতে, মুসার লোকেরা তাদের অলঙ্কার থেকে তৈরি করল একটি বাছুরের মূর্তি, যা একটি বাছুরের ডাক* করতে সক্ষম। তারা কি দেখেনি যে,এ টা তাদের সাথে কথা বলতে পারে না,অথবা তাদেরকে কোন রাস্তায় পথপ্রদর্শন করে না? তারা এর উপাসনা করল, এবং এভাবে মন্দে পরিণত হলো।

৭:১৪৮ সোনার বাছুরটি কীভাবে বাছুরের শব্দ করেছিল তা পাদটীকা ২০:৯৬ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে

149 অবশেষে,যখন তারা তাদের কাজের জন্য অনুতাপ করলো,এবং উপলব্ধি করলো যে তারা বিপথে গিয়েছে,তারা বলল, “যদি না আমাদের প্রভু আমাদের উদ্ধার করেন তাঁর দয়া দিয়ে,এবং ক্ষমা করেন, আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব”।

150 যখন মুসা তার লোকদের কাছে ফিরে আসল, রাগান্বিত ও হতাশ হল, সে বলল, “আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা কি এক ভয়ানক জিনিস করেছ!” তোমরা কি তোমাদের প্রভুর প্রত্যাদেশের জন্য অপেক্ষা করতে পারনি?”সে ফলকগুলো ছুড়ে ফেলল, এবং তার ভাইয়ের মাথা ধরল, তাকে নিজের দিকে টেনে ধরে। (হারুন) বলল, “আমার মায়ের পুত্র, লোকেরা আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিল, এবং প্রায় আমাকে মেরে ফেলেছিল। আমার শত্রুদের আনন্দিত হতে দিয়ো না, এবং আমাকে সীমাতিক্রমকারী লোকদের সাথে গণনা করো না”।

151 (মুসা) বলল, "আমার প্রভু,আমাকে এবং আমার ভাইকে ক্ষমা করুন, এবং আমাদেরকে প্রবেশ করান আপনার দয়ায়। সকল দয়াবানদের মধ্যে,আপনি সবচেয়ে দয়াবান।

152 অবশ্যই, যারা বাছুরটির উপাসনা করলো তারা টেনে এনেছে তাদের প্রভুর তীব্র ক্রোধ, এবং এই জীবনে অবমাননা। আমরা এভাবে নব-উদ্ভাবকদের থেকে প্রতিশোধ নেই।

153 আর যারা পাপ করে,এরপর অনুশোচনা করে এবং বিশ্বাস করে, তোমাদের প্রভু - এরপর - ক্ষমাকারী,পরম দয়ালু।

154 যখন মুসার রাগ প্রশমিত হলো,সে তুলে নিলো ফলকগুলো,যা পথ-প্রদর্শন ও দয়া সমৃদ্ধ- তাদের জন্য যারা তাদের প্রভুকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।

155 মুসা এরপর তার লোকেদের মধ্য থেকে সত্তর জনকে নির্বাচন করলো,আমাদের নির্ধারিত বৈঠকে আসতে। যখন ভূ-কম্পন তাদেরকে কম্পিত করলো,সে বলল, "আমার প্রভু,অতীতে আপনি তাদেরকে ধ্বংস করতে পারতেন, একই সাথে আমাকেও, যদি আপনি এমনই ইচ্ছা করতেন। আপনি কি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন আমাদের মধ্যকার তাদের কাজের জন্য যারা বোকা? এটি অবশ্যই একটি পরীক্ষা যা আপনি আমাদের জন্য প্রবর্তন করেছেন। এটি দিয়ে,আপনি দন্ড বিধান করেন যাকে আপনি ইচ্ছা করেন, এবং পথ- প্রদর্শন করেন যাকে আপনি ইচ্ছা করেন। আপনি আমাদের প্রভু এবং মনিব, তাই আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকে আপনার দয়া বর্ষন করুন; আপনি সর্বোত্তম ক্ষমাকারী।

আল্লাহর দয়া অর্জনের জন্য আবশ্যিক শর্ত: জাকাতের গুরুত্ব

156 “এবং আমাদের জন্য সৎকর্মশীলতা জারী করুন, এই দুনিয়ায়, এবং পরকালে। আমরা আপনার কাছে অনুশোচনা করেছি”। তিনি বললেন, “আমার শাস্তি পতিত হয় যার উপর আমি চাই । কিন্তু আমার দয়া সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। তা সত্ত্বেও, আমি তা নির্দিষ্ট করবো তাদের জন্য যারা (১) সৎকর্মশীল জীবন যাপন করে,(২)বাধ্যতামূলক দান (যাকাত)* দেয়, (৩) আমাদের প্রকাশনাবলিতে বিশ্বাস করে,এবং

৭:১৫৬ বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) এর গুরুত্ব বুঝানো অনেক কঠিন। ৬:১৪১-এ বর্ণিত হিসাবে, যেকোনো আয় প্রাপ্তির পর যাকাত দিতে হবে - একজনের নিট আয়ের ২.৫% পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, দরিদ্র এবং ভ্রমণকারী বিদেশীদের এই ক্রমে দিতে হবে (২:২১৫ দেখুন)।

157 “(৪) অনুসরণ করে বার্তাবাহককে,সেই উম্মী (যারা আগের ঐশীগ্রন্থ অনুসরণ করেনি) নবীকে(মুহাম্মাদ),যার ব্যাপারে তাদের তওরাত এবং ইঞ্জিলে লিখা আছে*। সে তাদেরকে উৎসাহিত করে সৎকর্মশীল হতে,তাদেরকে মন্দ থেকে নিষেধ করে,সকল ভালো খাদ্য তাদের জন্য অনুমোদন করে,এবং নিষিদ্ধ করে যা কিছু মন্দ, এবং তাদের উপর আরোপিত বোঝা ও শৃঙ্খলসমূহের ভার মুক্ত করে। যারা তাকে বিশ্বাস করে,তাকে সন্মান করে,তাকে সমর্থন করে,এবং অনুসরণ করে সে আলো যা তার সাথে এসেছিল তারাই সফলকাম ব্যক্তি।

৭:১৫৭ ডেউতেরনমি ১৮:১৫-১৯ এবং জন ১৪:১৬-১৭ ও ১৬:১৩ পদে মুহাম্মদের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

158 বল, “হে লোকেরা,আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর বার্তাবাহক। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা তাঁর। তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন এবং মৃত্যু নিয়ন্ত্রন করেন”। অতএব, তোমরা বিশ্বাস করবে আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহককে,সেই উম্মী(যারা আগের ঐশীগ্রন্থ অনুসরণ করেনি) নবীকে,যে আল্লাহ এবং তাঁর বানী বিশ্বাস করে। তাকে অনুসরণ করো,যাতে তোমরা পথ প্রাপ্ত হতে পারো।

সুপথপ্রাপ্ত ইহুদিরা

159 মুসার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে তারা যারা সত্য অনুসারে পথ প্রদর্শন করে,এবং সত্য তাদের সৎকর্মশীলতে পরিণত করে।

সিনাই-এ অলৌকিকতা

160 আমরা তাদেরকে বারটি গোত্রীয় সম্প্রদায়ে ভাগ করলাম, এবং আমরা মুসাকে অনুপ্রাণিত করলাম যখন তার লোকেরা তার কাছে পানি চেয়েছিলঃ “তোমার লাঠি দিয়ে পাথরটিতে আঘাত করো,”যার ফলে,সেখান থেকে বারটি ঝর্না প্রবলবেগে বের হয়ে এলো। এরুপে,প্রত্যেক সম্প্রদায় এর পানি চিনলো। এবং আমরা তাদেরকে মেঘমালা দিয়ে ছায়া দিয়েছিলাম, এবং তাদের কাছে নাজিল করেছিলাম মান্না ও কয়েলঃ “তোমাদের জন্য আমাদের দেয়া ভালো জিনিস থেকে খাও।” তারা আমাদের ক্ষতি করেনি; তারা তাদের নিজেদেরেই আত্মার ক্ষতি করেছিল।

অলৌকিকতা সত্ত্বেও বিদ্রোহ

161 স্মরণ করো যে তাদেরকে বলা হয়েছিল, "বসবাস করতে এই শহরে ঢোক, এবং তোমাদের খুশিমতো তা থেকে খাও, লোকদের সাথে অমায়িক ব্যবহার করো,এবং দরজা দিয়ে বিনীতভাবে প্রবেশ করো। আমরা তাহলে তোমাদের সীমালঙ্ঘনগুলো ক্ষমা করবো। আমরা সৎকর্মশীলদের জন্য প্রতিদান বহুগুনে বৃদ্ধি করবো।"

162 কিন্তু,তাদের মধ্যকার মন্দ লোকেরা তাদেরকে দেয়া নির্দেশাবলিকে অন্য নির্দেশাবলি দিয়ে প্রতিস্থাপন করলো। ফলস্বরুপ, আমরা আকাশ থেকে তাদের উপর দন্ডাদেশ পাঠালাম, তাদের অপকর্মের কারণে।

প্রত্যাদেশ পালন সমৃদ্ধি আনে

163 তাদেরকে সাগর ধারের সম্প্রদায়ের বিষয়ে স্মরণ করাও, যারা সাব্বাথ (বিশ্রামের দিনকে) অপবিত্র করেছিল। যখন তারা সাব্বাথ (বিশ্রামের দিন) পালন করতো,তাদের কাছে প্রচুর মাছ আসতো। এবং যখন তারা সাব্বাথ (বিশ্রামের দিন) লঙ্ঘন করতো,মাছ আসতো না। আমরা এভাবে তাদেরকে দুর্দশাগ্রস্থ করলাম, তাদের সীমালঙ্ঘনের ফলস্বরুপ।

আল্লাহর বার্তাকে উপহাস এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা

164 স্মরণ করো যে তাদের এক দল বলল, "কেন তোমাদের সে লোকদের কাছে ধর্ম-প্রচার করা উচিত যাদের আল্লাহ অবশ্যই ধ্বংস করবেন বা কঠোর শাস্তি দিবেন?"তারা উত্তর দিলো,"তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা চাও, "যাতে তারা রক্ষা পেতে পারে।

165 যখন তারা উপেক্ষা করলো যা তাদের স্মরণ করানো হয়েছিল, আমরা তাদের রক্ষা করলাম যারা মন্দ থেকে নিষিদ্ধ করেছিল, এবং মন্দকর্মীদের এক ভয়ানক শাস্তি দিয়ে দুদর্শাগ্রস্থ করলাম তাদের অপকর্মের জন্য।

166 যখন তারা প্রত্যাদেশসমূহের বিরোধিতা করা অব্যাহত রাখলো,আমরা তাদের বললাম, "তোমরা ঘৃণ্য বানর হয়ে যাও"।

167 এছাড়াও, তোমার প্রভু হুকুম করেছেন যে তিনি তাদের বিপক্ষে সে লোকদের উত্থিত করবেন যারা তাদের উপর কঠিন নির্যাতন আরোপ করবে,পুনুরুত্থান দিবস পর্যন্ত। তোমাদের প্রভু শাস্তি জোরদারে সবচেয়ে দক্ষ, এবং তিনি নিঃসন্দেহে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

168 আমরা তাদেরকে সমগ্র স্থলের অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিলাম। তাদের কেউ কেউ সৎকর্মশীল ছিল, এবং কেউ কেউ কম সৎকর্মশীল ছিল। আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম সমৃদ্ধি এবং অসচ্ছলতা দিয়ে,যাতে তারা ফিরে আসতে পারে।

169 তাদের পরবর্তীতে,তিনি প্রতিস্থাপিত করেছিলেন নতুন প্রজন্ম যারা ঐশীগ্রন্থ উত্তরাধিকার করেছিল। কিন্তু উলটো তারা দুনিয়ার জীবন পছন্দ করেছিল, এই বলে যে,"আমাদের ক্ষমা করা হবে"। কিন্তু তারা তখন এই দুনিয়ার বস্তু পছন্দ করাই অব্যাহত রেখেছিল। তারা কি ঐশীগ্রন্থ মেনে চলার, এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া না বলার অঙ্গীকার করেনি? তারা কি ঐশীগ্রন্থ অধ্যয়ন করেনি? নিশ্চিতভাবে,যারা সৎকর্মশীলতা বজায় রাখে তাদের জন্য পরকালের বাসস্থান অনেক উত্তম। তোমরা কি বুঝো না?

170 তারা যারা ঐশীগ্রন্থ মেনে চলে,এবং সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) প্রতিষ্ঠা করে,আমরা কখনো সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিতে ব্যর্থ হই না।

171 আমরা একটি ছাতার মতো তাদের উপর পাহাড়টি তুলে ধরলাম, এবং তারা মনে করলো এটি তাদের উপর পড়তে যাচ্ছে : “তোমরা মেনে চলবে যা আমরা তোমাদেরকে দিয়েছি,দৃঢ়ভাবে এবং এর অভ্যন্তরস্থ বস্তু স্মরণ রাখবে,যাতে তোমরা রক্ষা পেতে পারো।”

আমরা আল্লাহ সম্পর্কে সহজাত জ্ঞান নিয়ে জন্মাই*

172 স্মরণ করো যে তোমার প্রভু আদমের সকল সন্তানদের একত্র করলেন, এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের জন্য সাক্ষী করলেন: "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?”তারা সকলে বলল, "হ্যা,আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।”এভাবে,তোমরা পুনরুত্থান দিবসে বলতে পারবে না,"আমরা এ বিষয়ে অবহিত ছিলাম না।"

৭:১৭২ সুতরাং, প্রতিটি মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে সহজাত জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

173 না তোমরা বলতে পারবে,"আমাদের মাতাপিতারাই তো শিরক চর্চা করতো,এবং আমরা শুধু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলাম। আপনি কি অন্যরা যা প্রবর্তণ করেছে তার কারনে আমাদেরকে শাস্তি দিবেন?

174 আমরা এভাবে প্রত্যাদেশাবলি ব্যাখ্যা করি,লোকদের উদ্ধারপ্রাপ্ত হতে তাদের নিজেদের সক্ষম করতে।*

৭:১৭৪ এই জীবনই আমাদের আল্লাহর রাজত্বে ফিরে যাওয়ার শেষ সুযোগ (ভূমিকা দেখুন)।

175 তাদের জন্য আবৃত্তি করো সে ব্যক্তির সংবাদ যাকে আমাদের প্রমানাদি দেয়া হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো উপেক্ষা করা পছন্দ করল। ফলস্বরুপ, শয়তান তার পিছনে লাগল, যতক্ষন না সে একজন পথভ্রষ্ট হলো।

176 আমরা যদি ইচ্ছা করতাম, আমরা তাকে ঐ অবস্থা সত্ত্বেও তুলে আনতে পারতাম, কিন্তু সে নীচে এঁটে থাকাতেই অনঁড় রইল, এবং তার নিজের মত অনুসরণ করলো। এরূপে,সে ঐ কুকুরের মতো; তুমি তাকে আদর করো অথবা বকুনী দাও, সে হাঁপায়। এমনই লোকদের উদাহরন যারা আমাদের প্রমানাদি প্রত্যাখ্যান করে। বর্ননা করো এসব কাহিনী,যাতে তারা অনুধাবন করতে পারে।

177 মন্দ নিশ্চয়ই সেই লোকদের উদাহরণ যারা আমাদের প্রমানাদি প্রত্যাখ্যান করে; তারা শুধু তাদের নিজের আত্মারই ক্ষতি করে।

178 যাকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেন সেই সত্যিকার পথপ্রাপ্ত ব্যক্তি,এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।

শয়তান তার সদস্যদের সম্মোহিত করে

179 আমরা বহু সংখ্যক জীন এবং মানুষকে নরকে সোপর্দ করেছি। তাদের আছে মন যা দিয়ে তারা বোঝে না,চোখ যা দিয়ে তারা দেখে না,এবং কান যা দিয়ে তারা শোনে না। তারা পশুর মতো,না,তারা আরও অধিক মন্দ- তারা সম্পূর্ণ অসচেতন।

180 সবচেয়ে সুন্দর নামগুলো আল্লাহর; তাঁকে সেগুলো ধরে ডাকো,এবং তাদেরকে উপেক্ষা করো যারা তাঁর নাম বিকৃত করে। তারা তাদের পাপের জন্য প্রতিফল প্রাপ্ত হবে।

181 আমাদের সৃষ্টির মধ্যে,রয়েছে তারা যারা সত্য দিয়ে পথ-প্রদর্শন করে,এবং সত্য তাদের সৎকর্মশীলতে পরিনত করে।

182 আর তাদের জন্য যারা আমাদের প্রকাশনাবলি প্রত্যাক্ষান করে,আমরা তাদের পরিচালনা করি তাদেরকে কখনো তা বুঝতে না দিয়ে।

183 আমি এমনকি তাদের উৎসাহিত করবো,আমার পরিকল্পনা অজেয়।

184 কেন তারা তাদের বন্ধুর বিষয়ে (বার্তাবাহক) চিন্তা-ভাবনা করে না? সে উন্মাদ নয়। সে শুধু একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

185 তারা কি দেখে নি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্য, এবং সে সবকিছু যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন? এটা কখনো তাদের মনে হয় কী যে তাদের জীবনের সমাপ্তি হয়তো খুবই নিকটে? কোন হাদীস, এর পাশে,তারা বিশ্বাস করে?

186 যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করেন, কারো জন্য কোন পথ নেই তাকে পথপ্রদর্শন করার। তিনি তাদেরকে তাদের পাপে ছেড়ে দেন, ঘুরপাকরত অবস্থায়।

187 তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে দুনিয়ার সমাপ্তি (সেই সময়)* সম্পর্কে,এবং কখন তা সংঘটিত হবে। বল, “এর জ্ঞান আমার প্রভুর নিকট আছে। একমাত্র তিনি এর সময় প্রকাশ করেন*। আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীতে,এটি গুরুতর। হঠাৎ করে ছাড়া এটি তোমাদের কাছে আসবে না*। তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে,যেন তুমি এর নিয়ন্ত্রনে রয়েছ। বল, “এর জ্ঞান আল্লাহর নিকট আছে”,কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ তা জানে না।

৭:১৮৭ এই তথ্য প্রকাশের সঠিক সময় ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহকের মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত ছিল (১৫:৮৭, ৭২:২৭, এবং পরিশিষ্ট ২ ও ১১ দেখুন)।*

৭:১৮৭ "সময়" কেবল অবিশ্বাসীদের কাছে "হঠাৎ" আসে (পরিশিষ্ট ১১ দেখুন)।

বার্তাবাহকেরা ক্ষমতাহীন; তারা ভবিষ্যৎ জানে না

188 বল, “আমার কোন ক্ষমতা নেই আমার নিজের উপকার করার, অথবা আমার নিজের ক্ষতি করার। শুধু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা আমার সাথে ঘটে। যদি আমি ভবিষ্যৎ জানতাম, আমি আমার সম্পদ বৃদ্ধি করতাম, এবং কোন ক্ষতি আমাকে দুর্দশাগ্রস্ত করতো না। আমি একজন সতর্ককারীর চেয়ে বেশি কিছু নই, এবং তাদের জন্য একজন সুসংবাদ বহনকারী যারা বিশ্বাস করে”।

আমাদের সন্তানরা উপাস্য হতে পারে

189 তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি (আদম) থেকে। পরবর্তীতে,তিনি প্রত্যেক মানুষকে একজন সঙ্গীনী দিয়েছেন তার সাথে শান্তি পেতে। সে (স্ত্রী) তখন একটি হালকা বোঝা বহন করে যা সে কমই খেয়াল করতে পারে। যখন বোঝা ভারী হয়, তারা তাদের প্রভু আল্লাহর কাছে মিনতি করেঃ “যদি আপনি আমাদেরকে একটি ভালো শিশু দেন, আমরা কৃতজ্ঞ হব”।

190 কিন্তু যখন তিনি তাদের একটি ভালো শিশু দেন, তারা তাঁর দানকে উপাস্যে পরিণত করে যা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি হয়। আল্লাহ উচ্চপ্রশংসিত, কোন অংশীদারিত্বের অনেক উর্ধে।

191 এটা কি বাস্তব বিষয় নয় যে তারা উপাস্যদের উপাসনা করছে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না,এবং নিজেরাই সৃষ্ট?

192 উপাস্যরা যারা না পারে তাদেরকে সাহায্য করতে,না পারে নিজেদেরকে সাহায্য করতে?

193 যখন তুমি তাদেরকে পথপ্রাপ্তির দিকে আমন্ত্রন করো,তারা তোমাকে অনুসরণ করে না। এভাবে,তুমি তাদেরকে আমন্ত্রন করো,অথবা নীরব থাকো তা তাদের জন্য একই।

194 আল্লাহর পাশে যে উপাস্যদের কাছে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো তারা তোমাদের মতোই সৃষ্ট। তৎপর হও এবং তাদেরকে আহবান করো; তাদেরকে তোমাদের প্রতি সাড়া দিতে দাও, যদি তোমরা সঠিক হও।

195 তাদের কি পা আছে যার উপর তারা হাঁটে? তাদের কি হাত আছে যা দিয়ে তারা নিজেদের রক্ষা করে? তাদের কি চোখ আছে যা দিয়ে তারা দেখে? তাদের কি কান আছে যা দিয়ে তারা শোনে? বল, “তোমাদের উপাস্যদের আহবান করো,এবং তাদেরকে অনতিবিলম্বে আমাকে আক্রমন করতে বলো।

196 আল্লাহ আমার একমাত্র প্রভু এবং মনিব; সেই সত্বা যিনি এই ঐশীগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি সৎকর্মশীলদের রক্ষা করেন।

197 “তাঁর পাশে তোমরা যে উপাস্যদের স্থাপন করেছ, তারা তোমাদের সাহায্য করতে পারে না,না তারা নিজেদের সাহায্য করতে পারে।”

198 যখন তুমি তাদেরকে সুপথে আহবান করো,তারা শোনে না। এবং তুমি তাদেরকে তোমার দিকে তাকাতে দেখো,কিন্তু তারা দেখে না।

199 তুমি ক্ষমা অবলম্বন করবে,সহিষ্ণুতার উপদেশ দেবে,এবং অজ্ঞদের উপেক্ষা করবে।

200 যখন শয়তান তোমার কাছে ফিস ফিস করে কোন প্ররোচনা,আল্লাহর আশ্রয় খোঁজ, তিনি শ্রবণকারী,সর্বজ্ঞ।

201 তারা যারা সৎকর্মশীল, যখনই শয়তান কোন ধারনা নিয়ে তাদের কাছে আসে,তারা স্মরণ করে,যার ফলে তারা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হয়।

202 তাদের ভাইয়েরা বিরামহীনভাবে তাদেরকে পথভ্রষ্টতায় প্ররোচিত করে।

203 যদি তুমি একটি অলৌকিকতা না দেখাও যা তারা দাবি করে,তারা বলে,“কেন এটি চাও না?” বল, “আমি কেবলমাত্র অনুসরন করি যা আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছে।” এগুলো তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে জ্ঞানালোক, এবং পথপ্রদর্শন, এবং লোকদের জন্য দয়া যারা বিশ্বাস করে।

204 যখন কুরআন আবৃত্তি করা হয়, তোমরা তা শুনবে এবং মনোযোগ দিবে,যাতে তোমরা দয়া অর্জন করতে পারো।

205 তোমরা তোমাদের প্রভুর স্মরণ করবে নিজেদের অন্তরে,জনসমক্ষে,একান্তে,এবং প্রশান্তভাবে,দিনে ও রাতে;অসচেতন হইও না।*

৭:২০৫ আপনার আল্লাহ হলেন যে কেউ বা যা কিছু, দিনের বেশিরভাগ সময় আপনার মনে স্থান করে রাখে। এটি ব্যাখ্যা করে যে যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে তাদের বেশিরভাগেরই গন্তব্য নরক (১২:১০৬, ২৩:৮৪-৯০, এবং পরিশিষ্ট ২৭ দেখুন)।

206 তোমার প্রভুর সান্নিধ্যে যারা রয়েছে তারা তাঁর উপাসনায় কখনো অহংকারী নয়। তারা তাঁর গুনকীর্তন করে এবং তাঁর সামনে সেজদাবনত হয়।

SURA 8 · 75 VERSES

গনিমতের মাল

الأنفال

Al-Anfal

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

1 তারা তোমার সাথে পরামর্শ করে যুদ্ধলব্ধ মালের ব্যাপারে। বল, "যুদ্ধলব্ধ মাল আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের।"তোমরা আল্লাহকে মান্য করবে, একে অন্যকে সৎকর্মশীল হতে উৎসাহিত করবে, এবং আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকে মান্য করবে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

সত্যিকার বিশ্বাসীরা

2 সত্যিকার বিশ্বাসী তারা যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহর উল্লেখ করা হয়, এবং যখন তাঁর প্রকাশনাবলি তাদের কাছে পাঠ করা হয়, তাদের বিশ্বাস জোরদার হয়, এবং তারা তাদের প্রভুর প্রতি আস্থা রাখে।

3 তারা সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) প্রতিষ্ঠা করে, এবং তাদেরকে দেয়া আমাদের জীবিকা থেকে, তারা দান করে।

4 সত্যিকার বিশ্বাসীরা এমনই। তারা তাদের প্রভুর কাছে উচ্চ পদসমূহ অর্জন করে, সেই সাথে ক্ষমা এবং এক উদার জীবিকা।

দুর্বল বিশ্বাসীরা

5 যখন তোমার প্রভু ইচ্ছা করলেন যে তোমরা তোমাদের ঘর ত্যাগ করো, একটি বিশেষ পরিকল্পনা পূর্ণ করতে, কিছু বিশ্বাসী অনিচ্ছুক বিশ্বাসী হিসাবে প্রকাশিত/আবির্ভূত হলো।

6 তারা সত্যের বিরুদ্ধে তোমার সাথে তর্ক করলো, এমনকি সবকিছু তাদের কাছে ব্যাখ্যা করার পরও। তারা আচরণ করলো যেন তারা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে।

7 স্মরণ করো যে আল্লাহ তোমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট দলের উপর বিজয়ের অঙ্গীকার করেছিলেন, কিন্তু তোমরা তবুও দুর্বল দলের মুখোমুখি হতে চাইলে। এটা ছিল আল্লাহর পরিকল্পনা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর বানী দিয়ে, এবং অবিশ্বাসীদের পরাজিত করা।

8 তিনি জারি করেছেন যে সত্য জয়ী হবে, এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হবে, মন্দকর্মীদের সত্ত্বেও।

আল্লাহর অদৃশ্য সৈন্য

9 এভাবে, যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে সহায়তা প্রদান করতে মিনতি করেছিলে, তিনি তোমাদের প্রতি সাড়া দিলেনঃ “আমি ধারাবাহিকভাবে এক হাজার স্বর্গদুত দিয়ে তোমাদের সমর্থন করছি”।

বিশ্বাসীদের জন্য বিজয় প্রতিশ্রুত

10 আল্লাহ এই সুসংবাদ তোমাদেরকে দেন তোমাদের হৃদয়কে শক্তিশালী করতে। বিজয় শুধুমাত্র আল্লাহ থেকে আসে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

11 তিনি শান্তিময় তন্দ্রা দিলেন তোমাদের আচ্ছন্ন করতে এবং তোমাদেরকে প্রশান্ত করতে, এবং তিনি আকাশ থেকে পানি পাঠালেন তোমাদের তা দিয়ে পরিষ্কার করতে। তিনি শয়তানের অভিশাপ থেকে তোমাদের রক্ষা করলেন, তোমাদের অন্তরকে পূনঃ আশ্বস্ত করলেন এবং তোমাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করলেন।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা*

12 স্মরণ করো যে তোমাদের প্রভু ফেরেশতাদের অনুপ্রানিত করেছিলেন, "আমি তোমাদের সাথে রয়েছি; সুতরাং তাদেরকে সমর্থন করো যারা বিশ্বাস করেছে। আমি তাদের অন্তরে আতঙ্ক ছুঁড়ে দিবো যারা অবিশ্বাস করেছে। তোমরা তাদের আঘাত করতে পারো ঘারের উপর, এবং তোমরা এমনকি তাদের প্রত্যেক আঙ্গুলে আঘাত করতে পারো।

৮:১২-১৬ সমস্ত যুদ্ধ ৬০:৮-৯-এর মৌলিক নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

13 এটা হচ্ছে যা তারা আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের সাথে যুদ্ধ করে যথার্থই অর্জন করেছে। তাদের জন্য যারা আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আল্লাহর শাস্তি কঠোর।

14 এটি অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি দিতে; তারা নরকের শাস্তি টেনে এনেছে।

15 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, যদি তোমরা অবিশ্বাসীদের মুখোমুখি হও যারা তোমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে, পিছু হটবে না এবং পালাবে না।

16 যেকেউ ঐ দিন পেছনে ফিরে আসে, কোন যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্পন্ন করা, অথবা তার দলের সাথে যোগ দেয়া ছাড়া, সে টেনে এনেছে আল্লাহর ক্রোধ, এবং তার বাসস্থান নরক; কি এক শোচনীয় ভাগ্য!

আল্লাহ সবকিছু করছেন*

17 এটা তুমি নও যে তাদের হত্যা করেছিল; আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছিলেন। এটা তুমি নও যে ছুঁড়েছিল; আল্লাহই ছুঁড়েছিলেন। কিন্তু তিনি এভাবে বিশ্বাসীদের অনেক কৃতিত্ব অর্জন করার একটি সুযোগ দেন। আল্লাহ শ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৮:১৭ আল্লাহতে বিশ্বাস করার জন্য তাঁর গুণাবলীতে বিশ্বাস করা আবশ্যক, যার মধ্যে একটি হল তিনি সবকিছু করছেন। আল্লাহকে না জেনে, কোন বিশ্বাস নেই (২৩:৮৪-৯০)। আল্লাহর আইন অনুসারে, আমারা খারাপ জিনিসগুলি ঘটার কারন এবং শয়তান দ্বারা তা কার্যকর করা হয় (৪:৭৮-৭৯, ৪২:৩০)।

18 উপরন্তু, আল্লাহ এভাবে অবিশ্বাসীদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন।

19 (হে অবিশ্বাসীরা) তোমরা বিজয় চেয়েছিলে, এবং বিজয় এসেছিল; এটি ছিল বিশ্বাসীদের। যদি তোমরা (আগ্রাসন থেকে) বিরত হও এটা তোমাদের জন্য উত্তম হবে, কিন্তু যদি তোমরা ফিরে আসো, আমরা তা-ই করবো। তোমাদের সেনাবাহিনী কখনোই তোমাদের সাহায্য করবে না, যতো বিশালই হোক না কেন। কারন আল্লাহ বিশ্বাসীদের পাশে রয়েছেন।

20 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহককে মান্য করো, এবং তাকে উপেক্ষা করো না যেহেতু তোমরা শোন।

অবিশ্বাসীরা পর্দা আবৃত

21 তাদের মতো হইও না যারা বলে, “আমরা শুনি,” যদিও তারা শুনে না।

22 আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি হচ্ছে বধির এবং বোবারা, যারা বুঝে না।

23 যদি আল্লাহ তাদের মধ্যে কোন ভাল জানতেন, তিনি তাদের শ্রোতা বানাতেন। এমনকি তিনি যদি তাদের শ্রোতা করতেন, এরপরও তারা বিদ্বেষে মুখ ফিরিয়ে নিতো।

সৎকর্মশীলরা প্রকৃতপক্ষে মারা যান না*

24 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, তোমরা সাড়া দেবে আল্লাহ এবং বার্তাবাহকের প্রতি যখন সে তোমাদেরকে আমন্ত্রন করে তার প্রতি যা তোমাদেরকে জীবিত রাখে। তোমাদের জানা উচিত যে আল্লাহ তোমাদের হৃদয়ের চেয়েও তোমাদের নিকটবর্তী, এবং এটা যে তাঁর সামনে তোমরা একত্রিত হবে।*

৮:২৪ পরিশিষ্ট ১৭ দেখুন। সৎকর্মশীলরা যখন তাদের দেহ ত্যাগ করে, তখন তারা সরাসরি স্বর্গে চলে যায়।

25 সতর্ক হও একটি শাস্তির বিষয়ে যা হয়তো সীমাবদ্ধ থাকবে না তোমাদের মধ্যকার মন্দকর্মীদের মাঝে*। তোমাদের জানা উচিত যে, আল্লাহর শাস্তি কঠোর।

৮:২৫ উদাহরণস্বরূপ, যে সম্প্রদায় সমকামিতাকে সহ্য করে, তারা ভূমিকম্পের কবলে পড়তে পারে।

আল্লাহ বিশ্বাসীদের সমর্থন করেন

26 স্মরণ করো যে তোমরা অল্পসংখ্যক এবং নির্যাতিত ছিলে, ভয় করতে যে লোকেরা হয়তো তোমাদের ছিনিয়ে নিতে পারে, এবং তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল, তাঁর বিজয় দিয়ে তোমাদের সমর্থন করলেন, এবং তোমাদেরকে দিলেন ভালো জীবিকা, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।

27 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো,আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহককের সাথে প্রতারণা করো না, এবং তাদের সাথে প্রতারণা করো না যারা তোমাদের প্রতি আস্থা রাখে,এখন যেহেতু তোমরা জানো।

অর্থ এবং সন্তানসন্ততি হচ্ছে পরীক্ষা

28 তোমাদের জানা উচিত যে তোমাদের অর্থ এবং তোমাদের সন্তানরা একটি পরীক্ষা, এবং এটা যে আল্লাহর অধীনে আছে এক মহা প্রতিদান।

29 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভক্তি শ্রদ্ধা করো, তিনি তোমাদেরকে আলোকিত করবেন, তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন, এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অসীম অনুগ্রহের অধিকারী।

আল্লাহ তাঁর বার্তাবাহককে রক্ষা করেন*

30 অবিশ্বাসীরা চক্রান্ত এবং ফন্দী আঁটে তোমাকে নিষ্ক্রিয় করতে, অথবা তোমাকে হত্যা করতে, অথবা তোমাকে নির্বাসিত করতে। যাই হোক, তারা চক্রান্ত এবং ফন্দী আঁটে, কিন্তু আল্লাহও তা-ই করেন, আল্লাহ শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী।

৮:৩০ আল্লাহ তাঁর শেষ নবী মুহাম্মদকে আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী গোত্র থেকে বেছে নিয়েছিলেন। গোত্রীয় আইন ও ঐতিহ্যই অবিশ্বাসীদের - আল্লাহর অনুমতিক্রমে - মুহাম্মদকে হত্যা করতে বাধা দিয়েছিল। একইভাবে, আল্লাহর ইচ্ছা ছিল তাঁর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহক-কে মধ্যপ্রাচ্য থেকে, যেখানে তাকে হত্যা করা হত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত করা যেখানে আল্লাহর বাণী বিকশিত হতে পারে এবং বিশ্বের প্রতিটি কোণে পৌঁছাতে পারে। এটি গাণিতিকভাবে নিশ্চিত: সূরা এবং আয়াত সংখ্যা = ৮+৩০=১৯x২।

31 যখন আমাদের প্রকাশনাবলি তাদের কাছে আবৃতি করা হয়, তারা বলে, “আমরা শুনেছি। যদি আমরা করতে চাইতাম, আমরা একই জিনিস বলতে পারতাম। এগুলো অতীতের গল্প ছাড়া বেশি কিছু নয়।!”

32 তারা আরোও বলেছিল, “আমাদের উপাস্য, যদি এটি বাস্তবিকই আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষন করুন, অথবা আমাদের উপর একটি যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি পতিত করুন।”

33 তা সত্ত্বেও, আল্লাহ তাদের শাস্তি দেয়ার নয় যতক্ষন তুমি তাদের মধ্যে রয়েছ; আল্লাহ তাদের শাস্তি দেয়ার নয় যতক্ষন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

34 তারা কি আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হয় নি, অন্যদেরকে পবিত্র মসজিদ থেকে বাঁধা দানের দ্বারা, যদিও তারা সেখানকার তত্ত্বাবধায়ক নয়? সেখানকার প্রকৃত তত্ত্বাবধায়ক হচ্ছে সৎকর্মশীলরা, কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না।

সংযোগ প্রার্থনাসমূহ (সালাত) কুরআনের আগে বর্তমান ছিল*

35 পূন্যস্থানে (কা’বা) তাদের সংযোগ প্রার্থনাসমূহ (সালাত) একটি উপহাস এবং (ভিড় করে বাইরে রেখে) লোকদের বাধা দেয়ার একটি মাধ্যমের চেয়ে বেশি কিছু নয়। অতএব, তোমাদের অবিশ্বাসের জন্য শাস্তি ভোগ করো।

৮:৩৫ ইসলামের সকল ধর্মীয় রীতিনীতি আমাদের কাছে এসেছে ইব্রাহিমের মাধ্যমে; যখন কুরআন নাজিল হয়েছিল, তখন "ইসলাম"-এর সকল রীতিনীতি ইতোমধ্যেই বিদ্যমান ছিল (২১:৭৩, ২২:৭৮)।

আল্লাহর সাথে লড়তে তাদের অর্থ ব্যয় করা*

36 যারা অবিশ্বাস করে তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে প্রতিহত করতে। তারা তা ব্যয় করবে, এরপর এটা তাদের জন্য দুঃখ ও অনুতাপে পরিণত হবে। সব শেষে, তারা পরাজিত হবে, এবং সব অবিশ্বাসীদের নরকে ডাকা হবে।

৮:৩৬ কলুষিত ইসলামের প্রতিমা উপাসক নেতারা, সৌদি আরব, প্রতি বছর আল্লাহ এবং তাঁর অলৌকিক ঘটনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, বিখ্যাত লেবাননের প্রকাশক দার আল-ইলম লিল-মালায়িন (লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য জ্ঞান) ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে "কুরআনের অলৌকিক ঘটনা" এর আরবি সংস্করণ প্রকাশ করে। সৌদিরা সমস্ত কপি কিনে ধ্বংস করে দেয়।

37 আল্লাহ মন্দকে ভালো থেকে আলাদা করবেন, এরপর মন্দকে একে অন্যের উপর স্তুপ করবেন, সকলকে এক স্তুপের ভিতর, তারপর একে নরকে নিক্ষেপ করবেন। ক্ষতিগ্রস্থরা এমনই।

38 যারা অবিশ্বাস করেছে তাদেরকে বলঃ যদি তারা ক্ষান্ত হয়, তাদের সকল অতীত ক্ষমা করে দেয়া হবে। কিন্তু যদি তারা ফিরে যায়, তারা সেই একই ভাগ্য টেনে আনবে যেমন এনেছিল তাদের পূর্ববর্তী প্রতিরূপরা।

39 তুমি তাদের সাথে লড়াই করবে নিপীড়ন বন্ধ করতে, এবং তোমাদের ধর্ম একমাত্র আল্লাহকে উৎসর্গ করে চর্চা করতে। যদি তারা আগ্রাসন থেকে বিরত হয়, তবে আল্লাহ সবকিছুর পূর্ণ দ্রষ্টা যা তারা করে।

40 যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমাদের জানা উচিত যে আল্লাহ তোমাদের প্রভু এবং মনিব; সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু এবং মনিব, সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়তাকারী।

41 তোমাদের জানা উচিত যে যদি তোমরা যুদ্ধে কোন যুদ্ধলব্ধ মাল অর্জন করো, এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ এবং বার্তাবাহকের নিকট যাবে, আত্মীয়, এতিম, গরিব, এবং ভ্রমনরত ভিনদেশীকে দিতে। তোমরা এটি করবে যদি তোমরা বিশ্বাস করো আল্লাহতে এবং তাতে যা আমরা আমাদের দাসের নিকট প্রকাশ করেছি সিদ্ধান্তের দিনে, দুই সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষের দিন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য সবকিছু নিয়ন্ত্রন এবং পরিকল্পনা করেন

42 স্মরণ করো, তোমরা ছিলে উপত্যকার এপারে আর তারা ছিল ওপারে; আর তাদের কাফেলাটি অপেক্ষাকৃত নিচু ভূমির দিকে সরে গিয়েছিল। তোমরা যদি নিজেরা এমন পরিকল্পনার আয়োজন করতে, তবে তা হয়তো সফল করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ এমন এক বিষয় সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন যা পূর্বনির্ধারিত ছিল—যাতে যার ধ্বংস হওয়া অবধারিত ছিল সে সুস্পষ্ট কারণে ধ্বংস হয় এবং যার রক্ষা পাওয়া অবধারিত ছিল সে সুস্পষ্ট কারণে রক্ষা পায়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

43 আল্লাহ তোমার (হে মুহাম্মদ) স্বপ্নে তাদেরকে অল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন। যদি তিনি তাদেরকে অধিকতর সংখ্যক দেখাতেন, তোমরা ব্যর্থ হতে, এবং তোমরা নিজেদের মধ্য বিবাদ করতে। কিন্তু আল্লাহ পরিস্থিতিটি নিয়ন্ত্রন করলেন। তিনি গভীরতম চিন্তাগুলো জানেন।

44 এবং যখন সে সময় আসলো ও তোমরা তাদের সম্মুখীন হলে, তিনি তোমাদের চোখে তাদের অল্প সংখ্যক দেখালেন, এবং তোমাদেরকেও তাদের চোখে অল্প সংখ্যক দেখালেন। কারণ আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা সম্পন্ন করার ইচ্ছা করেছিলেন। সকল সিদ্ধান্ত আল্লাহর প্রনীত।

45 হে যারা বিশ্বাস করো, যখন তোমরা কোন সৈন্য বাহিনীর মুখোমুখি হও, তোমরা সুদৃঢ় থাকবে এবং আল্লাহকে অনবরত স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

46 তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহককে মান্য করবে, এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, পাছে তোমরা ব্যর্থ হও এবং তোমাদের শক্তি ছিন্ন হয়। তোমরা দৃঢ়তার সাথে অধ্যবসায়ী হবে। আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন যারা দৃঢ়তার সাথে অধ্যবসায়ী।

47 তাদের মতো হইও না যারা অনিচ্ছায় তাদের ঘর ছেড়েছিল, শুধুমাত্র লোক দেখাতে, এবং বাস্তবিকপক্ষে অন্যদেরকে আল্লাহর পথ অনুসরণ করা থেকে অনুৎসাহিত করতো। তারা যা করে আল্লাহ সে সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

শয়তান আল্লাহর অদৃশ্য সৈন্যদের দেখে

48 শয়তান তাদের কাজকে তাদের চোখে সাজিয়ে দিল, এবং বলল, "তোমরা আজ কোন দল দ্বারা পরাজিত হতে পারো না", এবং "আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবো"কিন্তু যে মুহূর্তে দুই সৈন্যদল একে অন্যের মুখোমুখি হলো, সে পেছনে ফিরে গেল এবং পালাল, এই বলে যে, "আমি তোমাদের পরিত্যাগ করি। আমি দেখি যা তোমরা দেখো না। আমি আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহর শাস্তি ভয়াবহ।"

49 ভণ্ডরা এবং যারা তাদের হৃদয়ে সন্দেহ পোষণ করেছিল তারা বলল, "এই লোকেরা তাদের ধর্মের মাধ্যমে প্রতারিত"। কিন্তু, কেউ যদি তার আস্থা আল্লাহর প্রতি রাখে, তবে আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

50 যদি তুমি শুধু দেখতে পারতে তাদেরকে যারা অবিশ্বাস করেছিল যখন ফেরেশতারা তাদের হত্যা করে! তারা তাদের প্রহার করবে তাদের মুখে এবং তাদের পশ্চাৎপ্রান্তে "নরকের শাস্তি আস্বাদন করো।

51 "যা তাদের হাত পুর্বে পাঠিয়েছে এটি তার একটি ফল। আল্লাহ সৃষ্টিজগতের প্রতি কখনো অবিবেচক নন।"

52 ফেরাউনের লোক এবং তাদের পূর্বে যারা অবিশ্বাস করেছিল এটি তাদের মতো সে একই পরিনতি। তারা আল্লাহর প্রকাশনাবলি প্রত্যাক্ষান করেছিল, এবং আল্লাহ তাদেরকে তাদের পাপের জন্য শাস্তি দিয়েছিলেন। আল্লাহ ক্ষমতাবান, এবং তাঁর শাস্তি কঠোর।

শাস্তিঃ পাপের একটি ফল

53 আল্লাহ কোন আশীর্বাদ পরিবর্তন করেন না যা তিনি কোন লোকের উপর আরোপ করেছেন যদি না তারা নিজেরা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহ শ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

54 ফেরাউনের লোক এবং তাদের পূর্বের অন্যদের সাথে বিষয়টি এরকমই ছিল। তারা প্রথমে তাদের প্রভুর নিদর্শনাবলি প্রত্যাক্ষান করেছিল। ফলস্বরুপ, আমরা তাদেরকে তাদের পাপের জন্য ধ্বংস করলাম। আমরা ফেরাউনের লোকদের ডুবালাম; মন্দদেরকে উপযুক্তভাবে শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

55 আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি যারা অবিশ্বাস করে; তারা বিশ্বাস করতে পারে না।

56 তোমরা তাদের সাথে চুক্তিতে পৌঁছাও, কিন্তু প্রতিবারই তারা তাদের চুক্তি ভাঙ্গে; এরা সৎকর্মশীল নয়।

57 অতএব, তোমরা যদি তাদের সাথে যুদ্ধে মুখোমুখি হও, তোমরা তাদের পরবর্তীদের জন্য একটি প্রতিরোধমূলক উদাহরণ হিসাবে স্থাপন করবে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

58 যখন তোমরা এক দল লোক দ্বারা প্রতারিত হয়েছ, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা একই পন্থায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে।

59 যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে ভাবতে দিওনা যে তারা এটি করে পার পেয়ে যাবে; তারা কখনো পালাতে পারে না।

তোমরা প্রস্তুত থাকবেঃ একটি ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ

60 তোমরা তাদের জন্য সকল শক্তি প্রস্তুত করবে যা তোমরা সমবেত করতে পারো, এবং সকল সরঞ্জাম যা তোমরা একত্রিত করতে পারো, যাতে তোমরা আল্লাহর শত্রুদের ভয় দেখাতে পারো, তোমাদের শত্রু, একই সাথে অন্যদের যারা তোমাদের কাছে পরিচিত নয়; আল্লাহ তাদের জানেন।তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে যা কিছু ব্যয় করো তোমাদেরকে পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হবে উদারভাবে সামান্যতম অবিচার ছাড়াই।

61 যদি তারা শান্তি অবলম্বন করে, তোমরাও তা-ই করবে, এবং আল্লাহর প্রতি তোমাদের আস্থা রাখো। তিনি শ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট

62 যদি তারা তোমাদের প্রতারিত করতে চায়, তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। তিনি তাঁর সমর্থণ দিয়ে, এবং বিশ্বাসীদের দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন।

63 তিনি (বিশ্বাসীদের) অন্তর পূনর্মিলিত করেছেন। যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত অর্থ ব্যয় করতে, তুমি তাদের অন্তরকে পূনর্মিলিত করাতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের পূনর্মিলিত করলেন। তিনি সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

64 হে নবী, তোমার জন্য যথেষ্ট আল্লাহ এবং বিশ্বাসীরা যারা তোমার অনুসরণ করেছে।

65 হে নবী, তুমি বিশ্বাসীদের যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করবে। যদি তোমাদের বিশ জন থাকে যারা দৃড়, তারা দুই শত লোককে পরাজিত করতে পারে, এবং তোমাদের একশত জন পরাজিত করতে পারে তাদের এক হাজার জনকে যারা অবিশ্বাস করে। এর কারন হচ্ছে তারা এমন লোক যারা বোঝে না।

66 এখন (যেহেতু অনেক নতুন লোক তোমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে) আল্লাহ এটি তোমাদের জন্য সহজ করেছেন, কারন তিনি জানেন যে তোমরা ততটা শক্তিশালী নও যেমন তোমরা থাকতে। এখন থেকে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে একশ দৃঢ় বিশ্বাসী দু'শ জনকে পরাজিত করতে পারবে, এবং তোমাদের এক হাজার জন দু'হাজার জনকে পরাজিত করতে পারবে। আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন যারা দৃঢ়তার সাথে অধ্যবসায়ী।

67 কোন নবী বন্দীদের পাবে না, যদি না সে লড়াইয়ে অংশ নেয়। তোমরা লোকেরা এই দুনিয়ার বস্তুসামগ্রী খুঁজছ, যখন আল্লাহ পরকালের উকালতি করেন। আল্লাহ সর্ব শক্তিমান, সব থেকে জ্ঞানী।

68 যদি এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পূর্ব নির্ধারিত হুকুম না হতো, তোমরা হয়তো ভুগতে, যা তোমরা নিয়েছিলে তার ফল হিসাবে, এক ভয়ানক শাস্তি।

69 অতএব, যুদ্ধলব্ধ মালের থেকে খাও যা তোমরা উপার্জন করেছ যা আইনসিদ্ধ এবং ভালো, এবং আল্লাহকে মান্য করো। আল্লাহ ক্ষমাশীল, সব থেকে দয়াময়।

70 হে নবী, তোমাদের হাতে থাকা যুদ্ধ বন্দীদের বল, "যদি আল্লাহ তোমাদের হৃদয়ের এমন কিছু ভাল জানতেন, তিনি তোমাদেরকে দিতেন তোমরা যা কিছু হারিয়েছ তার চেয়ে উত্তম, এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিতেন। আল্লাহ ক্ষমাকারী, সব থেকে দয়ালু।"

71 এবং যদি তারা তোমাদের প্রতারিত করতে চায়, তারা ইতোমধ্যেই আল্লাহকে প্রতারনা করেছে। এ কারনেই তিনি তাদের পরাজিত করালেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবচেয়ে জ্ঞানী।

72 নিশ্চিতভাবে, যারা বিশ্বাস করেছে, এবং দেশত্যাগ করেছে, এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করেছে তাদের অর্থ এবং তাদের জীবন দিয়ে, একই সাথে যারা তাদেরকে আতিথিয়তা করেছে এবং তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, এবং তাদেরকে সমর্থন করেছে, তারা একে অন্যের মিত্র। তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে, কিন্তু তোমাদের সাথে দেশত্যাগ করে না, তোমরা তাদেরকে কোন সমর্থন দিতে বাধ্য নও, যতক্ষন পর্যন্ত না তারা দেশত্যাগ করে। যাহোক, যদি তোমাদের সাহায্য তাদের দরকার হয়, বিশ্বাসী ভ্রাতা হিসেবে, তোমরা তাদের সাহায্য করবে, সে লোকদের বিরুদ্ধে না গিয়ে যারা তোমাদের সাথে একটি শান্তি চুক্তিতে সাক্ষর করেছে। আল্লাহ সবকিছুর দ্রষ্টা যা তোমরা করো।

73 যারা অবিশ্বাস করেছে তারা একে অন্যের মিত্র। যদি না তোমরা এই প্রত্যাদেশাবলি রক্ষা করো, পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা, এবং ভয়ানক দূর্নীতি হবে।

74 যারা বিশ্বাস করেছে এবং দেশত্যাগ করেছে, এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করেছে, একই সাথে যারা তাদেরকে আতিথিয়তা করেছে এবং তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, এবং তাদেরকে সমর্থন করেছে, এরাই প্রকৃত বিশ্বাসী। তারা ক্ষমা এবং এক উদার প্রতিদানের উপযুক্ত হয়েছে।

75 যারা এরপর বিশ্বাস করেছে, এবং দেশত্যাগ করেছে, এবং তোমাদের সাথে সংগ্রাম করেছে, তারা তোমাদের অন্তর্ভূক্ত। যারা একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত সমর্থণ করার ক্ষেত্রে তারা একে অন্যকে প্রাধান্য দিবে, আল্লাহর প্রত্যাদেশাবলি অনুসারে। আল্লাহ সবকিছুর বিষয়েই পূর্ন সচেতন।

SURA 9 · 127 VERSES

চরমপত্র

براءة

Bara'ah

বিসমিল্লাহ নেই*

1 আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের পক্ষ থেকে এখানে একটি চূড়ান্ত শর্ত জারি করা হলো প্রতিমা উপাসকদের প্রতি যারা তোমাদের সাথে একটি চুক্তিতে আসে।

৯:১ এই সূরা থেকে বিসমিললাহর অনুপস্থিতি কেবল কুরআনের সর্বশক্তিমান লেখকের কাছ থেকে একটি গভীর ইঙ্গিতই নয় যে এই সূরাটি বিকৃত করা হয়েছে, বরং এটি নিজেই একটি দুর্দান্ত অলৌকিক ঘটনাও। পরিশিষ্ট ২৪ এবং ২৯-এ বিস্তারিত দেখুন।

৯:১ এবং ৯:১২৭ এটিই একমাত্র সূরা যার সাথে বিসমিল্লাহ যুক্ত নয়। এই ঘটনাটি ১৪ শতাব্দী ধরে কুরআন অধ্যয়নরতদের বিভ্রান্ত করেছে এবং এর ব্যাখ্যার জন্য অনেক তত্ত্ব তৈরি করা হয়েছে। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে বিসমিল্লাহর স্পষ্ট অনুপস্থিতি তিনটি উদ্দেশ্যে কাজ করে: (১) এটি একটি পূর্বনির্ধারিত ঐশ্বরিক ঘোষণার প্রতিনিধিত্ব করে যে শিরকারিরা দুটি মিথ্যা আয়াত (৯:১২৮-১২৯) যোগ করে কুরআনের বিকৃতি ঘটাবে। (২) এটি কুরআনে আল্লাহর গাণিতিক কোডের একটি প্রমাণ প্রদর্শন করে, যথা, যেকোনো পরিবর্তন থেকে কুরআনকে রক্ষা করা। (৩) এটি কুরআনের কোডের অতিরিক্ত অলৌকিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। তাদের অসাধারণ গুরুত্বের কারণ, পরিশিষ্ট ২৪ এবং ২৯-এ বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। একটি তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণ হল যে সূরা ৯-এর শেষে "আল্লাহ" শব্দটির উপস্থিতির সংখ্যা ১২৭৩ (১৯x৬৭)। যদি ১২৮ এবং ১২৯ নং মিথ্যা আয়াত দুটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে এই ঘটনাটি - এবং আরও অনেক - অদৃশ্য হয়ে যাবে।

2 অতএব, চার মাসের জন্য পৃথিবীতে মুক্তভাবে ঘুড়ে বেড়াও, এবং জানো যে তোমরা আল্লাহ থেকে পালাতে পারো না, এবং যে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের লাঞ্ছিত করেন।

3 আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের পক্ষ থেকে সকল লোকদের প্রতি এখানে একটি ঘোষণা জারি করা হলো তীর্থযাত্রার সেই মহান দিনে, যে আল্লাহ প্রতিমা উপাসকদের পরিত্যাগ করেছেন, এবং তাঁর বার্তাবাহকও তা-ই করেছে। সুতরাং, যদি তোমরা অনুশোচনা করো, এটা তোমাদের জন্য উত্তম হবে। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জানো যে তোমরা কখনোই আল্লাহ থেকে পালাতে পারো না। যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে একটি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির অঙ্গীকার করো।

4 যদি প্রতিমা উপাসকেরা তোমাদের সাথে একটি শান্তি চুক্তিতে সাক্ষর করে, এবং না এর লঙ্ঘন করে, না সংঘবদ্ধ হয় অন্যদের সাথে তোমাদের বিরুদ্ধে, তোমরা তাদের সাথে তোমাদের চুক্তি পরিপূর্ণ করবে, মেয়াদ উত্তির্ণের তারিখ পর্যন্ত।

5 একবার পবিত্র মাসসমূহ পার হলে, (এবং তারা শান্তি স্থাপন করা প্রত্যাখ্যান করলে) তোমরা প্রতিমা উপাসকদের হত্যা করতে পারো যখন তোমরা তাদের সম্মুখিন হও, তাদের শাস্তি দিতে পারো, এবং তাদের তৈরী করা প্রত্যেক পদক্ষেপ প্রতিহত করতে পারো। যদি তারা অনুশোচনা করে এবং সংযোগ প্রার্থনাসমূহ (সালাত) প্রতিষ্ঠা করে এবং বাদ্ধতামূলক দান (যাকাত) দেয়, তোমরা তাদের ছেড়ে দেবে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

6 যদি কোন প্রতিমা উপাসক তোমাদের সাথে নিরাপদে অবস্থান করতে চায়, তোমরা তাকে নিরাপদ প্রস্থান করতে দিবে, যাতে সে আল্লাহর বানী শুনতে পারে, এরপর তাকে তার নিরাপত্তার স্থানে ফেরত পাঠাও। এটা এ কারনে যে তারা এমন লোক যারা জানে না।

7 কেমন করে প্রতিমা উপাসকরা আল্লাহ থেকে এবং তাঁর বার্তাবাহক থেকে কোন অঙ্গীকার দাবী করতে পারে? তারা নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত যারা পবিত্র মসজিদে তোমাদের সাথে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। যদি তারা এরকম একটি চুক্তিকে সম্মান করে এবং বহাল রাখে, তোমরাও একই ভাবে তা বহাল রাখবে। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।

8 কেমন করে তারা (একটি প্রতিশ্রুতি দাবী করতে) পারে যখন তারা কখনোই তোমাদের এবং তাদের মাঝে কোন আত্মীয়তার অধিকার পালন করতো না, না কোন অঙ্গীকার, যদি কখনো তাদের জয়ী হবার সুযোগ থাকতো। তারা মুখের কথা দিয়ে তোমাকে প্রশান্ত করলো, যখন তাদের হৃদয়ে বিরোধিতা ছিল, এবং তাদের বেশির ভাগ মন্দ।

9 তারা সস্তা মূল্যে আল্লাহর প্রকাশনাবলির বিকিয়ে দিলো। পরিনামে, তারা লোকদেরকে তাঁর পথ থেকে বিতাড়িত করলো। নিশ্চয়ই শোচনীয় যা তারা করেছিল।

10 তারা কখনোই কোন বিশ্বাসীর প্রতি আত্মীয়তার কোন অধিকার পালন করেনি, না তারা মেনে চলে তাদের অঙ্গীকারগুলো; এরাই আসল সীমালঙ্ঘনকারী।

অনুশোচনাঃ অতীত পরিশুদ্ধ করে

11 যদি তারা অনুশোচনা করে এবং সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) প্রতিষ্ঠা করে ও বাদ্ধতামুলক (যাকাত)দান করে, তবে তারা তোমাদের ধর্ম ভাই। আমরা এভাবে লোকদের জন্য প্রকাশনাবলী ব্যাখ্যা করি যারা জানে।

12 যদি তারা তাদের শপথ ভঙ্গ করে তাদের অঙ্গীকার রাখার প্রতিশ্রুতি দেবার পর, এবং তোমাদের ধর্মকে আক্রমণ করে, তোমরা পৌত্তলিকতার নেতাদের সাথে লড়াই করতে পারো- তোমরা তাদের সাথে তোমাদের অঙ্গীকার দ্বারা আর আবদ্ধ নও-যাতে তারা বিরত থাকতে পারে।

13 তোমরা কি সে লোকদের সাথে লড়াই করবে না যারা তাদের চুক্তি সমূহ ভঙ্গ করেছে, বার্তাবাহককে বিতাড়িত করার চেষ্টা করেছে, এবং তারাই তো সেই লোক যারা প্রথমে যুদ্ধ শুরু করেছে? তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো? একমাত্র আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের কাছে প্রত্যাশিত, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

14 তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, কারন আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদেরকে অপদস্ত করবেন, তাদের উপর তোমাদের বিজয় দেবেন, এবং বিশ্বাসীদের বক্ষ শীতল করবেন।

15 তিনি এছাড়াও বিশ্বাসীদের হৃদয় থেকে ক্রোধ অপসারণ করবেন। আল্লাহ উদ্ধার করেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব থেকে জ্ঞানী।

অনিবার্য পরীক্ষা

16 তোমরা কি ভেবেছে যে তোমাদেরকে এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া হবে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে তাদেরকে আলাদা না করেই যারা সংগ্রাম করে, এবং কখনো নিজেদেরকে মিত্র করে না আল্লাহর শত্রুদের সাথে, অথবা তাঁর বার্তাবাহকের শত্রুদের সাথে, অথবা বিশ্বাসীদের শত্রুদের সাথে? আল্লাহ পূর্ণ জ্ঞাত সবকিছু সম্পর্কে যা তোমরা করো।

17 প্রতিমা উপাসকরা আল্লাহর মসজিদে নিয়মিত হয় না, যখন তাদের অবিশ্বাস স্বীকার করছে। এরা তাদের কাজ বিনষ্ট করেছে, এবং তারা চিরকাল নরকে বাস করবে।

18 শুধু সেই লোকেরা আল্লাহর মসজিদে নিয়মিত হয় যারা আল্লাহতে এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে, এবং সংযোগ প্রার্থনাসমূহ (সালাত) প্রতিষ্ঠা করে, এবং বাদ্ধতামূলক (যাকাত) দান করে, এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। এরা অবশ্যই পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আরবদের কাছে প্রশ্ন

19 তোমরা কি তীর্থযাত্রীদের পানি পান করানো এবং পবিত্র মসজিদের পরিচর্যা করাকে আল্লাহ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করার, এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার বিকল্প বিবেচনা করো? তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়। আল্লাহ মন্দ লোকদের পথ প্রদর্শন করেন না।

সু-সংবাদ

20 যারা বিশ্বাস করে,এবং দেশ ত্যাগ করে, এবং তাদের অর্থ এবং তাদের জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, তারা পদমর্যাদায় আল্লাহর দৃষ্টিতে অনেক বড়। এরাই বিজয়ী।

21 তাদের প্রভু তাদের সু-সংবাদ দেনঃ তার পক্ষ থেকে দয়া এবং অনুমোদন, এবং বাগানসমূহ যেখানে তারা চিরস্থায়ী স্বর্গসুখে আনন্দ করে।

22 চিরদিন তারা সেখানে বসবাস করে। আল্লাহ এক মহা প্রতিদানের অধিকারী।

আপনাকে যদি পছন্দ করতে হয়

23 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, নিজেদেরকে তোমাদের মাতা-পিতা এবং তোমাদের ভাই-বোনদের মিত্র করো না, যদি তারা বিশ্বাসের উপর অবিশ্বাসকে পছন্দ করে। তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদেরকে তাদের মিত্র করে তারা সীমালঙ্ঘনকারী।

গুরুত্বপূর্ন মানদন্ড*

24 ঘোষনা করঃ "যদি তোমাদের পিতা-মাতারা, তোমাদের সন্তানেরা, তোমাদের ভাই-বোনেরা, তোমাদের পতি-পত্নীরা, তোমাদের পরিবার, অর্থ যা তোমরা উপার্জন করেছ, ব্যবসা যা নিয়ে তোমরা শঙ্কা করো, এবং ঘর যা তোমরা যত্নে আগলে রাখো আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের চেয়ে প্রিয় হয়*, এবং তার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করার চেয়ে, তবে শুধু অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ তার রায় দেন।"আল্লাহ মন্দ লোকদের পথপ্রদর্শন করেন না।

৯:২৪ যেহেতু কোনও মানুষের পক্ষে কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং উপাসনাকে উৎসর্গ করার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ (১২:১০৩, ১০৬), তাই পুরো পরিবারকে বিশ্বাস করতে দেখা কার্যত অসম্ভব। অতএব, বেশিরভাগ বিশ্বাসী এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন: "আমি, না আল্লাহ এবং তাঁর রসূল।" এই প্রশ্নটি বিশ্বাসীদের স্বামী/স্ত্রী, অথবা তাদের পিতামাতা, তাদের সন্তান ইত্যাদি দ্বারা ধারাবাহিকভাবে করা হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে, বিশ্বাসীরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য একটি বাধ্যতামূলক পরীক্ষা (২৯:২)।*

৯:২৪ কুরআনের গাণিতিক প্রমাণগুলি বিশেষভাবে আল্লাহর প্রতিশ্রুত রাসুলের দিকে ইঙ্গিত করে। "রাশাদ" (৫০৫) এর জ্যামিতিক মান, "খলিফা" (৭২৫) এর মান এবং আয়াত সংখ্যা (২৪) যোগ করে, আমরা পাই ৫০৫+৭২৫+২৪=১২৫৪=১৯x৬৬।

25 আল্লাহ অনেক পরিস্থিতিতে তোমাদের বিজয় দিয়েছেন। কিন্তু হুনাইনের দিনে, তোমরা তোমাদের বিশাল সংখ্যা নিয়ে অতিরিক্ত গর্বিত হয়ে পড়লে। ফলস্বরুপ, এটি তোমাদের কোন কাজেই আসেনি। প্রশস্ত পৃথিবী তোমাদের চারপাশে এতো সংকীর্ণ হয়ে পড়লো, যে তোমরা ঘুরে দাঁড়ালে এবং পলায়ন করলে।

26 এরপর আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন সন্তুষ্টি তাঁর বার্তাবাহকের উপর এবং বিশ্বাসীদের উপর। এবং তিনি অবতীর্ণ করলেন অদৃশ্য সৈন্যদের; তিনি এভাবে তাদেরকে শাস্তি দেন যারা অবিশ্বাস করে। এটা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রতিফল।

27 চূড়ান্তপর্যায়ে, আল্লাহ উদ্ধার করেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন। আল্লাহ ক্ষমাকারী, সবথেকে দয়ালু।

28 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, প্রতিমা উপাসকরা দূষিত; তারা এই বছরের পর পবিত্র মসজিদের নিকট আসতে অনুমতি প্রাপ্ত হবে না। যদি তোমরা উপার্জন হারানোর ভয় করো, আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর অফুরন্ত জীবিকা থেকে দেবেন, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবচেয়ে জ্ঞানী।

29 তোমরা তাদের বিরুদ্ধে পালটা লড়াই করবে যারা না বিশ্বাস করে আল্লাহতে, না শেষ দিনে, না তারা নিষেধ করে যা আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহক নিষিদ্ধ করেছেন, না তারা সত্য ধর্ম মেনে চলে যারা তাদের মধ্যে ঐশীগ্রন্থ গ্রহণ করেছে, যতক্ষণ না তারা পরিশোধনীয় কর দেয়, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।

ধর্মনিন্দা সমূহ

30 ইহুদিরা বলেছিল, “ওজাইর আল্লাহর পুত্র”,যখন খ্রিষ্টানরা বলেছিল, “ঈসা আল্লাহর পুত্র!”এগুলো তাদের মুখে উচ্চারিত আল্লাহ নিন্দা। তারা এভাবে আল্লাহনিন্দাগুলো ওদের সাথে মিলিয়ে নেয় যারা অতীতে অবিশ্বাস করেছিল। আল্লাহ তাদের নিন্দা করেন। তারা অবশ্যই পথচ্যুত হয়েছে।

আল্লাহর শিক্ষার বদলে ধর্মীয় নেতাদের শিক্ষা বহাল রাখা

31 তারা তাদের ধর্মীয় নেতা এবং পন্ডিতদেরকে প্রভু হিসেবে স্থাপন করেছে, আল্লাহর বদলে।* অন্যরা মরিয়মের পুত্র, মূসার প্রতি আল্লাহত্ব আরোপ করলো। তাদের সকলকে আদেশ দেয়া হয়েছিল শুধু এক উপাস্যের উপাসনা করতে। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি মহিমান্বিত, কোন অংশীদার থাকা থেকে অনেক উর্ধ্বে।

৯:৩১ যদি আপনি "মুসলিম পণ্ডিতদের" সাথে পরামর্শ করেন যে, একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করা এবং এই প্রমাণিত ধর্মগ্রন্থে শেখানো হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহর বাক্যকে সমর্থন করা, তাহলে তারা আপনাকে এর বিরুদ্ধে পরামর্শ দেবেন। যদি আপনি ঈসার পরিচয় সম্পর্কে পোপের সাথে পরামর্শ করেন, তাহলে তিনি আপনাকে ত্রিত্বকে সমর্থন করার পরামর্শ দেবেন। যদি আপনি "মুসলিম পণ্ডিতদের" কথা মেনে চলেন যাদের পরামর্শ আল্লাহর শিক্ষার পরিপন্থী, অথবা যদি আপনি আল্লাহর পরিবর্তে পোপের পরামর্শ গ্রহণ করেন, তাহলে আপনি এই ধর্মীয় নেতাদের আল্লাহর পরিবর্তে দেবতা হিসেবে স্থাপন করবেন।

32 তারা তাদের মুখ দিয়ে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলো যথার্থ করানোয় জোড় দেন, অবিশ্বাসীদের সত্ত্বেও।

"আত্মসমর্পণ/ ইসলাম"- বিজয়ী হবার জন্য পূর্বনির্ধারিত*

33 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তাঁর বার্তাবাহককে* পথনির্দেশনা এবং সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠালেন, এবং একে সকল ধর্মের উপর আধিপত্যশীল করবেন, প্রতিমা উপাসকদের সত্তেও।

৯:৩৩ এই বিবৃতিটি, অক্ষরের পর অক্ষর, এখানে এবং ৬১:৯-এ এসেছে। যদি আমরা "রাশাদ" (৫০৫) এর জ্যামিতিক মান, তারপর "খলিফা" (৭২৫) এর মান, তারপর সূরা এবং আয়াত সংখ্যা লিখি যেখানে এই বিবৃতিটি এসেছে (৯:৩৩ এবং ৬১:৯), তাহলে আমরা ৫০৫ ৭২৫ ৯ ৩৩ ৬১ ৯ পাব, যা ১৯ এর গুণিতক। এটি নিশ্চিত করে যে এখানে বার্তাবাহক হলেন রাশাদ খলিফা। উপরন্তু, ৯:৩৩ থেকে ৬১:৯ (৩৯০২)+৯+৩৩+৬১+৯+"রাশাদ খলিফা" (১২৩০) এর মান ৫২৪৪ দেয়, যা ১৯ এর গুণিতকও। প্রতিটি অক্ষরের মান যোগ করে গণনা করা ৯:৩৩ এবং ৬১:৯ এর জ্যামিতিক মান ৭৮৫৮। এই সংখ্যাটি যোগ করে, দুটি আয়াতের অক্ষর সংখ্যা (১২০), এবং ৯:৩৩ থেকে ৬১:৯ (৩৯০২) পর্যন্ত আয়াত সংখ্যা এবং "রাশাদ খলিফা" (১২৩০) এর মান যোগ করে, আমরা ৭৮৫৮+১২০+৩৯০২+১২৩০ = ১৩১১০ = ১৯x৬৯০ পাই। পরিশিষ্ট ১, ২ এবং ২৬ দেখুন।

পেশাদার ধর্ম বিশ্বাসীদের বিষয়ে সতর্ক হোন

34 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, অনেক ধর্মীয় নেতা এবং প্রচারকরা লোকদের অর্থ অবৈধভাবে নেয়, এবং আল্লাহর পথ থেকে প্রতিহত করে। যারা স্বর্ন ও রূপা জমা করে, এবং সেগুলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে, তাদেরকে এক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির প্রতিশ্রুতি দাও।

35 সে দিন আসবে যখন তাদের স্বর্ন ও রূপা নরকের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, এরপর তাদের কপাল, তাদের পার্শ্ব, এবং তাদের পশ্চাৎভাগ পোড়ানো হবেঃ “এটা হচ্ছে যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে, সুতরাং স্বাদ নাও যা তোমরা জমা করেছ।”

আল্লাহর পদ্ধতিঃ প্রতি বছরে বারো মাস*

36 আল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গননায় মাস বারটি। এটি আল্লাহর আইন, যেদিন থেকে তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।* এগুলোর চারটি পবিত্র। এটাই যথার্থ ধর্ম; তোমরা পবিত্র মাসগুলোতে (লড়াই করে) তোমাদের আত্মার ক্ষতি করবে না। কিন্তু, তোমরা প্রতিমা উপাসকদের বিরুদ্ধে পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারো (এমনকি পবিত্র মাসগুলোতেও), যখন তারা পূর্ণমাত্রায় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, এবং জানো যে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের পাশে রয়েছেন।

৯:৩৬ কুরআনে "মাস" শব্দটি ১২ বার এবং "দিন" ৩৬৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে।

পবিত্র মাসগুলো পরিবর্তন করা*

37 পবিত্র মাসগুলোর পরিবর্তন করা অত্যধিক অবিশ্বাসের একটি চিহ্ন; এটি তাদের পথভ্রষ্টতা বাড়িয়ে দেয় যারা অবিশ্বাস করেছে। তারা পবিত্র মাসগুলো এবং সাধারন মাসগুলোতে অদল-বদল করে, যদিও আল্লাহর পবিত্র করা মাসগুলোর সংখ্যা ঠিক রাখে। তারা এভাবে তা ভঙ্গ করে যা আল্লাহ পবিত্র করেছেন। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের চোখে সু-সজ্জিত করা হয়েছে। আল্লাহ অবিশ্বাসী লোকদের পথ দেখান না।

৯:৩৭ কলুষিত মুসলিম বিশ্বের মতে পবিত্র মাসগুলি হল রজব, যুল-ক্বদ, যুল-হিজ্জাহ এবং মহররম (ইসলামী ক্যালেন্ডারের ৭ম, ১১তম, ১২তম এবং ১ম মাস)। তবে, কুরআনের যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে এগুলি যুল-হিজ্জাহ, মহররম, সফর এবং রবিউল আযম (১২তম, ১ম, ২য় এবং ৩য় মাস) হওয়া উচিত। পাদটীকা ২:১৯৬ দেখুন।

38 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, যখন তোমাদের বলা হয়, “আল্লাহর উদ্দেশ্যে যুদ্ধের জন্য একত্রিত হও, ”কেন তোমরা তীব্রভাবে মাটির সাথে আঁকড়ে থাকো? তোমরা কি পরকালের জায়গায় এই দুনিয়াবি জীবন পছন্দ করেছ? এই দুনিয়ার উপকরন, পরকালের তুলনায়, শূন্য।

39 যদি না তোমরা যুদ্ধের জন্য একত্রিত হও, তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে পতিত করবেন এবং তোমাদের জায়গায় অন্য লোকদের প্রতিস্থাপন করবেন; তোমরা কখনো তাঁর সামান্যতম ক্ষতিও করতে পারো না। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

আল্লাহর অদৃশ্য সৈন্যরা

40 যদি তোমরা তাকে (বার্তাবাহককে) সমর্থন দিতে ব্যর্থ হও, আল্লাহ তাকে ইতোমধ্যেই সমর্থন দিয়েছেন। তাই, যখন অবিশ্বাসীরা তাকে ধাওয়া করলো, এবং গুহায় সে দুজনের একজন ছিল, সে তার বন্ধুকে বলল, “দুশ্চিন্তা করো না; আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।”আল্লাহ তখন তার উপর সন্তুষ্টি এবং নিরাপত্তা অবতীর্ণ করলেন, এবং অদৃশ্য সৈন্য দিয়ে তাকে সমর্থন করলেন। তিনি অবিশ্বাসীদের কথার অবমূল্যায়ন করলেন। আল্লাহর বানী সর্বোচ্চ প্রভাব বিস্তার করে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

উত্তম বিশ্বাসীরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে

41 তোমরা তৎক্ষনাৎ যুদ্ধের জন্য একত্রিত হবে, অল্প অথবা অধিক (সজ্জিত), এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করো তোমাদের অর্থ এবং তোমাদের জীবন দিয়ে। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি শুধু তোমরা জানতে।

অলস ব্যক্তিরা

42 যদি কোন আশু পার্থিব অর্জন, এবং কোন সংক্ষিপ্ত যাত্রা থাকতো, তারা তোমার অনুসরণ করতো। কিন্তু সংগ্রাম করাটাই তাদের জন্য অত্যধিক। তারা আল্লাহর নামে শপথ করবেঃ "যদি আমরা পারতাম, আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধের জন্য একত্রিত হতাম।"তারা এভাবে নিজেদের আঘাত করে, এবং আল্লাহ জানেন যে তারা মিথ্যাবাদী।

43 আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেনঃ কেন তুমি তাদেরকে (পিছনে থাকার) অনুমতি দিলে, তুমি আগে মিথ্যাবাদীদের থেকে যারা সত্যবাদী তাদেরকে আলাদা করতে পারতে?

44 যারা প্রকৃতই আল্লাহ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে তারা তাদের অর্থ এবং তাদের জীবন দিয়ে সংগ্রাম করার সুযোগটি এড়াতে তোমার কাছে অনুমতি চায় না। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সম্পর্কে পূর্ন সচেতন।

45 একমাত্র সে লোকেরাই অব্যহতি পেতে চায় যারা প্রকৃতই আল্লাহ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে না। তাদের হৃদয় সন্দেহে পূর্ন, এবং তাদের সন্দেহ তাদেরকে দ্বিধাগ্রস্থ করে।

46 তারা যদি সত্যিই যুদ্ধের জন্য একত্রিত হতে চাইতো, তারা পুরোপুরিভাবে এরজন্য প্রস্তুত হতো। কিন্তু আল্লাহ তাদের অংশগ্রহণ অপছন্দ করলেন, তাই তিনি তাদের নিরুৎসাহিত করলেন; তাদেরকে বলা হলো, "তাদের সাথে পেছনে থাকো যারা পেছনে থাকছে"।

47 তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধের জন্য একত্রিত হতো, তারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতো, এবং তোমাদের মাঝে দ্বন্দ এবং বিভাজনের কারন ঘটাতো। তোমাদের কারো কারো মধ্যে তাদের কথা শুনার প্রতি প্রবনতা ছিল। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবগত।

48 অতীতে তারা তোমাদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ানোর সুযোগ খুঁজত, এবং তোমাদের জন্য বিষয়গুলোকে বিভ্রান্তিময় করতো, কিন্তু, সত্য সবশেষে বিজয়ী হয়, এবং আল্লাহর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়, তাদের সত্ত্বেও।

49 তাদের কেউ কেউ বলবে, "আমাকে (থেকে যাওয়ার) অনুমতি দিন; আমার উপর এরকম একটি কষ্ট আরোপ করবেন না"। আসলে, তারা এভাবে এক ভয়াবহ কষ্ট টেনে এনেছে; নরক অবিশ্বাসীদের ঘিরে ফেলছে।

50 যদি তোমাদের ভালোকিছু হয়, তারা কষ্ট পায়, এবং যদি কোন দুর্দশা তোমাদের উপর আসে, তারা বলে, "আমরা তোমাদেরকে এটাই বলেছিলাম, "যদিও তারা আনন্দে পিছনে চলে যায়।

51 বল, "আমাদের কিছুই হয় না, আল্লাহ আমাদের জন্য যা জারি করেছেন তা ছাড়া। তিনি আমাদের প্রভু এবং মনিব। বিশ্বাসীরা আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখবে।"

52 বল, "তোমরা আমাদের জন্য কেবল দু'টো ভাল জিনিস (বিজয় অথবা শহীদত্ব) থেকে একটি আশা করতে পারো, পক্ষান্তরে আমরা তোমাদের জন্য আশা করি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিন্দা এবং তাঁর পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাতে শাস্তি। অতএব, অপেক্ষা করো, এবং আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করবো।

53 বল, "ব্যয় করো,ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তোমাদের কাছ থেকে কিছুই গ্রহন করা হবে না, কারণ তোমরা মন্দ লোক।"

মুহাম্মদের আগে সংযোগ প্রার্থনা বর্তমান ছিল*

54 তাদের ব্যয় গ্রহনযোগ্য হতে যা বাধা দিয়েছিল তা হচ্ছে তারা আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহককে অবিশ্বাস করেছে, এবং যখন তারা সংযোগ প্রার্থনাসমূহ (সালাত) পালন করতো, তারা সেগুলো অলসতার সাথে পালন করতো, এবং যখন তারা দান করতো, তারা তা করতো অনিচ্ছায়।*

৯:৫৪ এটি আরেকটি প্রমাণ যে, কুরআনের পূর্বেই সালাত (সংযোগ প্রার্থনাসমূহ) বিদ্যমান ছিল এবং ইব্রাহিমের কাছ থেকে এসেছে (২১:৭৩ দেখুন)। এছাড়াও, এটি তাদের স্তব্ধ করে দেয়, যারা কুরআন সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণরূপে বিস্তারিত বলে আল্লাহর এই দাবিকে চ্যালেঞ্জ করে, তারা জিজ্ঞাসা করে, "কোরানে যোগাযোগের নামাজের বিস্তারিত বিবরণ আমরা কোথায় পেতে পারি?" (৬:১৯, ৩৮, ১১৪)

আপাত পার্থিব সফলতা

55 তাদের অর্থ, অথবা তাদের সন্তানাদি দ্বারা অভিভূত হইও না। আল্লাহ এই জীবনে এগুলোকে তাদের জন্য শাস্তির উৎস করেছেন, এবং (যখন তারা মারা যায়) তাদের আত্মা বেড়িয়ে যায় যে সময় তারা অবিশ্বাসী।

56 তারা আল্লাহর নামে শপথ করে যে তারা তোমাদের সাথে আছে, যদিও তারা তোমাদের সাথে নেই; তারা বিভেদকারী লোক।

57 যদি তারা কোন আশ্রয়, অথবা গুহা, অথবা কোন লুকানোর স্থান পেতো, তারা তাতে যেতো, দ্রুতবেগে।

58 তাদের কেউ কেউ তোমার দান বণ্টনের সমালোচনা করে; যদি তাদেরকে তা থেকে দেয়া হয়, তারা সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু তাদেরকে যদি তা থেকে না দেয়া হয়, তারা অভিযোগকারী হয়।

59 তাদের উচিত আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহক তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হওয়া। তাদের বলা উচিত ছিল, "আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে আমাদের জন্য দেবেন, এবং তাঁর বার্তাবাহকও তা-ই করবেন। আমরা একমাত্র আল্লাহর অন্বেষণ করছি"।

দানের বণ্টন পদ্ধতি

60 দানসমূহ যাবে দরিদ্র, অভাবী, সে শ্রমিকদের কাছে যারা এগুলো সংগ্রহ করে, নতুন ধর্মান্তরিতদের কাছে, দাসদের মুক্ত করতে, তাদের কাছে যারা ভারগ্রস্ত অপ্রত্যাশিত খরচ দ্বারা, আল্লাহর উদ্দেশ্যে, এবং ভ্রমণকারী ভিনদেশীদের জন্য। এমনই আল্লাহর প্রত্যাদেশ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব থেকে জ্ঞানী।

61 তাদের কেউ কেউ নবীকে এই বলে আঘাত করে, “সে সবকিছুতে কান দেয়!”বল, “এটা তোমাদের জন্য উত্তম যে সে তোমাদের কথা শোনে। সে আল্লাহতে বিশ্বাস করে, এবং বিশ্বাসীদের প্রতি আস্থা রাখে। সে তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য একটি দয়া।”যারা আল্লাহর বার্তাবাহককে আঘাত করে তারা এক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি টেনে এনেছে।

62 তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে শপথ করে, তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে, যখন আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহককে সন্তুষ্ট করা অধিক উপযুক্ত, যদি তারা সত্যিই বিশ্বাসী হয়।

আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের বিরোধিতার জন্য শাস্তি

63 তারা কি জানে না যে যেকেউ আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের বিরোধিতা করে সে অনন্তকালের জন্য নরকের আগুন টেনে এনেছে? এটি হচ্ছে নিকৃষ্টতম অবমাননা।

ভন্ডরা

64 ভন্ডরা আশঙ্কা করে যে তাদের হৃদয়ের ভেতরে যা আছে তা প্রকাশ করে একটি সূরা প্রকাশিত হতে পারে। বল, “চালিয়ে যাও এবং উপহাস করো। আল্লাহ ঠিক সে বিষয়টিই প্রকাশ করবেন যাতে তোমরা ভীত।

65 যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, তারা বলবে, "আমরা শুধু ব্যঙ্গ এবং মজা করছিলাম।”বল, "তোমরা কি উপলব্ধি করো যে তোমরা ব্যঙ্গ করছো আল্লাহকে, এবং তাঁর প্রকাশনাবলিকে, এবং তাঁর বার্তাবাহককে?”

66 ক্ষমা চে-ও না। তোমরা অবিশ্বাস করেছো বিশ্বাস করার পর। যদি আমরা তোমাদের কাউকে কাউকে ক্ষমা করি, আমরা তোমাদের ভেতর অন্যদের শাস্তি দেবো, তাদের পাপের ফলস্বরূপ।

67 ভণ্ড পুরুষ এবং ভণ্ড নারীরা একে অপরের সাথে রয়েছে- তারা মন্দের ওকালতি করে এবং নিষেধ করে সৎকর্মশীলতা, এবং তারা কৃপণ। তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, তাই তিনি তাদের ভুলে গিয়েছেন। ভণ্ডরা সত্যই মন্দ।

68 আল্লাহ ভণ্ড পুরুষ এবং ভণ্ড নারীদের, একই সাথে অবিশ্বাসীদের অঙ্গীকার দেন, নরকাগ্নির, যেখানে তারা চিরকাল বাস করবে। এটা তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদের নিন্দা করেন; তারা টেনে এনেছে চিরস্থায়ী শাস্তি।

আল্লাহর পদ্ধতির পরিবর্তন হয় না

69 তোমাদের আগে তাদের কেউ কেউ তোমাদের চেয়ে শক্তিশালী ছিল, এবং অধিক অর্থ ও সন্তানের অধিকারী ছিল। তারা তাদের পার্থিব সম্পদে আচ্ছন্ন হয়েছিল। একইভাবে, তোমরা তোমাদের পার্থিব সম্পদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছো, তোমাদের পূর্বের ঠিক তাদের মতো যারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তোমরা সম্পূর্ণ অমনোযোগী হয়ে পড়েছো, ঠিক যেমন তারা অমনোযোগী ছিল। এমনই হচ্ছে সেসব লোক যারা তাদের কাজগুলো নষ্ট করেছে, এই দুনিয়া এবং পরকাল উভয় স্থানে; তারাই ক্ষতিগ্রস্থ।

ক্ষতিগ্রস্থরা

70 তারা কি পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলো থেকে কিছুই শেখেনি; নূহ, আদ সামুদের লোক, ইবরাহীমের লোক, মাদিয়ানের অধিবাসী, এবং (সদম ও গমরার) সেই মন্দকর্মীদের থেকে? তাদের বার্তাবাহকরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমান নিয়ে গিয়েছিলো। আল্লাহ কখনো তাদের প্রতি অন্যায় করেননি, তারাই তাদের নিজেদের আত্মার প্রতি অন্যায় করেছিল।

বিজয়ীরা

71 বিশ্বাসী পুরুষ এবং নারীরা একে অন্যের মিত্র। তারা সৎকর্মশীলতার ওকালতি করে এবং মন্দে নিষেধ করে, তারা সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করে এবং বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) দেয়, এবং তারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে মান্য করে। এদের প্রতি আল্লাহর দয়া বর্ষিত হবে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

72 আল্লাহ বিশ্বাসী পুরুষ এবং বিশ্বাসী নারীদের প্রবাহিত ঝর্নাসহ বাগানসমূহের প্রতিশ্রুতি দেন, যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করে, এবং ইডেনের বাগানগুলোর জাঁকজমকময় অট্টালিকাসমূহ। এবং আল্লাহর আশীর্বাদ ও অনুমোদন আরো বড়। এটি শ্রেষ্ঠ বিজয়।

আপনি অবিশ্বাসীদের সাথে কঠোর হবেন

73 হে নবী, অবিশ্বাসী এবং ভন্ডদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো, এবং তাদের সাথে কার্যকলাপে কঠোর হও। তাদের নিয়তি নরক; কি এক শোচনীয় আবাস!

74 তারা আল্লাহর নামে শপথ করে যে তারা কখনো তা বলেনি, যদিও তারা অবিশ্বাসমূলক শব্দ উচ্চারণ করেছে; তারা আত্মসমর্পণকারী হবার পর অবিশ্বাস করেছে। আসলে, তারা ত্যাগ করলো যা তাদের কখনো ছিল না। তারা বিদ্রোহ করেছে যদিও আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহক তাদেরকে তাঁর দয়া ও জীবিকা বর্ষণ করেছেন। যদি তারা অনুতপ্ত হয়, এটি হবে তাদের জন্য সর্বোত্তম। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ তাদেরকে এই জীবনে এবং পরকালে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দিবেন। তারা পৃথিবীতে তাদের প্রভু ও মনিব হিসেবে কাউকে পাবে না।

75 তাদের কেউ কেউ এমনকি অঙ্গীকার করেছিলঃ “যদি আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দয়া বর্ষণ করেন, আমরা দানশীল হবো, এবং সৎকর্মশীল জীবন-যাপন করবো।”

76 কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে তাঁর জীবিকা বর্ষণ করলেন, তারা কৃপণ হয়ে গেলো, এবং অনীহায় মুখ ফিরিয়ে নিল।

77 ফলস্বরূপ, তিনি তাদের হৃদয়ে ভন্ডামী দিয়ে তাদেরকে করলেন মহামারীগ্রস্থ, তাঁর সাথে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত। এটা এ কারনে যে তারা আল্লাহর সাথে করা অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো, এবং তাদের মিথ্যা বলার কারনে।

78 তারা কি উপলব্ধি করে না যে, আল্লাহ জানেন তাদের গোপন বিষয়গুলো, এবং তাদের চক্রান্তগুলো, এবং যে আল্লাহ সকল গোপন বিষয়ই জানেন।

79 যারা উদার বিশ্বাসীদের সমালোচনা করে খুব বেশি দেয়ার জন্য, এবং গরিব বিশ্বাসীদের উপহাস করে খুব কম দেয়ার জন্য, আল্লাহ তাদেরকে ঘৃণা করেন। তারা টেনে এনেছে একটি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

শয়তানের সবচেয়ে কার্যকর টোপঃ* সুপারিশের মিথ্যা গল্প*

80 তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, অথবা ক্ষমা প্রার্থনা না করো- এমনকি যদি তুমি সত্তর বার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো- আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। এটা এ কারনে যে তারা আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহককে অবিশ্বাস করে। আল্লাহ মন্দ লোকদের পথ-প্রদর্শন করেন না।

৯:৮০ যদি মুহাম্মদ তার নিজের চাচা এবং জ্ঞাতি ভাইবোনদের পক্ষে সুপারিশ করতে না পারেন, তাহলে যারা তার সাথে কখনও দেখা করেননি তারা কেন ভাবেন যে তিনি তাদের পক্ষে সুপারিশ করবেন? ইব্রাহিম তার পিতার পক্ষে সুপারিশ করতে পারেননি, নূহও তার পুত্রের পক্ষে সুপারিশ করতে পারেননি (১১:৪৬ এবং ৬০:৪)।

81 বসে থাকা লোকেরা আল্লাহর বার্তাবাহকের পিছনে থেকে যাওয়ায় আনন্দ করেছিলো, এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের অর্থ ও তাদের জীবন দিয়ে সংগ্রাম করাকে ঘৃনা করেছিল। তারা বলেছিল, “আমাদেরকে এই উত্তাপে যুদ্ধের জন্য একত্রিত করো না!”বল, “নরকের আগুন অধিক উত্তপ্ত, ”যদি তারা শুধু অনুধাবন করতে পারতো।

82 তাদেরকে একটু হাসতে দাও, এবং অনেক কাঁদতে দাও। এটি হচ্ছে তাদের অর্জন করা পাপের প্রতিদান।

83 যদি আল্লাহ তোমাকে এমন অবস্থায় ফিরিয়ে নেন যেখানে তারা তোমার সাথে যুদ্ধের জন্য একত্রিত হতে অনুমতি চায়। তুমি বলবে, "তোমরা আবার কখনো আমার সাথে যুদ্ধের জন্য একত্রিত হবে না, না তোমরা কখনো কোন শত্রুর বিরুদ্ধে আমার সাথে লড়াই করবে। কারণ তোমরাই প্রথমে বসে থাকা লোকদের সাথে থাকা পছন্দ করেছো। সেজন্য, তোমরা অবশ্যই বসে থাকা লোকদের সাথে থাকবে।”

84 তুমি তাদের কারো জন্য দাফনপূর্ব প্রার্থনা করবে না যখন সে মারা যায়, না তুমি তার কবরে দাঁড়াবে। তারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে অবিশ্বাস করেছে, এবং মরেছে পাপী অবস্থায়।

পার্থিব বস্তু হচ্ছে শূন্য

85 তাদের অর্থ অথবা তাদের সন্তানদের দ্বারা অভিভূত হইও না। এই দুনিয়াতে আল্লাহ এগুলোকে তাদের জন্য দুর্দশার উৎস করেন, এবং তাদের আত্মা অবিশ্বাসী হিসেবে বেরিয়ে যায়।

86 যখন কোন সুরা প্রকাশিত হয়, বলে যেঃ “আল্লাহতে বিশ্বাস করো, এবং তাঁর বার্তাবাহকের সাথে সংগ্রাম করো”তখন এমনকি তাদের মধ্যকার বলবানরা বলে, “আমাদের থাকতে দিন”।

87 তারা বসে থাকাদের সাথে থাকতে পছন্দ করলো। পরিনামে, তাদের হৃদয়ে মোহর এঁটে দেয়া হয়েছিল, এবং এ কারনে, তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

সত্যিকার বিশ্বাসীরা সংগ্রাম করতে আগ্রহী

88 আর বার্তাবাহক এবং যারা তার সাথে বিশ্বাস করেছে, তারা আগ্রহের সাথে তাদের অর্থ এবং তাদের জীবন দিয়ে সংগ্রাম করে। এরা সকল ভালো জিনিসের যোগ্য হয়েছে; এরাই জয়ী।

89 আল্লাহ তাদের জন্য প্রবাহিত ঝর্নাসহ বাগান প্রস্তুত করেছেন, যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করে। এটাই সবচেয়ে বড় বিজয়।

90 আরবরা অজুহাত বানিয়েছিল, এবং তোমার কাছে এসেছিল পেছনে থেকে যাবার অনুমতি চাইতে। এটি নির্দেশ করে আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহককে তাদের প্রত্যাখ্যান- তারা পেছনে থেকে যায়। নিশ্চয়, তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করে তারা টেনে এনেছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

91 তারা দোষী হবে না যারা দূর্বল, অথবা অসুস্থ, অথবা উৎসর্গ করার জন্য কোনকিছু পায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের প্রতি নিবেদিত থাকে। তাদের মধ্যকার সৎকর্মশীলরা দোষী হবে না। আল্লাহ ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু।

92 এছাড়াও তারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত যারা তোমার কাছে আসে তোমার সাথে অন্তর্ভুক্ত হবার ইচ্ছায়, কিন্তু তুমি তাদেরকে বলো, "তোমাদেরকে চালিয়ে নিতে আমার কিছুই করার নেই।"তারা তখন তাদের চোখে অশ্রু নিয়ে ফিরে যায়, সত্যই দু:খ পেয়ে যে তারা অবদান রাখতে সমর্থ হয়নি।

93 দোষ হচ্ছে তাদের যারা তোমার কাছে পেছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি চায়, এমনকি যদিও তাদের কোন অজুহাত নেই। তারা বসে থাকাদের সাথে থাকতে পছন্দ করেছে। পরিনামে, আল্লাহ তাদের হৃদয়ে মোহর এঁটে দিয়েছেন, এবং এ কারণে, তারা কোন জ্ঞান অর্জন করে না।

কঠিন সময় ভন্ডদের প্রকাশ করতে কাজ করে

94 তারা তোমার কাছে ক্ষমা চায় যখন তুমি (যুদ্ধ থেকে) তাদের কাছে ফিরে আসো। বল, "ক্ষমা চেও না; তোমাদেরকে আমরা আর বিশ্বাস করি না। আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের সম্পর্কে অবগত করেছেন।"আল্লাহ তোমাদের কাজ দেখবেন, এবং বার্তাবাহকও, এরপর তোমরা সকল গোপন এবং প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতার নিকট ফিরে যাবে, এরপর তিনি তোমাদেরকে সবকিছু জানাবেন যা তোমরা করেছিলে।

95 যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে আসো, তারা তোমার কাছে আল্লাহর নামে শপথ করবে, কারণ হয়তো তুমি তাদের উপেক্ষা করতে পারো। তাদেরকে উপেক্ষা করো। তারা দূষিত, এবং তাদের নিয়তি নরক, তাদের অর্জিত পাপের প্রতিফল হিসেবে।

96 তারা তোমার কাছে শপথ করে, যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা করেও দাও, আল্লাহ এমন মন্দ লোকদের ক্ষমা করেন না।

আরবরা

97 আরবরা অবিশ্বাস এবং ভণ্ডামিতে নিকৃষ্টতম। এবং আল্লাহ তাঁর বার্তাবাহকের কাছে যে আইন প্রকাশ করেছেন তা উপেক্ষা করার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবচেয়ে জ্ঞানী।

98 কিছু আরব (আল্লাহর উদ্দেশে) তাদের ব্যায়কে ক্ষতি হিসেবে গন্য করে, এমনকি প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতে থাকে যে তোমার উপর কোন বিপর্যয় আঘাত হানবে। এরাই নিকৃষ্টতম বিপর্যয় টেনে আনবে। আল্লাহ শ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

99 অন্যান্য আরবরা আল্লাহ এবং শেষ দিবসে বিশ্বাস করে, এবং তাদের ব্যয়কে আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি উপায় হিসেবে গন্য করে, এবং বার্তাবাহককে সমর্থনের একটি উপায় হিসেবে গন্য করে। নিশ্চয়ই, এটি তাদেরকে অধিকতর নিকটে আনবে; আল্লাহ তাদেরকে তাঁর দয়ার অন্তর্ভুক্ত করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

100 প্রথম অগ্রণীদল যারা দেশান্তরিত হয়েছে (মুহাজারিন), এবং সমর্থনকারীরা (আনসার) যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল, এবং যারা তাদেরকে সৎকর্মশীলতায় অনুসরণ করেছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, এবং তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন প্রবাহিত ঝর্না সহ বাগান, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়।

ভন্ডদের জন্য শাস্তি দ্বিগুন*

101 তোমাদের চারপাশের আরবদের মধ্যে রয়েছে ভন্ডরা। আরও, শহরের অধিবাসীদের মধ্যে তারা রয়েছে, যারা ভণ্ডামিতে অভ্যস্ত। তুমি তাদের জানো না, কিন্তু আমরা তাদেরকে জানি। আমরা তাদের জন্য শাস্তি দ্বিগুন করবো, এরপর পরিশেষে তারা এক ভয়ানক শাস্তিতে পতিত হয়।

৯:১০১ মুনাফিকরা/ ভণ্ডরা বিশ্বাসীদের মাঝে বসে, বার্তা ও প্রমাণ শোনে, তারপর তাদের বিষাক্ত সন্দেহ ছড়িয়ে দেয়। এটি কুরআনের আইন যে তারা দ্বিগুণ শাস্তি পাবে, এখন এবং চিরকাল।

102 অন্যান্যরা আছে যারা তাদের পাপ স্বীকার করেছে; তারা ভাল কাজের সাথে মন্দ কাজ মিশিয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে উদ্ধার করবেন, কারণ আল্লাহ ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু।

103 তাদের অর্থ থেকে দান নাও তাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে এবং তাদেরকে পবিত্র করতে। এবং তাদেরকে উৎসাহিত করো, কারণ তোমার উৎসাহ তাদেরকে আশ্বস্ত করে। আল্লাহ শ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

104 তারা কি উপলব্ধি করে না যে আল্লাহ তাঁর উপাসনাকারীদের অনুশোচনা গ্রহন করেন, এবং দান নেন, এবং যে আল্লাহ উদ্ধারকারী, পরম দয়ালু?

105 বল, “সৎকর্ম করো; আল্লাহ তোমাদের কাজ দেখবেন, এবং তাঁর বার্তাবাহক এবং বিশ্বাসীরাও। অবশেষে, তোমরা সকল গোপন এবং প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতার নিকট ফিরে যাবে, এরপর তিনি তোমাদেরকে সবকিছু জানাবেন যা তোমরা করেছিলে।”

106 অন্যান্যরা অপেক্ষায় আছে আল্লাহর সিদ্ধান্তের জন্য; তিনি হয়তো তাদের শাস্তি দেবেন, অথবা হয়তো তিনি তাদের উদ্ধার করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবচেয়ে জ্ঞানী।

যে মসজিদ আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের বিরোধিতা করে*

107 আর যারা মসজিদের অপব্যবহার করে অংশীদার উপাসনা চর্চা করে, বিশ্বাসীদের বিভক্ত করে, এবং তাদেরকে স্বস্তি দিয়ে যারা আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের বিরোধিতা করে। তারা দৃঢ়তার সাথে শপথ করেঃ "আমাদের উদ্দেশ্য সম্মানজনক!"আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে তারা মিথ্যুক।

৯:১০৭ যে মসজিদে কেবলমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে আচার-অনুষ্ঠান করা হয় না, সেগুলি আল্লাহর নয়, শয়তানের। উদাহরণস্বরূপ, আজান এবং/অথবা নামাজে ইব্রাহিম, মুহাম্মদ এবং/অথবা আলীর নাম উল্লেখ করা ২:১৩৬, ২:২৮৫, ৩:৮৪ এবং ৭২:১৮-এ বর্ণিত আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি কলুষিত মুসলিম বিশ্ব জুড়ে একটি শিরকীয় অভ্যাস।

ঐসব মসজিদে প্রার্থনা করবেন না

108 তুমি এমন মসজিদে কখনো প্রার্থনা করবে না। যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সে স্থান তোমার প্রার্থনার অধিক উপযুক্ত। এখানে আছে লোকেরা, যারা শুদ্ধ হতে ভালবাসে। আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা নিজেদের শুদ্ধ করে।

109 যে ব্যক্তি তার ইমারত আল্লাহ ভক্তি এবং তাঁর সম্মতি অর্জনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করে সে উত্তম, নাকি সে ব্যক্তি যে তার ইমারত একটি ক্ষয়প্রাপ্ত পর্বতগাত্রের কিনারে প্রতিষ্ঠা করে, যা তাকে নিয়ে নরকের আগুনে পতিত হয়? আল্লাহ সীমাতিক্রকারি লোকদের পথ-প্রদর্শন করেন না।

110 এমন ইমারত যা তারা স্থাপন করেছে তা তাদের হৃদয়ে সন্দেহের একটি উৎস হয়ে থাকে, যতক্ষণ না তাদের হৃদয় স্থির হয়ে যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবথেকে জ্ঞানী।

সবচেয়ে লাভজনক বিনিয়োগ

111 আল্লাহ স্বর্গোদ্যানের বিনিময়ে বিশ্বাসীদের কাছ থেকে তাদের জীবন এবং তাদের অর্থ কিনে নিয়েছেন। এ কারনে, তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে লড়াই করে, মারতে এবং মরতে সম্মত। এমনই হচ্ছে তওরাত, ইঞ্জিল, এবং কুরআনে তাঁর সত্য অঙ্গীকার– এবং কে অঙ্গীকার পূরণে আল্লাহর চেয়ে উত্তম? তোমরা এমন বিনিময়ে আনন্দ করবে। এটিই শ্রেষ্ঠ বিজয়।

বিশ্বাসীরা

112 তারা অনুশোচনাকারী, উপাসনাকারী, প্রশংসাকারী, ধ্যানকারী, অবনত হয় ও সেজদা করে, সৎকর্মশীলতার উকালতি করে এবং মন্দের নিষেধকারী, এবং আল্লাহর আইন রক্ষাকারী। এমন বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও।

আপনারা আল্লাহর শুক্রদের ত্যাগ করবেন ইব্রাহিম তার পিতাকে ত্যাগ করেছিল

113 না নবী, না তারা যারা বিশ্বাস করে প্রতিমা উপাসকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, এমনকি যদিও তারা তাদের নিকটতম আত্মীয়স্বজন হয়, যখন তারা উপলব্ধি করে যে তারা নরকের জন্য নির্ধারিত।

114 ইব্রাহিম তার পিতার জন্য ক্ষমা চেয়েছিল শুধু একারনে যে, সে তাকে এমন অঙ্গীকার দিয়েছিল। কিন্তু, যখনই সে উপলব্ধি করলো যে সে আল্লাহর শত্রু, সে তাকে ত্যাগ করলো। ইব্রাহিম ছিল অত্যন্ত দয়ালু, সহিষ্ণু।

115 আল্লাহ কোন লোকদের পথভ্রষ্ট করেন না, তিনি তাদের পথ-প্রদর্শন করার পর, প্রথমে তাদের জন্য নির্দেশ না করে যে কি প্রত্যাশা করা হয়। আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

116 আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। তিনি জীবন এবং মৃত্যু নিয়ন্ত্রন করেন। আল্লাহর পাশে প্রভু এবং মনিব হিসাবে তোমাদের অন্য কেউ নেই।

117 আল্লাহ উদ্ধার করেছেন নবীকে, এবং অভিবাসীদের (মুহাজিরিন) এবং সমর্থকদের যারা তাদের আতিথিয়তা করেছে এবং তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে (আনসার), যারা তাকে কঠিন সময়ে অনুসরণ করেছে। সে সময় তাদের কারো কারো হৃদয় প্রায় দোদুল্যমান ছিল। কিন্তু তিনি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলেন, কারন তিনি তাদের প্রতি করুনাময়, পরম দয়ালু।

বার্তাবাহককে ত্যাগ করবেন না

118 আরো (ক্ষমা করা হয়েছে) সে তিনজনকে যারা পেছনে থেকে গিয়েছিল। বিস্তৃত পৃথিবী তাদের জন্য এতো সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল যে, তারা তাদের নিজেদের জন্য প্রায় সকল আশা ত্যাগ করেছিল। পরিশেষে, তারা উপলব্ধি করলো যে আল্লাহর থেকে পালানো যায় না, তাঁর দিকে ছাড়া। তিনি তখন তাদের উদ্ধার করলেন যাতে তারা অনুশোচনা করতে পারে। আল্লাহ উদ্ধারকারী, সবচেয়ে দয়াময়।

119 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, তোমরা আল্লাহকে ভক্তি করবে, এবং সত্যবাদীদের মধ্যে থাকবে।

120 না এই শহরের বাসিন্দারা, না তাদের চারদিকের আরবরা, আল্লাহর বার্তাবাহকের পেছনে থেকে যাওয়ার পথ খুঁজবে (যখন সে যুদ্ধের জন্য একত্রিত হয়)। না তারা তাদের নিজেদের বিষয়কে প্রাধান্য দেবে তাকে সমর্থন দেয়ার চেয়ে। এটা এই কারনে যে, তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোন তৃষ্ণা , অথবা কোন উদ্যোগ, অথবা ক্ষুধা, অথবা কোন একটি পদক্ষেপ নেয়া যা অবিশ্বাসীদের ক্ষুদ্ধ করে, অথবা শত্রুদের উপর কোন কষ্ট আরোপ করা- এগুলোর কোনটাই করেনা, যার কৃতিত্ব তাদের জন্য লেখা হয় না। যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে আল্লাহ কখনো পুরস্কৃত করতে ব্যর্থ হন না।

121 না তারা নিজের উপর কোন ব্যয় টেনে আনে, ছোট অথবা বড়, না তারা কোন উপত্যকা পার হয়, যার কৃতিত্ব তাদের জন্য লেখা না হয়। আল্লাহ অবশ্যই তাদের কাজের জন্য তাদেরকে উদারভাবে পুরস্কৃত করবেন।

ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব

122 যখন বিশ্বাসীরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়, তাদের সকলে নিবে না। প্রত্যেক দল থেকে কিছু লোক ধর্ম অধ্যয়নে তাদের সময় উৎসর্গ করতে সমবেত হবে। এভাবে, তারা তাদের লোকদের কাছে জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে পারে যখন তারা ফিরে আসে, যাতে তারা ধর্মীয়ভাবে অবগত থাকতে পারে।

অবিশ্বাসীরা

123 হে যারা তোমরা বিশ্বাস করো, তোমরা লড়াই করবে অবিশ্বাসীদের সাথে যারা তোমাদের আক্রমণ করে- যেন তারা তোমাদের কঠোরতা বুঝতে পারে-এবং জানে যে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।

ভণ্ডরা

124 যখন কোন সুরা প্রকাশিত হতো, তাদের কেউ কেউ বলতো, “এই সুরা কি তোমাদের কারো বিশ্বাস মজবুত করেছে?” নিশ্চয়ই, এটা তাদের বিশ্বাসকে মজবুত করেছিল যারা বিশ্বাস করেছে, এবং তারা যেকোন প্রকাশনাতেই আনন্দ পায়।

125 আর তাদের জন্য যারা তাদের হৃদয়ে সন্দেহ পোষণ করতো, এটা আসলে তাদের অপবিত্রতায় অপবিত্রতা যোগ করেছিল, এবং তারা অবিশ্বাসী হিসাবে মৃত্যুবরণ করলো।

126 তারা কি খেয়াল করে না যে প্রতি বছর এক বা দু'বার তারা কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়? এরপরও, তারা প্রতিবার অনুশোচনা করতে ব্যর্থ হয়, এবং ব্যর্থ হয় সতর্ক হতে।

এক ঐতিহাসিক অপরাধ উন্মোচনঃ আল্লাহর বাণীতে অনধিকার হস্তক্ষেপে* আল্লাহ অখণ্ডনীয় প্রমান দেন

127 যখনি কোন সুরা প্রকাশিত হতো, তাদের কেউ কেউ একে অন্যের দিকে এমনভাবে তাকাতো যেন বলতে চায়ঃ “কেউ কি তোমাদের দেখছে?”এরপর তারা স্থান ত্যাগ করে। এভাবে, আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বিমুখ করেন, কারন তারা এমন লোক যারা হৃদয়ঙ্গম করে না।

SURA 10 · 109 VERSES

ইউনুস

Younus

يونس

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 অ. ল. র. (আলিফ. লাম. র'.)* এসব (অক্ষরগুলো) এই প্রজ্ঞাময় গ্রন্থের প্রমান।

১০:১ এই অক্ষরগুলি কুরআনের অসাধারণ গাণিতিক কোড এবং ঐশ্বরিক লেখনী প্রমাণের একটি প্রধান অংশ। বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

2 এটা কি লোকদের জন্য খুব বেশি বিস্ময়কর যে আমরা তাদের মতো কোন লোককে অনুপ্রাণিত করেছি? তাকে (অনুপ্রাণিত করা হয়েছে বলার জন্য যে), "তুমি লোকদের সতর্ক করবে, এবং যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে সুসংবাদ দিবে যে তারা তাদের প্রভুর কাছে বিশেষ অবস্থান অর্জন করেছে"। অবিশ্বাসীরা বলল, "এ তো এক চালাক যাদুকর!

3 আল্লাহ-ই তোমাদের একমাত্র প্রভু; যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, এরপর সকল কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। কোন সুপারিশকারী নেই, তাঁর ইচ্ছানুসারে ব্যতিত। এমনই হচ্ছেন তোমাদের প্রভু, আল্লাহ। তোমরা তাঁর উপাসনা করবে। তোমরা কি মনোযোগী হবে না?

4 তাঁর কাছে তোমাদের চুড়ান্ত প্রত্যাবর্তন, তোমাদের সকলের। এটি আল্লাহর সত্য অঙ্গীকার। তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, এরপর এর পুনরাবৃত্তি করেন তাদের পুরস্কৃত করার জন্য যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে, ন্যায়সঙ্গতভাবে। আর তাদের বিষয়ে যারা অবিশ্বাস করে, তারা নিজেদের প্রতি টেনে এনেছে নারকীয় পানীয়, এবং এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, তাদের অবিশ্বাসের জন্য।

5 তিনিই সেই সত্ত্বা, যিনি সূর্যকে করেছেন প্রজ্বলিত, এবং চাঁদকে আলোকিত, এবং তিনি এর পর্যায়সমূহ নকশা করেছেন যাতে তোমরা বছর গণনা এবং এর হিসাব করা শিখতে পারো। আল্লাহ এই সবকিছু সৃষ্টি করেননি, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া। তিনি সেসব লোকদের জন্য প্রকাশনাবলী ব্যাখ্যা করেন যারা জানে।

6 নিশ্চয়, রাত এবং দিনের পালা-বদলে, এবং যা আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন, তাতে লোকদের জন্য প্রমান রয়েছে যারা সৎকর্মশীল।

এই দুনিয়ায় নিবিষ্ট থাকা

7 যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা করছে না, এবং এই পার্থিব জীবনে নিবিষ্ট হয়ে আছে ও
তাতেই পরিতৃপ্ত, এবং আমাদের প্রমাণগুলোতে মনোযোগ দিতে চায় না;

8 এরা নরক টেনে এনেছে তাদের চূড়ান্ত আবাস হিসেবে, তাদের নিজেদের কাজের পরিণামে।

আল্লাহ বিশ্বাসীদের পথ-প্রদর্শন করেন

9 আর যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে, তাদের প্রভু তাদের পথ-প্রদর্শন করেন,
তাদের বিশ্বাসের গুণে। সবচেয়ে সুখময় বাগানসমূহে যেখানে তাদের তলদেশে প্রবাহিত হবে
নদ-নদী।

10 সেখানে তাদের প্রার্থনা হচ্ছেঃ “আপনি মহিমান্বিত, আমাদের উপাস্য”। সেখানে তাদের
সম্ভাষণ হচ্ছে, “শান্তি,”এবং তাদের পরম প্রার্থনা হচ্ছেঃ “প্রশংসা আল্লাহর, মহাবিশ্বের প্রভু”।

11 যদি আল্লাহ লোকদের অর্জিত শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন, যেভাবে তারা জীবিকা দাবি করে,
তারা অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে যেতো। যাহোক, যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাস করে
না আমরা তাদের সীমালঙ্ঘনে ছেড়ে দেই, পথভ্রষ্টতায় মগ্ন।

12 যখন দূর্দশা মানুষকে স্পর্শ করে, সে আমাদের কাছে শুয়ে, বসে, অথবা দাঁড়িয়ে মিনতি
করে। কিন্তু, যখনই আমরা তার দুর্দশা দুর করি, সে এমনভাবে চলে যেন সে কখনোই
আমাদের কাছে কোন কষ্ট দূর করতে মিনতি করেনি। সীমালঙ্ঘনকারীদের কাজ এভাবেই
তাদের চোখে সজ্জিত করা হয়।

অতীত থেকে শিক্ষা

13 আমরা তোমাদের আগে কত প্রজন্মই না ধ্বংস করেছি যখন তারা সীমালঙ্ঘন করেছিল।
তাদের কাছে তাদের বার্তাবাহকগন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারা বিশ্বাস করতে
প্রত্যাক্ষান করেছিল। আমরা এভাবেই অপরাধী লোকদের প্রতিফল দেই।

এখন আপনার পালা

14 এরপর আমরা তাদের পর তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করলাম, তোমরা কেমন
করবে তা দেখতে।

প্রত্যেকটি অক্ষর হিসাবকৃত এবং ঐশ্বরিকভাবে নকশা করা

15 যখন আমাদের প্রকাশনাবলি তাদের কাছে আবৃতি করা হয়, যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের আশা করে না তারা বলে, "এটা ছাড়া অন্য কোন কুরআন নিয়ে আসো*, অথবা একে পরিবর্তন করো।"বলএটা সম্ভবই না যে আমি নিজে নিজে এর পরিবর্তন করি। আমি শুধু অনুসরণ করি যা আমার কাছে প্রকাশিত হয়। আমি ভয় করি, সেই ভয়ঙ্কর দিনের শাস্তিকে, যদি আমি আমার প্রভুকে অমান্য করি। "

১০:১৫ "কুরআন" শব্দটি কুরআনে ৫৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু যেহেতু এই আয়াতটি "অন্য কুরআন" বোঝায়, তাই এটি বাদ দিতে হবে; "এই কুরআন" শব্দটি কুরআনে ৫৭ বার উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯x৩।

16 বল, “আল্লাহ যদি চাইতেন, না আমি এটি তোমাদের কাছে আবৃতি করতাম, না তোমরা এটি সম্পর্কে কোনকিছু জানতে পারতে। আমি তোমাদের মধ্যে এর আগের পুরোটা জীবন পার করেছি (এবং তোমরা আমাকে একজন বিবেকবান, সত্যবাদী ব্যক্তি হিসেবে জেনেছো)। তোমরা কি বুঝো না?”

17 কে তার চেয়ে বেশি মন্দ যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, অথবা তাঁর প্রকাশনাবলি প্রত্যাখ্যান করে? নিশ্চয়, সীমাতিক্রমকারীরা কখনো সফল হয় না।

18 তারা আল্লাহর পাশে অংশীদারদের উপাসনা করে যা তাদের ক্ষতি বা উপকার করার কোন ক্ষমতা রাখে না, এবং তারা বলে, “এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী!” বল, “তোমরা কি আল্লাহকে আকাশমন্ডলী বা পৃথিবীর কোনকিছু জানাচ্ছ যা তিনি জানেন না?” তিনি মহিমান্বিত। তিনি সর্বোচ্চ; অংশীদারের প্রয়োজন থেকে অনেক উর্ধ্বে।

19 লোকেরা এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল, এরপর তারা বিবাদ করলো। যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন পূর্ব নির্ধারিত আদেশ না হতো, তারা তাৎক্ষণাৎ তাদের বিবাদের বিষয়ে রায় পেতো।

কুরআনের অলৌকিকতা উন্মোচিত হবে মোহাম্মদের পর*

20 তারা বলে, “কেমন করে তার কাছে তার প্রভুর পক্ষ থেকে কোন অলৌকিকতা অবতীর্ণ হল না?’ বল, “ভবিষ্যৎ আল্লাহর অধীনে; তাই অপেক্ষা করো, এবং আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি”।

১০:২০ অতীতের দিকে তাকালে, আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে কুরআনের অলৌকিক ঘটনা, প্রকৃতপক্ষে "সবচেয়ে বড় অলৌকিক ঘটনাগুলির মধ্যে একটি" (৭৪:৩০-৩৫), মুহাম্মদের ১৪ শতাব্দী পরে প্রকাশিত হওয়ার জন্য ঐশ্বরিকভাবে পূর্বনির্ধারিত ছিল। গতানুগতিক মুসলমানদের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, যদি মুহাম্মদকে এই অলৌকিক ঘটনা দেওয়া হত, তাহলে সেইসব মুসলমানরা, যারা ইতোমধ্যেই আল্লাহর পাশে মুহাম্মদকে মূর্তিমান করে তুলছে, তারা তাকে অবতার আল্লাহ হিসেবে উপাসনা করত। উপরন্তু, এই অলৌকিক

ঘটনা স্পষ্টতই কম্পিউটার যুগের জন্য এবং গাণিতিকভাবে উন্নত প্রজন্মের দ্বারা উপলব্ধি করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

বিদ্রোহী মানবজাতি

21 লোকেরা দুর্দশাগ্রস্থ হওয়ার পর আমরা যখন তাদের উপর দয়া করলাম, তারা তৎক্ষনাৎ আমাদের প্রকাশনাবলির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলো! বল, "আল্লাহর পরিকল্পনা আরো অধিক কার্যকর। কারণ আমাদের বার্তাবাহকরা তোমাদের সকল ষড়যন্ত্র সংরক্ষণ করছে।

22 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তোমাদেরকে ভূখণ্ড এবং সাগরে ভ্রমন করান। তোমরা জাহাজে আরোহন করো এবং এগুলো পাল খাটিয়ে চমৎকার মৃদু বাতাসে মসৃণভাবে চলে। এরপর, যখন সেখানে তারা আনন্দ করতে থাকে, যখন প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হয়, এবং ঢেউ তাদেরকে সব দিক থেকে ঘিরে ফেলে। সেই মুহূর্তেই তারা আল্লাহর কাছে মিনতি করে, তাদের প্রার্থনা আন্তরিকভাবে একমাত্র তাঁর নিকট উৎসর্গ করে, "আপনি যদি আমাদেরকে এবারের মতো রক্ষা করেন, আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো।

23 কিন্তু যেই মুহূর্তে তিনি তাদের রক্ষা করেন, তারা পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘন করে, এবং সত্যের বিরোধিতা করে। হে লোকেরা, তোমাদের সীমালঙ্ঘন শুধু তোমাদের নিজ আত্মার ক্ষতি করে। তোমরা এই পার্থিব জীবনে নিয়ে নিবিষ্ট থাকো, এরপর আমাদের কাছে তোমাদের চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন, এরপর আমরা তোমাদেরকে জানাবো যা তোমরা করেছিলে।

24 এই পার্থিব জীবনের উপমা হচ্ছে এরকম: আমরা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, তা দিয়ে পৃথিবী থেকে সব ধরণের উদ্ভিদ উৎপন্ন করতে, এবং লোকদের ও প্রানীদের জন্য খাদ্যের সংস্থান করতে। এরপর, যখনই পৃথিবীকে যথাযথভাবে সজ্জিত করা হয়, এবং এর লোকেরা ভাবে যে তারা এর নিয়ন্ত্রনে, আমাদের বিচার আসে রাতে বা দিনে*, একে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিয়ে, যেন আগের দিন কোনকিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। আমরা এভাবে প্রকাশনাবলি ব্যাখ্যা করি সে লোকদের জন্য যারা গভীর ভাবে চিন্তা করে।

১০:২৪ অবশ্যই, আল্লাহ জানেন যে তাঁর বিচার দিনের বেলায় আসবে, নাকি রাতে। কিন্তু এটা ঠিক যে পৃথিবীর শেষের সময় পৃথিবী অর্ধেক দিন এবং অর্ধেক রাত্রি থাকবে। কুরআনের আরেকটি "বৈজ্ঞানিক অলৌকিক ঘটনা"।

25 আল্লাহ শান্তির নীড়ের দিকে আমন্ত্রন করেন, এবং যাকে ইচ্ছা তিনি সরল পথে পরিচালিত করেন।

স্বর্গ এবং নরক চিরস্থায়ী

26 সৎকর্মশীলদের জন্য, পুরুস্কার বহুগুনে বৃদ্ধি করা হবে। তাদের মুখমণ্ডলসমূহ কখনো কোন বঞ্চনা বা লজ্জা অনুভব করবে না। এরাই স্বর্গের বাসিন্দা; তারা সেখানে চিরকাল বাস করে।

27 আর তাদের ক্ষেত্রে যারা পাপ অর্জন করেছে, তাদের প্রতিফল তাদের পাপের সমতুল্য। অপমান হচ্ছে তাদের ভাগ্য, এবং আল্লাহর পাশে অন্য কেউ তাদেরকে রক্ষা করতে পারে না। তাদের মুখমণ্ডলকে মনে হবে যেন অন্ধকার রাতের টুকরা দিয়ে ছেয়ে আছে। তারা হবে নরকের বাসিন্দা; তারা সেখানে চিরকাল বাস করবে।

উপাস্যরা তাদের উপাসনাকারীদের প্রত্যাক্ষান করবে

28 সেদিন যখন আমরা তাদের সকলকে সমবেত করবো, যারা অংশীদার উপাসনা করেছিল আমরা তাদের বলব, “আমরা তোমাদের একত্রিত করেছি, তোমাদের উপাস্যদের সাথে”। আমরা তাদেরকে একে অন্যের মুখোমুখি করবো, এবং তাদের উপাস্যরা তাদেরকে বলবে, “আমাদের কোন ধারনা ছিল না যে তোমরা আমাদের উপাস্য করেছ”।

29 “আমাদের এবং তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ যথেষ্ট, যে আমরা সম্পূর্ণ অনবগত ছিলাম আমাদেরকে তোমাদের উপাসনার ব্যাপারে”।

30 সেই সময় প্রত্যেক আত্মা পরীক্ষা করবে সবকিছু যা সে করেছিল। তারা তাদের ন্যায়সঙ্গত প্রভু এবং মনিব, আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে এবং তাদের বানানো উপাস্যরা তাদেরকে প্রত্যাক্ষান করবে।

31 বল, “কে আকাশ এবং পৃথিবী থেকে তোমাদের জন্য জীবিকা প্রদান করেন? কে তোমাদের সকল শ্রবন এবং দৃষ্টিশক্তি নিয়ন্ত্রন করেন? কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন, এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? কে সবকিছুর নিয়ন্ত্রনে রয়েছেন? তারা বলবে, “আল্লাহ”। বল, “তাহলে কেন তোমরা প্রত্যাদেশগুলো পালন করো না?”

32 এমনই আল্লাহ, তোমাদের ন্যয়সঙ্গত প্রভু। সত্যের পর আর কি থাকতে পারে, মিথ্যা ছাড়া? কিভাবে তোমরা এই সবকিছু উপেক্ষা করতে পারো?

33 এটিই হচ্ছে আল্লাহর সিদ্ধান্ত তাদের প্রতি যারা মন্দ হতে চায়; তারা বিশ্বাস করতে পারে না।

আপনাদের উপাস্যদের নিয়ে ভেবে দেখুন

34 বল, “তোমাদের কোন উপাস্য কি সৃষ্টির সূচনা করে, এরপর এর পুনঃরাবৃতি করে? বল, “আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করেন, এরপর এর পুনঃরাবৃতি করেন?”

35 বল, “তোমাদের কোন উপাস্য কি সত্যের দিকে পথ-প্রদর্শন করেন?”বল, “আল্লাহ সত্যের দিকে পথ-প্রদর্শন করেন। যে সত্যের দিকে পথ-প্রদর্শন করে সে কি অনুসরণের অধিক যোগ্য, নাকি যে পথ-প্রদর্শন করে না, বরং নিজের জন্যই পথ-নির্দেশনার দরকার হয়? তোমাদের বিচার-বিবেচনায় সমস্যা কি?

36 তাদের অধিকাংশই অনুমান ছাড়া কিছু অনুসরণ করে না, এবং অনুমান সত্যের কোন বিকল্প নয়। তারা যা কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

একমাত্র আল্লাহ কুরআন রচনা করতে পারেন

37 আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো পক্ষে কুরআন রচনা সম্ভব হতেই পারে না। এটি সকল পূর্ববর্তী বার্তা নিশ্চিত করে, এবং প্রদান করে একটি পূর্ণ বিস্তারিত ঐশীগ্রন্থ। এটি ভুলের উর্ধ্বে; কারন এটি মহাবিশ্বের প্রভুর কাছ থেকে আগত।

38 যদি তারা বলে, “সে এটা মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে,”“তবে এগুলোর মতো একটি সুরা তৈরি করো, এবং অন্য যে কাউকে ইচ্ছা আমন্ত্রন করো, আল্লাহ ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হও”।

39 নিশ্চয়, তারা এটি অধ্যয়ন এবং পরখ না করে, এবং এটি বুঝার আগেই প্রত্যাখ্যান করেছে। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরা অবিশ্বাস করেছিল। সুতরাং, সীমাতিক্রমকারীদের পরিণাম লক্ষ্য করো।

40 তাদের কেউ কেউ বিশ্বাস করে (এই ঐশীগ্রন্থে), যখন অন্যরা এতে অবিশ্বাস করে। তোমার প্রভু মন্দকর্মীদের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত।

41 যদি তারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে বল, “আমার কর্ম আমার জন্য, এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমি যা কিছু করি তার জন্য তোমরা দায়ী নও, এবং তোমরা যা কিছু করো তার জন্য আমি দায়ী নই”।

42 তাদের কেউ কেউ তোমার কথা শোনে, কিন্তু তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারো, যদিও তারা বুঝতে পারে না?

মানুষ স্বাধীন ভাবে তাদের পথ পছন্দ করে

43 তাদের কেউ কেউ তোমার দিকে তাকায়, কিন্তু তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারো, যদিও তারা দেখে না?

44 আল্লাহ কখনো লোকদের প্রতি ক্ষতি করেন না; লোকেরা নিজেরাই তাদের আত্মার ক্ষতি করে।

45 সে দিন যখন তিনি তোমাদের সকলকে সমবেত করবেন, তারা সাক্ষাতের সময়, উপলব্ধি করবে যে তারা এই দুনিয়াতে দিনের একটি ঘণ্টা অবস্থান করেছিল। তারা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্থ যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে অবিশ্বাস করেছিল; এবং পথভ্রষ্টতা বেছে নিয়েছিল।

46 যে (শাস্তির) বিষয়ে আমরা তাদের অঙ্গীকার করি যদি এর কিছু অংশ আমরা তোমাকে দেখাই, অথবা এর আগেই তোমার জীবনাবসান করি, তবে আমাদের কাছে তাদের চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন। আল্লাহ তাদের করা সবকিছুর সাক্ষী।

47 প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতি, একজন বার্তাবাহক। তাদের বার্তাবাহক আসার পর, তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে মূল্যায়ন করা হয়, সামান্যতম অবিচার ছাড়াই।

48 তারা চ্যালেঞ্জ করেঃ "কখন এই ভবিষ্যৎবানী ঘটবে, যদি তুমি সত্য বলে থাক?

বার্তাবাহক কোন ক্ষমতা রাখে না

49 বল, "আমার কোন ক্ষমতা নেই নিজের ক্ষতি করার, অথবা নিজের উপকার করার; আল্লাহ যা চান শুধু তা-ই হয়"। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি পূর্বনির্ধারিত জীবনকাল রয়েছে। যখন তাদের সময় শেষ হয়ে যায়, তারা একে এক ঘণ্টা বিলম্ব করাতে পারে না, না একে এগোতে পারে।

50 বল, "যদি তোমাদের কাছে তাঁর শাস্তি রাতে বা দিনে আসে, তবে কেন সীমালঙ্ঘনকারীরা এমন তাড়াহুড়া করছে?

51 "যদি এটা ঘটে, তোমরা কি তখন বিশ্বাস করবে? কেন তোমরা তখন বিশ্বাস করবে? তোমরা এর আসার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করতে?

52 সীমালঙ্ঘনকারীদের বলা হবে, "চিরস্থায়ী শাস্তি আস্বাদন করো। তোমরা কি সঠিক প্রতিদান পাওনি যা অর্জন করেছ তার জন্য"।

53 তারা তোমার ভবিষ্যদ্বানী করাকে চ্যালেঞ্জ করেঃ "এটা কি সত্যিই ঘটবে?"বল, "হ্যাঁ নিশ্চয়, আমার প্রভুর শপথ, এটাই সত্য, এবং তোমরা কখনই পালাতে পারবে না"।

বিশ্বাসের মূল্য কি

54 যদি কোন মন্দ আত্মা পৃথিবীর সবকিছুর অধিকারী হয়, সে তৎক্ষণাৎ মুক্তিপন হিসাবে তা উপস্থাপন করবে। যখন তারা শাস্তি দেখবে তারা অনুশোচনায় জর্জরিত হবে। তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার পাবে, সামান্যতম অবিচার ছাড়া।

55 নিঃসন্দেহে, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর। নিঃসন্দেহে, আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

56 তিনি জীবন এবং মৃত্যু নিয়ন্ত্রন করেন, এবং তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন।

57 হে লোকেরা, এখানে তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে এসেছে জ্ঞানালোক, এবং যা কিছু তোমাদের হৃদয়কে যন্ত্রণা দেয়, তার জন্য নিরাময়, এবং পথনির্দেশনা, এবং বিশ্বাসীদের জন্য দয়া।

বিশ্বাসীদের জন্য আনন্দ

58 বল, "আল্লাহর করুণা এবং তাঁর দয়ায় তারা আনন্দ করবে"। এটা যেকোন সম্পদ থেকে অনেক উত্তম যা তারা সঞ্চয় করতে পারে।

মানব-প্রনীত খাদ্য নিষেধাজ্ঞা

59 বল, "তোমরা কি লক্ষ্য করেছো, কিভাবে আল্লাহ সকল প্রকার জীবিকা তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেন, এরপর তোমরা এগুলোর কতগুলোকে বে-আইনি, এবং কতগুলোকে আইনসিদ্ধ বলে উপস্থাপন করো?"বল, "আল্লাহ কি তোমাদের এটা করার অনুমতি দিয়েছেন?"নাকি তোমরা মিথ্যা বানাও এবং সেগুলো আল্লাহর প্রতি আরোপ করো?"

60 যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বানায় তাদের কি কখনো এটা মনে হয় যে, তাদেরকে পুনরুত্থান দিনে তাঁর মুখোমুখি হতে হবে? নিশ্চয়, আল্লাহ লোকদের প্রতি তাঁর করুণা বর্ষণ করেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

আল্লাহকে জানা

61 তোমরা এমন কোন পরিস্থিতির মধ্যে জড়িত হও না, না তোমরা আবৃতি করো কোন কুরআন, না তোমরা কোন কিছু করো, যাতে আমরা সাক্ষী থাকি না যখন তোমরা তা করো। এমনকি একটি পরমানুর ভরও তোমার প্রভুর নিয়ন্ত্রনের বাইরে নয়, তা হোক আকাশমণ্ডলীতে অথবা পৃথিবীতে। না কোন কিছু আছে পরমানুর চেয়ে ছোট, অথবা বড়, যা লিপিবদ্ধ নেই একটি সুস্পষ্ট দলিলে।

সুখঃ এখন এবং চিরদিন*

62 নিঃসন্দেহে, আল্লাহর মিত্রদের কোন ভয় নেই, না তারা শোক করবে।

১০:৬২-৬৪ অধিকাংশ মানুষ মনে করে যে, তাদের সৎকর্মের পুরস্কার অথবা অন্যায়ের প্রতিশোধ পাওয়ার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু কুরআন বারবার বিশ্বাসীদের আশ্বস্ত করে যে, তারা এই পৃথিবীতে, এখন এবং চিরকাল নিখুঁত সুখের নিশ্চয়তা পাবে। এখানে তাদের অন্তর্বর্তীকালীন জীবন শেষে, তারা সরাসরি জান্নাতে যাবে (পরিশিষ্ট ১৭ দেখুন)।

63 তারা হচ্ছে সেসব লোক যারা বিশ্বাস করে এবং ন্যায়পরায়ন জীবন-যাপন করে।

64 তাদের জন্য, আনন্দ এবং সুখ এই দুনিয়ায়, সেই সাথে পরকালে। এটা আল্লাহর অপরিবর্তনীয় আইন, এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বিজয়।

65 তাদের কথায় দুঃখ পেও না। সকল ক্ষমতা আল্লাহর। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

66 নিঃসন্দেহে, আকাশমণ্ডলীর সকলে এবং পৃথিবীর সকলে আল্লাহর অধীন। যারা আল্লাহর পাশে উপাস্য স্থাপন করে তারা প্রকৃতপক্ষে কিছুই অনুসরন করছে না। তারা শুধু ভাবে যে তারা কোন কিছু অনুসরণ করছে। তারা শুধু অনুমান করে।

67 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি রাতকে করেছেন তোমাদের বিশ্রামের জন্য, এবং দিনকে করেছেন আলোকিত। এগুলো প্রমান সে লোকদের জন্য যারা শুনতে পারে।

মহা ধর্মনিন্দা

68 তারা বলে, “আল্লাহ পুত্র জন্ম দিয়েছেন!” মহিমা তাঁরই। তিনি সবচেয়ে ধনী। আকাশমণ্ডলীর সবকিছু এবং পৃথিবীর সবকিছু তাঁর। এমন মিথ্যারোপের সমর্থনে তোমাদের কোন প্রমান নেই। আল্লাহর যে বিষয়ে তোমরা জানো না, তোমরা কি তা বলছো?

69 ঘোষণা করোঃ “যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বানায় তারা কখনোই সফল হবে না”।

70 তারা এই বিশ্বে তাদের ক্ষণস্থায়ী অংশ পায়, এরপর আমাদের কাছে তাদের চুড়ান্ত প্রত্যাবর্তন, এরপর আমরা তাদের অবিশ্বাসের জন্য তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করি।

নুহ

71 তাদের জন্য আবৃতি করো নুহের ইতিহাস। সে তার লোকদের বলেছিল, “হে আমার লোকেরা, যদি তোমরা আমার অবস্থান এবং তোমাদেরকে আমার আল্লাহর প্রকাশনাবলি স্মরণ করিয়ে দেয়াকে তোমাদের জন্য সাধ্যের অতীত মনে করো, তাহলে আল্লাহতে আমি আমার আস্থা রাখি। তোমাদের উচিত তোমাদের নেতাদের সাথে মিলিত হওয়া, তোমাদের নিজেদের মাঝে একটি চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে সম্মত হওয়া, এরপর অনতিবিলম্বে আমাকে তা জানানো।

72 "যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, আমি তো তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই নি। আমার পারিশ্রমিক আল্লাহ থেকে আসে। আমাকে একজন আত্মসমর্পণকারী হওয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে।

73 তারা তাকে প্রত্যাক্ষান করলো এবং, পরিনামে, আমরা তাকে এবং যারা তার সাথে নৌকায় যোগ দিয়েছিল তাদের রক্ষা করলাম; আমরা তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানালাম। আর আমরা ডুবিয়ে দিলাম তাদেরকে যারা আমাদের প্রকাশনাবলি প্রত্যাক্ষান করেছিল। পরিনাম লক্ষ করো; তাদের সতর্ক করা হয়েছিল।

মানুষ তার আসল পাপে লিপ্ত থাকে

74 এরপর আমরা তার পরবর্তীতে তাদের লোকদের কাছে বার্তাবাহকদের পাঠালাম, এবং তারা তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রমানাদি দেখালো। কিন্তু তারা তাতে বিশ্বাস করার ছিল না যা তারা অতীতে প্রত্যাক্ষান করেছিল। আমরা এভাবে সীমালংঘনকারীদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেই।

মুসা ও হারুন

75 এরপর আমরা তাদের পরবর্তীতে ফেরাউন এবং তার দলের কাছে মুসা ও হারুনকে পাঠালাম, আমাদের প্রমানাদি সহকারে। কিন্তু তারা উদ্ধত হলো; এবং তারা সীমালংঘনকারী লোক ছিল।

76 আমাদের কাছ থেকে যখন সত্য তাদের কাছে আসলো, তারা বলল, “এটা স্পষ্টতই জাদু!”

77 মুসা বলল, “তোমরা কি এভাবেই সত্যের বর্ণনা করো থাকো যখন তা তোমাদের কাছে আসে? এটা কি জাদু? কিভাবে কোন জাদুকর জয়ী হতে পারে?

78 তারা বলল, “তোমরা কি এসেছ আমাদেরকে তা থেকে সরিয়ে দিতে যা আমরা আমাদের পিতামাতাদের করতে দেখেছি এবং নিজেরা বিশেষ অবস্থান অর্জণ করার জন্য? আমরা কখনই তোমাদের সাথে বিশ্বাসী হিসাবে যোগ দেবো না”।

সত্যেরই জয় হয়

79 ফেরাউন বলল, “আমার কাছে প্রত্যেক অভিজ্ঞ জাদুকরকে নিয়ে আসো”।

80 যখন জাদুকররা আসলো, মুসা তাদের বলল, “তোমরা যা ছুড়ঁতে চাও ছোড়।

81 যখন তারা ছুড়ঁলো, মুসা বলল, “যা তোমরা উপস্থাপন করেছ তা জাদু এবং আল্লাহ তা ব্যর্থ করে দেবেন। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের কাজ সমর্থন করেন না”।

82 আল্লাহ তাঁর বানী দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, অপরাধীদের সত্ত্বেও।

83 কেউ মুসার সাথে বিশ্বাস করেনি তার লোকদের মধ্যে অল্প কয়েকজন ছাড়া, ফেরাউন এবং তার সভাসদের অত্যাচারের ভয়ে। নিশ্চয়, ফেরাউন ছিল পৃথিবীতে অত্যন্ত উদ্ধত, এবং প্রকৃতই অত্যাচারী।

84 মুসা বলল, "হে আমার লোকেরা, যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহতে বিশ্বাস করো, তাহলে তার উপর তোমাদের আস্থা রাখো, যদি তোমরা সত্যিই আত্মসমর্পণকারী হও।"

85 তারা বলল, "আমরা আল্লাহতে আস্থা রাখি। আমাদের প্রভু, এই অত্যাচারী লোকদের নির্যাতন থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

86 “আমাদের উদ্ধার করুন, আপনার দয়া দিয়ে, অবিশ্বাসী লোকদের থেকে”।

87 আমরা মুসা এবং তার ভাইকে উদবুদ্ধ করলাম। “এখনকার জন্য মিসরে তোমাদের ঘর গুলো বহাল রাখ, তোমাদের ঘরগুলো সেনেগগে পরিণত করো, এবং সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করো। বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও।

88 মুসা বলল, “আমাদের প্রভু, আপনি ফেরাউন এবং তার সভাসদদের এই দুনিয়ায় বিলাসিতা এবং সম্পদ দিয়েছেন। আমাদের প্রভু, তারা এগুলো শুধু অন্যদেরকে আপনার পথ থেকে বিতাড়িত করতে ব্যবহার করে। অমাদের প্রভু, তাদের সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দিন, এবং তাদের হৃদয় কঠোর করে দিন তাদেরকে বিশ্বাস করা থেকে বিরত রাখতে, যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখে।

89 তিনি বললেন, “তোমারদের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হল (হে মুসা এবং হারুন), সুতরাং অবিচল থাকো, এবং তাদের পথ অনুসরণ কর না যারা জানে না”।

90 আমরা সাগর পার করিয়ে ইসরাঈলের সন্তানদের উদ্ধার করেছিলাম। ফেরাউন এবং তার সৈন্যদল তাদের পিছু ধাওয়া করলো, সহিংসতা এবং পাপের সাথে। যখন ডুবে যাওয়া তার জন্য বাস্তবতা হয়ে গেল, সে বলল, “আমি বিশ্বাস করি যে কোন উপাস্য নাই সেই এক সত্ত্বা ব্যতিত যাকে ইসরাঈলের সন্তানেরা বিশ্বাস করেছে, আমি একজন আত্মসমর্পণকারী”।

91 “অনেক দেরি হয়ে গেছে![*] কারন তুমি ইতোমধ্যে বিদ্রোহ করেছ, এবং একজন সীমালঙ্ঘনকারী হতে পছন্দ করেছ।

১০:৯১ আল্লাহতে বিশ্বাস করা প্রথম পদক্ষেপ। এরপর, উপাসনার মাধ্যমে আত্মাকে পুষ্ট ও বিকশিত করতে হবে (পরিশিষ্ট ১৫ দেখুন)।

ফেরাউনের দেহ সংরক্ষিত*

92 “আজ, আমরা তোমার দেহ সংরক্ষন করবো, তোমাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি শিক্ষা হিসাবে দাড় করাতে।* দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মানুষ আমাদের নিদর্শনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক।

১০:৯২ আল্লাহ মিশরীয়দের মমিকরণের একচেটিয়া জ্ঞান দিয়েছিলেন। আজ, ফেরাউনের মমিকৃত দেহ কায়রো জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে।

93 আমরা ইসরাইলের সন্তানদেরকে এক সন্মানিত অবস্থান দিয়েছি, এবং তাদেরকে ভালো জীবিকা দিয়ে সৌভাগ্যবান করেছি। তাসত্ত্বেও, এই জ্ঞান যখন তাদের কাছে আসলো তারা বিবাদ করলো। তোমার প্রভু পুনুরুত্থান দিবসে তাদের বিবাদকৃত সকল বিষয়ে বিচার করবেন।

বার্তাবাহকের সন্দেহ

94 যদি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা প্রকাশ করা হয়েছে সে ব্যাপারে তোমার কোন সন্দেহ থাকে, তবে যারা পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থ পড়ে তাদের জিজ্ঞাসা করো। প্রকৃতপক্ষে, তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার কাছে সত্য এসেছে। সন্ধেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত না।

95 না তুমি তাদের সাথে যোগ দেবে যারা আল্লাহর প্রকাশনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে, পাছে তুমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তরভুক্ত হবে।

96 নিশ্চিতভাবে, যারা তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে একটি হুকুম, জারির দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে তারা বিশ্বাস কতে পারে না।

97 যে প্রমানই তুমি তাদের দেখাও না কেন, (তারা বিশ্বাস করতে পারে না), যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখে।

বিশ্বাসী জাতিরা উন্নতি করে

98 বিশ্বাসী যে কোন সম্প্রদায় অবশ্যই বিশ্বাসের জন্য পুরস্কৃত হবে। উদাহরণ স্বরূপ, ইউনুসের লকেরাঃ যখন তারা বিশ্বাস করল, আমরা সেই অপমানকর শাস্তি মুক্ত করলাম যা তারা এই দুনিয়ায় ভোগ করছিল, এবং আমরা তাদেরকে সমৃদ্ধশালী করলাম।

99 যদি তোমার প্রভু চাইতেন, পৃথিবীর সকল লোক বিশ্বাস করতো।* তুমি কি লোকদের বিশ্বাসী হওয়ার জন্য জোর করতে চাও?

১০:৯৯-১০১ এই পরীক্ষার দাবি হলো আমাদের নিজেদেরই প্রতিমা উপাসনাকে নিন্দা করতে হবে, আমাদের নিজের সিদ্ধান্তে এবং ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া। যারা অবিশ্বাস করতে পছন্দ করে, আল্লাহ তাদের তা করতে

বাধা দেন।

অবিশ্বাসীরা বাধাপ্রাপ্ত*

100 আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিত কোন আত্মা বিশ্বাস করতে পারে না। কারন তিনি তাদের উপর অভিশাপ আরোপ করেন যারা বুঝতে অস্বীকার করে।

101 বল, "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর নিদর্শনাবলি দেখো"। যারা অবিশ্বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদের জন্য সকল প্রমান এবং সকল সতর্কবার্তা কখনো কাজে আসে না।

102 তারা কি তাদের অনুরূপ অতীত ব্যক্তিদের থেকে আলাদা কোন পরিনাম আশা করতে পারে? বল, "শুধু অপেক্ষা করো, এবং, তোমাদের সাথে, আমিও অপেক্ষা করছি।"

অবিশম্ভাবি বিজয়

103 আমরা অবশেষে আমাদের বার্তাবাহকদের এবং যারা বিশ্বাস করে তাদের রক্ষা করি। এটা আমাদের অপরিবর্তনীয় আইন যে আমরা বিশ্বাসীদের রক্ষা করি।

104 বল, "হে লোকেরা, যদি আমার ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তোমরা আল্লাহর পাশে যা উপাসনা করো আমি তার উপাসনা করি না; আমি একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করি, সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদের জীবনাবসান ঘটাবেন আমি আদিষ্ট হয়েছি একজন বিশ্বাসী হওয়ার জন্য।"

105 আমি আদিষ্ট হয়েছি: "নিজেকে একেশ্বরবাদ ধর্মের প্রতি নিবেদিত রাখো; তুমি অংশীদার উপাসনা চর্চা করবে না।

106 “তুমি আল্লাহর পাশে এমন কিছুর উপাসনা করবে না, যা তোমার উপকার বা ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা রাখে না। যদি তুমি তা করো, তবে তুমি সীমালঙ্ঘকারী হবে”।

সকল ক্ষমতা আল্লাহর

107 আল্লাহ যদি তোমাকে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে স্পর্শ করেন, তবে তিনি ব্যতীত কেউ তা লাঘব করতে পারে না। আর তিনি তোমাকে সৌভাগ্যশালী করলে, কোন শক্তি তাঁর অনুগ্রহকে প্রতিরোধ করতে পারে না। তিনি এটি অর্পণ করেন তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে তিনি পছন্দ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

108 ঘোষণা করঃ “হে লোকেরা, তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এখানে সত্য এসেছে। যে কেউ সুপথে পরিচালিত হয় সে তার নিজের ভালোর জন্য সুপথে পরিচালিত হয়। এবং যেকেউ পথভ্রষ্ট হয়, পথভ্রষ্ট হয় তার নিজের ক্ষতির জন্য। আমি তোমাদের অভিভাবক নই।

109 যা তোমার কাছে প্রকাশ করা হয় তা অনুসরণ করো, এবং ধৈর্য ধারন করো যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর রায় দেন, তিনি সর্বোত্তম বিচারক।

SURA 11 · 123 VERSES

হুদ

Hud

هود

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 অ. ল. র. (আলিফ. লাম. র'.)। এটি একটি ঐশীগ্রন্থ যার আয়াতগুলো নিখুঁত করা হয়েছে, তারপর বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এটি এসেছে এক সর্বজ্ঞ, সবজান্তার কাছ থেকে।*

১১:১ আমাদের প্রজন্ম সৌভাগ্যবান যে তারা কুরআনে দুটি অসাধারণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে: (১) একটি অসাধারণ গাণিতিক কোড (পরিশিষ্ট ১), এবং (২) অবিশ্বাস্য মাত্রার একটি সাহিত্যিক অলৌকিক ঘটনা। মানুষ যদি একটি গাণিতিকভাবে কাঠামোগত কাজ লেখার চেষ্টা করে, তাহলে সংখ্যাগত হেরফের সাহিত্যিক মানের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। কুরআনের সাহিত্যিক উৎকর্ষতা একটি মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করে।

কুরআনঃ আল্লাহর বার্তাবাহক

2 ঘোষনা করছে "তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো উপাসনা করবে না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছি একটি সর্তককারী, সেই সাথে, সুসংবাদ বহনকারী হিসেবে।

3 "তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমা পেতে চেষ্টা করবে, আর তাঁর কাছে অনুশোচনা করবে। তাহলে তিনি তোমাদেরকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উদারভাবে অনুগ্রহ করে যাবেন, এবং তাঁর করুনা বর্ষণ করবেন তাদের উপর যারা এর যোগ্য। তোমরা যদি ফিরে যাও, তবে আমি তোমাদের জন্য এক মারাত্মক দিনের শাস্তির ভয় করছি।"

4 আল্লাহর কাছে তোমাদের চুড়ান্ত প্রত্যাবর্তন, এবং তিনি সর্বশক্তিমান।

5 প্রকৃতপক্ষে, তারা তাদের গভীরতম চিন্তাভাবনা লুকায়, যেন তিনি সেগুলো না জানতে পারেন। মূলত, যদিও তারা নিজেদেরকে তাদের কাপড় দিয়ে আর্বৃত করে, তিনি তাদের গোপন ও প্রকাশ্য ব্যাপারগুলো জানেন। তিনি সকল গভীরতম চিন্তাভাবনা জানেন।

নিশ্চিত জীবিকা

6 পৃথিবীতে এমন কোন জীব নেই যার জীবিকা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নয়। আর তিনি এর গতিবিধি এবং এর চুড়ান্ত পরিনতি জানেন। সবকিছু একটি সুস্পষ্ট নথিতে লিপিবদ্ধ।

7 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন-*আর তাঁর (পৃথিবীর) রাজত্ব পানি দিয়ে পুরোপুরি আবৃত ছিল*- তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, তোমাদের মধ্যে যারা সৎ কাজ করে তাদের আলাদা করার জন্য। এরপরও, যখন তোমরা বল, “তোমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরজ্জীবিত করা হবে,”যারা অবিশ্বাস করে তারা বলবে, “এটি সুস্পষ্ট কালো যাদু।”

১১:৭ ছয় দিন আমাদের তথ্য প্রদানের একটি মাপকাঠি মাত্র। সুতরাং, আমরা জানতে পারি যে বিশাল প্রাণহীন ভৌত মহাবিশ্ব দুই দিনে তৈরি হয়েছিল, যেখানে "পৃথিবী" নামক ক্ষুদ্র কণাটি চার দিনে তৈরি হয়েছিল (৪১:১০-১২)। পৃথিবীর বাসিন্দাদের জন্য খাদ্য, জল এবং অক্সিজেনের ব্যবস্থা সঠিকভাবে গণনা এবং ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।*

১১:৭ পৃথিবী প্রথমে জলে ঢাকা ছিল। পরবর্তীকালে, স্থলভাগের আবির্ভাব ঘটে এবং মহাদেশগুলি পৃথক হয়ে যায়।

8 এবং আমরা যদি তাদের অর্জিত শাস্তি দিতে দেরি করি- কারণ আমরা তা কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য জমা রাখি- তারা বলে, “কিসে উনাকে আটকে রেখেছে? মূলত, একবার এটি তাদের কাছে আসলে, কোনকিছুই একে থামাতে পারে না, উলটো তাদের উপহাস তাদেরকে তাড়া করে বেড়াবে।

9 আমাদের পক্ষ থেকে যখনই আমরা দয়া দিয়ে মানব জাতিকে অনুগ্রহ করি, এরপর তা সরিয়ে নেই, সে হয়ে যায় নিরাশ, অকৃতজ্ঞ।

10 যখনই আমরা অনুগ্রহ করি, সে দুর্দশাগ্রস্থ হওয়ার পর, সে বলে, “আমার কাছ থেকে সকল দুর্দশা চলে গেছে,” সে হয়ে পরে উদ্বেলিত, গর্বিত।

11 আর যারা দৃড়তার সাথে অবিচল থাকে, এবং সৎ জীবন-যাপন করে, তারা ক্ষমা ও এক উদার প্রতিদানের যোগ্য হয়েছে।

আল্লাহর প্রকাশনাবলি ভারী

12 তোমার কাছে যা প্রকাশ করা হয় তুমি হয়তো এর কিছু অংশ উপেক্ষা করতে চাইতে পারো এবং হয়তো এর দ্বারা তুমি বিচলিত হতে পারো। এছাড়াও, তারা হয়তো বলতে পারে, “এটা কেমন যে তার কাছে কোন ধনভান্ডার অথবা কোন ফেরেশতা নেমে আসে না?”তুমি শুধু একজন সতর্ককারী; আল্লাহ সবকিছু নিয়ন্ত্রন করেন।

কুরআনঃ নকল করা অসম্ভব

13 যদি তারা বলে,"সে (কুরআন) বানিয়েছে,"তাদেরকে বল, "তবে এগুলোর মত দশটি সূরা উপস্থাপন করো,যা বানানো,এবং যাকে পারো আমন্ত্রন করো,আল্লাহকে ছাড়া,যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"*

১১:১৩ কুরআনের গাণিতিক অলৌকিকতা অনবদ্য (পরিশিষ্ট ১ দেখুন)।

14 তারা যদি তোমাদের চ্যালেঞ্জের কাছে পরাস্ত হয়, তবে জেনে রাখো যে এটি আল্লাহর জ্ঞান থেকে প্রকাশিত হয়, এবং তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তোমরা কি এবার আত্মসমর্পণ করবে?

15 যারা এই পার্থিব জীবন আর এর বস্তুগত সৌন্দর্যের পিছনে ছুটে বেড়ায়, আমরা এই জীবনে তাদের কাজের জন্য তাদের প্রতিদান দেবো; সামান্যতম কম না দিয়ে।

16 এরা তারাই যারা তাদের পরকালের অংশ ছেড়ে দিয়েছে,এবং,পরিনামে,নরকই তাদের নিয়তি। তাদের সকল কাজ অর্থহীন; তারা যা কিছু করেছে সবই বিনষ্ট হয়েছে।

কুরআনের গানিতিক সংকেত

17 আর যাদেরকে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে জোড়ালো প্রমান* দেয়া হয়েছে,যা তাঁর পক্ষ থেকে একজন স্বাক্ষী দ্বারা উপস্থাপিত, এবং এর আগে,মূসার ঐশীগ্রন্থ এক উদাহরণ ও দয়া* স্থাপন করেছে,তারা অবশ্যই বিশ্বাস করবে। আর বিভিন্ন দলের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করে,তাদের জন্য নরক অপেক্ষা করছে। কোন সন্দেহ পোষন করো না; এটি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই অবিশ্বাস করে।

১১:১৭ কুরআনের ১৯টি গাণিতিক কোড ঐশ্বরিক লেখনীর একটি অন্তর্নিহিত প্রমাণ। এটি উল্লেখযোগ্য যে "বাইয়্যিনাহ" (প্রমাণ) শব্দটি কুরআনে ১৯ বার উল্লেখ করা হয়েছে।*

১১:১৭ দেখা যাচ্ছে যে, মুসার বইটিও গাণিতিকভাবে রচিত হয়েছিল, "১৯" ছিল সাধারণ হর। পাদটীকা ৪৬:১০ এবং পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

18 তাদের থেকে খারাপ আর কারা যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বানায়? তাদেরকে তাদের প্রভুর সামনে উপস্থিত করা হবে,এবং স্বাক্ষীরা বলবে,"এরাই তারা যারা তাদের প্রভু সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিল। আল্লাহর অভিসম্পাত সীমালঙনকারীদের উপর পড়েছে।"

19 তারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং একে বক্র করতে চেষ্টা করে,এবং তারা পরকালে অবিশ্বাসী।

অবিশ্বাসীরা

20 এরা কখনও পালাতে পারবে না,না তারা আল্লাহর বিপক্ষে তাদেরকে সাহায্য করতে কোন প্রভু বা মনিব পাবে। শাস্তি তাদের জন্য দ্বিগুন করা হবে। তারা শুনতে ব্যর্থ হয়েছে,এবং তারা ব্যর্থ হয়েছে দেখতে।

21 এরাই তারা যারা তাদের আত্মা হারায়, এবং তাদের বানানো উপাস্যরা তাদের পরিত্যাগ করবে।

22 কোন সন্দেহ নেই যে,পরকালে,তারা হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ।

বিশ্বাসীরা

23 আর যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে,এবং তাদের প্রভুর প্রতি নিজেদের উৎসর্গ করে,তারা স্বর্গের বাসিন্দা; তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করে।

24 এই দুই শ্রেনীর উদাহরণ হচ্ছে অন্ধ ও বধিরের সাথে,দৃষ্টিবান ও শ্রবনশক্তিবানের তুলনা করার মত। তারা কি সমান? তোমরা কি চিন্তা করবে না?

নুহ

25 আমরা নুহকে তার লোকদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, এটা বলতে,“আমি তোমাদের কাছে এসেছি স্পষ্ট সতর্ককারী হিসেবে।

26 “তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না। আমি তোমাদের জন্য এক যন্ত্রনাদায়ক দিনের শাস্তির ভয় করি।”

27 তার লোকদের মধ্যে যে নেতারা অবিশ্বাস করেছিল তারা বলল, “আমরা দেখছি যে তুমি আমাদের মত মানুষ ছাড়া কিছু নও, আর আমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট লোকেরাই প্রথমে তোমার অনুসরণ করছে। আমরা দেখছি যে আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মূলত, আমরা তোমাদের মিথ্যাবাদী মনে করি।”

28 সে বলল, “হে আমার লোকেরা,যদি এমন হয় যে আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমার কাছে একটি জোড়ালো প্রমান থাকে? যদি এমন হয় যে তাঁর দয়া থেকে তিনি আমাকে অনুগ্রহ করেছেন, যদিও তোমরা তা দেখতে পারো না? আমরা কি তোমাদেরকে তাতে বিশ্বাস করতে জোর করতে যাচ্ছি?

29 “হে আমার লোকেরা,আমি তোমাদের কাছে কোন অর্থ চাই না; আমার পারিশ্রমিক একমাত্র আল্লাহ থেকে আসে। যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি না; তারা তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাত করবে (এবং একমাত্র তিনি তাদের বিচার করবেন)। আমি দেখি যে তোমরা অজ্ঞ লোক।

30 “হে আমার লোকেরা,আল্লাহর বিরুদ্ধে কে আমাকে সহায়তা করতে পারে,যদি আমি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই? তোমরা কি মনোযোগ দিবে না?

সকল ক্ষমতা আল্লাহর

31 আমি দাবি করি না যে আমার কাছে আল্লাহর ধন-ভান্ডার আছে,না আমি ভবিষৎ জানি,না আমি ফেরেশতা হওয়ার দাবি করি। না আমি ওদেরকে বলি যারা তোমাদের দৃষ্টিতে ঘৃনিত যে আল্লাহ তাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন না। আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন কি তাদের গভীরতম চিন্তা। (যদি এটি আমি করে থাকি,) আমি একজন সীমালংঘনকারী হবো।”

32 তারা বলল, “হে নুহ, তুমি আমাদের সাথে তর্ক করছো,এবং তর্ক করেই যাচ্ছো। আমরা তোমাকে সে অনিবার্য ধ্বংস আনতে চ্যালেঞ্জ করি যা দিয়ে তুমি আমাদের ভয় দেখাও, যদি তুমি সত্যবাদী হও।”

33 সে বলল, “আল্লাহই সেই সত্ত্বা যিনি এটি তোমাদের কাছে নিয়ে আসেন, যদি তিনি এমনই চান, তখন তোমরা পালাতে পারবে না।

34 “যদিও আমি তোমাদের উপদেশ দিয়েছি,তোমাদের বিপথে পাঠানো যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় আমার উপদেশ তোমাদের কোন উপকারে আসতে পারে না। তিনি তোমাদের প্রভু,এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে।”

35 যদি তারা বলে,“সে এই গল্প বানিয়েছে,”তাহলে বল, “যদি আমি তা বানিয়ে থাকি,তবে আমি আমার অপরাধের জন্য দায়ী,এবং তোমাদের করা কোন অপরাধের জন্য আমি দায়ী নই।”

36 নূহ অনুপ্রানিত হয়েছিলঃ “তোমার লোকদের মধ্যে আর কেউ বিশ্বাস করবে না,যারা ইতোমধ্যে বিশ্বাস করেছে তারা ছাড়া। তাদের কর্মকান্ডে দুঃখ পেয়ো না।

37 “নৌকাটি নির্মান করো আমাদের সতর্ক দৃষ্টির আওতায়, এবং আমাদের অনুপ্রেরনায়, এবং তাদের হয়ে আমার কাছে মিনতি করো না যারা সীমালংঘন করেছে;ডুবে মরাই তাদের নিয়তি।”

বোকার হাসি দশ বার

38 যখন সে নৌকাটি বানাচ্ছিল, তার লোকদের কেউ কেউ যখনি তার পাশ দিয়ে যেতো তারা তাকে নিয়ে হাসতো। সে বলেছিল, “তোমরা হয়তো আমাদের নিয়ে হাসছ, কিন্তু আমরা তোমাদের নিয়ে হাসছি,ঠিক যেমন তোমরা হাসছ।

39 “তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে কারা লজ্জাকর শাস্তি ভোগ করবে,এবং কারা টেনে আনবে এক চিরস্থায়ী শাস্তি”।

40 যখন আমাদের বিচার আসলো,এবং বায়ুমণ্ডল অত্যাধিক উত্তপ্ত হয়ে উঠল, আমরা বললাম, “এর উপর প্রত্যেক প্রকারের এক জোড়া তুলো,* তোমার পরিবারের সাথে,তাদের ছাড়া যারা দোষী। তোমার সাথে তাদেরকে নাও যারা বিশ্বাস করেছে,”এবং অল্প কয়েকজন তার সাথে বিশ্বাস করেছিল।

১১:৪০ এবং ৪৪ এটি আল্লাহর প্রমাণিত সত্য: নোহের জাহাজটি কাঠ দিয়ে তৈরি ছিল, আদিম দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল (৫৪:১৩)। সাধারণ বিশ্বাসের বিপরীতে, বন্যা কেবলমাত্র আজকের মৃত সাগরের আশেপাশের অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল এবং প্রাণীগুলি কেবল নোহের পালিত পশু পশু ছিল; পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত প্রাণী নয়।

41 সে বলেছিল, “আরোহণ করো,আল্লাহর নামে হবে এর ভেসে চলা,এবং এর নোঙ্গর। আমার প্রভু ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”।

42 যখন এটি তাদের নিয়ে পাহাড় সমান ঢেউয়ের মাঝে ভেসে গেল, “নূহ তার ছেলেকে ডাকলো,যে আলাদা হয়েছিলঃ “হে আমার পুত্র, আমাদের সাথে উঠো; অবিশ্বাসীদের সাথে থেকো না।”

43 সে বলল, “আমি কোন পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিব, নিজেকে পানি থেকে রক্ষা করতে।”সে বলল, “আজ আল্লাহর বিচার হতে কাউকে কোনকিছুই রক্ষা করতে পারবে না; শুধু তারা (রক্ষা পাবে) যারা তার দয়ার যোগ্য।”ঢেউ তাদের আলাদা করে দিল, এবং সে ছিল তাদের মধ্যে যারা নিমজ্জিত হয়েছিল।

নৌকাটি কোথায় থেমেছিল

44 এটি ঘোষনা করা হলঃ “হে পৃথিবী,তোমার পানি গিলে ফেল, ”এবং “হে আকাশ, থামো।”পানি তখন কমে গেল; বিচার পরিপূর্ণ হল। অবশেষে নৌকাটি জুদেয়া-এর পাহাড়গুলোতে থামালো।* এটি তখন ঘোষনা করা হলঃ “সীমালঙ্ঘনকারীরা ধংস হয়েছে।”

45 নূহ তার প্রভুর কাছে মিনতি করলোঃ “আমার প্রভু,আমার পুত্র আমার পরিবারের সদস্য, এবং আপনার অংগীকার সত্য। আপনি বিজ্ঞদের চেয়েও বিজ্ঞ।”

সুপারিশের কল্পকাহিনী*

46 তিনি বলেছিলেন, “হে নূহ, সে তোমার পরিবারের কেউ নয়। এটি অন্যায্য আমার কাছে কোনকিছু চাওয়া যা তুমি জানো না।* আমি তোমাকে জ্ঞানালোক দিয়েছি,যাতে তুমি অজ্ঞদের মত না হও।”

১১:৪৬ সুপারিশ হলো শয়তানের সবচেয়ে কার্যকরী প্রলোভন যা মানুষকে প্রতিমা উপাসনায় প্রলুব্ধ করে। তবে, ইব্রাহিম তার পিতাকে সাহায্য করতে পারেননি, নূহ তার পুত্রকেও সাহায্য করতে পারেননি, মুহাম্মদও তার নিজের আত্মীয়দের সাহায্য করতে পারেননি (২:২৫৪, ৯:৮০ এবং ১১৪)।

47 সে বলল, “আমার প্রভু,আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই, যাতে আমি আবারো আপনার কাছে এমনকিছুর জন্য মিনতি না করি যা আমি জানি না। যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন, এবং আমার উপর দয়া না করেন, আমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব।

48 এটি ঘোষনা করা হলঃ “হে নূহ, অবতরণ কর, শান্তি এবং অনুগ্রহের সাথে তোমার উপর, এবং সে জাতির উপর যারা তোমার সংগীদের বংশদর হবে। আর অপর জাতি যারা তোমার বংশধর হবে,আমরা তাদেরকে কিছু সময়ের জন্য অনুগ্রহ করবো,এরপর তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দিব।”

49 এটি অতীতের সংবাদ যা আমরা তোমার কাছে প্রকাশ করি। তাদের সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান ছিল না- না তোমার, বা তোমার লোকদের- এর পূর্বে। অতএব, ধৈর্য্য ধারণ করো। চূড়ান্ত বিজয় সৎকর্মশীলদের জন্য।

হুদঃ এক এবং অভিন্ন বার্তা

50 আদ জাতির কাছে আমরা তাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, “হে আমার লোকেরা,আল্লাহর উপাসনা কর; তাঁর পাশে তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। তোমরা উদ্ভাবন করছো।

51 “হে আমার লোকেরা,আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক শুধু সেই সত্ত্বার কাছ থেকে আসে যিনি আমার সূচনা করেছেন। তোমরা কি বুঝো না?

52 “হে আমার লোকেরা,তোমাদের প্রভুর ক্ষমা অন্বেষন করো,এরপর তাঁর কাছে অনুশোচনা করো। তাহলে তিনি আকাশ হতে তোমাদের জন্য জীবিকা বর্ষণ করবেন, এবং তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন। সীমা লঙ্ঘনকারীদের মাঝে ফিরে যেও না।

53 তারা বলল, “হে হুদ, তুমি আমাদেরকে কোন প্রমান দেখাওনি,আর তোমার কথার উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের উপাস্যগুলো পরিত্যাগ করছি না। আমরা কখনোই তোমার সাথে বিশ্বাসী হবো না।

54 “আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের কিছু উপাস্য অভিশাপ দিয়ে তোমাকে পীড়িত করেছে।”সে বলল, “আমি আল্লাহর সামনে সাক্ষ্য দিচ্ছি,আর তোমরাও সাক্ষী থাকো যে,আমি সেই উপাস্যগুলোকে পরিত্যাগ করেছি যেগুলো তোমরা স্থাপন করেছ

55 “তাঁর পাশে। সুতরাং তোমাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত আমাকে জানাও, বিলম্ব না করে।

56 “আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি,আমার প্রভু এবং তোমাদের প্রভু। এমন কোন সৃষ্টি নেই যাকে তিনি নিয়ন্ত্রন করেন না। আমার প্রভু সঠিক পথে আছেন।

57 "যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি যা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছিল। আমার প্রভু তোমাদের জায়গায় অন্য লোকদের আনবেন। তোমরা তাঁর এতটুকু ক্ষতি করতে পারবে না। আমার প্রভু সবকিছু নিয়ন্ত্রন করেণ।

58 যখন আমাদের বিচার আসলো,আমরা আমাদের দয়ায় হুদ এবং যারা তার সাথে বিশ্বাস করেছিল তাদের রক্ষা করেছিলাম। আমরা তাদেরকে এক ভয়ানক শাস্তি থেকে রক্ষা করেছিলাম।

59 এমনই ছিল আদ জাতি- তারা তাদের প্রভুর প্রকাশনাবলি অগ্রাহ্য করেছিল, তাঁর বার্তাবাহকদের অমান্য করেছিল, এবং প্রত্যেক একগুঁয়ে অত্যাচারী শাসকের পথ অনুসরণ করলো।

60 ফলশ্রুতিতে,তারা অভিশাপ টেনে এনেছে এই পৃথিবীতে,এবং পুনরুত্থান দিবসে। প্রকৃতই, আদ জাতি তাদের প্রভুকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। প্রকৃতই, আদ জাতি,হুদের লোকেরা,বিলুপ্ত হয়েছে।

সালেহঃ এক এবং অভিন্ন বার্তা

61 সামূদ জাতির কাছে আমরা তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, “হে আমার লোকেরা,আল্লাহর উপাসনা কর; তাঁর পাশে তোমাদের আর কোন উপাস্য নেই। তিনি পৃথিবী থেকে তোমাদের সূচনা করেছেন, তারপর এর মধ্যে তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তোমাদের উচিত তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া,এরপর তাঁর কাছে অনুশোচনা করা। আমার প্রভু সর্বদাই নিকটে,সাড়াদানকারী।”

62 তারা বলল, “হে সালেহ, তুমি তো এর আগে আমাদের মাঝে জনপ্রিয় ছিলে। আমাদের পিতামাতারা যা উপাসনা করে তার উপাসনা করতে তুমি কি আমাদের নিষেধ করছো? তুমি আমাদেরকে যাকিছু বলেছ সে সবকিছু সম্পর্কে আমরা গভীর সন্দেহে আছি।”

অবিশ্বাসীরা সবসময়ই পরাজিত

63 সে বলল, “হে আমার লোকেরা,যদি আমার কাছে থেকে থাকে আমার প্রভুর পক্ষ থেকে জোড়ালো প্রমান, এবং তাঁর পক্ষ থেকে দয়া? আল্লাহর বিপক্ষে কে আমার সহায় হবে,যদি আমি তাঁকে অমান্য করি? তোমরা শুধু আমার ক্ষতি বৃদ্ধি করতে পার।

64 “হে আমার লোকেরা,এটি আল্লাহর উট যা তোমাদের জন্য একটি প্রমান হিসেবে কাজ করবে। তোমরা একে আল্লাহর পৃথিবী/ভূমি থেকে খেতে দিবে,এবং কোন প্রকার ক্ষতি করার জন্য একে স্পর্শ করবে না,অন্যথায় তোমরা এক আশু শাস্তি টেনে আনবে।”

65 তারা একে হত্যা করল। এরপর সে বলল, “তোমরা শুধু আর তিন দিন বাচঁবে। এটা একটি ভবিষ্যদ্বানী যা অবধারিত।”

66 যখন আমাদের বিচার আসলো,আমাদের কাছ থেকে দয়া দিয়ে আমরা সালেহ এবং তার সাথে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদের রক্ষা করেছিলাম দ্বারা,ঐ দিনের অপমানকর অবস্থা হতে। তোমার প্রভু পরম ক্ষমতাবান, সর্বশক্তিমান।

67 যারা সীমালঙ্গন করেছিল সেই দূর্যোগ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, তাদেরকে তাদের বাড়িতে ফেলে রেখেছিল, মৃতবস্থায়।

68 এটা এমন ছিল যেন তারা কখনো সেখানে বসবাস করেনি। মূলত, সামূদ তাদের প্রভুকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অবশ্যই, সামূদ তাদের ধ্বংস টেনে এনেছে।

ইব্রাহিম এবং লূত

69 যখন আমাদের বার্তাবাহকেরা ইব্রাহিমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে গিয়েছিল, তারা বলেছিল, “শান্তি।”সে বলল, “শান্তি।”এবং কিছু সময়ের মধ্যেই একটি রোস্ট করা (ঝলসানো) বাছুর নিয়ে আসলো।

70 যখন সে দেখলো তাদের হাত এটা স্পর্শ করছে না,সে তাদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষন করলো এবং ভীত হল। তারা বলল, “ভয় পেও না,আমাদেরকে লূতের লোকদের কাছে পাঠানো হয়েছে।”

71 তার স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল, এবং সে হাসলো যখন আমরা সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের, এবং ইসহাকের পর ইয়াকুবের।

72 সে বলল, “আমার আফসোস, কেমন করে আমি আমার এই বয়সে সন্তান ধারণ করতে পারি,এবং এই হচ্ছে আমার স্বামী; একজন বৃদ্ধলোক? এটি সত্যিই বিস্ময়কর!”

73 তারা বলল, “তুমি কি আল্লাহর জন্য এটি বিস্ময়কর মনে করো? আল্লাহ তাঁর দয়া এবং অনুগ্রহ তোমাদের উপর অর্পন করেছেন, হে এই ঘরের বাসিন্দারা। তিনি প্রশংসনীয়, মহিমান্বিত।”

74 যখন ইব্রাহিমের ভয় কেটে গেল, এবং সুসংবাদটি তার কাছে পৌঁছে দেয়া হল, সে তখন লুতের লোকদের পক্ষে আমাদের সাথে তর্ক শুরু করলো।

75 প্রকৃতপক্ষে,ইব্রাহিম ছিল কোমল হৃদয়, অত্যন্ত দয়ালু,এবং অনুগত।

76 “হে ইব্রাহিম, এটা থেকে বিরত হও। তোমার প্রভুর রায় হয়ে গেছে;তারা টেনে এনেছে অনিবার্য শাস্তি।”

সমকামিতা নিষিদ্ধ

77 যখন আমাদের বার্তাবাহকরা লুতের কাছে গেল, তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল, এবং সে তাদের উপস্থিতিতে অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়লো। সে বলল, “এটা এক কঠিন দিন।”

78 তার লোকেরা ছুটে আসলো; তারা তাদের পাপপূর্ণ কর্মকান্ডে অভ্যস্থ হয়ে ওঠেছিল। সে বলল, “হে আমার লোকেরা,এটি তোমাদের জন্য পবিত্রতর হবে,যদি বিনিময়ে তোমরা আমার মেয়েদের গ্রহণ করো। তোমাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা; আমার অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে অস্বস্থিকর অবস্থায় ফেলো না। তোমাদের মাঝে কি একজনও কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি নেই?”

79 তারা বলল, “তুমি ভাল করেই জানো যে তোমার মেয়েদের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই; তুমি ঠিকই জানো আমরা কী চাই।”

80 সে বলল, “আমি যদি যথেষ্ঠ শক্তিশালী হতাম, অথবা আমরা যদি কোন ক্ষমতাবান মিত্র থাকতো!”

81 (ফেরেশতারা) বলল, “হে লুত, আমরা তোমার প্রভুর বার্তাবাহক, এবং এই লোকেরা তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তুমি তোমার পরিবার নিয়ে রাতে চলে যাবে,আর তোমাদের কাউকে পিছনে তাকাতে দিবে না,তোমার স্ত্রী ছাড়া; সে তাদের সাথে দোষী যারা দোষীসাব্যস্ত হয়েছে। তাদের নির্ধারিত সময় হচ্ছে সকাল। সকাল কি খুব নিকটে নয়?”

সদোম এবং গমোরাহ বিলুপ্ত

82 যখন আমাদের বিচার আসলো,আমরা একে উল্টে দিলাম এবং আমরা এর উপর কঠিন, বিধ্বংসী পাথর বর্ষণ করলাম।

83 এরকম পাথরগুলো সীমালঙ্গনকারীদের আঘাত করার জন্য তোমার প্রভুর দ্বারা নির্বাচিত।

সো'য়েবঃ এক এবং একই বার্তা

84 মাদিয়ানবাসীদের কাছে আমরা তাদের ভাই সো'য়েবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলল, "হে আমার লোকেরা,আল্লাহর উপাসনা করো; তাঁর পাশে তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। তোমরা যখন পরিমাপ অথবা ওজন করো তখন ধোঁকা দিও না। আমি দেখছি যে তোমরা সমৃদ্ধিশালী,আর আমি তোমাদের জন্য এক বিধ্বংসী দিনের শাস্তির ভয় করছি।

85 "হে আমার লোকেরা, তোমরা পূর্ন পরিমাপ এবং পূর্ণ ওজন দেবে,ন্যায়সঙ্গতভাবে। লোকদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করো না, আর পৃথিবীতে দূর্নীতি করে ঘুরে বেড়িও না।

86 যাকিছু আল্লাহ তোমাদের প্রদান করেন, তা যত ক্ষুদ্রই হোক, তোমাদের জন্য অনেক উত্তম, যদি তোমরা সত্যিই বিশ্বাসী হও। আমি তোমাদের কোন অভিভাবক নই।"

87 তারা বলল, "হে শু'আইব, তোমার ধর্ম কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে আমাদের অবশ্যই আমাদের পিতামাতার ধর্ম, বা আমাদের পছন্দমত যেকোন পন্থায় আমাদের ব্যবসা চালানো পরিত্যাগ করতে হবে? নিশ্চয়ই, তুমি দয়ালু, বিজ্ঞ হিসেবে পরিচিত।"

88 সে বলল, "হে আমার লোকেরা, যদি এমন হয় যে আমার কাছে আমার প্রভুর পক্ষ থেকে জোড়ালো প্রমান থাকে; যদি এমন হয় যে তিনি আমাকে এক মহা অনুগ্রহ প্রদান করেছেন? এটা আমার ইচ্ছা নয় যে আমি তা-ই করবো যা আমি তোমাদেরকে করতে নিষেধ করি। আমি শুধু যতবেশি সম্ভব আমার ভুলগুলো সংশোধন করতে চাই। আমার পথপ্রাপ্তি সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর নির্ভর করে; আমি আমার আস্থা তাঁর উপর রেখেছি। আমি তাঁর কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছি।

89 "আর, হে আমার লোকেরা, আমার প্রতি তোমাদের বিরোধীতা দ্বারা প্ররোচিত হয়ে একই বিপর্যয় টেনে এনো না নুহের লোকদের, বা হুদের লোকদের, বা সালেহের লোকদের মত; এবং লুতের লোকেরা তোমাদের থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

90 "তোমাদের উচিত তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমার জন্য মিনতি করা, এরপর তাঁর কাছে অনুশোচনা করো। আমার প্রভু পরম দয়ালু,প্রেমময়।"

91 তারা বলল, "হে শু'আইব, তুমি যা বলছো তার অনেক কিছু আমরা বুঝি না, এবং আমরা দেখি যে তুমি আমাদের মাঝে ক্ষমতাহীন। যদি তোমার গোত্র না থাকতো, আমরা তোমাকে পাথর মারতাম। আমাদের কাছে তোমার কোন মূল্য নেই।"

92 সে বলল, “হে আমার লোকেরা, আমার গোত্র কি আল্লাহর থেকে বেশি সম্মানের অধিকারী? এ কারণেই কি তোমরা তাঁর প্রতি উদাসীন হয়ে আছো? তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আমার প্রভু পূর্ণ অবগত।

93 “হে আমার লোকেরা, যা তোমাদের ইচ্ছা করতে থাকো, আর আমিও তা করবো। তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে কে আমাদের মাঝে লজ্জাজনক শাস্তি টেনে আনে; তোমরা দেখতে পাবে মিথ্যাবাদী কে। শুধু আশা নিয়ে অপেক্ষা করো, এবং আমিও তোমাদের সাথে আশা নিয়ে অপেক্ষা করবো।

94 যখন আমাদের বিচার আসলো,আমরা শু’আইব এবং তার সাথে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদের রক্ষা করেছিলাম, আমাদের পক্ষ থেকে দয়া দিয়ে। আর যারা মন্দ ব্যক্তি ছিল, তারা এক বিপর্যয় দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল যা তাদেরকে তাদের বাড়িতে মৃত ফেলে রেখেছিল।

95 এটা এমন ছিল যেন তাদের কখনো অস্থিত্ব ছিল না। এভাবে,মাদিয়ানবাসী বিলুপ্ত হয়েছিল, যেভাবে এর আগে সামুদ জাতি বিলুপ্ত হয়েছিল।

মুসা

96 আমরা মূসাকে আমাদের নিদর্শনাবলি ও এক সুস্পষ্ট কর্তৃত্বসহ পাঠিয়েছিলাম।

97 ফেরাউন এবং তার সভাসদদের কাছে। কিন্তু তারা ফেরাউনের আদেশ অনুসরণ করলো আর ফেরাউনের আদেশ বিচক্ষন ছিল না।

98 সে পুনরুত্থান দিনে তার লোকদের নেতৃত্ব দিবে,নরকের পথে;কি এক শোচনীয় বাসস্থান বসবাসের জন্য!

99 তারা এই জীবনে অভিশাপ টেনে এনেছে একইসাথে পুনরুত্থান দিনে; অনুসরণের কি এক শোচনীয় পথ!

শিক্ষনীয় পাঠ

100 এটি অতীত সম্প্রদায়ের সংবাদ যা আমরা তোমাদের কাছে বর্ণনা করি। কিছু এখনো টিকে আছে,আর কিছু বিলুপ্ত হয়েছে।

101 আমরা কখনও তাদের প্রতি অন্যায় করিনি; তারাই তাদের নিজেদের আত্মার প্রতি অন্যায় করেছে। তাদের উপাস্যরা,যাদেরকে তারা আল্লাহর পাশে ডেকেছে, তাদেরকে একটুও সাহায্য করতে পারেনি যখন তোমার প্রভুর বিচার আসলো। কার্যত, তারা শুধু তাদের সর্বনাশ নিশ্চিত করেছে।

102 এমনই ছিল তোমার প্রভুর আরোপিত শাস্তি যখন সম্প্রদায়গুলো সীমালংঘন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে,তাঁর শাস্তি যন্ত্রনাদায়ক, ধ্বংসাত্মক।

103 এটি তাদের জন্য একটি শিক্ষনীয় বিষয় হওয়া উচিত যারা পরকালের শাস্তিকে ভয় করে। এটি এমন এক দিন যখন সকল মানুষকে ডাকা হবে- যেদিন হবে সাক্ষী হওয়ার দিন।

104 আমরা এটি ঘটানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছি।

105 যেদিন এটি আসবে, কোন আত্মা একটি শব্দও উচ্চারণ করবে না, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত। কেউ কেউ হবে দুর্দশাগ্রস্থ, আর কেউ হবে সুখী।

106 আর যারা দুর্দশাগ্রস্থ, তারা থাকবে নরকে, যেখানে তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলবে ও আর্তনাত করবে।

107 তারা সেখানে চিরকাল বাস করে, যতকাল আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবী টিকে থাকে, তোমার প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী। তোমার প্রভু তা-ই করেন যা কিছু তিনি ইচ্ছা করেন।

108 আর যারা সৌভাগ্যবান, তারা থাকবে স্বর্গে। তারা সেখানে চিরকাল বাস করবে, যতকাল আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবী টিকে থাকে, তোমার প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী - এক চিরস্থায়ী পুরষ্কার।

আমাদের পিতা-মাতার অন্ধ অনুসরণ: এক মহা মানবীয় বিপর্যয়

109 এই লোকেরা যা উপাসনা করে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ রেখো না; তারা উপাসনা করে ঠিক যেভাবে তারা তাদের পিতামাতাকে উপাসনা করতে দেখেছে। আমরা তাদের প্রাপ্য অংশ তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে দিয়ে দেবো, কম না করে।

110 আমরা মুসাকে ঐশ্বীগ্রন্থ দিয়েছিলাম, কিন্তু এটি বিতর্কিত হয়েছিল, আর যদি তা তোমার প্রভুর দ্বারা জারি করা একটি পূর্বনির্ধারিত আদেশ না হতো, অবিলম্বে তাদের বিচার করা হতো। তারা এ ব্যাপারে পুরোপুরি সন্দেহে আছে,দ্বিধাগ্রস্থ।

111 তোমার প্রভু অবশ্যই সবাইকে তাদের কাজের প্রতিদান দিবেন। তারা যা করে তিনি সেসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবগত।

112 সুতরাং, সে পথে চলতে থাকো যা তোমাকে অনুসরণের আদেশ করা হয়েছে,তাদের সাথে একত্রে যারা তোমার সাথে অনুশোচনা করেছে, এবং সীমালংঘন করো না। তোমরা যা কিছু করো তিনি তা দেখেন।

113 যারা সীমালংঘন করেছে তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না,পাছে তোমরা নরক টেনে আনো,এবং আল্লাহর বিপক্ষে তোমাদের সাহায্য করার জন্য কোন মিত্র খোঁজে না পাও, এরপর সবশেষে ক্ষতিগ্রস্থ হও।

নামাযের পাচঁটির মধ্যে তিনটি

114 তুমি দিনের উভয় প্রান্তে সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করবে, এবং রাতের বেলা। সৎকাজ মন্দ কাজকে মুছে ফেলে। এটি একটি সতর্কবার্তা তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করবে।

115 তুমি দৃড়তার সাথে অবিচল থাকবে, কারণ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিতে কখনও ব্যর্থ হন না।

116 যদি শুধু পূর্ববর্তী প্রজন্মের মধ্যে কেউ কেউ মন্দ কাজ নিষিদ্ধ করার জন্য যথেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা রাখতো! তাদের অল্প কয়েকজনই আমাদের দ্বারা রক্ষা পাওয়ার যোগ্য ছিল। আর যারা সীমালংঘনকারী,তারা তাদের বৈষয়িক বিলাসিতা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তারা ছিল অপরাধী।

117 তোমার প্রভু কখনও অন্যায়ভাবে কোন সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেন না,যখন এর লোকেরা সৎকর্মশীল।

আমরা কেন সৃষ্টি হয়েছি

118 তোমার প্রভু যদি চাইতেন, তবে সকল মানুষ একটি (বিশ্বাসী) দল হতো। কিন্তু তারা সবসময় (সত্যকে) বিতর্কিত করবেই।

119 শুধু যারা তোমার প্রভুর কাছ থেকে দয়া দ্বারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত (তারা সত্যকে বিতর্কিত করবে না)। এই জন্য তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন।* তোমার প্রভুর রায় পূর্বেই জারি হয়েছেঃ “আমি জীন ও মানুষ দিয়ে নরক পূর্ন করবো,সবাইকে একসাথে।”*

১১:১১৯ পরম করুণাময় আমাদের এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন আমাদের মূল অপরাধের নিন্দা করার এবং মুক্তি পাওয়ার আরেকটি সুযোগ দেওয়ার জন্য (ভূমিকা এবং পরিশিষ্ট ৭ দেখুন)।*

১১:১১৯ আল্লাহ একজনও ব্যক্তিকে জাহান্নামে রাখেন না; তারা জাহান্নামে যাওয়ার জন্য বেছে নেয় এবং জেদ করে।

120 আমরা তোমাকে বার্তাবাহকদের যথেষ্ঠ পরিমান ইতিহাস বর্ণনা করি তোমার হৃদয়কে শক্তিশালি করতে। এখানে তোমার কাছে সত্য এসেছে, সেই সাথে বিশ্বাসীদের জন্য আলোকিত জ্ঞান ও সতর্কবানী।

121 যারা অবিশ্বাস করে তাদের বল, “তোমরা যা পারো করো,এবং আমরাও তা করবো।

122 “তারপর অপেক্ষা করো; আমরাও অপেক্ষা করবো।”

123 আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ আল্লাহর অধীনে, আর সব বিষয় তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তুমি তাঁর উপাসনা করবে এবং তাঁর প্রতি আস্থা রাখবে। তোমার প্রভু কখনোই অনবগত নন যা কিছু তোমরা করো।

SURA 12 · 111 VERSES

ইউসুফ

Yousuf

يوسف

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 অ. ল. র (আলিফ. লাম. র'.)। এইসব (অক্ষরগুলো) এই জ্ঞানগর্ভ ঐশীগ্রন্থের প্রমাণ।*

১২:১ কুরআনের আদ্যক্ষরগুলি একটি মহান অলৌকিক ঘটনার একটি প্রধান উপাদান (অনুচ্ছেদ ১)।

2 আমরা একে আরবী কুরআন রূপে প্রকাশ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।*

১২:২ কুরআন কেন আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছিল? ৪১:৪৪ এবং পরিশিষ্ট ৪ দেখুন।

3 আমরা এই কুরআনের ঐশীবার্তার মাধ্যমে তোমাদের নিকট সবচেয়ে নির্ভুল ইতিহাস বর্ণনা করি। এর আগে, তোমরা ছিলে সম্পূর্ণ অসচেতন।

4 স্মরণ করো যে ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিল, "হে আমার পিতা, আমি এগারটি গ্রহ, ও সূর্য, ও চাঁদ দেখেছি ; আমি দেখেছি এগুলোকে আমার সামনে সেজদা করতে। "

5 সে বলল, "আমার পুত্র, তোমার স্বপ্নের বিষয়ে তোমার ভাইদের বলো না, পাছে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে ও ফন্দি আটে। নিশ্চয়ই, শয়তান হচ্ছে মানুষের ঘোরতর শত্রু।

6 “এভাবে তোমার প্রভু তোমাকে সৌভাগ্যশালী করেছেন, এবং তোমাকে তোমার সপ্নের মাধ্যমে সুসংবাদ দিয়েছেন। তোমার প্রতি এবং ইয়াকুবের পরিবারের প্রতি তিনি তাঁর আশীর্বাদ সুসম্পন্ন করেছেন, যেমন ভাবে এর আগে তিনি তোমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম এবং ইসহাকের জন্য করেছিলেন। তোমরা প্রভু সর্বজ্ঞ, সবচেয়ে জ্ঞানী।

7 ইউসুফ এবং তার ভাইদের মধ্যে অন্বেষণকারীদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

8 তারা বলেছিল, “ইউসুফ এবং তার ভাই আমাদের পিতার সুনজরে রয়েছে, এবং আমরা সংখ্যায় বেশি। আসলেই, আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছে।

ইউসুফের ভাগ্য আগে থেকেই আল্লাহ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৃত*

9 “চল আমরা ইউসুফকে হত্যা করি, অথবা তাকে নির্বাসিত করি, যাতে তোমরা তোমাদের পিতার মনোযোগ পেতে পারো। এরপর, তোমরা সৎকর্মশীল লোক হতে পারবে।*

১২:৯ ইউসুফের স্বপ্ন থেকে আমরা জানতে পারি যে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ছিল। সুতরাং, তার ভাইয়েরা যখন তার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য মিলিত হয়েছিল, তখন তার ভাগ্য ইতোমধ্যেই আল্লাহ দ্বারা নির্ধারিত ছিল। সবকিছু আল্লাহ দ্বারা করা হয় (৮:১৭), এবং ইতোমধ্যেই লিপিবদ্ধ আছে (৫৭:২২)।

10 তাদের একজন বলেছিল, “ইউসুফকে হত্যা করো না; চল আমরা তাকে কুপের গভীরে নিক্ষেপ করি। হয়তো কোন কাফেলা তাকে তুলে নিতে পারে, যদি তোমরা এটা করার জন্যই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো।

11 তারা বলল, "আমাদের পিতা, কেন আপনি ইউসুফের বিষয়ে আমাদের উপর আস্থা রাখেন না? আমরা তাকে ভালো করে দেখে রাখবো।

12 "কাল তাকে আমাদের সাথে দৌড়ঁতে এবং খেলতে পাঠান। আমরা তাকে নিরাপদে রাখবো।"

13 সে বলল, "আমার ভয় হয় পাছে তোমরা তাকে নিয়ে দূরে চলে যাও, এরপর যখন তার প্রতি তোমরা খেয়াল না করো নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলতে পারে।"

14 তারা বলল, "নিশ্চয়, যদি নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলে, আমরা অনেকেই আশেপাশে থাকা সত্ত্বেও, তাহলে আমরা সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত।"

আল্লাহর আশ্বাস পেয়ে বিশ্বাসীরা আশীর্বাদপ্রাপ্ত

15 যখন তারা তাকে নিয়ে দূরে চলে গেল, এবং সর্বসম্মতিক্রমে তাকে কুপের গভীরে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিল, আমরা তাকে অনুপ্রাণিত করলাম, "একদিন, তুমি এই সবকিছু সম্পর্কে তাদের বলবে, অথচ তাদের কোন ধারণাই থাকবে না।"

16 তারা সন্ধ্যায় তাদের পিতার কাছে ফিরে এলো, কাঁদতে কাঁদতে।

17 তারা বলল, “আমাদের পিতা, আমরা একে অন্যের সাথে দৌড়াতে গিয়েছিলাম, ইউসুফকে আমাদের সরঞ্জামের কাছে রেখে, আর নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলল। আপনি কখনই আমাদের বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা আপনাকে সত্য বলছি।

18 তারা তার জামায় নকল রক্ত লাগিয়ে উপস্থাপন করলো। সে বলল, “নিশ্চয়, তোমরা পরস্পর চক্রান্ত করেছ একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে। আমি যা করতে পারি তা হল নীরবে ধৈর্য ধারন। তোমাদের ষড়যন্ত্রের মুখে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করুন”।

ইউসুফকে মিসরে নিয়ে যাওয়া হল

19 একটি কাফেলা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, এবং শীঘ্রই তাদের পানি সংগ্রাহককে পাঠালো। সে তার বালতি নিচে ফেললো, তারপর বলল, “কি সৌভাগ্য! এখানে তো দেখি এক বালক! তারা তাকে পণ্যদ্রব্য হিসাবে সাথে নিল, এবং তারা যা করেছিল আল্লাহ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন।

20 তারা সস্তা মুল্যে তাকে বিক্রি করলো- অল্প কিছু দিরহামে-কারন তাকে তাদের কোন প্রয়োজন ছিল না।

21 যে ব্যক্তি তাকে মিশরে এনেছিল সে তার স্ত্রীকে বলল, "তার ভাল যত্ন নাও। হয়তো সে আমাদের উপকারে আসবে, অথবা আমরা তাকে দত্তক নিতে পারি।"এভাবে আমরা ইউসুফকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি, এবং আমরা তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে শিখিয়েছি, আল্লাহর নির্দেশ সর্বদাই সম্পন্ন হয়, কিন্তু বেশির ভাগ লোক জানে না।

22 যখন সে পরিণত বয়সে পৌছল, আমরা তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। আমরা এভাবে সৎকর্মশীলদের পুরষ্কৃত করি।

আল্লাহ বিশ্বাসীদের পাপ থেকে রক্ষা করেন

23 যেখানে সে বাস করতো সে বাড়ির কর্ত্রী তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করলো। সে দরজাগুলো বন্ধ করলো এবং বলল, "আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার।”সে বলল, "আল্লাহ আমায় রক্ষা করুক। তিনি আমার প্রভু, যিনি আমাকে একটি ভালো বাসস্থান দিয়েছেন। সীমালঙ্ঘনকারীরা কখনো সফল হয় না।"*

১২:২৩ ইউসুফ এই বক্তব্যটি এমনভাবে বলেছিলেন যে, রাজ্যপালের স্ত্রী ভেবেছিলেন যে তিনি তার স্বামীর কথা বলছেন, অথচ আসলে তিনি আল্লাহর কথা বলছেন।

24 সে (মহিলা) তার প্রতি প্রায় ঢলে পড়েছিল এবং সে (ইউসুফ) তার প্রতি প্রায় ঢলে পড়েছিল, যদি সে(ইউসুফ) তার প্রভুর পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ না দেখতো। আমরা এভাবে মন্দ ও পাপকে তার থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম, কারণ সে ছিল আমাদের নিবেদিত বান্দাদের একজন।

25 তাদের দুজনে দরজার দিকে ছুটল, এবং, এক পর্যায়ে, সে(মহিলা) পিছন থেকে তার পোষাক ছিঁড়ে ফেললো। তারা তার স্বামীকে দরজায় পেল। সে বলল, "যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে অপকর্ম করতে চেয়েছে তার শাস্তি কি হওয়া উচিত, বন্দী থাকা বা এক যন্ত্রণাকর শাস্তি পাওয়া ছাড়া?"

26 সে বলল, “সে-ই আমাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিল”। তার পরিবারের একজন সাক্ষী পরামর্শ দিলঃ “যদি তার পোশাক সামনে থেকে ছেঁড়া থাকে, তবে সে (মহিলা) সত্য বলছে, এবং সে(ইউসুফ) মিথ্যুক”।

27 “এবং যদি তার পোশাক পেছন থেকে ছেঁড়া থাকে, তবে সে (মহিলা) মিথ্যা বলছে, এবং সে(ইউসুফ) সত্য বলছে”।

28 যখন তার স্বামী দেখলো যে তার পোশাক পেছন থেকে ছেঁড়া, সে বলল, “এটা এক নারীর চক্রান্ত। নিশ্চয়, তোমার চক্রান্ত দূর্ভেদ্য”।

29 “ইউসুফ, এ ঘটনা উপেক্ষা করো। আর (আমার স্ত্রী) তোমার উচিত তোমার পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়া। তুমি একটি ভুল করেছ”।

30 শহরে কিছু নারী বলাবলি করতে লাগলোঃ “শাসকের স্ত্রী তার ভৃত্যকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে। সে তার গভীর প্রেমে পড়েছে। আমরা দেখছি যে সে বিপথে গেছে”।

31 যখন সে(মহিলা) তাদের রটনা শুনলো, সে তাদের আমন্ত্রণ জানালো, তাদের জন্য একটি আরামদায়ক স্থান প্রস্তুত করলো, এবং তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিল। এরপর সে তাকে বলল, "তাদের কক্ষে প্রবেশ করো।”যখন তারা তাকে দেখল, তারা তার রূপে এতোই বিমুগ্ধ হলো, যে তারা তাদের হাত কেটে ফেলল।* তারা বলল, "মহিমা আল্লাহরই, এ তো কোন মানুষ নয়; এ এক সম্মানিত ফেরেশতা।"

১২:৩১ ৫:৩৮ তে চোরের হাত সম্পর্কে এই একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং সূরা এবং আয়াত সংখ্যার যোগফল (১২+৩১ এবং ৫+৩৮) একই। অতএব, চোরের হাত চিহ্নিত করা উচিত, কলুষিত ইসলামের অনুশীলনের মতো বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয় (পাদটীকা ৫:৩৮ দেখুন)।

32 সে বলল, "এই সে ব্যক্তি যার প্রেমে পড়ার কারণে তোমরা আমাকে দোষী করেছিলে। আসলে আমিই তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিলাম, এবং সে প্রত্যাখ্যান করেছিল। যদি সে আমি যা আদেশ করি তা না করে, নির্ঘাৎ সে জেলে যাবে এবং হেয় হবে।

33 সে বলল, "আমার প্রভু, তাদের কাছে নতি স্বীকার করার থেকে জেলে যাওয়া ভাল। যদি না আমার থেকে আপনি তাদের চক্রান্ত সরিয়ে দেন, আমি হয়তো তাদের আকাঙ্ক্ষা করবো এবং নির্বোধের মত আচরণ করবো।

34 তার প্রভু তার প্রার্থনার জবাব দিলেন এবং তার থেকে তাদের চক্রান্ত সরিয়ে দিলেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

35 পরবর্তীতে, তারা এটি দেখেছিল, স্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও, যে তাদের উচিৎ তাকে কিছুকালের জন্য বন্দী রাখা।

36 তার সাথে কারাগারে দুজন যুবক ছিল। তাদের একজন বলল, “আমি (আমার স্বপ্নে) দেখেছি যে আমি মদ তৈরি করছি,”এবং অন্যজন বলল, “আমি দেখেছি আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি, যা থেকে পাখিরা খাচ্ছে। এই স্বপ্নগুলোর ব্যাখ্যা আমাদের জানাও। আমরা দেখছি যে তুমি সৎকর্মশীল”।

37 সে বলল, “যদি তোমাদের কোন খাবার দেয়া হয়, তা তোমরা পাওয়ার আগে আমি তোমাদেরকে এর সম্পর্কে জানাতে পারবো। এগুলো আমার প্রতি আমার প্রভুর প্রদত্ত কিছু জ্ঞান। আমি পরিত্যাগ করেছি সেই লোকদের ধর্ম যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে না, এবং পরকালের ব্যাপারে, তারা আসলেই অবিশ্বাসী”।

38 “এবং আমি এর পরিবর্তে অনুসরণ করেছি আমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম, ইসহাক, এবং ইয়াকুবের ধর্ম। আমরা কখনো আল্লাহর পাশে কোন উপাস্য স্থাপন করি না। এমনই আল্লাহর আশীর্বাদ আমাদের প্রতি এবং মানুষের প্রতি, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ অকৃতজ্ঞ।

39 “হে আমার কারাসঙ্গিরা, অনেক উপাস্য উত্তম, নাকি একমাত্র আল্লাহ, একক সত্ত্বা, সর্বোচ্চ?”

40 “তোমরা তার পাশে কোন কিছুর উপাসনা করো না উদ্ভাবন ছাড়া, যা তোমরা বানিয়েছো, তোমরা এবং তোমাদের পিতামাতারা। আল্লাহ কখনই এমন উপাস্যের অনুমোদন দেননি। সকল বিধান আল্লাহর, এবং তিনি বিধান দিয়েছেন যে তোমরা তাকে ছাড়া অন্যকিছুর উপাসনা করবে না। এটাই সঠিক ধর্ম, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ জানে না”।

41 "হে আমার কারাসঙ্গীরা, তোমাদের একজন তার মনিবের মদ পরিবেশক হবে, যখন অন্যজন হবে ক্রুশবিদ্ধ- পাখিরা তার মাথা থেকে খাবে। তোমরা যা জানতে চেয়েছ এটা তা পূর্ণ করে।

42 সে এরপর যার রক্ষা পাওয়ার কথা তাকে বলল, "তোমার মনিবের কাছে আমার কথা স্মরণ করো।”* এরূপে, শয়তান তাকে তার প্রভুর কথা ভুলিয়ে দিল, এবং, পরিনামে, সে আরো কয়েক বছর কারাগারে রইলো ।

১২:৪২ যখন ইউসুফ তার সঙ্গীকে রাজার কাছে তার পক্ষে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, তখন তিনি কারাগার থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর নির্ভরশীলতা প্রদর্শন করেছিলেন। এটি একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর জন্য শোভনীয় নয়, এবং এই ধরনের গুরুতর ভুলের কারণে ইউসুফকে কয়েক বছর কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। কুরআন থেকে আমরা শিখি যে কেবলমাত্র আল্লাহই আমাদের যে কোনও কষ্ট দূর করতে পারেন। একজন প্রকৃত বিশ্বাসী আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর উপর নির্ভর করে (১:৫, ৬:১৭, ৮:১৭, ১০:১০৭)।

রাজার স্বপ্ন

43 রাজা বলল, “আমি দেখলাম সাতটি মোটাতাজা গরুকে গিলে ফেলছে সাতটি কঙ্কালসার গরু, এবং (গমের) সাতটি সবুজ শীষ, এবং অন্যগুলো কোঁকড়ানো। হে আমার সভাসদরা, আমাকে আমার স্বপ্নের বিষয়ে পরামর্শ দাও, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে জানো।”

44 তারা বলল, "অর্থহীন স্বপ্ন। যখন স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার বিষয় আসে, সে ব্যাপারে আমরা জ্ঞানী নই।"

45 যে ব্যক্তি (কারাগার থেকে) রক্ষা পেয়েছিল সে বলল, অবশেষে যেহেতু তার মনে পড়লো, "আমি আপনাকে এর ব্যাখ্যা বলতে পারি, তাই আমাকে (ইউসুফের) কাছে পাঠান।"

ইউসুফ ব্যাখ্যা করলো রাজার স্বপ্ন

46 “আমার বন্ধু ইউসুফ, সাতটি মোটাতাজা গরুকে গিলে ফেলছে সাতটি হাড্ডিসার গরু, এবং সাতটি সবুজ শীষ, ও অন্যগুলো কোঁকড়ানো, এ বিষয়ে আমাদের জানাও। আমি লোকদের জন্য কিছু তথ্য নিয়ে ফিরে যেতে চাই”।

47 সে বলল, “পরবর্তী সাত বছর যা তোমরা আবাদ করো, যখন ফসল তোলার সময় আসে, শস্য তার শীষের মধ্যে রেখে দাও, যা তোমরা খাও সেগুলো ছাড়া”।

48 “এরপর, সাত বছরের খরা আসবে, যা এদের জন্য তোমাদের জমা রাখা বেশির ভাগ অংশ সাবাড় করবে।

49 “এরপর, একটি বছর আসবে যা লোকদের জন্য পরিত্রান নিয়ে আসবে, এবং তারা আবারও, রস নিংড়াবে”।

50 রাজা বলল, “তাকে আমার কাছে আনো”। যখন বার্তাবাহক তার কাছে আসলো, সে বলল, “তোমার মনিবের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল সে নারীদের বিষয়ে অনুসন্ধান করতে যারা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল। আমার প্রভু তাদের চক্রান্ত সম্মন্ধে পূর্ণ অবগত”।

51 (রাজা সে নারীকে) বলল, "তোমরা সে ঘটনা সম্পর্কে কি জানো যখন তোমরা ইউসুফকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিলে? তারা বলল, “আল্লাহ না করুন; তার দ্বারা কোন মন্দ কাজ হয়েছে বলে আমরা জানতাম না। “শাসকের স্ত্রী বলল, "এখন সত্যের জয় হয়েছে। আমি-ই তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিলাম, এবং সে সত্যবাদী ছিল।

52 “আমি আশা করি- সে (ইউসুফ) বুঝবে যে আমি কখনো তার অনুপস্থিতিতে তাকে প্রতারিত করিনি, যেহেতু আল্লাহ প্রতারণাকারীর পরিকল্পনা আশীর্বাদ করেণ না।

53 “আমি নিজেকে নির্দোষ দাবি করি না। স্বীয়-মন খারাপ কাজের পরামর্শ দেয়, তাদের ব্যতীত যারা আমার প্রভুর কাছ থেকে দয়া অর্জণ করেছে। আমার প্রভু ক্ষমাকারী, সবচেয়ে দয়ালু।”

ইউসুফের বিশেষ পদমর্যাদা অর্জন

54 রাজা বলল, “তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো, যেন আমি তাকে আমার জন্য কাজে নিয়োগ দিতে পারি।”যখন সে তার সাথে কথা বলল, সে বলল, “আজ, আমাদের মাঝে তুমি বিশেষ পদমর্যাদা পেয়েছ।”

55 সে বলল, “আমাকে কোষাধ্যক্ষ করুন, যেহেতু এক্ষেত্রে আমি অভিজ্ঞ এবং জ্ঞান রাখি”

56 আমরা এভাবে ইউসুফকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলাম, তার ইচ্ছামুসারে শাসন করতে। আমরা যার উপর ইচ্ছা আমাদের দয়া বর্ষণ করি, এবং আমরা কখনো সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিতে ব্যর্থ হই না।

57 উপরন্তু, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্মশীল জীবন-যাপন করে তাদের জন্য পরকালের পুরষ্কার অনেক উত্তম।

58 ইউসুফের ভাইয়েরা আসল; তারা যখন প্রবেশ করলো, সে তাদের চিনতে পারলো, যদিও তারা তাকে চিনেনি।

59 সে তাদেরকে তাদের রসদ প্রদান করার পর, সে বলল, “পরের বার, তোমাদের সাথে তোমাদের সৎ ভাইকে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখো না যে আমি পরিপূর্ণ মাপ দেই, এবং তোমাদের প্রতি উদার?

60 “যদি তোমরা তাকে আমার কাছে আনতে ব্যর্থ হও, তোমরা আমার কাছে কোন অংশ পাবে না; তোমরা আমার নিকটেও আসতে পারবে না।”

61 তারা বলল, “আমরা তার বিষয়ে রাজি করাতে তার পিতার সাথে কথা বলবো। অবশ্যই আমরা তা করবো।"

62 সে এরপর তার সহকারীদের নির্দেশ দিল, "তাদের পন্যগুলো পুনরায় তাদের ব্যাগে রেখে দাও। যখন তারা তাদের পরিবারের কাছে ফিরে এগুলো পাবে, তারা হয়তো শীঘ্রই ফিরে আসবে।"

63 যখন তারা তাদের পিতার কাছে ফিরল, তারা বলল, "আমাদের পিতা, আমরা আর কোন খাদ্যদ্রব্য পাব না, যদি না আপনি আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে পাঠান। আমরা তা্র ভাল দেখ-ভাল করবো।"

64 সে বলল, "আমি কি তার ব্যাপারে তোমাদের উপর আস্থা রাখবো, যেমন এর আগে আমি তার ভাইয়ের ব্যাপারে আস্থা রেখেছিলাম? আল্লাহ সর্বোত্তম রক্ষাকারী, এবং, সকল দয়ালুদের মধ্যে, তিনি পরম দয়ালু।

65 যখন তারা তাদের ব্যাগগুলো খুলল, তারা দেখল যে তাদের পন্য তাদের ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বলল, "আমাদের পিতা, আমরা এর বেশি কি চাইতে পারি? এগুলো আমাদের পন্য যা আমাদের ফেরত দেয়া হয়েছে। এরুপে আমরা আমাদের পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে পারি, আমাদের ভাইকে রক্ষা করতে পারি, এবং আরও এক উট মাল পেতে পারি। এ তো নিশ্চয় এক লাভজনক লেনদেন। "

66 সে বলল, "আমি তাকে তোমাদের সাথে পাঠাবো না, যদি না তোমরা আল্লাহর সামনে আমাকে দৃঢ় অঙ্গীকার দাও যে তোমরা তাকে ফেরত আনবে, যদি না তোমরা একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ো।”যখন তারা তাকে তাদের দৃড় অঙ্গীকার দিল, সে বলল, "আমাদের বলা সবকিছু আল্লাহ প্রত্যক্ষ করছেন।"

67 এবং সে বলল, "হে আমার ছেলেরা, এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না; আলাদা আলাদা দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। যাহোক, আমি আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত কোন কিছু থেকে তোমাদের রক্ষা করতে পারি না। সকল বিচার আল্লাহর অধীন। আমি তাঁর উপর আস্থা রাখি, এবং তাঁর উপরেই সকল আস্থাকারীদের আস্থা রাখা উচিত।"

ইয়াকুব ইউসুফের আঁচ করতে পারে

68 যখন তারা (ইউসুফের) কাছে গেল, তারা তাদের পিতার নির্দেশনা অনুযায়ী প্রবেশ করলো। যদিও এটি আল্লাহর আদেশক্রিত কোন কিছু পরিবর্তন করতে পারতো না, ইয়াকুবের একটি ব্যক্তিগত কারণ ছিল তাদেরকে তা করতে বলার জন্য। কারন সে নির্দিষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিল যা আমরা তাকে শিখিয়েছিলাম, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

মিশরে প্রত্যাবর্তন

69 যখন তারা ইউসুফের জায়গায় প্রবেশ করলো, সে তার ভাইকে কাছে আনলো এবং বলল, "আমি তোমার ভাই, তাদের কাজে দু:খ করো না।"

ইউসুফ তার ভাইকে রেখে দেয়

70 যখন সে তাদেরকে তাদের রসদ দিল, সে পানির কাপটি তার ভাইয়ের ব্যাগে রেখে দিল, এরপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষনা করলো, "এই কাফেলার মালিকেরা চোর।"

71 তারা বলল, যখন তারা তাদের দিকে আসল, "তোমরা কি হারিয়েছ?"

72 তারা বলল, "আমরা রাজার কাপ হারিয়েছি। এটি যে-ই ফেরত দেবে সে অতিরিক্ত এক উট বোঝাই মাল পাবে; আমি ব্যক্তিগতভাবে এর নিশ্চয়তা দিচ্ছি”।

73 তারা বলল, "আল্লাহর শপথ, তোমরা ভালো করে জানো যে আমরা এখানে মন্দ কাজ করতে আসিনি, আর না আমরা চোর।"

74 তারা বলল, "চোরের শাস্তি কি, যদি তোমরা মিথ্যুক হও?

75 তারা বলল, "শাস্তি হচ্ছে, যদি এটি তার ব্যাগে পাওয়া যায়, যে সে চোর তোমাদের মালিকানাভুক্ত হবে। আমরা এভাবে অপরাধীদের শাস্তি দেই।"

76 এরপর সে তাদের পাত্রগুলো থেকে পর্যবেক্ষণ শুরু করলো, তার ভাইয়ের পাত্রের কাছে যাওয়ার আগে, এবং সে তার ভাইয়ের পাত্র থেকে এটি বের করলো। আমরা এভাবে পরিকল্পনাটি ইউসুফের জন্য নিখুঁত করলাম; সে তার ভাইকে রাখতে পারতো না, যদি সে রাজার আইন প্রয়োগ করতো। কিন্তু ঐটাই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। আমরা উচ্চতর পদে উন্নীত করি যাকেই আমরা পছন্দ করি। সকল জ্ঞানবানদের মধ্যে, রয়েছেন এমন এক সত্ত্বা যিনি আরোও জ্ঞানবান।

77 তারা বলল, "সে চুরি করে থাকলে, অতীতে তার ভাইও তা করেছিল। ইউসুফ নিজের মধ্যে তার অনুভূতি লুকালো, এবং তাদেরকে কোন ইঙ্গিত দেয়নি। সে (নিজে নিজে) বলল, "তোমরা আসলেই খারাপ। আল্লাহ তোমাদের অভিযোগের বিষয়ে পূর্ণ সচেতন। "

78 তারা বলল, "হে উদার বাক্তি, তার একজন পিতা আছে যিনি বয়স্ক ; আপনি কি তার বদলে আমাদের একজনকে নেবেন? আমরা দেখছি যে আপনি একজন দয়ালু ব্যাক্তি।"

79 সে বলল, "আল্লাহ না করুন যে আমরা তাকে ছাড়া অন্য কাউকে নেই যার কাছে আমরা আমাদের পন্য পেয়েছি। অন্যথায়, আমরা অন্যায়কারী হবো।"

80 যখন তারা তার মন পরিবর্তন করার বিষয়ে হতাশ হলো, তারা একত্রে পরামর্শ করলো। তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ জন বলল, "তোমরা কি অনুধাবন করো যে তোমাদের পিতা তোমাদের থেকে আল্লাহর সামনে একটি দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছেন? অতীতে তোমরা ইউসুফকে হারিয়েছ। আমি এই স্থান ছেড়ে যাচ্ছি না যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন; অথবা যতক্ষণ না আল্লাহ আমার জন্য সিদ্ধান্ত দেন; তিনি সর্বোত্তম বিচারক।

ফিলিস্তিনে ফিরত এসে

81 “তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বলো... আমাদের পিতা, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা নিশ্চিত জানি, কারণ আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। এ এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

82 আপনি ঐ সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করতে পারেন যেখানে আমরা ছিলাম, এবং ঐ কাফেলাকে যেটা আমাদের সাথে ফেরত এসেছে। আমরা সত্য বলছি।'

83 সে বলল, “নিশ্চয়, তোমরা চক্রান্ত করেছ একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে। নীরবে ধৈর্যধারণ আমার একমাত্র অবলম্বন। আল্লাহ যেন তাদের সকলকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনেন। তিনি সর্বজ্ঞ, সবচেয়ে জ্ঞানী।"

84 সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, এ বলে যে, "আমি ইউসুফকে নিয়ে শোক করছি।” খুব বেশি শোক করার কারনে তার চোখ সাদা হয়ে পড়েছিল; সে আসলেই দু:খ ভারাক্রান্ত ছিল।

85 তারা বলল, "আল্লাহর শপথ, আপনি ইউসুফের জন্য শোক করতে থাকবেন যতক্ষণ না আপনি অসুস্থ হচ্ছেন, অথবা যতক্ষণ না আপনি মারা যাচ্ছেন"

86 সে বলল, "আমি তো কেবল আল্লাহর নিকট আমার দ্বিধা-দ্বন্দ ও দুঃখের বিষয়ে অভিযোগ করি, যেহেতু আমি আল্লাহ থেকে জানি যা তোমরা জানো না।

87 "হে আমার ছেলেরা, ইউসুফ ও তার ভাইকে গিয়ে নিয়ে আসো, এবং কখনো আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না। অবিশ্বাসী লোকেরা ছাড়া আল্লাহর দয়া থেকে কেউ নিরাশ হয় না।"

ইসরাইলিদের মিশর গমন

88 যখন তারা (ইউসুফের) আবাসস্থলে প্রবেশ করলো, তারা বলল, "হে মহানুভব, আমরা অনেক কষ্ট ভোগ করেছি, আমাদের পরিবার সহ, এবং আমরা নিম্নমানের পন্য এনেছি। কিন্তু আমরা আশা করি যে আপনি পূর্ণ মাপ দিবেন এবং আমাদের প্রতি দানশীল হবেন। আল্লাহ দানশীলদের পুরষ্কৃত করেন।"

89 সে বলল, "তোমাদের কি মনে পড়ে যা তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে করেছ যখন তোমরা অজ্ঞ ছিলে?"

90 তারা বলল, "তুমি নিশ্চয় ইউসুফ। "সে বলল, "আমি ইউসুফ, এবং এই হচ্ছে আমার ভাই। আল্লাহ আমাদের অনুগ্রহ করেছেন। এটা এ কারণে যে - যদি কেউ সৎকর্মশীল জীবন-যাপন করে, এবং অবিচলভাবে অধ্যবসায়ী হয়, আল্লাহ কখনো সৎকর্মশীলদের পুরষ্কৃত করতে ব্যর্থ হন না।"

91 তারা বলল, "আল্লাহর শপথ, আল্লাহ সত্যিই তোমাকে আমাদের উপর পছন্দ করেছেন। আমরা স্পষ্টই ভুল ছিলাম।"

92 সে বলল, "তোমাদের উপর আজকে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। সকল দয়ালুদের মধ্যে, তিনি সবচেয়ে দয়ালু।

93 আমার এই শার্টটি নাও; যখন তোমরা এটি আমার পিতার মুখে ছুড়বে, তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। তোমাদের পুরো পরিবার নিয়ে আমার কাছে ফিরে আসো। "*

১২:৯৩ এটি মিশরে বনী ইসরাঈলের সূচনাকে চিহ্নিত করে। কয়েক শতাব্দী পরে মুসা তাদেরকে মিশর থেকে বের করে আনেন।

94 এমনকি কাফেলা ফিরে আসার পূর্বেই, তাদের পিতা বলল, "আমি ইউসুফের গন্ধ আঁচ করতে পারছি। কেউ কি আমাকে এই বিষয়ে জানাবে?"

95 তারা বলল, "আল্লাহর শপথ, আপনি এখনও আপনার পুরনো বিভ্রান্তিতে আছেন।"

96 যখন সুসংবাদ বাহক পৌঁছলো, সে তার মুখে (শার্টটি) নিক্ষেপ করলো, যার ফলে তার দৃষ্টি ফিরে এলো। সে বলল, "আমি কি তোমাদের বলিনি যে আমি আল্লাহ থেকে জানতাম যা তোমরা জানতে না?"

97 তারা বলল, "আমাদের পিতা, আমাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করুন; সত্যিই আমরা ভুলে ছিলাম।"

98 তারা বলল, "আমি তোমাদের ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে মিনতি করবো; তিনি ক্ষমাকারী, সবচেয়ে দয়ালু।"

মিশরে

99 যখন তারা ইউসুফের আবাসস্থলে প্রবেশ করলো, সে তার পিতা-মাতার সাথে আলিঙ্গন করলো, এ বলে যে, "মিশরে স্বাগতম, আল্লাহ চাইলে, আপনারা এখানে নিরাপদে থাকবেন।"

100 সে তার পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর উঠালো, তারা তার সামনে সেজদায় পড়লো। সে বলল, "হে আমার পিতা, এটি আমার পুরনো স্বপ্নের পূর্ণতা। আমার প্রভু একে সত্য করেছেন। তিনি আমাকে সৌভাগ্যশালী করেছেন, আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন, এবং মরুভূমি থেকে তোমাদের এনেছেন, শয়তান আমার এবং আমার ভাইদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার পর। আমার প্রভু পরম দয়ালু যার উপরই তিনি ইচ্ছা করেন। তিনি সর্বজান্তা, সর্বজ্ঞানী।”

101 “আমার প্রভু, আপনি আমাকে রাজত্ব দিয়েছেন এবং আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা শিখিয়েছেন। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সূচনাকারী; আপনি আমার অভিভাবক এই জীবনে এবং পরকালে। আমাকে একজন আত্মসমর্পণকারী হিসেবে মৃত্যু দিন, এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে গণনা করুন।”

102 এটি অতীতের সংবাদ যা আমরা তোমার কাছে প্রকাশ করি। তুমি উপস্থিত ছিলে না যখন তারা তাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল (ইউসুফকে কূপে ফেলতে), যখন তারা একত্রে ফন্দী এটেঁছিল।

অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না

103 বেশির ভাগ লোক, তুমি যা-ই করো না কেন, বিশ্বাস করবে না।

104 তুমি তাদের কাছে কোন অর্থ চাচ্ছ না; তুমি কেবলমাত্র এই স্মারক সকল লোকদের জন্য পৌঁছে দাও।

105 আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক প্রমানাদি তাদেরকে দেয়া হয়েছে, কিন্তু তারা সেগুলো পিছনে ফেলে যায়, অমনোযোগী হয়ে!

অধিকাংশ বিশ্বাসীদের নিয়তি নরক

106 যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে তাদের অধিকাংশই অংশীদার উপাসনা করা ছাড়া তা করে না।

107 তারা কি নিশ্চয়তা পেয়েছে যে আল্লাহ থেকে কোন বিধ্বংসী শাস্তি তাদের আঘাত করবে না, অথবা সেই সময় হঠাৎ করেই তাদের কাছে আসবে না, যখন তারা খুব অল্পই এর প্রত্যাশা করে?

108 বল, "এটা আমার পথ: আমি আল্লাহর দিকে আহবান করি, একটি স্পষ্ট প্রমানের ভিত্তিতে, এবং তারাও তা-ই করে যারা আমার অনুসরণ করে। মহিমা আল্লাহর। আমি কোন প্রতিমা উপাসক নই।"

109 আমরা তোমার আগে মানুষ ছাড়া কারো কাছে অনুপ্রেরনা দিয়ে পাঠাইনি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক থেকে পছন্দকৃত। তারা কি পৃথিবীতে ঘুড়ে বেড়ায়নি এবং তাদের পূর্বেকার লোকদের পরিণাম দেখেনি। পরকালের আবাস অনেক উত্তম তাদের জন্য যারা সৎকর্মশীল জীবন যাপন করে। তবে কি তোমরা বুঝবে?

অবশেষে বিজয় বিশ্বাসীদেরই।

110 ঠিক যখন বার্তাবাহকরা হতাশ হয়, এবং মনে করে যে তাদের প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, আমাদের বিজয় তাদের কাছে আসে। আমরা এরপর রক্ষা করি যাকে আমরা পছন্দ করি, যখন অপরাধী লোকদের জন্য আমাদের শাস্তি অনিবার্য।

কুরআনই সব যা আমাদের প্রয়োজন

111 তাদের ইতিহাসে, তাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যারা বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। এটি মিথ্যা উদ্ভাবিত হাদীস নয়; এটি (কুরআন) সুনিশ্চিত করে পূর্ববর্তী সকল ঐশীগ্রন্থ, সবকিছু সবিস্তারে প্রদান করে,এবং এক আলোকবর্তিকা এবং দয়া তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।

SURA 13 · 43 VERSES

বজ্রপাত

الرعد

Al-Ra'ad

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 অ. ল. ম. র. (আলিফ. লাম. মীম. র'.)।* এই (বর্ণ) গুলো এই ঐশীগ্রন্থের প্রমাণ। তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ বিশ্বাস করে না।

১৩:১ এই আদ্যক্ষরগুলি কুরআনের ঐশ্বরিক লেখনীর অন্তর্নিহিত প্রমাণ, অলৌকিক গাণিতিক কোডের একটি প্রধান উপাদান। পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

2 আল্লাহই সেই সত্ত্বা যিনি আকাশমন্ডলীকে খুঁটি ছাড়া তুলে ধরেছেন, যা তোমরা দেখতে পাও, এরপর সকল কর্তৃত্ব গ্রহন করেছেন। তিনি সূর্য এবং চাঁদকে নিয়োজিত করেছেন, প্রত্যেকে (এর কক্ষপথে) একটি পূর্বনির্ধারিত সময় পর্যন্ত ঘুরছে। তিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রন করেন, এবং প্রকাশনাবলি ব্যাখ্যা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে নিশ্চয়তা অর্জণ করতে পারো।

3 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি পৃথিবী নির্মান করেছেন এবং এর উপর স্থাপন করেছেন পর্বতমালা এবং নদীসমূহ।এবং বিভিন্ন ধরনের ফল থেকে, তিনি এদের জোড়ায় তৈরী করেছেন- পুরুষ ও স্ত্রী-জাতিয়। রাত ছাড়িয়ে যায় দিনকে। এগুলো দৃড় প্রমান তাদের জন্য যারা চিন্তা করে।

4 পৃথিবীতে, সন্নিহিত জমি রয়েছে যা উৎপন্ন করে আংগুরের বাগান, খাদ্যশস্য, খেঁজুর গাছ- এক লিংঙ্গধারী এবং উভলিংঙ্গধারী। যদিও তাদের একই পানি দিয়ে সেচ দেয়া হয়, আমরা এদের কতগুলোকে অন্যগুলোর চাইতে খাওয়ার জন্য উন্নততর করি। এগুলো জোড়ালো প্রমান সেসব লোকদের জন্য যারা বুঝে।

মুক্তির জন্য পরকালে বিশ্বাস আবশ্যক

5 যদি তুমি কখনও আশ্চর্য হও, তবে প্রকৃত আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের কথা: “আমরা ধূলায় পরিনত হবার পর, আমরা কি আবার নতুন করে সৃষ্টি হবো?”এরা সেই ব্যক্তি যারা তাদের প্রভুকে অবিশ্বাস করেছে। এরা সেই ব্যক্তি যারা তাদের গলায় টেনে এনেছে জড়ানো শিকল। এরা সেই ব্যক্তি যারা নরক টেনে এনেছে, যেখানে তারা চিরকাল বাস করে।

6 তারা তোমাকে তাদের উপর ধ্বংস আনার চ্যালেঞ্জ করে, সৎকর্মশীল হবার বদলে। অতীতে তাদের জন্য যথেষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, তোমাদের প্রভু লোকদের প্রতি ক্ষমায় পূর্ণ, তাদের সীমালঙ্ঘন সত্ত্বেও, এবং তোমাদের প্রভু শাস্তি আরোপেও কঠোর।

7 যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা বলল, "শুধু যদি একটি অলৌকিকতা তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে তার কাছে আসত (তবে আমরা বিশ্বাস করতাম)। তুমি কেবল একজন সতর্ককারী - প্রত্যেক সম্প্রদায় একজন পথ-প্রদর্শক শিক্ষক পায়।

8 আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী কি বহন করে, এবং প্রত্যেক জরায়ু কি ছেড়ে দেয়, বা অর্জন করে। যা তিনি করেন তা যথাযথভাবে পরিমাপকৃত।

9 সকল গোপনীয়তা এবং প্রকাশিত বিষয়ের জ্ঞাতা; সর্বপ্রধান, সর্বোচ্চ।

10 তুমি তোমার ভাবনাগুলো গোপন, বা প্রকাশ করো, কিংবা রাতের অন্ধকারে লুকাও, অথবা দিনের আলোয় কাজ করো তা একই।

11 পালাক্রমে (ফেরেশতারা) অবস্থান নিয়ে; তোমাদের প্রত্যেকের সাথে থাকছে-তারা আছে তোমাদের সামনে এবং তোমাদের পেছনে। তারা তোমাদের সঙ্গে থাকে, এবং তোমাদের পাহারা দেয় আল্লাহর হুকুম অনুসারে। সুতরাং, আল্লাহ কোন লোকের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যদিনা তারা নিজেরা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। যদি আল্লাহ কোন লোকের জন্য কোন কষ্ট চান, কোন শক্তি তা থামাতে পারে না। কারন তাঁর পাশে তাদের কোনো প্রভু এবং মনিব নেই।

12 তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদের বিদ্যুৎ চমক দেখান ভয়ের উৎস হিসেবে, সেই সাথে আশার উৎস হিসেবে, এবং তিনি পুঞ্জিভূত মেঘের সূচনা করেন।

13 বজ্র তাঁর মহিমার প্রশংসা করে, এবং ফেরেশতারাও, তাঁর প্রতি ভক্তি থেকে। তিনি বজ্রপাত ঘটান, যা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আঘাত করে। এরপরও, তারা আল্লাহর ব্যাপারে তর্ক করে, যদিও তাঁর ক্ষমতা ভীষন।

14 তাঁর কাছে চাওয়াই একমাত্র বৈধ মিনতি, যেখানে তাঁর পাশে যেসব উপাস্যদের তারা মিনতি করে, তারা কখনো ডাকে সাড়া দিতে পারে না। সুতরাং, তারা ওদের মতো যারা পানির দিকে হাত বাড়ায়, কিন্তু তাদের মুখে কিছুই পৌঁছে না। অবিশ্বাসীদের মিনতি নিরর্থক।

সকল সৃষ্টি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে

15 আল্লাহকে সেজদা করে আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর সকলে, স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়, এবং তাদের ছায়াও তা করে সকালে এবং সন্ধ্যায়।*

১৩:১৫ এমনকি অবিশ্বাসীরাও সিজদা করে; উদাহরণস্বরূপ, তারা তাদের হৃদস্পন্দন, ফুসফুস বা অন্ত্রের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ছায়া হওয়া সূর্য ও চন্দ্র কক্ষপথের কারন যা আল্লাহর নকশা এবং চারটি ঋতুর কারণ পৃথিবী গ্রহের অদ্ভুত আকৃতি দ্বারা নির্ধারিত। সৌর ঘড়ি এবং তাদের ছায়া আবিষ্কারের মাধ্যমে সূর্য ও পৃথিবীর নিখুঁত সম্পর্ক প্রমাণিত হয়।

16 বল, “আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর প্রভু কে?”বল, “আল্লাহ।”বল, “তাহলে কেন তোমরা তাঁর পাশে মনিব স্থাপন করো, তাদেরকে, যারা এমনকি তাদের নিজেদেরও উপকার অথবা ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা রাখে না?”বল, “অন্ধ কি চক্ষুষ্মানের সমান? অন্ধকার কি আলোর সমান?”তারা কি আল্লাহর পাশে এমন উপাস্যদের পেয়েছে যারা তাঁর সৃষ্টির অনুরুপ সৃষ্টি করেছে, এমনভাবে যে দুটো সৃষ্টিকে আলাদা করা যায় না? বল, “আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, এবং তিনিই এক, সর্বোচ্চ।

সত্য বনাম মিথ্যা

17 তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে, উপত্যকাগুলোকে প্লাবিত করেন, এরপর স্রোতধারা প্রচুর ফেনা উৎপাদন করে। একইভাবে, তারা যখন তাদের অলঙ্কার বা সরঞ্জামাদির জন্য ধাতু পরিশোধন করতে আগুন ব্যবহার করে, ফেনা উৎপা্দিত হয়। আল্লাহ এভাবে সত্য ও মিথ্যার উপমা দেন। ফেনার ক্ষেত্রে, এটা আবর্জনা হয়ে যায়, যেখানে লোকদের যা উপকারে আসে তা মাটির কাছে থাকে। আল্লাহ এভাবে উপমা দেন।

18 যারা তাদের প্রভুর ডাকে সাড়া দেয় তারা ভাল পুরস্কারের যোগ্য। আর তাদের ক্ষেত্রে যারা তাঁর ডাকে সাড়া দিতে ব্যর্থ হল, যদি তারা পৃথিবীর সবকিছু অধিকার করে-এমনকি দিগুন পরিমান- তারা তৎক্ষণাৎ তা মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দেবে। তারা নিকৃষ্টতম হিসাব টেনে এনেছে, এবং তাদের চূড়ান্ত বাসস্থান নরক; কি এক শোচনীয় ভাগ্য।

বিশ্বাসী বনাম অবিশ্বাসী (১) বিশ্বাসীরা

19 যে ব্যক্তি তোমার প্রতি তোমার প্রভুর প্রকাশনাবলি চিনতে পারে সে কি তার সমান যে অন্ধ? শুধু যারা বুদ্ধিমত্তার অধিকারী তারা মনোযোগ দেবে।

20 তারাই সেসব লোক যারা আল্লাহর সাথে তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করে, এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।

21 তারা তাতে যোগ দেয় যাতে আল্লাহ যোগ দিতে আদেশ করেছেন, তাদের প্রভুকে ভক্তি করে, এবং সেই ভয়ানক হিসাব গ্রহনকে ভয় করে।

22 তাদের প্রভুর অন্বেষণে তারা দৃঢ়তার সাথে অধ্যবসায়ী, সংযোগ প্রার্থনাসমূহ (সালাত) পালন করে, তাদেরকে দেয়া আমাদের খাদ্যসম্ভার থেকে ব্যয় করে গোপনে এবং প্রকাশ্যে, এবং ভালো দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করে। তারা সর্বোত্তম বাসস্থানের যোগ্য হয়েছে।

23 তারা ইডেনের বাগানগুলোতে প্রবেশ করে, তাদের পিতামাতা, তাদের জীবনসঙ্গি, এবং তাদের সন্তানদের মধ্য থেকে সৎ-কর্মীদের সাথে, একত্রে। ফেরেশতারা তাদের কাছে প্রবেশ করবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে।

24 "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, কারন তোমরা দৃঢ়তার সাথে অধ্যবসায়ী ছিলে। কি এক আনন্দদায়ক নিয়তি"।

(২) অবিশ্বাসীরা

25 আর তাদের ক্ষেত্রে যারা আল্লাহর অঙ্গীকার লঙ্ঘন করে, তা রক্ষা করার অঙ্গীকার করার পর, এবং ছিন্ন করে, যাতে আল্লাহ যুক্ত থাকতে হুকুম করেছেন, এবং দুষ্কর্ম করে বেড়ায়, তারা টেনে এনেছে দন্ডাদেশ; তারা টেনে এনেছে নিকৃষ্টতম নিয়তি।

আল্লাহ সকল জীবিকা নিয়ন্ত্রন করেন

26 আল্লাহ সেই সত্ত্বা যিনি যার জন্য ইচ্ছা জীবিকা বাড়িয়ে দেন, অথবা তা থামিয়ে রাখেন। তারা এই জীবনে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, এবং এই জীবন, পরকালের তুলনায়, কিছুই না।

27 যারা অবিশ্বাস করে তারা বলবে, "যদি শুধু একটি অলৌকিকতা তার কাছে আসতো তার প্রভুর পক্ষ থেকে (তবে আমরা বিশ্বাস করতাম)"। বল, "আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন, এবং শুধু তাদেরকে তাঁর দিকে পথ-প্রদর্শন করেন যারা মান্য করে।

28 তারা সেসব লোক যাদের হৃদয় উল্লসিত হয়, আল্লাহর স্মরণে। নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে, হৃদয় উল্লসিত হয়।

29 যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন যাপন করে তারা অর্জন করেছে সুখ এবং এক আনন্দদায়ক নিয়তি।

প্রতিশ্রুত আল্লাহর বার্তাবাহক*

30 আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি (হে রাশাদ)* এই জাতির কাছে, ঠিক যেমন অতীতে আমরা অন্য জাতির জন্য করেছিলাম। তুমি তাদের কাছে আবৃত্তি করবে যা আমরা তোমার কাছে প্রকাশ করি, কারন তারা পরম করুনাময়ে অবিশ্বাস করেছে। বল, "তিনি আমার প্রভু। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। আমি শুধু তার প্রতি আমার আস্থা রাখি; তার কাছেই আমার চূড়ান্ত নিয়তি।

১৩:৩০ যদি আমরা "রাশাদ" (৫০৫) এর জ্যামিতিক মান, "খলিফা" (৭২৫) এর মান, সূরা সংখ্যা (১৩) এবং আয়াত সংখ্যা (৩০) যোগ করি, তাহলে আমরা পাব ৫০৫+৭২৫+১৩+৩০ = ১২৭৩ = ১৯x৬৭। এভাবে আল্লাহ তাঁর রাসূলের নাম উল্লেখ করেছেন (বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট ২ দেখুন)।

কুরআনের গাণিতিক অলৌকিকতা

31 এমনকি কোন কুরআন যদি পাহাড়কে চালিত করে, বা পৃথিবীকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেয়, বা মৃতকে দিয়ে কথা বলায় (তবুও তারা বিশ্বাস করবে না)। আল্লাহ সকল বস্তু নিয়ন্ত্রন করেন। এখনও কি বিশ্বাসীদের জন্য সময় হয় নি চেষ্টা পরিত্যাগ করার এবং এটা অনুধাবন করার যে যদি আল্লাহ চাইতেন, তিনি সকল মানুষকে পথ প্রদর্শন করতে পারতেন? অবিশ্বাসীরা দুর্দশা ভোগ করতে থাকবে, তাদের নিজেদের কাজের পরিণামে, অথবা তাদের কাছেই দুর্দশা আঘাত করবে, যতক্ষন না আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ হয়। আল্লাহ কখনোই পূর্বনির্ধারিত নিয়তি পরিবর্তন করেন না।

সকল বার্তাবাহককে অবশ্যই উপহাসের শিকার হবে

32 তোমার পূর্বেও বার্তাবাহকদের উপহাস করা হয়েছে; আমি অবিশ্বাসীদের চালিয়ে যেতে দিয়েছি, এরপর আমি তাদের শাস্তি দিয়েছি। কেমন ভয়ানক ছিল আমার শাস্তি!

33 সেই সত্ত্বার সমান কি কিছু আছে যিনি প্রত্যক আত্মা নিয়ন্ত্রন করেন? এরপরও, তারা আল্লাহর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উপাস্য স্থাপন করে। বল, "তাদের নাম বলো, তোমরা কি পৃথিবীর কোনকিছুর বিষয়ে তাঁকে জানাচ্ছ যা তিনি জানেন না? নাকি, তোমরা ফাকা বুলি রচনা করছো? নিশচয়, যারা অবিশ্বাস করে তাদের চক্রান্ত তাদের চোখে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা এভাবে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়। যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন সে কখনই কোন পথপ্রদর্শক শিক্ষক পায় না।

34 তারা এই জীবনে শাস্তি টেনে এনেছে, এবং পরকালের শাস্তি আরো অনেক নিকৃষ্ট। আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন কিছুই তাদের রক্ষা করতে পারে না।

স্বর্গের রূপকাত্মক বর্ননা

35 স্বর্গ, যা সৎকর্মশীলদের জন্য অঙ্গীকার করা হয়, তার উপমা হল প্রবাহিত ঝর্ণা, অফুরন্ত খাদ্যসম্ভার, এবং শীতল ছায়া। তাদের জন্য এমনই ভাগ্য যারা সৎকর্মপরায়নতা বজায় রাখে, যেখানে অবিশ্বাসীদের ভাগ্য নরক।

36 যারা ঐশীগ্রন্থ পেয়েছে তারা তাতে উল্লসিত হয় যা তোমার কাছে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদের কেউ কেউ হয়তো এর কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান করে। বল, "আমাকে তো কেবল আদেশ করা হয়েছে আল্লাহর উপাসনা করতে, এবং কখনো তাঁর সাথে অন্যকোন উপাস্য যুক্ত না করতে। আমি তাঁর দিকে আমন্ত্রন জানাই, এবং তাঁর দিকেই আমার চূড়ান্ত নিয়তি।

কুরআনের গাণিতিক সংকেতপদ্ধতির ঐশ্বরিক অনুমোদন*

37 আমরা এই আইনগুলো আরবিতে প্রকাশ করেছি, এবং যদি তুমি কখনো তাদের ইচ্ছায় সম্মত হও, এই জ্ঞান তোমার কাছে আসার পর, তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন মিত্র থাকবে না, না কোন রক্ষাকারী।

১৩:৩৭-৩৮ আয়াত সংখ্যা (৩৮) = ১৯x২। ১৩:৩৭-৩৮ এর পাশে "রাশাদ" (৫০৫) এবং "খলিফা" (৭২৫) এর মান রাখলে ৫০৫ ৭২৫ ১৩ ৩৭ ৩৮, অথবা ১৯x২৬৬১৭১১২৩০২ (পরিশিষ্ট ২) পাওয়া যাবে।

38 আমরা তোমার আগে বার্তাবাহক পাঠিয়েছি (হে রাশাদ), এবং আমরা তাদেরকে স্ত্রী-সন্তান সহ স্বামী বানিয়েছি। কোন বার্তাবাহক অলৌকিকতা তৈরি করতে পারে না, আল্লাহর অনুমোদন, এবং একটি সুনির্দিষ্ট, পূর্বনির্ধারিত সময়ানুসারে ব্যতীত।

39 আল্লাহ মুছে দেন যা তিনি চান, এবং ঠিক করে দেন। তাঁর কাছেই রয়েছে প্রকৃত মূল নথি/রেকর্ড।

40 যদি আমরা তোমাকে দেখাই যা আমরা তাদেরকে অঙ্গীকার করেছি, অথবা তোমার জীবন তার আগেই শেষ করে দেই, তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য (বার্তা) প্রদান করা। আমরাই তাদেরকে হিসাবের জন্য ডাকবো।

41 তারা কি দেখে না যে পৃথিবীর প্রতিটি দিন, তাদেরকে সমাপ্তির কাছে নিয়ে যায়, এবং আল্লাহ তাদের জীবনের ব্যপ্তি নির্ধারণ করেন, অপরিবর্তনীয় ভাবে? তিনি সবচেয়ে দক্ষ হিসাব গ্রহণকারী।

42 তাদের পূর্বে অন্যরাও চক্রান্ত করেছে, কিন্তু আল্লাহর অধীনেই রয়েছে চূড়ান্ত চক্রান্ত। তিনি জানেন প্রত্যেকে কি করছে। অবিশ্বাসীরা দেখবে কারা চূড়ান্ত বিজয়ী।

43 যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা বলবে, “তুমি কোন বার্তাবাহক নও!” বল, “তোমাদের এবং আমার মাঝে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট, আল্লাহ এবং যারা ঐশীগ্রন্থের জ্ঞান রাখে”।

SURA 14 · 52 VERSES

ইব্রাহিম

Ibrahîm

إبراهيم

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 অ.ল.র (আলিফ. লাম. র'.)।* একটি ঐশীগ্রন্থ যা আমরা তোমার কাছে প্রকাশ করেছি, লোকদের অন্ধকার থেকে আলোতে পরিচালিত করার জন্য- তাদের প্রভুর ইচ্ছানুসারে- সর্বশক্তিমান, প্রশংসনীয়-এর পথে।

১৪:১ ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে কুরআনের গাণিতিক কোড আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এই আদ্যক্ষরগুলি ঐশ্বরিকভাবে সুরক্ষিত এবং গোপনীয় ছিল। এই আদ্যক্ষরগুলির তাৎপর্যের জন্য পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

2 আল্লাহ (-এর পথ) ; সেই সত্ত্বা যিনি আকাশমন্ডলীর সবকিছু এবং পৃথিবীর সবকিছুর অধিকারী। অবিশ্বাসীদের জন্য দু:খ; তারা এক ভয়ানক শাস্তি টেনে এনেছে।

আপনি কিসে প্রাধান্য দেন?

3 তারাই সে লোক যারা পরকালের উপর এই জীবনকে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহর পথে বাঁধা দেয়, এবং একে বাঁকা করার পথ খোঁজে; এরা বহুদূর পথভ্রষ্ট হয়েছে।

বার্তাবাহকের ভাষা

4 আমরা কোন বার্তাবাহককে পাঠাইনি তার লোকদের ভাষায় (ধর্ম-প্রচার করার জন্য) ছাড়া, তাদের জন্য বিষয়াদি পরিষ্কার করতে। আল্লাহ এরপর পথভ্রষ্ট করেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন, এবং পথ-প্রদর্শণ করেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন। তিনি সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

মুসা

5 এভাবে, আমরা মুসাকে আমাদের অলৌকিকতা দিয়ে পাঠিয়েছিলাম, এ বলে যে, "তোমার লোকদের অন্ধকার থেকে আলোতে পরিচালনা করো, এবং তাদেরকে আল্লাহর দিনগুলো স্মরণ করাও।"এগুলো প্রত্যেক অবিচল, কৃতজ্ঞ লোকের জন্য শিক্ষা।

কৃতজ্ঞ হবার গুরুত্ব

6 স্মরণ করো যে মুসা তার লোকদের বলেছিল, "তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো। তিনি তোমাদের রক্ষা করেছিলেন ফেরাউনের লোকদের থেকে যে তোমাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাতো, তোমাদের পুত্রদের হত্যা করতো এবং কন্যাদের ছেড়ে দিতো। সেটা ছিল তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এক কঠোর পরীক্ষা।"

কৃতজ্ঞ বনাম অকৃতজ্ঞ

7 তোমাদের প্রভু আদেশ করেছেন, "যত বেশি তোমরা আমাকে ধন্যবাদ দাও, তত বেশি আমি তোমাদের প্রদান করি।"কিন্তু যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ো, তাহলে আমার শাস্তি কঠোর।

8 মুসা বলল, "যদি তোমরা অবিশ্বাস করো, পৃথিবীর সকল লোকদের সাথে, আল্লাহর কোনকিছুর প্রয়োজন নেই, প্রশংসনীয়। "

অহংকারবশত বিরোধীতা: একটি মানবীয় বৈশিষ্ট্য

9 তোমরা কি তোমাদের পূর্বে তাদের সম্পর্কে শোননি - নুহ, আদ, সামুদের লোক, এবং অন্যরা যারা তাদের পরে এসেছে এবং যাদেরকে শুধু আল্লাহই জানেন? তাদের বার্তাবাহকরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারা তাদের অবমাননা করেছিল এবং বলেছিল, "যা দিয়ে তোমাদের পাঠানো হয়েছে আমরা তা অবিশ্বাস করি; আমরা তোমাদের বার্তার বিষয়ে সংশয়বাদী ; সন্দেহে পরিপূর্ণ। "

আমাদের পিতা-মাতার অন্ধ অনুসরণ: এক মহা মানবীয় বিপর্যয়

10 তাদের বার্তাবাহকরা বলল, “তোমাদের কি আল্লাহর বিষয়ে সন্দেহ আছে; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সূচনাকারী? তিনি তোমাদের আমন্ত্রন করেন শুধু তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিতে, এবং তোমাদের নিজেদের পাপমুক্ত করার জন্য আরেকটি সুযোগ দিতে।” তারা বলল, “তোমরা আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু নও, যারা আমাদের মাতা-পিতার করে যাওয়া উপাসনার পথ থেকে আমাদের সরিয়ে দিতে চায়। আমাদের কিছু সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব দেখাও।”

11 তাদের বার্তাবাহকরা তাদের বলেছিল, “আমরা তোমাদের মত মানুষ ছাড়া কিছু নই, কিন্তু আল্লাহ অনুগ্রহ করেন তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে তিনি পছন্দ করেন। আমরা সম্ভবত তোমাদেরকে কোন ধরণের কর্তৃত্ব দেখাতে পারবো না, আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী ব্যতীত। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীদের আস্থা রাখা উচিত।

12 "কেন আমরা আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখবো না, যখন তিনি আমাদের পথসমূহে আমাদেরকে পরিচালিত করেছেন? আমরা তোমার নির্যাতনের মুখে দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকবো। আল্লাহর প্রতি সকল আস্থাকারীদের আস্থা রাখা উচিত।"

13 যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা তাদের বার্তাবাহকদের বলল, “তোমাদেরকে আমরা আমাদের ভূমি থেকে বের করে দেবো, যদি না তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসো।” তাদেরকে তাদের প্রভু অনুপ্রেরণা দিলেন: "আমরা অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারীদের ধ্বংস করবো।

14 "এবং আমরা তোমাদেরকে তাদের পর তাদের ভূমিতে বাস করতে দেবো। এটা (পুরষ্কার) তাদের জন্য যারা আমার ঐশরিক ক্ষমতাকে ভক্তি করে, এবং আমার প্রতিশ্রুতিকে ভক্তি করে।"

15 তারা একটি চ্যালেঞ্জ করলো, এবং ফলস্বরুপ, প্রত্যেক একগুঁয়ে অত্যাচারী শাসক অবশেষে ধ্বংস হলো।

16 তার জন্য অপেক্ষা করছে নরক, যেখানে সে পঁচা পানি পান করবে।

17 সে তা গিলবে, যদিও তা সে সহ্য করতে পারবে না, যেন মৃত্যু প্রত্যেক দিক থেকে তার কাছে আসবে, কিন্তু সে কখনো মরবে না। তার জন্য অপেক্ষায় আছে এক ভয়ানক শাস্তি।*

১৪:১৭ যখন আমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলাম এবং মহাবিরোধের সময় শয়তানের সাথে একমত হয়েছিলাম (৩৮:৬৯), তখন ফেরেশতারা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আমাদের নরকে নির্বাসিত করা উচিত (পরিশিষ্ট ৭)। কিন্তু পরম করুণাময় আমাদের নিজেদের মুক্তির জন্য আরেকটি সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি ফেরেশতাদের বলেছিলেন, "আমি যা জানি তোমরা তা জানো না" (২:৩০)। আল্লাহ জানতেন যে অনেক মানুষ প্রতিবাদ করবে এই বলে যে তাদের কোন ধারণা ছিলনা যে নরক কতটা খারাপ। ১৪:১৭ এবং ২২:১৯-২২ আয়াতে নরকের অসাধারণ বর্ণনা এই ধরনের প্রতিবাদ করা বাতিল করে দেয়। এখন আমরা মোটামুটি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছি যে নরক কতটা ভয়ঙ্কর।

18 যারা তাদের প্রভুকে অবিশ্বাস করে তাদের উপমা হচ্ছেঃ তাদের কাজগুলো তীব্র বাতাসের মাঝে ছাইয়ের মত, কোন ঝড়ো দিনে। যা কিছু তারা উপার্জন করে তা থেকে তারা কিছুই পায় না; এমনই হচ্ছে দূরতম পথভ্রষ্টতা।

কেবল সর্বশক্তিমান সত্ত্বার উপাসনা করুন

19 তুমি কি অনুধাবন করো না যে আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তিনি তোমাদের সরিয়ে দিতে পারেন, এবং তোমাদের জায়গায় নতুন সৃষ্টি আনতে পারেন।

20 এটি আল্লাহর জন্য খুব কঠিন নয়।

পুনরুত্থান দিনে

21 যখন তারা সকলে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে*, অনুসারীরা নেতাদের বলবে, "আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম। তোমরা কি আল্লাহর শাস্তি থেকে আমাদের একটুখানি হলেও মুক্তি দিতে পারো? তারা বলবে, "যদি আল্লাহ আমাদের পথপ্রদর্শণ করতেন, আমরা তোমাদের পথ দেখাতাম। এখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, আমরা শোক করি বা ধৈর্য্যধারণ করি, আমাদের কোন নিস্তার নেই।"

১৪:২১ কুরআনে প্রায়শই অতীত কালের মাধ্যমে পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ এগুলো ভবিষ্যতের ঘটনা যা আল্লাহ ইতোমধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছেন এবং অবশ্যই ঘটবে।

শয়তান তার অনুসারীদের পরিত্যাগ করে

22 এবং শয়তান বলবে, বিচার কার্যকর হওয়ার পর, "আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, এবং আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছি। তোমাদের উপর আমার কোন ক্ষমতা ছিল না; আমি শুধু তোমাদের আমন্ত্রণ করতাম, এবং তোমরা আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে। অতএব, আমাকে দোষ দিও না, এবং শুধু নিজেদের দোষ দাও। আমার অভিযোগ তোমাদের সাহায্য করতে পারবে না, না তোমাদের অভিযোগ আমার কোন সাহায্য করতে পারবে। আমাকে তোমাদের উপাস্য বানানোকে আমি অবিশ্বাস করেছি। সীমালঙ্ঘনকারীরা এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি টেনে এনেছে।"

23 আর তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে, তারা প্রবাহিত ঝর্নাসহ বাগানগুলোতে প্রবেশ করবে। তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে, তাদের প্রভুর ইচ্ছানুসারে। সেখানে তাদের সম্ভাষণ হবে, "শান্তি"।

সত্য বনাম মিথ্যা

24 তুমি কি দেখো না যে আল্লাহ ভাল কথার উপমা দিয়েছেন একটি ভাল গাছ হিসেবে যার মূল শক্ত করে আটকানো, এবং শাখাগুলো আকাশে বিস্তৃত?

25 এটি প্রত্যেক ঋতুতে এর শস্য উৎপন্ন করে, যেভাবে এর প্রভু নকশা করেছেন। আল্লাহ এভাবে লোকদের জন্য উপমা বর্ণনা করেণ, যাতে তারা উপদেশ নিতে পারে।

26 এবং মন্দ কথার উপমা হচ্ছে একটি মন্দ গাছ যা মাটির স্তরে কাঁটা হয়েছে; একে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য এর কোন মূল নেই।

27 যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে প্রমাণিত কথা দিয়ে আল্লাহ শক্তিশালী করেন, এই জীবনে এবং পরকালে। এবং আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পথভ্রষ্ট করেন। সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছানুসারে হয়।

তারা আল্লাহর সুরক্ষা থেকে তাদের পরিবারকে সরিয়ে নেয়

28 তুমি কি তাদের লক্ষ্য করেছ যারা অবিশ্বাস দিয়ে আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি সাড়া দিয়েছে, এবং এভাবে তাদের নিজেদের পরিবারের উপর দুর্দশা এনেছে?

29 নরক হচ্ছে তাদের নিয়তি, যেখানে তারা দগ্ধ হয়; কি এক শোচনীয় পরিসমাপ্তি!

অংশীদার উপাসনা: সকল মন্দের জনক

30 তারা আল্লাহর সমপর্যায়ে স্থান দিতে এবং অন্যদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করতে প্রতিদ্বন্দ্বীদের স্থাপন করে। বল, "ক্ষনিকের জন্য উপভোগ করে নাও; তোমাদের চুড়ান্ত নিয়তি নরক।"

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাদেশাবলি

31 আমার বান্দাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করো সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করতে, এবং আমাদের দেয়া জীবিকা থেকে দিতে (দান হিসেবে), গোপনে ও প্রকাশ্যে, সে দিন আসার আগে যখন থাকবে না কোন বাণিজ্য, না কোন সজনপ্রীতি।

32 আল্লাহই সেই সত্ত্বা যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এবং তোমাদের জীবিকার জন্য সকল প্রকার ফল উৎপন্ন করতে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। তিনি জাহাজগুলোকে সমুদ্রে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন তাঁর আদেশ অনুসারে। তিনি নদীগুলোকেও একইভাবে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।

33 তিনি সূর্য ও চাঁদকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, অনবরত। তিনি রাত ও দিনকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।

34 এবং তিনি তোমাদেরকে সব ধরণের জিনিস দেন যা কিছুর জন্য তোমরা তাঁর কাছে মিনতি করো। যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গননা করো, তোমরা কখনো সেগুলো বেষ্টন করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে, মানবজাতি সীমালঙ্ঘনে রত, অকৃতজ্ঞ।

ইব্রাহিম

35 স্মরণ করো যে ইব্রাহিম বলেছিল, "আমার প্রভু, একে এক শান্তিময় ভূমি করুন, এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের অংশীদার উপাসনা থেকে রক্ষা করুন।

36 "আমার প্রভু, তারা অনেক লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। আর তাদের জন্য যারা আমাকে অনুসরণ করে, তারা আমার সাথে আছে। আর তাদের ক্ষেত্রে যারা আমাকে অমান্য করে, আপনি ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু।

37 “আমাদের প্রভু, আমি আমার পরিবারের একাংশের জন্য বসতি স্থাপন করলাম এই তরুলতাহীন উপত্যাকায়, তোমার পবিত্র ঘরে। আমাদের প্রভু, তারা যাতে সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করে, তাই জনতাকে তাদের সাথে একত্রিত করুন, এবং তাদের জন্য সকল প্রকার ফল সরবরাহ করুন, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়।

38 “আমাদের প্রভু, আপনি জানেন যা কিছু আমরা গোপন করি এবং যা কিছু আমরা প্রকাশ করি- আল্লাহর কাছে কোনকিছু লুকানো নেই পৃথিবীতে, না আছে আকাশমন্ডলীতে।

39 “প্রশংসা আল্লাহর আমাকে দেয়ার জন্য, আমার বৃদ্ধ বয়স সত্ত্বেও, ইসমাইল ও ইসহাককে। আমার প্রভু প্রার্থনার জবাব দেন।

সংযোগ প্রার্থনাঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার

40 “আমার প্রভু, আমাকে এমন একজন করুন যে নিয়ম-মাফিক সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করে, এবং আমার সন্তানদেরও। আমাদের প্রভু, দয়া করে আমাদের প্রার্থনার জবাব দিন।

41 “আমার প্রভু, ক্ষমা করুন আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে, এবং বিশ্বাসীদের, ঐ দিনে যখন হিসাব নেয়া হয়।”

42 কখনো ভেবো না যে সীমালঙনকারীরা যা করছে আল্লাহ সে বিষয়ে অসচেতন। তিনি শুধু তাদের ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন চোখগুলো আতঙ্কে বিস্ফোরিত হয়।

43 যখন তারা (কবর থেকে) দ্রুত বের হবে, তাদের মুখগুলো উপরের দিকে তাকানো থাকবে, এমনকি তাদের চোখের পলকও পড়বে না, এবং তাদের হৃদয় আতংকিত হবে।

আল্লাহ তাঁর আদেশ বার্তাবাহকদের মাধ্যমে পাঠান

44 তুমি লোকদের ঐ দিনের বিষয়ে সতর্ক করবে যখন তাদের কাছে শাস্তি আসবে। যারা সীমালংঘন করেছে তারা বলবে, “আমাদের প্রভু, আমাদেরকে আর একবার অবকাশ দিন। তখন আমরা আপনার ডাকে সাঁড়া দিবো এবং বার্তাবাহকদের অনুসরণ করবো।”তোমরা কি অতীতে শপথ করে বলতে না যে তোমরা চিরকাল টিকে থাকবে?

45 তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের বাড়িতে বাস করতে, যারা তাদের আত্মার ক্ষতি করেছিল, এবং তোমরা স্পষ্টই দেখেছ যা আমরা তাদের সাথে করেছিলাম। আমরা তোমাদের জন্য অনেক উদাহরণ স্থাপন করেছি।

46 তারা তাদের চক্রান্ত করেছিল, এবং আল্লাহ তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। প্রকৃতপক্ষে, তাদের চক্রান্ত পাহাড়গুলো মুছে দিতে যথেষ্ঠ ছিল।

আল্লাহর বার্তাবাহকদের জন্য নিশ্চিত বিজয়

47 মনে করো না যে আল্লাহ কখনো তাঁর বার্তাবাহকদের সাথে করা অঙ্গীকার ভংগ করবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, প্রতিশোধ গ্রহনকারী।

নতুন আকাশমন্ডলী এবং নতুন পৃথিবী*

48 ঐ দিন আসবে যখন এই পৃথিবীর জায়গায় এক নতুন পৃথিবী আনা হবে, এবং আকাশমন্ডলীও, এবং সকলকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে, সেই একক সত্ত্বা, সর্বোচ্চ।

১৪:৪৮ এই ভবিষ্যদ্বাণী পুরাতন টেস্টামেন্ট (ঈসাইয়া ৬৫:১৭ এবং ৬৬:২২) এবং নতুন টেস্টামেন্ট- এ পাওয়া যায়: "আমরা যা অপেক্ষা করছি তা হল নতুন আকাশ এবং একটি নতুন পৃথিবী যেখানে, তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে, আল্লাহর ন্যায়বিচার বাস করবে।" (২ পিতর ৩:১৩)।

49 আর সেদিন তুমি অপরাধীদের দেখবে শিকলে বাঁধা।

50 তাদের জামা আলকাতরায় তৈরী হবে, এবং আগুন তাদের মুখ আচ্ছন্ন করবে।

51 কারণ আল্লাহ প্রত্যেক আত্মাকে শোধ করবেন যা তারা অর্জণ করেছে; আল্লাহ সবচেয়ে দক্ষ হিসাব গ্রহনকারী।

52 এটি লোকদের জন্য একটি ঘোষনাপত্র, এর দ্বারা সতর্ক করতে, এবং তাদেরকে জানাতে যে তিনিই একমাত্র উপাস্য, এবং যারা বুদ্ধিমত্তার অধিকারী তারা যেন মনোনিবেশ করে।

SURA 15 · 99 VERSES

হিজর উপত্যকা

الحجر

Al-Hijr

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 অ. ল. র. (আলিফ. লাম. র'.)।* এই (অক্ষর গুলো) এই ঐশীগ্রন্থের প্রমান; এক জ্ঞানগর্ভ কুরআন।

১৫:১ এবং ১৫:৯ কুরআনের ঐশ্বরিক উৎস এবং নিখুঁত সংরক্ষণ কুরআনের গাণিতিক কোড দ্বারা প্রমাণিত (অনুচ্ছেদ ১)। আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহকসূল এই মহান অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করার জন্য নিয়তিবদ্ধ ছিলেন। "যিকর" শব্দটি বিভিন্ন আয়াতে কুরআনের কোডকে নির্দেশ করে (১৫:৬, ২১:২, ২৬:৫, ৩৮:১, ৩৮:৮, ৭৪:৩১)। "রাশাদ খলিফা" (১২৩০)+১৫+৯=১২৫৪, ১৯x৬৬) এর মান।

2 নিশ্চয়, যারা অবিশ্বাস করতো তারা আকাঙ্ক্ষা করবে যে যদি তারা আত্মসমর্পণকারী হতো।

3 তাদেরকে খেতে, আনন্দ করতে এবং ইচ্ছেমতো চিন্তায় অন্ধ থাকতে দাও; তারা দেখতে পাবে।

4 আমরা কখনও কোন সম্প্রদায়কে ধ্বংস করি না, একটি নির্দিষ্ট, পূর্বনির্ধারিত সময় অনুসারে ছাড়া।

5 কোন সম্প্রদায়ের সমাপ্তি না কখনো এগোতে পারে, না পেছাতে পারে।

6 তারা বলল, “হে তুমি যে এই সতর্কবানী পেয়েছ, তুমি একটা পাগল”।

7 “কেন তুমি ফেরেশতাদের নামিয়ে আনো না, যদি তুমি সত্যবাদী হও?”

8 আমরা সুনির্দিষ্ট কাজ ছাড়া ফেরেশতাদের অবতরণ করাই না। অন্যথায়, কেউই রেহাই পাবে না।

আল্লাহর অঙ্গীকারকৃত বার্তাবাহক*

9 নি:সন্দেহে, আমরা এই সতর্কবাণী প্রকাশ করেছি, এবং, নিসন্দেহে, আমরা একে সংরক্ষন করবো।*

10 আমরা তোমার আগে অতীতের সম্প্রদায়ের কাছে (বার্তাবাহকদের) পাঠিয়েছি।

11 প্রতিবার যখন একজন বার্তাবাহক তাদের কাছে গিয়েছিলো, তারা তাকে উপহাস করেছিল।

12 আমরা এভাবে অপরাধীদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করি।

13 ফলস্বরূপ, তারা তাকে বিশ্বাস করতে পারে না। অতীত প্রজন্মদের থেকে এই রীতিই চলে আসছে।

14 এমনকি আমরা যদি তাদের জন্য আকাশে কোন দরজা খুলে দেই, যা দিয়ে তারা আরোহণ করে;

15 তারা বলবে, "আমাদের চোখকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। আমরা জাদুগ্রস্থ হয়ে পড়েছি"।

16 আমরা আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ স্থাপন করেছি, এবং দর্শকদের জন্য একে সুসজ্জিত করেছি।

17 এবং আমরা প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে একে সুরক্ষিত করেছি।

18 যদি তাদের কেউ শোনার জন্য চুপিসারে ঘুরে বেড়ায়, একটি শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র তার পিছু ধাওয়া করবে।

19 পৃথিবীর বিষয়ে, আমরা একে নির্মাণ করেছি, এবং এর উপর ভারসাম্যরক্ষাকারী (পর্বতমালা) রেখেছি এবং আমরা এর উপর দিয়েছি প্রত্যেক জিনিসের এক নিখুঁত ভারসাম্য।

20 আমরা একে বানিয়েছি বাসযোগ্য তোমাদের জন্য,* এবং জীবদের জন্য তোমরা যাদের জীবিকা দাও না।

১৫:২০ যখন আমরা মহাকাশে মহাকাশচারীদের পাঠাই, তখন আমরা তাদের যথাযথভাবে পরিমাপিত পরিমাণে খাদ্য, জল এবং অক্সিজেন সরবরাহ করি। আল্লাহ মহাকাশযান পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কোটি কোটি মহাকাশচারী দিয়ে যারা কাজ করে এবং বংশবৃদ্ধি করে; তিনি তাদের একটি স্ব-সহায়ক ব্যবস্থা সরবরাহ করেছেন যা অক্সিজেন, মিষ্টি জল এবং বিভিন্ন ধরণের সুস্বাদু খাবার এবং পানীয় তৈরি করে

21 সেখানে কোন কিছুই নেই যার সীমাহীন পরিমানের মালিক আমরা মালিক নই। কিন্তু আমরা তা সুনির্দিষ্ট পরিমাণে অবতীর্ণ করি।

22 এবং আমরা বাতাস পাঠাই পরাগায়নকারী হিসেবে, এবং তোমাদের পান করার জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষনের ব্যবস্থা করি। অন্যথায়, তোমরা একে সুস্বাদু রাখতে পারতে না।

23 আমরাই জীবন ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রন করি, এবং আমরাই চূড়ান্ত উত্তরাধিকারী।

24 এবং আমরা তোমাদের মধ্যে তাদেরকে পূর্ণরূপে জানি যারা অগ্রগামী হয়, এবং আমরা তাদেরকে পূর্ণরূপে জানি যারা পশ্চাৎগামী হয়।

25 তোমার প্রভু অবশ্যই তাদের ডেকে পাঠাবেন। তিনি পরম প্রজ্ঞাবান, সর্বজ্ঞ।

মানবজাতি

26 আমরা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি পুরনো কাঁদা থেকে, কুমোরের মাটির মতো।

27 জীনদের ক্ষেত্রে, আমরা তাদের সৃষ্টি করেছি, এর আগে, জলন্ত আগুন থেকে।

28 তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বললেন, “আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করছি পুরানো কাঁদা থেকে, কুমোরের মাটির মতো।

29 “একবার আমি তাকে সম্পূর্ণ করার পর, এবং তার মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দেবার পর, তোমরা তার সামনে সেজদাবনত হবে”।

30 ফেরেশতারা সেজদাবনত হল; তাদের সকলে,

31 ইবলিস (শয়তান) ছাড়া। সে সেজদাকারীদের সাথে থাকতে অস্বীকার করলো।

32 তিনি বললেন, “হে ইবলিস (শয়তান), তুমি সেজদাকারীদের সাথে নেই কেন?

33 সে বলল, “আমি কোন মানুষকে সেজদা করবো না, যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন পুরানো কাঁদা থেকে, কুমোরের মাটির মতো।"

34 তিনি বললেন, “সেজন্য, তুমি অবশ্যই বেরিয়ে যাবে; তুমি নির্বাসিত।

35 “তুমি বিচার দিন পর্যন্ত আমার অভিশাপ অর্জন করেছো।"

36 সে বলল, “আমার প্রভু, তাদের পুনরুত্থানের দিন অবধি আমাকে অবকাশ দিন।"

37 তিনি বললেন, “তোমাকে অবকাশ দেয়া হল।"

38 “নির্দিষ্ট দিন এবং সময় পর্যন্ত।"

39 সে বলল, “আমার প্রভু, যেহেতু আপনি ইচ্ছা করেছেন যে আমি বিপথে যাই, আমি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদেরকে প্রলুব্ধ করবো; আমি তাদের সকলকে বিপথে পাঠাবো।

40 "শুধু আপনার উপাসনাকারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া যারা সম্পূর্ণরূপে একমাত্র আপনার প্রতি উৎসর্গকৃত।"

41 তিনি বললেন, “এটি একটি আইন যা অলঙ্ঘনীয়

42 "আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। তোমার ক্ষমতা আছে শুধু পথভ্রষ্টদের উপর যারা তোমাকে অনুসরণ করে।

43 “এবং নরক তাদের সকলের জন্য অপেক্ষা করছে।

44 “এর সাতটি দরজা হবে। প্রত্যেক দরজা তাদের একটি নির্দিষ্ট অংশ পাবে।"

45 সৎকর্মশীলদের ক্ষেত্রে, তারা বাগান এবং ঝর্না উপভোগ করবে।

46 তাতে প্রবেশ করো, শান্তিময় এবং নিরাপদ।

47 আমরা তাদের হৃদয় থেকে সকল হিংসা দূর করবো। তারা পাশাপাশি আসবাবপথ ও সাজসরঞ্জামের মাঝে থাকবে, একটি পরিবারের মতো।

48 সেখানে তারা কখনো ক্লান্তি বোধ করবে না; সেখান থেকে কখনো তারা বিতাড়িত হবে না।

49 আমার বান্দাদের জানাও যে আমি ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু।

50 আর আমার শাস্তিই সবথেকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

ফেরেশতারা ইব্রাহীমের সাথে সাক্ষাৎ করলো

51 তাদেরকে ইব্রাহীমের অতিথিদের বিষয়ে জানাও।

52 যখন তারা তার বাসায় প্রবেশ করলো, তারা বলল, “শান্তি”। সে বলল, “আমরা তোমাদের ব্যপারে শঙ্কিত।"

53 তারা বলল, “শঙ্কিত হয়ো না। আমরা তোমার জন্য সুসংবাদ এনেছিঃ এক জ্ঞানদীপ্ত পুত্রের।"

54 সে বলল, “কিভাবে তোমরা আমাকে এমন সুসংবাদ দিতে পারো, যখন আমি এতো বৃদ্ধ? এরপরও কি তোমরা আমাকে এই সুসংবাদ দাও?

55 তারা বলল, “যে সুসংবাদ আমরা তোমাকে দেই তা সত্য; হতাশ হয়ো না।"

56 সে বলল, “কেউ তার প্রভুর দয়া থেকে হতাশ হয় না, পথভ্রষ্টরা ছাড়া।"

57 সে বলল, “তোমাদের পাঠানোর উদ্দেশ্য কি, হে বার্তাবাহকগন?”

58 তারা বলল, “আমাদেরকে পাঠানো হয় অপরাধী লোকদের নিকট।

59 “লুতের পরিবারের ক্ষেত্রে, আমরা তাদের সকলকে রক্ষা করবো।"

60 “কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়; সে দন্ডপ্রাপ্তদের সাথে থাকার জন্য নিয়তিপ্রাপ্ত।"

লুত

61 বার্তাবাহকেরা লুতের শহরে গেল।

62 সে বলল, “তোমরা অপরিচিত লোক।"

63 তারা বলল, “আমরা তোমার কাছে এনেছি যাতে তারা সন্দেহ করছে।

64 “আমরা তোমার কাছে সত্য আনি, আমরা সত্যবাদী।

65 “রাতে তুমি তোমার পরিবারকে সঙ্গে নিবে। তাদের পেছনে থেকো, এবং নিশ্চিত করো যে তোমাদের কেউ যেন পেছনে না তাকায়। সোজা চলে যাও যেভাবে আদেশ করা হয়েছে।"

66 আমরা তার কাছে এই হুকুম পৌঁছালামঃ ঐ লোকেরা সকালে ধ্বংস হবে।

67 শহরের লোকরা আনন্দ করতে করতে আসলো।

68 সে বলল, “এরা আমার অতিথি; আমাকে বিব্রত করো না।”

69 “আল্লাহকে ভয় করো, এবং আমাকে লজ্জিত করো না।"

70 তারা বলল, “তোমাকে কি আমরা কারো সাথে যোগাযোগ করতে নিষেধ করিনি?”

71 সে বলল, “এখানে আছে আমার কন্যারা, যদি তোমাদের দরকারই হয়।"

72 কিন্তু, হায়, তারা তাদের কাম লালসায় সম্পূর্ণ অন্ধ ছিল।

73 ফলস্বরূপ, সকালে দুর্যোগ তাদের আঘাত করলো।

74 আমরা একে উল্টে দিলাম, এবং তাদের উপর ধ্বংসাত্বক পাথর বর্ষণ করলাম।

75 এটা তাদের জন্য একটি শিক্ষা যারা বুদ্ধিমত্তার অধিকারী।

76 এটাই হবে সবসময়কার রীতি।

77 এটা বিশ্বাসীদের জন্য একটা নিদর্শন।

78 বনের অধিবাসীরাও সীমালঙ্ঘনকারী ছিল।

79 ফলস্বরূপ, আমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম, এবং উভয় জনপদ সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ।

80 আল-হিজরের লোকেরা বার্তাবাহকদের অবিশ্বাস করেছিল।

81 আমরা তাদেরকে আমাদের প্রকাশনাবলি দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা সেগুলো উপেক্ষা করেছে।

82 তারা পাহাড়ে নিরাপদ ঘর খোদাই করতো।

83 সকালে দুর্যোগ তাদের আঘাত করলো।

84 যা তারা জমা করেছিল তা তাদের সাহায্য করেনি।

বিশ্বের পরিসমাপ্তির উন্মোচন*

85 আমরা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী, এবং এদের মাঝের সবকিছু একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি। বিশ্বের পরিসমাপ্তি আসবে, সুতরাং তাদেরকে মৃদুভাবে উপেক্ষা করো।

১৫:৮৫-৮৮ আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহকসূলের একটি কাজ হল কুরআনের এই দাবি প্রদান করা যে পৃথিবী ২২৮০ খ্রিস্টাব্দে ধ্বংস হবে (২০:১৫, ৭২:২৭ এবং পরিশিষ্ট ২৫)।

86 তোমার প্রভু হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা, আর সর্বজ্ঞ।

87 আমরা তোমাকে দিয়েছি সাত জোড়া, এবং মহান কুরআন।

88 অন্য (বার্তাবাহকদের) উপর আমরা যা অর্পণ করেছি তাতে ঈর্ষান্বিত হয়ো না, এবং (অবিশ্বাসীদের কারণে) দুঃখিত হয়ো না, এবং বিশ্বাসীদের প্রতি সদয় হও।

89 এবং ঘোষণা করো, “আমি স্পষ্ট সতর্ককারী।"

90 বিভক্তকারীদের সাথে আমি বোঝাপড়া করবো।

91 তারা কুরআনকে শুধু আংশিকভাবে গ্রহণ করে।

92 তোমার প্রভুর শপথ, আমরা তাদের সবাইকে প্রশ্ন করবো,

93 সবকিছু সম্পর্কে যা তারা করেছে।

94 সুতরাং, তোমাকে দেয়া হুকুমগুলো পালন করো, এবং প্রতিমা উপাসকদের উপেক্ষা করো।

95 আমরা উপহাসকারীদের থেকে তোমাকে নিষ্কৃতি দেব,

96 যারা আল্লাহর পাশে অন্য উপাস্য স্থাপন করে, অবশ্যই তারা দেখতে পাবে।

97 আমরা খুব ভালোভাবে জানি যে তুমি হয়তো তাদের কথায় বিরক্ত হও।

98 তুমি তোমার প্রভুর গুন কীর্তন করবে, এবং সেজদাকারিদের সাথে থাকবে।

99 এবং তোমার প্রভুর উপাসনা করো, নিশ্চয়তা অর্জন করার জন্য।*

১৫:৯৯ উপাসনার অনুশীলনগুলি আমাদের নিশ্চয়তা অর্জনের উপায় (পরিশিষ্ট ১৫)।

SURA 16 · 128 VERSES

মৌমাছি

Al-Nahl

النّحل

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 আল্লাহর হুকুম এরই মধ্যে এসে গেছে (এবং সবকিছু এরই মধ্যে লেখা হয়ে গেছে), তাই এতে তাড়াহুড়া করো না।* মহিমা তাঁরই; সর্বোচ্চ, তাদের স্থাপন করা যেকোন অংশীদার থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।

১৬:১ সবকিছু ইতোমধ্যেই লিপিবদ্ধ আছে (৫৭:২২)। পরিশিষ্ট ১৪ও দেখুন।

2 তিনি প্রকাশনাবলী দিয়ে ফেরেশতাদের অবতরণ করান, তাঁর হুকুম বহন করে, তার প্রতি যাকে তিনি পছন্দ করেন তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে: "তোমরা প্রচার করবে যে, কোন উপাস্য নাই আমার পাশে; তোমরা আমাকে ভক্তি করবে"।

3 তিনি আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবী একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তিনি অনেক অনেক উর্ধ্বে, তাদের স্থাপিত কোন অংশীদার থেকে অনেক উপরে।

4 তিনি মানুষকে অতিক্ষুদ্র এক ফোঁটা থেকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর সে এক প্রকাশ্য প্রতিপক্ষে পরিণত হয়।

5 এবং তিনি তোমাদের জন্য গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য উষ্ণতা জোগাতে, এবং আরও অনেক উপকারিতা, সেইসাথে খাবার।

6 এছাড়াও এগুলো বিলাস দ্রব্যের যোগান দেয় তোমাদের অবসর সময়ে, এবং যখন তোমরা ভ্রমন করো।

আল্লাহর আশীর্বাদ

7 এবং তারা তোমাদের বোঝা এমন জায়গায় বহন করে নিয়ে যায় যেখানে তোমরা অনেক কষ্ট ব্যতীত পৌঁছতে পারতে না। নিশ্চয়, তোমার প্রভু দয়াবান, পরম করুণাময়।

8 এবং (তিনি সৃষ্টি করেছেন) ঘোড়া, খচ্চর, এবং গাধা তোমাদের আরহনের জন্য, এবং বিলাসিতার জন্য। উপরুন্তু, তিনি সৃষ্টি করেন যা তোমরা জানো না।

9 আল্লাহ পথসমূহ প্রদর্শন করেন, ভুলপথটিও। তিনি চাইলে, তোমাদের সকলকে সুপথপ্রাপ্ত করতে পারতেন।

10 তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন তোমাদের পান করার জন্য, এবং তোমাদের উপকারের জন্য গাছ জন্মাতে।

11 তা দিয়ে, তিনি তোমাদের জন্য উৎপাদন করেন শস্য, জলপাই, খেজুর গাছ, আঙ্গুর, এবং সকল প্রকার ফল। এটাই(যথেষ্ট) প্রমান লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।

12 এবং তিনি নিয়োজিত করেন, তোমাদের সেবায়, দিন ও রাত্রি, সেই সাথে সূর্য ও চাঁদকে। তারকারাজীও নিয়োজিত রয়েছে তাঁর হুকুমে। এগুলো (যথেষ্ট) প্রমান লোকদের জন্য যারা বুঝে।

13 এবং পৃথিবীতে তোমাদের জন্য (তিনি সৃষ্টি করেছেন) বিভিন্ন রঙের জিনিস। এটা (যথেষ্ট) প্রমান লোকদের জন্য যারা মনোযোগ দেয়।

14 এবং তিনি সমুদ্রকে নিয়োজিত করেছেন তোমাদের সেবায়; তোমরা এর থেকে নরম মাংস খাও এবং আহরণ করো অলঙ্কার যা তোমরা পরো। এবং তুমি জাহাজগুলোকে দেখো এতে বিচরণ করতে তোমাদের বাণিজ্যিক লাভের জন্য, যখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।

15 এবং তিনি পৃথিবীতে ভারসাম্যকারী (পর্বত) স্থাপন করেছেন, পাছে এটি তোমাদের নিয়ে উলটে পড়ে, সেই সাথে নদী এবং রাস্তা, যাতে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হও।

16 এবং স্থান নির্দেশক, সেই সাথে তারকারাজী; যান চালনায় ব্যবহারের জন্য।

17 যে সত্ত্বা সৃষ্টি করেন তিনি কি তার মতো যে সৃষ্টি করে না? এখন কি তোমরা মনোযোগ দেবে?

18 যদি তুমি আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করো, তুমি কখনো তা পরিবেষ্টন করতে পারবে না। আল্লাহ ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু।

19 এবং আল্লাহ জানেন যাকিছু তোমরা গোপন করো এবং যাকিছু তোমরা প্রকাশ করো।

মৃত নবীরা এবং সাধুরা

20 আর আল্লাহর পাশে তাদের স্থাপন করা অংশীদারদের ব্যাপারে, তারা কোন কিছু সৃষ্টি করে না; তারা নিজেরাই সৃজিত।

21 তারা মৃত, জীবিত নয়, এবং তাদের কোন ধারনা নেই কিভাবে বা কখন তারা পুনরুত্থিত হবে।

22 তোমাদের খোদা হচ্ছেন একজন। তাদের ক্ষেত্রে যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের হৃদয় অস্বীকার করছে, এবং তারা উদ্ধত।

23 সম্পূর্ণরূপে, আল্লাহ জানেন সবকিছু যা তারা গোপন করে এবং সবকিছু যা তারা প্রকাশ করে। তিনি তাদের ভালোবাসেন না যারা উদ্ধত।

24 যখন তাদের জিজ্ঞেস করা হয়, “তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এই প্রকাশনাবলির ব্যাপারে তোমরা কি মনে করো,” তারা বলে, “অতীতের কল্প-কাহিনী।"

25 পুনরুত্থান দিনে তাদেরকে দায়ী করা হবে তাদের পাপের জন্য, তাদের সকলকে, সেই সাথে ওদের সকলের পাপের জন্য তারা যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে তাদের অজ্ঞতার দ্বারা। কি এক শোচনীয় বোঝা!

26 তাদের মতো অন্যান্যরাও অতীতে চক্রান্ত করেছে, এবং ফলস্বরূপ, আল্লাহ তাদের ইমারতের ভিত্তি ধ্বংস করেছিলেন, তাদের উপর ছাদ পতিত করে। শাস্তি তাদের আঘাত করেছিল যখন তারা খুব কমই প্রত্যাশা করেছিল।

27 এরপর, পুনরুত্থান দিনে, তিনি তাদের লাঞ্ছিত করবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, “কোথায় আমার শরিক-উপাস্যরা যাদেরকে তোমরা আমার পাশে স্থাপন করেছিলে, এবং তাদের কারনে আমার বিরোধিতা করেছিলে?” যারা জ্ঞান পেয়ে সৌভাগ্যশালী হয়েছিল তারা বলবে, “আজকে, লজ্জা ও দুর্দশা অবিশ্বাসীদের উপর পড়েছে।"

অবিশ্বাসীদের জন্য মৃত্যু

28 তাদের আত্মার ক্ষতি করা অবস্থায় ফেরেশতারা তাদের মৃত্যু ঘটায়। ঠিক তখনই তারা অবশেষে আত্মসমর্পণ করে, এবং বলে, “আমরা কোন অন্যায় করিনি!” হ্যাঁ নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছুর ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবগত, যা তোমরা করেছো।

29 অতএব, নরকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, যেখানে তোমরা চিরকাল বাস করো। উদ্ধতদের জন্য কি এক শোচনীয় নিয়তি।

বিশ্বাসীরা আসলে মরে না*

30 সৎ-কর্মীদের ক্ষেত্রে, যখন তাদের জিজ্ঞেস করা হয়, “তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এই প্রকাশনাবলির ব্যাপারে কি মনে করো,” তারা বলে, “ভাল।" যারা সৎ জীবন-যাপন করে তাদের জন্য, সুখ, এবং পরকালের গৃহ আরও উত্তম। কি এক পরম সুখের আবাস সৎ-কর্মশীলদের জন্য।

১৬:৩০-৩২ সৎকর্মশীলরা কেবল প্রথম মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে, যা ইতোমধ্যেই আমরা সকলেই অনুভব করেছি (৪৪:৫৬ দেখুন)। এই পৃথিবীতে তাদের অন্তর্বর্তীকালীন জীবনের শেষে, মৃত্যুর ফেরেশতারা কেবল তাদের সেই জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায় যেখানে আদম এবং হাওয়া একসময় বাস করতেন (২:১৫৪, ৩:১৬৯, ৮:২৪, ২২:৫৮, ৩৬:২৭)।

31 ইডেনের বাগানগুলো তাদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে, যেখানে নদী প্রবাহিত হয়। সেখানে তাদের তা-ই থাকে যা তারা ইচ্ছা করে। আল্লাহ এভাবে সৎ-কর্মশীলদের পুরষ্কৃত করেন।

তারা সরাসরি স্বর্গে যায়

32 ফেরেশতারা সৎকর্মশীল অবস্থায় তাদের জীবন পরিসমাপ্তি করে, এ বলে, “তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের কাজের পুরস্কার হিসেবে (এখন) স্বর্গে প্রবেশ করো।"*

অবিশ্বাসীরা

33 তারা কি অপেক্ষায় আছে তাদের কাছে ফেরেশতাদের আসবার, নাকি তোমার প্রভুর বিচার এসে যাবার? তাদের পূর্ববর্তীরাও একই কাজ করেছিল। আল্লাহ সেই সত্ত্বা নন যে তাদের প্রতি অন্যায় করেছে, তারা নিজেরাই নিজেদের আত্মার প্রতি অন্যায় করেছিল।

বিখ্যাত অজুহাত

34 তারা তাদের মন্দ কাজের ফলাফল অর্জন করেছে, এবং যে বিষয়গুলোকে তারা উপহাস করতো সেগুলোই উল্টো তাদের তাড়া করে বেড়িয়েছিল।

35 প্রতিমা উপাসকরা বলে, “আল্লাহ যদি চাইতেন, আমরা তাঁর পাশে কোন অংশীদার উপাসনা করতাম না, না আমাদের পিতা-মাতারা করতো। না আমরা তাঁর নিষেধগুলোর পাশে কোনকিছু নিষেধ করতাম।" তাদের পূর্ববর্তীরাও একই রকম করেছিল। বার্তাবাহকরা কি পূর্ণ বার্তা পৌছে দেয়া ছাড়া কিছু করতে পারে?

36 আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট একজন বার্তাবাহক পাঠিয়েছি, এই বলে, “তোমরা আল্লাহর উপাসনা করবে, এবং অংশিবাদকে এড়িয়ে চলবে। “পরবর্তীতে, কেউ কেউ আল্লাহ দ্বারা পথপ্রাপ্ত হয়েছিল, যখন অন্যরা ছিল পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। ঘুড়ে বেড়াও পৃথিবীতে এবং প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি লক্ষ্য করো।

37 তুমি তাদের সুপথপ্রাপ্ত করার যতো চেষ্টা-ই করো না কেন, আল্লাহ তাদের সুপথপ্রাপ্ত করেন না তিনি যাদের পথভ্রষ্ট করেছেন। এরুপে, কেউ তাদের সাহায্য করতে পারে না।

তাদের অন্তরের গভীরে

38 তারা আল্লাহর নামে দৃড় শপথ করেঃ “আল্লাহ মৃতকে পুনরুত্থিত করবেন না।" নিঃসন্দেহে, এমনই তাঁর অলঙ্ঘনীয় অঙ্গীকার, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

39 এরপর তিনি সবাইকে সে সবকিছু দেখাবেন যে বিষয়ে তারা বিবাদ করতো, এবং যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদেরকে জানতে দিবেন যে তারা ছিল মিথ্যাবাদী।

মৃতকে পুনরুত্থিত করতে

40 কোন কিছু করতে হলে, আমরা একে শুধু বলি, “হও, ”এবং তা হয়ে যায়।

41 যারা আল্লাহর নিমিত্তে দেশ ত্যাগ করেছিল, কারন তারা নির্যাতিত হয়েছিল, আমরা অবশ্যই উদারভাবে এই জীবনে তাদেরকে তা পুরন করে দেব, এবং পরকালের প্রতিদান আরও অধিক, যদি তারা শুধু জানত।

42 এটা এ কারনে যে তারা অবিচলভাবে অধ্যবসায়ী, এবং তাদের প্রভুর প্রতি তারা আস্থা রাখে।

43 আমরা তোমার আগে মানুষ ছাড়া কারো কাছে অনুপ্রেরনা পাঠাইনি। তাদের জিজ্ঞেস করো যারা ঐশীগ্রন্থ জানে, যদি তোমরা না জানো।

44 আমরা তাদেরকে প্রমানাদি এবং ঐশীগ্রন্থাবলী দিয়েছিলাম। এবং আমরা তোমার কাছে এই বার্তা অবতীর্ণ করেছি, লোকদের জন্য সবকিছু ঘোষণা করতে যা তাদের কাছে অবতীর্ণ হয়, সম্ভবত তারা অনুধাবন করবে।"

45 যারা মন্দ পরিকল্পনা করেছিল তারা কি নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে আল্লাহ পৃথিবীকে দিয়ে তাদের গ্রাস করাবেন না, অথবা শাস্তি তাদের কাছে এসে যাবে না যখন তারা খুব কমই প্রত্যাশা করে?

46 এটা তাদের আঘাত করতে পারে যখন তারা ঘুমন্ত; তারা কখনো পালাতে পারবে না।

47 অথবা এটা তাদের আঘাত করতে পারে যখন তারা ভয়ে ভয়ে এর প্রত্যাশা করছে। তোমাদের প্রভু করুণাময়, পরম দয়ালু।

48 তারা কি আল্লাহর সৃষ্ট সব কিছু দেখেনি? তাদের ছায়া তাদেরকে ঘিরে থাকে ডানে এবং বায়ে, আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ সমর্পিত হয়ে, এবং সেচ্ছায়।

49 আল্লাহকে সেজদা করে আকাশমণ্ডলীর সবকিছু ও পৃথিবীর সবকিছু-সকল সৃষ্টি- এবং ফেরেশতারাও; সামান্যতম ঔদ্ধত্য ছাড়াই।*

১৬:৪৯ মানবদেহ, তা সে বিশ্বাসীর হোক বা অবিশ্বাসীর, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে; হৃদস্পন্দন, ফুসফুসের নড়াচড়া এবং অন্ত্রেরক্রিয়া এই আত্মসমর্পণের চিত্র তুলে ধরে।

50 তারা তাদের প্রভুকে ভক্তি করে, যিনি তাদের অনেক উপরে, এবং তারা করে যা করতে তারা আদিষ্ট হয়।

51 আল্লাহ ঘোষণা করেছেনঃ “দুই উপাস্যের উপাসনা করো না; উপাস্য একজনই। তোমরা একমাত্র আমার উপাসনা করবে”।

52 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু তাঁর এবং সেজন্য, ধর্ম সম্পূর্ণরূপে একমাত্র তাঁর প্রতি উৎসর্গকৃত হবে। তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকারো উপাসনা করবে?

53 যেকোন অনুগ্রহ তোমরা উপভোগ করো তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। এরপরও, যখনই কোন দুর্দশা তোমরা টেনে আনো সাথে সাথেই তোমরা তাঁর নিকট অভিযোগ করো।

54 এরপরও, যখনি তিনি তোমাদের দুর্দশা দূর করেন, তোমাদের কেউ কেউ অংশীদার উপাসনায় ফিরে যায়।

55 আমরা তাদেরকে যা দিয়েছি তাতে তাদের অবিশ্বাস করতে দাও। চালিয়ে যাও এবং সাময়িকভাবে উপভোগ করো; নিশ্চয় তোমরা দেখবে।

56 তাদের অজ্ঞতা বশত: স্থাপন করা অংশীদারদের জন্য তারা নির্ধারণ করে, খাদ্যদ্রব্যের একটি অংশ যা আমরা তাদেরকে দিয়েছি। আল্লাহর শপথ, তোমাদের নব-উদ্ভাবনের জন্য তোমাদেরকে হিসাব দিতে হবে।

কন্যা শিশুর বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট গোঁড়ামি

57 তারা এমনকি আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তানদের নির্ধারণ করে, মহিমা তাঁরই, যখন তারা নিজেদের জন্য অগ্রাধিকার দেয় যা তারা পছন্দ করে।

58 যখন তাদের কেউ কন্যা সন্তানপ্রাপ্ত হয়, তাঁর মুখমণ্ডল দূর্বিষহ দুঃখে কালো হয়ে যায়।

59 লজ্জায়, সে লোকদের থেকে লুকায়, তাকে দেয়া খারাপ সংবাদটির কারণে। সে এমনকি চিন্তা করে: সে কি শিশুটিকে অনিচ্ছাকৃতভাবে ধরে রাখবে, নাকি তাকে ধুলোয় পুঁতে দেবে? সত্যিই তাদের বিচার কতই না দুঃখজনক।

60 যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তারা নিকৃষ্ট উদাহরণ স্থাপন করে, যখন সবচেয়ে মহৎ উদাহরণ আল্লাহর। তিনি সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

মূল পাপ

61 যদি আল্লাহ লোকদেরকে তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দিতেন, তিনি পৃথিবীর প্রত্যেক সৃষ্টি ধ্বংস করে দিতেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট, পূর্বনির্ধারিত সময়ের জন্য অবকাশ দেন। একবার তাদের অন্তবর্তীকাল শেষ হলে, তারা এক ঘণ্টার জন্য তা বিলম্বিত করতে পারে না, না ত্বরান্বিত করতে পারে।

62 তারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে যা তারা নিজেদের জন্য অপছন্দ করে, এরপর তারা নিজেদের মুখে মিথ্যা উচ্চারণ করে যে তারা সৎ-কর্মী! নিঃসন্দেহে, তারা অর্জন করেছে নরক, তাদের বিদ্রোহের কারনে।

63 আল্লাহর শপথ, তোমার পূর্বে সম্প্রদায় গুলোর কাছে আমরা (বার্তাবাহক) পাঠিয়েছি, কিন্তু শয়তান তাদের চোখে তাদের কাজকে সুসজ্জিত করে দিয়েছিল। পরিনামে, সে এখন তাদের প্রভু, এবং তারা টেনে এনেছে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

64 আমরা তোমার কাছে এই ঐশীগ্রন্থ প্রকাশ করেছি, তাদেরকে দেখাতে যাতে তারা মতবিরোধ করে, এবং লোকদের জন্য পথ নির্দেশনা ও দয়া প্রদান করতে যারা বিশ্বাস করে।

আল্লাহ থেকে আরও প্রমান

65 আল্লাহ ভূমিকে এর মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করতে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। এটি (যথেষ্ট) প্রমান হওয়া উচিত লোকদের জন্য যারা শোনে।

66 এবং পালিত পশু পশুতে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছেঃ আমরা তাদের পেট থেকে তোমাদের পানীয় সরবরাহ করিঃ পরিপাককৃত খাদ্য এবং রক্তের মধ্য থেকে, তোমরা বিশুদ্ধ দুধ পাও, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

67 এবং খেজুর গাছ ও আঙুরের ফল থেকে তোমরা মাদকদ্রব্য উৎপন্ন করো, সেই সাথে ভাল খাদ্যদ্রব্য। এটি (যথেষ্ট) প্রমান হওয়া উচিত লোকদের জন্য যারা বোঝে।

মৌমাছি

68 এবং তোমার প্রভু মৌমাছিদের অনুপ্রাণিত করলেনঃ পর্বতসমূহে ও গাছে ঘর বানাও, এবং (মৌচাকে) তারা তোমাদের জন্য তৈরি করে।

69 এরপর সকল প্রকার ফল থেকে খাও, তোমার প্রভুর নকশা অনুসরণ করে, যথাযথভাবে। তাদের পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বেরিয়ে আসে, যাতে লোকদের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। এটি (যথেষ্ট) প্রমান হওয়া উচিত লোকদের জন্য যারা অনুধাবন করে।*

১৬:৬৯ এর স্বীকৃত পুষ্টিগুণ ছাড়াও, মধু কিছু অ্যালার্জি এবং অন্যান্য রোগের নিরাময়কারী ঔষধ হিসেবে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

70 আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, এরপর তিনি তোমাদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান। তিনি তোমাদের কতককে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখেন, শুধুমাত্র দেখাতে যে তাদের জ্ঞান অর্জন করতে পারার একটি সীমা আছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

আল্লাহর সাথে কোন অংশীদার নেই

71 আল্লাহ তোমাদের কাউকে কাউকে অন্যদের থেকে অধিক দিয়েছেন। যাদেরকে প্রচুর দেয়া হয়েছে তারা কখনো তাদের অধিনস্তদেরকে তাদের সম্পদ এমন পরিমানে দেবে না যে তারা তাদের অংশীদার হয়ে যায়। তারা কি আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ ত্যাগ করবে?*

১৬:৭১ যদি মানুষ এতটুকুও তাদের ক্ষমতা ত্যাগ করতে না চায়, তাহলে তারা কেন চায় আল্লাহ এটি করবেন এবং তার সাথে অংশীদার তৈরি করে?

72 এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে সহধর্মী/সহধর্মীনি সৃষ্টি করেছেন, এবং তোমাদের সহধর্মী/সহধর্মীনি থেকে তোমাদের জন্য সন্তানাদি এবং নাতি-নাতনি সৃষ্টি করেছেন, এবং তোমাদের জন্য প্রদান করেছেন উত্তাম রিযিক। তাদের কি উচিত মিথ্যায় বিশ্বাস করা, এবং আল্লাহর অনুগ্রহসমূহে অকৃতজ্ঞ হওয়া?

প্রতিমা উপাসনাঃ বুদ্দিমানের কাজ নয়

73 এরপরও, তারা আল্লাহর পাশে উপাসনা করে তার, যা না পৃথিবীতে, না আকাশমণ্ডলীতে তাদের জন্য কোন রিজিকের ব্যবস্তা করে, না তাদের কোন কিছু দিতে পারে।

74 অতএব, আল্লাহর জন্য কোন উদাহরণ দিও না; আল্লাহ জানেন যখন তোমরা জানো না।

দরিদ্র বিশ্বাসী থেকে ধনী বিশ্বাসী উত্তম

75 আল্লাহ একজন দাসের উদাহরণ দেন যে মালিকানাধীন, এবং পুরোপুরি ক্ষমতাহীন, তার সাথে তুলনা করে যাকে আমরা ভালো জীবিকা দিয়ে সৌভাগ্যশালী করেছি, যা থেকে সে দান করে গোপনে ও প্রকাশ্যে। তারা কি সমান? প্রশংসা আল্লাহর, তাদের অধিকাংশ জানে না।

76 এবং আল্লাহ উদাহরণ দেন দুজন মানুষেরঃ একজন নির্বোধ, কোনকিছু করতে সক্ষম নয়, পুরোপুরি তার মালিকের উপর নির্ভরশীল- যে পথেই সে তাকে নির্দেশ দেয়, সে ভাল কিছু করতে পারে না। সে কি তার সমান যে ন্যায়পরায়নতার সাথে শাসন করে, এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত?

জীবন খুব ছোট

77 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ভবিষ্যত আল্লাহর অধীন। যে পর্যন্ত তিনি সম্পর্কিত, বিশ্বের পরিসমাপ্তি (সেই ঘণ্টা) তো চোখের এক পলক দূরে, অথবা আরও কাছে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

78 আল্লাহ মায়ের পেট থেকে তোমাদের বের করেন যখন কিছুই জানতে না, এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি, এবং মস্তিষ্ক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

79 তারা কি আকাশের বায়ুমণ্ডলে পাখিদের উড়তে দেখে না? আল্লাহ ছাড়া কেউ এদেরকে ঊর্ধ্বে বাতাসে ধরে রাখে না। এটি লোকদের জন্য (যথেষ্ট) প্রমান হওয়া উচিত যারা বিশ্বাস করে।

80 এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য দিয়েছেন স্থির ঘর-বাড়ি যেখানে তোমরা বাস করতে পারো। এবং তিনি তোমাদের জন্য দিয়েছেন গবাদিপশুর চামড়া থেকে তৈরি বহনযোগ্য ঘর-বাড়ি, যেন তোমরা সেগুলো ব্যবহার করতে পারো যখন তোমরা ভ্রমন করো, এবং যখন তোমরা অবস্থান নাও। এবং সেগুলোর পশম, লোমশ চামড়া এবং চুল থেকে তোমরা তৈরি করো আসবাবপত্র এবং বিলাসদ্রব্য, কিছুকালের জন্য।

81 এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য তার সৃষ্ট জিনিসের মাধ্যমে ছায়া দিয়েছেন, এবং তোমাদের জন্য আশ্রয় দিয়েছেন পর্বতে, এবং তোমাদের জন্য পোশাক দিয়েছেন যা তোমাদের তাপ থেকে রক্ষা করে, এবং পোশাক যা তোমাদের রক্ষা করে যখন তোমরা যুদ্ধে লড়াই করো। তিনি এভাবে তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন।

82 যদি তারা এরপরও মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমার একমাত্র কাজ শুধু (বার্তা) পৌঁছে দেয়া।

অবিশ্বাসীরা অকৃতজ্ঞ

83 তারা আল্লাহর অনুগ্রহগুলো সম্পূর্ণ রুপে চেনে, এরপর সেগুলো অস্বীকার করে; তাদের অধিকাংশ অবিশ্বাসী।

পুনরুত্থান দিনে

84 সে দিন আসবে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী উঠাবো, তখন যারা অবিশ্বাস করতো তারা (কথা বলার) অনুমতি পাবে না, না তারা ক্ষমা পাবে।

85 যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা একবার যখন শাস্তি দেখবে, তা খুব দেরি হয়ে যাবে; এটা তাদের জন্য কমানো হবে না, না তারা অবকাশ পাবে।

উপাস্যরা তাদের উপাসনাকারিদের প্রত্যাখ্যান করে

86 এবং যারা অংশীদার উপাসনা করত ওরা যখন তাদের উপাস্যদের দেখবে, তারা বলবে, “আমাদের প্রভু, এরাই সেই উপাস্যরা যাদের আমরা আপনার পাশে স্থাপন করেছিলাম”। উপাস্যরা তখন তাদের মুখমুখি হবে এবং বলবে, “তোমরা মিথ্যাবাদী”।

87 তারা সে দিন সম্পূর্ণরুপে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে, এবং যে উপাস্যদের তারা উদ্ভাবন করেছিল তারা তাদের প্রত্যাখ্যান করবে।

88 যারা অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেয়, আমরা আরও শাস্তি যোগ করে তাদের শাস্তি বাড়িয়ে দেই, তাদের সীমালঙ্ঘনের কারনে।

89 সে দিন আসবে যখন আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী উঠাব তাদেরই মধ্য থেকে, এবং তোমাকে আনব এই লোকদের সাক্ষী হিসাবে। আমরা তোমার কাছে এই গ্রন্থ প্রকাশ করেছি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রদান করতে সবকিছুর ব্যাখ্যা, এবং পথ নির্দেশনা, এবং দয়া, এবং সুসংবাদ।

90 আল্লাহ উপদেশ দেন ন্যায়পরায়ণতা, দান, এবং আত্মীয়স্বজনদের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার। এবং নিষেধ করেন মন্দ, অনৈতিকতা, এবং সীমালঙ্ঘন। তিনি তোমাদের জ্ঞান দান করেন, যাতে তোমরা সতর্ক হও।

আপনাদের কথা দিয়ে কথা রাখা উচিত

91 তোমরা আল্লাহর সাথে তোমাদের চুক্তি পূর্ণ করবে যখন তোমরা এমন কোন চুক্তি করো। তোমরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে না আল্লাহর নামে সেগুলো পালনের শপথ করার পর, কারন তোমরা আল্লাহকে তোমাদের জামিনদার করেছ। আল্লাহ জানেন সবকিছু যা তোমরা করো।

92 সেই বুননকারিণী শিল্পীর মতো হয়ো না যে তার মজবুত বুননের পাঁক খুলে তুচ্ছ সুতার স্তুপে পরিনত করে। এটাই তোমাদের উদাহরণ যদি তোমরা একে অপরের কাছ থেকে সুযোগ নিতে তোমাদের প্রতিজ্ঞার অপব্যবহার করো। এক দল অন্য দলের চেয়ে বড় হোক বা না হোক, আল্লাহ এভাবে তোমাদের পরীক্ষা করেন। তিনি নিশ্চয় পুনরুত্থান দিনে তোমাদের দেখাবেন সে সবকিছু যাতে তোমরা বিবাদ করেছিলে।

93 আল্লাহ যদি চাইতেন, তিনি তোমাদের এক ধর্মগোষ্ঠী করতে পারতেন। কিন্তু তিনি পথভ্রষ্ট করেন যেকেউ বিপথে যেতে পছন্দ করে, এবং তিনি পথপ্রদর্শন করেন যেকেউ সুপথপ্রাপ্ত হতে চায়।* তোমাদের অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে সে সব কিছু সম্পর্কে যা তোমরা করেছ।

১৬:৯৩ আমাদের মধ্যে কারা প্রকৃত বিশ্বাসী, আল্লাহ তা'আলা তাদের জানেন যারা ক্ষমা পাবার যোগ্য। অতএব, তিনি তাদের পথ দেখান, আর যারা অবিশ্বাস করতে চান তাদের পথ থেকে সরিয়ে দেন।

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাঃ একটি গুরুতর অপরাধ

94 তোমাদের মধ্যকার প্রতিজ্ঞার অপব্যবহার করো না, পাছে তোমরা পিছলে যাও সুদৃঢ় অবস্থান পাবার পর, এরপর তোমরা দুর্দশা টেনে আনো। এমনি পরিণাম আল্লাহর পথে বাঁধা দেবার (মন্দ উদাহরন স্থাপনের জন্য); তোমরা এক ভয়ানক শাস্তি টেনে আনো।

95 অল্পতেই আল্লাহর সামনে তোমাদের করা প্রতিজ্ঞা বিকিয়ে দিয়না। আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য যা আছে তা অনেক উত্তম, যদি শুধু তোমরা জানতে।

96 যা তোমাদের কাছে আছে তা শেষ হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা চিরকাল রয়ে যায়। আমরা অবশ্যই তাদের পুরস্কৃত করবো যারা অবিচলভাবে অটল; আমরা তাদের প্রতিদান দেব তাদের সৎ কর্মের জন্য।

নিশ্চিত সুখ এখন এবং চিরকালের

97 যেকেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, বিশ্বাসী অবস্থায়, আমরা অবশ্যই তাদেরকে এই দুনিয়ায় একটি সুখী জীবন দেব, এবং (পুনরুত্থান দিনে) আমরা অবশ্যই তাদের সৎকর্মের জন্য পূর্ণ প্রতিদান পরিশোধ করবো।

এক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাদেশ*

98 যখন তুমি কুরআন পড়ো, তুমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে বিতাড়িত শয়তান থেকে।

১৬:৯৮ আমাদের মুক্তি আল্লাহর বাণী, কুরআন, জানার মাধ্যমেই অর্জিত হয় এবং শয়তান আমাদের মুক্তি থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। তাই এই আদেশ।

99 তার কোনও শক্তি নাই ওদের উপর যারা বিশ্বাস করে এবং তাদের প্রভুর প্রতি আস্থা রাখে।

100 তার ক্ষমতা ওদের উপর সীমাবদ্ধ যারা তাকে তাদের মনিব হিসেবে পছন্দ করে, যারা তাকে পছন্দ করে তাদের উপাস্য হিসাবে।

101 যখন আমরা কোন প্রকাশনাকে আরেকটির জায়গায় প্রতিস্থাপন করি, এবং আল্লাহ পূর্ণ অবগত যা তিনি প্রকাশ করেন, তারা বলে, “এটি তুমি রচনা করেছ!”প্রকৃতপক্ষে, তাদের বেশির ভাগ জানে না।

102 বল, “পবিত্র রূহ তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে এটি অবতীর্ন করেছে, সত্যের সাথে, তাদের আশস্ত করতে যারা বিশ্বাস করে, এবং আত্মসমর্পণকারীদের জন্য আলোকবর্তিকা ও সুসংবাদ দিতে।

কুরআন বাইবেল থেকে নকল করা নয়

103 আমরা সম্পূর্ণ অবগত যে তারা বলে, “একজন মানুষ তাকে শিক্ষা দিচ্ছে!” তাদের ইঙ্গিত করা উৎসের ভাষা আরবি নয়, এবং এটি নিখুঁত আরবি ভাষা।

104 নিশ্চয়, যারা আল্লাহর প্রকাশনায় বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাদের সুপথপ্রাপ্ত করেন না। তারা টেনে এনেছে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

105 তারাই কেবল মিথ্যা মতবাদ বানায় যারা আল্লাহর প্রকাশনাবলিতে বিশ্বাস করে না। তারাই আসল মিথ্যাবাদী।

শুদু মুখের কথা গণনা করা হয়না

106 যারা আল্লাহতে অবিশ্বাস করে, বিশ্বাস অর্জন করার পর, এবং অবিশ্বাসে পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে যায়, তারা আল্লাহর অভিশাপ অর্জন করেছে। কেবল তারাই ক্ষমা পেতে পারে অবিশ্বাস স্বীকার করার জন্য যাদের উপর বল প্রয়োগ করা হয়, যখন তাদের হৃদয় বিশ্বাসে পূর্ণ।*

১৬:১০৬ আল্লাহর প্রজ্ঞা অনুসারে, যদি কেউ আপনার মাথায় বন্দুক ধরে আপনাকে আল্লাহতে অবিশ্বাসী ঘোষণা করার নির্দেশ দেয়, তাহলে আপনি তার ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন। হৃদয়ে কী আছে তা গুরুত্বপূর্ণ।

এই জীবন নিয়ে বিভোর থাকা < br> আল্লাহর কাছ থেকে নির্বাসনের দিকে ধাবিত করে

107 এর কারন এই যে তারা এই জীবনকে পরকালের উপর প্রাধান্য দিয়েছে, এবং আল্লাহ এমন অবিশ্বাসী লোকদের পথপ্রদর্শণ করেন না।

108 এরাই তারা যাদের হৃদয়ে, এবং যাদের শ্রবণশক্তিতে, এবং যাদের দৃষ্টিশক্তিতে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন। ফলস্বরূপ, তারা অসচেতন থাকে।

109 কোন সন্দেহ নেই, তারা পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

110 ওদের ক্ষেত্রে যারা নিপীড়নের কারনে দেশ ত্যাগ করে, এরপর সংগ্রাম চালিয়ে যায় এবং অবিচলতার সাথে অটল থাকে, তোমরা প্রভু, এই সবের কারনে, ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

111 সে দিন আসবে যখন প্রত্যেক আত্মা এর নিজের উকিল হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। এবং প্রত্যেক আত্মা পুরোপুরি মূল্য পাবে যা কিছু সে করেছে, সমান্যতম অবিচার ছাড়া।

আইনসিদ্ধ খাবার নিষিদ্ধকরণ বয়ে খাদ্য সঙ্কট

112 আল্লাহ একটি জনপদের উদাহরণ দেন যা ছিল নিরাপদ ও সমৃদ্ধশালী, সেখানে সব জায়গা থেকে খাদ্যসম্ভার আসতো। কিন্তু এরপর, তা আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়লো। পরিনামে, আল্লাহ তাদেরকে অনাহার ও নিরাপত্তাহীনতার কষ্ট আস্বাদন করালেন। এমনই হচ্ছে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান।

113 তাদের মধ্য থেকে একজন বার্তাবাহক তাদের কাছে গিয়েছিল, কিন্তু তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। ফলস্বরূপ, তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য শাস্তি তাদের আঘাত করেছিল।

114 অতএব, তোমরা আল্লাহর দেয়া সব খাদ্যসামগ্রী থেকে খাবে যা আইনসিদ্ধ ও ভালো, এবং আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ হও, যদি তোমরা কেবল তাঁরই উপাসনা করো।

শুধু চারটি খাদ্য নিষিদ্ধ

115 তিনি শুধু তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেন মৃত পশু, রক্ত, শূকরের মাংস*, এবং যে খাদ্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি উৎসর্গ করা হয়। যদি কেউ (এগুলো খেতে) বাধ্য হয়, ইচ্ছাকৃত বা বিদ্রোহী না হয়ে, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

১৬:১১৫ এবং ১১৮ সবচেয়ে বিধ্বংসী ট্রাইকিনোসিস পরজীবী, ট্রাইকিনেলা স্পাইরালিস, (এছাড়াও শুয়োরের মাংসের টেপওয়ার্ম টেনিয়া সোলিয়াম) চর্বিতে নয়, বরং শূকরের মাংসে বেঁচে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর ১৫০,০০০ এরও বেশি মানুষ সংক্রামিত হয়। ৬:১৪৫-১৪৬ এবং পরিশিষ্ট ১৬ দেখুন।

116 তোমাদের নিজ মুখে তোমরা মিথ্যা বলবে না এ বলে যেঃ “এটা আইনসম্মত, এবং এটা বেআইনী,” মিথ্যা বানাতে এবং তা আল্লাহর প্রতি আরোপ করতে। নিশ্চয়, যারা মিথ্যা বানায় এবং তা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে তারা কখনো সফল হবে না।

117 তারা সাময়িক উপভোগ করে, এরপর ভোগ করে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

118 ইহুদীদের জন্য, আমরা নিষিদ্ধ করেছিলাম পূর্বে যা তোমার কাছে আমরা বর্ণনা করেছি।* তাদের ক্ষতি আমাদের দ্বারা হয়নি; তারাই তাদের নিজ আত্মার ক্ষতি করেছিল।

119 তা সত্ত্বেও, তাদের ক্ষেত্রে যারা অজ্ঞতাবশত পাপে পতিত হয় এরপর অনুশোচনা করে ও সংশোধিত হয়, তোমার পালনকর্তা, এসবের পর, ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ইব্রাহিম

120 ইব্রাহিম নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তার আত্মসমর্পণে ছিল এক দৃষ্টান্তস্থাপনকারী অগ্রদূত, একজন একেশ্বরবাদী যে কখনও অংশীদার উপাসনা করেনি।

121 যেহেতু সে তার প্রভুর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল, তিনি তাকে পছন্দ করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন এক সরল পথে।

122 এই জীবনে আমরা তাকে সুখ দান করেছিলাম, এবং পরকালে সে সৎকর্মশীলদের সাথে থাকবে।

মুহাম্মদঃ ইব্রাহিমের একজন অনুসারী*

123 এরপর (হে মুহাম্মদ) তোমাকে আমরা ইব্রাহীমের ধর্ম অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলাম, একেশ্বরবাদী, সে কখনও প্রতিমা উপাসক ছিল না।*

১৬:১২৩ এটি আমাদের জানায় যে, ইব্রাহিমের মাধ্যমে আমাদের কাছে আসা সকল ধর্মীয় রীতিনীতি মুহাম্মদের সময় অক্ষত ছিল (২২:৭৮ এবং পরিশিষ্ট ৯ দেখুন)।

সাব্বাত রহিত

124 সাব্বাত শুধু ওদের জন্য আদেশ করা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত যারা (ইহুদী এবং খ্রিষ্টানরা) এটাকে বিতর্কিত করেছিল। তোমার প্রভুই সেই সত্ত্বা যিনি পুনরুত্থান দিনে তাদের বিতর্কের বিষয়ে তাদের বিচার করবেন।

কিভাবে আল্লাহর বার্তা ছড়িয়ে দিতে হয়

125 তুমি তোমার প্রভুর পথে প্রজ্ঞা ও সদয় জ্ঞানালোক দিয়ে আমন্ত্রন করবে, এবং তাদের সাথে বিতর্ক করবে সম্ভাব্য সর্বোত্তম পন্থায়। তোমার প্রভু সবথেকে ভালো জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, এবং তিনি সবথেকে ভালো জানেন কারা সুপথপ্রাপ্ত।

126 এবং যদি তোমরা শাস্তি দাও, তোমরা সমতুল্য শাস্তি আরোপ করবে। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধারন করো, এটি উত্তম হবে ধৈর্যশীলদের জন্য।

127 তুমি ধৈর্য ধারন করবে-এবং একমাত্র আল্লাহর সাহায্য দিয়ে তোমার ধৈর্য ধারন সম্ভব। তাদের জন্য পরিতাপ করো না, এবং তাদের চক্রান্তে বিরক্ত হইও না।

128 আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা সৎ জীবন-যাপন করে, এবং যারা দানশীল।

SURA 17 · 111 VERSES

বনি-ঈস্রাইল

Banî Israel

بني إسرءيل

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 সর্বাধিক মহিমান্বিত সেই সত্ত্বা যিনি তাঁর বান্দা (মুহাম্মদ)-কে রাতের বেলায় তলব করেছিলেন, পবিত্র মসজিদ (মক্কা) থেকে সেজদার সবচেয়ে দূরতম স্থানে*, যার চারপাশকে আমরা বরকতময় করেছি, তাকে আমাদের কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। তিনি শ্রবণকারী, দর্শনকারী।

১৭:১ "আকসা মসজিদ" এর অর্থ "সবচেয়ে দূরবর্তী স্থান যেখানে সিজদা করা হয়," যা কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এই আয়াতটি আমাদের জানায় যে মুহাম্মদ, তার আত্মাকে, কুরআন প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল (২:১৮৫, ৪৪:৩, ৫৩:১-১৮, এবং ৯৭:১)।

2 একইভাবে, আমরা মুসাকে ঐশীগ্রন্থ দিয়েছিলাম, এবং একে ইসরাইলের সন্তানদের জন্য একটি আলোকবর্তিকা করেছিলাম যেঃ “প্রভু এবং মনিব হিসাবে তোমরা আমার পাশে কোন অংশীদার স্থাপন করবে না”।

3 তারা ছিল তাদের বংশধর যাদেরকে আমরা নুহের সাথে বহন করেছিলাম; সে ছিল একজন কৃতজ্ঞ বান্দা।

4 আমরা ঐশীগ্রন্থে ইসরাইলের সন্তানদের উদ্দেশ্যে বলেছিলামঃ “তোমরা পৃথিবীতে ঘোর পাপে লিপ্ত হবে, দু'বার। ঔদ্ধত্যের চরম শিখরে উন্নীত হওয়া হচ্ছে তোমাদের নিয়তি।

5 “প্রথমবার যখন আসে, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের বান্দাদের পাঠাবো যারা বিশাল শক্তির অধিকারী, এবং তারা তোমাদের ঘরে হানা দিবে। এটি একটি ভবিষ্যদ্বানী যা অবশ্যই ঘটবে।

6 “পরবর্তীকালে, আমরা তাদের উপর তোমাদের পালা ঘুরিয়ে দেবো, এবং তোমাদের প্রচুর সম্পদ ও সন্তান দেবো; আমরা তোমাদের কর্তৃত্ব দেবো।

7 “যদি তোমরা সৎ-কর্ম করো, তোমরা সৎ-কর্ম করো নিজেদের ভালোর জন্যই, কিন্তু যদি তোমরা মন্দ-কর্ম করো তা নিজেদের ক্ষতির জন্যই করো। সুতরাং, যখন দ্বিতীয় ক্ষনটি আসে, তারা তোমাদের পরাজিত করবে এবং মসজিদে ঢুকবে, ঠিক যেরকম তারা প্রথমবার করেছিল। তারা তোমাদের সম্পন্ন করা সকল অর্জন মুছে ফেলবে।

8 তোমাদের প্রভু তোমাদের প্রতি তাঁর দয়া বর্ষণ করেন। কিন্তু যদি তোমরা সীমালঙ্ঘনে ফিরে যাও, আমরা বিপরীতে শাস্তি দেবো। আমরা জাহান্নামকে অবিশ্বাসীদের জন্য চূড়ান্ত বাসস্থান হিসাবে নির্ধারণ করেছি।

কুরআনঃ আমাদের মুক্তির উপায়

9 এই কুরআন সর্বোত্তম পথ প্রদর্শন করে, এবং সুসংবাদ নিয়ে আসে বিশ্বাসীদের কাছে যারা সৎ-জীবন যাপন করে, যে তারা এক মহা পুরস্কারের যোগ্য হয়েছে।

10 আর তাদের ক্ষেত্রে যারা পরকালে অবিশ্বাস করে, আমরা তাদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

11 মানুষ প্রায়ই প্রার্থনা করে এমন কিছুর জন্য যা হয়তো তাকে কষ্ট দিবে, এই ভেবে যে সে ভালো কিছু প্রার্থনা করছে। মানুষ ধৈর্যহীন।

12 রাত ও দিনকে আমরা দু'টি নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করেছি। রাতকে আমরা করেছি অন্ধকার, এবং দিনকে আলোকিত, যাতে তোমরা তাতে তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে রিজিক অন্বেষণ করতে পারো। এটি তোমাদের জন্য একটি সময় নির্ধারণ পদ্ধতিও প্রতিষ্ঠা করে, এবং হিসাবের উপায়। আমরা এভাবে সবকিছু বিস্তারিত ব্যখ্যা করি।

ভিডিও টেইপ*

13 আমরা প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য রেকর্ড করেছি; এটি তার গলায় আটকানো। পুনরুত্থান দিনে আমরা তার হাতে একটি রেকর্ড দেবো যা দেখা যায়।

১৭:১৩ আপনার জীবন ইতোমধ্যেই রেকর্ড করা আছে, যেন একটি ভিডিও টেপে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। পুনরুত্থানের সময় এই একই রেকর্ড আমাদের দেখতে দেওয়া হবে। ৫৭:২২ এবং পরিশিষ্ট ১৪ দেখুন।

14 পড়ো তোমার নিজের রেকর্ড। আজ, তুমি নিজেই নিজের হিসাবনিকাশের জন্য যথেষ্ট।

15 যেকেউ সুপথপ্রাপ্ত, তার নিজের ভালোর জন্যই সুপথপ্রাপ্ত, এবং যেকেউ বিপথে যায় তার নিজের ক্ষতির জন্যই যায়। কোন পাপী অন্য কারো পাপ বহন করবে না। আমরা কখনোই শাস্তি দেই না আগে কোন বার্তাবাহক না পাঠিয়ে।

16 যদি আমাদেরকে কোন সম্প্রদায় ধ্বংস করতে হয়, সেখানে আমরা নেতাদের ব্যাপক দুর্নীতি করতে দেই। যখনই তারা শাস্তির যোগ্য হয়, আমরা একে পুরোপুরি ধ্বংস করি।

17 নুহের পর আমরা অনেক প্রজন্ম ধ্বংস করেছি। তোমার প্রভু তাঁর বান্দাদের পাপের বোঝাপড়ায় সবচেয়ে দক্ষ। তিনি পূর্ণ জ্ঞাত, দ্রষ্টা।

এই জীবনে আপনার অগ্রাধিকারগুলো সতর্কতার সাথে বেছেনিন

18 যেকেউ এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে তার অগ্রাধিকার হিসাবে পছন্দ করে, আমরা তাকে দ্রুত দিয়ে দেবো যা আমরা তাকে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেই, এরপর আমরা তাকে জাহান্নামে ছেড়ে দেবো, যেখানে সে চিরকাল যন্ত্রণা ভোগ করে, ঘৃণিত ও পরাজিত হয়ে।

পরকাল

19 তাদের ক্ষেত্রে যারা পরকালকে তাদের অগ্রাধিকার হিসাবে পছন্দ করে, এবং সৎকর্ম করে, বিশ্বাসী অবস্থায়, তাদের প্রচেষ্টার সমাদর করা হবে।

20 আমরা তাদের প্রত্যেককে প্রদান করি; আমরা প্রদান করি ওদেরকে এবং এদেরকে তোমার প্রভুর উদার দান থেকে। তোমার প্রভুর উদার দানশীলতা অফুরন্ত।

21 লক্ষ্য করো কেমন করে (এই দুনিয়াতে) কিছু লোককে আমরা অন্য লোকদের চেয়ে পছন্দ করি। পরকালে এই পার্থক্য অনেক বিশাল এবং অনেক বেশি তাৎপর্য পূর্ণ।

মূখ্য প্রত্যাদেশাবলী

22 তোমরা আল্লাহর পাশে অন্য কোন উপাস্য স্থাপন করবে না, পাছে তোমরা ঘৃণিত এবং অপদস্থ হয়ে পড়ো।

23 তোমার প্রভু হুকুম জারি করেছেন যে তোমরা তাকে ব্যতিত কারো উপাসনা করবে না, এবং তোমাদের পিতা-মাতার সম্মান করবে। যতকাল তাদের একজন বা উভয়জন বেঁচে থাকে, তোমরা কখনো তাদেরকে (বিরক্তির নূন্যতম প্রকাশ) 'উহ' শব্দটি বলবে না, না তোমরা তাদের সাথে চিৎকার-চেঁচামেচি করবে; তোমরা তাদের সাথে অমায়িক আচরণ করবে।

24 এবং তাদের জন্য বিনয়, এবং দয়ার বাহু বাড়িয়ে দাও, এবং বল, "আমার প্রভু, তাদের প্রতি দয়া করুন, কারন তারা আমাকে শৈশব থেকে লালন-পালন করেছেন"।

25 তোমাদের প্রভু তোমাদের গভীরতম চিন্তাগুলো সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। যদি তোমরা সততা বজায় রাখো, তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল যারা অনুশোচনা করে।

26 তোমরা আত্মীয়-স্বজন, অভাবী, গরিব এবং মুসাফিরদের প্রাপ্য দান দেবে, কিন্তু অতিরিক্ত করো না, অপচয়কারী হয়ো না।

27 অপচয়কারী শয়তানে ভাই, এবং শয়তান তার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ।

28 এমনকি যদি তোমাকে তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়, তুমি যেহেতু তোমার প্রভুর দয়া অন্বেষণ করো, তুমি তাদের সাথে অত্যন্ত সুন্দর ব্যবহার করবে।

কৃপণতা নিন্দনীয়

29 তুমি কৃপণতায় তোমার হাত গলায় বেধে রাখবে না, না তুমি বোকার মতো তা খুলে রাখবে, পাছে তুমি দোষী ও দুঃখিত হয়ে পড়ো।

30 কারন তোমার প্রভু জীবিকা বাড়িয়ে দেন যার জন্য তিনি পছন্দ করেন, এবং তা কমিয়ে দেন। তিনি তাঁর সৃষ্টিকূলের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত, দ্রষ্টা।

গর্ভপাত মানে হত্যা

31 দারিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমরা প্রদান করি তাদের জন্য, সেই সাথে তোমাদের জন্য। তাদের হত্যা করা একটি গুরুতর অপরাধ।

32 তোমরা ব্যভিচার করবে না; এটি এক মহা পাপ, এবং একটি মন্দ আচরণ।

33 তোমরা কোন লোককে হত্যা করবে না- কারন আল্লাহ জীবনকে পবিত্র করেছেন- বিচার প্রক্রিয়া ব্যতীত। যদি কেউ অন্যায় ভাবে খুন হয়, তখন আমরা তার উত্তরাধিকারীকে বিচার প্রয়োগের কর্তৃত্ব দেই। সুতরাং, সে খুনের প্রতিশোধ নিতে সীমা অতিক্রম করবে না, যাতে সে সাহায্য প্রাপ্ত হয়।

34 তোমরা এতিমের অর্থ তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য ছাড়া স্পর্শ করবে না, যতক্ষণ না তারা পরিণত বয়সে পৌঁছে। তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, কারণ অঙ্গীকার এক বিশাল দায়িত্ব।

35 তোমরা পূর্ণ পরিমাপ দেবে যখন তোমরা বেচাকেনা করো, এবং সঠিক ওজন করবে। এটি উত্তম এবং অধিক ন্যায়পরায়ণ।

গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

36 তোমরা কোন তথ্য গ্রহণ করবে না, যদি না তুমি নিজে তা যাচাই করো। আমি তোমাকে দিয়েছি শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, এবং মস্তিষ্ক, এবং তুমি সেগুলো ব্যবহারের জন্য দায়ী।

37 তুমি গর্বভরে পৃথিবীতে চলবে না-তুমি পৃথিবী ছেদ করতে পারবে না, না তুমি পারবে উচ্চতায় পর্বত সমান হতে।

38 সকল খারাপ আচরন তোমার প্রভুর দ্বারা নিন্দিত।

কুরআন হল প্রজ্ঞা

39 এগুলো হচ্ছে তোমার কাছে তোমার প্রভুর প্রত্যাদিষ্ট কিছু প্রজ্ঞা/ জ্ঞান। তুমি আল্লাহর পাশে অন্য উপাস্য স্থাপন করবে না, পাছে শেষ পর্যন্ত তুমি জাহান্নামে যাও, দোষী এবং পরাজিত হয়ে।

40 তোমাদের প্রভু কি তোমাদের পুত্র দিয়েছেন, যখন নিজেকে দিয়েছেন কন্যা হিসাবে স্বর্গ-দূতদের? কিভাবে তোমরা এমন মিথ্যারোপ করো?

41 আমরা এই কুরআনে উল্লেখ করেছি (সকল প্রকার উদাহরণ), যাতে তারা সতর্ক হতে পারে। অথচ এটি তাদের বিমুখতাই বাড়িয়ে দেয়।

42 বল, "যদি তাঁর পাশে অন্য উপাস্যরা থাকতো, যেমন তারা দাবী করে, তারা সিংহাসনের অধিকারীকে পরাস্ত করার চেষ্টা করতো।

43 মহিমা তাঁরই, তিনি অত্যন্ত প্রশংশিত, তাদের কথার অনেক উর্ধ্বে।

সবকিছু আল্লাহরে গুনকীর্তন করে

44 তাঁর গুনকীর্তন করে সাত মহাবিশ্ব, পৃথিবী, এবং তাদের মধ্যকার সকলে। এমন কিছু নেই যা তাঁর গুনকীর্তন করে না, কিন্তু তোমরা তাদের গুনকীর্তন বুঝো না। তিনি সহনশীল, ক্ষমাকারী।

অবিশ্বাসীরা কুরআন বুঝতে পারে না

45 যখন তুমি কুরআন পাঠ করো, আমরা তোমার এবং তাদের মাঝে এক অদৃশ্য অন্তরায় রেখে দেই যারা পরকালে বিশ্বাস করে না।

কুরআন: একমাত্র উৎস

46 আমরা তাদের মনের চারপাশে প্রতিরোধক রাখি, এটি বুঝা থেকে তাদের বাধাঁ দিতে, এবং তাদের কানে দেই বধিরতা। এবং যখন তুমি তোমার প্রভুর কথা প্রচার করো, শুধুমাত্র কুরআনের মাধ্যমে, তারা বিরক্তি নিয়ে পালিয়ে যায়/কেটে পড়ে।*

১৭:৪৬ আরবি শব্দ "একা" ৭:৭০, ৩৯:৪৫, ৪০:১২ ও ৮৪ এবং ৬০:৪-এ আল্লাহকে বোঝায়। যদি আপনি এই সংখ্যাগুলি যোগ করেন, তাহলে আপনি পাবেন ৩৬১, ১৯x১৯। কিন্তু যদি আপনি ১৭:৪৬ যোগ করেন, যা কুরআনকে বোঝায়, তাহলে গুণফলটি ১৯-এর গুণিতক নয়। অতএব, "একা" শব্দটি ১৭:৪৬-এ কুরআনকে বোঝায় (পরিশিষ্ট ১৮)।

47 আমরা পূর্ণ অবগত আছি কি তারা শোনে, যখন তারা তোমার দিকে মনোযোগ দেয়, এবং যখন তারা গোপনে চক্রান্ত করে- অবিশ্বাসীরা বলে, “তোমরা এক পাগল লোককে অনুসরণ করছো।"

48 লক্ষ্য করো কেমন করে তারা তোমার বর্ণনা করে, এবং কেমন করে এটি তাদেরকে পথ থেকে সরিয়ে দেয়।

49 তারা বলে, “আমরা হাড় এবং খন্ডিত অংশে পরিণত হবার পর, আমরা কি নতুন করে পুনরুত্থিত হব?”

50 বল, “এমনকি যদিও তোমরা পাথর বা লোহা হয়ে যাও।

51 এমনকি যদি তোমরা পরিণতও হও এমন কোন সৃষ্টিতে যা তোমরা অসম্ভব বিবেচনা করো। “তারা তখন বলবে, “কে আমাদের ফিরিয়ে আনবে?” বল, “সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন।" তারা এরপর তাদের মাথা নাড়াবে এবং বলবে, “সেটা কখন হবে?” বল, “এটি হতে পারে তোমরা যা মনে করো তার চেয়ে নিকটবর্তী।

52 যেদিন তিনি তোমাদের তলব করবেন, তোমরা সাড়া দেবে তাঁর প্রশংসা দিয়ে, এবং তোমরা তখন উপলব্ধি করবে যে তোমরা এই জীবনে খুব কম সময়েই ছিলে।

পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করুন

53 আমার বান্দাদের বল পরস্পরের সাথে সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবহার করতে, কারন শয়তান সব সময় তাদের মধ্যে বিভেদ চালানোর চেষ্টা করবে। নিশ্চয়, শয়তান মানুষের সবচেয়ে ঘোর শত্রু।

54 তোমাদের প্রভু তোমাদের সর্বোত্তম জানেন। তার জ্ঞানানুসারে, তিনি তোমাদের উপর দয়া বর্ষণ করতে পারেন, অথবা তিনি হয়তো তোমাদের শাস্তি দিবেন। আমরা তোমাকে তাদের উকিল হতে পাঠাইনি।

55 তোমার প্রভু আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যকার সকলের বিষয়ে সর্বোত্তম জানেন। এই জ্ঞান অনুযায়ী, আমরা কিছু নবীকে অন্যদের থেকে পছন্দ করেছিলাম। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা দাউদকে যবুর দিয়েছিলাম।

56 বল, “মিনতি কর সেসব উপাস্যদের কাছে তোমরা তাঁর পাশে যাদের স্থাপন করেছ।" তোমাদের দুর্দশা দূর করার কোন শক্তি তাদের নেই, না তারা সেগুলো ঠেকাতে পারে।

সৎ উপাস্যরা কেবল আল্লাহর উপাসনা করে

57 এমনকি যাদের কাছে তারা মিনতি করে সেই উপাস্যরা তাদের প্রভুর নিকটবর্তী হবার পথ ও উপায় খুঁজছে। তারা তাঁর দয়ার জন্য প্রার্থনা করে, এবং তাঁর শাস্তির ভয় করে। নিশ্চয়, তোমার প্রভুর শাস্তি ভয়াবহ।

58 এমন কোন সম্প্রদায় নেই যে আমরা পুনরুত্থান দিনের আগে ধ্বংস করবো না, কিংবা তাদের উপর কঠোর শাস্তি আরোপ করবো না। এটি ইতোমধ্যেই বইয়ে লেখা আছে।

পুরানো অলৌকিকতাগুলোর বিলুপ্ত করা হয়েছে

59 অলৌকিকতা পাঠানো থেকে যা আমাদের নিবৃত্ত করেছিল তা হলো আগের প্রজন্মরা সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা সামুদকে উট দেখিয়েছিলাম, এক প্রগাঢ় (অলৌকিকতা), কিন্তু তারা এর বিরুদ্ধে সীমাতিক্রম করেছিল। আমরা কেবল ভক্তি সঞ্চারের জন্য অলৌকিকতাগুলো পাঠিয়েছিলাম।

60 আমরা তোমাকে জানিয়েছিলাম যে তোমার প্রভু লোকদের পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রন করেন, এবং আমরা সেই দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছিলাম, যা লোকদের জন্য একটি পরীক্ষা, এবং সেই গাছ যা কুরআনে অভিসপ্ত।* আমরা তাদের মধ্যে ভক্তি সঞ্চারের জন্য তাদেরকে দৃঢ় প্রমান দেখিয়েছিলাম, কিন্তু এটি শুধু তাদের অবাধ্যতা বাড়িয়েছে।

১৭:৬০ ১৭:১ এবং ৫৩:১-১৮ তে বর্ণিত কুরআন গ্রহণের জন্য মুহাম্মদের সর্বোচ্চ স্বর্গে যাত্রা একটি পরীক্ষা কারণ তখন কার জনগণ মুহাম্মদকে বিশ্বাস করতে হয়েছিল শুধু ধর্মীয় আস্থা থেকে।

শয়তান লোকদের ধোঁকা দেয়

61 যখন আমরা ফেরেশতাদের বললাম, “আদমের সামনে সেজদাবনত হও।" তারা সেজদাবনত হলো, শয়তান ছাড়া। সে বলল, “আমি কি তার প্রতি সেজদা করবো যাকে আপনি কাঁদা থেকে সৃষ্টি করেছেন?”

62 সে বলল, “যেহেতু আপনি তাকে আমার উপর সন্মান দিয়েছেন, যদি আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন, আমি তার বংশধরদের সকলকে বশে নেব, সামান্য কিছু ছাড়া”।

63 তিনি বললেন, “তবে যাও; তুমি এবং যারা তোমাকে অনুসরণ করবে তারা তোমাদের শাস্তি হিসাবে শেষ পর্যন্ত নরকে যাবে; এক ন্যায় সঙ্গত শাস্তি।

64 “তুমি পারো তোমার আওয়াজ দিয়ে তাদের প্রলুব্ধ করতে, এবং তোমার সব ক্ষমতা এবং সব লোক তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত করতে, এবং তাদের অর্থ ও সন্তানাদিতে অংশীদার হতে, এবং তাদের অঙ্গীকার দিতে। যা কিছু শয়তান অঙ্গীকার করে তা মায়ার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

65 আমার বান্দাদের ক্ষেত্রে, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। তোমার প্রভু উকিল হিসেবে যথেষ্ট।

66 তোমাদের প্রভুই সে সত্ত্বা যিনি জাহাজগুলোকে সাগরে ভাসিয়ে রাখেন*, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পারো। তিনি তোমাদের প্রতি সবথেকে দয়ালু।

১৭:৬৬ আমরা এখন পদার্থবিদ্যা এবং ভৌত রসায়ন থেকে শিখি যে পানির এমন অনন্য গুণাবলী রয়েছে যা এটিকে আমাদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত করে তোলে।

বিপদে বন্ধু

67 যদি তোমরা সমুদ্রের মাঝখানে দুর্দশাগ্রস্থ হও/ যদি তোমরা দুর্দশাগ্রস্থ হও মাঝ সমুদ্রে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের ভুলে যাও এবং মন থেকে শুধু তাঁর কাছে মিনতি করো। কিন্তু তিনি তোমাদের তীরে এনে রক্ষা করা মাত্রই তোমরা আগের অবস্থায় ফিরে যাও। আসলে, মানুষ অকৃতজ্ঞ।

68 তোমরা কি নিশ্চয়তা প্রাপ্ত যে তিনি, তীরের উপরস্থ, ভূমিকে দিয়ে তোমাদেরকে গ্রাস করাবেন না? অথবা তিনি তোমাদের উপর কোন প্রবল ঝড় পাঠাবেন না, এরপর তোমরা কোন রক্ষাকারী না পাও?

69 তোমরা কি নিশ্চয়তা প্রাপ্ত যে আরেকবার তিনি তোমাদের সমুদ্রে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন না, এরপর তোমাদের উপর ঝড় পাঠাবেন না যা তোমাদের ডুবিয়ে মারবে তোমাদের অবিশ্বাসের কারনে? যখনই এটা ঘটবে, আমরা তোমাদের আর কোন সুযোগ দেবো না।

70 আমরা আদমের সন্তানদের সন্মানিত করেছি, এবং তাদেরকে স্থলে ও সাগরে বাহন দিয়েছি । আমরা তাদের জন্য উত্তম রিজিক দিয়েছি, এবং আমাদের অনেক সৃষ্টির থেকে আমরা তাদের অধিক সুবিধা দিয়েছি ।

71 সে দিন আসবে যখন আমরা সকল মানুষকে তলব করবো, তাদের রেকর্ড সহকারে। তাদের ক্ষেত্রে যাদেরকে সৎকর্মশীলতার রেকর্ড দেয়া হবে, তারা তাদের রেকর্ড পড়বে এবং সামান্যতম অবিচার ভোগ করবে না।

72 আর তাদের ক্ষেত্রে যারা এই জীবনে অন্ধ, তারা পরকালেও অন্ধ হবে; এমনকি আরো অধিক মন্দ।

আল্লাহ বার্তাবাহকদের দৃঢ়তা দান করেন

73 তারা তোমাকে আমাদের দেয়া প্রকাশনাবলী থেকে প্রায় সরিয়ে দিয়েছিল। তারা চেয়েছিল তুমি কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন করো, যেন তোমাকে বন্ধু গন্য করা যায়।

74 যদি আমরা তোমাকে দৃঢ়তা না দিতাম, তুমি তাদের প্রতি খানিকটা ঝুকেই পড়েছিলে।

75 তুমি যদি তা করতে, আমরা তোমার জন্য শাস্তি দিগুন করতাম এই জীবনে, এবং মৃত্যুর পর, এবং তুমি আমাদের বিরুদ্ধে তোমাকে সাহায্য করার জন্য কাউকে পেতে না।

76 তারা তোমার কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দেশ থেকে তোমাকে প্রায় নির্বাসিতই করেছিল, যাতে তুমি চলে যাওয়া মাত্র তারা আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে।

77 এটি সব বার্তাবাহকদের সাথে অনবরত ঘটে যাওয়া সেই একই ঘটনা যাদেরকে আমরা তোমার পূর্বে পাঠিয়েছিলাম, এবং তুমি দেখবে যে আমাদের নিয়ম কখনো পরিবর্তন হয় না।

দুপুরের প্রার্থনা

78 তুমি সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করবে যখন দুপুরে সূর্য তার সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে ঢলে পড়ে, যেহেতু এটি সূর্যাস্তের দিকে অগ্রসর হয়। তোমরা এছাড়া ফজরে কুরআন (আবৃতি) করবে। ফজরে কুরআন (আবৃতি)-এর সাক্ষী থাকে।

ধ্যান

79 রাতের বেলায়, তুমি অতিরিক্ত কৃতিত্বের জন্য ধ্যান করবে, যাতে তোমার প্রভু তোমাকে এক সন্মানিত পদে উন্নিত করেন।

80 এবং বল, “আমার প্রভু, আমাকে সন্মানের সাথে প্রবেশ করান, এবং সন্মানের সাথে বিদায় নিতে দিন, এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাকে একটি শক্তিশালী সমর্থন মঞ্জুর করুন।"

81 ঘোষণা করো, “সত্যের জয় হয়েছে, এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যা অনিবার্যভাবে বিলুপ্ত হবে।"

আরোগ্য এবং দয়া

82 আমরা বিশ্বাসীদের জন্য কুরআনে আরোগ্য এবং দয়া অবতীর্ণ করেছি। একই সাথে, এটি কেবল সীমালঙ্ঘনকারীদের পাপাচার বাড়ায়।

83 আমরা যখন মানুষকে অনুগ্রহ করি, সে আছন্ন এবং অমনোযোগী হয়ে যায়। কিন্তু যখন দুর্দশা তাকে আঘাত করে, সে হতাশ হয়ে পড়ে।

84 বল, “প্রত্যেকে তার বিশ্বাস অনুসারে কাজ করে, এবং তোমার প্রভু সব থেকে ভালো জানেন কারা সঠিক পথে পরিচালিত।"

ঐশ্বরিক প্রকাশনাঃ সকল জ্ঞানের উৎস

85 তারা তোমাকে প্রকাশনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, “প্রকাশনা আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আসে। তোমাকে দেয়া জ্ঞান অতি সামান্য।"

86 যদি আমরা চাই, আমরা ফিরিয়ে নিতে পারি যা আমরা তোমার কাছে প্রকাশ করেছি, তখন তুমি আমাদের বিরুদ্ধে কোন রক্ষাকারী পাবে না।

87 এটা তো তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে দয়া। তোমার উপর তাঁর অনুগ্রহ বিশাল।

কুরআনের গাণিতিক গঠন

88 বল, “যদি সকল মানুষ ও সকল জিন একত্রিত হয় এর মতো একটি কুরআন তৈরি করার জন্য, তারা কখনই এর মতো কোনকিছু তৈরি করতে পারবে না, যতো সহায়তাই তারা একে অন্যকে করুক না কেন”।

89 এই কুরআনে আমরা লোকদের জন্য সব ধরনের উদাহরণ দিয়েছি, কিন্তু বেশির ভাগ লোক অবিশ্বাসের উপর জোর দেয়।

আল্লাহর বার্তাবাহকদের চ্যালেঞ্জ

90 তারা বলল, “আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবো না যদি না তুমি ভুপৃষ্ট থেকে কোন ঝর্না প্রবাহিত করো।

91 “অথবা যদিনা তুমি একটি খেজুর ও আঙুর বাগানের মালিক হও, যার মধ্যে দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়!

92 “অথবা যদিনা, তোমার দাবি অনুযায়ী, আকাশ থেকে আমাদের উপর বস্তুপিন্ডের পতন ঘটাও। অথবা যদিনা তুমি আমাদের চোখের সামনে আল্লাহ এবং ফেরেশতাদের নিয়ে আসো।

93 “অথবা যদিনা তুমি কোন বিলাসবহুল প্রাসাদের মালিক হও, অথবা যদিনা তুমি আকাশে আরোহণ করো। তুমি যদি আরোহণও করো, আমরা বিশ্বাস করবো না যদি না তুমি কোন বই নিয়ে আসো যা আমরা পড়তে পারি।* বল, “মহিমা আমার প্রভুর। আমি কি একজন মনুষ্য বার্তাবাহকের চেয়ে বেশি কিছু?”

১৭:৯৩ এভাবেই আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহক, রাশাদ খলিফাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, যার মধ্যে একটি নতুন কিতাব আনার চ্যালেঞ্জও ছিল, অথবা আকাশ থেকে বস্তুপিণ্ড নামিয়ে আনার চ্যালেঞ্জও ছিল। ৩:৮১ আয়াতে

আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহকের কর্তব্য সঙ্ঘায়িত করা হয়েছে। পরিশিষ্ট ২ এবং ২৬-এ এর ব্যাপক প্রমাণ বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

রিসালাত: একটি অপরিহার্য পরীক্ষা

94 লোকদের কাছে পথ-নির্দেশনা আসার পর বিশ্বাস করা থেকে যা তাদেরকে বাধা দিয়েছিল, তা হচ্ছে তাদের এ কথা যে, "আল্লাহ কি একজন মানুষকে বার্তাবাহক করে পাঠিয়েছিলেন?'

95 বল, "যদি পৃথিবী ফেরেশতাদের বসতি হতো, তাহলে আকাশ থেকে আমরা তাদের কাছে অবতীর্ণ করতাম কোন ফেরেশতা বার্তাবাহক"।

আল্লাহ আমার সাক্ষী

96 বল, "আমার এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহ সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। তিনি পূর্ণ অবগত তাঁর উপাসনাকারীদের ব্যাপারে, দ্রষ্টা"।

97 সে-ই সত্যিকার পথপ্রাপ্ত ব্যক্তি যাকে আল্লাহ পথ দেখান। এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাদের জন্য তুমি কখনই তাঁর পাশে কোন প্রভু এবং মনিব পাবে না। আমরা তাদেরকে পুনরুত্থান দিনে জোরপূর্বক তলব করবো; অন্ধ, বোবা এবং বধির করে। তাদের গন্তব্য নরক; যখনি তা শীতল হবে, আমরা সেগুলোর আগুন বাড়িয়ে দেবো।

তাদের গভীরতম চিন্তা

98 এমনই তাদের উচিত শাস্তি, যেহেতু তারা আমাদের প্রকাশনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা বলেছিল, "আমরা হাড় এবং খন্ডিত অংশে পরিণত হবার পর, আমরা কি এক নতুন সৃষ্টি হয়ে পুনরুত্থিত হব?"

99 তারা কি দেখতে পায় না যে আল্লাহ যিনি আকাশ মণ্ডলী এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করতে সক্ষম সেই একই সৃষ্টি? তিনি তাদের জন্য পূর্বনির্ধারিত করেছেন এক অপরিবর্তনীয় জীবন কাল? এরপরও, অবিশ্বাসীরা অবিশ্বাসের উপরই জোর দেয়।

100 ঘোষণা করো, "যদি তোমরা আমার প্রভুর দয়া ভাণ্ডারের মালিক হতে, তোমরা সেগুলো গুটিয়ে রাখতে, এই ভয়ে যে তোমরা সেগুলো শেষ করে ফেলবে। মানুষ কৃপণ।

মুসা এবং ফেরাউন

101 আমরা মুসাকে নয়টি প্রগাঢ় অলৌকিকতা দিয়ে সমর্থন করেছিলাম- ইসরাইলের সন্তানদের কাছে জিজ্ঞেস করো। যখন সে তাদের কাছে গেল, ফেরাউন তাকে বলেছিল, "আমি মনে করি যে তুমি মুসা জাদুগ্রস্থ"।

102 সে বলল, “তুমি খুব ভালো করেই জানো যে এগুলো যেকেউ প্রকাশ করতে পারে না কিন্তু, স্পষ্টতই, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর প্রভু ছাড়া। আমি মনে করি যে তুমি ফেরাউন ধ্বংসপ্রাপ্ত”।

103 যখন সে তাদের পিছু নিলো,যেভাবে সে তাদেরকে দেশের বাইরে পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল, আমরা তাকে ডুবিয়ে দিলাম, তাদের সাথে একত্রে যারা তার পক্ষ নিয়েছিল, তাদের সকলকে।

104 এবং পরবর্তীতে আমরা ইসরাইলের সন্তানদের বলেছিলাম, “যাও এই দেশে বাস করো। যখন চূড়ান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ঘটবে, আমরা তোমাদের সকলকে একটি দল করে তলব করবো”।

মুখস্থ করার সুবিধার্থে কুরআন ধীরে ধীরে ছাড়া হয়েছে

105 সত্যের সঙ্গে, আমরা একে অবতীর্ণ করেছি, এবং সত্য নিয়ে এটি অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা তোমাকে একজন সুসংবাদ বহনকারী, সেই সাথে সতর্ককারী হিসেবে ছাড়া পাঠাইনি।

106 কুরআন যা আমরা ধীরে ধীরে ছেড়েছি, ক্রমান্বয়ে এটি দীর্ঘ সময়কাল ধরে লোকদের কাছে তোমার পরার জন্য, যদিও আমরা একে হঠাৎ করেই অবতীর্ণ করেছি।

107 ঘোষণা দাও, “এতে বিশ্বাস করো, অথবা এতে বিশ্বাস না করো। “যারা পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থের জ্ঞান রাখে, তাদের কাছে যখন এটা আবৃত্তি করা হয়, তারা তাদের মাথা নত করে সেজদায় পড়ে যায়।

108 তারা বলে, “মহিমা আমাদের প্রভুর। এটা আমাদের প্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে।"

109 তারা তাদের মাথা নত করে সেজদায় পড়ে যায় এবং কাঁদে। কারন এটা তাদের ভক্তি বৃদ্ধি করে।

সংযোগ প্রার্থনা (সালাতের) কণ্ঠস্বর

110 বল, “তাঁকে আল্লাহ ডাকো, অথবা তাঁকে পরম দয়াময় ডাকো; যে নামই তোমরা ব্যবহার করো না কেন, সর্বোত্তম নামগুলো তাঁরই।" তুমি তোমার সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) অতি উচ্চস্বরে পড়বে না, না নীরবে; একটি মধ্যম কণ্ঠস্বর ব্যবহার করো।

111 এবং ঘোষণা করঃ “প্রশংসা আল্লাহর, যিনি কখনই কোন পুত্র জন্ম দেননি, না তাঁর রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার আছে, না দুর্বলতাবশত তাঁর কোন মিত্রের প্রয়োজন আছে”, এবং প্রতিনিয়ত তাঁর মহত্ব বর্ণনা করো।

SURA 18 · 110 VERSES

গুহা

الكهف

Al-Kahf

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দার কাছে এই ঐশীগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, এবং একে নির্ভুল করেছেন।

2 একটি যথাযথ (ঐশীগ্রন্থ) তাঁর পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তির বিষয়ে সতর্ক করতে, এবং বিশ্বাসীদের শুভ সংবাদ দিতে যারা সৎ জীবন-যাপন করে, যে তারা অর্জন করেছে এক মহা প্রতিদান।

3 যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করে।

4 এবং তাদেরকে সতর্ক করতে যারা বলে, "আল্লাহ পুত্র জন্ম দিয়েছেন!"

5 তারা এ বিষয়ে কোন জ্ঞান রাখে না, না রাখতো তাদের মাতা-পিতারা। কি এক মিথ্যাচারই না তাদের মুখ দিয়ে আসছে! তারা যা বলে তা এক ঘোর মিথ্যাচার।

6 তুমি হয়তো নিজেকে দোষ দিবে এই বর্ণনার প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়ার কারণে, এবং এতে তাদের অবিশ্বাসের কারণে; তুমি হয়তো দু:খিত হবে।

বিশ্বের পরিসমাপ্তি*

7 আমরা পৃথিবীর সবকিছু সাজিয়েছি, তাদের পরীক্ষা করার জন্য, এবং এভাবে তাদের মধ্যে যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে আলাদা করি।

8 অনিবার্যভাবে, আমরা এর সবকিছু মুছে ফেলব, একে পুরোপুরি ধূলিসাৎ করে দিয়ে।*

১৮:৮-৯ দেখা যাচ্ছে, এই খ্রিস্টান বিশ্বাসীদের, এফেসাস-এর সাতজন ঘুমন্ত ব্যক্তির ইতিহাস, পৃথিবীর শেষের সাথে সরাসরি জড়িত, যেমনটি ১৮:৯ এবং ২১ আয়াতে বলা হয়েছে। পৃথিবীর শেষ উন্মোচনে এই বিশ্বাসীদের ভূমিকা পরিশিষ্ট ২৫-এ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

গুহাবাসীরা

9 তুমি কি ভেবেছো- কেনইবা আমরা তোমাকে গুহার লোকদের সম্পর্কে, এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত সংখ্যার ব্যাপারে বলছি? তারা আমাদের বিস্ময়কর নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

10 যখন তরুনেরা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল, তারা বলেছিল, "আমাদের প্রভু, আমাদের প্রতি আপনার দয়া বর্ষণ করুন, এবং আপনার পথ-নির্দেশনা দিয়ে আমাদের কাজগুলোকে অনুগ্রহ করুন।"

11 আমরা এরপর এক পূর্বনির্ধারিত সংখ্যক বছরের জন্য গুহায় তাদের কানে মোহর মেরে দিলাম।

12 এরপর আমরা তাদের পুনঃরুত্থিত করলাম দেখার জন্য যে দু'দলের কোনটি সেখানে তাদের অবস্থানের সময়কাল গননা করতে পারে।

13 আমরা তোমার কাছে তাদের ইতিহাস বর্ননা করি, সত্যের সাথে। তারা ছিল তরুন যারা তাদের প্রভুকে বিশ্বাস করেছিল, এবং আমরা তাদের সঠিক নিরদেশেনা বৃদ্ধি করেছিলাম।

14 আমরা তাদের হৃদয়কে দৃঢ় করেছিলাম যখন তারা দাঁড়ালো এবং ঘোষণা করলো: "আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর প্রভুই আমাদের একমাত্র প্রভু। আমরা কখনো তাঁর পাশে অন্যকোন উপাস্যের উপাসনা করবো না। অন্যথায়, আমরা বহুদূরে পথভ্রষ্ট হবো।

15 এই যে আমাদের লোকেরা তাঁর পাশে উপাস্যদের স্থাপন করছে। যদি শুধু তারা তাদের পক্ষে কোন প্রমান দেখাতে পারতো! কে তার চেয়ে অধিক মন্দ যে মিথ্যা রচনা করে এবং সেগুলো আল্লাহর প্রতি আরোপ করে?

ইফিসাসের ঘুমন্ত সাতজন*

16 যেহেতু তোমরা তাদেরকে, এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের অন্য কারো উপাসনা করাকে এড়াতে চাও,* সেহেতু চলো আমরা গুহায় আশ্রয় নেই। তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে তাঁর দয়া বর্ষণ করুন এবং তোমাদের সঠিক সিদ্ধান্তে পরিচালিত করুন।

১৮:১৬-২০ ইফিসাস প্রাচীন নাইসিন থেকে প্রায় ২০০ মাইল দক্ষিণে এবং আজকের তুরস্কের ইজমির থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। গুহার বাসিন্দারা ছিল তরুণ খ্রিস্টান যারা ঈসার শিক্ষা অনুসরণ করতে এবং একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করতে চেয়েছিল। তারা নব্য-খ্রিস্টানদের নির্যাতন থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল যারা ঈসার তিন শতাব্দী পরে নাইসিন সম্মেলনের পরে একটি কলুষিত খ্রিস্টধর্ম ঘোষণা করেছিল, যেখানে ত্রিত্ব মতবাদ ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯২৮ সালে, একজন অস্ট্রিয়ান প্রত্নতাত্ত্বিক ফ্রাঞ্জ মিল্টনার ইফিসাসের সাতজন ঘুমন্ত ব্যক্তির সমাধি আবিষ্কার করেন। তাদের ইতিহাস বেশ কয়েকটি বিশ্বকোষে সুলিপিবদ্ধ।

একজন পথপ্রদর্শক শিক্ষক একটি পূর্বশর্ত

17 তুমি সূর্যকে তাদের গুহার ডান পাশ থেকে উদিত হতে দেখতে পেতে, এবং যখন এটি অস্ত যেত, এটি তাদের বাম দিক থেকে আলোকিত হতো, সেখানকার গর্তে যখন তারা ঘুমিয়ে ছিল। এটি আল্লাহর একটি সতর্কীকরণ। যাকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেন সেই সত্যিকার পথপ্রাপ্ত ব্যক্তি, এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন; তুমি তার জন্য কোন পথনির্দেশক শিক্ষক পাবে না।*

১৮:১৭ এই চিহ্ন বা ইঙ্গিত আমাদের বলে যে গুহাটি উত্তরমুখী ছিল।

18 তুমি মনে করতে যে তারা জাগ্রত, যখন তারা আসলে ঘুমন্ত। আমরা তাদেরকে ডান ও বাম পাশে ফিরাতাম, যখন তাদের কুকুর তার বাহুগুলো তাদের মাঝে টান টান করে রেখেছিল। যদি তুমি তাদের দিকে তাকাতে, তুমি হয়তো তাদের থেকে পালাতে, আতংকগ্রস্থ হয়ে।

19 যখন আমরা তাদের পুনরুজ্জীবিত করলাম, তারা একে অন্যকে জিজ্ঞেস করলো, “তোমরা কতক্ষন এখানে আছো?” “আমরা এখানে এক দিন বা দিনের একাংশ জুড়ে আছি,” তারা জবাব দিল। “তোমাদের প্রভু সবচেয়ে ভাল জানেন কত সময় জুড়ে /ধরে আমরা এখানে অবস্থান করছি, তাই চলো এই পয়সা দিয়ে আমরা আমাদের একজনকে শহরে পাঠাই। সে সবচেয়ে পরিষ্কার খাবার নিয়ে আসুক, এবং কিছু আমাদের জন্য কিনে আনুক। সে যেন তাকে জনসম্মুক্ষে কম প্রকাশ করে, এবং কোন দৃষ্টি আকর্ষণ না করে।

20 যদি তারা তোমাদের খুঁজে পায়, তারা তোমাদের পাথর মারবে, অথবা জোড় করে তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে, সেক্ষেত্রে তোমরা কখনো সফল হতে পারবে না।"

বিশ্বের পরিসমাপ্তির সাথে সম্পর্ক*

21 আমরা তাদেরকে প্রকাশ করালাম, সবাইকে জানাতে যে আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য, এবং বিশ্বের পরিসমাপ্তির ব্যাপারে সকল সন্দেহ দূর করার জন্য।*এরপর লোকেরা নিজেদের মধ্যে তাদের সম্পর্কে বিবাদে জড়ালো। কেউ কেউ বলল, "চল আমরা তাদের চারপাশে দালান বানাই।” তাদের প্রভু তাদের সম্পর্কে সর্বোত্তম জ্ঞাত। যারা প্রাধান্য পেয়েছিল তারা বলল, "তাদের ঘিরে আমরা একটি উপাসনার জায়গা বানাবো।”

১৮:২১ পরিশিষ্ট ২৫-এ বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, এই গল্পটি পৃথিবীর শেষ নির্ধারণে সাহায্য করেছে।

22 কেউ কেউ বলে, "তারা ছিল তিনজন, তাদের কুকুর সহ চার", যখন অন্যরা বলে, “পাঁচজন; তাদের কুকুর সহ ছয়, ” কারণ তারা অনুমান করেছিল। অন্যরা বলেছিল, "সাতজন", এবং আট নম্বরে তাদের কুকুর। বল, "আমার প্রভু তাদের সংখ্যা সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন। শুধু অল্প কয়েকজনই সঠিক সংখ্যাটি জানত। সেজন্য, তাদের সাথে তর্ক করো না; শুধু তাদের সাথে থাকো। তোমার এ নিয়ে কারো সাথে পরামর্শের দরকার নেই।

আল্লাহর স্মরণ করা– যখনই আমরা সুযোগ পাই

23 তুমি কখনো বলবে না যে তুমি কোনকিছু ভবিষ্যতে করবে,

24 এটা না বলে যে, "আল্লাহ চাইলে,* যদি তুমি তা করতে ভুলে যাও, সাথে সাথে অবশ্যই তুমি তোমার প্রভুকে স্মরণ করবে এবং বল, "পরবর্তীতে আরো ভাল করার জন্য আল্লাহ আমায় পথ-প্রদর্শন করুন।"

১৮:২৪ এই গুরুত্বপূর্ণ আদেশ আমাদের প্রতিদিন আল্লাহকে স্মরণ করার সুযোগ দেয়।

[৩০০+৯]*

25 তারা তাদের গুহায় ছিল তিনশত বছর, আরো নয় বাড়িয়ে।*

১৮:২৫ ৩০০ সৌর বছর এবং ৩০০ চন্দ্র বছরের মধ্যে পার্থক্য হল নয় বছর। সুতরাং, "পৃথিবীর শেষ" আবিষ্কার সর্বশক্তিমান কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত ছিল যে এটি ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে (১৪০০ হিজরি) অর্থাৎ পৃথিবীর শেষের ৩০০ বছর (৩০৯ চন্দ্র বছর) আগে ঘটবে (৭২:২৭ এবং পরিশিষ্ট ২৫ দেখুন)।

26 বল, “কত কাল সেখানে তারা ছিল আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।” তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকল রহস্য জানেন। তাঁর দয়ায় তোমরা দেখতে পাও; তাঁর দয়ায় তোমরা শুনতে পাও। তাঁর পাশে প্রভু ও মনিব হিসেবে আর কেউ নেই, এবং তিনি কখনো কোন অংশীদারকে তাঁর রাজত্বে অংশ নিতে অনুমতি দেন না।

27 তুমি আবৃতি করবে তোমার প্রভুর ঐশীগ্রন্থের যাকিছু তোমার কাছে প্রকাশিত হয়। কোন কিছুই তাঁর বানীকে বাতিল/রদ করবে না, এবং এর পাশে অন্যকোন উৎস তুমি খুঁজবে না।

কুরআন অধ্যয়ন গ্রুপ

28 তাদের সঙ্গে থাকতে তুমি নিজেকে বাধ্য করবে যারা দিনে ও রাতে তাদের প্রভুর উপাসনা করে, একমাত্র তাঁরই খোঁজে। তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, এই বিশ্বের তুচ্ছ কিছুর খোঁজে। না তুমি সে ব্যাক্তিকে মান্য করবে আমরা যার হৃদয়কে আমাদের বার্তার প্রতি বেখবর রেখেছি; যে ব্যাক্তি তার নিজ ইচ্ছার অনুসরণ করে, যার অগ্রাধিকারগুলো বিভ্রান্তিকর।

ধর্মের পূর্নাঙ্গ স্বাধীনতা

29 ঘোষনা কর, "এটি তোমার প্রভুর কাছ থেকে সত্য, ”এরপর যেকেউ চায় তাকে বিশ্বাস করতে দাও, এবং যেকেউ চায় তাকে অবিশ্বাস করতে দাও। আমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য আগুন প্রস্তুত রেখেছি যা তাদেরকে পুরোপুরি ঘিরে ফেলবে। যখন তারা সাহায্যের জন্য চিৎকার করবে, তাদেরকে ঘনীভূত অম্লের মত তরল দেয়া হবে যা মুখগুলোকে ঝলসে দেবে। কি এক শোচনীয় পানীয়! কি এক শোচনীয় নিয়তি

30 আর তাদের ক্ষেত্রে যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে, আমরা কখনো প্রতিদান দিতে ব্যর্থ হই না যারা সৎকর্মশীল।

31 তারা ইডেনের বাগানগুলোর যোগ্য হয়েছে যেখানে প্রবাহিত হয় নদী। সেখানে সোনার ব্রেসলেট দিয়ে তারা সাজবে, এবং পরিধান করবে সবুজ রেশম ও মখমলের কাপড়, এবং বিশ্রাম নিবে আরামদায়ক আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জামের মাঝে। কতই না উৎকৃষ্ট প্রতিদান; কতই না উৎকৃষ্ট আবাস!

সম্পদ যখন উপাস্য*

32 তাদের জন্য দুই জন লোকের উদাহরণ উদ্ধৃতি করোঃ আমরা তাদের একজনকে আংগুরের দুটি বাগান দিয়েছিলাম, খেজুঁর গাছে ঘেরা, এবং তাদের মাঝে ছিল অন্যান্য ফসলাদি।

১৮:৩২-৪২ কুরআনে আল্লাহ ব্যতীত মানুষ বিভিন্ন দেবতাদের উপাসনা করে এমন অনেক উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে; এর মধ্যে রয়েছে সন্তানরা (৭:১৯০), ধর্মীয় নেতা এবং স্কলাররা (৯:৩১), সম্পত্তি (১৮:৪২), মৃত সাধু এবং নবীরা (১৬:২০-২১, ৩৫:১৪, এবং ৪৬:৫-৬), এবং আত্ম-অহংকার (২৫:৪৩, ৪৫:২৩)।

33 উভয় বাগানই তাদের ফসল ফলাত সময়মত, এবং প্রচুর পরিমানে, কারণ আমরা একটি নদীকে তাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করেছিলাম।

34 একবার, ফসল তোলার পর, সে দম্ভভরে তার বন্ধুকে বলল, "আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধশালী, এবং আমি লোকদের থেকে অধিক সম্মানের দাবিদার।

35 যখন সে তার বাগানে প্রবেশ করলো, সে এ বলে তার আত্মার ক্ষতি করলো, "আমি মনে করি না যে এটা কখনো শেষ হবে।

36 "তাছাড়া, আমি মনে করি এটাই সব; আমি মনে করি না যে সেই ঘন্টা (পরকাল) কখনো আসবে। এমনকি আমি আমার প্রভুর কাছে ফিরলেও, ঐখানে এর চেয়েও উত্তম কিছু অধিকার করতে আমি (যথেষ্ট চতুর) হবো।

37 তার বন্ধু তাকে বলল, যখন সে তার সাথে বিতর্ক করছিল, "তুমি কি সেই সত্ত্বাকে অবিশ্বাস করেছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন ধুলো থেকে,এরপর এক তুচ্ছ ফোটা থেকে, এরপর তোমাকে একজন পূর্ণ মানুষ হিসেবে সুগঠিত করেছেন?

38 আমার ক্ষেত্রে, আল্লাহ আমার প্রভু, এবং আমি কখনো আমার প্রভুর পাশে অন্য কোনো উপাস্য স্থাপন করবো না।

গুরুত্বপূর্ণ ঐশিক আদেশ

39 "যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ কর, তোমার বলা উচিত ছিল, 'এ তো যা আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন (মা শা আল্লাহ)। কেউই ক্ষমতা রাখে না আল্লাহ ছাড়া (লা কু'য়াতা ইল্লা বিল্লাহ) ।' তুমি হয়তো দেখো যে আমি তোমার চেয়ে কম অর্থ এবং কম সন্তানের অধিকারী।

40 “আমার প্রভু আমাকে হয়তো তোমার বাগানের চেয়ে উত্তম প্রদান করবেন। তিনি হয়তো আকাশ থেকে কোন তীব্র ঝড় পাঠাবেন যা তোমার বাগানকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, একে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিয়ে।

41 “অথবা, হয়তো এর পানি গভীরে চলে যাবে, তোমার নাগালের বাইরে।"

42 বাস্তবেই, তার ফসলাদি নিশ্চিহ্ন হয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত সে দু:খ ভারাক্রান্ত হলো, পরিতাপ করতে থাকলো তার জন্য যা সে এর পিছনে ব্যয় করেছে অনর্থক, যেহেতু তার সম্পত্তি মরুময় হয়ে রইলো। অবশেষে সে বলল, "আমি যদি কখনো আমার প্রভুর পাশে আমার সম্পত্তিকে উপাস্য হিসেবে স্থাপন না করতাম।"

43 পৃথিবীর কোন শক্তি আল্লাহর বিপক্ষে তাকে সাহায্য করতে পারলো না, না তার পক্ষে কোন সাহায্য পাওয়া সম্ভব ছিল।

44 এটা এ কারনে যে একমাত্র সত্য প্রভু এবং মনিব হচ্ছেন আল্লাহ; তিনি সর্বোত্তম প্রতিদান দেন, এবং তাঁর কাছেই রয়েছে সর্বোত্তম নিয়তি।

45 তাদের জন্য এই জীবনের উদাহরণ দাও যেন পানি যা আমরা আকাশ থেকে বর্ষণ করি পৃথিবীর উদ্ভিদ উৎপন্ন করতে, এরপর এরা পরিণত হয় খড়কুটায় বাতাসে যা উড়ে যায়। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।

আমাদের অগ্রাধিকারগুলো পূণর্বিন্যাস করি

46 অর্থ এবং সন্তানাদি তো হচ্ছে এই জীবনের আনন্দ, কিন্তু সৎকর্ম তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে প্রদান করে অনন্তকালের প্রতিদান, এবং অনেক উত্তম আশা।

47 সে দিন আসবে যখন আমরা পর্বতগুলোকে নিশ্চিহ্ন করবো, এবং পৃথিবীকে তুমি দেখবে মরুময়। আমরা তাদের সকলকে ডেকে পাঠাবো, তাদের একজনকেও ছাড়া হবে না।

48 তাদেরকে তোমাদের প্রভুর সামনে একটি সাড়ি করে উপস্থিত করা হবে। তোমরা আমাদের কাছে এসেছ আলাদা আলাদাভাবে, ঠিক যেভাবে আমরা প্রথম দিকে তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে, এ তো তা-ই যা কখনো ঘটবে না বলে তোমরা দাবী করেছিলে।

49 রেকর্ড দেখানো হবে, এবং তুমি অপরাধীদের দেখবে এর ভেতরকার জিনিস দেখে ভীত। তারা বলবে, "আমাদের দুঃখ। এই বই কেমন করে কোনকিছু ছাড়ে নি, ছোট অথবা বড়, তা গননা না করে?" তারা যা কিছু করেছিল সবকিছু তারা সামনে পাবে। তাদের করা সবকিছু তারা সামনে পাবে। তোমার প্রভু কখনো কারও প্রতি অন্যায়কারী নন।

আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেণী বিভাগ

50 আমরা ফেরেশতাদের বললাম, "আদমের সামনে সেজদাবনত হও।" তারা সেজদাবনত হলো, শয়তান ছাড়া। সে জ্বীন হয়ে পড়লো, কারন সে তাঁর প্রভুর আদেশ অমান্য করেছিল।* তোমরা কি আমার বদলে তাকে এবং তার বংশধরদের প্রভু হিসেবে পছন্দ করবে, যদিও তারা তোমাদের শত্রু? কি এক শোচনীয় প্রতিস্থাপন!

১৮:৫০ যখন স্বর্গীয় সমাজে মহাবিবাদ সংঘটিত হয় (৩৮:৬৯), তখন সমস্ত প্রাণী ফেরেশতা, জিন এবং মানুষে বিভক্ত হয়ে যায় (পরিশিষ্ট ৭)।

51 আমি কখনো তাদেরকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে সাক্ষী হবার অনুমতি দেইনি, না দিয়েছি তাদের নিজেদের সৃষ্টিতে। না আমি মন্দকে আমার রাজত্বে কাজ করার অনুমতি দেই।*

১৮:৫১ আল্লাহ জানতেন যে শয়তান এবং তার সমর্থকরা (জ্বিন এবং মানুষ) ভুল সিদ্ধান্ত নিবে। তাই সৃষ্টি প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করতে তাদের বাদ দেওয়া হয়েছিল।

52 সে দিন আসবে যখন সে বলবে, "আমার অংশীদারদের আহবান করো, যাদেরকে তোমরা আমার পাশে উপাস্য হবার দাবি করতে।" তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের প্রতি সাড়া দিবে না। এক দুর্ভেদ্য অন্তরায় তাদের পরস্পরকে আলাদা করবে।

53 অপরাধী নরক দেখবে, এবং বুঝবে যে তারা তাতে পতিত হবে। সেখান থেকে তাদের কোন মুক্তি থাকবে না।

কুরআনের সম্পূর্ণতা গ্রহন করতে অবিশ্বাসীরা অস্বীকার করে

54 আমরা এই কুরআনে সব ধরণের উদাহরণ দেই, কিন্তু মানব জাতি সবচেয়ে তর্কপ্রিয় জাঁতী।

55 কোনকিছুই লোকদের বাধাঁ দেয়নি বিশ্বাস করা থেকে, যখন তাদের কাছে পথ-নিদর্শনা আসলো, এবং দয়া অন্বেষণ করা থেকে তাদের প্রভুর, এছাড়া যে তারা পূর্ববর্তী প্রজন্মদের মত একই (রকম অলৌকিকতা) দেখার দাবি করেছিল, অথবা আগেই শাস্তি দেখার চ্যালেঞ্জ করেছিল।

56 আমরা শুধু বার্তাবাহকদের পাঠাই কেবল সুসংবাদ বহনকারী হিসেবে, সেই সাথে সতর্ককারী হিসেবে। যারা অবিশ্বাস করে তারা মিথ্যা দিয়ে তর্ক করে সত্যকে পরাজিত করতে, এবং তারা আমার প্রমানাদি ও সতর্কসংকেতগুলোকে নিরর্থক নেয়।

ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ

57 তাদের চেয়ে কে অধিক মন্দ যাদেরকে তাদের প্রভুর প্রমাণাদি স্মরণ করানো হয়, এরপর সেগুলো উপেক্ষা করে, তারা যা করছে তা অনুধাবন না করেই। পরিনামে, আমরা তাদের হৃদয়ের উপর আবরণ দিয়ে রাখি তাদেরকে এটি (কুরআন) বুঝতে বাধাঁ দিতে, এবং বধিরতা দেই তাদের কানে। সুতরাং, তুমি তাদেরকে পথপ্রাপ্ত করতে যাই করো না কেন, তারা কখনো কোন কালেও সুপথপ্রাপ্ত হতে পারবে না।

58 এরপরও, তোমার প্রভু ক্ষমাকারী, দয়ায় পরিপূর্ণ। যদি তিনি তাদের কাজের জন্য হিসাব নিতে তাদেরকে ডাকতেন, তিনি তাদের ঠিক তখনই ধ্বংস করতেন। পরিবর্তে, তিনি তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট, পূর্বনির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন; এরপর তারা কখনো পালাতে পারবে না।

59 আমরা অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি তাদের সীমালঙ্ঘনের কারনে, আমরা তাদের ধ্বংসের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় মনোনীত করেছি।

মুসা এবং তার শিক্ষক থেকে মূল্যবান শিক্ষা

60 মুসা তার ভৃত্যকে বলল, "আমি বিশ্রাম নিবো না যতক্ষণ না আমি দু'নদীর মিলনস্থলে পৌঁছাই, এতে যতো সময়ই লাগুক না কেন।"

61 যখন তারা সে জায়গায় পৌঁছাল যেখানে এরা মিলেছিল, তারা তাদের মাছের কথা ভুলে গেল, এবং এটি নদীতে ফেরার পথ খুঁজে পেয়েছিল, অগচরে।

62 তারা সেই জায়গা অতিক্রম করার পর, সে তার ভৃত্যকে বলল, "চল আমরা দুপুরের খাবার খাই। এই পুরো ভ্রমন আমাদের একেবারেই ক্লান্ত করে দিয়েছে।"

63 সে বলল, "মনে আছে কি যখন আমরা সেখানে পাথরের পাশে বসে ছিলাম? আমি মাছটির প্রতি কোন নজর দেইনি। শয়তানই তা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে, এবং এটি নদীতে ফেরার পথ খুঁজে পেয়েছিল, অদ্ভূতভাবে।"

64 (মুসা) বলল, "ঐটাই ছিল সেই জায়গা যা আমরা খুঁজছিলাম।" তারা তাদের ফেলে আসা পথ ধরে ফিরে গেল।

65 তারা আমাদের বান্দাদের একজনকে পেল, যাকে আমরা দয়া দিয়ে অনুগ্রহ করেছিলাম, এবং তাকে আমাদের নিজস্ব জ্ঞান থেকে প্রদান করেছিলাম।

66 মুসা তাকে বলল, "আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি, যাতে আপনি আপনার উপর অর্পিত জ্ঞান এবং পথ-নির্দশনার কিছু আমাকে শেখাতে পারেন?"

67 সে বলল, "তুমি আমার সাথে স্থির থাকতে পারবে না।

68 "কিভাবে তুমি তাতে স্থির থাকবে যা তুমি বোঝো না?"

69 সে বলল, "আল্লাহ চাইলে, আমাকে আপনি ধৈর্যশীল পাবেন। আমি আপনার দেয়া কোন আদেশে অবাধ্য হবো না।"

70 সে বলল, "যদি তুমি আমার অনুসরণ করো, তাহলে আমাকে কোনকিছুর বিষয়ে তুমি জিজ্ঞেস করবে না, যদি না আমি তোমাকে এ বিষয়ে বলতে পছন্দ করি।"

71 সুতারাং তারা চললো। যখন তারা জাহাজে আরোহন করলো, তাতে সে একটি ছিদ্র করলো। সে বলল, "আপনি কি লোকদের ডুবানোর জন্য এতে ছিদ্র করেছেন? আপনি ভয়ানক কিছু করেছেন।"

72 সে বলল, "আমি কি বলিনি যে তুমি আমার সাথে স্থির থাকতে পারবে না?"

73 সে বলল, "আমি দুখিঃত। আমার ভুলো-মনার জন্য আমাকে শাস্তি দিয়েন না; আমার প্রতি এতো রূঢ় হইয়েন না।"

74 তাই তারা চললো। যখন তারা এক কমবয়সী বালকের সাক্ষাৎ পেল। সে বলল, কেন আপনি এমন নিষ্পাপ আত্মাকে হত্যা করলেন, যে কিনা অন্য মানুষকে হত্যা করেনি? আপনি জঘন্যতম কিছু করেছেন।"

75 সে বলল, "আমি কি বলিনি যে তুমি আমার সাথে স্থির থাকতে পারবে না?"

76 সে বলল, "আমি যদি আপনাকে আর কোনকিছু জিজ্ঞেস করি, তবে আমাকে আপনার সাথে রাখবেন না। আপনি আমার কাছ থেকে যথেষ্ঠ অনুনয় দেখেছেন।"

77 সুতারাং তারা চললো। যখন তারা কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছলো, তারা লোকদের নিকট খাবার চাইলো, কিন্তু তাদের আপ্যায়ন করতে তারা অস্বীকৃতি জানালো। কিছুক্ষনের মধ্যেই, তারা একটি দেয়ালকে ধ্বসে পড়ার মুখে পেল, এবং সে তা মেরামত করলো। সে বলল, “আপনি এর জন্য পারিশ্রমিক চাইতে পারতেন?”

সবকিছুর পিছনে কোন ভাল কারণ আছে

78 সে বলল, “এখন আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। তবে, আমি তোমাকে ব্যাখ্যা দিবো সবকিছুর যাতে তুমি স্থির থাকতে পারো নি।

79 “জাহাজটির বিষয়ে, এটি ছিল দরিদ্র জেলেদের, এবং এটিকে আমি ত্রুটিপূর্ণ করতে চেয়েছিলাম। একজন রাজা তাদের পিছনে আসছিল, যে জোরপূর্বক সব জাহাজ জব্দ করছিল।

80 বালকটির বিষয়ে, তার বাবা-মা ভাল বিশ্বাসী ছিল, এবং আমরা দেখলাম যে সে তার সীমালঙ্গন এবং অবিশ্বাসের কারণে তাদের বোঝা হতে যাচ্ছিল।*

১৮:৮০ অ্যাডলফ হিটলার ছিলেন একজন সুন্দর এবং আপাতদৃষ্টিতে নিষ্পাপ শিশু। যদি তিনি ছোটবেলায় মারা যেতেন, তাহলে অনেকেই শোক করতেন, এমনকি অনেকে আল্লাহর প্রজ্ঞা নিয়েও প্রশ্ন তুলতেন। এই গভীর শিক্ষাগুলি থেকে আমরা শিখি যে সবকিছুর পিছনে একটি ভালো কারণ থাকে।

81 আমরা চেয়েছিলাম যে তোমার প্রভু তার জায়গায় আরেকটি পুত্র দেন; যে সৎকর্মশীলতা ও দয়ায় উত্তম হবে।

82 "দেয়ালটির বিষয়ে, এটি শহরের দুই এতিম বালকের মালিকানায় ছিল। এর নীচে, তাদের গুপ্তধন ছিল। যেহেতু তাদের পিতা ছিল একজন সৎ লোক, তোমার প্রভু চেয়েছিলেন যে তারা বড় হয়ে উঠুক এবং পূর্ণ শক্তি অর্জন করুক, এরপর তাদের গুপ্তধন বের করে আনুক। এমনই তোমার প্রভুর দয়া। আমি এগুলোর কোনকিছুই নিজের ইচ্ছায় করিনি। এটাই হচ্ছে সেসব বিষয়ের ব্যাখ্যা যাতে তুমি স্থির থাকতে পারো নি।"

যুলকারনাইন: দুই শিংওয়ালা অথবা দুই প্রজন্মের ব্যক্তি

83 তারা যুলকারনাইনের বিষয়ে জিজ্ঞেস করে। বল, "আমি তোমাদেরকে তার কিছু ইতিহাস বর্ণনা করবো।"

84 আমরা পৃথিবীতে তাকে কর্তৃত্ব দিলাম, এবং তাকে সব ধরনের কলা-কৌশল দিলাম।

85 এরপর, সে এক পথ ধরলো।

86 যখন সে সুদূর পশ্চিমে পৌঁছল, সে সূর্যকে এক সুবিশাল সমুদ্রে অস্ত যেতে দেখলো, এবং সেখানে লোকদের সন্ধান পেয়েছিল। আমরা বললাম, "হে যুলকারনাইন, তুমি তোমার ইচ্ছেমত শাসন করতে পারো, হয় শাস্তি দাও, অথবা তাদের প্রতি দয়ালু হও।

87 সে বলল, "তাদের ক্ষেত্রে যারা সীমালঙ্ঘন করে, আমরা তাদের শাস্তি দিব, এরপর, যখন তারা তাদের প্রভুর কাছে ফিরে যাবে, তিনি তাদেরকে আরও অধিক শাস্তি দেবেন।

88 "আর যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ-জীবন যাপন করে, তারা ভাল পুরষ্কার পায়; আমরা তাদের সাথে সদয় আচরণ করবো।"

89 এরপর, সে অন্য পথ ধরলো।

90 যখন সে সুদূর পূবে পৌঁছল, সে সূর্যকে লোকদের উপর উদয় হতে দেখল যাদের কাছে এটি থেকে আশ্রয় নেয়ার কিছু ছিল না।

91 স্বভাবতই, আমরা তার দেখতে পাওয়া সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলাম।

92 এরপর, সে অন্য পথ ধরলো।

93 যখন সে দু'টি পর্বত চূড়ার মধ্যবর্তী উপত্যকায় পৌঁছাল, সে লোকদের পেয়েছিল যাদের ভাষা সামান্যই বুঝা যেতো।

ইয়াজুজ ও মাজুজ*

94 তারা বলল, "হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারি। আমরা কি আমাদের ও তাদের মাঝে দেয়াল সৃষ্টি করার জন্য তোমাকে মজুরী দিতে পারি?"

১৮:৯৪-৯৮ আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহক হিসেবে আমার একটি কর্তব্য হল এই কথা বলা যে, পৃথিবীর শেষের পূর্বের চূড়ান্ত চিহ্ন, ইয়াজুজ ও মাজুজ, ২২৭০ খ্রিস্টাব্দে (১৭০০ হিজরি) পুনরায় আবির্ভূত হবে, শেষের মাত্র ১০ বছর আগে। লক্ষ্য করুন যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ সূরা ১৮ এবং ২১-এ, প্রতিটি সূরার শেষের ঠিক ১৭টি আয়াত আগে, ১৭টি চন্দ্র শতাব্দীর প্রতিনিধিত্ব করে (৭২:২৭ এবং পরিশিষ্ট ২৫ দেখুন)।

95 সে বলল, "আমার প্রভু আমাকে মহা প্রাচুর্য দিয়েছেন। যদি তোমরা আমার সাথে সহযোগীতা করো, আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে বাধঁ নির্মান করবো।

96 আমার কাছে লোহার স্তুপ নিয়ে আসো।" যখনি সে দু'টি পর্বত চূড়ার মাঝখানের খালি জায়গা পূর্ণ করলো, সে বলল, "বাতাস দাও"। যখন তা তপ্ত লাল হলো, সে বলল, "আমাকে এর উপর পিচ ঢালতে সাহায্য করো।"

97 যেন, তারা এতে চড়তে না পারে, না তারা এতে গর্ত খুঁড়তে পারে।

98 সে বলল, “এটি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে দয়া। যখন আমার প্রভুর ভবিষদ্বানী ঘটবে, তিনি বাধঁটিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিবেন। আমার প্রভুর ভবিষ্যদ্বানী সত্য।

99 সেই সময়, আমরা তাদের পরস্পরকে হানা-হানি করতে দেব, এরপর শিঙায় ফুঁ দেয়া হবে, এবং আমরা তাদের সবাইকে একত্রে তলব করবো

100 আমরা নরক উপস্থাপন করবো, ওই দিন, অবিশ্বাসীদের কাছে।

101 তারাই সেইসব লোক যাদের চোখ এতটাই আবৃত ছিল যে তারা আমার বার্তা দেখতে পারছিল না। না তারা শুনতে পারছিল।

102 যারা অবিশ্বাস করে তারা কি মনে করে যে আমার বান্দাদেরকে উপাস্য বানিয়ে তারা পার পেয়ে যাবে? আমরা অবিশ্বাসীদের জন্য নরককে এক চিরস্থায়ী আবাস হিসেবে প্রস্তুত করেছি।

নিজেকে পরীক্ষা করুন

103 বল, “আমি কি তোমাদের বলব যে কারা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত?

104 “তারা সেই ব্যক্তি যাদের কাজ এই জীবনে পুরোপুরি বিপথে গেছে, কিন্তু তারা মনে করে যে তারা ভাল কাজ করছে।"

105 তারা এমনই যারা তাদের প্রভুর প্রকাশনাবলিকে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়কে অবিশ্বাস করেছে। সুতরাং, তাদের কাজগুলো ব্যর্থ; পুনরুত্থান দিনে, তাদের কোন ওজন থাকবে না।

106 তাদের উচিত প্রতিদান হচ্ছে নরক, তাদের অবিশ্বাসের বিনিময়ে, এবং আমার প্রকাশনাবলি ও বার্তাবাহকদের উপহাস করার কারনে।

107 তাদের ক্ষেত্রে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ-জীবন যাপন করে তারা তাদের বাসস্থান হিসেবে এক পরম সুখের স্বর্গোদ্যানের যোগ্য হয়েছে।

108 তারা চিরকাল সেখানে বসবাস করে; তারা কখনো অন্যকোন বিকল্প চাইবে না।

কুরআন: আমাদের প্রয়োজনের সব

109 বল, “আমার প্রভুর কথার জন্য সাগর যদি কালি হয়, সাগর ফুরিয়ে যাবে, আমার প্রভুর কথা ফুরানোর আগেই, এমনকি যদি আমরা কালির পরিমান দ্বিগুণও করি।

110 বল, “আমি তোমাদের মত একজন মানুষের চেয়ে বেশি কিছু নই, প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি যে তোমাদের খোদা একজন। যারা তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতের আশা করে তারা সৎকর্ম করবে, এবং তার প্রভুর পাশে কখনো অন্যকোন উপাস্যের উপাসনা করবে না।

SURA 19 · 98 VERSES

মরিয়ম

Maryam

مريم

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 ক. হ. উ. আ. স. (ক্বাফ. হা. ইয়া. আইন. স'দ.)*

১৯:১ কুরআনের সর্বাধিক সংখ্যক আদ্যক্ষর এটি, কারণ এই সূরাটি জন-এর অলৌকিক জন্ম এবং ঈসার কুমারী গর্ভে জন্মের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত এবং ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে বিবেচনা করে এমন গুরুতর ধর্মনিন্দার তীব্র নিন্দা করে। পাঁচটি আদ্যক্ষর এই বিষয়গুলিকে সমর্থন করার জন্য একটি শক্তিশালী প্রমাণ প্রদান করে (পরিশিষ্ট ১ এবং ২২ দেখুন)।

জাকারিয়া

2 এটি তোমার প্রভুর দয়া বিষয়ে একটি বর্ণনা তাঁর বান্দা জাকারিয়ার প্রতি।

3 সে তার প্রভুকে ডেকেছিল, গোপনে।

4 সে বলল, "আমার প্রভু, আমার দেহের হাড়গুলো ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে, এবং আমার চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। আমার প্রভু, যেহেতু আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আমি কখনো হতাশ নই।

5 আমি আমার পর আমার উপর নির্ভরশীলদের জন্য চিন্তিত, এবং আমার স্ত্রী বন্ধা হয়ে আছে। আমাকে আপনার পক্ষ থেকে একজন উত্তরাধিকারী প্রদান করুন।

6 তাকে আমার উত্তরাধিকারী করুন এবং উত্তরাধিকারি করুন ইয়াকুব গোত্রের, এবং আমার প্রভু, তাকে গ্রহনযোগ্য করুন।”

ইয়াহিয়া (জন)

7 হে জাকারিয়া, আমরা তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি; একটি বালকের যার নাম হবে ইয়াহিয়া। আমরা এর আগে কখনো তার মত কাউকে সৃষ্টি করিনি।”

8 সে বলল, “আমার প্রভু, আমি কি আমার স্ত্রীর বন্ধাত্য সত্ত্বেও, এবং আমার বৃদ্ধ বয়স সত্ত্বেও পুত্রসন্তান পাবো?

9 তিনি বললেন, “তোমার প্রভু এমনই বলেছেন: এটি আমার জন্য করা সহজ। এর আগে তোমাকে আমি সৃষ্টি করেছি, এবং তুমি কিছুই ছিলে না।”

10 সে বলল, “আমার প্রভু, আমাকে একটি নিদর্শন দিন।”তিনি বললেন, “তোমার নিদর্শন হচ্ছে যে তুমি পর পর তিন রাত লোকদের সাথে কথা বলবে না।”

11 সে বেড়িয়ে আসলো তার পরিবারের কাছে, উপাসনার জায়গা থেকে, এবং তাদের সংকেত দিলঃ “(আল্লাহর) ধ্যান করো দিনে এবং রাতে।”

12 “হে ইয়াহিয়া, তুমি ঐশীগ্রন্থ আকঁড়ে থাকবে, দৃড়ভাবে।” আমরা তাকে প্রজ্ঞা দান করেছিলাম, এমনকি তার যৌবনেও।

13 এবং (আমরা তাকে দান করেছিলাম) আমাদের পক্ষ থেকে দয়া ও পবিত্রতা, কারণ সে ছিল সৎকর্মশীল।

14 সে তার মাতা-পিতাকে সম্মান করতো, এবং কখনো অবাধ্য স্বেচ্ছাচারী ছিল না।

15 তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক যেদিন সে জন্মেছিল, যেদিন সে মারা যায়, এবং যেদিন সে জীবিত হয়ে পুনঃরুত্থিত হবে।

মরিয়ম

16 ঐশীগ্রন্থে মরিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করো। সে তার পরিবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, পূর্বদিকের একটি স্থানে।

17 যখন একটি অন্তরায় তাদের থেকে তাকে আলাদা করলো, আমরা তার কাছে আমাদের আত্মা পাঠালাম। সে তার কাছে একজন মানুষ হিসেবে গিয়েছিল।

18 সে (মরিয়ম) বলল, "আমি পরম দয়ালুর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, যে তুমি হয়তো সৎকর্মশীল হবে।

19 সে বলল, "আমি তোমার প্রভুর বার্তাবাহক, তোমাকে একটি নিষ্কলুষ পুত্র সন্তান দান করতে।

20 সে বলল, "কিভাবে আমার কোন পুত্র সন্তান হতে পারে, যখন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি; আমি কখনো অসতী ছিলাম না।"

21 সে বলল, “তোমার প্রভু এমনই বলেছেন: 'এটি আমার জন্য সহজ। আমরা লোকদের জন্য তাকে করবো একটি নিদর্শন, এবং আমাদের পক্ষ থেকে দয়া। এটি একটি পূর্বনির্ধারিত বিষয়।"

ঈসার জন্ম

22 যখন সে তাকে গর্ভে ধারণ করলো, সে নিজেকে দূরবর্তী স্থানে আড়াল করলো।

23 একটি খেঁজুর গাছের কান্ডের পাশে তার জন্মদান প্রক্রিয়াটি ঘটলো। সে বলল, "(আমার এতো লজ্জা হচ্ছে;) এটা ঘটার আগে যদি আমার মৃত্যু হতো, এবং পুরোপুরি বিস্মৃত হতাম।

24 (নবজাতক) তার নীচ থেকে তাকে ডাকল, এ বলে যে, "দুঃখ করো না। তোমার প্রভু তোমাকে একটি ঝর্ণা প্রদান করেছেন।

25 “যদি তুমি এই খেঁজুর গাছের কান্ডে ঝাঁকি দাও, এটি তোমার জন্য পাঁকা খেঁজুড় ফেলবে।*

19:25 এভাবেই ঈসা সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে বা অক্টোবরের শুরুতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে খেজুরগুলো এতটাই পেকে যায় যে সেগুলো গাছেই ঝরে পড়ে।

26 “খাও ও পান করো, এবং সুখী হও। যখন তুমি কাউকে দেখবে, বলবে, ‘আমি মৌন থাকার প্রতিজ্ঞা করেছি; আজ আমি কারো সাথে কথা বলছি না।’”

27 সে তার পরিবারের কাছে আসলো, তাকে (ঈসা) বহন করে। তারা বলল, হে মরিয়ম, তুমি এমন কিছু করেছো যা পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত।

28 হে হারুনের বংশধর, তোমার পিতা কোন খারাপ লোক ছিল না, না তোমার মা অসতী ছিল।"

নবজাতক জবানবন্দি দিল

29 সে (মরিয়ম) তার দিকে নির্দেশ করলো। তারা বলল, "কেমন করে কোলের শিশুর সাথে আমরা কথা বলবো?"

30 (নবজাতক কথা শুরু করল এবং) বলল, "আমি আল্লাহর একজন সেবক। তিনি আমাকে ঐশীগ্রন্থ দিয়েছেন, এবং আমাকে একজন নবী নিযুক্ত করেছেন।

31 যেখানেই আমি যাই তিনি আমাকে সৌভাগ্যশালী করেছেন, এবং আমাকে আদেশ করেছেন সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) ও বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) পালন করতে যতদিন আমি বাঁচি।

32 আমাকে আমার মায়ের সম্মান করতে হবে; আমাকে তিনি (আল্লাহ) অবাধ্য বিদ্রোহী বানাননি।

33 “এবং আমার উপর শান্তি হোক যেদিন আমি জন্মেছি, যেদিন আমি মারা যাই, এবং যেদিন আমি পুনরুত্থিত হই।"

প্রমানিত সত্য

34 সে-ই ছিল ঈসা, মরিয়ম পুত্র, এবং এটা-ই সত্য, যে বিষয়ে তারা সন্দেহ করতে থাকে।

35 এটা আল্লাহর সাথে মানায় না যে তিনি পুত্র সন্তান জন্ম দেন, তিনি মহিমান্বিত। কোনকিছু করতে হলে, তিনি একে শুধু বলেন, “হও, ”এবং তা হয়ে যায়।

36 তিনি আরো ঘোষনা করলেন, “আল্লাহ আমার প্রভু এবং তোমাদের প্রভু; তোমরা কেবল তাঁরই উপাসনা করবে। এটাই সত্য পথ।*

১৯:৩৬ এটি জন ২০:১৭ পদে ঈসার প্রতি আরোপিত উক্তির অনুরূপ।

37 (ঈসার পরিচয়ের বিষয়ে) বিভিন্ন দল নিজেদের মাঝে বিবাদ করেছে। একারণে, দুর্ভোগ তাদের প্রতি যারা এক ভয়ানক দিনের সাক্ষাতে অবিশ্বাস করে।

38 অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না তুমি তাদের শুনছো এবং দেখছো যখন তারা আমাদের মুখোমুখি হতে আসে। সীমালঙ্ঘনকারীরা ঐদিন পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

39 তাদেরকে অনুশোচনার দিন সম্পর্কে সতর্ক করো, যখন বিচার প্রকাশ হবে। তারা পুরোপুরি বেখবর; তারা বিশ্বাস করে না।

40 আমরাই সেই সত্ত্বা যারা পৃথিবীর এবং এর সবকিছুর উত্তরাধিকার করি; আমাদের কাছেই সকলে ফিরে আসবে।

ইব্রাহিম

41 ঐশীগ্রন্থে ইব্রাহিমের উল্লেখ করো; সে ছিল একজন সাধু, একজন নবী।

42 সে তার পিতাকে বলল, "হে আমার পিতা, কেন তুমি তার উপাসনা করো যা না পারে শুনতে, না পারেদেখতে, না তোমাকে কোনভাবে সাহায্য করতে পারে?

43 হে আমার পিতা, আমি সুনির্দিষ্ট জ্ঞান পেয়েছি যা তুমি পাও নি। আমাকে অনুসরণ করো, এবং আমি তোমাকে সোজা পথ দেখাবো।

44 হে আমার পিতা, শয়তানের উপাসনা করো না। শয়তান পরম দয়ালুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।

45 হে আমার পিতা, আমার ভয় হয় পাছে তুমি পরম দয়ালু থেকে শাস্তি টেনে আনো, এরপর শয়তানের মিত্র হয়ে পড়ো।

46 সে বলল, "তুমি কি আমার উপাস্যদের পরিত্যাগ করছো, হে ইব্রাহিম? যদি না তুমি থামো, আমি তোমাকে পাথর মারবো। আমাকে আমার মত থাকতে দাও।

47 সে বলল, "তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমার ক্ষমার জন্য আমি আমার প্রভুর কাছে মিনতি করবো; তিনি আমার প্রতি পরম দয়ালু।

48 আমি তোমাকে এবং আল্লাহর পাশে তোমার উপাসনা করা উপাস্যদের পরিত্যাগ করবো। আমি শুধু আমার প্রভুর উপাসনা করবো। শুধুমাত্র আমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে, আমি ভুল করতে পারিনা।

49 যেহেতু সে তাদেরকে এবং আল্লাহর পাশে তাদের উপাসনা করা উপাস্যদের পরিত্যাগ করেছিল, আমরা তাকে দিয়েছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, এবং আমরা তাদের প্রত্যেককে নবী বানিয়েছিলাম।

50 আমরা তাদের প্রতি আমাদের দয়া বর্ষণ করেছিলাম, এবং আমরা তাদেরকে ইতিহাসে এক সম্মানিত স্থান দিয়েছিলাম।

মুসা

51 ঐশীগ্রন্থে মুসার উল্লেখ করো। সে ছিল নিবেদিত, এবং সে ছিল বার্তাবাহক নবী।

52 আমরা সিনাই পর্বতের ডান পাশ থেকে তাকে ডেকেছিলাম। আমরা তাকে নিকটে এনেছিলাম, তার সাথে পরামর্শ করতে।

53 এবং আমরা তাকে দিয়েছিলাম, আমাদের দয়া থেকে, তার ভাই হারুনকে একজন নবী হিসেবে।

54 এবং ঐশীগ্রন্থে ইসমাইলের উল্লেখ করো। সে ছিল সত্যবাদী যখন সে কোন প্রতিজ্ঞা করতো, এবং সে ছিল একজন বার্তাবাহক নবী।

55 সে তার পরিবারকে সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) ও বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) পালনের নির্দেশ দিত; সে ছিল তার প্রভুর কাছে গ্রহণযোগ্য।

56 এবং ঐশীগ্রন্থে ইদ্রিসের উল্লেখ করো। সে ছিল একজন সাধু, একজন নবী।

57 আমরা তাকে এক সম্মানিত পদমর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম।

58 এরা হচ্ছে নবীদের কয়েকজন যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন। তদের পছন্দ করা হয়েছিল আদমের বংশধরদের থেকে, এবং তাদের বংশধর থেকে যাদেরকে আমরা নুহের সাথে বহন করেছিলাম, এবং ইব্রাহিম ও ইসরাইলের বংশধরদের থেকে, এবং তাদের মধ্য থেকে যাদের আমরা পথপ্রদর্শণ এবং নির্বাচিত করেছিলাম। যখন পরম দয়ালুর প্রকাশনাবলি তাদের কাছে আবৃতি করা হয়, তারা সেজদায় পড়ে কাঁদতে থাকে।

সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) হারানো

59 তাদের পর, তিনি সে প্রজন্মদের প্রতিস্থাপন করেছিলেন যারা সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) হারিয়েছিল, এবং তাদের লালসার পিছনে ছুটেছিল। তারা পরিনাম ভোগ করবে।

60 কেবল যারা অনুশোচনা করে, বিশ্বাস করে, এবং সৎকর্মশীল জীবন যাপন করে তারা স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করবে, সামান্যতম অবিচার ছাড়াই।

61 ইডেনের বাগানগুলো তাদের জন্য অপেক্ষা করে, যেমন পরম দয়ালু অংগীকার করেছিলেন তাদের জন্য যারা তাঁর উপাসনা করে, এমনকি একাকিত্বে। নিশ্চিতভাবে, তাঁর অংগীকার অবশ্যই সংঘটিত হবে।

62 তারা সেখানে কোন আজে-বাজে কথা-বার্তা শুনবে না; কেবলই শান্তি। তারা সেখানে তাদের রিজিক পাবে, দিন ও রাতে।

63 এমনই স্বর্গোদ্যান; আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্য থেকে তাদের জন্য এটা মঞ্জুর করি যারা সৎকর্মশীল।

64 তোমার প্রভুর আদেশ ছাড়া আমরা অবতরণ করি না। তাঁর অধীনে রয়েছে আমাদের অতীত, আমাদের ভবিষ্যৎ, এবং এদের মধ্যকার সবকিছু। তোমার প্রভু কখনো ভুলেন না।

65 প্রভু আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর, এবং এদের মধ্যকার সবকিছুর; তোমরা তাঁর উপাসনা করবে এবং তাঁর উপাসনায় অবিচলতার সাথে অটল থাকবে। তুমি কি কাউকে জানো যে তাঁর সমান?

66 মানুষ জিজ্ঞেস করে, "আমি মরে যাবার পর, আমি কি পুনরায় জীবিত হব?"

67 মানুষ কি ভুলে যায় যে আমরা তাকে ইতোমধ্যেই সৃষ্টি করেছি, এবং সে কিছুই ছিল না?

নেতাদের প্রতি বিশেষ সতর্কীকরণ

68 তোমার প্রভুর শপথ, আমরা অবশ্যই তাদের তলব করবো, শয়তানের সাথে একসঙ্গে, এবং নরকের চারপাশে তাদের একত্র করবো, অপদস্থ অবস্থায়।

69 এরপর আমরা প্রত্যেক দল থেকে পরম দয়ালুর সবচেয়ে ঘোর বিরোধীদের বেছে নিব।

70 আমরা তাদেরকে খুব ভাল করেই জানি যারা সেখানে পোড়ার সবচেয়ে উপযুক্ত।

সকলে নরক দেখবে*

71 তোমাদের প্রত্যেকে অবশ্যই এটি দেখবে; এটা তোমার প্রভুর এক অনড় সিদ্ধান্ত।

১৯:৭১ পরিশিষ্ট ১১-এ যেমন বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, আল্লাহর আমাদের মহাবিশ্বে আবির্ভাবের পূর্বেই আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে। এটি হবে নরকের একটি অস্থায়ী স্বাদ, কারণ আল্লাহর অনুপস্থিতিই নরক। যখন আল্লাহ আসবেন (৮৯:২২), তখন ধার্মিকরা উদ্ধার পাবে। দেখুন ১৯:৭২।

72 এরপর আমরা সৎকর্মশীলদের উদ্ধার করবো, এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের এতে ছেড়ে দেবো, অপদস্থ অবস্থায়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ

73 যখন তাদের কাছে আমাদের প্রকাশনাবলি অবৃতি করা হয়, সুস্পষ্টভাবে, যারা অবিশ্বাস করে তারা যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে বলে, "আমাদের মধ্যে কারা অধিক সমৃদ্ধশালী? আমাদের মধ্যে কারা সংখ্যাগরিষ্ঠ?

74 তাদের আগে আমরা অনেক প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি; তারা ছিল অধিক ক্ষমতাবান, এবং অধিক সমৃদ্ধশালী।

75 বল, "যারা বিপথে যাওয়া পছন্দ করে, পরম দয়ালু তাদের পরিচালিত করবেন, যে পর্যন্ত না তারা দেখে যা তাদের অংগীকার করা হয়েছে- হয় শাস্তি নয়তো সেই ঘন্টা। ঠিক তখনই তারা দেখবে যে কে অধিকতর মন্দ অবস্থায় রয়েছে, এবং ক্ষমতায় দূর্বলতম।

76 আল্লাহ তাদের পথপ্রাপ্তি বাড়িয়ে দেন যারা পথপ্রাপ্ত হওয়া পছন্দ করে। কেননা ভাল কাজ তোমার প্রভুর দ্বারা চিরস্থায়ীভাবে পুরষ্কৃত হয়, এবং অনেক উত্তম প্রতিদান ফিরিয়ে আনে।

77 তুমি কি সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেছ যে আমাদের প্রকাশনাবলিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এরপর বলল, "আমাকে সম্পদ এবং সন্তানাদি দেয়া হবে"?!

78 সে কি ভবিষ্যৎ দেখেছে? সে কি পরম করুণাময়ের কাছ থেকে এমন কোন অঙ্গীকার নিয়েছে?

79 নিশ্চয়, আমরা সংরক্ষন করবো যা সে বলে, এরপর তাকে চিরবর্ধনশীল শাস্তিতে ফেলবো।

80 এরপর আমরা তার অধিকৃত সবকিছু উত্তরাধিকার করি, এবং সে আমাদের কাছে ফিরে আসে সম্পূর্ণ একা।

81 তারা আল্লাহর পাশে অন্য উপাস্যদের উপাসনা করে যাতে তাদের সাহায্যে আসতে পারে।

উপাস্যরা তাদের উপাসনাকারীদের প্রত্যাক্ষান করে

82 উলটো; তারা তাদের অপখোদা উপাসনা করাকে প্রত্যাখ্যান করবে, এবং তাদের শত্রু হয়ে যাবে।

83 তুমি কি দেখো না কিভাবে আমরা অবিশ্বাসীদের পিছনে শয়তানদের ছেড়ে দেই তাদের উত্তেজিত করতে?

84 অধৈর্য হইও না; আমরা তাদের জন্য প্রস্তুত করছি কিছু প্রস্তুতি।

85 সে দিন আসবে যখন আমরা পরম করুণাময়ের সামনে সৎকর্মশীলদের তলব করবো একটি দলে।

86 এবং আমরা অপরাধীদেরকে নরকের দিকে দলবদ্ধভাবে নিয়ে যাবো, তাদের চিরস্থায়ী আবাসে থাকার জন্য।

87 কেউ সুপারিশ করার অধিকার রাখবে না, তারা ব্যতীত যারা পরম করুণাময়ের আইনের অনুরুপ কাজ করবে।

ঘোর মিথ্যাচার

88 তারা বলল, “পরম করুনাময় পুত্র জন্ম দিয়েছেন!”

89 তোমরা এক ঘোর মিথ্যাচার উচ্চারণ করেছো।

90 আকাশমণ্ডলী যেন চূর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী যেন খন্ড-বিখন্ড হয়ে যাবে, এবং পর্বত যেন টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

91 কারণ তারা দাবী করে যে পরম করুনাময় পুত্র জন্ম দিয়েছেন।

92 এটা পরম করুনাময়কে মানায় না যে তিনি পুত্র জন্ম দিবেন।

93 আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রত্যেকে পরম করুনাময়ের বান্দা।

94 তিনি তাদের বেষ্টন করে আছেন, এবং তাদেরকে এক এক করে গুনে রেখেছেন।

95 পুনরুত্থান দিনে তারা সকলে তাঁর সামনে আসবে, পৃথকভাবে।

96 নিশ্চয়ই, যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন যাপন করে, পরম করুনাময় তাদের উপর ভালবাসা বর্ষণ করবেন।

97 আমরা এভাবে তোমার ভাষায় একে (কুরআন) সহজ করেছি, সৎকর্মশীলদের কাছে সুসংবাদ পৌঁছে দিতে, এবং প্রতিপক্ষকে এর দ্বারা সতর্ক করতে।

98 তাদের পূর্বে আমরা অনেক প্রজন্ম ধ্বংস করেছি; তুমি কি তাদের কাউকে অনুধাবন করো, অথবা তাদের কোন শব্দ শুনো?

SURA 20 · 135 VERSES

তঁ-হা

طه

TāHā

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 ত. হা.*

২০:১ কুরআনের অসাধারণ গাণিতিক অলৌকিকতার উপাদান হিসেবে এই কুরআনের আদ্যক্ষরগুলির ভূমিকা পরিশিষ্ট ১-এ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

2 তোমাকে কোন কষ্টে ফেলতে, আমরা তোমার কাছে কুরআন প্রকাশ করিনি।

3 শুধুমাত্র ভক্তদের স্মরণ করাতে।

4 পৃথিবী ও উর্ধ্ব আকাশমন্ডলীর সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে একটি প্রকাশনা।

5 পরম দয়ালু; তিনি সকল কর্তৃত্ব গ্রহন করেছেন।

6 আকাশমন্ডলী, ও পৃথিবীর সবকিছু, এবং এগুলোর মাঝের সবকিছু, এবং ভূপৃষ্ঠের নিম্নস্থ সবকিছু তাঁর অধীন।

7 তুমি তোমার প্রত্যয় প্রকাশ করো (বা না করো) তিনি জানেন গোপন বিষয়টি, এবং যা তার চেয়েও গভীরে লুকায়িত।

8 আল্লাহ : তাঁর পাশে অন্য কোন উপাস্য নেই। সবচেয়ে সুন্দর নামগুলো তাঁরই।

9 তুমি কি মুসার ইতিহাস লক্ষ্য করেছ?

10 যখন সে আগুন দেখল, সে তার পরিবারকে বলল, "এখানে থাকো। আমি আগুন দেখেছি। হয়তো আমি তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু নিয়ে আসতে পারি, অথবা আগুনের কাছে কিছু পথ-নির্দেশনা পেতে পারি।”

11 যখন সে এর কাছে এলো, তাকে ডাকা হলো, "হে, মুসা।

12 আমি তোমার প্রভু; তোমার জুতো খুলো। তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায়।

13 আমি তোমাকে পছন্দ করেছি, অতঃএব শুনো যা প্রকাশিত হচ্ছে।

14 "আমি আল্লাহ; আমার পাশে অন্যকোন উপাস্য নেই। তুমি কেবল আমারই উপাসনা করবে, এবং আমার স্মরনার্থে/আমাকে স্মরণ করতে সংযোগ প্রার্থণা (সালাত) পালন করবে।

বিশ্বের সমাপ্তি লুকানো নয়*

15 সেই সময় (বিশ্বের সমাপ্তি) নিশ্চিতই আসছে; একে আমি প্রায় গোপনই রাখবো। কেননা প্রত্যেক আত্মাকে এর কাজের পাওনা অবশ্যই পেতে হবে।

২০:১৫ "পৃথিবীর শেষ"-এর কথা কুরআন (আল্লাহর চূড়ান্ত বার্তা)-এ বলা হয়েছে, (১৫:৮৭)।

16 “তাদের দ্বারা এ থেকে বিচ্যুত হইও না যারা এতে বিশ্বাস করে না- যারা নিজেদের ধারনার অনুসরন করে - যাতে তোমার পতন না হয়।

17 “তোমার ডান হাতে এটা কি, মুসা?”

18 সে বলল, “এটি আমার লাঠি। আমি এতে ভর দেই, এটি দিয়ে আমার ভেড়া চরাই, এবং একে আমি অন্য কাজেও ব্যবহার করি।”

19 তিনি বললেন, “এটি নিচে ছুড়ো, মুসা।”

20 সে এটি নিচে ছুড়ঁলো, যারপর এটি পরিনত হলো একটি চলন্ত সাপে।

21 তিনি বললেন, তোলো এটা; ভয় পেয়ো না। আমরা একে এর আসল অবস্থায় ফিরিয়ে দেবো।

22 এবং তোমার হাত তোমার বাহুর নিচে রাখো; এটি নিখুঁত সাদা হয়ে বেড়িয়ে আসবে; আরেকটি প্রমান।

23 এভাবে আমরা তোমাকে আমাদের মহানিদর্শণগুলোর কিছু দেখাই।

24 ফেরাউন-এর কাছে যাও, কারণ সে সীমালংঘন করেছে।”

25 সে বলল, “আমার প্রভু, আমার মেজাজ শান্ত করুন।

26 এবং এ বিষয়টা আমার জন্য সহজ করে দিন।

27 এবং আমার মুখের জড়তা দূর করে দিন।

28 যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে।

29 এবং আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন সহকারী নিযুক্ত করে দিন।

30 আমার ভাই হারুন।

31 তাকে দিয়ে আমাকে শক্তিশালী করুন।

32 তাকে এই বিষয়ে আমার অংশীদার করুন।

33 যাতে আমরা প্রতিনিয়ত আপনার মহিমা প্রকাশ করতে পারি।

34 এবং প্রতিনিয়ত আপনার স্মরণ করতে পারি।

35 "আপনি আমাদের দ্রষ্টা।"

36 তিনি বললেন, "তোমার অনুরোধ মঞ্জুর করা হলো, হে মুসা।

37 আমরা তোমাকে আরেকবার অনুগ্রহ করেছিলাম।

38 যখন আমরা তোমার মায়ের কাছে যা প্রকাশ করার ছিল তা প্রকাশ করেছিলাম।

39 এ বলে যেঃ 'তাকে বাক্সে রাখো, এরপর তাকে নদীতে ভাসিয়ে দাও। নদী তাকে তীরে নিয়ে যাবে, আমার এবং তার একজন শত্রু তাকে তুলে নেবার জন্য।" আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা বর্ষণ করেছিলাম, এবং আমার সজাগ দৃষ্টির সামনেই আমি তোমাকে তৈরি করেছিলাম।

40 "তোমার বোন তাদের কাছে গেলো এবং বলল, 'আমি তোমাদেরকে একজন স্তন্যদানকারিনী মায়ের বিষয়ে বলতে পারি যে তার ভাল যত্ন নিতে পারবে।' এভাবে আমরা তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে সে খুশী হতে পারে এবং দুশ্চিন্তা বন্ধ করে। এবং তুমি যখন একটি আত্মাকে হত্যা করেছিলে, আমরা তোমাকে মর্মান্তিক পরিনাম থেকে রক্ষা করেছিলাম; নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করেছি। তুমি মাদিয়ানের লোকদের সাথে বছরের পর বছর থেকেছো, এবং এখন তুমি ফিরে এসেছ একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে।

41 আমি তোমাকে কেবল আমার জন্য গড়েছি।

42 তোমার ভাইয়ের সাথে যাও, আমার নিদর্শনাবলির সমর্থণ নিয়ে, এবং আমার স্মরনে শৈথিল্য করো না।

43 ফেরাউনের কাছে যাও, কারণ সে সীমালংঘন করেছে।

44 তার সাথে সুন্দর করে কথা বল; সে হয়তো উপদেশ গ্রহন করবে, অথবা শ্রদ্ধাশীল হয়ে যাবে।"

45 তারা বলল, "আমাদের প্রভু, আমরা ভয় করি যে সে হয়তো আমাদের আক্রমন করবে, অথবা সীমালংঘন করবে।"

46 তিনি বললেন, "ভয় পেয়ো না, কারণ আমি তোমাদের সাথে থাকবো, শুনতে এবং দেখতে থাকবো।

47 তার কাছে যাও এবং বল, "তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমরা দু'জন বার্তাবাহক। ইসরাইলের সন্তানদের যেতে দাও। তাদেরকে নিপীড়ন করা থেকে তোমাকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমরা একটি নিদর্শন এনেছি, এবং শান্তিই তাদের নিয়তি যারা পথ-নির্দেশনায় মনোযোগ দেয়।

48 “আমাদের প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে শাস্তি অনিবার্যভাবে আঘাত করবে তাদেরকে, যারা অবিশ্বাস করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়।”

49 সে বলল, "কে তোমার প্রভু, হে মুসা। "

50 সে বলল, “আমাদের প্রভু সেই সত্ত্বা যিনি সবকিছুকে এর অস্তিত্ব, এবং এর পথ-নির্দেশনা দান করেছেন।"

51 সে বলল, “অতীত প্রজন্মের কি হবে?"

52 সে বলল, "তার জ্ঞান আছে আমার প্রভুর একটি নথিভুক্ত আছে। আমার প্রভু কখনো ভুল করেন না, না তিনি ভুলে যান।"

53 তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য করেছেন, এবং এতে তোমাদের জন্য রাস্তা খোদাই করে দিয়েছেন। এবং তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন যা দিয়ে আমরা বহু ধরণের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি।

54 খাও এবং তোমাদের পালিত পশুদের প্রতিপালন কোর। এগুলো তাদের জন্য যথেষ্ট প্রমান যারা বুদ্ধিমত্তার অধিকারী।*

২০:৫৪ যাদের বুদ্ধিমত্তা আছে তারা এই সত্যটি উপলব্ধি করে যে আমরা মহাকাশচারীদের মত যাদের পৃথিবী নামক 'মহাকাশযান'-এ করে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল। এই অস্থায়ী মহাকাশ ভ্রমণে যাত্রা করার সময় আল্লাহ আমাদের নবায়নযোগ্য খাদ্য, পানি, পোষা প্রাণী, বন্যপ্রাণী এবং পালিতপশু প্রদান করেছেন। 'মহাকাশযান পৃথিবী'-এর সাথে আমাদের জন্য আল্লাহর জীবিকার সাথে, আমরা আমাদের মহাকাশচারীদের যে দব্যসামগ্রী দেই তার তুলনা করুন (পরিশিষ্ট ৭)।

55 এর থেকে আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি, এর মধ্যে আমরা তোমাদের ফিরিয়ে দেবো, এবং এর থেকেই আরো একবার আমরা তোমাদের বের করে আনবো।

56 আমরা তাকে আমাদের সব প্রমান দেখালাম, কিন্তু সে অবিশ্বাস করলো এবং প্রত্যাক্ষান করলো।

57 সে বলল, “তুমি কি তোমার জাদু দিয়ে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে নিয়ে যেতে এসেছো, হে মুসা?

58 “আমরা অবশ্যই তোমাকে অনুরূপ জাদু দেখাবো। অতএব, সাক্ষাতের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করো যা না আমরা, না তুমি লঙ্ঘন করবে; একটি নিরপেক্ষ স্থানে।

59 সে বলল, "তোমাদের নির্ধারিত সময়টি হবে উৎসবের দি্নে। চল আমরা সবাই পূর্বাহ্নে একত্রিত হই।”

60 ফেরাউন তার বাহিনীকে তলব করলো, এরপর আসলো।

61 মুসা তাদের বলল, "দূর্ভাগ্য তোমাদের। তোমরা কি আল্লাহর সাথে লড়াই করতে মিথ্যা উদ্ভাবন করো এবং এভাবে তাঁর শাস্তি টেনে আনো? এমন মিথ্যা উদ্ভাবকেরা নিশ্চয় ব্যর্থ হবে।”

62 তারা নিজেদের মধ্যে বিবাদে জড়ালো, যখন তারা একান্তে পরামর্শ করছিলো।

63 তারা বলল, "এরা দু'জন যাদুকরের চেয়ে বেশি কিছু না যারা চায় তাদের যাদু দিয়ে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে নিয়ে যেতে, এবং তোমাদের আদর্শ জীবন-ব্যবস্থা ধ্বংস করতে।

64 চল আমরা একটি পরিকল্পনায় একমত হই এবং সম্মিলিতভাবে তাদের মুখোমুখি হই। আজকের বিজয়ীর কর্তৃত্ব থাকবে।

65 তারা বলল, "হে মুসা, হয় তুমি ছুঁড়ো, না হয় প্রথমে আমরা ছুড়ঁবো।

66 সে বলল, "তোমরা ছুঁড়ো। “যারপর, তাদের যাদুর কারণে তার কাছে এমন মনে হলো যেন তাদের দড়ি এবং লাঠিগুলো নড়ছিল।

67 মুসা কিছুটা ভয় পেয়ে গেলো।

68 আমরা বললাম, “কোন ভয় করো না। তুমি বিজয়ী হবে।

69 ছুঁড়ো, যা তুমি তোমার ডান হাতে ধরে আছো, এবং এটি গিলে ফেলবে যা তারা বানিয়েছে। যা তারা বানিয়েছে করেছে তা যাদুকরের কলা-কৌশলের চেয়ে বেশি কিছু নয়। যাদুকরের কাজ সফল হবে না।"

বিশেষজ্ঞরা সত্য চিনতে পারে

70 যাদুকরেরা সেজদায় লুটিয়ে পড়লো, এ বলে যে, "আমরা হারুন এবং মুসার প্রভুকে বিশ্বাস করি।"

71 সে বলল, “তোমরা কি তাকে আমার অনুমতি ছাড়াই বিশ্বাস করলে? সে নিশ্চয় তোমাদের প্রধান; যে তোমাদের যাদু শিখিয়েছে। আমি অবশ্যই তোমাদের বিপরীত দিকের হাত এবং পা কেটে ফেলবো। আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছে ক্রুশবিদ্ধ করবো। তোমরা দেখবে আমাদের মধ্যে কে নিকৃষ্ট শাস্তি আরোপ করতে পারে, এবং কে কার চেয়ে অধিক টিকে থাকে।”

72 তারা বলল, "আমাদের কাছে যে স্পষ্ট প্রমাণাদি এসেছে তার উপরে, এবং যেই সত্বা আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর আমরা তোমাকে পছন্দ করবো না। সুতরাং, তুমি যে বিচার করতে চাও করো। তুমি শুধু এই তুচ্ছ জীবনেই শাসন করতে পারো।

73 আমরা আমাদের প্রভুতে বিশ্বাস করেছি, যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের পাপ, এবং এই যাদু যা দেখাতে তুমি আমাদের বাধ্য করেছো। আল্লাহ আরো অনেক উত্তম এবং চিরস্থায়ী।

74 যেকেউ তার প্রভুর কাছে অপরাধী হয়ে আসে সে টেনে আনবে নরক, যেখানে সে কখনো মরে না, না জীবিত থাকে।

75 আর যারা তাঁর কাছে বিশ্বাসী হিসেবে আসে, যারা কিনা সৎকর্মশীল জীবন যাপন করেছে, তারা উচ্চ পদ অর্জন করে।

76 ইডেনের বাগানগুলো, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়, তাদের চিরকালের আবাস হবে। এমনই তাদের জন্য পুরষ্কার যারা নিজেদের পরিশুদ্ধ করে।

77 আমরা মুসাকে প্রত্যাদেশ করলাম: "আমার বান্দাদের বের করে নিয়ে যেতে নেতৃত্ব দাও, এবং তাদের জন্য সাগরে আঘাত করে একটি শুকনো রাস্তা বের করো। তোমরা ভয় পাবে না যে তোমরা ধরা পড়ে যাবে, না তোমরা উদ্বিগ্ন হবে।

78 ফেরাউন তার দল নিয়ে তাদের পিছু নিল, কিন্তু সাগর তাদের নিমজ্জিত করলো, যেমন তার নিয়তি ছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করা।

79 এভাবে, ফেরাউন তার লোকদের পথভ্রষ্ট করেছিলো; সে তাদের পথ-প্রদর্শণ করেনি।

80 হে ইসরাইলের সন্তানেরা, আমরা তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু থেকে উদ্ধার করেছিলাম, তোমাদেরকে সিনাই পর্বতের ডান পাশে তলব করেছিলাম, এবং আমরা তোমাদের কাছে মান্না ও কোয়েল অবতীর্ণ করেছিলাম।

81 আমরা যে ভাল জিনিস তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খাও, এবং সীমালঙ্ঘন করো না, যাতে না তোমরা আমার ক্রোধ টেনে আনো। যেকেউ আমার ক্রোধ টেনে আনে সে পতিত হয়েছে।

82 আমি অবশ্যই তাদের জন্য ক্ষমাশীল যারা অনুশোচনা করে, বিশ্বাস করে, সৎকর্মশীল জীবন যাপন করে, এবং দৃড়তার সাথে পথে থাকে।

ইসরাইলের সন্তানেরা বিদ্রোহ করলো

83 "কেন তুমি তোমার লোকদের থেকে তারাহুড় করে চলে গেলে, হে মুসা?"

84 সে বলল, "তারা আমার পিছনে নিকটেই আছে। আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি, আমার প্রভু, যাতে আপনি খুশি হোন।"

85 তিনি বললেন, "তুমি চলে আসার পর আমরা তোমার লোকদের পরীক্ষায় ফেলেছি, কিন্তু সামিরীয় ব্যক্তিটি তাদের বিভ্রান্ত করেছে।"

86 মুসা তার লোকদের কাছে ফিরে এল, রাগান্বিত ও হতাশ হয়ে, এই বলল যে, "হে আমার লোকেরা, তোমাদের প্রভু কি তোমাদেরকে একটি ভাল অংগীকার করেননি? তোমরা কি অপেক্ষা করতে পারলেনা? তোমরা কি তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে ক্রোধ টেনে আনতে চেয়েছিলে? এ কারনেই কি তোমরা আমার সাথে তোমাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছ?

87 তারা বলল, "আমরা ইচ্ছা করে তোমার সাথে আমাদের চুক্তি ভঙ্গ করিনি। কিন্তু আমাদের গহনা আমাদের জন্য বোঝা হয়ে গিয়েছিল, এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের বোঝাগুলো এর মধ্যে নিক্ষেপ করতে। এই পরামর্শই সামিরীয় ব্যক্তি দিয়েছিল।"

88 সে তাদের জন্য একটি খোদাইকৃত বাছুর বানিয়েছিল, যা বাছুরের মত ডাকতে সক্ষম ছিল।* তারা বলল, “এটি তোমাদের উপাস্য, এবং মুসার উপাস্য।”এভাবে, সে ভুলে গিয়েছিল।

২০:৮৮ এবং ৯৬ সামিরীয় (সামারিয়া এলাকার বাসিন্দা) সেই স্থানে গেল যেখানে আল্লাহ মুসার সাথে কথা বলেছিলেন এবং এক মুষ্টি ধুলো তুলে নিলেন যার উপর আল্লাহর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। এই ধুলো, গলিত সোনার সাথে মিশানোর ফলে সোনার মূর্তিটি একটি বাছুরের শব্দ পেয়েছিল।

89 তারা কি দেখতে পায়নি যে এটি না তাদের প্রতি সাড়া দিচ্ছিল, না এর কোন ক্ষমতা ছিল তাদের ক্ষতি করার, বা তাদের উপকার করার?

90 এবং হারুন তাদেরকে বলেছিল, "হে আমার লোকেরা, এটি তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা। পরম দয়ালুই তোমাদের একমাত্র প্রভু, তাই আমাকে অনুসরণ করো, এবং আমার আদেশ মান্য করো।”

91 তারা বলল, “আমরা এর উপাসনা চালিয়া যাব, যতক্ষণ না মুসা ফিরে আসে”।

92 (মুসা) বলল, “হে হারুন, যখন তুমি তাদেরকে বিপথে যেতে দেখলে, কিসে তোমাকে বাধা দিয়েছিল,

93 আমার নির্দেশ অনুসরণ করা থেকে? তুমি কি আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ?"

94 সে বলল, "হে আমার মায়ের সন্তান, আমাকে আমার দাড়ি আর মাথা ধরে টেনো না। আমি ভয়ে ছিলাম যে তুমি হয়তো বলবে, 'তুমি ইসরাইলের সন্তানদের বিভক্ত করেছ, এবং আমার আদেশ অমান্য করেছো।' "

95 সে বলল, “তোমার সমস্যা কি, হে সামারীয়?”

96 সে বলল, “আমি দেখেছিলাম যা তারা দেখতে পাইনি। আমি সেখান থেকে এক মুঠো (ধুলো) তুলে নিলাম যেখানে বার্তাবাহক দাড়িয়েছিল, এবং তা (স্বর্ণের বাছুরের সাথে মেশাতে) ব্যবহার করলাম। এটা করতেই আমার মন আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।*

97 সে বলল, “তাহলে যাও, এবং, তোমার সারাজীবনে কাছেও এসো না। (তোমার চূড়ান্ত বিচারের জন্য) তোমার একটি নির্ধারিত সময় আছে যা তুমি কখনো এড়াতে পারবে না। তোমার উপাস্যের দিকে তাকাও যেটাকে তুমি উপাসনা করতে; আমরা এটাকে পুড়িয়ে ফেলব এবং একে সাগরে নিক্ষেপ করবো, যেন তা চিরকাল সেখানে তলিয়ে থাকে।

আপনার খোদা কেবল একজন

98 তোমাদের একমাত্র উপাস্য আল্লাহ; সেই সত্ত্বা যারঁ পাশে অন্য কোন উপাস্য নেই। তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে ঘিরে আছে।

99 আমরা এভাবে তোমার কাছে অতীত প্রজন্মের কিছু সংবাদ বর্ননা করি। আমরা তোমার কাছে আমাদের পক্ষ থেকে একটি বার্তা প্রকাশ করেছি।

100 যারা তা উপেক্ষা করে তারা পুনরুত্থান দিনে (পাপের) বোঝা বহন করবে।

101 তারা সেখানে চিরকাল বাস করে; পুনরুত্থান দিনে কি এক শোচনীয় বোঝা!

102 ওটা সে দিন যখন শিঙায় ফু দেয়া হয়, এবং আমরা ঐ দিন অপরাধীদের তলব করি নীল বর্ণে।

103 নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে, তারা বলবে, “তোমরা (প্রথম জীবনে) দশ দিনের বেশি অবস্থান করোনি!”

104 তারা যা বলে তা সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অবগত। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে নির্ভুল সে বলবে, “তোমরা এক দিনের বেশি অবস্থান করোনি।”

পুনরুত্থান দিনে

105 তারা তোমাকে পাহাড় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, “আমার প্রভু এগুলো মুছে ফেলবেন।

106 তিনি এগুলোকে অনুর্বর, সমতল ভূমির মতো করে দিবেন।

107 এমনকি তুমি সেখানে সামান্যতম টিলাও দেখবে না, না কোন খাঁদ।”

108 ঐ দিনে, প্রত্যেকেই আহ্বানকারীকে অনুসরণ করবে, সামান্যতম বিচ্যুতি ছাড়া। পরম করুনাময়ের সামনে সব শব্দ স্থব্ধ হয়ে যাবে; তুমি ফিসফিস ছাড়া কিছু শুনতে পাবে না।

109 ঐ দিনে, সুপারিশ কোন কাজে আসবে না, তাদের ব্যতিত যারা পরুম করুনাময়ের দ্বারা অনুমোদিত, এবং যাদের কথা তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক হয়।

110 তিনি তাদের অতীত এবং ভবিষ্যৎ জানেন, যখন কেউ তাঁর জ্ঞান পরিবেষ্টন করে না।

111 সকল মুখমণ্ডল সমর্পণ করবে সেই জীবিত, চিরস্থায়ীর কাছে, এবং যারা তাদের সীমালংঘনের দ্বারা ভারাক্রান্ত, তারা ব্যর্থ হবে।

112 আর যারা সৎ কাজ করেছে, বিশ্বাসী অবস্থায়, তাদের কোন অবিচার বা দুর্দশার ভয় থাকবে না।

113 আমরা এভাবে এটি প্রকাশ করেছি, একটি আরবী কুরআন, এবং আমরা এতে সব রকমের ভবিষ্যদ্বানী উদ্ধৃত করেছি, যাতে তারা রক্ষা পেতে পারে, অথবা এটি হয়তো তাদের উপদেশ গ্রহনের কারণ হবে।

114 সবচেয়ে উচ্চে আল্লাহ, একমাত্র প্রকৃত রাজা। কুরআনের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না তোমার কাছে এটা প্রকাশ হওয়ার আগে, এবং বলো, “আমার প্রভু, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।”

মানুষ দৃঢ় অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়*

115 অতীতে আমরা আদমকে পরীক্ষা করেছি, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিলো, এবং আমরা তাকে সিদ্ধান্তহীন/ দ্বিধান্বিত পেয়েছিলাম।

২০:১১৫ যখন শয়তান আল্লাহর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিল (৩৮:৬৯), তখন আপনি এবং আমি শয়তানের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিইনি। আল্লাহ আমাদের এই পৃথিবীতে শয়তানের নিন্দা করে এবং আল্লাহর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বকে সমর্থন করে নিজেদের মুক্ত করার সুযোগ দিচ্ছেন (পরিশিষ্ট ৭)।

116 স্মরণ কর যে আমরা ফেরেশতাদের বলেছিলাম, “আদমের সামনে সেজদাবনত হও।”তারা সেজদাবনত হলো, শয়তান ছাড়া; সে প্রত্যাক্ষান করলো।

117 আমরা তারপর বললাম, “হে আদম, এ তোমার এবং তোমার স্ত্রীর একজন শত্রু। তাকে তোমাদেরকে স্বর্গ থেকে তাড়াতে দিও না, পাছে তোমরা দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে পড়ো।

118 তোমাদের নিশ্চয়তা দেয়া হল যে সেখানে কখনো ক্ষুধার্থ হবে না, না আশ্রয়হীন হবে।

119 না তোমরা সেখানে পিপাসার্ত হবে, না কোনরকম গরমে কষ্ট পাবে।'

120 কিন্তু শয়তান তার কাছে ফিসফিসিয়ে বলল, "হে আদম, চল আমি তোমাকে অমরত্ব এবং অন্তহীন রাজত্বের গাছটি দেখাই।"

121 তারা তা থেকে খেলো, যারপর তাদের দেহ তাদের কাছে দৃশ্যমান হয়ে পড়লো, এবং তারা স্বর্গের পাতা দিয়ে নিজেদের ঢাকার চেষ্টা করলো। আদম এভাবে তার প্রভুকে অমান্য করলো, এবং পতিত হলো।

122 পরবর্তীতে, তার প্রভু তাকে মনোনীত করলেন, তাকে উদ্ধার করলেন, এবং তাকে পথ দেখালেন।

123 তিনি বললেন, "এখান থেকে নেমে যাও, তোমরা সবাই। তোমরা একে অপরের শত্রু। আমার কাছ থেকে তোমাদের নিকট যখন পথ-নির্দেশনা আসে, যেকেউ আমার পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করবে সে বিপথে যাবে না, না কোন দুর্দশা ভোগ করবে।

অবিশ্বাসীদের জন্য: দুর্দশাময় জীবন অনিবার্য

124 আর যে-ই আমার বার্তা উপেক্ষা করবে, তার থাকবে দুর্দশাময় জীবন, এবং আমরা তাকে পুনরুত্থিত করবো, পুনরুত্থান দিনে, অন্ধ অবস্থায়।"

125 সে বলবে, "আমার প্রভু, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তলব করলেন, যখন আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম?"

126 তিনি বলবেন, "কারণ তুমি আমাদের প্রকাশনাবলি ভুলে গিয়েছিলে যখন সেগুলো তোমার কাছে এসেছিল, এখন তোমাকে ভুলে যাওয়া হয়েছে।"

127 এভাবে আমরা তাদেরকে প্রতিফল দেই, যারা সীমালঙ্ঘন করে এবং তোমার প্রভুর প্রকাশনাবলি বিশ্বাস করতে প্রত্যাখ্যান করে। পরকালের শাস্তি আরও অধিক মন্দ এবং চিরস্থায়ী।

128 তারা কি কখনো এটা উপলব্ধি করে যে, আমরা পূর্ববর্তী কতগুলো প্রজন্ম ধ্বংস করে দিয়েছি? তারা এখন তাদের বাড়ি-ঘরে বিচরন করছে, যারা তাদের পূর্বে ছিল। এগুলো তাদের জন্য নিদর্শন, যারা বুদ্ধিমত্তার অধিকারী।

129 যদি এটা তোমার প্রভুর পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনার কারণে না হতো, তবে তৎক্ষণাৎ তাদের বিচার করা হতো।

130 অতএব, তাদের কথার মুখে ধৈর্য ধরো, এবং তোমার প্রভুর প্রশংসা এবং মহিমা ঘোষণা করো সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের আগে। এবং রাতে তাঁর মহিমা ঘোষণা করো, সেই সাথে দিনের দুই প্রান্তে, যাতে তুমি সুখী হতে পারো।

131 এবং তাতে লোভ করো না যা আমরা অন্য লোকেদের দান করেছি। এমনই এই জীবনের অস্থায়ী অলংকার, যা দিয়ে আমরা তাদের পরীক্ষায় ফেলি। যা তোমার প্রভু তোমার জন্য প্রদান করেন, তা অনেক উত্তম, এবং চিরস্থায়ী।

মাতা-পিতার দায়িত্ব

132 তুমি তোমার পরিবারকে সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করতে নির্দেশ দেবে, এবং তা করতে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকবে। আমরা তোমার কাছে কোন জীবিকা চাই না; আমরাই তোমার জন্য প্রদান করি। চুড়ান্ত বিজয় সৎকর্মশীলদের।

কেন বার্তাবাহক পাঠান হয়?

133 তারা বলল, "সে যদি কেবল তার প্রভুর পক্ষ থেকে আমারদেরকে কোন অলৌকিক কিছু দেখাতে পারতো!”আগের বার্তাগুলোর সাথে তারা কি যথেষ্ট অলৌকিকতা পায়নি?

134 আমরা যদি এর আগেই তাদের ধ্বংস করে দিতাম, তারা বলত, "আমাদের প্রভু, আপনি যদি আমাদের কাছে কোন বার্তাবাহক পাঠাতেন, আমরা তাহলে আপনার প্রকাশনাবলি অনুসরণ করতাম, এবং এই লজ্জা ও অপদস্থতা এড়াতে পারতাম।

135 বল, "আমরা সবাই অপেক্ষা করছি, সুতরাং অপেক্ষা করো; তোমরা নিশ্চয় দেখবে, কারা সঠিক পথে আছে, এবং কারা সত্যই পথপ্রাপ্ত।

SURA 21 · 112 VERSES

নবীগণ

الأنبياء

Al-Anbyā′

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 দ্রুত ঘনিয়ে আসছে লোকদের জন্য হিসাব গ্রহনের সময়, কিন্তু তারা বেখবর, বিমুখ।.

নতুন প্রমানের প্রতি বিরোধিতা

2 যখন তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তাদের কাছে কোন প্রমান আসে, যা নতুন, তারা তা শুনে অমনোযোগী হয়ে।

3 তাদের মন অমনোযোগী। এবং সীমালংঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করেঃ “সে কি তোমাদের মতই একজন মানুষ নয়? যে যাদু তোমাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে তোমরা কি তা গ্রহন করবে?*

২১:৩ যদিও বাইবেল (মালাখি ৩:১) এবং কুরআন (৩:৮১) আল্লাহর প্রতিশ্রুত রাসুলের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে, যখন তিনি আবির্ভূত হন, 'একটি সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনা' দ্বারা সমর্থিত হয়ে(৭৪:৩০-৩৫), তবুও তিনি গাফিলতি এবং বিরোধিতার মুখোমুখি হন। কুরআনের এই অলৌকিক ঘটনার প্রতি আরবদের বিরোধিতার দ্বারা প্রমাণিত হয় প্রতিটি 'নতুন' প্রমাণের বিরোধিতা করা হবে। (অনুচ্ছেদ ১ এবং ২)।

4 সে বলল, “আমার প্রভু আকাশ এবং পৃথিবীতে প্রতিটি চিন্তা সম্পর্কে অবগত। তিনি শ্রোতা, সর্বজ্ঞ।”

5 তারা এমনকি বলল, “দৃষ্টিভ্রম, ” “সে এটা বানিয়েছে,”এবং, “সে একজন কবি। সে আগের বার্তাবাহকদের মতো আমাদের কাছে কোন অলৌকিকতা প্রদর্শন করুক।”

6 অতীতে আমরা কখনো কোন বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিনি। এই লোকেরা কি বিশ্বাসী?

7 আমরা তোমার আগে মানুষ ছাড়া কারো কাছে প্রত্যাদেশ দিয়ে পাঠাইনি। তাদের জিজ্ঞেস করো যারা ঐশীগ্রন্থ জানে, যদি তোমরা না জানো।

8 আমরা তাদের এমন দেহ দেইনি যা খাওয়া-দাওয়া করতো না, না তারা অমর ছিল।

9 তাদের প্রতি আমরা আমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলাম; আমরা তাদের রক্ষা করেছি, যাদেরকে আমরা চেয়েছি তাদের সাথে, এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।

10 আমরা তোমাদের কাছে তোমাদের বার্তা সংবলিত একটি ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি। তোমারা কি বোঝো না?

11 আমরা অনেক সম্প্রদায়কে তাদের সীমালঙ্ঘনের কারণে শেষ করে দিয়েছিলাম, এবং আমরা তাদের জায়গায় অন্য লোকদের প্রতিস্থাপন করেছিলাম।

12 যখন আমাদের প্রতিফল আসলো, তারা দৌড়ানো শুরু করলো।

13 দৌড়িও না, এবং তোমাদের বিলাসিতা ও অট্টালিকায় ফিরে আসো, কারন অবশ্যই তোমাদের হিসাব নেয়া হবে।

14 তারা বলল, "দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা আসলেই অন্যায়কারী ছিলাম"।

15 তাদের এই ঘোষনাই অব্যাহত ছিল, যতক্ষণ না আমরা তাদেরকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।

16 আমরা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী, এবং তাদের মধ্যকার সবকিছু শুধুমাত্র আমোদ-প্রমোদের জন্য তৈরি করিনি।

17 যদি আমাদের আমোদ-প্রমোদের দরকার হতো, আমরা এগুলোর কোনকিছু ছাড়াই তা শুরু করতে পারতাম, যদি তা-ই আমরা করতে চাইতাম।

18 বরং, সত্যকে সমর্থন করাই আমাদের পরিকল্পনা মিথ্যার উপর, একে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে। দুর্ভোগ তোমাদের প্রতি তোমাদের বলা কথার জন্য।

19 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই তাঁর, এবং তাঁর কাছে যারা রয়েছে তারা কখনো এতোটা উদ্ধত নয় যে তাঁকে উপাসনায করবে না, না তারা কখনো দ্বিধান্বিত করে/ গড়ি-মসি করে।

20 তারা রাত-দিন মহিমা প্রকাশ করে, কখনো ক্লান্ত না হয়ে।

এক আল্লাহ

21 তারা কি পৃথিবীতে কোন উপাস্য পেয়েছে যারা সৃষ্টি করতে পারে?

22 যদি এগুলোর (আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর) মধ্যে আল্লাহর পাশে অন্য উপাস্য থাকতো, সেখানে বিশৃঙ্খলা হতো। মহিমা আল্লাহর; পরম কর্তৃত্বময় প্রভু। তিনি তাদের দাবীর অনেক উর্ধ্বে।

কখনো আল্লাহর প্রজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন তুলবেনা

23 তিনি যা করেন তার কোনকিছু সম্পর্কে তিনি কখনই জিজ্ঞাসিত হবার নন, যেখানে অন্য সকলে প্রশ্ন করা হবে।

24 তারা কি তাঁর পাশে অন্য উপাস্যদের পেয়েছে? বল, "আমাকে তোমাদের প্রমান দেখাও।" এটি আমার প্রজন্মের প্রতি, পূর্ববর্তী সকল বার্তার সুসম্পন্নকারী একটি বার্তা। নিশ্চয়, তাদের অধিকাংশই সত্য চিনে না, একারনেই তারা এতো শত্রুভাবাপন্ন।

এক আল্লাহ/ এক বার্তা/ এক ধর্ম

25 আমরা তোমার আগে কোন বার্তাবাহক পাঠাইনি এই প্রত্যাদেশ ছাড়া যে: “আমি ছাড়া অন্যকোন উপাস্য নেই; তোমরা শুধু আমারই উপাসনা করবে।"

26 এরপরও, তারা বলল, "পরম করুনাময় পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছেন!” মহিমা তাঁরই। সকল (বার্তাবাহক তাঁর) সম্মানিত বান্দা।

27 তারা কখনো নিজ থেকে কিছু বলে না, এবং তারা যথাযথভাবে তাঁর আদেশ অনুসরণ করে।

সুপারিশের মিথ্যাগল্প

28 তিনি তাদের অতীত এবং তাদের ভবিষ্যৎ জানেন। তারা সুপারিশ করে না, তাদের ব্যতীত যারা তাঁর দ্বারা ইতিপূর্বেই স্বীকৃত হয়েছে, এবং তারা তাদের নিজেদের ব্যাপারেই চিন্তিত।*

২১:২৮ মধ্যস্থতার কাহিনী হল শয়তানের সবচেয়ে কার্যকর টোপ (পরিশিষ্ট ৮ দেখুন)।

29 যদি তাদের কেউ তাঁর পাশে কোন উপাস্য হবার দাবি করে, আমরা নরক দিয়ে তার প্রতিফল দেই; আমরা এভাবে পাপীদের প্রতিফল দেই।

বিগ ব্যাং তত্ত্ব নিশ্চিত*

30 অবিশ্বাসীরা কি অঅনুধাবন করে না যে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী একটি নিরেট ভর হয়ে ছিল যার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমরা অস্তিত্বে এনেছি এবং পানি থেকে আমরা সকল জীবন্ত জিনিস তৈরি করেছি। তারা কি বিশ্বাস করবে?

২১:৩০ বিগ ব্যাং তত্ত্ব এখন স্রষ্টার অব্যর্থ গাণিতিক কোড (পরিশিষ্ট ১) দ্বারা সমর্থিত। সুতরাং, এটি আর কোনও তত্ত্ব নয়; এটি একটি আইন, একটি প্রমাণিত সত্য।

31 এবং আমরা পৃথিবীতে ভারসাম্যকারী স্থাপন করেছি, পাছে তা তোমাদের নিয়ে উলটে পড়ে, এবং আমরা সেখানে সোজা রাস্তা স্থাপন করেছি, যাতে তারা পথ-নির্দেশনা পায়।

32 এবং আমরা আকাশকে একটি সুরক্ষিত ছাদ করেছি। এরপরও, তারা সেখানের সব নিদর্শনের প্রতি পুরোপুরি বেখেয়াল।

33 এবং তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন, এবং সূর্য ও চাঁদ; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে ভাসছে।

34 তোমার আগে আমরা কখনো কারো জন্য অমরত্বের নিয়ম করিনি; তোমার মৃত্যু হলে, তারা কি অমর?

35 প্রতিকূলতা এবং সমৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা তোমাদের পরীক্ষায় ফেলবার পর, প্রত্যেক আত্মা মৃত্যু আস্বাদন করবে, পরিশেষে আমাদের কাছে তোমরা ফিরে আসো।

সকল বার্তাবাহককে উপহাস করা হয়েছে

36 যারা অবিশ্বাস করে তারা যখন তোমাকে দেখে, তারা তোমাকে নিয়ে উপহাস করে: "এই কি সে, যে তোমাদের উপাস্যদের চ্যালেঞ্জ করে? "এদিকে, তারা পরম দয়ালুর বার্তায় পুরোপুরি অমনোযোগী থাকে।

37 মানুষ স্বভাবগতভাবে অধৈর্য। আমি অনিবার্যভাবে তোমাদেরকে আমার নিদর্শন দেখাব; এমন তাড়াহুড়ায় থেকো না।

38 তারা চ্যালেঞ্জ করে: "কোথায় সেই (শাস্তি), যদি তোমরা সত্যবাদী হও?"

39 যারা অবিশ্বাস করে তারা যদি শুধু তাদের নিজেদেরকে দেখতে পেত যখন তারা আগুন সরাতে চেষ্টা করে, তাদের মুখ এবং তাদের পিঠ থেকে ! কেউই তখন তাদের সাহায্য করবে না।

40 নিশ্চয়, এটি তাদের কাছে হঠাৎ আসবে, এবং তারা একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়বে। না তারা সেটা এড়াতে পারবে, না তারা কোন অবকাশ পাবে।

41 তোমার পূর্বেও বার্তাবাহকদের উপহাস করা হয়েছে, এবং, পরিনামে, যারা তাদের নিয়ে উপহাস করেছে তারা তাদের উপহাসের জন্য শাস্তি টেনে এনেছে।

অগ্রাধিকার নিয়ে দ্বিধাগ্রস্থতা

42 বল, "কে তোমাদের পরম দয়ালুর কাছ থেকে রক্ষা করতে পারবে রাতে অথবা দিনে? নিশ্চয়, তারা তাদের প্রভুর বার্তার প্রতি পুরোপুরি বেখবর।

43 তাদের কাছে কি উপাস্যরা আছে যারা আমাদের কাছ থেকে তাদের বাঁচাতে পারে? তারা এমনকি তাদের নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না। না তারা একে অন্যের সঙ্গ পাবে যখন তাদেরকে আমাদের মুখোমুখি হবার জন্য একত্রিত করা হবে।

44 এইসব লোকদের এবং তাদের পূর্বপুরুষদের জন্য আমরা জীবিকা প্রদান করেছি, বুড়ো বয়স পর্যন্ত। তারা কি দেখে না যে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দিন তাদেরকে সমাপ্তির কাছে নিয়ে যায়? তারা কি এই প্রক্রিয়া উল্টাতে পারে?

45 বল, "আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ অনুসারে।" কিন্তু, বধির ব্যক্তি ডাক শুনতে পারে না, যখন তাদের সতর্ক করা হয়।

46 যখন তোমার প্রভুর শাস্তির একটি নমুনা তাদের আঘাত করে, তারা অবলীলায় বলে, "আমরা আসলেই মন্দ ছিলাম"।

47 আমরা পুনরুত্থান দিনে বিচারের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করবো। কোন আত্মাই সামান্যতম অবিচার ভোগ করবে না। এমনকি একটি সরিষা বীজের সমতুল্য পরিমানেরও হিসাব নেয়া হবে। আমরা সবচেয়ে দক্ষ হিসাব গ্রহণকারী।

নবী মুসা এবং হারুন

48 আমরা মুসা এবং হারুনকে দিয়েছিলাম বিধান গ্রন্থ, একটি আলোকবর্তিকা, এবং একটি স্মারক সৎকর্মপরায়নদের জন্য।

49 যারা তাদের প্রভুকে ভক্তি করে, এমনকি তাদের একাকীত্বে, এবং তারা সেই ঘন্টার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন।

50 এটিও একটি বরকতময় স্মারক যা আমরা অবতীর্ণ করেছি। তোমরা কি একে প্রত্যাখ্যান করছো?

ইব্রাহিম

51 তার আগে, আমরা ইব্রাহিমকে তার পথ-নির্দেশনা এবং বুঝার ক্ষমতা প্রদান করেছিলাম, কারণ আমরা তার বিষয়ে পুরোপুরি অবগত ছিলাম।*

২১:৫১ ইব্রাহিম কি আল্লাহকে আবিষ্কার করার জন্য এতটাই বুদ্ধিমান ছিলেন, নাকি আল্লাহ তাকে বুদ্ধিমত্তা দিয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে তিনি পরিত্রাণের যোগ্য? দেখা যাচ্ছে যে, এই সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছিল আমাদের মধ্যে যারা মুক্তির যোগ্য তাদের মুক্তি দেওয়ার জন্য। যখন ফেরেশতারা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে সমস্ত বিদ্রোহী, মানুষ এবং জিন, আল্লাহর রাজ্য থেকে বিতাড়িত করতে হবে, আল্লাহ বলেছিল, 'আমি যা জানি তোমরা তা জানো না' (২:৩০)। একই সাথে, এই পৃথিবী শয়তানের দেবতা হিসেবে অযোগ্যতার প্রমাণ দেয় (অনুচ্ছেদ ৭)।

52 সে তার পিতাকে এবং তার লোকদের বলল, "কি এই মূর্তিগুলো যেগুলোর প্রতি তোমরা নিজেদের উৎসর্গ করছো?"

53 তারা বলল, "আমরা আমাদের পিতা-মাতাদের দেখেছি এদের উপাসনা করতে।"

54 সে বলল, "নিশ্চয়, তোমরা এবং তোমাদের পিতা-মাতারা পুরোপুরি পথভ্রষ্ট হয়েছো।"

55 তারা বলল, "তুমি কি আমাদের সত্য বলছো, নাকি তামাশা করছো?"

56 সে বলল, "তোমাদের একমাত্র প্রভু হচ্ছেন আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর প্রভু, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন। এটা সেই সাক্ষ্য যার সাক্ষী আমি দেই।

57 "আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি, তোমাদের মূর্তিগুলোর সাথে আমার কিছু একটা করার পরিকল্পনা আছে, তোমরা চলে যাওয়া মাত্রই।"

58 সে সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে ফেলল, বড়টাকে ছাড়া, যাতে তারা সেটাকে জিজ্ঞেস করতে পারে।

59 তারা বলল, "যে-ই আমাদের উপাস্যদের সাথে এরকম করেছে, সে আসলেই সীমালংঘনকারী।"

60 তারা বলল, "আমরা এক তরুনকে শুনেছি এগুলোকে হুমকি দিতে; তার নাম হলো ইব্রাহিম।

61 তারা বলল, তাকে সকল লোকের চোখের সামনে আনো; যাতে তারা সাক্ষী দিতে পারে।"

62 তারা বলল, "তুমি কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরকম করেছ, হে ইব্রাহিম?"

ইব্রাহিম তার বক্তব্য প্রমান করে

63 সে বলল, "এটা তো ঐ বড়টা করেছে। তাদেরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, যদি তারা কথা বলতে পারে।"

64 তারা অবাক হয়ে গেলো, এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো, "নিশ্চয়, তোমরাই সীমালঙ্ঘন করছিলে।"

65 এরপরও, তারা তাদের পুরনো ধারণায় ফিরে গেল: "তুমি ভাল করেই জানো যে এরা কথা বলতে পারে না।"

66 সে বলল, "তবে কি তোমরা আল্লাহর পাশে তার উপাসনা করো যা তোমাদের উপকার বা ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা রাখে না?

67 আল্লাহর পাশে অন্য উপাস্যদের উপাসনা করে তোমরা লাঞ্চনা টেনে এনেছ। তোমরা কি বোঝো না?"

প্রগাড় নিদর্শন

68 তারা বলল, "তাকে পুড়িয়ে ফেলো এবং তোমাদের উপাস্যদের সমর্থন করো, যদি তোমরা এটাই করার সিদ্ধান্ত নাও।"

69 আমরা বললাম, "হে আগুন, ইব্রাহিমের জন্য শীতল এবং নিরাপদ হয়ে যাও।"*

২১:৬৯ "শীতল", "কিন্তু নিরাপদ" না থাকলে ইব্রাহিম জমে যেতেন।

70 এভাবে, তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলো, কিন্তু আমরা তাদেরকেই পরাজিত করে দিয়েছিলাম।

71 আমরা তাকে রক্ষা করেছিলাম, এবং আমরা রক্ষা করেছিলাম লূতকে, সেই ভূমিতে নিয়ে যা আমরা সকল লোকদের জন্য অনুগ্রহময় করেছিলাম।

72 এবং আমরা তাকে ইসহাক ও ইয়াকুবকে দিয়েছিলাম উপহার হিসেবে, এবং আমরা তাদের উভয়কে সৎকর্মশীল করেছিলাম।

ইব্রাহিম : ইসলামের সকল ধর্মীয় অনুশাসণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন

73 আমরা তাদেরকে ইমাম বানিয়েছিলাম যারা আমাদের প্রত্যাদেশ অনুসারে পথ দেখাতো, এবং আমরা তাদের শিখিয়েছিলাম কিভাবে সৎকর্ম করতে হয়, এবং কিভাবে সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) এবং বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) পালন করতে হয়।* আমাদের কাছে, তারা নিবেদিত উপাসনাকারী ছিল।

২১:৭৩ যখন কুরআন নাজিল হয়েছিল, তখন ইব্রাহিমের মাধ্যমে সমস্ত ধর্মীয় কর্তব্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (২:১২৮, ১৬:১২৩, ২২:৭৮)।

লূত

74 লূতের ক্ষেত্রে, আমরা তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান প্রদান করেছিলাম, এবং আমরা তাকে সেই সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করেছিলাম যারা নিদারুণ ঘৃণ্য কাজ চর্চা করতো; তারা ছিল অন্যায়কারী এবং মন্দ লোক।

75 আমরা তাকে আমাদের অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করিয়েছিলাম, কারণ সে ছিল সৎকর্মপরায়ন।

নূহ

76 এবং, এর আগে, নূহ ডেকেছিল এবং আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। আমরা তাকে এবং তার পরিবারকে সেই মহা দূর্যোগ থেকে বাঁচিয়েছিলাম।

77 আমরা তাকে সে লোকদের বিপক্ষে সমর্থন দিয়েছিলাম যারা আমাদের প্রকাশনাবলি প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা ছিল মন্দ লোক, তাই আমরা তাদের সকলকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

দাউদ এবং সোলায়মান

78 আর দাউদ এবং সোলায়মান, একবার তারা যখন বিচার করেছিলো কোন একজনের ফসল নিয়ে যা আরেকজনের ভেড়া নষ্ট করেছিলো। আমরা তাদের বিচার প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

79 আমরা সোলায়মানকে সঠিক বুঝ দিয়েছিলাম, যদিও আমরা তাদের দু'জনকেই প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম। (আল্লাহর) মহিমা প্রকাশে আমরা দাউদের সেবায় নিযুক্ত করেছিলাম পাহাড়দেরকে, সেই সাথে পাখিদেরও। আমরা এটাই করেছিলাম।

80 এবং যুদ্ধে তোমাদের রক্ষা করতে আমরা তাকে ঢাল বানানোর কৌশল শিখিয়েছিলাম। তবে কি তোমরা কৃতজ্ঞ ?

81 সোলায়মানের জন্য, আমরা তার আয়ত্তে এনে দিয়েছিলাম বায়ুকে যা তার ইচ্ছামতো আন্দোলিত এবং প্রবাহিত হতো, সে একে তার ইচ্ছামতো নির্দেশ করতে পারতো, তার পছন্দের যে কোন ভূমিতে, এবং আমরা এমন ভূমিকে তার জন্য ধন্য করতাম। আমরা সব বিষয়ে পুরোপুরি অবগত।

82 এবং শয়তানদের মধ্যে ছিল তারা যারা তার জন্য ডুব দিতো (সাগর থেকে উত্তোলন করতে), অথবা তা-ই করতো যা সে তাদেরকে করতে আদেশ করতো। আমরা তার সেবায় তাদের নিযুক্ত করেছিলাম।

আয়ুব

83 এবং আয়ুব তার প্রভুর কাছে মিনতি করেছিল: "আমি দূর্দশা পীড়িত হয়েছি, এবং, সকল দয়ালুর মধ্যে, আপনি সবচেয়ে দয়ালু।

84 আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম, তার দূর্দশা দূর করেছিলাম, এবং তার জন্য তার পরিবারকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, এমনকি দ্বিগুণ আকারে। সেটা ছিল আমাদের পক্ষ থেকে দয়া, এবং উপাসনাকারীদের জন্য একটি স্মারক।

85 আরও, ইসমাইল, ইদ্রিস, জুল-কিফল; সকলেই ছিল অবিচল, ধৈর্যশীল।

86 আমরা তাদেরকে আমাদের দয়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়েছিলাম, কারণ তারা ছিল সৎকর্মশীল।

ইউনুছ

87 এবং জান-নূন (ইউনুছ, যার নামে 'ন' আছে), প্রতিবাদে তাকে দেওয়া বিশেষ কাজ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল, এই ভেবে যে আমরা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না, শেষ পর্যন্ত সে (বড় মাছের পেটের) অন্ধকার থেকে অনুনয় করতে লাগলো: "আপনি ছাড়া অন্যকোন উপাস্য নেই। আপনি মহিমান্বিত। আমি এক গুরুতর পাপ করেছি।

88 আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম, এবং তাকে সেই সংকট থেকে রক্ষা করেছিলাম; আমরা এভাবে বিশ্বাসীদের রক্ষা করি।

জাকারিয়া এবং ইয়াহিয়া

89 এবং জাকারিয়া তার প্রভুর কাছে মিনতি করেছিল: "আমার প্রভু, আমাকে উত্তরাধিকার শূন্য করে রাখবেন না, যদিও আপনিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী।”

90 আমরা* তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহিয়া; আমরা তার জন্য তার স্ত্রীকে সারিয়ে দিয়েছিলাম। সেটা এ কারনে যে তারা সৎকর্ম করতে ঝাঁপিয়ে পড়তো, এবং আমাদের কাছে অনুনয় করতো আনন্দের সময়ে, একই সাথে ভয়ের সময়। আমাদের কাছে, তারা ছিল ভক্ত।

২১:৯০ সমগ্র কুরআন জুড়ে বহুবচন কালের ব্যবহার ফেরেশতাদের অংশগ্রহণকে নির্দেশ করে। ৩:৩৯ এবং বাইবেল থেকে স্পষ্ট যে ফেরেশতারা জাকারিয়ার সাথে ব্যাপক মধ্যস্থতা করেছিলেন, যার মাধ্যমে তারা তাকে যোহনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। পরিশিষ্ট ১০ দেখুন।

মরিয়ম এবং ঈসা

91 তার ক্ষেত্রে যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল, আমরা তার মধ্যে আমাদের রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম, আর এভাবে, আমরা তাকে এবং তার পুত্রকে পুরো বিশ্বের জন্য একটি নিদর্শন করেছিলাম।

এক আল্লাহ / এক ধর্ম

92 তোমাদের ধর্মগোষ্ঠী তো এক ধর্মগোষ্ঠী, এবং কেবল আমিই তোমাদের প্রভু; তোমরা একমাত্র আমার উপাসনা করবে।

93 কিন্তু, তারা নিজেদেরকে বিতর্কিত ধর্মে বিভক্ত করে ফেলল। (বিচারের জন্য) তারা সকলে আমাদের কাছে ফিরে আসবে।

94 আর যারা সৎ-কাজ করে, বিশ্বাসী অবস্থায়, তাদের কাজ বিফলে যাবে না; আমরা তা লিপিবদ্ধ করছি।

95 আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি এমন কোন জনপদের জন্য আবার ফিরে আসা নিষেধ।

বিশ্বের সমাপ্তি*

96 যতক্ষণ না ইয়াজুজ এবং মাজুজ পুনরাবির্ভুত হয়,* তখন তারা ফিরবে- তারা সবদিক থেকে আসবে।

২১:৯৬ কুরআনে আল্লাহর গাণিতিক অলৌকিকতার (পরিশিষ্ট ১) কারণে, ২২৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আমেরিকা হবে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র এবং বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ কুরআনে বিশ্বাস করবে (৯:৩৩, ৪১:৫৩, ৪৮:২৮, ৬১:৯)। ইয়াজুজ ও মাজুজ (দুষ্ট সম্প্রদায়ের রূপক নাম), পৌত্তলিকতার একমাত্র ঘাঁটি হবে এবং তারা আত্মসমর্পণকারীদের আক্রমণ করবে। তখনই পৃথিবী ধ্বংস হবে (১৫:৮৭, ১৮:৯৪, পরিশিষ্ট ২৫)।

প্রতিটি সূরার শেষের আগে ১৮:৯৪ এবং ২১:৯৬, ১৭টি আয়াতে ইয়াজুজ ও মাজুজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; এটি তাদের আবির্ভাবের সময় নির্দেশ করতে পারে।

97 তখনই সেই অনিবার্য ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে, এবং অবিশ্বাসীরা আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবেঃ "দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা বেখবর হয়ে ছিলাম। নিশ্চয়, আমরা অন্যায়কারী ছিলাম"।

পরকাল

98 তোমরা এবং আল্লাহর পাশে যাদেরকে তোমরা উপাসনা করো, তারা নরকের জ্বালানি হবে; এটাই তোমাদের অনিবার্য নিয়তি।

99 ঐগুলো যদি উপাস্য হতো, তারা শেষ পর্যন্ত নরকে যেতো না। এর সব বাসিন্দারা এর মধ্যে চিরকাল বাস করবে।

100 তারা সেখানে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে এবং আর্তনাদ করবে, এবং তারা কোনো সংবাদ পাবেনা।

101 আর যারা আমাদের চমৎকার পুরস্কার অর্জন করবে, তারা এর থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

সৎ-কর্মশীল

102 তারা এর হিস-হিস শব্দ শুনবে না। তারা এক বাসস্থান উপভোগ করবে যেখানে তারা যা কিছু আকাঙ্ক্ষা করবে তাই পাবে, চিরকাল।

103 সেই মহা আতঙ্ক তাদেরকে চিন্তিত করবে না, এবং স্বর্গ-দূতেরা তাদেরকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করবেঃ "এটা তোমাদের দিন, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে"।

পুনরুত্থান দিন

104 সেই দিনে, আমরা আকাশকে গুটিয়ে নেব, একটা বই গুটিয়ে নেয়ার মত। ঠিক যেভাবে আমরা প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, আমরা তার পুনরাবৃত্তি করবো। এটা আমাদের অঙ্গীকার; আমরা অবশ্যই তা সম্পাদন করবো।

105 আমরা যবুরে প্রকাশ করেছি, সেই সাথে অন্যান্য ঐশী-গ্রন্থে, যে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে আমার সৎ-কর্মশীল উপাসনাকারীরা।

106 এটা সেসব লোকদের জন্য একটি ঘোষণা যারা উপাসনাকারী।

107 পুরো দুনিয়ার প্রতি আমাদের দয়া থেকে আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি।

108 ঘোষণা করো, "আমাকে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ দেওয়া হয়েছে যে তোমাদের খোদা একজনই। তবে কি তোমরা নিজেদেরকে সমর্পণ করবে?

109 যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বল, “আমি তোমাদেরকে যথেষ্ট সতর্ক করেছি, এবং আমার কোন ধারনা নেই কতটা শীঘ্র বা দেরিতে (শাস্তি) তোমাদের কাছে আসবে।

110 “তিনি পরিপূর্ণ অবগত তোমাদের প্রকাশ্য বক্তব্যের ব্যাপারে, এবং তিনি পরিপূর্ণ অবগত সে সবকিছু সম্পর্কে, যা তোমরা গোপন করো।

111 “যতো দূর আমি জানি, এই দুনিয়া তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা, এবং একটি সাময়িক উপভোগ”।

112 বল, “আমার প্রভু, আপনার বিচার পূর্ণ ন্যায়বিচার। আমাদের প্রভু পরম করুণাময়, তোমাদের দাবীর মুখে শুধুমাত্র তাঁর সাহায্য অন্বেষণ করি”।

SURA 22 · 78 VERSES

হজ্ব

Al-Hajj

الحج

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 হে লোকেরা, তোমারদের উচিত তোমাদের প্রভুকে ভক্তি করা, কারন সেই সময়ের কম্পন ভয়াবহ।

2 যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, এমনকি একজন স্তন্য দানকারিণী মাও তার শিশুকে পরিত্যাগ করবে, এবং একজন অন্তঃসত্ত্বা নারী গর্ভপাত করবে। তুমি লোকদের টলমল করে হাটঁতে দেখবে, যেন তারা মাতাল, যদিও তারা মাতাল নয়। এটা এ কারনে যে আল্লাহর শাস্তি খুবই ভয়ানক।

3 লোকেদের মধ্যে, এমনও আছে যারা আল্লাহর ব্যাপারে তর্ক করে জ্ঞান ছাড়াই, এবং প্রত্যেকটি বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে।

4 এটা নিয়ম করা হয়েছে যে, যেকেউ তার সাথে মিত্রতা করে, তাকে সে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে নরকের যন্ত্রণার দিকে পথ দেখাবে।

কোথা হতে আমরা এসেছি?

5 হে লোকেরা, যদি পুনরুত্থানের ব্যাপারে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, (স্মরণ করো যে) আমরা তোমাদের ধুলো থেকে সৃষ্টি করেছি, এবং পরবর্তীতে এক অতি ক্ষুদ্র ফোঁটা থেকে, যা এক ঝুলন্ত (ভ্রুনে) পরিণত হয়, এরপর এটি পরিনত হয় একটি মানবাকৃতির ভ্রুনে যাতে জীবন দেওয়া হয় অথবা জীবনহীন গণ্য করা হয়। আমরা এভাবে তোমাদের জন্য বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করি। আমরা গর্ভে স্থাপন করি যা আমাদের ইচ্ছা একটি পূর্ব নির্ধারিত সময়ের জন্য।* এরপর আমরা তোমাদের নবজাতক হিসেবে বের করে আনি, এরপর তোমরা প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছাও। যেখানে তোমাদের কেউ কেউ যৌবনে মারা যাও, অন্যরা নিকৃষ্ট বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকো, শুধুমাত্রে এটা দেখার জন্য যে একটি নির্দিষ্ট সীমার পর কোন জ্ঞান আহরণ করা যায় না। আবার, তোমরা একটি ভুমিকে দেখো যা কিনা মৃত, এরপর যখনই আমরা এতে পানি বর্ষণ করি, এতে জীবন স্পন্দিত হয় এবং সকল প্রকার সুন্দর উদ্ভিদ জন্মায়।

২২:৫ কুরআনের গাণিতিক অলৌকিক ঘটনা ১৯ সংখ্যার উপর ভিত্তি করে। দেখা যাচ্ছে, এই সংখ্যাটি তাঁর সৃষ্টির উপর স্রষ্টার স্বাক্ষর সরূপ। সুতরাং, আপনার এবং আমার শরীরে ২০৯টি হাড় রয়েছে (২০৯=১৯x১১)।

একটি পূর্ণকালীন ভ্রূণের গর্ভাবস্থার সময়কাল ২৬৬ দিন (১৯x১৪) (ল্যাংম্যানস মেডিকেল এমব্রায়োলজি, টি. ডব্লিউ. স্যাডলার, পৃষ্ঠা ৮৮, ১৯৮৫)।

6 এটা প্রমান করে যে আল্লাহ সত্য, এবং যে তিনি মৃতকে জীবিত করেন, এবং যে তিনি সর্বশক্তিমান।

7 এবং যে সেই সময় আসছে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, এবং যে আল্লাহ পুনরুজ্জীবিত করেন, তাদেরকে, যারা কবরে রয়েছে।

এক নিত্য ঘটনা

8 লোকদের মধ্যে রয়েছে সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করে জ্ঞান ছাড়া, এবং পথ নির্দেশনা ছাড়া, এবং কোন জ্ঞানালোকপূর্ণ ঐশী-গ্রন্থ ছাড়া।

9 দাম্ভিকতার সাথে সে সংগ্রাম করে আল্লাহর পথ থেকে লোকদের সরিয়ে দিতে। এই ভাবে সে এ জীবনে অপমান টেনে আনে, এবং পুনরুত্থান দিনে আমরা তাকে দহন যন্ত্রণায় সোপর্দ করবো।

10 এটা তাই যা তোমার হাত তোমার জন্য পাঠিয়েছে। আল্লাহ কখনই লোকদের প্রতি অন্যায়কারী নন।

সুসময়ের বন্ধু

11 লোকদের মধ্যে রয়েছে সে ব্যক্তি যে শর্তসাপেক্ষে আল্লাহর উপাসনা করে। যদি সবকিছু তার মত অনুযায়ী যায়, সে সন্তুষ্ট। কিন্তু যদি কিছু দুর্দশা তার উপর পতিত হয়, সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এভাবে, সে এই জীবন এবং পরকাল উভয়ই হারায়। এটিই আসল ক্ষতি।

12 সে আল্লাহর পাশে তার উপাসনা করে যা তার ক্ষতি অথবা তার উপকার করার কোন ক্ষমতা রাখে না; এটিই আসল পথভ্রষ্টতা।

13 সে তার উপাসনা করে যা তার উপকারের চেয়ে ক্ষতি করার বেশি সম্ভাবনা রাখে। কি এক শোচনীয় প্রভু! কি এক শোচনীয় সঙ্গি!

14 যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে আল্লাহ তাদের প্রবেশ করাবেন প্রবাহিত ঝর্না সহ বাগানে। সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হয়।

সুখ এখন, এবং চিরকালের

15 যদি কেউ ভাবে যে আল্লাহ এই জীবনে এবং পরকালে তাকে পালন করতে পারবে না, তাকে সম্পূর্ণ ভাবে স্বর্গের (তার সৃষ্টিকর্তার) দিকে ফিরতে দাও, এবং ছিন্ন করতে দাও (অন্য কারো প্রতি তার নির্ভরশীলতা)। সে তখন দেখবে যে এই পরিকল্পনা অপসরণ করে যে কোন কিছু, যা তাকে কষ্ট দেয়।

16 এখানে, আমরা এভাবে স্পষ্ট প্রকাশনাবলী প্রকাশ করেছি, অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন।

আল্লাহঃ একমাত্র বিচারক

17 যারা বিশ্বাস করে, যারা ইহুদী, ধর্মান্তরিত, খ্রিষ্টান, জরথুস্ট্রীয়, এবং প্রতিমা উপাসকরা, আল্লাহই সেই স্বত্ত্বা যিনি পুনরুত্থান দিনে তাদের মধ্যে বিচার করবেন। আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন।

18 তুমি কি অনুধাবন করো না যে আল্লাহকে সেজদা করে আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর সবকিছু, এবং সূর্য, এবং চাঁদ, এবং তারাকারাজি, এবং পর্বতসমূহ, এবং বৃক্ষরাজি, এবং পশুকূল এবং অনেক লোকরা? লোকদের মধ্যে অন্য অনেকের ধ্বংস অবধারিত। যাকে আল্লাহ লজ্জিত করেন, কেউ তাকে সম্মান করবে না। সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে হয়।

নরক কতটা ভয়ঙ্কর!*

19 এই যে দুটি পক্ষ তাদের প্রভুর ব্যাপারে বিবাদ করছে। যারা অবিশ্বাস করে, তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হবে। নারকীয় তরল তাদের মাথার উপর ঢালা হবে।

২২:১৯-২২ যারা জাহান্নামে যাওয়ার জন্য জোর দিয়ে থাকে তারা অনিবার্যভাবে অভিযোগ করবে: 'আমরা যদি জানতাম যে এটি কতটা খারাপ, তাহলে আমরা ভিন্নভাবে আচরণ করতাম।' তাদের বলা হবে যে জাহান্নামের ভয়াবহতা তাদের সামনে ছবির মত, যদিও প্রতীকীভাবে, তুলে ধরা হয়েছে। এটি লক্ষ করা উচিত যে স্বর্গ এবং নরক প্রায় সর্বদা কুরআনে একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

20 এটা তাদের ভিতর গলিয়ে দেবে, সেই সাথে তাদের চামড়া।

21 তারা লোহার পাত্রে আবদ্ধ থাকবে।

22 যখনি তারা এমন দুর্দশা থেকে বের হতে চেষ্টা করবে, তাদের জোরপূর্বক তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবেঃ “দহন যন্ত্রণা আস্বাদন করো”।

স্বর্গের পরম সুখ

23 যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন প্রবাহিত ঝর্নাসহ বাগানে। তাদেরকে সেখানে সোনার ব্রেচলেট এবং মুক্তা দিয়ে সাজানো হবে, এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।

24 তাদেরকে উত্তম বাক্যের দিকে পরিচালিত করা হয়েছে; তারা পথপ্রদর্শিত হয়েছে পরম প্রশংসনীয়- এর পথে।

25 অবশ্যই, যারা অবিশ্বাস করে এবং অন্যদের বাধাঁ দেয় আল্লাহর পথ থেকে, এবং পবিত্র মসজিদ থেকে যা আমরা সকল লোকদের জন্য নির্ধারিত করেছি- হোক তারা স্থানীয় অথবা দর্শনার্থী - এবং একে দূষিত এবং কলুষিত করতে চায়, আমরা তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়ে পীড়িত করবো।

তীর্থ-যাত্রা (হজ্ব), ইসলামের সকল কর্তব্যের মত ইব্রাহিমের মাধ্যমে আদিষ্ট*

26 আমরা ইব্রাহিমকে পবিত্র গৃহ স্থাপন করতে নিযুক্ত করেছিলাম : "তুমি আমার পাশে অন্য কোন উপাস্যের উপাসনা করবে না, এবং আমার ঘর পবিত্র রাখবে তাদের জন্য যারা তা দর্শন করতে আসে, যারা এর নিকটে বাস করে, এবং যারা রুকু ও সেজদা করে।

২২:২৬-২৭ ইব্রাহিম ছিলেন আত্মসমর্পণের (ইসলামের) মুল বার্তাবাহক। ২২:৭৮ এবং পরিশিষ্ট ৯ দেখুন।

27 এবং ঘোষণা করো যে লোকেরা হজ্জ তীর্থযাত্রা পালন করবে।* তারা তোমার কাছে হেঁটে অথবা বিভিন্ন ক্লান্তিকর (পরিবহনে) চড়ে আসবে। তারা সর্বাধিক দূরবর্তী স্থান থেকে আসবে।

28 তারা বানিজ্যিক সুবিধা অন্বেষণ করতে পারে, এবং তারা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করবে তদেরকে পালিত পশু পশু প্রদান করার জন্য। "সেখান থেকে খাও এবং দুঃস্থ ও গরিবদের খাওয়াও"।

29 তারা তাদের কর্তব্য সম্পন্ন করবে, তাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে, এবং প্রাচীন পবিত্র গৃহটি দর্শন করবে।

30 যারা আল্লাহর আদেশক্রিত ধর্মানুষ্ঠানগুলো সম্মান করে তারা তাদের প্রভুর কাছে এক ভালো পুরস্কারের যোগ্য হয়েছে। সকল পালিত পশু তোমাদের খাদ্য হিসেবে আইনসিদ্ধ করা হল, সেগুলো ছাড়া যেগুলো তোমাদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তোমরা শিরক-এর জঘন্যতা এড়িয়ে চলবে, এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এড়িয়ে চলবে।

31 তোমরা তোমাদের একনিষ্ঠতা সম্পূর্ণরূপে কেবল আল্লাহর প্রতি বজায় রাখবে। যেকেউ আল্লাহর পাশে কোনো উপাস্য স্থাপন করে সে তার মতো যে আকাশ থেকে পড়লো, তারপর শকুনেরা তাকে ছিনিয়ে নিল, অথবা বাতাস তাকে এক গভীর গিরিখাতের মধ্যে উড়িয়ে নিয়ে ফেলল।

32 নিশ্চয়, যারা আল্লাহর আদেশক্রিত ধর্মানুষ্ঠানগুলোকে সম্মান করে তারা তাদের হৃদয়ের ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করলো।

তীর্থ যাত্রার (হজ্ব) সময় পশু উৎসর্গ*

33 (পালিত পশু) তোমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনেক উপকারিতা দেয়, প্রাচীন পবিত্র গৃহে দান করার আগে।

34 প্রত্যেক জনপদের জন্য আমরা ধর্মানুষ্ঠানের আদেশ করেছি যার দ্বারা তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাদেরকে পালনযোগ্য পশু প্রদান করার জন্য। তোমাদের উপাস্য এক এবং সেই একই উপাস্য। তোমরা সকলে তাঁর কাছে সমর্পিত হবে। অনুগতদের সুসংবাদ দাও।

35 তারা সে লোক যাদের হৃদয় আল্লাহর উল্লেখে কম্পিত হয়, তারা প্রতিকূলতার সময় দৃঢ়তার সাথে অবিচল, তারা সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করে, এবং তাদেরকে দেয়া আমাদের জীবিকা থেকে তারা দান করে।

36 আল্লাহর আদেশক্রিত ধর্মানুষ্ঠানগুলোর মধ্যে পশু কোরবানি রয়েছে তোমাদের নিজেদের ভালোর জন্য।* তোমরা এগুলোর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারন করবে যখন এরা সারিতে দাড়িয়ে থাকে। এগুলো কোরবানির জন্য উৎসর্গ হয়ে গেলে তোমরা এদের থেকে খাবে এবং গরীব ও অভাবীদের খাওয়াবে। এই জন্যই আমরা এগুলোকে তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে পারো।

২২:৩৬ তীর্থযাত্রীদের পশু উৎসর্গ তীর্থস্থানের পশু সম্পদ সংরক্ষণ করে। উল্লেখ্য, তীর্থযাত্রার সময় প্রায় ২০,০০,০০০ তীর্থযাত্রী মক্কায় সমবেত হন।

37 না তাদের মাংস, না তাদের রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায়। যা তাঁর কাছে পৌঁছায় তা হল তোমাদের সৎ-কর্মশীলতা। তিনি এগুলোকে তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন, যাতে আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে তোমার তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করো তোমাদের পথ প্রদর্শন করার জন্য। দানশীলদের সুসংবাদ দাও।

আল্লাহ বিশ্বাসীদের রক্ষা করেন

38 আল্লাহ তাদের পক্ষে থাকেন যারা বিশ্বাস করে। আল্লাহ কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে ভালোবাসেন না।

সিনেগগ, গির্জা এবং মসজিদ

39 তাদেরকে অনুমতি দেয়া হলো যারা নির্যাতিত হচ্ছে, যেহেতু তাদের উপর অবিচার করা হয়েছে, এবং আল্লাহ অবশ্যই তাদের সমর্থন করতে সক্ষম।

40 তারা তাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়েছিল অন্যায়ভাবে, অন্য কোন কারনে না শুধু এটুকু বলার জন্য "আমাদের প্রভু আল্লাহ"। যদি আল্লাহ কিছু লোককে সমর্থন না করতেন অন্যদের বিরুদ্ধে, মঠ, গির্জা, সিনেগগ এবং মসজিদগুলো- যেখানে আল্লাহর নাম প্রতিনিয়ত স্মরণ করা হয়-ধ্বংস হয়ে যেত। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ তাদের সমর্থন করেন যারা তাঁকে সমর্থন করে। আল্লাহ ক্ষমতাধর, সর্বশক্তিমান।

41 তারা হচ্ছে সেসব লোক, যাদেরকে যদি আমরা পৃথিবীতে শাসক হিসেবে মনোনীত করি, তারা সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) এবং বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) প্রতিষ্ঠা করবে, এবং সৎকর্মশীলতার ওকালতি করবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে। আল্লাহ চূড়ান্ত শাসক।

42 যদি তারা তোমাকে প্রত্যাক্ষান করে, তাদের আগে নুহের, আদের এবং সামুদের লোকেরাও অবিশ্বাস করেছিল।

43 ইব্রাহীমের লোকেরা এবং লুতের লোকেরাও।

44 এবং মাদিয়ানের বাসিন্দারা। মুসাকেও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। আমি ঐ সকল লোকদের সুযোগ দিয়ে রেখেছিলাম, এরপর আমি তাদেরকে হিসাবের জন্য ডেকেছিলাম; কেমন (ধ্বংসাত্মক) ছিল আমার শাস্তি!

45 অনেক জনপদ আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের অন্যায়ের কারনে। তারা শেষ পর্যন্ত ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছিল, নিথর কুয়া এবং বিশাল শূন্য প্রাসাদ সহ।

46 তারা কি পৃথিবী ঘুরে দেখেনি, এরপর তাদের মন ব্যবহার করে নি বোঝার জন্য, এবং তাদের কান ব্যবহার করেনি শোনার জন্য? নিশ্চয়, চোখের অন্ধত্ব প্রকৃত অন্ধত্ব নয়, বুকের ভেতরে হৃদয়ের অন্ধত্বই প্রকৃত অন্ধত্ব।

47 তারা তোমাকে শাস্তি আনার জন্য চ্যালেঞ্জ করে, এবং আল্লাহ কখনো তাঁর ভবিষদ্বানী পূর্ণ করতে ব্যর্থ হন না। তোমার প্রভুর এক দিন তোমাদের এক হাজার বছরের মত।

48 অতীতে অনেক জনপদ মন্দ কাজ করেছে, এবং আমি তাদেরকে কিছু সময়ের জন্য সুযোগ দিয়ে রেখেছিলাম, এরপর আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি। আমার দিকেই চূড়ান্ত নিয়তি।

আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহক (রাসূল)

49 বল, "হে লোকেরা, আমাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী হিসাবে"।*

২২:৪৯ এই আদেশটি বিশেষভাবে আল্লাহর প্রতিশ্রুত রাসূলকে নির্দেশ করে। এই সত্য এবং রাসূলের নির্দিষ্ট নামটি কুরআনে গাণিতিকভাবে কোড করা হয়েছে। অকাট্য প্রমাণ সহ বিস্তারিত তথ্য পরিশিষ্ট ২ এবং ২৬ এ দেখুন।

50 যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে তারা যোগ্য হয়েছে ক্ষমা এবং উদার প্রতিদানের।

51 আর যারা আমাদের প্রকাশনাবলীকে চ্যালেঞ্জ করতে সংগ্রাম করে, তারা নরক টেনে আনে।

একই প্রক্রিয়া*

52 তোমার আগে না আমরা পাঠিয়েছি কোন বার্তাবাহক, না কোন নবী, যার ইচ্ছায় শয়তান হস্তক্ষেপ করেনি। এরপর আল্লাহ তা অকার্যকর করেন যা শয়তান করেছে। আল্লাহ তাঁর প্রকাশনাবলীকে যথাযথ করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব থেকে জ্ঞানী।*

২২:৫২ এই পার্থিব পরীক্ষার সময়, শয়তানকে তার দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে (আমরা আমাদের দেহে শয়তানের প্রতিনিধি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি)। এটি মানুষকে আল্লাহর প্রমাণ এবং শয়তানের প্রমাণের মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেয়। শয়তানের প্রমাণ সর্বদা মিথ্যার উপর ভিত্তি করে। এটি ব্যাখ্যা করে যে শয়তানের এজেন্টরা ক্রমাগত প্রতিটি বার্তাবাহকের বিরুদ্ধে সবচেয়ে অযৌক্তিক মিথ্যা, অপমান এবং অভিযোগ নিয়ে আসে (দেখুন ৬:৩৩-৩৪, ৮:৩০, ১৭:৭৬-৭৭, ২৭:৭০)।

ভণ্ডরা বাদ পড়ে

53 তিনি এভাবে শয়তানের চক্রান্তকে তাদের জন্য একটি পরীক্ষা স্বরুপ করেন যারা তাদের হৃদয়ে সন্দেহ পোষণ করে, এবং যাদের হৃদয় কঠিন হয়ে পড়েছে। অন্যায়কারীরা অবশ্যই বিরোধী দলের সাথে থাকবে।

54 যারা জ্ঞান পেয়ে অনুগ্রহপ্রাপ্ত তারা তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে আসা সত্য চিনতে পারবে, এরপর তাতে বিশ্বাস করবে, এবং তাদের হৃদয় নির্দ্বিধায় তা গ্রহন করবে। অবশ্যই, আল্লাহ বিশ্বাসীদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

55 আর যারা অবিশ্বাস করে, তারা সন্দেহ পোষণ করতে থাকবে যতক্ষণ না সেই সময় হঠাৎ করেই তাদের কাছে চলে আসে, অথবা যতক্ষণ না এক ভয়ানক দিনের শাস্তি তাদের কাছে এসে যায়।

শয়তানের ক্ষণস্থায়ী রাজত্ব

56 সে দিন সকল সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহর হবে, এবং তিনি তাদের মধ্যে বিচার করবেন। তাদের ক্ষেত্রে যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে, তারা পরম সুখের বাগানগুলোর যোগ্য হয়েছে।

57 যখন যারা অবিশ্বাস করেছিল এবং আমাদের প্রকাশনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা টেনে এনেছে এক লজ্জাকর শাস্তি।

আল্লাহর উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করা

58 যারা আল্লাহর খাতিরে দেশ ত্যাগ করে, এর পর নিহত হয়, অথবা মারা যায়, আল্লাহ অবশ্যই তাদের প্রতি উত্তম জীবিকা দিবেন। আল্লাহ নিশ্চয় সর্বোত্তম জীবিকা প্রদানকারী।

59 অবশ্যই, তিনি তাদেরকে এমন জায়গায় প্রবেশ করাবেন যা তাদেরকে সন্তুষ্ট করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, কৃপাময়।

নিপীড়িতদের জন্য ঐশ্বরিক সাহায্য

60 এটা নিয়ম করা হয়েছে যে যদি কেউ তার উপর আরোপিত কোন অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করে, ন্যায়সঙ্গতভাবে, এরপর এর কারনে নির্যাতিত হয়, আল্লাহ অবশ্যই তাকে সমর্থন করবেন। আল্লাহ ক্ষমাকারী, ক্ষমাশীল।

আল্লাহর সর্বশক্তিমত্তা

61 এটি বাস্তবতা যে আল্লাহ রাতকে দিনের সাথে মিলিয়ে দেন, এবং দিনকে রাতের সাথে মিলিয়ে দেন, এবং যে আল্লাহ শ্রোতা, দ্রষ্টা।

62 এটি বাস্তবতা যে আল্লাহ হচ্ছেন সত্য, যেখানে তাঁর পাশে কোন উপাস্য স্থাপন করা হচ্ছে এক মিথ্যা দাড় করানো, এবং যে আল্লাহ সর্বোচ্চ, সর্বপ্রধান।

63 তুমি কি দেখো না যে আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন যা ভূমিকে সবুজে করে তোলে? আল্লাহ মহিমান্বিত, জ্ঞাতা।

64 তাঁর অধীনে রয়েছে আকাশ মণ্ডলীর সবকিছু এবং পৃথিবীর সবকিছু। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ সবচেয়ে ধনী, সবচেয়ে প্রশংসনীয়।

65 তুমি কি দেখনা যে আল্লাহ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীর সব কিছু? জাহাজগুলো মহাসাগরে তাঁর আদেশ মত চলে। তিনি আকাশস্থ বস্তুগুলোকে পৃথিবীর সাথে সংঘর্ষ হওয়া থেকে বিরত রাখেন, তাঁর আদেশ অনুসারে ব্যতীত। আল্লাহ লোকদের প্রতি পরম দয়ালু, পরম করুণাময়।

66 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, এরপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দেন, এরপর তিনি তোমাদেরকে জীবন ফিরিয়ে দেন। নিশ্চয়, মানুষ অকৃতজ্ঞ।

67 প্রত্যেক ধর্মগোষ্ঠীর জন্য, আমরা আদেশ করেছি কিছু ধর্মানুষ্ঠান যা তাদেরকে অবশ্যই পালন করতে হবে। অতএব, তাদের উচিত নয় তোমার সাথে তর্ক করা। তুমি তোমার প্রভুর দিকে সকলকে নিমন্ত্রন করতে থাকবে। অবশ্যই, তুমি সঠিক পথে রয়েছ।

68 যদি তারা তোমার সাথে তর্ক করে, তবে বল, “তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত”।

69 পুনরুত্থান দিনে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বিচার করবেন তোমাদের সকল বিতর্ক নিয়ে।

70 তোমরা কি উপলব্ধি করো না যে আল্লাহ আকাশমণ্ডলীর সবকিছু এবং পৃথিবীর সবকিছু জানেন? এই সবকিছু এক নথীতে নথিভুক্ত আছে। এটা করা আল্লাহর জন্য সহজ।

71 তবুও, তারা আল্লাহর পাশে উপাস্যদের উপাসনা করে যাতে তিনি কোন ক্ষমতা রাখেননি। সীমালঙ্ঘনকারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।

হিংস্রতা এবং যুদ্ধভাবাপন্নতাঃ অবিশ্বাসের লক্ষন

72 যখন আমাদের প্রকাশনাবলী তাদের কাছে আবৃত্তি করা হয়, স্পষ্টভাবে, তুমি তাদের মুখমণ্ডলে পাপ দেখতে পাবে যারা অবিশ্বাস করে। তারা তাদেরকে প্রায় আক্রমণই করে বসে যারা তাদের কাছে আমাদের প্রকাশনাবলী আবৃত্তি করে। বল, “আমি কি তোমাদেরকে আরও খারাপ কিছু সম্পর্কে জানাবো? আল্লাহ নরকের অঙ্গীকার করেছেন তাদের জন্য যারা অবিশ্বাস করে; কি এক শোচনীয় নিয়তি।"

তারা কি একটা মাছি সৃষ্টি করতে পারে?

73 হে লোকেরা, এই যে এক উপমা যা তোমাদেরকে অবশ্যই সতর্ককতার সাথে ভেবে দেখতে হবেঃ আল্লাহর পাশে তোমরা যে উপাস্যদের স্থাপন করো তারা একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না, এমনকি যদি তারা তা করতে একত্রে সঙ্গবদ্ধ হয়। উপরন্তু, যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু চুরি করে, তারা সেটা পুনরুদ্ধার করতে পারে না; অনুসরণকারী এবং অনুসৃত উভয়ই দূর্বল।

74 তারা আল্লাহকে মুল্যায়ন করে না যেভাবে তাঁকে মুল্যায়ন করা উচিৎ। আল্লাহ সবচেয়ে ক্ষমতাধর, সর্বশক্তিমান।

75 আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য থেকে বার্তাবাহকদের বাছাই করেন, একইভাবে মানুষদের মধ্য থেকেও। আল্লাহ শ্রোতা, দ্রষ্টা।

76 তিনি জানেন তাদের অতীত এবং তাদের ভবিষ্যৎ। আল্লাহর অধীনেই সবকিছুর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রন।

77 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, তোমরা রুকু করবে, সেজদা করবে, তোমাদের প্রভুর উপাসনা করবে, এবং সৎ কাজ করবে, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

ইব্রাহিমঃ ইসলামের আদি বার্তাবাহক*

78 তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করবে যেভাবে তাঁর উদ্দেশ্যে তোমাদের সংগ্রাম করা উচিত। তিনি তোমাদের পছন্দ করেছেন এবং তোমাদের উপর কোন কষ্ট আরোপ করেননি তোমাদের ধর্ম চর্চায় –তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্ম। সে-ই প্রথম তোমাদের নাম দিয়েছিল “মুসলিম’। সুতরাং, বার্তাবাহক তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে কাজ করবে, এবং তোমরা লোকেদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে কাজ করবে। অতএব, তোমরা সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করবে এবং বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) দেবে, এবং আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে; তিনি তোমাদের প্রভু, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সমর্থনকারী।

২২:৭৮ যদিও সকল নবী একই বার্তা প্রচার করেছিলেন, "একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করো", ইব্রাহিমই প্রথম নবী যিনি "আত্মসমর্পণ" (ইসলাম) এবং "আত্মসমর্পণকারি" (মুসলিম) শব্দ দুটি ব্যবহার করেছিলেন (২:১২৮)। "আত্মসমর্পণ" (ইসলাম) -এ আব্রাহামের অবদান কী ছিল? ১৬:১২৩ থেকে আমরা জানতে পারি যে "আত্মসমর্পণ"-এর সমস্ত ধর্মীয় কর্তব্য ইব্রাহিমের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল (পরিশিষ্ট ৯ এবং ২৬ দেখুন)।

SURA 23 · 118 VERSES

বিশ্বাসীগন

Al-Mu'minûn

المؤمنون

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 নিশ্চয়ই বিশ্বাসীরা সফলকাম।

2 যারা তাদের সংযোগ প্রার্থনা (সালাত)-এ ভক্তিপূর্ণ থাকে।

3 এবং তারা অনর্থক কথা এড়িয়ে চলে।

4 এবং তারা তাদের বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) প্রদান করে।

5 এবং তারা তাদের যৌন শুদ্ধতা বজায় রাখে।

6 তাদের যৌন সম্পর্ক থাকে শুধু তাদের জীবনসংগীদের সাথে, অথবা তাদের সাথে যারা তাদের জন্য বৈধ, ; সেক্ষেত্রে তারা দোষী হবে না।

7 যারা এইসব সীমা অতিক্রম করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।

8 যখন তাদেরকে কাছে কোন আমানত রাখা হয় অথবা কোন চুক্তি তারা করে, তারা আস্থাভাজন।

9 এবং তারা নিয়মিত তাদের সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করে।

10 উত্তরাধিকারীরা এমনই।

11 তারা স্বর্গের উত্তরাধিকারী হবে, যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করে।

নির্ভুল ভ্রূণবিদ্যা

12 আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এক বিশেষ ধরনের কাদামাটি থেকে ।

13 পরবর্তীকালে, আমরা তাকে এক অতি ক্ষুদ্র ফোঁটা থেকে পুনঃসৃষ্টি করেছি, যা এক সুরক্ষিত আধারে রাখা হয়।

14 এরপর আমরা ফোঁটাটিকে পরিণত করলাম ঝুলন্ত (ভ্রুনে), তারপর ঝুলন্ত (ভ্রুন) -কে পরিণত করলাম কামড়-সদৃশ (মানবাকৃতির ভ্রুনে), তারপর কামড়-সদৃশ (মানবাকৃতির ভ্রুন) থেকে সৃষ্টি করলাম হাড়, তারপর হাড়কে মাংস দিয়ে ঢেকে দিলাম। আমরা এভাবে এক নতুন সৃষ্টি তৈরি করি। পরম কল্যাণময় আল্লাহ, সর্বোত্তম সৃষ্টিকারী।

15 এরপর, পরবর্তীতে, তোমরা মারা যাও।

16 তারপর, পুনরুত্থান দিবসে তোমরা পুনরুত্থিত হবে।

সাতটি মহাবিশ্ব

17 আমরা তোমাদের উপর স্তরে স্তরে সাতটি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছি, এবং আমরা তাতে একটি সৃষ্টি সম্পর্কেও অনবগত নই।

আল্লাহর নিকট থেকে অসংখ্য অনুগ্রহ

18 আমরা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, যথাযথ পরিমাণে, এরপর আমরা তা ভূমির ভেতরে জমা করি। নিশ্চয়ই, আমরা তা সরিয়ে দিতে পারি।

19 এটি দিয়ে, আমরা তোমাদের জন্য উৎপন্ন করি খেজুর গাছ এবং আঙ্গুরের বাগান, সব রকমের ফল, এবং নানা ধরনের খাদ্য।

20 আবার, সিনাই এর স্থানীয় একটি গাছ তেল উৎপন্ন করে, সেই সাথে আহারকারীদের জন্য রুচি।

21 এবং পালনযোগ্য পশুসম্বদ থেকে তোমাদের একটি শিক্ষা নেওয়া উচিত। তাদের পেট থেকে আমরা তোমাদেরকে (দুধ) পান করতে দেই, তাদের থেকে তোমরা অন্যান্য সুবিধাও নিয়ে থাকো, এবং তাদের কতককে তোমরা খাদ্য হিসেবে নাও।

22 তাদের উপর, এবং জাহাজগুলোতে, তোমরা আরোহণ করো।

নূহ

23 আমরা নূহকে তার লোকদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, এই বলে যে, “হে আমার লোকেরা, আল্লাহর উপাসনা করো। তার পাশে তোমাদের অন্যকোন উপাস্য নেই। তোমরা কি সৎকর্মশীল হবে না?

24 তার লোকদের মধ্যে যেসব নেতারা অবিশ্বাস করেছিল তারা বলল, “এ তো তোমাদের মত মানুষের চেয়ে বেশি কিছু না, যে তোমাদের মাঝে ক্ষ্যাতি অর্জন করতে চায়।যদি আল্লাহ চাইতেন, তিনি স্বর্গদূতদের পাঠাতে পারতেন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে কখনোই এরকম কিছু শুনিনি।

25 সে কেবল একজন মানুষ যে পাগল হয়ে গেছে। তাকে শুধু কিছু সময়ের জন্য উপেক্ষা করো।”

26 সে বলল, “ আমার প্রভু, আমাকে বিজয় দান করুন, কারন তারা আমাকে অবিশ্বাস করেছে।”

27 আমরা এরপর তাকে প্রত্যাদেশ করলাম: “আমাদের নজরদারির অধীনে, এবং আমাদের প্রত্যাদেশ অনুযায়ী জলযান তৈরী করো। যখন আমাদের আদেশ এসে যায়; এবং আবহাওয়া ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে পড়ে, তখন এতে (তোমার পালিত পশু পশুর) প্রত্যেকের একটি জোড়া, এবং তোমার পরিবারকে উঠিয়ে নাও, তাদেরকে ছাড়া যারা ধ্বংস হবার জন্য সাব্যস্ত হয়েছে। যারা সীমালংঘন করেছে তাদের পক্ষ হয়ে আমার সাথে কথা বলো না; তারা নিমজ্জিত হবে।*

২৩:২৭ গল্প বাজরা নূহের ইতিহাস নিয়ে একটা উপহাস তৈরি করেছে। নূহের জাহাজ গাছের গুড়ি দিয়ে তৈরি একটি সমতল জলযান, যা সেকেলে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল (৫৪:১৩), বন্যা স্থানীয় ছিল, মৃত সাগরের চারপাশে, এবং প্রাণীগুলি ছিল নূহের পালিত পশু প্রাণী।

28 “যখন তুমি জলযানে স্থির হবে তাদের সাথে একত্রে যারা তোমার সাথে আছে, তুমি বলবে, ‘প্রশংসা আল্লাহর আমাদেরকে মন্দ লোকদের কাছ থেকে রক্ষা করার জন্য।’

29 “এবং বল, ‘আমার প্রভু, আমাকে এক পবিত্র স্থানে নোঙ্গর করতে দিন; আপনি সর্বোত্তম উদ্ধারকারী।”

30 এগুলো তোমাদের জন্য যথেষ্ট প্রমাণ হওয়া উচিত। আমরা নিশ্চয় তোমাদের পরীক্ষায় ফেলবো।

31 পরবর্তীতে, আমরা তাদের পর আরেকটি প্রজন্মকে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম।

32 আমরা তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকে একজন বার্তাবাহক পাঠিয়েছিলাম, এই বলে যে, “তোমরা আল্লাহর উপাসনা করবে। তাঁর পাশে তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। তোমরা কি সৎকর্মশীল হবে না?”

33 তার লোকদের মধ্যে যে নেতারা পরকালের ধারণাকে অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান করেছিল, -যদিও এই জীবনে আমরা তাদেরকে উদারভাবে দান করেছিলাম - বলল, “এ তো তোমাদের মত একজন মানুষের চেয়ে বেশি কিছু নয়। সে খায় যা থেকে তোমরা খাও, এবং পান করে যেমন তোমরা পান করো।”

34 “যদি তোমরা তোমাদেরই মতন একজন মানুষকে মান্য কর, তাহলে তোমরা আসলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

35 “সে কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তোমরা মরে যেয়ে ধূলা এবং হাড়ে পরিণত হবার পর, তোমরা আবার আবির্ভূত হবে?

36 “অসম্ভব, সত্যিই অসম্ভব তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

37 “আমরা শুধু এই জীবনেই বেঁচে থাকি - আমরা বেঁচে থাকি এবং মরে যাই-এবং আমরা কখনোই পুনরুত্থিত হবো না।

38 সে কেবলই একজন মানুষ যে মিথ্যা রচনা করেছে এবং সেগুলো আল্লাহর প্রতি আরোপ করেছে। আমরা কখনোই তাকে বিশ্বাস করবো না।

39 সে বলল, “আমার প্রভু, আমাকে বিজয় দান করুন, কারণ তারা আমাকে অবিশ্বাস করেছে।”

40 তিনি বললেন, “শীঘ্রই তারা অনুতপ্ত হবে।”

41 শাস্তি তাদের আঘাত করল, ন্যায়সঙ্গত ভাবে এবং এভাবে, আমরা তাদেরকে ধ্বংসাবশেষে পরিণত করলাম। অন্যায়কারীরা ধ্বংস হল।

42 পরবর্তীতে, আমরা তাদের পর অন্যান্য প্রজন্মদের প্রতিষ্ঠা করেছিলাম।

43 কোন সম্প্রদায় এর পূর্বনির্ধারিত নিয়তি এগিয়ে নিতে পারে না, না পারে পেছাতে।

44 এরপর আমরা পর্যায়ক্রমে আমাদের বার্তাবাহক পাঠালাম। যতবারই কোন বার্তাবাহক তার সম্প্রদায়ের কাছে গিয়েছে, তারা তাকে অবিশ্বাস করেছে। পরিনামে, আমরা তাদের ধ্বংস করলাম, একটির পর আরেকটি, এবং তাদেরকে ইতিহাস বানালাম। অবিশ্বাস করা লোকেরা বিলুপ্ত হল।

মুসা এবং হারুন

45 এরপর আমরা মুসা ও তার ভাই হারুনকে আমাদের প্রত্যাদেশাবলি এবং এক প্রগাঢ় প্রমাণ সহকারে পাঠিয়েছিলাম।

46 ফেরাউন এবং তার সভাসদের কাছে, কিন্তু তারা উদ্ধত হয়ে গেল। তারা অত্যাচারী লোক ছিল।

47 তারা বলল, “আমরা কি এমন দুজন মানুষের জন্য বিশ্বাস করবো যাদের লোকেরা আমাদের দাস?”

48 তারা সে দুজনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, এবং পরিনামে, এরা ধ্বংস হল।

49 আমরা মুসাকে ঐশীগ্রন্থ দিয়েছিলাম, যাতে তারা পথপ্রাপ্ত হতে পারে।

50 আমরা মরিয়মের পুত্র এবং তার মাকে করলাম একটি নিদর্শন, এবং আমরা তাদেরকে খাদ্য ও পানীয় দিয়ে একটি সমতল পাহাড় চূড়ায় আশ্রয় প্রদান করেছিলাম।

এক আল্লাহ/এক ধর্ম

51 হে তোমরা বার্তাবাহকেরা, ভাল খাদ্যসামগ্রী থেকে খাও, এবং সৎকর্মশীল কাজ করো।

52 এমনই তোমাদের ধর্মগোষ্ঠী- এক ধর্মগোষ্ঠী - এবং আমি তোমাদের প্রভু; তোমরা আমাকে ভক্তি করবে।

53 কিন্তু তারা নিজেদের বিবাদপূর্ণ উপদলে ছিন্ন করল। প্রত্যেক দল তাদের নিজেদেরটা নিয়ে খুশী।

54 অতএব, তাদেরকে শুধু তাদের বিভ্রান্তিতে ছেড়ে দাও, কিছু সময়ের জন্য।

55 তারা কি মনে করে যে, যেহেতু আমরা তাদেরকে অর্থ ও সন্তানাদি প্রদান করেছি,

56 সেহেতু আমরা তাদের উপর অবশ্যই অনুগ্রহ বর্ষণও করতে থাকবো? বস্তুত, তাদের কোন ধারণা নেই।

57 নিশ্চিতই, যারা ভক্তির সাথে তাদের প্রভুর ব্যাপারে সচেতন,

58 এবং যারা তাদের প্রভুর প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করে,

59 এবং যারা কখনোই তাদের প্রভুর পাশে কোন উপাস্য স্থাপন করে না,

60 যখন তারা দান করে, তাদের হৃদয় তখন ভক্তিতে পূর্ণ থাকে। কারণ, তারা মানে যে তারা তাদের প্রভুর সামনে একত্রিত হবে,

61 তারা সৎ কাজ করতে আগ্রহী ; তারা সেগুলো করতে প্রতিযোগীতা করে।

অবিশ্বাসীরা অকৃতজ্ঞ

62 আমরা কখনও কোন আত্মার উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপাই না, এবং আমরা একটি নথি রাখি যা সত্য বলে। কেউই অবিচার ভোগ করবে না।

63 তাদের অন্তর যেহেতু এর প্রতি বেখবর, তারা এমন কাজ করে এর সাথে যা মেলে না; তাদের কাজ মন্দ।

64 এরপর, যখন আমরা তাদের নেতাদের শাস্তি দিয়ে প্রতিফল দেই , তারা অভিযোগ করে।

65 এখন অভিযোগ করো না; তোমরা আমাদের সব সাহায্য পরিত্যাগ করেছ।

66 আমার প্রমাণাদি তোমাদের কাছে উপস্থাপন করা হচ্ছিল , কিন্তু তোমরা পিছু হটে গেলে।

67 তোমরা এতো উদ্ধত ছিলে যে সেগুলো গ্রহণ করনি , এবং তোমরা স্পর্ধাসহকারে এগুলোকে উপেক্ষা করেছিলে।

68 কেন তারা এই ঐশীগ্রন্থের বিষয়ে ভেবে দেখে না? তারা কি অনুধাবন করে না যে, তারা এমনকিছু পেয়েছে, যা কখনো তাদের পূর্বপুরুষেরা পায়নি?

69 তারা কি তাদের বার্তাবাহকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছে? এ কারণেই কি তারা তাকে উপেক্ষা করছে?

70 তারা কি সিদ্ধান্তে এসেছে যে সে পাগল? নিশ্চয়ই, সে তাদের কাছে সত্য এনেছে, কিন্তু তাদের বেশিরভাগই সত্যকে ঘৃণা করে।

71 নিশ্চয়, সত্য যদি তাদের ইচ্ছামতো হতো, তাহলে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা হতো; এদের মধ্যে সবকিছু কলুষিত হয়ে পড়তো। আমরা তাদেরকে তাদের প্রমাণ দিয়েছি, কিন্তু তারা তাদের প্রমাণ উপেক্ষা করছে।

72 তুমি কি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাইছো? তোমরা প্রভুর দেয়া পারিশ্রমিক অনেক উত্তম। তিনি সর্বোত্তম জীবিকা প্রদানকারী।

73 নিশ্চিতভাবে, তুমি তাদেরকে এক সরল পথের দিকে আহবান করছ।

74 যারা পরকালে অবিশ্বাস করে, অবশ্যই তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে।

75 এমনকি যখন আমরা তাদের উপর দয়া বর্ষণ করলাম, এবং তাদের সমস্যাগুলো দূর করে দিলাম, তখন সীমালঙ্ঘনে তারা আরো গভীরভাবে নিমজ্জিত হলো, এবং বিভ্রান্তিতে পড়েই রইল।

76 এমনকি যখন আমরা তাদেরকে শাস্তি ভোগ করালাম, তারা কখনো তাদের প্রভুর কাছে মিনতি করতে ফেরেনি।

77 পরবর্তীতে, আমরা যখন তাদেরকে তাদের অর্জিত কঠিন শাস্তি দিয়ে প্রতিফল দিলাম, তারা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো।

78 তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদের দান করেছেন শ্রবনশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, এবং মস্তিষ্ক। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞ।

79 তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এবং তাঁর সামনেই তোমাদের তলব করা হবে।

80 তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি জীবন ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করেন, এবং তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি রাত এবং দিনের পালা-বদল করান। তোমরা কি বোঝো না?

81 তারা বলেছিল যা তাদের পূর্বপুরুষরা বলেছিল।

82 তারা বলেছিল, “আমরা মরে ধূলা ও হাড়ে পরিনত হবার পরও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো?

83 “অতীতেও এ ধরণের প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে এবং আমাদের পিতামাতাদের দেয়া হয়েছিল। এগুলো অতীতের কল্পকাহিনীর চেয়ে বেশি কিছু নয়।”

অধিকাংশ বিশ্বাসীর নিয়তি নরক*

84 বল, “পৃথিবী এবং এর উপরের সকলে কার অধীন, যদি তোমরা জেনে থাকো?”

২৩:৮৪-৮৯ আল্লাহতে বিশ্বাস তখনই বৈধ যখন কেউ আল্লাহর গুণাবলী স্বীকার করে, যেমন আল্লাহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন (৮:১৭)। যারা আল্লাহকে জানেন না তারা প্রকৃত বিশ্বাসী নন। বেশিরভাগ বিশ্বাসী নবী এবং সাধুদের মতো শক্তিহীন প্রতিমার পূজা করে তাদের বিশ্বাসকে নষ্ট করে দেয় (৬:১০৬)।

85 তারা বলবে, “আল্লাহর।” বল, “তাহলে কেন তোমরা মনোযোগী হও না?”

86 বল, “ কে সাতটি মহাবিশ্বের প্রভু; মহা রাজত্যের প্রভু?

87 তারা বলবে, “আল্লাহ।” বল, “তাহলে কেন তোমরা সৎকর্মশীল হও না?”

88 বল, “কার হাতে রয়েছে সবকিছুর উপর সকল সার্বভৌমত্ত্ব, এবং একমাত্র তিনিই সাহায্য করতে পারেন, কিন্তু তাঁর কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, যদি তোমরা জানো?”

89 তারা বলবে, “আল্লাহ।” বল, “কোথায় তোমরা ভুল করেছ?”

90 আমরা তাদেরকে সত্য দিয়েছি, অথচ তারা মিথ্যাবাদী।

91 আল্লাহ কখনোই কোন পুত্র জন্ম দেননি। না তাঁর পাশে কখনো অন্য কোন উপাস্য ছিল। অন্যথায়, প্রত্যেক উপাস্য তার সৃষ্টিকে নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করতো, এবং তারা কর্তৃত্তের জন্য একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতো। মহিমা আল্লাহর, তাদের দাবির অনেক উর্ধ্বে।

92 সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা; তিনি সমুচ্চ, অংশীদার থাকা থেকে অনেক উর্ধ্বে।

93 বল, “আমার প্রভু, তাদের অর্জিত (শাস্তি) আমাকে দেখান বা না দেখান,

94 “আমার প্রভু, আমাকে সীমালংঘনকারী লোকদের একজন করবেন না।”

95 তাদের জন্য আমাদের সংরক্ষিত (শাস্তি) এমনকিছু যা আমরা তোমাকে সহজেই দেখাতে পারি।

96 সুতরাং, ভাল দিয়ে তাদের মন্দ কাজ প্রতিহত কর; আমরা তাদের দাবি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

শয়তান থেকে সুরক্ষিত থাকতে

97 বল, “আমার প্রভু, আমি আপনার কাছে শয়তানদের প্ররোচনা থেকে আশ্রয় চাই।

98 “এবং আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই, আমার প্রভু, পাছে তারা আমার নিকটে চলে আসে।”

পুনরুত্থান দিবসের আগে মৃতরা কখনও ফিরে আসে না

99 মৃত্যু যখন তাদের কারো কাছে আসে, সে বলে, “আমার প্রভু, আমাকে ফেরত পাঠান।

100 “তাহলে আমি আমার ফেলে আসা সবকিছুতে সৎকাজ করবো।” সত্য নয়। এটি একটি মিথ্যা দাবি যা সে করে। একটি অন্তরায় এই দুনিয়া থেকে তার আত্মাকে আলাদা করে রাখবে পুনরুত্থান পর্যন্ত।

101 যখন শিঙায় ফুঁ দেয়া হবে, সেদিন তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে না, না তারা একে অন্যের বিষয়ে পরোয়া করবে।

102 তাদের ক্ষেত্রে যাদের ওজন ভারি হবে, তারাই হবে বিজয়ী।

103 তাদের ক্ষেত্রে যাদের ওজন হালকা, তারা সেই ব্যক্তি যারা তাদের আত্মা হারিয়েছে; তারা চিরদিন নরকে বাস করবে।

104 আগুণ তাদের মুখমণ্ডল ছেয়ে ফেলবে, এবং তারা সেখানে স্থায়ী হবে শোচনীয়ভাবে।

105 আমার প্রত্যাদেশাবলি কি তোমাদের কাছে পাঠ করা হয়নি, এবং তোমরা কি সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে যাও নি?

106 তারা বলবে, “আমাদের প্রভু, আমাদের অন্যায় আমাদের আচ্ছন্ন করেছে এবং আমরাই বিপথগামী লোক ছিলাম।

107 “আমাদের প্রভু, আমাদেরকে এর থেকে বের করুন; যদি আমরা (আমাদের পুরনো স্বভাবে) ফিরে যাই, তাহলে আমরা আসলেই অন্যায়কারী।”

108 তিঁনি বলবেন, “সেখানে বাস কর, অপদস্থ হয়ে, এবং আমার সাথে কথা বলো না।”

তারা বিশ্বাসীদের উপহাস করেছিল

109 “আমার বান্দাদের একটি দল বলতো, ‘আমাদের প্রভু, আমরা বিশ্বাস করেছি, তাই আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের উপর দয়া বর্ষণ করুন। সকল দয়াশীলদের মধ্যে আপনি সবচেয়ে দয়াশীল।’

110 “কিন্তু তোমরা তাদের ব্যঙ্গ ও পরিহাস করেছিলে, এতটা পরিমাণে যে তোমরা আঁমাকেই ভুলে গিয়েছিলে। তোমরা তাদের নিয়ে হাসতে।

111 “তাদের অবিচলতার বদলে, আজ আমি তাদের পুরস্কৃত করেছি, তাদেরকে বিজয়ী করে।”

112 তিনি বললেন, “তোমরা পৃথিবীতে কত সময় কাটিয়েছো? কত বছর?”

113 তারা বলল, “আমরা একদিন বা একদিনের কিছু অংশ কাটিয়েছি। যারা গননা করেছে তাদের জিজ্ঞেস করুন।”

114 তিনি বললেন, “প্রকৃতপক্ষে, তোমরা মাত্র অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে।

115 “তোমরা কি মনে করেছিলে যে আমরা তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি; যে তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?”

116 আল্লাহ সবচেয়ে উর্ধ্বে, প্রকৃত সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তাঁর পাশাপাশি অন্য কোনও উপাস্য নেই; সর্বোচ্চ সম্মানিত প্রভু, সকল কর্তৃত্বের অধিকারী।

117 যে আল্লাহর পাশা পাশি অন্য উপাস্যদের ডাকে, এবং কোনও ধরণের প্রমাণ ছাড়াই, তার হিসাবকৃত বিষয় তার প্রভুর নিকট। অবিশ্বাসীরা কখনো সফল হয় না।

118 বল, “আমার প্রভু, আমাদেরকে ক্ষমা ও করুণা বর্ষণ করুন।সকল করুণাময়ের মধ্যে আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময়।”

SURA 24 · 64 VERSES

আলো

Al-Noor

النّور

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 একটি সুরা যা আমরা অবতীর্ণ করেছি, এবং আমরা একটি আইন হিসেবে জারি করেছি। আমরা এতে স্পষ্ট প্রত্যাদেশ প্রকাশ করেছি, যাতে তোমরা মনোযোগ দিতে পারো।

ব্যভিচার

2 ব্যভিচারিণী নারী এবং ব্যভিচারি পুরুষ, এদের প্রত্যেককে তোমরা একশত কশাঘাত করবে। তাদের প্রতি সমবেদনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আল্লাহর আইন নির্বাহ করা থেকে পিছপা হইয়ো না, যদি তোমরা সত্যই আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে থাকো। এবং একদল বিশ্বাসীদের প্রত্যক্ষ করতে দাও তাদের শাস্তি।*

২৪:২ সামাজিক চাপ, অর্থাৎ জনগনের শাস্তি প্রত্যক্ষ করা হল মূল শাস্তি (৫:৩৮ দেখুন)। বেত্রাঘাত প্রতীকী হবে, কঠোর নয়।

3 ব্যভিচারি পুরুষ শেষ পর্যন্ত ব্যভিচারিণী নারী অথবা প্রতিমা উপাসককে বিয়ে করবে। এবং ব্যভিচারিণী শেষ পর্যন্ত ব্যভিচারি পুরুষ অথবা প্রতিমা উপাসককে বিয়ে করবে। এটা বিশ্বাসীদের জন্য নিষিদ্ধ।

4 যারা বিবাহিত নারীদের ব্যভিচারের অপরাধে অভিযুক্ত করে, এরপর চারজন সাক্ষী হাজির করতে ব্যর্থ হয়, তোমরা তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে, এবং তাদের থেকে কোন সাক্ষী গ্রহণ করো না; তারা অন্যায়কারী।

5 এরপর যদি তারা অনুশোচনা করে ও সংশোধিত হয়, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

6 তাদের ক্ষেত্রে যারা নিজেদের সঙ্গিদের অভিযুক্ত করে, অন্য কোন সাক্ষী ছাড়া, তবে সাক্ষ্যটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে যদি সে আল্লাহর নামে চার বার শপথ করে যে সে সত্য বলছে।

7 পঞ্চম শপথটি হবে আল্লাহর দণ্ডাদেশ তার উপর টেনে আনা, যদি সে মিথ্যা বলে থাকে।

8 সে (নারী) নির্দোষ বিবেচিত হবে যদি সে (নারী) আল্লাহর নামে চার বার শপথ করে যে সে (পুরুষ) একজন মিথ্যাবাদী।

9 পঞ্চম শপথটি হবে আল্লাহর ক্রোধ তার উপর টেনে আনা, যদি সে (পুরুষ) সত্য বলে থাকে।

10 এটা আল্লাহর দয়া এবং করুণা তোমাদের প্রতি। আল্লাহ আত্মার মুক্তিদানকারী, সবচেয়ে জ্ঞানী।

কিভাবে গুজব এবং অপ্রমাণিত অভিযোগের মোকাবেলা করতে হবে

11 তোমাদের মধ্যে একটি দল এক বড় মিথ্যা তৈরি করেছে।* ভেবো না যে এটা তোমাদের জন্য মন্দ ছিল, বরং, এটা তোমাদের জন্য ভালো ছিল। ইতোমধ্যে, তাদের প্রত্যেকে এ অপরাধে তার নিজের অংশ অর্জন করেছে। আর তার ক্ষেত্রে যে এই পুরো ঘটনার সুত্রপাত করেছিল, সে এক ভয়ানক শাস্তি টেনে এনেছে।

২৪:১১ এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা উল্লেখ করে যেখানে নবীর স্ত্রী আয়েশাকে ভুল করে মরুভূমিতে ফেলে আসা হয়েছিল এবং পরে একজন যুবক তাকে খুঁজে পান যিনি তাকে নবীর কাফেলা ধরতে সাহায্য করেছিলেন। এর ফলে আয়েশার বিরুদ্ধে বিখ্যাত 'মিথ্যাচার' শুরু হয়।

12 যখন তোমরা তা শুনলে, বিশ্বাসী পুরুষ এবং বিশ্বাসী নারীদের উচিত ছিল নিজেদের ব্যাপারে উত্তম ধারনা রাখা, এবং বলা উচিত ছিল, “এটা স্পষ্টতই এক বড় মিথ্যা”।

13 শুধু যদি তারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতো (তোমরা তাদের বিশ্বাস করতে পারতে)। যদি তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়, তবে তারা, আল্লাহর কাছে, মিথ্যাবাদী।

14 যদি তোমাদের প্রতি এই দুনিয়া ও পরকালে আল্লাহর অনুগ্রহ, এবং তাঁর দয়া না হতো, তোমরা এই ঘটনার কারনে এক মহা শাস্তি ভোগ করতে।

15 তোমরা নিজেদের মুখে এ মিথ্যা উদ্ভাবন করেছিলে, এবং তোমাদের অন্যরা তা নিজের মুখে পুনরাবৃত্তি করছিলে প্রমান ছাড়াই। তোমরা ভেবেছিলে এটা সাধারন কিছু, যখন এটা ছিল, আল্লাহর কাছে গুরুতর ব্যাপার।

কি করতে হবে

16 যখন তোমরা তা শুনেছিলে, তোমাদের বলা উচিত ছিল, “আমরা এর পুনরাবৃত্তি করবো না। মহিমা তোমার। এটা এক ঘোর মিথ্যাচার”।

17 আল্লাহ তোমাদের সাবধান করেন যে তোমরা পুনরায় এরকম কখনো করবে না, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

18 আল্লাহ এভাবে তোমাদের জন্য প্রকাশনাবলী ব্যাখ্যা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

19 বিশ্বাসীদের মধ্যে অনৈতিকতা ছড়িয়ে যাওয়া দেখতে যারা ভালোবাসে তারা এই জীবনে ও পরকালে টেনে এনেছে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ জানেন, যখন তোমরা জানো না।

20 আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া বর্ষণ করেন। আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি সবচেয়ে দয়ালু, সবচেয়ে করুণাময়।

শয়তান ভিত্তিহীন অপবাদ দেয়া উৎসাহিত করে

21 ও যারা তোমরা বিশ্বাস করো, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তার জানা উচিত যে, সে মন্দ ও অনৈতিকতার ওকালতি করে। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তার দয়া না হতো, তোমাদের কেউ পরিশুদ্ধ হতে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পরিশুদ্ধ করেন। আল্লাহ শ্রবণকারী, জ্ঞাতা।

22 তোমাদের মধ্যে পুঁজি ও সম্পদে যারা সৌভাগ্যশালী তারা তাদের আত্মীয়সজন, দরিদ্র এবং যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করেছে তাদের প্রতি দানশীল হবে। তারা তাদের সাথে দয়াশীল ও সহনশীল ব্যবহার করবে; তোমরা কি আল্লাহর ক্ষমা পেতে ভালবাসো না? আল্লাহ ক্ষমাশীল, সবচেয়ে দয়াময়।

গুরুতর পাপ

23 নিশ্চয়, বিবাহিত ধর্মভীরু বিশ্বাসী নারীদের উপর যারা মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে, তারা এই জীবন ও পরকালে দন্ডাদেশ টেনে এনেছে; তারা টেনে এনেছে এক ভয়ানক শাস্তি।

24 সে দিন আসবে যখন তাদের নিজেদের জিহবা, হাত, ও পা, যাকিছু তারা করেছিল তার সাক্ষী দেবে।

25 সেই দিন, আল্লাহ তদেরকে তাদের কাজের জন্য পরিপূর্ণ প্রতিদান দেবেন, এবং তারা দেখবে যে আল্লাহই সত্য।

26 মন্দ নারীরা মন্দ পুরুষের জন্য, এবং মন্দ পুরুষরা মন্দ নারীদের জন্য, এবং ভালো নারীরা ভালো পুরুষদের জন্য, এবং ভালো পুরুষরা ভালো নারীদের জন্য। এরা এমন অভিযোগের ক্ষেত্রে নির্দোষ। তারা ক্ষমা এবং এক উদার পুরুস্কার লাভ করেছে।

স্বর্গীয় শিষ্টাচার

27 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, তোমাদের নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে সেখানে বসবাসকারীদের অনুমতি ছাড়া, এবং তাদেরকে অভিবাদন না করে প্রবেশ করো না এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা মনোযোগ দিতে পারো।

28 যদি তোমরা সেখানে কাউকে না পাও, সেখানে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি পাও। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, “ফিরে যাও, ” তোমরা অবশ্যই ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য অধিকতর শুদ্ধ। যা কিছু তোমরা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

29 তোমরা কোন ভুল করো না বসতিহীন বাড়িতে প্রবেশ করে যেখানে তোমাদের কিছু আছে। আল্লাহ জানেন সবকিছু যা তোমরা প্রকাশ করো, এবং সবকিছু যা তোমরা গোপন করো।

বিশ্বাসীদের পোশাক পরিধানের নিয়ম*

30 বিশ্বাসী পুরুষদের বল যে তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে (এবং নারীদের দিকে তাকিয়ে না থাকে), এবং তারা যেন চরিত্র বজায় রাখে। এটা তাদের জন্য অধিকতর শুদ্ধ। যা কিছু তারা করে আল্লাহ সে সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

২৪:৩০-৩১ অতএব, শালীন পোশাক পরা বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীর একটি বৈশিষ্ট্য। একজন নারীর পোশাকের ন্যূনতম শর্ত হলো তার পোশাক লম্বা করা (৩৩:৫৯) এবং তার বুক ঢেকে রাখা। অত্যাচারমুখি আরব রীতিনীতিগুলো একটি ভুল ধারণা তৈরি করেছে যে একজন নারীকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে; এটি কুরআন বা ইসলামী পোশাক নয়।

31 আর বিশ্বাসী নারীদের বল তাদের দৃষ্টি নত রাখতে, এবং তারা যেন চরিত্র বজায় রাখে। তারা তাদের শরীরের কোন অংশ প্রকাশ করবে না, সেগুলো ছাড়া যা প্রয়োজনীয়। তারা তাদের বক্ষ ঢেকে রাখবে তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের স্বামীদের পিতা, তাদের পুত্র, তাদের স্বামীদের পুত্র, তাদের ভাই, তাদের ভাইদের পুত্র, তাদের বোনদের পুত্র, অন্য নারী, সেসব পুরুষ চাকর বা কর্মচারী যাদের যৌনশক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে, অথবা সেসব শিশু যারা বয়: সন্ধিতে পৌঁছেনি তারা ব্যতীত অন্যদের সামনে এই পরিধান নীতি শিথিল করবে না। হাটার সময় তারা তাদের পা জোরে আঘাত করবে না, তাদের শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গগুলোকে ঝাঁকানো এবং প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে অনুশোচনা করবে, হে বিশ্বাসীরা, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।*

অনৈতিকতা নিরুৎসাহিত করতে উৎসাহিত করুন বিবাহে

32 তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদেরকে বিবাহের জন্য উৎসাহিত করো। তারা বিয়ে করতে পারে তোমাদের অধস্তন সৎ-কর্মশীল পুরুষ এবং নারীদের, যদি তারা দরিদ্র হয়। আল্লাহ তাদের নিজ অনুগ্রহে ধনী করে তুলবেন। আল্লাহ উদার, জ্ঞানী।

33 যারা বিয়ে করার ব্যয়ভার বহন করতে পারে না তারা নৈতিকতা বজায় রাখবে যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে জীবিকা প্রদান করেন। তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা বিয়ে করার জন্য মুক্তি পেতে আশা, তোমরা তাদের আশা পুরন করবে, যখন তোমরা উপলব্ধি করো যে তারা সৎ। আর তাদেরকে আল্লাহর অর্থ থেকে দাও যা তিনি তোমাদের উপর অর্পণ করেছেন। তোমরা তোমাদের মেয়েদের পতিতাবৃত্তিতে বলপ্রয়োগ করবে না, এই বিশ্বের বস্তুসামগ্রির খোঁজে, যদি তারা সতীত্ব বজায় রাখতে চায়। যদি কেউ তাদেরকে বলপ্রয়োগ করে, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়, এ কারণে যে তাদেরকে বলপ্রয়োগ করা হচ্ছে।

34 আমরা তোমার কাছে প্রকাশ করেছি স্পষ্টকারী প্রকাশনাবলি, এবং অতীত প্রজন্ম থেকে উদাহরণ, আর সৎ-কর্মীদের জন্য একটি আলোক বর্তিকা।

আল্লাহ

35 আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আলো। তাঁর আলোর উপমা যেন একটি কাচেঁর পাত্রে স্থাপিত কোন প্রদীপের পিছনে থাকা একটি অবতল দর্পণ। কাচেঁর পাত্রটি যেন একটি উজ্জ্বল, মুক্তার মত তারা। এর জ্বালানি সরবরাহ করা হয় একটি বরকতময় তেল উৎপাদনকারী গাছ থেকে, যা না পূর্বদেশীয়, না পশ্চিমা। এর তেল প্রায় স্ব-দ্যুতিমান, একে জ্বালাতে কোন আগুনের প্রয়োজন হয় না। আলোর উপর আলো। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর আলোর দিকে পথ দেখান। আল্লাহ এভাবে লোকদের জন্য রূপক বর্ণনা করেন। আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

36 আল্লাহর দ্বারা মর্যাদায় উন্নিত ঘর গুলোতে (আল্লাহর পথনির্দেশনা পাওয়া যায়), কেননা সেখানে তাঁর নাম স্মরণ করা হয়। সেখানে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়, দিনে ও রাতে-

যারা মসজিদে নিয়মিত

37 লোকেদের যারা কর্মব্যস্ততা বা ব্যবসার কারণে আল্লাহর স্মরণ থেকে অন্যমনষ্ক হয় না; তারা সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করে, এবং বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) দেয়, আর তারা সেদিন সম্পর্কে সচেতন, যখন মন ও চোখ আতঙ্কিত হবে।

38 আল্লাহ অবশ্যই তাদের ভালো কাজের জন্য তাদের পুরস্কৃত করবেন, এবং তাঁর অনুগ্রহ তাদের প্রতি বর্ষণ করবেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সীমাহীন জীবিকা দান করেন।

মরীচিকার পিছনে দৌড়ানো

39 তাদের ক্ষেত্রে যারা অবিশ্বাস করে, তাদের কাজগুলো মরুভূমির মরীচিকার মতো। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি ভাবে যে এটা পানি। কিন্তু যখন সে এর কাছে পৌঁছায়, সে দেখে যে এটা কিছুই না এবং সেখানে সে পরিবর্তে আল্লাহকে পায়, তাকে তার কাজের পূর্ণ প্রতিফল দেয়ার জন্য। আল্লাহ সবচেয়ে দক্ষ হিসাব গ্রহণকারী।

আল্লাহ থেকে নির্বাসনঃ সম্পূর্ণ অন্ধকার

40 আরেকটি উপমা হলো কোন উত্তাল মহাসাগরের মধ্যভাগে থাকা যেখানে আছে পুরোপুরি অন্ধকার, সাথে আছে ঢেউ এর উপর ঢেউ, আরো আছে ঘন কুয়াশা। অন্ধকারের উপর অন্ধকার – যদি সে তার নিজের হাতের দিকে তাকাতো, সে তা প্রায় দেখতেই পেতো না। যাকে আল্লাহ আলো থেকে বঞ্চিত করেন, তার কোন আলো থাকবে না।

41 তুমি কি অনুধাবন করো না যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে, এমনকি পাখিরাও, যখন তারা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে উড়ে? প্রত্যেকে জানে নিজের প্রার্থনা এবং গুণকীর্তন পদ্ধতি। আল্লাহ সম্পূর্ণ জানেন যা কিছু তারা করে।

42 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহর, এবং আল্লাহর দিকেই চূড়ান্ত নিয়তি।

43 তুমি কি অনুধাবন করো না যে আল্লাহ মেঘমালাকে চালনা করেন, তারপর এদেরকে একত্রে পুঞ্জিভুত করেন, এরপর এদের একটির উপর অন্যটিকে স্তুপ করেন, তারপর তুমি এদের থেকে বৃষ্টি বের হয়ে আসতে দেখ? তিনি আকাশ থেকে ভারী তুষারপাতবর্ষণ করেন যাকে ইচ্ছা ঢেকে দিতে, আবার যার থেকে ইচ্ছা একে সরিয়ে দেন। তুষারের উজ্জলতা চোখকে প্রায় অন্ধ করে দেয়।

44 আল্লাহ রাত ও দিনকে নিয়ন্ত্রন করেন। এটা তাদের জন্য শিক্ষা হওয়া উচিৎ যারা দৃষ্টির অধিকারী।

45 আর আল্লাহ প্রত্যেক জীবন্ত সৃষ্টিকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের কেউ কেউ পেটে ভর দিয়ে হাটে, কেউ দুই পায়ে হাটে, এবং কেউ চার পায়ে হাটে। আল্লাহ সৃষ্টি করেন যা তিনি ইচ্ছা করেণ। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

46 আমরা তোমার কাছে স্পষ্টকারী প্রকাশনাবলী অবতীর্ণ করেছি, এরপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

আল্লাহ তাঁর বার্তাবাহকদের মাধ্যমে নির্দেশনাবলী পাঠান

47 তারা বলে, “আমরা আল্লাহ ও বার্তাবাহককে বিশ্বাস করি, এবং আমরা মান্য করি,” কিন্তু এরপর তাদের কেউ কেউ পরবর্তীতে পিছলে পিছনে পরে যায়। এরা বিশ্বাসী নয়।

48 যখন তাদেরকে তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের দিকে আমন্ত্রন জানানো হয়, তদের কেউ কেউ মর্মাহত হয়।

49 কিন্তু, রায় তাদের পক্ষে হলে, তারা নির্দ্বিধায় তা মেনে নেয়।

50 তাদের হৃদয়ে কি কোন রোগ আছে? তারা কি সন্দিহান? তারা কি ভয় পায় যে আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহক তাদের সাথে অন্যায় করতে পারেন? প্রকৃতপক্ষে, তারই অন্যায়কারী।

বিশ্বাসীরা নির্দ্বিধায় আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে মান্য করে

51 যখন তাদের বিষয়ে ফয়সালার করার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের দিকে আমন্ত্রন জানানো হয়, তখন বিশ্বাসীদের উক্তি কেবল এটাই হয় “আমরা শুনি এবং আমরা মান্য করি”। এরাই জয়ী।

52 যারা আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহককে মান্য করে, এবং আল্লাহকে ভক্তি করে এবং তাঁকে মেনে চলে, এরাই বিজয়ী।

53 তারা আল্লাহর নামে শপথ করে, দৃঢ়ভাবে, যে যদি তুমি তাদেরকে সমবেত হবার আদেশ করতে, তারা সমবেত হতো। বল, “শপথ করো না। অনুগত থাকা একটি দায়িত্ব। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।"

54 বল, “আল্লাহকে মান্য করো, এবং মান্য করো বার্তাবাহককে।" যদি তারা অগ্রাহ্য করে, তবে সে তার দায়িত্বের জন্য দায়ী, এবং তোমরা তোমাদের দায়িত্বের জন্য দায়ী। যদি তোমরা তাকে মান্য করো, তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হবে। বার্তাবাহকের কর্তব্য তো কেবল (বার্তা) পৌঁছে দেয়া।

আল্লাহর অঙ্গীকারঃ পৃথিবীতে রাজা ও রানী

55 তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন যাপন করে তাদেরকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি পৃথিবীতে তাদেরকে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন, যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের যারা ছিল তাদের জন্য করেছিলেন, এবং তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন সে ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন, এবং তাদের জন্য ভয়কে শান্তি ও নিরাপত্তা দিয়ে প্রতিস্থাপন করবেন। এসবের কারন হচ্ছে, তারা একমাত্র আমার উপাসনা করে; তারা কখনো আমার পাশে কোন উপাস্য স্থাপন করে না। যারা এরপরও অবিশ্বাস করে, তারা সত্যিকার পাপী।

সফলতার সুত্র

56 তোমরা সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করবে ও বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) দেবে, এবং বার্তাবাহককে মান্য করবে, যাতে তোমরা দয়া অর্জন করতে পারো।

57 ভেবো না যারা অবিশ্বাস করে তারা কখনো পার পেয়ে যাবে। তাদের চূড়ান্ত বাসস্থান নরক; কি এক শোচনীয় নিয়তি।

ভদ্রতা নাম ধরে দুটি সালাতের উল্লেখ

58 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, তোমাদের ভৃত্য ও শিশুরা যারা বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছেনি, তাদেরকে অবশ্যই (তোমাদের কক্ষে প্রবেশের আগে) অনুমতির জন্য অনুরোধ করতে হবে। তিনটি সময়ে এটি করতে হবে- ভোরের প্রার্থনার আগে, দুপুরে যখন তোমরা বিশ্রামের জন্য তোমাদের পোশাক পরিবর্তন করো, এবং রাতের প্রার্থনার পর। এগুলো তোমাদের জন্য তিনটি ব্যক্তিগত সময়। অন্য সময়ে, একে অন্যের সাথে মিলে যাওয়াতে তোমাদের বা তাদের কোন দোষ নেই। আল্লাহ এভাবে প্রকাশনাবলি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবচেয়ে জ্ঞানী।

59 যখন শিশুরা বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছায়, তাদেরকে অবশ্যই (প্রবেশের আগে) অনুমতি চাইতে হবে, তাদের মত যারা তাদের পূর্বে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে (প্রবেশের আগে) অনুমতি চেয়েছে। আল্লাহ এভাবে তোমাদের জন্য তাঁর প্রকাশনাবলি সুস্পষ্ট করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবচেয়ে জ্ঞানী।

আপনারা শালীনভাবে পোশাক পরিধান করবেন

60 বয়স্কা নারী যারা বিবাহের প্রত্যাশা করে না, তারা পোশাক পরিধান নীতিতে শিথিলতা করে কোন দোষ করে না, এ শর্তে যে তারা শরীরের খুব বেশি প্রকাশ করবে না। শালীনতা বজায় রাখা তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

নিশ্চিত হোন যে আপনার খাবার আইনসম্মত

61 অন্ধের কোন দোষ নেই, পঙ্গুর কোন দোষ নেই, অক্ষমেরও কোন দোষ নেই, ঠিক যেমন তোমাদের কোন দোষ নেই পানাহার করতে যদি তা নিজেদের ঘরে করো, অথবা তোমাদের পিতাদের ঘরে, অথবা তোমাদের মাতাদের ঘরে, অথবা তোমাদের ভাইদের ঘরে, অথবা তোমাদের বোনদের ঘরে, অথবা তোমাদের চাচাদের ঘরে, অথবা তোমাদের ফুপুদের ঘরে, অথবা তোমাদের মামাদের ঘরে, অথবা তোমাদের খালাদের ঘরে, অথবা সে ঘরে যা তোমাদের আর যার চাবি তোমাদের কাছে আছে, অথবা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে। তোমরা কোন ভুল করো না একসাথে বা আলাদাভাবে আহার করে। যখন তোমরা কোন ঘরে প্রবেশ করো, তোমরা পরস্পরকে অভিবাদন জানাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া সে অভিবাদনের মাধ্যমে, যা পবিত্র ও মঙ্গলময়। আল্লাহ এভাবে প্রকাশনাবলি তোমাদের জন্য ব্যাখ্যা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পারো।

62 প্রকৃত বিশ্বাসী তারা যারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে বিশ্বাস করে,* আর যখন তার সাথে কোন সামাজিক বৈঠকে থাকে, তারা অনুমতি ছাড়া তাকে ছেড়ে যায় না। যারা অনুমতি চায় তারাই তো সে ব্যাক্তি যারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে বিশ্বাস করে। যদি তারা তোমার অনুমতি চায়, তাদের কোন কাজে যাবার জন্য, তুমি যাকেই ইচ্ছা অনুমতি দিতে পার, এবং আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ক্ষমা চাও। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৪:৬২ এই আয়াতে আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহকসূলকে নির্দেশ করা হয়েছে; "রাশাদ" (৫০৫) এর জ্যামিতিক মান এবং "খলিফা" (৭২৫) এর মান এবং পদ সংখ্যা (৬২) যোগ করলে আমরা ১২৯২ পাই, যা ১৯ এর গুণিতক (১২৯২=১৯x৬৮)। পরিশিষ্ট ২ দেখুন।

63 বার্তাবাহকের অনুরোধকে সেভাবে গন্য করো না যেভাবে তোমরা পরস্পরের অনুরোধকে গন্য করো। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে তাদের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত যারা চুপিসারে সরে পড়ে তুচ্ছ অজুহাত দেখিয়ে। তাদেরকে সতর্ক করো- যারা তার হুকুম অমান্য করে- কেননা এক বিপর্যয় তাদের আঘাত করতে পারে, অথবা এক কঠোর শাস্তি।

64 নিঃসন্দেহে, আল্লাহর অধীনে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু। তোমরা থাকতে পারো এমন প্রত্যেক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে তিনি জানেন। যেদিন তোমরা তাঁর কাছে ফিরে যাবে, তিনি তাদেরকে জানাবেন সে সম্পর্কে যা কিছু তারা করেছিল। আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

SURA 25 · 77 VERSES

সংবিধান

الفرقان

Al-Furqān

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 সবচেয়ে অনুগ্রহময় সেই সত্ত্বা যিনি তাঁর বান্দার কাছে বিধানগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, যাতে সে পুরো বিশ্বের কাছে একজন সতর্ককারী হিসেবে কাজে আসতে পারে।

2 সেই সত্ত্বা যাঁর অধীনে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব। কখনো তাঁর পুত্র ছিল না, না তাঁর কোন অংশীদার আছে সার্বভৌমত্বে। তিনি সবকিছু যথাযথ পরিমাপে সৃষ্টি করেছেন; তিনি সবকিছুর নকশা করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে।*

২৫:২ যখন আমরা মহাকাশে নভোচারীদের পাঠাই, তখন আমরা যাত্রাপথে খাদ্য, পানি, অক্সিজেন এবং অন্যান্য চাহিদার পরিমাণ সঠিকভাবে পরিমাপ করি। একইভাবে, আল্লাহ আমাদের মহাকাশে মহাকাশযানরূপ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন - এবং তিনি আমাদের এবং অন্যান্য প্রাণীর জন্য সকল ধরণের নবায়নযোগ্য ব্যবস্থা তৈরি করেছেন, একটি নিখুঁত পরিকল্পনা। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের এবং উদ্ভিদের মধ্যে মিথজিবিতা সম্পর্কের কথা ভাবুন; আমরা সালোকসংশ্লেষণে তাদের উৎপাদিত অক্সিজেন ব্যবহার করি, যখন তারা শ্বাস-প্রশ্বাসে আমাদের উৎপাদিত কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করে।

3 এরপরও, তারা তাঁর পাশে উপাস্যদের স্থাপন করে যারা কোনকিছু সৃষ্টি করেনি- তারা নিজেরাই সৃষ্টি হয়েছে- এবং এমনকি তাদের নিজেদের ক্ষতি বা উপকার করারও কোন ক্ষমতা নেই, না তাদের কোন ক্ষমতা আছে জীবন, বা মৃত্যু, বা পুনরুত্থান নিয়ন্ত্রণের।

কুরআনের গাণিতিক সংকেতের মাধ্যমে অবিশ্বাসীরা মিথ্যা প্রমাণিত হয়

4 যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বলল, “এটি একটি মিথ্যা উদ্ভাবন যা সে তৈরী করেছে, অন্য আরোকিছু লোকের সাহায্যে।” তারা আল্লাহনিন্দা এবং এক মিথ্যাচার করেছে।

5 তারা আরো বলেছে, “অতীতের কল্পকাহীনি যা সে লিখে রেখেছে; তারা দিনে-রাতে তার কাছে পাঠ করা হয়।*

২৫:৫ মুহাম্মদের সমসাময়িকরা জানতেন যে তিনি একজন শিক্ষিত মানুষ যিনি পড়তে এবং লিখতে পারতেন; তিনি নিজ হাতে আল্লাহর বাণী লিখতেন (পরিশিষ্ট ২৮ দেখুন)।

6 বল, "এটি সেই সত্ত্বার দ্বারা প্রকাশিত যিনি আকাশ ও পৃথিবীর গোপন বিষয় জানেন।* তিনি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।"

২৫:৬ কুরআনের অলৌকিক গাণিতিক কোড, অবিশ্বাসীদের দাবির অকাট্য উত্তর, ১৪০০ বছর ধরে ঐশ্বরিকভাবে রক্ষিত একটি গোপন রহস্য হিসেবে থেকে গিয়েছিল। আল্লাহর প্রতিশ্রুত দূত আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে এটি উন্মোচন করার জন্য নির্ধারিত ছিলেন (পরিশিষ্ট ১, ২ ও ২৬)।

অবিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্যমূলক উক্তি

7 এবং তারা বলল, "কেমন করে এই বার্তাবাহক খাবার খায় এবং বাজারে হাটে? শুধু যদি কোন ফেরেশতা তার সাথে আসতো, তার সাথে ধর্মপ্রচারক হিসেবে কাজ করতে।"

8 অথবা, "শুধু যদি তাকে একটি ধনভাণ্ডার দেয়া হতো!" অথবা, "শুধু যদি তার একটি ফলবাগান থাকতো যা থেকে সে খেত!" সীমালঙ্ঘনকারীরা আরো বলে, "তোমরা একজন জাদুগ্রস্থ মানুষের অনুসরণ করছো।"

9 লক্ষ্য করো কিভাবে তারা তোমাকে ডেকেছিল সব ধরণের নামে, এবং কিভাবে এটি তাদের বিপথে নিয়েছে, কখনো তাদের পথ পুনরায় পাবার মত নয়।

10 সবচেয়ে অনুগ্রহময় সেই সত্ত্বা যিনি পারেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তোমাকে তাদের দাবী থেকে অনেক উত্তম দেন- প্রবাহিত ঝর্ণাসহ বাগান, এবং অনেক প্রাসাদ।

আসল কারণ

11 প্রকৃতপক্ষে, তারা অবিশ্বাস করেছে সেই সময়ের (পুনরুত্থান দিনে), এবং যারা সেই সময়ের অবিশ্বাস করে আমরা তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত নরক।

অবিশ্বাসীদের শাস্তি

12 যখন এটি দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তারা এর ক্রোধ এবং ধোঁয়ার শব্দ শুনবে।

13 আর তাদেরকে যখন তাতে নিক্ষেপ করা হবে, এক সংকীর্ণ জায়গা দিয়ে, সকলকে শিকলবদ্ধ করে, তারা তাদের অনুতাপ প্রকাশ করবে।

14 ঐ দিন, তোমরা শুধু একবার অনুতাপ প্রকাশ করবে না; তোমরা অসংখ্য অনুতাপের মধ্যে দিয়ে যাবে।

সৎকর্মশীলদের জন্য পুরষ্কার

15 বল, "এটা ভালো, নাকি চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যান, যার প্রতিশ্রুতি সৎকর্মশীলদের দেয়া হয়েছে? এটি তাদের যথাযোগ্য পুরষ্কার; এক যথাযোগ্য নিয়তি।

16 তারা সেখানে যাকিছু তাদের ইচ্ছা তা পায়, চিরদিন ধরে। এটি তোমার প্রভুর অলঙ্ঘনীয় অঙ্গীকার।

17 সে দিন যখন তিনি তাদের একত্রে তলব করবেন, সেই সব উপাস্যদের সাথে যাদেরকে তারা আল্লাহর পাশে স্থাপন করেছিল, তিনি বলবেন, "তোমরা কি আমার এই বান্দাদের বিপথে পরিচালিত করেছিলে, নাকি তারা নিজেরাই বিপথে গিয়েছিলো?"

18 তারা বলবে, "আপনি মহিমান্বিত, এটি আমাদের জন্য ঠিক হতো না যে আমরা আপনার পাশে কোন উপাস্য স্থাপন করি। কিন্তু, আপনি তাদেরকে উপভোগ করতে দিয়েছিলেন, তাদের মাতা-পিতার সাথে। পরিনামে, তারা সেই বার্তা উপেক্ষা করেছিল, এবং এভাবে অন্যায়কারীতে পরিনত হয়েছিল।

19 আপনি যে বার্তা তাদের দিয়েছিলেন তারা তা অবিশ্বাস করেছে, এবং, পরিনামে, না তোমরা তাদেরকে তাদের টেনে আনা শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে, না তোমরা তাদেরকে কোনভাবে সাহায্য করতে পারবে। তোমাদের মধ্যে যেকেউ মন্দ কাজ করে, আমরা তাকে কঠিন শাস্তিতে সোপর্দ করবো।

বার্তাবাহকেরা কেবলই মানুষ

20 আমরা তোমার আগে কোন বার্তাবাহক পাঠাইনি যে খাবার খেতো না এবং বাজারে চলাফেরা করতো না। আমরা এভাবে তোমাদেরকে পরস্পরের মাধ্যমে পরীক্ষা করি; তোমরা কি দৃড়তার সাথে অবিচল থাকবে? তোমাদের প্রভু দেখেন।

21 যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের আশা করে না তারা বলল, "শুধু যদি ফেরেশতারা আমাদের কাছে নেমে আসতো, অথবা আমরা আমাদের প্রভুকে দেখতে পারতাম (তবে আমরা বিশ্বাস করতাম)!" প্রকৃতপক্ষে, তারা চরম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে, এবং তৈরি করেছে এক স্থূল অসৎকর্মশীলতা।

22 যেদিন তারা ফেরেশতাদের দেখবে, অপরাধীদের জন্য তা সুখবর হবে না; তারা বলবে, "এখন, আমরা স্থায়ীভাবে আটকে গেছি।"

23 আমরা তাদের সব কাজ দেখবো, এবং সেগুলোকে নাকচ করে দেবো।

24 স্বর্গের বাসিন্দারা ঐদিন অনেক উত্তম অবস্থায় থাকবে; তারা উত্তম সংবাদ শুনবে।

25 আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হবে, মেঘপুঞ্জে, এবং ফেরেশতারা দলে দলে নেমে আসবে।

26 ঐ দিন সকল সার্বভৌমত্ব হবে পরম করুনাময়ের অধীনে। অবিশ্বাসীদের জন্য, তা হবে এক কঠিন দিন।

আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহক*

27 সেদিন আসবে যখন সীমালঙ্ঘনকারী (নিদারুন যন্ত্রণায়) নিজের হাত কামড়াবে এবং বলবে, "হায়, আমি যদি বার্তাবাহকের পথ অনুসরণ করতাম।

২৫:২৭-৩০ এই আয়াতে আল্লাহর প্রতিশ্রুত রাসূলকেও উল্লেখ করা হয়েছে, যার নাম কুরআনে গাণিতিকভাবে "রাশাদ খলিফা" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি আপনি "রাশাদ" (৫০৫) এর জ্যামিতিক মান, এরপর "খলিফা" (৭২৫) এর জ্যামিতিক মান, এরপর এই সূরা সংখ্যা (২৫) এবং এরপর ২৭, ২৮, ২৯ এবং ৩০ আয়াত লিখেন, তাহলে চূড়ান্ত সংখ্যা (৫০৫৭২৫২৫২৭২৮২৯৩০) হবে ১৯ এর গুণিতক (বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট ২ এবং ২৬ দেখুন)। নবী মুহাম্মদও বিচারের দিন ২৫:৩০-এর মতো একটি বিবৃতি দেবেন।

28 "হায়, দূর্ভোগ আমার, আমি যদি ঐ ব্যক্তিকে আমার বন্ধু হিসেবে না নিতাম।

29 “সে আমাকে বার্তা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে তা আমার কাছে আসার পর। নিশ্চয়, শয়তান তার মানব শিকারকে হতাশ করে। "

30 বার্তাবাহক* বলল, "আমার প্রভু, আমার লোকেরা এই কুরআন পরিত্যাগ করেছে”।

31 আমরা অপরাধীদের মধ্যে থেকে প্রত্যেক নবীর বিরুদ্ধে শত্রুদেরও দাড় করাই। তোমার প্রভু একজন পথপ্রদর্শক, একজন মনিব হিসেবে যথেষ্ট।

32 যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বলল, “তার মাধ্যমে কুরআন পুরোটাই একবারে আসলো না কেন?”একে আমরা ধীরে ধীরে তোমার কাছে প্রকাশ করেছি, তোমার স্মৃতিতে একে নিবদ্ধ করার জন্য। এটি একটি নির্দিষ্ট ক্রমে আমরা আবৃতি করেছি।

আল্লাহর প্রমাণ অভিভূতময়

33 যে যুক্তিই তারা নিয়ে আসুক না কেন, আমরা তোমাকে সত্য, ও এক উত্তম বোধশক্তি প্রদান করি।

34 যাদেরকে জোরপূর্বক নরকে তলব করা হবে তারা রয়েছে নিকৃষ্টতম অবস্থানে; সঠিক পথ থেকে এরা সবচেয়ে দূরে।

35 আমরা মূসাকে দিয়েছি ঐশীগ্রন্থ, আর তার ভাই হারুনকে নিযুক্ত করেছিলাম তার সহকারী হিসাবে।

36 আমরা বললাম, "যাও, তোমরা দু'জনই, সে লোকদের কাছে যারা আমাদের প্রকাশনাবলি প্রত্যাখ্যান করেছে,”এবং পরবর্তীতে, প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আমরা পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।

37 একইভাবে, যখন নূহের লোকেরা বার্তাবাহকদের অবিশ্বাস করেছিল, তাদেরকে আমরা ডুবিয়ে দিয়েছিলাম, এবং লোকদের জন্য আমরা তাদেরকে একটি নিদর্শন হিসাবে স্থাপন করেছিলাম। সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য আমরা প্রস্তুত করেছি এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

38 আদ, সামূদ, আল-রাসের অধিবাসী, এবং তাদের মধ্যকার অনেক প্রজন্মকেও।

39 এদের প্রত্যেক দলের কাছে, আমরা যথেষ্ট পরিমান উদাহরণ পাঠিয়েছিলাম, তাদেরকে আমরা ধ্বংস করার আগে।

40 তারা সে জনপদ পাশ দিয়ে গিয়েছে যাদের উপর বর্ষন করা হয়েছিল এক শোচনীয় বর্ষণ (সডম)। তারা কি তা দেখেনি? প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, তারা কখনোই পুনরুত্থানে বিশ্বাস করেনি।

বার্তাবাহকদের উপহাস করা হয়েছে

41 যখন তারা তোমাকে দেখতো, তারা সবসময় তোমাকে উপহাস করতো: "এই ব্যক্তিকেই কি আল্লাহ বার্তাবাহক হবার জন্য বেছে নিয়েছেন?

42 "সে আমাদের উপাস্যদের থেকে আমাদেরকে প্রায় সরিয়েই দিয়েছিল, যদিনা আমরা তাদের প্রতি দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকতাম। তারা নিশ্চয়ই জানতে পারবে, যখন তারা শাস্তি দেখবে, কারা প্রকৃতপক্ষে পথভ্রষ্ট।

অহংবোধ যখন উপাস্য

43 তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছ যার উপাস্য তার নিজের অহংবোধ? তুমি কি তার ওকালতি করবে?

44 তুমি কি মনে করো যে তাদের বেশিরভাগ শুনে, বা বুঝে? তারা তো কেবল পশুর মতো; না, তারা আরো অনেক নিকৃষ্ট।

আল্লাহর পক্ষ থেকে অসীম অনুগ্রহ

45 তুমি কি দেখনি কিভাবে তোমার প্রভু ছায়াকে নকশা করেছেন? তিনি চাইলে, একে স্থির করে দিতে পারতেন, তাহলে সূর্যকে আমরা সেরুপে নকশা করতাম।

46 কিন্তু আমরা এভাবে নকশা করেছি যাতে তা ধীরে চলে।

47 তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি রাতকে নকশা করেছেন একটি আবরণ হবার জন্য, এবং তোমাদের ঘুম ও বিশ্রামের জন্য। আর, তিনি দিনকে করেছেন একটি পুনরুত্থান।

48 তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি তাঁর দয়ার শুভ ইংগিত দিয়ে বাতাসকে পাঠান, এবং আমরা আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি অবতীর্ণ করি।

49 তা দিয়ে, আমরা মৃত ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করি এবং পানীয় প্রদান করি আমাদের সৃষ্টিকূল-বহুগুন পশু ও মানুষের জন্য।

50 আমরা একে তাদের মাঝে যথাযথ পরিমানে বন্টন করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহন করতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ লোক অবিশ্বাসে অনড় থাকে।

51 যদি আমরা চাইতাম, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে আমরা একজন সতর্ককারী পাঠাতে পারতাম।

52 একারণে, অবিশ্বাসীদের মান্য করো না, এবং এটি দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো, এক মহা সংগ্রাম।

53 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি দুই সাগরকে মিলিয়ে দেন; একটি মিষ্ট ও সুস্বাদু, যখন অন্যটি লবনাক্ত ও পানের অনপুযুক্ত। আর, তিনি এদেরকে এক দুর্ভেদ্য, অনতিক্রম্য অন্তরায় (বাষ্পীভবন) দিয়ে আলাদা করেছেন।

54 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, এরপর বিয়ে ও সংগমের দ্বারা তাকে বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম করেছেন। তোমার প্রভু সর্বশক্তিমান।

55 এরপরও, তারা আল্লাহর পাশে উপাস্যদের স্থাপন করে যারা না তাদের উপকার করতে পারে, না তাদের ক্ষতি করতে পারে। নিশ্চয়, অবিশ্বাসী তার প্রভুর শত্রু।

56 আমরা তোমাকে (রাশাদ) পাঠিয়েছি একজন সুসংবাদ বহনকারী, সেই সাথে একজন সতর্ককারী হিসেবে।*

২৫:৫৬ "রাশাদ খলিফা" (১২৩০) এর জ্যামিতিক মান, এবং সূরা এবং আয়াত সংখ্যা (২৫+৫৬) মোট ১২৩০+২৫+৫৬=১৩১১=১৯X৬৯ দেয়।

57 বল, "আমি তোমাদের কাছে কোন অর্থ চাই না। আমি তো কেবল তোমাদেরকে সাহায্য করতে চাই তোমাদের প্রভুর দিকে সঠিক পথ পেতে, যদি তা তোমরা পছন্দ করো।

নবী ও সাধুরা মৃত

58 তুমি তোমার আস্থা সে সত্ত্বার উপর রাখবে যিনি জীবিত - সেই সত্ত্বা যিনি কখনো মারা যান না- আর তাঁর প্রশংসা করো এবং তাঁর মহিমা নিবেদন করো। তিনি তাঁর সৃষ্টিকূলের পাপের বিষয়ে সম্পূর্ন অবগত।

59 তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী, এবং এদের মধ্যকার সবকিছু, ছয় দিনে, এরপর সকল কর্তৃত্ব গ্রহন করেছেন। পরম করুণাময় ; তাঁর বিষয়ে জিজ্ঞেস করো তাদেরকে যারা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত।

অকৃতজ্ঞ মানুষ

60 যখন তাদেরকে বলা হয়, "সেজদাবনত হও পরম করুনাময়ের সামনে, তারা বলে, "পরম করুণাময় কি? আমরা কি তাকে সেজদা করবো যার ওকালতি তুমি করো? এভাবে, এটি কেবল তাদের বিমুখতা বাড়ায়।

61 পরম অনুগ্রহময় সেই সত্ত্বা যিনি আকাশে রেখেছেন নক্ষত্রপুঞ্জ, আর এতে রেখেছেন একটি প্রদীপ, এবং এক উজ্জ্বল/দীপ্তিময় চাঁদ।

62 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি রাত এবং দিনকে নকশা করেছেন পালা-বদল করতে: এটি যথেষ্ট প্রমান তাদের জন্য যারা উপদেশ গ্রহন করতে, বা কৃতজ্ঞ হতে চায়।

সৎকর্মশীলদের বৈশিষ্ট্য

63 তারাই পরম করুণাময়ের উপাসনাকারী যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে হাটে, আর যখন অজ্ঞরা তাদের সাথে কথা বলে, তারা কেবল বলে শান্তি।

64 রাতের একান্তে, তাদের প্রভুর বিষয়ে ধ্যান করে, এবং সেজদাবনত হয়।

65 আর তারা বলে, "আমাদের প্রভু, আমাদেরকে নরকের যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দিন; এর শাস্তি ভয়ংকর।

66 এটি নিকৃষ্টতম আবাস; নিকৃষ্টতম নিয়তি।"

67 তারা যখন দেয়, তারা না অপব্যয় করে, না কৃপণতা করে; তারা দেয় পরিমিত পরিমানে।

68 তারা কখনো আল্লাহর পাশে অন্য কোন উপাস্যের কাছে মিনতি করে না, না তারা কোন আত্মাকে হত্যা করে- কারন আল্লাহ জীবনকে পবিত্র/অতি মূল্যবান করেছেন- বিচার প্রক্রিয়া ছাড়া। না তারা ব্যাভিচার করে। এ অপরাধগুলো যারা করে তাদেরকে মূল্য দিতে হবে।

69 তাদের জন্য পুনরুত্থান দিনে শাস্তি দ্বিগুন করা হয়, আর সেখানে তারা বাস করে অপদস্থ অবস্থায়।

70 তারা ছাড় পাবে যারা অনুশোচনা করে, বিশ্বাস করে, এবং সৎ জীবন-যাপন করে। আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে কৃতিত্বে রূপান্তর করেন। আল্লাহ ক্ষমাকারী, সবচেয়ে দয়ালু।

71 যারা অনুশোচনা করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে, আল্লাহ তাদেরকে উদ্ধার করেন; পরিপূর্ণভাবে।

সৎ-কর্মীদের অতিরিক্ত আরো বৈশিষ্ট্য

72 তারা মিথ্যা সাক্ষী দেয় না। যখন তারা অনর্থক কথার মুখোমুখি হয়, তারা তা উপেক্ষা করে।

73 যখন তাদের প্রভুর প্রত্যাদেশাবলি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তারা কখনো সেগুলোর প্রতি বধির ও অন্ধের মতো প্রতিক্রিয়া করে না।

74 আর তারা বলে, “আমাদের প্রভু, আমাদের জন্য আমাদের সহধর্মী/সহধর্মীনি ও সন্তানদেরকে আনন্দের উৎস করুন, এবং আমাদেরকে সৎ-কর্মীদের অগ্রভাগে রাখুন"।

75 এরা সে ব্যক্তি যারা তাদের অবিচলতার বিনিময়ে স্বর্গ অর্জন করে; সেখানে তাদেরকে আনন্দঘন সম্ভাষন ও শান্তিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করা হয়।

76 চিরকাল তারা সেখানে বসবাস করে; কতই না চমৎকার নিয়তি; কতই না চমৎকার আবাস।

77 বল, “আমার প্রভুর নিকট তোমাদের উপাসনা দ্বারাই কেবল তোমরা মূল্য অর্জন করো। কিন্তু যদি তোমরা অবিশ্বাস করো, তোমরা টেনে আনবে অনিবার্য পরিনাম।"

SURA 26 · 227 VERSES

কবিগণ

الشعراء

Al-Shu‘arā’

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 ত. স.ম. (ত. সিন. মীম.)*

২৬:১ রহস্যময় এই অক্ষরগুলির তাৎপর্যের জন্য পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

2 এইসব (অক্ষরগুলো) এই সুস্পষ্টকারী ঐশীগ্রন্থের প্রমাণাদি গঠন করে।

3 তুমি হয়তো নিজেকে দোষ দিবে যে তারা বিশ্বাসী নয়।

4 যদি আমরা চাই, আমরা আকাশ থেকে একটি নিদর্শন পাঠাতে পারি যা বলপূর্বক তাদের ঘাড়কে অবনত করবে।

কুরআনের গাণিতিক কোড

5 যখনই পরম করুণাময়ের পক্ষ থেকে কোন স্মারক তাদের কাছে আসে, যা নতুন, তারা অনীহায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।

6 যেহেতু তারা অবিশ্বাস করেছে, তারা তাদের অমনোযোগীতার পরিণাম ডেকে এনেছে।

7 তারা কি পৃথিবীটা দেখেনি, এবং সেখানে কত ধরনের সুন্দর উদ্ভিদ আমরা জন্মিয়েছি?

8 এটা তাদের জন্য যথেষ্ট প্রমান হওয়া উচিৎ, কিন্তু তাদের বেশির ভাগ বিশ্বাসী নয়।

9 অত্যন্ত নিশ্চিত ভাবে, তোমার প্রভু সর্বশক্তিমান, পরম দয়ালু।

মুসা

10 স্মরণ করো যে তোমার প্রভু মুসাকে ডেকেছিলেনঃ “সীমালঙ্ঘনকারী লোকদের কাছে যাও”।

11 “ফেরাউনের লোকেরা; হয়তো তারা সংশোধিত হবে।”

12 সে বলল, “আমার প্রভু, আমার ভয় হয় পাছে তারা আমাকে অবিশ্বাস করে।

13 “আমার মেজাজ বিগড়ে যেতে পারে। আমার জিহবা আটকে যায়; আমার ভাই হারুনকে ডেকে পাঠান।

14 “তাছাড়া, তারা আমাকে একজন পলাতক হিসাবে দেখে; আমার ভয় হয় পাছে তারা আমাকে হত্যা করে।”

15 তিনি বললেন, “না, (তারা তা করবে না)। আমার প্রমাণাদি নিয়ে যাও। আমরা তোমাদের সাথে থাকবো, শুনবো।

16 “ফেরাউনের কাছে যাও এবং বলো, ‘আমরা মহাবিশ্বের প্রভুর পক্ষ থেকে বার্তাবাহক।

17 “‘ইসরাইলের সন্তানদের যেতে দাও।’”

18 সে বলল, “আমরা কি শিশুকাল থেকে তোমাকে বড় করিনি, আর তুমি আমাদের সাথে বহু বছর থেকেছ?

19 “এরপর তোমার যা অপরাধ তা তুমি করেছ, এবং তুমি ছিলে অকৃতজ্ঞ।”

20 সে বলল, “নিশ্চয়, আমি তা করেছিলাম যখন আমি পথভ্রষ্ট ছিলাম।

21 “এরপর আমি তোমাদের ভয়ে পালালাম, এবং আমার প্রভু আমাকে প্রজ্ঞা দান করলেন এবং আমাকে করলেন বার্তাবাহকদের একজন।

22 “তুমি অহংকার করছো যে তুমি আমাকে অনুগ্রহ করেছিলে, অথচ ইসরাইলের সন্তানদের দাস করে রেখেছো!”

23 ফেরাউন বলল, “মহাবিশ্বের প্রভু কি?”

24 সে বলল, “আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী, এবং এদের মধ্যকার সবকিছুর প্রভু। এ বিষয়ে তোমাদের নিশ্চিত হওয়া উচিত।"

25 সে তার চারপাশে যারা ছিল তাদের বলল, “তোমরা কি এমনকিছু শুনেছো?”

26 সে বলল, “তোমাদের প্রভু এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রভু।”

27 সে বলল, “তোমাদের বার্তাবাহক যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে সে পাগল।"

28 সে বলল, “পূর্ব ও পশ্চিম, এবং এদের মধ্যকার সবকিছুর প্রভু, যদি তোমরা বুঝো।”

29 সে বলল, “যদি তুমি কোন উপাস্য গ্রহন করো, আমাকে ছাড়া, আমি তোমাকে কারারুদ্ধ করবো।”

30 সে বলল, “আমি যদি তোমাকে প্রগাঢ় কিছু দেখাই?”

31 সে বলল, “তাহলে তা দেখাও, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো।”

32 সে তখন তার লাঠি নিক্ষেপ করলো, যার ফলে এটি এক দৃশ্যমান সাপে পরিণত হলো।

33 আর সে তার হাত বের করলো, এবং এটি দর্শকদের কাছে শুভ্র দেখাল।

34 সে তার চারপাশের সভাসদদের বলল, “এ এক অভিজ্ঞ যাদুকর।

35 “সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে নিতে চায়, তার যাদু দিয়ে। তোমাদের পরামর্শ কি?”

36 তারা বলল, “তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দিন, এবং আহবানকারী পাঠান প্রত্যেক শহরে।

37 “তারা ডেকে আনুক প্রত্যেক অভিজ্ঞ যাদুকরকে।”

38 যাদুকরদের জড়ো করা হলো নির্ধারিত সময়ে, নির্ধারিত দিনে।

39 লোকদের বলা হলো: “প্রত্যেকে আসো; চল একসাথে সবাই এখানে জড়ো হই।

40 “হয়তো আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করবো, যদি তারা জয়ী হয়।”

41 যখন যাদুকররা আসলো, তারা ফেরাউনকে বলল, "আমাদেরকে কি কিছু দেওয়া হবে, যদি আমরাই বিজয়ী হই? ”

42 সে বলল, “হ্যা নিশ্চয়; এমনকি তোমরা আমার কাছের হবে।”

43 মুসা তাদেরকে বলল, “ছুঁড়ো যা তোমরা ছুড়তে যাচ্ছ।”

44 তারা তাদের রশি ও লাঠি ছুড়লো, এবং বলল, “মহামান্য ফেরাউন শপথ, আমরাই বিজয়ী হবো।

45 মুসা তার লাঠি ছুড়লো, যার ফলে এটি গিলে ফেললো যা তারা বানিয়েছিল।

বিশেষজ্ঞরা সত্য দেখতে পায়

46 যাদুকররা সেজদায় পড়লো।

47 তারা বলল, "আমরা মহাবিশ্বের প্রভুকে বিশ্বাস করি।

48 "মুসা এবং হারুনের প্রভু।"

49 সে বলল, "আমি তোমাদের অনুমতি দেয়ার আগেই কি তোমরা তার সাথে বিশ্বাস করলে? সে নিশ্চয় তোমাদের শিক্ষক হবে, যে তোমাদেরকে যাদু শিখিয়েছে। নিশ্চয় তোমরা দেখতে পাবে। আমি বিপরীত দিক থেকে তোমাদের হাত ও পা কাটবো। তোমাদের সবাইকে আমি ক্রুশবিদ্ধ করবো। "

50 তারা বলল, “তা আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তণ করবে না; আমরাতো আমাদের প্রভুর নিকট ফিরে যাবো।

51 “আমরা আশা করি যে আমাদের প্রভু আমাদের পাপগুলো মাফ করবেন, বিশেষত যখন আমরাই প্রথম বিশ্বাসী।”

52 আমরা মূসাকে প্রত্যাদেশ করলামঃ “আমার বান্দাদের নিয়ে যাত্রা করো; তোমাদের পিছু নেয়া হবে।”

53 ফেরাউন শহরগুলোতে আহ্বানকারী পাঠালো।

54 (ঘোষনা করতে যে,) “এটি ছোট একটা চক্র।

55 তারা এখন আমাদের বিরোধীতা করছে।

56 আসো আমরা সবাই এদের বিষয়ে সতর্ক হই।”

সে অনিবার্য শাস্তি

57 পরিনামে, আমরা তাদেরকে বঞ্চিত করেছি বাগান ও ঝর্ণা থেকে।

58 আর সম্পদ ও সম্মানিত অবস্থান থেকে।

59 এরপর আমরা একে ইসরাইলের সন্তানদের জন্য একটি উত্তরাধিকার করলাম।

60 তারা তাদেরকে পূর্বদিকে ধাওয়া করলো।

61 যখন উভয় দল একে অন্যকে দেখলো, মূসার লোকেরা বলল, “আমরা ধরা পড়ে যাবো।”

62 সে বলল, “কোনভাবেই না। আমার প্রভু আমার সাথে আছেন; তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।”

63 আমরা তখন মূসাকে প্রত্যাদেশ করলামঃ “তোমার লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত করো,” যারফলে এটি ভাগ হয়ে গেলো। প্রত্যেক ভাগ ছিল এক বিশাল পাহাড়ের মতো।

64 তখন আমরা তাদের সবাইকে পার করালাম।

65 এভাবে আমরা মূসাকে এবং তার সাথে যারা ছিল সকলকে বাচালাম।

66 আর আমরা অন্যদের ডুবিয়ে দিলাম।

67 এটি যথেষ্ট প্রমান হওয়া উচিত, কিন্তু অধিকাংশ লোকই বিশ্বাসী নয়।

68 অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে, তোমার প্রভু সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে দয়ালু।

ইব্রাহিম

69 তাদের কাছে ইব্রাহিমের ইতিহাস বর্ণনা করো।

70 সে তার পিতা ও তার লোকদের বলেছিল, “এটা কিসের উপাসনা তোমরা করছো?”

71 তারা বলল, “আমরা মূর্তির উপাসনা করি; আমরা এদের প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদিত।

72 সে বলল, “তোমরা যখন প্রার্থনা করো তারা কি শুনতে পায়?”

73 তারা কি তোমাদের উপকার, বা ক্ষতি করতে পারে?”

74 তারা বলল, “না; কিন্তু আমরা আমাদের পিতা-মাতাকে এটি করতে দেখেছি।”

75 সে বলল, “তোমরা কি এইসব উপাস্যদের দেখো, তোমরা যাদের উপাসনা করো।

76 “তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা।

77 আমি তাদের বিরুদ্ধে, কারণ আমি কেবল মহাবিশ্বের প্রভুর প্রতিই নিবেদিত।

78 সেই সত্ত্বা যিনি আমায় সৃষ্টি করেছেন, এবং আমাকে পথ দেখিয়েছেন।

79 সেই সত্ত্বা যিনি আমাকে খাবার দেন এবং আমাকে পানি দেন।

80 “আর যখন আমি অসুস্থ হই, তিনি আমাকে নিরাময় করেন।

81 “সেই সত্ত্বা যিনি আমাকে মৃত্যু দেন, এরপর আবার আমাকে জীবন দেন।

82 “সেই সত্ত্বা যিনি বিচার দিনে আশা করি আমার পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন।

83 “আমার প্রভু, আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন, এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

84 “আমি যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি ভাল উদাহরণ স্থাপন করি।

85 “আমাকে পরম সুখের স্বর্গের উত্তরাধিকারীদের একজন করুন।

86 “আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, যেহেতু সে বিপথে গিয়েছে।

87 “এবংপুনরুত্থান দিনে আমাকে পরিত্যাগ করবেন না।”

88 এটা সে দিন যখন না অর্থ, না সন্তানাদি, সাহায্য করতে পারবে।

89 কেবল তারা (রক্ষা পাবে) যারা তাদের পুরো হৃদয় সহ আল্লাহর কাছে আসে।

90 সৎকর্মশীলদের কাছে স্বর্গ উপাস্থাপন করা হবে।

91 পথভ্রষ্টদের জন্য নরক স্থাপন করা হবে।

তারা প্রত্যাক্ষান করবে তাদের উপাস্যদের

92 তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, “তোমাদের উপাস্যরা কোথায় তোমরা যাদের উপাসনা করতে।

93 “আল্লাহর পাশে? তারা কি এখন তোমাদের সাহায্য করতে পারে? তারা কি তাদের নিজেদের সাহায্য করতে পারে?”

94 তাদেরকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে, পথভ্রষ্টদের সাথে একসঙ্গে।

95 আর শয়তানের সকল সৈন্যদের।

96 তারা বলবে যেহেতু তারা সেখানে কলহ করবে,

97 “আল্লাহর শপথ, আমরা অনেক পথভ্রষ্ট ছিলাম।

98 “কিভাবে আমরা তোমাদেরকে মহাবিশ্বের প্রভুর সাথে সমকক্ষ করতে পারলাম?

99 “যারা আমাদেরকে ভুল পথে চালিয়েছিল তারা ছিল অন্যায়কারী।

100 “এখন আমাদের কোন সুপারিশকারি নাই।

101 “না কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

102 “যদি শুধু আমরা আরেকটি সুযোগ পেতাম, আমরা তবে বিশ্বাস করতাম”

103 এটি একটি ভালো শিক্ষা হওয়া উচিত। কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাসী নয়।

104 তোমার প্রভু সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে দয়ালু।

নূহ

105 নূহের লোকেরা বার্তাবাহকদের অবিশ্বাস করেছিলো।

106 তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলল, “তোমরা কি সৎকর্মশীল হবে না?

107 “আমি তোমাদের প্রতি এক বিশ্বস্ত বার্তাবাহক।।

108 “তোমরা আল্লাহকে ভক্তি করবে এবং আমাকে মান্য করবে।

109 “আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক আসে মহাবিশ্বের প্রভুর কাছ থেকে।

110 “তোমরা আল্লাহকে ভক্তি করবে এবং আমাকে মান্য করবে।”

111 তারা বলল, “কিভাবে আমরা তোমার সাথে বিশ্বাস করতে পারি, যখন আমাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্ট তারা তোমাকে অনুসরণ করেছে?”

112 সে বলল, “তারা কি করেছে আমি কেমন করে জানবো?

113 “তাদের বিচারের ভার তো কেবল আমার প্রভুর কাছে, যদি তোমরা অনুধাবন করতে পারতে।

114 “আমি কখনো বিশ্বাসীদের অগ্রাহ্য করবো না।

115 “আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারীর চেয়ে বেশি কিছু নই।”

116 তারা বলল, “যদি না তুমি বিরত হও, হে নূহ, তোমাকে পাথর মারা হবে।”

117 সে বলল, “আমার প্রভু, আমার লোকেরা আমাকে অবিশ্বাস করেছে।

118 “আমাকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করুন, আর আমাকে এবং আমার বিশ্বাসী সাথীদের উদ্ধার করুন।”

119 আমরা উদ্ধার করেছিলাম তাকে এবং তাদেরকে যারা তার সাথে ছিল বোঝাইকৃত নৌকায়।

120 এরপর আমরা অন্যদের ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

121 এটা একটা শিক্ষা হওয়া উচিত, কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাসী নয়।

122 অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে, তোমার প্রভু সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে দয়ালু।

হুদ

123 আদ জাতি বার্তাবাহকদের অবিশ্বাস করেছিল।

124 তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বলেছিল, "তোমরা কি সৎকর্মশীল হবে না?

125 "আমি তোমাদের কাছে এক বিশ্বস্ত বার্তাবাহক।

126 তোমরা আল্লাহকে ভক্তি করবে, এবং আমাকে মান্য করবে।

127 "আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না; আমার পারিশ্রমিক আসে মহাবিশ্বের প্রভুর কাছ থেকে।

128 "তোমরা প্রত্যেক পাহাড়ে অট্টালিকা বানাও অহমিকা ভরে।

129 "তোমরা দালান বানাও এমন ভাবে যেন তোমরা চিরকাল টিকে থাকবে।

130 "আর যখন তোমরা আঘাত করো, তোমরা আঘাত করো নির্দয়ভাবে।

131 "তোমরা আল্লাহকে ভক্তি করবে এবং আমাকে মান্য করবে।

132 "সে সত্ত্বাকে ভক্তি করো যিনি তোমাদের প্রদান করেছেন সে সবকিছু যা তোমরা জানো।

133 "তিনি তোমাদেরকে পালিত পশু পশু ও সন্তানাদি প্রদান করছেন।

134 "আর বাগান ও ঝর্ণাসমূহ।

135 "আমি তোমাদের জন্য এক ভয়ানক দিনের শাস্তির ভয় করি।"

136 তারা বলল, "তুমি প্রচার করো আর না করো উভয় সমান।

137 "ঐ দূর্ভোগ আমাদের পূর্বপুরুষ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল।

138 "কখনোই কোন শাস্তি আমাদের উপর আসবে না।"

139 এভাবে তারা অবিশ্বাস করলো এবং, পরিনামে, আমরা তাদেরকে ধ্বংস করলাম। এটি একটি শিক্ষা হওয়া উচিত, কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাসী নয়।

140 অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে, তোমার প্রভু সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে দয়ালু।

সালেহ

141 সামূদ জাতি বার্তাবাহকদের অবিশ্বাস করেছিল।

142 তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বলেছিল, "তোমরা কি সৎকর্মশীল হবে না?

143 "আমি তোমাদের কাছে একজন বিশ্বস্ত বার্তাবাহক।

144 "তোমরা আল্লাহকে ভক্তি করবে, এবং আমাকে মান্য করবে।

145 আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না; আমার পারিশ্রমিক কেবল মহাবিশ্বের প্রভুর কাছ থেকে আসে।

146 তোমরা কি ধরে নিচ্ছ যে, তোমরা চিরকাল এই অবস্থায় নিরাপদে রয়ে যাবে?

147 "তোমরা বাগান ও ঝর্ণাসমূহ উপভোগ করো।

148 "আর শস্যাদি ও সুস্বাদু ফল সহ খেঁজুর গাছ।

149 "তোমরা পর্বতসমুহে বিলাসবহুল অট্টালিকা খোদাই করো।

150 "তোমরা আল্লাহকে ভক্তি করবে, এবং আমাকে মান্য করবে।

151 "সীমালঙ্ঘনকারীদের মান্য করো না।

152 "যারা ভালো কাজ নয়, মন্দ করে।

153 তারা বলল, "তুমি যাদুগ্রস্থ।

154 "তুমি আমাদের মতো মানুষের চেয়ে বেশি কিছু নও। একটি অলৌকিকতা দেখাও, যদি তুমি সত্যবাদী হও।"

155 সে বলল, "এই যে একটি উট যেটা এর জন্য নির্ধারিত দিনটিতেই শুধু পান করবে; সে দিনটি যা পান করার জন্য তোমাদের নির্দিষ্ট দিনগুলো থেকে আলাদা।

156 "কোন ক্ষতির উদ্দেশ্যে তাকে স্পর্শ করো না, পাছে তোমরা এক ভয়ানক দিনে শাস্তি টেনে আনো।"

157 তারা তাকে জবাই করলো, এবং এভাবে দুঃখ টেনে আনলো।

158 শাস্তি তাদেরকে ছেয়ে ফেলল। এটি একটি শিক্ষা হওয়া উচিত, কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাসী নয়।

159 অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে, তোমার প্রভু সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে দয়ালু।

লূত

160 লূতের লোকেরা বার্তাবাহকদেরকে অবিশ্বাস করেছিলো।

161 তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলল, "তোমরা কি সৎকর্মশীল হবে না?

162 "আমি তোমাদের কাছে এক বিশ্বস্ত বার্তাবাহক।

163 "তোমরা আল্লাহকে ভক্তি করবে, এবং আমাকে মান্য করবে।

164 "আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না; আমার পারিশ্রমিক কেবল মহাবিশ্বের প্রভুর কাছ থেকে আসে।

165 "সকল লোকদের থেকে, তোমরা কি পুরুষদের সাথে যৌনচর্চা করো?

166 "তোমরা স্ত্রীদের পরিত্যাগ করো যাদেরকে তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন! নিশ্চয়, তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী লোক।"

167 তারা বলল, "যদি না তুমি বিরত হও, হে লূত, তুমি নির্বাসিত হবে।"

168 সে বলল, "আমি তোমাদের কার্যকলাপের অত্যন্ত ঘৃণা করি।"

169 "আমার প্রভু, আমাকে এবং আমার পরিবারকে তাদের কাজগুলো থেকে রক্ষা করুন।"

170 আমরা তাকে এবং তার পরিবারের সকলকে রক্ষা করলাম।

171 কিন্তু বৃদ্ধ মহিলাকে নয়; সে ছিল দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত।

172 এরপর আমরা অন্যদের ধ্বংস করলাম।

173 আমরা তাদের প্রতি এক যন্ত্রণাদায়ক বৃষ্টি বর্ষণ করলাম; তাদের জন্য কতই না ভয়ংকর বর্ষণ ছিল যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল!

174 এটি একটি শিক্ষা হওয়া উচিত, কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাসী নয়।

175 নিশ্চিতভাবে, তোমার প্রভু সর্বশক্তিমান, পরম দয়ালু।

শোয়াইব

176 বনবাসিরা বার্তাবাহকদের অবিশ্বাস করেছিল।

177 শোয়াইব তাদের বলেছিল, ""তোমরা কি সৎকর্মশীল হবে না?"

178 "আমি তোমাদের কাছে এক বিশ্বস্ত বার্তাবাহক।

179 "তোমরা আল্লাহকে ভক্তি করবে, এবং আমাকে মান্য করবে।

180 "আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না; আমার পারিশ্রমিক কেবল মহাবিশ্বের প্রভুর কাছ থেকে আসে।

181 "তোমরা পূর্ণ পরিমাপে দিবে যখন তোমরা লেনদেন করো, প্রতারণা করো না।

182 "তোমরা সঠিক পাল্লায় ওজন করবে।

183 "লোকদেরকে তাদের অধিকারের বিষয়ে প্রতারণা করো না, এবং পৃথিবীতে দূর্নীতি করে বেড়িও না।

184 "সেই সত্ত্বাকে ভক্তি করো যিনি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তী প্রজন্মদেরকে সৃষ্টি করেছেন।"

185 তারা বলল, "তুমি যাদুগ্রস্থ।

186 "তুমি আমাদের মতো একজন মানুষের চেয়ে বেশি কিছু না। প্রকৃতপক্ষে, আমরা মনে করি তুমি একজন মিথ্যাবাদী

187 "আকাশ থেকে আমাদের উপর বস্তুপিন্ড ফেল, যদি তুমি সত্যবাদী হও।"

188 সে বলল, "আমার প্রভু সে সত্ত্বা যিনি তোমরা যা কিছু করো সব জানেন।"

189 তারা তাকে অবিশ্বাস করলো এবং, পরিনামে, তারা আচ্ছাদন দিনের শাস্তি টেনে আনলো। এটি ছিল এক ভয়ানক দিনের শাস্তি।

190 এটি একটি শিক্ষা হওয়া উচিত, কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাসী নয়।

191 নিশ্চিতভাবে, তোমার প্রভু সর্বশক্তিমান, পরম দয়ালু।

কোর'আন

192 এটি মহাবিশ্বের প্রভুর কাছ থেকে একটি প্রত্যাদেশ।

193 বিশ্বস্ত আত্মা (জিব্রাইল) একে নিয়ে অবতরন করেছিল।

194 তোমার হৃদয়ে একে প্রকাশ করতে, যেন তুমি সতর্ককারীদের একজন হতে পারো।

195 নিখুঁত আরবি ভাষায়।

196 এর ভবিষ্যৎবানী করা হয়েছে পূর্ববর্তী প্রজন্মের গ্রন্থগুলোতে।

197 তাদের জন্য এটি কি যথেষ্ট নিদর্শন নয় যে ইসরাইলের সন্তানদের মধ্যে পণ্ডিতগণের এটি জানা ছিল?

কোর'আন অবশ্যই অনুবাদ করতে হবে

198 আমরা যদি এটা সেসব লোকদের কাছে প্রকাশ করতাম যারা আরবি জানে না।

199 আর তাকে (আরবীতে) এটি আবৃতি করতে দিতাম, তারা কখনোই এতে বিশ্বাস করতে পারতো না।

200 আমরা এভাবে এটিকে অপরাধীদের হৃদয়ে (বিদেশী ভাষার মতো) করে দেই।

201 সুতরাং,তারা এতে বিশ্বাস করতে পারে না; যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখে।

202 এটি তাদের কাছে হঠাৎ করেই আসবে, যখন তারা প্রায় তার আশা-ই করবে না।

203 তখন তারা বলবে, "আমরা কি অবকাশ পেতে পারি?"

204 তারা কি আমাদের শাস্তিকে চ্যালেঞ্জ করেনি?

205 তুমি যেমনটি দেখছ, আমরা তাদেরকে বছরের পর বছর উপভোগ করতে দিয়েছি।

206 এরপর শাস্তি তাদের কাছে চলে এসেছে, ঠিক যেরকম প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

207 তাদের বিপুল সম্পদ তাদেরকে সামান্যতম সাহায্যও করেনি।

208 আমরা সতর্ককারী না পাঠিয়ে কখনো কোন সম্প্রদায়কে ধ্বংস করি না।

209 অতএব, এটি একটি স্মারক, কারণ আমরা কখনো অন্যায়কারী নই।

মিথ্যা বার্তাবাহকরা কেবলমাত্র আল্লাহর উপাসনা প্রচার করতে অক্ষম*

210 শয়তানেরা কখনো একে প্রকাশ করতে পারবে না।

২৬:২১০ একজন মিথ্যা বার্তাবাহক শয়তানের বার্তাবাহক, কারণ সে এক ভয়াবহ মিথ্যার উদ্ভাবক। এই ধরণের বার্তাবাহক কখনও প্রতিমা উপাসনার নিন্দা করতে পারে না, অথবা একা আল্লাহর উপাসনা প্রচার করতে পারে না।

211 না তারা তা করবে, না করতে পারবে।

212 কারণ তাদেরকে শুনতে বাঁধা দেয়া হয়।

213 অতএব, আল্লাহর পাশে অন্য কোন উপাস্যকে আল্লাহতুল্য করো না, পাছে তুমি শাস্তি টেনে আনো।

আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহক*

214 তুমি তোমার নিকটতম লোকদের কাছে প্রচার করবে।

২৬:২১৪-২২৩ এই আয়াতগুলি আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহককে নির্দেশ করে: "রাশাদ খলিফা" (১২৩০) এর জ্যামিতিক মানের যোগফল, এবং পদ সংখ্যা (২১৪) হল ১২৩০+ ২১৪=১৪৪৪=১৯x৭৬= ১৯x১৯x৪, এবং ২১৪ থেকে ২২৩ পর্যন্ত পদ সংখ্যার যোগফল হল ২১৮৫=১৯x১১৫ (পরিশিষ্ট ১)।

215 আর বিশ্বাসীরা যারা তোমার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি তোমর দয়ার বাহু প্রসারিত করো।

216 যদি তারা তোমাকে অমান্য করে, তাহলে বল, "যা তোমরা করো তার জন্য আমি দায়ী নই।"

217 আর তোমার আস্থা রাখো সর্বশক্তিমান, পরম দয়ালুর প্রতি।

218 যিনি তোমাকে দেখেন, যখন তুমি রাতে ধ্যান করো।

219 এবং বারংবার তোমার সেজদা।

220 তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

221 আমি কি তোমাদের বলবো শয়তানরা কাদের কাছে অবতরণ করে।

222 তারা অবতরণ করে প্রত্যেক অপরাধী উদ্ভাবনকারীদের কাছে।

223 তারা শুনার ভান করে, কিন্তু তাদের বেশিরভাগ মিথ্যাবাদী।

224 কবিদের ক্ষেত্রে, পথভ্রষ্টরাই কেবল তাদের অনুসরণ করে।

225 তুমি কি দেখো না যে, তাদের আনুগত্য পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তিত হয়?

226 আর যে, তারা বলে যা তারা করে না?

227 তাদের ছাড়া যারা বিশ্বাস করে, একটি সৎ জীবন যাপন করে, প্রতিনিয়ত আল্লাহর স্মরণ করে, এবং তাদের অধিকারের জন্য সোচ্চার হয়। নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারীরা দেখতে পাবে যে তাদের চুড়ান্ত নিয়তি কি।

SURA 27 · 93 VERSES

পিঁপড়া

النّمل

Al-Naml

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 ত. স. (ত. সিন.)* এই (অক্ষরগুলো) কুরআনের প্রমান গঠন করে; এক জ্ঞানগর্ভ ঐশীগ্রন্থ।

২৭:১ কুরআনের এই আদ্যক্ষরগুলির অর্থের জন্য পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

2 একটি আলোকবর্তিকা, এবং সুসংবাদ, বিশ্বাসীদের জন্য।

3 যারা সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করে, বাধ্যতামূলক দান (যাকাত)দেয়, এবং তারা পরকালের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত।

4 যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমরা তাদের চোখে তাদের কাজকে সাজিয়ে রাখি। ফলে, তারা ভুল করতে থাকে।

5 এরাই নিকৃষ্ট শাস্তি টেনে আনে, এবং পরকালে, তারা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

6 নিশ্চিতভাবে, তুমি কুরআন গ্রহণ করছো এক প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের কাছ থেকে।

মুসা

7 স্মরণ করো যে মুসা তার পরিবারকে বলেছিল, “আমি একটি আগুন দেখছি, আমি তোমাদের জন্য সেখান থেকে সংবাদ অথবা তোমাদেরকে উষ্ণ রাখতে মশাল নিয়ে আসছি।

8 যখন সে এর কাছে আসলো, তাকে ডাকা হলঃ “পবিত্র সেই সত্ত্বা (যিনি কথা বলছেন) আগুনের মধ্যে থেকে, এবং তারা যারা এর চারিদিকে আছে”। মহিমা আল্লাহর, মহাবিশ্বের প্রভু।

9 হে মুসা, এতো আমি, আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, সবথেকে জ্ঞানী।

10 “তোমার লাঠি নিচে ছুড়ে ফেলো।" যখন সে এটাকে দানবের মত চলতে দেখল, সে ঘুরে দাঁড়ালো এবং পালালো। “হে মুসা ভয় করো না। আমার বার্তাবাহকদের ভয় পাওয়া উচিত না।

11 “তারা ছাড়া যারা কোন সীমালঙ্ঘন করে, এরপর পাপের পরিবর্তে সৎ-কর্ম করে; আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

12 “তুমি তোমার হাত তোমার বাহুর মধ্যে রাখো; এটা সাদা হয়ে বেরিয়ে আসবে, কোন খুঁত ছাড়া। এইগুলো হলো ফেরাউন এবং তার লোকদের প্রতি নয়টি অলৌকিকতা, কারন তারা ছিল পাপী লোক”।

13 যখন আমাদের অলৌকিকতাগুলো তাদের কাছে উপস্থাপন করা হোল, স্পষ্ট এবং প্রগাঢ়, তারা বলল, “এ তো স্পষ্টতই জাদু”।

14 তারা সেগুলকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং তাদের ভুল পথে একদম নিশ্চিত ছিল, তাদের ঔদ্ধত্যের কারনে। লক্ষ্য করো মন্দকাজে-রতদের পরিণতি।

দাউদ এবং সুলাইমান

15 আমরা দাউদ এবং সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম, এবং তারা বলল, “প্রশংসা আল্লাহর তাঁর অনেক বিশ্বাসী বান্দাদের থেকে আমাদেরকে অধিক সৌভাগ্যশালী করার জন্য”।

16 সুলাইমান ছিল দাউদের উত্তরাধিকারী। সে বলল, “হে লোকেরা, আমাদেরকে পাখিদের ভাষা বোঝার ক্ষমতা দান করা হয়েছে, এবং আমাদের প্রদান করা হয়েছে সকল ধরনের জিনিস। এটা নিশ্চয় প্রকৃত আনুগ্রহ”।

17 সুলাইমান সেবায় নিয়জিত ছিল তার বাধ্য জিন ও মানব সৈন্যরা, সেই সাথে পাখিরা, সকলেই ছিল তার আয়ত্তাধীন।

18 যখন তারা পিঁপড়াদের উপত্যকার কাছাকাছি আসলো, একটি পিঁপড়া বলল, “হে পিঁপড়াগণ, তোমাদের বাসার ভেতরে চলে যাও, পাছে তোমারা সুলাইমান ও তার সৈন্যদের অজ্ঞাতসারে পিষ্ট হয়ে যাও”।*

২৭:১৮-১৯ একটি নির্দিষ্ট সূরার ঘটনা যত অস্বাভাবিক হবে, গাণিতিক প্রমাণ তত শক্তিশালী হবে যা তাদের সমর্থন করে। এটি আমাদের নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে এই ধরনের অদ্ভুত ঘটনাগুলি আল্লাহর শক্তির ইঙ্গিত দেয়। এই সূরার আদ্যক্ষর, ত. স., কুরআনের আদ্যক্ষরের সাথে সম্পর্কিত গাণিতিক অলৌকিক ঘটনাগুলির একটি জটিল অংশ। ঈসার অস্বাভাবিক জন্ম এবং অলৌকিক ঘটনাগুলি সূরা ১৯-এ রয়েছে, যার পূর্বে পাঁচটি কুরআনের আদ্যক্ষর রয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

19 সে তার (স্ত্রী লিঙ্গ) কথায় হাসল,* এবং বলল, “আমার প্রভু, আমাকে পরিচালিত করুন আপনার অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে যা আপনি আমার এবং আমার পিতামাতার উপর অর্পণ করেছেন, এবং সেই সৎকর্ম করতে যা আপনাকে সন্তুষ্ট করে। আপনার দয়ায় আমাকে অন্তর্ভুক্ত করুন আপনার সৎ-কর্মী বান্দাদের সাহচর্যে।

20 সে পাখিদের পরিদর্শন করলো, এবং বললঃ “আমি হুদহুদকে দেখছি না কেন? সে অনুপস্থিত কেন?

21 “আমি তাকে কঠোর শাস্তি দেবো বা তাকে উৎসর্গ করবো যদিনা সে উপযুক্ত কারন দর্শায়।

22 সে বেশিক্ষন অপেক্ষা করলো না। (হুপু পাখি) বলল, “আমার কাছে সংবাদ আছে যা আপনার কাছে নাই। আমি সাবা থেকে আপনার জন্য, কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এনেছি।

23 আমি এক নারীকে দেখেছি তাদেরকে শাসন করতে, যাকে সবকিছু দিয়ে অনুগ্রহ করা হয়েছে, এবং সে এক অসাধারন প্রাসাদের অধিকারী।

24 “আমি তাকে এবং তার লোকদের আল্লাহর বদলে সূর্যকে সেজদা করতে দেখেছি। শয়তান তাদের কাজকে তাদের চোখে সাজিয়ে রেখেছে, এবং তাদেরকে পথ থেকে নিবৃত রেখেছে; ফলস্বরূপ, তারা সুপথপ্রাপ্ত নয়”।

25 তাদের উচিৎ ছিল আল্লাহকে সেজদা করা, সেই সত্ত্বা যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল রহস্য প্রকাশ করেন, এবং সেই সত্ত্বা যিনি জানেন যা কিছু তোমরা গোপন করো এবং যা কিছু তোমরা প্রকাশ করো।

26 আল্লাহঃ তাঁর পাশে অন্য কোন উপাস্য নাই, মহান রাজত্বের প্রভু।

27 (সুলেমান) বলল, “আমরা দেখব তুমি কি সত্য বলেছো নাকি তুমি এক মিথ্যাবাদী।

28 “আমার কাছ থেকে এই চিঠি নাও, এটা তাদেরকে দাও, এরপর তাদের জবাবের প্রতি লক্ষ্য রাখো।

সাবার পটভূমি

29 সে বলল, “হে আমার উপদেষ্টা মণ্ডলী, আমি এক সন্মানিত চিঠি পেয়েছি।

30 “এটা সুলাইমানের কাছ থেকে, এবং এটা হলো, “পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।"*

২৭:৩০ এই আয়াতে অন্তর্ভুক্ত 'বিসমিল্লাহ' সূরা ৯, এখান থেকে ১৯টি সূরা আগের 'বিসমিল্লাহ'-এর অনুপস্থিতি পূরণ করে দেয়। এটি 'বিসমিল্লাহ'-এর মোট উপস্থিতি ১১৪, যা ১৯x৬ এ পুনরুদ্ধার করে। এই 'বিসমিল্লাহ'-এর সাথে সংযুক্ত একটি বিশাল এবং গভীর অলৌকিক ঘটনার বিশদ বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট ২৯ দেখুন।

31 “এই ঘোষণা দিয়ে “উদ্ধত হয়ো না; আমার কাছে আসো আত্মসমর্পণকারী হিসাবে”।

32 সে বলল, “হে আমার উপদেষ্টা মণ্ডলী, আমাকে এই বিষয়ে পরামর্শ দাও। আমি কোন সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না যতক্ষণ না তোমরা আমাকে উপদেশ দাও”।

33 তারা বলল, “আমাদের শক্তি আছে, আমাদের যুদ্ধের দক্ষতা আছে, আর চূড়ান্ত হুকুম আপনার হাতে। আপনি সিদ্ধান্ত নিন কি করতে হবে।

34 সে বলল, “রাজারা কোন ভূখণ্ডকে আক্রমণ করলে তা বিপর্যস্ত করে দেয়, এবং এর মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের অধীনস্থ করে নেয়। এটাই তারা সাধারণত করে থাকে।

35 “আমি তাদের কাছে একটি উপহার পাঠাচ্ছি; দেখি বার্তাবাহকরা কি নিয়ে ফিরে আসে”।

36 যখন হুপু পাখি সুলেমানের কাছে ফিরে এলো (সে তাকে সংবাদটি দিলো), এবং সে জবাবে বলল (সাবার লোকদের): “তোমরা কি আমাকে অর্থ দিচ্ছ? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে অনেক উত্তম। তোমরা সে লোক যারা এমন উপহারে আনন্দ করে”।

37 (হুপু পাখিকে, সে বলল) “তাদের কাছে ফিরে যাও (এবং তাদের জানাও যে) আমরা তাদের কাছে আসবো এমন সেনাবাহিনী নিয়ে যা তারা কল্পনা করতে পারে না। আমরা তাদেরকে উচ্ছেদ করবো, অপমানিত এবং অপদস্থ করে।

আলোর গতির থেকে দ্রুত

38 সে বলল, “হে সভাসদবর্গ, তোমাদের মধ্যে কে আমাকে তার প্রাসাদ এনে দিতে পারে, তারা এখানে আত্মসমর্পণকারী হিসাবে পৌঁছনোর আগে।

39 জিনদের মধ্যে একজন শক্তিশালী জিন বলল, “আপনি উঠে দাঁড়ানোর আগে আমি তা আপনার কাছে নিয়ে আসতে পারি। আমি যথেষ্ট শক্তিশালী তা করার জন্য”।

40 যে গ্রন্থ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছিল সে বলল, “আপনি চোখের পলক ফেলার আগেই আপনার কাছে আমি তা নিয়ে আসতে পারি”। সে যখন তার সামনে তা রাখা দেখল, সে বলল, “এটা আমার প্রভুর পক্ষ থেকে একটি অনুগ্রহ, যার দ্বারা তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন, এটা দেখাতে আমি কৃতজ্ঞ নাকি অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞ সে তার নিজের ভালোর জন্যই কৃতজ্ঞ, এবং যদি কেউ অকৃতজ্ঞ হয়, তবে আমার প্রভুর তাকে কোন প্রয়োজন নেই, পরম সম্মানিত।

41 সে বলল, “তার প্রাসাদ তার জন্য পুনরায় সাজাও। দেখা যাক সে পথপ্রাপ্ত হবে, নাকি পথভ্রষ্টদের সাথে চলবে”।

42 যখন সে পৌঁছাল, তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, “তোমার প্রাসাদ কি দেখতে এমন?”সে বলল, “মনে হচ্ছে এটা যেন সেটাই”। “আমরা আগেই জানতাম সে কি করতে যাচ্ছে, এবং ইতোমধ্যে আমারা আত্মসমর্পণকারী ছিলাম”।

43 সে আল্লাহর বদলে অন্য উপাস্যদের উপাসনা তাকে পথ থেকে সরিয়ে নিয়েছিল; সে অবিশ্বাসী লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

44 তাকে বলা হল, “প্রাসাদের ভেতরে যাও”। যখন সে এটার অভ্যন্তরভাগ দেখল, সে ভাবল এটা একটি জলাশয়, এবং সে (তার পোশাক উঁচু করে ধরল) তার পাগুলো অনাবৃত করে। সে বলল, “এই অভ্যন্তরভাগ এখন স্ফটিক দিয়ে বাঁধানো”। সে বলল, “আমার প্রভু, আমি আমার আত্মার ক্ষতি করেছি। আমি এখন সুলেমানের সাথে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করছি, যিনি মহাবিশ্বের প্রভু”।

সালেহ

45 আমরা সামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছি, এই বলে যে, “তোমরা আল্লাহর উপাসনা করবে”। কিন্তু তারা দুটি বিবাদকারী দলে বিভক্ত হল।

46 সে বলল, “হে আমার লোকেরা, কেন তোমরা ভালো কাজের বদলে মন্দ কাজে তাড়াহুড়ো করো? যদি কেবল তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য মিনতি করো, তোমরা দয়া পেতে পারো”।

47 তারা বলল, “আমারা তোমাকে আমাদের জন্য অশুভ লক্ষণ মনে করি, তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা যোগ দিয়েছে ”। সে বলল, “তোমাদের পূর্ব লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নিশ্চয়, তোমরা পথভ্রষ্ট লোক”।

48 সেই শহরে ছিল নয়জন দুর্বৃত্তদলের লোক যারা ছিল পাপিষ্ঠ, এবং কখন ভালো কিছু করতো না।

49 তারা বলল “চল আমরা আল্লাহর নামে শপথ করি যে আমরা তাকে এবং তার লোকদের হত্যা করবো, এরপর তার গোষ্ঠীকে বলব, “আমরা তাদের মৃত্যুর ব্যাপারে কিছুই জানি না। আমরা সত্যবাদী”।

আল্লাহ বিশ্বাসীদের রক্ষা করেন

50 তারা কুমন্ত্রনা এবং চক্রান্ত করলো, এবং আমরা ও চক্রান্ত করলাম এবং কৌশল অবলম্বন করলাম, যা তারা বুঝতে পারেনি।

51 লক্ষ্য করো তাদের চক্রান্তের পরিণাম; আমরা তাদেরকে এবং তাদের সব লোকদের ধ্বংস করেছিলাম।

52 এইযে তাদের ঘরবাড়ি একদম ধংসপ্রাপ্ত, তাদের সীমালঙ্ঘনের কারনে। এটা একটা শিক্ষা হওয়া উচিৎ সেসব লোকদের জন্য যারা জানে।

53 আমরা রক্ষা করি তাদেরকে যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ-জীবন যাপন করে।

লূত

54 লুত তার লোকদের বলল, “কেমন করে তোমরা জনসমক্ষে এমন নিদারুন ঘৃণ্য কাজ করতে পারো, যখন তোমরা দেখছ?

55 ‘তোমরা পুরুষদের সাথে যৌন চর্চা করো, কামাসক্ত হয়ে, নারীদের বদলে। নিশ্চয় তোমরা অজ্ঞ লোক”।

56 তার লোকদের থেকে একমাত্র জবাব ছিল, “লুতের পরিবারকে তোমাদের শহর থেকে বের করে দাও; তারা সে লোক যারা শুদ্ধ হতে চায়”।

57 ফলসরুপ, আমরা তাকে এবং তার পরিবারকে রক্ষা করলাম, তার স্ত্রী ছাড়া, আমরা তাকে ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করলাম।

58 আমরা এক নির্দিষ্ট বর্ষা তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম। এটা ছিল এক শোচনীয় বর্ষা সে লোকদের উপর যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল।

আল্লাহর বার্তাবাহকদের মধ্যে কোন পার্থক্য করবে না

59 বল, “প্রশংসা আল্লাহর এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বান্দাদের উপর যাদেরকে তিনি পছন্দ করেছেন। আল্লাহ উত্তম, নাকি সেসব উপাস্যরা যাদেরকে কিছু লোক স্থাপন করে?”

কেবল আল্লাহই উপাসনার উপযুক্ত

60 কে সেই সত্ত্বা যিনি আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? কে সেই সত্ত্বা যিনি আকাশ থেকে তোমাদের কাছে পানি বর্ষণ করেন, যা দিয়ে আমরা উৎপন্ন করি সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ বাগান- তোমরা এর বৃক্ষাদি উৎপাদন করতে পারতে না? সে কি আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য? নিশ্চয়, তারা সে লোক যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

ঈসা, মরিয়ম, মুহম্মদ, সাধু ব্যক্তিগন, ইত্যাদি / কখনই অংশগ্রহণ করেনি

61 কে সেই সত্ত্বা যিনি পৃথিবীকে বাসযোগ্য করেছেন, নদীগুলোকে এর মাঝে প্রবাহিত করেছেন, এর উপর স্থাপন করেছেন পাহাড়-পর্বত, এবং দুই পানির মাঝে এক অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন? সে কি আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য? নিশ্চয়, তাদের বেশির ভাগই জানে না।

62 কে সেই সত্ত্বা যিনি তাদেরকে উদ্ধার করেন যারা মরিয়া হয়ে তাঁকে ডাকতে থাকে, তিনি দুর্দশা দূর করেন, এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেন? সে কি আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য? তোমরা খুব কমই মনোনিবেশ করো।

63 কে সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদেরকে স্থল এবং সাগরের অন্ধকারে পথ দেখান? কে সেই সত্ত্বা যিনি সুসংবাদ সহ বায়ু প্রেরন করেন, তার দয়ার পূর্বাভাস হিসাবে? এটি কি আল্লাহর সাথে অন্য কোন খোদা? আল্লাহ পরম মহিমান্বিত, কোন অংশীদার থাকার ঊর্ধ্বে।

64 কে সেই সত্ত্বা যিনি সৃষ্টির সুচনা করেন, এরপর তার পুনরাবৃত্তি ঘটান? কে সেই সত্ত্বা যিনি আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবী থেকে তোমাদের জীবিকা প্রদান করেন। এটি কি আল্লাহর সাথে অন্য কোন খোদা? বল, "আমাকে তোমাদের প্রমান দেখাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।"

65 বল, "আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া কেউই ভবিষ্যৎ জানে না। তারা এমনকি এটাও বুঝতে পারেনা কিভাবে এবং কখন তারা পুনরুত্থিত হবে"।

পরকালে বিশ্বাস: অধিকাংশ মানুষের জন্য বড় বাধা

66 প্রকৃত পক্ষে, পরকাল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বিভ্রান্ত/দিধাগ্রস্থ। প্রকৃত পক্ষে, তারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে। প্রকৃত পক্ষে, এ বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অমনোযোগী।

67 যারা অবিশ্বাস করে তারা বলল, "আমরা এবং আমাদের পিতামাতারা ধুলোতে পরিণত হবার পরও কি আমাদের বের করে আনা হবে?

68 "অতীতেও আমাদেরকে একই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এগুলো অতীতের কল্পকাহিনী ছাড়া কিছুই না"।

69 বল, "পৃথিবীতে ঘুরে দেখো এবং অপরাধীদের পরিণাম লক্ষ্য করো"।

70 তাদের জন্য দুঃখ করো না, এবং তাদের চক্রান্তে বিরক্ত হইও না।

71 তারা বলে, "কখন সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?"

72 বল, "তোমরা ইতোমধ্যেই তোমাদের চ্যালেঞ্জ করা কিছু শাস্তি ভোগ করছো"।

73 তোমার প্রভু মানুষের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের বেশির ভাগ অকৃতজ্ঞ।

74 তোমার প্রভু সম্পূর্ণ রুপে জানেন তাদের বুকে কি লুকানো আছে, আর তারা কি প্রকাশ করে।

75 আকাশ মণ্ডলী এবং পৃথিবীতে কোন কিছু নেই যা (আল্লাহ থেকে) লুকানো আছে; সবকিছুই রয়েছে এক প্রগাঢ় নথিতে।

76 এই কুরআন ইসরাইলের সন্তানদের জন্য অনেক বিষয়াদি নিষ্পত্তি করে; বিষয়াদি যেগুলো নিয়ে তারা এখনো বিবাদ করছে।

77 এবং সুনিশ্চিত ভাবে, এটা বিশ্বাসীদের জন্য একটি পথপ্রদর্শক এবং দয়া।

78 তোমার প্রভুই সেই সত্ত্বা যিনি তাঁর আইন অনুসারে তাদের মাঝে বিচার করেন।

79 অতএব, আল্লাহর উপর তোমার আস্থা রাখো; তুমি সুস্পষ্ট সত্য অনুসরণ করছ।

80 তুমি পারবে না মৃতকে, না বধিরকে, ডাক শোনাতে, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

81 না তুমি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে পথ দেখাতে পারবে। শুধু তারা তোমার কথা শুনবে যারা আমাদের প্রকাশনাবলীতে বিশ্বাস করে, এবং আত্মসমর্পণকারী হবার সিদ্ধান্ত নেয়।

কম্পিউটার হল সেই সৃষ্টি*

82 সঠিক সময়ে আমরা তাদের জন্য উপস্থাপন করবো ভূমিজাত উপাদান দিয়ে বানানো এক সৃষ্টি, যা ঘোষণা করবে যে লোকরা আমাদের প্রকাশনাবলীর বিষয়ে নিশ্চিত নয়।

২৭:৮২ (২+৭+৮+২ = ১৯) কুরআনের গাণিতিক অলৌকিক ঘটনা উন্মোচন করার জন্য কম্পিউটারের প্রয়োজন ছিল এবং এটি প্রমাণ করে যে বেশিরভাগ মানুষ আল্লাহর বার্তা ছুঁড়ে ফেলে রেখেছে (পরিশিষ্ট ১ এবং ১৯ দেখুন)।

83 সে দিন আসবে যখন আমরা প্রত্যেক জনপদ থেকে বলপূর্বক তলব করবো তাদের কতককে যারা আমাদের প্রমানগুলো বিশ্বাস করেনি।

কুরআনের গাণিতিক কোড অধ্যায়ন করুন

84 যখন তারা উপস্থিত হবে, তিনি বলবেন, “তোমরা আমার প্রকাশনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছ, তার বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার আগেই। এটাই কি তা নয় যা তোমরা করেছিলে।

85 তারা নিজেদের উপর টেনে আনবে তাদের অন্যায়াচরণের প্রতিফল, তারা কিছুই বলবে না।

86 তারা কি দেখেনি যে আমরা রাতকে বানিয়েছি তাদের বিশ্রামের জন্য, এবং দিনকে করেছি আলোকিত? এগুলো যথেষ্ট প্রমান হওয়া উচিৎ সে সব লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।

87 সেই দিনে যখন শিংগায় ফু দেয়া হবে, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর সকলে ভীত হয়ে পড়বে, আল্লাহ যাদেরকে চান তারা ব্যতিত। সকলেই তাঁর সামনে আসবে, বলপূর্বক।

পৃথিবীর গতিবিধিঃ এক বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা

88 তুমি যখন পর্বতগুলোকে দেখো, তুমি মনে করো যে তারা নিশ্চল দাড়িয়ে আছে। কিন্তু তারা চলছে, মেঘমালার মত। এমনই আল্লাহর নির্মাণ, যিনি সবকিছুকে নিখুঁত করেছেন। তিনি সম্পূর্ণরুপে জানেন তোমরা যাকিছু করো।

বিচারের দিন

89 যারা (তাদের নথীতে) ভালো কাজ নিয়ে আসবে তারা অনেক উত্তম পুরস্কার পাবে, এবং তারা সেই দিনের বিভীষিকা থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে।

90 তাদের ক্ষেত্রে যারা মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাদেরকে বলপূর্বক নরকে পাঠানো হবে। তোমরা কি তারই প্রতিফল পাওনা যা তোমরা করেছ?

91 আমি কেবল এই শহরের প্রভুর উপাসনা করতে আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি-তিনি একে এক নিরাপদ উপাসনা স্থল করেছেন-এবং সকল বস্তু অধিকারী। আমি আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি একজন আত্মসমর্পণকারী হতে।

92 এবং কুরআন পাঠ করতে। যেকেউ পথপ্রাপ্ত হয় সে তার নিজের ভালোর জন্যই পথপ্রাপ্ত হয়, এবং যদি তারা বিপথগামী হয়, তবে বল, “আমি কেবল একজন সতর্ককারী”।

93 এবং বল, “প্রশংসা আল্লাহর; তিনি তোমাদেরকে তাঁর প্রমান দেখাবেন, যতক্ষণ না তোমরা সেগুলো চিনতে পারো। তোমরা যা কিছুই করো তোমার প্রভু তা সম্পর্কে কখনই অনবগত নন”।

SURA 28 · 88 VERSES

ইতিহাস

Al-Qasas

القصص

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 ত. স. ম.*

২৮:১ কুরআনের অলৌকিক গাণিতিক কোড এবং এই কুরআনের আদ্যক্ষরগুলির অর্থ বা তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

2 এই (অক্ষরগুলো) এই জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের প্রমান গঠন করে।

3 আমরা এখানে তোমার কাছে মুসা এবং ফেরাউনের কিছু ইতিহাস বর্ণনা করছি, সত্য সহকারে, সেসব লোকদের উপকারের জন্য যারা বিশ্বাস করে।

4 ফেরাউন পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী শাসকে পরিণত হয়েছিল, এবং কিছু লোকের বিরুদ্ধে বৈষম্যসূচক আচরণ করেছিল। সে অত্যাচার করছিল তাদের এক অসহায় দলের উপরে, যাদের পুত্রদের সে হত্যা করতো, আর তাদের কন্যাদের জীবিত রাখতো। নিশ্চয়, সে ছিল পাপী।

আল্লাহ নির্যাতিতদের ক্ষতিপূরণ করেন

5 যারা পৃথিবীতে নির্যাতিত ছিল আমরা চাইলাম তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে, তাদেরকে নেতা বানাতে এবং উত্তরাধিকারী করতে।

6 এবং তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে, এবং ফেরাউন, হামান এবং তাদের সেনাবাহিনীকে আস্বাদন করাতে তাদের নিজেদের ঔষধের স্বাদ।

আল্লাহর উপর আস্থা

7 আমরা মুসার মাকে অনুপ্রেরণা দিলাম “তাকে দুধ পাণ করাও, এবং যখন তুমি তার জীবন নিয়ে আশঙ্কা করো, তাকে নদীতে ভাসিয়ে দাও, কোন ভয় বা দুঃখ না করে। আমরা তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো, এবং তাকে বানাবো বার্তাবাহকদের একজন।"

8 ফেরাউনের পরিবার তাকে তুলে নিল, পরিনামে সে কেবল বিরোধী দলের নেতৃত্ব দিল এবং তাদের দুঃখের কারন হয়ে দাঁড়ালো। এটা এ কারনে যে ফেরাউন, হামান এবং তাদের সেনাবাহিনী ছিল সীমালঙ্ঘনকারী।

সিংহের গুহার ভেতর

9 ফেরাউনের স্ত্রী বলল, “এটা তোমার এবং আমার জন্য এক সুখকর প্রাপ্তি হতে পারে। তাকে হত্যা করো না, কারন সে হয়তো আমাদের কিছু উপকারে আসতে পারে, অথবা আমরা তাঁকে আমাদের সন্তান হিসাবে দত্তক নিতে পারি। " তাদের কোন ধারনাই ছিল না।

10 মুসার মায়ের মন এতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিল যে সে তার পরিচয় প্রায় প্রকাশ করেই ফেলেছিল। কিন্তু আমরা তার হৃদয়কে দৃঢ় করেছিলাম, তাকে একজন বিশ্বাসী বানানোর জন্য।

11 সে তার বোনকে বলল, “তার পথ অনুসরণ করো।" সে তাকে দূর থকে লক্ষ্য করছিল, তাদের অজ্ঞাতসারে।

শিশুকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হল

12 আমরা তাকে সব স্তন্যদানকারী মায়েদের থেকে বিরত রেখেছিলাম।(তার বোন) তখন বলল, “আমি তোমাদের একটি পরিবারের সন্ধান দিতে পারি যারা তাকে তোমাদের জন্য লালন পালন করতে পারবে, এবং তার ভালো যত্ন নেবে।"

13 এভাবে আমরা তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, তাকে খুশি করতে, তার উদ্বেগ দূর করতে, এবং তাকে জানাতে যে আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য। কিন্তু, তাদের বেশির ভাগই জানে না।

14 যখন সে পরিণত বয়সে পৌঁছল এবং সবল হলো, আমরা তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। আমরা এভাবে সৎ-কর্মশীলদের পুরস্কৃত করি।

মুসা মানব হত্যা করলো

15 একবার সে অপ্রত্যাশিতভাবে শহরে প্রবেশ করলো, যেন লোকেরা তাকে চিনতে না পারে। সে দুজন লোককে লড়াই করতে দেখল; একজন ছিল (হিব্রু) তার লোকদের মধ্যে থেকে, এবং অন্যজন ছিল (একজন মিশরীয়) তার শত্রুদের থেকে। তার দলের লোকটি শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে তাকে ডাকল। মুসা তাকে ঘুষি মারল, এতে তার মৃত্যু হল। সে বলল, “এটা শয়তানের কাজ, সে এক প্রকৃত শত্রু, এবং ঘোর পথভ্রষ্টকারী।"

16 সে বলল, “আমার প্রভু, আমি আমার আত্মার ক্ষতি করেছি। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন, ” এবং তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

17 সে বলল, “আমর প্রভু, আমার উপর আপনার আশীর্বাদের বিনিময়ে, আমি কখনো কোন অপরাধীর সমর্থনকারী হবো না।"

18 সকালে, সে শহরের ভেতরে ছিল, ভীত এবং সতর্ক অবস্থায়। যে ব্যক্তি গতকাল তার কছে সাহায্য চেয়েছিল, সে পুনরায় তার কাছে সাহায্য চাইল। মুসা তাকে বলল, “তুমি আসলেই এক সমস্যা সৃষ্টিকারী।"

মুসার অপরাধ প্রকাশিত

19 তাদের উভয়ের শত্রুকে আঘাত করতে উদ্যত হবার আগেই, সে বলে উঠল, “হে মুসা, তুমি কি আমাকে খুন করতে চাও, যেমন গতকাল আরেকজনকে খুন করেছিলে? স্পষ্টতই, তুমি পৃথিবীতে অত্যাচারী হতে চাও; তুমি সৎ-কর্মী হতে চাও না।

20 শহরের অন্যপ্রান্ত থেকে এক লোক দৌড়ে এসে বলল, “হে মুসা, লোকেরা তোমাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছে। তুমি বরং অনতিবিলম্বে বেড়িয়ে পড়ো। আমি তোমাকে সু-পরামর্শ দিচ্ছি।"

21 সে শহর থেকে পালালো, ভীত এবং সতর্ক অবস্থায়। সে বলল, “আমার প্রভু, আমাকে নিষ্ঠুর লোকদের থেকে রক্ষা করুন।"

মাদিয়ানে

22 মাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময়, সে বলল, “আমার প্রভু যেন আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।"

23 যখন সে মাদিয়ানের পানির কাছে পৌঁছল, সে দেখল লোকেরা ভিড় করে (পশুদের) পানি পান করাচ্ছে, এবং লক্ষ্য করলো দুজন নারী পাশে অপেক্ষা করছে। সে বলল, “তোমাদের কি প্রয়োজন?” তারা বলল, "আমরা আমাদের পশুদের পানি পান করাতে পারছি না, যতক্ষণ না ভিড় সরে যায়, এবং আমাদের পিতা একজন বৃদ্ধ লোক।"

24 সে তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাল, এরপর ছায়ায় যেয়ে বলল, “আমার প্রভু, যা কিছুই আপনি আমার জন্য পাঠান, আমার তা ভীষণ প্রয়োজন।"

25 অবিলম্বে, দুই নারীর একজন তার কাছে আসলো, লাজুকভাবে, এবং বলল, “আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রন করেছেন আপনাকে পারিশ্রমিক দিতে আমদের পশুগুলোকে পানি পান করানোর জন্য।" যখন সে তার সাথে সাক্ষাৎ করলো, এবং তাকে তার কাহিনী শোনালো, সে বলল, “ভয় করো না। তুমি অত্যাচারী লোকদের থেকে রক্ষা পেয়েছো।"

মুসা বিয়ে করলো

26 দুজন নারীর একজন বলল, “হে আমার পিতা, তাকে কাজে নিযুক্ত করুন। কাজে নিযুক্ত করার জন্য সে সবচেয়ে ভালো, কারন সে শক্তিশালী এবং সৎ।"

27 সে বলল, “আমি তোমাকে আমরা দুই কন্যার একজনকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিতে চাই, আমার জন্য আট তীর্থযাত্রা কাজ করার বদলে, যদি তুমি তা দশ কর, তা হবে তোমার দিক থেকে ঐচ্ছিক। আমি এই বিষয়টি তোমার জন্য খুব কঠিন করতে চাই না। আল্লাহ চাইলে, তুমি আমাকে পাবে, সৎকর্মশীল।"

28 সে বলল, “আপনার ও আমার মধ্যে এটি একটি চুক্তি। যে সময়কালই আমি পূর্ণ করি, আপনি কোনটিতেই বিরূপ হবেন না। আমরা যা বললাম আল্লাহ তার জামিনদার। "

মিশরে ফিরে যাওয়া

29 যখন সে তার চুক্তি পূর্ণ করল, সে তার পরিবারকে নিয়ে যাত্রা করল (মিশরের দিকে)। সে সিনাই পর্বতের ঢাল থেকে আগুন দেখল। সে তার পরিবারকে বলল, “এখানে থাকো। আমি আগুন দেখেছি। হতে পারে আমি তোমাদের জন্য কোন খবর আনতে পারবো, অথবা আগুনের এক অংশ, (আনতে পারবো) তোমাদের উষ্ণতা দিতে।"

মুসা কে নিয়োগ দেওয়া হল

30 যখন সে তার কাছ পৌঁছাল, তাকে উপত্যকার ডান প্রান্ত থেকে ডাকা হল, পবিত্র স্থানে যেখানে জলন্ত ঝোপ অবস্থিত ছিলঃ “হে মুসা, এ হল আমি, আল্লাহ; মহা বিশ্বের প্রভু।

31 “তোমার লাঠি ছুড়ে ফেল।" যখন সে এটাকে দানবের মত চলতে দেখল, সে পেছনে ফিরে পালালো। “হে মুসা, ফিরে এসো; ভয় করো না। তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।

32 “তোমার হাত তোমার পকেটে রাখো; এটি সাদা হয়ে বের হয়ে আসবে কোন ত্রুটি ছাড়াই। তোমার বাহুদ্বয় ভাঁজ করো এবং ভয় মুক্ত হও। এই হলো দুটি প্রমান তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে, ফেরাউন এবং তার সভাসদদের দেখানোর জন্য; তারা হচ্ছে পাপী লোক।"

33 সে বলল, “আমার প্রভু, আমি তাদের একজনকে হত্যা করেছি, এবং আমার ভয় হয় যে তারা আমাকে হত্যা করবে।

34 “আর, আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে অধিক বাকপটু। তাকে আমার সাথে পাঠান একজন সাহায্যকারী হিসাবে আমাকে সমর্থন করতে এবং আমার শক্তি জোগাতে। আমি ভয় করি পাছে তারা আমাকে অবিশ্বাস করে।"

35 তিনি বললেন, “আমরা তোমাকে তোমার ভাইয়ের দ্বারা শক্তিশালী করবো, এবং আমরা তোমাদের উভয়কে সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব প্রদান করবো। ফলে, তারা তোমাদের দুজনের একজনকেও স্পর্শ করতে পারবে না। আমাদের নিদর্শনাবলীর নিয়ে, তোমরা দুজন, তোমাদেরকে যারা অনুসরণ করে তারা সহ, জয়ী হবে।"

ফেরাউনের ঔদ্ধত্য

36 যখন মুসা তাদের কাছে গেল আমাদের স্পষ্ট এবং প্রগাঢ় প্রমান সহ, তারা বলল, “এটা তো অলীক জাদু। আমরা কখনো আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের থেকে এরুপ শুনিনি।"

37 মুসা বলল, “আমার প্রভু সবচেয়ে ভাল জানেন কে তাঁর থেকে পথনির্দেশনা নিয়ে এসেছে, এবং কে হবে চুড়ান্ত বিজয়ী। নিশ্চিতভাবে, সীমালঙ্ঘনকারীরা কখনই সফল হয় না।"

38 ফেরাউন বলল, “হে আমার সভাসদগণ, তোমাদের জন্য আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্যকে আমার জানা নেই। অতএব, ইট পোড়াও, হে হামান, একটা মিনার তৈরি করার জন্য, যাতে আমি মুসার উপাস্যকে এক নজর দেখতে পারি। আমি নিশ্চিত যে সে এক মিথ্যাবাদী।"

39 এভাবে, সে এবং তার সৈন্যবাহিনী পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য করতে থাকলো, কোন অধিকার ছাড়াই, এবং ভাবল যে তারা আমাদের কাছে ফিরে আসবে না।

40 ফলস্বরূপ, আমি তাকে এবং তার সৈন্যবাহিনীকে শাস্তি দিয়েছিলাম, তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। সীমালঙ্ঘনকারীদের পরিণাম লক্ষ্য করো।

41 আমরা তাদেরকে ইমাম করেছিলাম যারা তাদের লোকদের নরকের দিকে পরিচালিত করেছিল। উপরন্তু, পুনরুত্থানের দিনে, তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

42 তারা এই জীবনে টেনে এনেছে দণ্ডাদেশ, এবং পুনরুত্থানের দিনে তারা হবে ঘৃণিত।

মুসার গ্রন্থ*

43 আমরা মুসাকে দিয়েছিলাম ঐশীগ্রন্থ – পূর্ববর্তী প্রজন্মদের ধ্বংস করে দেবার পর, এবং তাদের মাধ্যমে উদাহরন স্থাপন করার পর – লোকদের জন্য প্রদান করতে, জ্ঞানবর্তিকা আর পথনির্দেশনা, এবং দয়া, যাতে তারা মনোযোগ দিতে পারে।

২৮:৪৩ তাওরাত হলো ইসরায়েলের সকল নবীর উপর অবতীর্ণ সকল ধর্মগ্রন্থের সমষ্টি, যার মধ্যে মূসার কিতাবও অন্তর্ভুক্ত। কুরআন ধারাবাহিকভাবে বলে যে মূসাকে একটি কিতাব বা "বিধি গ্রন্থ" দেওয়া হয়েছিল। কুরআনের কোথাও আমরা দেখতে পাই না যে মূসাকে "তাওরাত" দেওয়া হয়েছিল। অতএব, আজকের পুরাতন টেস্টামেন্ট হল তাওরাত (৩:৫০, ৫:৪৬ দেখুন)।

আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহককে সম্বোধন

44 তুমি উপস্থিত ছিলে না পশ্চিমা পর্বতের ঢালে, যখন আমরা মুসার কাছে হুকুম জারী করেছিলাম; তুমি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলে না।*

২৮:৪৪ এই বার্তাবাহকের নাম গাণিতিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে: "রাশাদ খলিফা" (১২৩০) এর জ্যামিতিক মানটি পদ সংখ্যা (৪৪) এর পাশে রাখলে, আমরা পাই ১২৩০৪৪=১৯X৬৪৭৬।

45 কিন্তু আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম অনেক প্রজন্মকে, এবং, সময়ের ব্যাপ্তির কারনে, (তারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল)। না তুমি ছিলে মাদিয়ানের লোকদের মধ্যে, তাদের কাছে আমাদের প্রকাশনাবলী আবৃত্তি করতে। কিন্তু আমরা ঠিকই বার্তাবাহক পাঠিয়েছিলাম।

46 না তুমি ছিলে সিনাই পর্বতের ঢালে যখন আমারা (মুসাকে) ডেকেছিলাম। কিন্তু এটা তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে করুনা, (লোকদের প্রতি), সেসব লোকদের সতর্ক করতে যারা তোমার আগে কোন সতর্ককারী পায়নি, যাতে তারা মনোযোগ দিতে পারে।

কোন অজুহাত নয়

47 যাতে, তারা বলতে না পারে, যখন কোন বিপর্যয় তাদের নিজেদের কাজের পরিণাম স্বরূপ তাদের আঘাত করে, “আমাদের প্রভু, আপনি যদি আমাদের কাছে কোন বার্তাবাহক পাঠাতেন, আমরা আপনার প্রকাশনাবলী অনুসরণ করতাম, এবং বিশ্বাসী হতাম।"

তাওরাত এবং কুরআন

48 এখন যখন আমাদের পক্ষ থেকে সত্য তাদের কাছে এসেছে, তারা বলল, “শুধু যদি আমাদেরকে তা দেয়া হতো যা মুসাকে দেয়া হয়েছিল!” তারা কি অতীতে অবিশ্বাস করেনি যা মুসাকে দেয়া হয়েছিল তাতে? তারা বলল, “উভয় (ঐশীগ্রন্থই) জাদু, যার একটিকে অন্যটি নকল করেছে। তারা আরও বলল, “আমরা দুটিতেই অবিশ্বাসী।"

49 বল, “তাহলে আল্লাহর কাছ থেকে এই দুটির থেকে উত্তম পথনির্দেশনা সহ একটি ঐশীগ্রন্থ নিয়ে আসো, যাতে আমি তা অনুসরণ করতে পারি, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।"

আল্লাহ তাঁর বার্তাবাহকদের মাধ্যমে আমাদের কাছে তাঁর শিক্ষা পাঠান।

50 যদি তারা তোমার ডাকে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়, তবে জেনে নাও যে তারা কেবল তাদের নিজেদের মতামতের অনুসরণ করে। তাদের থেকে কে অধিক পথভ্রষ্ট যারা তাদের নিজেদের মতামতের অনুসরণ করে, আল্লাহর থেকে পথনির্দেশনা ছাড়াই? আল্লাহ এমন অন্যায়কারী লোকদের পথপ্রদর্শন করেন না।

সব প্রকৃত বিশ্বাসীই কুরআনকে মেনে নেয়

51 আমরা তাদের কাছে বার্তা পৌঁছিয়েছি, যাতে তারা মনোযোগ দেয়।

52 যাদেরকে আমরা পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থ দিয়ে আশীর্বাদ করেছি তারা এতে বিশ্বাস করবে।

53 যখন এটি তাদের কাছে আবৃত্তি করা হয়, তারা বলে, “আমরা এটাতে বিশ্বাস করি, এটি আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য। এমনকি এটি শোনার আগেও, আমরা আত্মসমর্পণকারী ছিলাম।"

সেসব খ্রিষ্টান এবং ইহুদীদের জন্য দিগুন পুরস্কার যারা সত্য স্বীকার করে

54 এদেরকে আমরা দিগুন পুরস্কার প্রদান করি, কারন তারা দৃঢ়তার সাথে অধ্যবসায়ী। তারা মন্দ কাজকে প্রতিহত করে ভালো কাজ দিয়ে, এবং তাদের কাছে আমাদের জীবিকা থেকে, তারা দেয়।

55 যখন তারা অসার কথাবার্তার সম্মুখীন হয়, তারা তা উপেক্ষা করে এবং বলে, “আমরা দায়ী আমাদের কাজের জন্য, এবং তোমরা দায়ী তোমাদের কাজের জন্য। তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরা অজ্ঞদের মতো আচরণ করতে চাই না।"

একমাত্র আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন

56 তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারো না। আল্লাহ-ই একমাত্র সত্ত্বা যিনি পথপ্রদর্শন করেন তাঁর ইচ্ছানুসারে, এবং যারা পথ পাবার যোগ্য তাদের বিষয়ে তাঁর জ্ঞান অনুসারে।

57 তারা বলল, “যদি আমরা তোমার পথনির্দেশনা অনুসরণ করি, আমরা নির্যাতন ভোগ করবো।" আমরা কি তাদের জন্য একটি পবিত্র আশ্রয় স্থল স্থাপন করিনি, যাতে সকল প্রকার ফল সহজলভ্য করা হয়েছে, আমাদের পক্ষ থেকে জীবিকা হিসাবে? নিশ্চয়, তাদের অধিকাংশ জানে না।

58 অনেক সম্প্রদায়কে আমরা ধ্বংস করেছি জীবনের প্রতি তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ার কারনে। ফলস্বরূপ, এই হচ্ছে তাদের ঘরবাড়ি, যেগুলো তাদের পর বসতিহীন ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছুই নয়, অল্প কিছু ব্যতিক্রম। আমরাই উত্তরাধিকারী ছিলাম।

59 কারন তোমার প্রভু কখনই কোন জনপদকে ধ্বংস করেন না তাদের কাছে আমাদের প্রকাশনাবলী আবৃত্তি করতে তাদের মধ্যে বার্তাবাহক না পাঠিয়ে। আমরা কখনই কোন জনপদকে ধ্বংস করি না, যদিনা এর লোকরা অন্যায়কারী হয়।

60 যা কিছু তোমাদের দেওয়া হয়েছে তা শুধু এই জীবনের বস্তুসমগ্রি, এবং এর অসার আড়ম্বর। যা আল্লাহর কাছে আছে তা অনেক উত্তম, এবং চিরস্থায়ী। তোমারা কি বুঝো না।

61 যাকে আমরা অঙ্গিকার করেছি এক উত্তম প্রতিশ্রুতির যা অবশ্যই ঘটবে, সে কি তার মতো যাকে আমরা এই জীবনের ক্ষণস্থায়ী বস্তুসমগ্রি প্রদান করেছি, এরপর পুনরুত্থান দিনে সে ভোগ করবে চিরস্থায়ী নরকভোগ।

উপাস্যরা তাদের উপাসনাকারীদের প্রত্যাখ্যান করবে

62 সে দিন আসবে যখন তিনি তাদের ডেকে বলবেন, “কোথাই সেই উপাস্যরা যাদেরকে তোমরা আমার পাশে স্থাপন করেছিলে?”

63 যারা দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হয়েছে তারা বলবে, “আমাদের প্রভু, এরাই সেসব বাক্তি যাদের আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম; আমরা তাদের পথভ্রষ্ট করেছিলাম শুধু এই কারনে যে আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম। আমরা এখন নিজেদেরকে সম্পূর্ণ রুপে আপনার কাছে উৎসর্গ করছি। তারা আসলে আমাদের উপাসনা করত না।"

64 তাদেরকে বলা হবে, “তোমাদের উপাস্যদের ডাকো (তোমাদেরকে সাহায্য করতে)।" তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা ডাকে সাড়া দেবে না। তারা শাস্তি ভোগ করবে, এবং আফসোস করবে “হায় যদি আমরা পথপ্রাপ্ত হতাম!”

বার্তাবাহকদের ডাকের প্রতি আমাদের সাড়া

65 সেই দিন, তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করবেন, “বার্তাবাহকদের ডাকে তোমাদের সাড়া কেমন ছিল?”

66 সে দিন এসব ঘটনায় তারা এতোই স্তব্ধ হবে যে তারা নির্বাক হয়ে পড়বে।

67 তাদের ক্ষেত্রে যারা অনুশোচনা করে, বিশ্বাস করে, এবং সৎ জীবন যাপন করে, তারা শেষ পর্যন্ত বিজয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

68 তোমার প্রভুই সেই সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেন যা কিছু তার ইচ্ছা, এবং পছন্দ করেন, আর কেউ পছন্দ করতে অংশ নেয়না। মহিমা আল্লাহর, পরম সমুচ্চ। অংশীদারের প্রয়োজন থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।

69 তোমার প্রভু জানেন তাদের বুকে লুকানো গভীরতম চিন্তাগুলো, সেই সাথে যা কিছু তারা প্রকাশ করে।

70 তিনি সেই এক আল্লাহ; তাঁর পাশে আর কোন উপাস্য নেই। সকল প্রশংসা তাঁর, এই প্রথম জীবনে, এবং পরকালে। তাঁর অধীনে সকল ফয়সালা এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে।

আল্লাহর আশীর্বাদ

71 বল, “কি হতো যদি আল্লাহ রাতকে চিরস্থায়ী করে দিতেন, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত? আল্লাহ ছাড়া, কোন উপাস্য তোমাদের আলো দিতে পারে? তোমরা কি শোনো না?

72 বল, “কি হতো যদি আল্লাহ দিবালোককে চিরস্থায়ী করে দিতেন, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত? আল্লাহ ছাড়া, কোন উপাস্য তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাত দিতে পারে? তোমরা কি দেখো না?

73 এটা তাঁর পক্ষ থেকে করুনা যে তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিনকে, (রাতের বেলায়) বিশ্রাম নেবার জন্য এরপর (দিনের বেলায়) তাঁর দেওয়া জীবিকা অন্বেষণ করার জন্য, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।

শরীক উপাস্যদের কোন শক্তি নেই

74 সে দিন আসবে যখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, “কোথায় সেই শরীক উপাস্যরা যাদেরকে তোমরা উদ্ভাবন করেছেন আমার সমকক্ষ করতে?”

75 আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী বাছাই করবো, এরপর বলবো, “তোমাদের প্রমান উপস্থাপন করো”। তখন তারা উপলব্ধি করবে যে সকল সত্য আল্লাহর অধীন, আর তাদের মিথ্যা উদ্ভাবিত শরীক উপাস্যরা তাদের পরিত্যাগ করবে।

কারুন

76 কারুন (ক্রিতদাস পরিচালক) ছিল মুসার লোকদের একজন যে তাদের সাথে প্রতারণা করেছিল এবং তাদের নির্যাতন করতো। আমি তাকে এতো ধনসম্পদ দিয়েছিলাম যে সেগুলোর চাবি সবচেয়ে শক্তিশালী দলের জন্যও খুব ভারি ছিল। তার লোকেরা তাকে বলল, “এতো উদ্ধত হইও না; আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন না যারা উদ্ধত।

77 “পরকালের বাসস্থান অন্বেষণে তোমার উপর আল্লাহর অর্পণ করা জীবিকা ব্যবহার করো, এই দুনিয়ায় তোমার অংশ উপেক্ষা না করে। দানশীল হও, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি দানশীল হয়েছেন। পৃথিবীতে দুর্নীতি করতে থেকোকো না। আল্লাহ দুর্নীতিপরায়ণদের ভালোবাসেন না।

78 সে বলল, “আমি এই সবকিছু অর্জন করেছি আমার নিজের কশুলতার কারনে।” সে কি উপলব্ধি করেনি যে আল্লাহ তার পূর্বে প্রজন্মদের ধ্বংস করেছিলেন যারা তার থেকে অধিক শক্তিশালী আর সংখ্যায় অধিক ছিল? সেই (ধ্বংস প্রাপ্ত) সীমালঙ্ঘনকারীরা তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়নি।

79 এক দিন, সে তার লোকদের কাছে পূর্ণ জাঁকজমকের সাথে বের হয়ে আসলো। যারা এই পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিত তারা বলল, “আহা, আমাদের যদি তা থাকতো যা কারুন অর্জন করেছে। নিশ্চয়, সে খুব সৌভাগ্যশালী।"

প্রকৃত সম্পদ

80 তাদের ক্ষেত্রে যারা জ্ঞান পেয়ে সৌভাগ্যশালী ছিল, তারা বলল, “দুর্ভোগ তোমাদের, আল্লাহর প্রতিদান তাদের জন্য অনেক উত্তম যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন যাপন করে।" অবিচলরা ছাড়া কেউ তা অর্জন করে না।

অত্যাচারী শাসকদের অনিবার্য নিয়তি

81 আমরা তখন তাকে ও তার প্রাসাদকে জমিন দিয়ে গ্রাস করালাম। কোন সেনাবাহিনী আল্লাহর বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারতো না; বিজয়ী হওয়া তার নিয়তিতে ছিল না।

82 আগের দিন যারা তার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল তারা বলল, “আমরা এখন উপলব্ধি করলাম যে আল্লাহই সেই সত্ত্বা যিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে যাকে চান তাকে জীবিকা প্রদান করেন, এবং তা রোধ করেন। যদি আমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ না হতো, তিনি আমাদেরকেও জমিন দিয়ে গ্রাস করাতে পারতেন। আমরা এখন উপলব্ধি করলাম যে অবিশ্বাসীরা কখনই সফলকাম হয় না।"

চূড়ান্ত বিজয়ীরা

83 আমরা পরকালের গৃহ তাদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছি যারা পৃথিবীতে না আত্মপ্রশংসা খোঁজে, না দুর্নীতি করে। চূড়ান্ত বিজয় সৎ-কর্মীদের।

84 যে কেউ সৎ-কর্ম করে সে আরো উত্তম পুরস্কার পায়। তাদের ক্ষেত্রে যারা পাপ করে, তাদের পাপের শাস্তি ঠিক তাদের কাজের সমতুল্য।

85 নিশ্চয়, সেই সত্ত্বা যিনি তোমার জন্য কুরআন আদিষ্ট করেছেন, তিনি তোমাকে তলব করবেন এক পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাৎকারে। বল, “আমার প্রভু সম্পূর্ণ অবগত তাদের ব্যাপারে যারা পথনির্দেশনা ধারন করে, এবং তাদের ব্যাপারে যারা বিপথগামী।"

86 তুমি কখনই আশা করনি এই ঐশীগ্রন্থ তোমরা চলার পথে আসবে; কিন্তু এটা তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে এক দয়া। অতএব, তুমি অবিশ্বাসীদের পক্ষ নেবে না।

87 না তুমি আল্লাহর প্রকাশনাবলী থেকে সরে যাবে, সেগুলো তোমার কাছে আসার পর, এবং অন্যদের তোমার প্রভুর দিকে অমন্ত্রন করবে। এবং কখনোই শরিক উপাসনায় পতিত হবে না।

88 তুমি আল্লাহর পাশে অন্য কোন উপাস্যের উপাসনা করবে না। তাঁর পাশে অন্য কোন উপাস্য নেই। তাঁর উপস্থিতি ব্যতিত সবকিছু ধ্বংসশীল। সকল সার্বভৌমত্ব তাঁর, এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে।

SURA 29 · 69 VERSES

মাকড়শা

Al-'Ankaboot

العنكبوت

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 অ. ল. ম. (আলিফ. লাম. মীম.)।*

২৯:১ কুরআনের গাণিতিক গঠন এবং পূর্বে অজানা রহস্যময় কুরআনের এই আদ্যক্ষরগুলির অর্থের বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

পরীক্ষা বাধ্যতামূলক

2 লোকেরা কি মনে করে যে তাদেরকে এই বললেই ছেড়ে দেয়া হবে, "আমরা বিশ্বাস করি," পরীক্ষা করা ছাড়াই?

3 তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও আমরা পরীক্ষা করেছি, কারণ আল্লাহ অবশ্যই সত্যবাদীদের আলাদা করবেন, আর তিনি অবশ্যই মিথ্যাবাদীদেরকে প্রকাশ করে দেবেন।

4 যারা পাপ করে তারা কি মনে করে যে তারা কখনো আমাদের বোকা বানাতে পারবে? নিশ্চয়, তাদের বিচার ভুল।

5 যেকেউ আল্লাহর সাক্ষাত আশা করে, (তার জানা উচিত যে) আল্লাহর সাথে এমন এক সাক্ষাৎকার নিশ্চয় সংঘটিত হবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

6 যারা সংগ্রাম করে, তাদের নিজেদের ভালোর জন্য সংগ্রাম করে। আল্লাহর কাউকে প্রয়োজন নেই।

7 যারা বিশ্বাস করে ও সৎ জীবন-যাপন করে, আমরা অবশ্যই তাদের পাপগুলোকে মাফ করে দেবো, এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে উদারভাবে পুরষ্কৃত করবো তাদের সৎকর্মের জন্য।

আপনারা মাতা-পিতার সম্মান করুন

8 আমরা মানুষকে তার পিতামাতাকে সম্মান করতে আদেশ দিয়েছি। কিন্তু যদি তারা আমার পাশে উপাস্যদের স্থাপন করতে তোমাকে জোর করার চেষ্টা করে, তাদেরকে মান্য করবে না। আমার কাছে তোমাদের চুড়ান্ত নিয়তি, এরপর আমি তোমাদেরকে জানাবো যাকিছু তোমরা করেছিলে।

9 যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে, আমরা নিশ্চয় তাদেরকে সৎকর্মশীলদের সাথে প্রবেশ করাবো।

সুসময়ের বন্ধু

10 লোকদের মধ্যে এমন আছে যারা বলে, "আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি,”কিন্তু যখনই আল্লাহর কারনে তারা কোন কষ্ট ভোগ করে, তারা লোকদের অত্যাচারকে আল্লাহর শাস্তির মত মনে করে। কিন্তু তোমার কাছে তোমার প্রভুর অনুগ্রহ আসলে, তারা বলে, "আমরা তোমাদের সাথে ছিলাম।”আল্লাহ কি লোকদের গভীরতম চিন্তাগুলোর বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন নন?

11 যারা বিশ্বাস করে নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে আলাদা করবেন, এবং নিশ্চয় তিনি ভন্ডদের প্রকাশ করে দেবেন।

12 যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বিশ্বাসীদের বলেছে, "যদি তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ করো, আমরা তোমাদের পাপভার নিবো।” সত্য নয়; তারা তাদের কোন পাপভার বহন করতে পারবে না। তারা মিথ্যাবাদী।

13 প্রকৃতপক্ষে, তারা তাদের নিজেদের পাপভার বহন করবে, সেই সাথে অন্যদের পাপের বোঝা, যেগুলোর জন্য তারা দায়ী ছিল। নিশ্চয়, পুনরুত্থান দিবসে তাদেরকে তাদের মিথ্যা দাবীর বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে।

নূহ

14 আমরা নূহকে তার লোকদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, এবং সে তাদের সাথে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর* অবস্থান করেছিল। পরবর্তীতে, তারা তাদের সীমালঙ্ঘনের কারণে বন্যা টেনে এনেছিল।

২৯:১৪ যেহেতু কুরআনের অলৌকিক ঘটনা গাণিতিক, তাই সংখ্যাগুলি বিশেষ করে ১৯-ভিত্তিক কোডের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুতরাং, কুরআনে উল্লিখিত সংখ্যাগুলি যোগ করলে ১৬২১৪৬, অথবা ১৯x৮৫৩৪ হয় (বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট ১ দেখুন)।

15 আমরা তাকে ও তার সাথে যারা নৌকায় ছিল তাদেরকে রক্ষা করেছিলাম, এবং আমরা একে সব লোকদের জন্য একটি শিক্ষা হিসেবে স্থাপন করলাম।

ইব্রাহিম

16 ইব্রাহিম তার লোকদের বলেছিল, "তোমরা আল্লাহর উপাসনা করবে, এবং তাকে ভক্তি করবে। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি শুধু তোমরা জানতে।

আল্লাহ: জীবিকার একমাত্র উৎস

17 "তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুর উপাসনা করো তা ক্ষমতাহীন শরিক-উপাস্য; তোমরা এক মিথ্যা উদ্ভাবন করেছো।" আল্লাহর পাশে যেসব উপাস্যদের উপাসনা তোমরা করো তাদের কাছে তোমাদের জন্য কোন জীবিকা নেই। অতএব, তোমরা শুধু আল্লাহর কাছে জীবিকা খুঁজবে। তোমরা কেবল তার উপাসনা করবে, এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও; তাঁর কাছেই তোমাদের চুড়ান্ত প্রত্যাবর্তন।

18 যদি তোমরা অবিশ্বাস করো, তোমাদের আগও প্রজন্মগুলো অবিশ্বাস করেছে। বার্তাবাহকের একমাত্র কাজ (বার্তা) পৌঁছে দেয়া।

জীবনের উৎপত্তি নিয়ে অধ্যয়ন করুন*

19 তারা কি দেখেনি কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করেন, এরপর এর পুনরাবৃত্তি করেন? এটি করা আল্লাহর জন্য সহজ।

২৯:১৯-২০ কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি যে বিবর্তন একটি ঐশ্বরিক নির্দেশিত প্রক্রিয়া। বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট ৩১ দেখুন।

20 বল, "পৃথিবী ঘুড়ে বেড়াও এবং জীবনের উৎপত্তি খুঁজে বের করো।" কারণ আল্লাহ এভাবে পরকালে সৃষ্টির সূচনা করবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।*

21 তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, এবং যার প্রতি ইচ্ছা তার দয়া বর্ষণ করেন। অবশেষে, তাঁর দিকেই তোমরা ফিরবে।

22 তোমাদের কেউ এই বাস্তবতা এড়িয়ে যেতে পারবে না, পৃথিবীতে বা আকাশমণ্ডলীতে, এবং আল্লাহর পাশে প্রভু ও মনিব হিসেবে তোমাদের কেউ নেই।

23 যারা আল্লাহর প্রকাশনাবলিতে, আর তাঁর সাথে সাক্ষাতে অবিশ্বাস করে, তারা আমার দয়া থেকে নিরাশ হয়েছে। তারা টেনে এনেছে এক যন্ত্রণাকর শাস্তি।

আবার ইব্রাহিমের কথা

24 প্রতিক্রিয়ায় তার লোকেরা শুধু বলেছিল, "তাকে হত্যা করো, অথবা পুড়িয়ে ফেলো।" কিন্তু আল্লাহ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন। এটি সে লোকদের জন্য শিক্ষা হওয়া উচিত যারা বিশ্বাস করে।

সামাজিক চাপ: এক বিরাট দুর্গতি

25 সে বলল, "তোমরা সামাজিক চাপের কারনে আল্লাহর পাশে ক্ষমতাহীন উপাস্যের উপাসনা করো, শুধুমাত্র এই পার্থিব জীবনে তোমাদের মধ্যে কিছু বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য। কিন্তু এরপর, পুনরুত্থান দিবসে, তোমরা একে অপরকে পরিত্যাগ করবে, এবং একে অপরকে অভিশাপ দিবে। তোমাদের নিয়তি নরক, যেখানে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করতে পারবে না।"

26 লূত তার সাথে বিশ্বাস করেছিল এবং বলেছিল, "আমি আমার প্রভুর উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করছি। তিনি সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী। "

27 আমরা তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব দান করেছিলাম, আমরা তার বংশধরদের মধ্যে নবুওয়ত ও কিতাবের নিয়োগ দিয়েছিলিম/ দায়িত্ব দিয়েছিলাম, আমরা তাকে দিয়েছিলাম তার প্রাপ্য প্রতিদান, এবং পরকালে সে অবশ্যই সৎকর্মশীলদের সাথে থাকবে।

লূত

28 লূত তার লোকদের বলল, "তোমরা এমন ঘৃন্য কাজ করো, যা বিশ্বে তোমাদের আগে আর কেউ করেনি।

29 "তোমরা পুরুষদের সাথে যৌন চর্চা করো, তোমরা রাজপথে ডাকাতি করো, এবং তোমাদের সমাজে তোমরা সব রকমের পাপ অনুমোদন করো।” প্রতিক্রিয়ায় তার লোকেরা কেবল বলেছিল, "আমাদের কাছে আল্লাহর শাস্তি নিয়ে আসো, যদি তুমি সত্যবাদী হও।"

30 সে বলল, "আমার প্রভু, এইসব অন্যায়কারী লোকদের উপর আমাকে বিজয় দান করুন।

ফেরেশতারা ইব্রাহিম ও লূতের সাথে সাক্ষাৎ করল

31 যখন আমাদের ফেরেশতারা ইব্রাহিমের কাছে (ইসহাকের জন্মের) সুসংবাদ নিয়ে যায়, তারা এও বলে, “আমরা ঐ (সডম) শহরের লোকদের ধ্বংস করতে যাচ্ছি। কারণ এর লোকেরা অন্যায়কারী। "

32 সে বলল, "কিন্তু সেখানে লূত থাকে।” তারা বলল, "সেখানে যারা থাকে আমরা তাদের প্রত্যেকের বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত। আমরা অবশ্যই তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করবো, তার স্ত্রী ছাড়া; সে ধ্বংসপ্রাপ্ত।"

33 যখন আমাদের ফেরেশতারা লূতের কাছে পৌঁছলো, তাদের সাথে দূর্ব্যবহার করা হলো, এবং সে তাদের উপস্থিতিতে বিব্রত হলো। কিন্তু তারা বলল, "ভয় করো না, এবং দুশ্চিন্তা করো না। আমরা তোমাকে ও তোমার পরিবারকে রক্ষা করবো, তোমার স্ত্রী ছাড়া; সে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

34 "আমরা আকাশ থেকে এই শহরের লোকদের উপর দূর্যোগ অবতীর্ণ করবো, তাদের অন্যায়ের পরিনামে।"

35 আমরা তাদের কিছু ধ্বংসস্তূপকে রেখে দিয়েছি, সেসব লোকদের জন্য একটি দিব্যমান শিক্ষা হিসেবে যারা বুঝে।

শোয়াইব

36 মাদিয়ানবাসীদের কাছে আমরা তাদের ভাই শোয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, "হে আমার লোকেরা, তোমরা আল্লাহর উপাসনা করবে ও শেষ দিনের কামনা করবে, এবং পৃথিবীতে দূর্নীতি করে বেড়াবে না।"

37 তারা তাকে অবিশ্বাস করেছিল এবং পরিনামে, ভূমিকম্প তাদের ধ্বংস করেছিল; সকালের মধ্যেই তারা তাদের ঘরে মৃত পড়ে ছিল।

38 একইভাবে, আদ ও সামূদ (ধ্বংস হয়েছিল)। তাদের ধ্বংসস্তূপই তোমাদের কাছে তা সুস্পষ্ট করে তোলে। শয়তান তাদের চোখে তাদের কাজকে সাজিয়ে রেখেছিল, এবং পথ থেকে তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল দৃষ্টি সম্পন্ন।

আল্লাহর অপরিবর্তনীয় নিয়ম

39 এছাড়াও ক্বারুন, ফেরাউন, এবং হামান; মুসা তাদের কাছে পরিষ্কার নিদর্শনাবলি নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পৃথিবীতে তারা অত্যাচার করেই যাচ্ছিলো। ফলস্বরুপ, তারা (শাস্তি) এড়াতে পারলো না।

40 সে সকল অবিশ্বাসীরা তাদের পাপের ফলস্বরূপ ধ্বংস হয়েছিল। আমরা তাদের কাউকে ধ্বংস করেছিলাম ঝড়ো বাতাস দিয়ে, কাউকে ধ্বংস করেছিল ভূমিকম্প, কাউকে পৃথিবী গিলে ফেলেছিল, আর কাউকে আমরা ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। আল্লাহ তাদের প্রতি কোন অন্যায় করেননি; তারা নিজেরাই তাদের আত্মার প্রতি অন্যায় করেছিল।

মাকড়সা

41 যারা আল্লাহর পাশে অন্য মনিবদের গ্রহন করে তাদের উপমা হচ্ছে মাকড়সা ও তার ঘর সরুপ; সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই সবচেয়ে ভঙ্গুর, শুধু যদি তারা জানতো।*

২৯:৪১-৪৩ একজন জ্ঞানী ব্যক্তির জানা উচিত যে ব্ল্যাক উইডো মাকড়সা কিভাবে তার সঙ্গীকে হত্যা করে। ২৯:৪১-এ মাকড়সার জন্য স্ত্রীলিঙ্গের উল্লেখটি ব্যবহার করা তাৎপর্যপূর্ণ। এর পাশাপাশি মাকড়সার জালটি খুবই দুর্বল এবং পাতলা হয়।

42 আল্লাহ ভালো করেই জানেন যে, তাঁকে বাদ দিয়ে তারা যা কিছুরই উপাসনা করে, তা আসলে কিছুই নয়।তিনি সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

43 এইসব উদাহরণ আমরা লোকেদের জন্য বর্ণনা করি, এবং জ্ঞানীরা ছাড়া কেউই এগুলোর মর্ম উপলব্ধি করে না।*

44 আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সত্যের সাথে। বিশ্বাসীদের জন্য এটি যথেষ্ঠ প্রমান যোগায়।

সংযোগ প্রার্থনা (সালাত)

45 তুমি আবৃতি করবে ঐশীগ্রন্থের যা তোমার কাছে প্রকাশ করা হয়েছে, এবং সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করো, কারন সংযোগ প্রার্থনা মন্দ ও অধর্ম থেকে দূরে রাখে। কিন্তু (সালাতের মাধ্যমে) আল্লাহর স্মরণ করাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তা জানেন।*

২৯:৪৫ আপনার ঈশ্বর হলো যা আপনার মন বেশিরভাগ সময় ধরে মগ্ন থাকে (২০:১৪ এবং পরিশিষ্ট ২৭ দেখুন)।

এক আল্লাহ/এক ধর্ম

46 যথাসম্ভব উত্তম পন্থা ব্যতিত ঐশীগ্রন্থের লোকেদের (ইহুদি, খ্রিস্টান, ও মুসলিমদের) সাথে বিতর্ক করো না- যদি না তারা সীমালঙ্ঘন করে- আর বল, "আমরা বিশ্বাস করি যা আমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে ও যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে, আর আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য এক এবং একই/অভিন্ন; তার কাছেই আমরা আত্মসমর্পণকারী। "

47 আমরা তোমার কাছে এই ঐশীগ্রন্থ প্রকাশ করেছি, এবং যাদেরকে আমরা পূর্বের ঐশীগ্রন্থ দিয়ে সৌভাগ্যশালী করেছি তারা এতে বিশ্বাস করবে। এছাড়াও, তোমার লোকদের কেউ কেউ এতে বিশ্বাস করবে। নিশ্চয়, যারা আমাদের প্রকাশনাবলি উপেক্ষা করে তারাই প্রকৃত অবিশ্বাসী।

কুরআন: মুহাম্মদের অলৌকিকতা*

48 তুমি পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থগুলো পড়োনি, না তুমি সেগুলো নিজের হাতে লিখেছ। সেক্ষেত্রে, প্রত্যাখ্যানকারীদের সন্দেহ করার কারন থাকতে পারতো।

২৯:৪৮-৫১ পরম জ্ঞানী আল্লাহর ইচ্ছায় কুরআন থেকে তার অসাধারণ গাণিতিক অলৌকিক ঘটনা ১৪০০ বছর আলাদা ছিল। মুসলিমরা কীভাবে মুহাম্মদকে প্রতিমা হিসেবে গ্রহণ করেছে তা দেখে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, যদি কুরআনের গাণিতিক অলৌকিক ঘটনা মুহাম্মদের মাধ্যমেও প্রকাশিত হত, তাহলে অনেকেই তাকে আল্লাহর রূপ হিসেবে উপাসনা করত। যেমনটা হয়, আল্লাহ চেয়েছিলেন যে কুরআনের মহান অলৌকিক ঘটনা

(৭৪:৩০-৩৫) কম্পিউটার যুগের জন্য অপেক্ষা করবে এবং তাঁর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহকের মাধ্যমে তা প্রকাশ পাবে (পরিশিষ্ট ১, ২, এবং ২৬ দেখুন)।

49 প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াতগুলি জ্ঞানীদের বুকের ভিতরে স্পষ্ট।শুধু অন্যায়কারীরাই আমাদের প্রকাশনাবলি প্রত্যাখ্যান করবে।

50 তারা বলল, "শুধু যদি তার প্রভুর পক্ষ থেকে তার কাছে অলৌকিকতা আসতো!"* বল, "সকল অলৌকিকতা কেবল আল্লাহ থেকে আসে; আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারীর চেয়ে বেশি কিছু নই।"

51 এটি কি যথেষ্ট অলৌকিকতা* নয় যে আমরা তোমার কাছে এই গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের কাছে আবৃতি করা হয়? এটি নিশ্চয় একটি দয়া ও এক স্মারক সে লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।

52 বল, "আমার এবং তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট। তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু জানেন। নিশ্চয়, যারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে এবং আল্লাহতে অবিশ্বাস করে তারাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত।"

তারা নরকে

53 তারা তোমাকে শাস্তি আনার জন্য চ্যালেঞ্জ করে! যদি এক পূর্বনির্ধারিত সময় না থাকতো, শাস্তি তাদের কাছে তৎক্ষণাৎ আসতো। নিশ্চয়, এটি তাদের কাছে হঠাৎ করেই আসবে, যখন তারা খুব কমই এর আশা করবে।*

২৯:৫৩ ৪০ বছর বয়সের আগে যে কেউ মারা যায় সে স্বর্গে যায়, এবং সকলেই এর যোগ্য নয়। একজন জঘন্য অপরাধীর দ্রুত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর না হলে লোকেরা মাঝে মাঝে ন্যায়বিচারের ধীরগতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। আল্লাহ জানেন কে স্বর্গের যোগ্য (৪৬:১৫ এবং পরিশিষ্ট ৩২ দেখুন)।

54 শাস্তি আনার জন্য তারা তোমাকে চ্যালেঞ্জ করে! নরক তো ইতোমধ্যে অবিশ্বাসীদের ঘিরেই ফেলেছে।

55 সেদিন আসবে যখন শাস্তি তাদের ঘেরাও করে ফেলবে, তাদের উপর থেকে এবং তাদের পায়ের নিচ থেকে; সে বলবে, "তোমাদের কাজের ফল আস্বাদন করো।"

আল্লাহর পথে হিজরত করুন

56 হে আমার বান্দারা যারা বিশ্বাস করো, আমার পৃথিবী প্রশস্ত, তাই আমার উপাসনা করো।

57 প্রত্যেক আত্মা মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে, এরপর পরিশেষে আমাদের কাছেই তোমরা ফিরে আসবে।

58 যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে, নিশ্চয় আমরা তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবো স্বর্গে, অট্টালিকা ও প্রবাহিত ঝর্ণা সহ। তারা সেখানে চিরকাল বাস করে। কতই না সুন্দর পুরষ্কার তাদের জন্য যারা কর্ম করে!

59 তারা সে ব্যক্তি যারা দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকে, আর তাদের প্রভুর উপর আস্থা রাখে।

60 বহু প্রানি আছে যেগুলো এদের জীবিকা বহন করে না, আল্লাহ এদের জন্য প্রদান করেন, একইভাবে তোমাদের জন্যও। তিনি শুনেন, সর্বজ্ঞ।

বেশির ভাগ বিশ্বাসীর নিয়তি নরক

61 যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, "কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর তোমাদের সেবায় সূর্য ও চাঁদকে নিয়োজিত করেছেন, ” তারা বলবে, "আল্লাহ।” তাহলে কেন তারা বিচ্যুত হয়?

62 আল্লাহই সে সত্ত্বা যিনি তার সৃষ্টিকূল থেকে যে কারো জন্য ইচ্ছে জীবিকা বৃদ্ধি করেন, আর তা সীমাবদ্ধ রাখেন। আল্লাহ সবকিছুর বিষয়ে পূর্ণ সচেতন।

63 যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, "কে আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন মৃত জমিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য" , তারা বলবে, "আল্লাহ।" বল, "প্রশংসা আল্লাহর।" তাদের বেশির ভাগ বুঝে না।

আপনি জীবনে যেগুলোকে অগ্রাধিকার দেন সেগুলো পুনর্বিন্যাস করুন

64 এই পার্থিব জীবন অহমিকা এবং রঙ্গ-খেলার চেয়ে বেশি কিছু নয়, যেখানে পরকালের আবাসই সত্যিকার জীবন, যদি শুধু তারা জানতো।

65 যখন তারা কোন জাহাজে আরোহণ করে, তারা আল্লাহর কাছে মিনতি করে, তাদের প্রার্থনাকে তাঁর কাছেই নিবেদন করে। কিন্তু যখনই তাদেরকে তিনি তীরে এনে রক্ষা করেন, তারা পুনরায় শিরক করতে থাকে।

66 তাদেরকে অবিশ্বাস করতে দাও যা আমরা তাদেরকে দিয়েছি, এবং তাদেরকে কিছু কালের জন্য উপভোগ করতে দাও; তারা নিশ্চয় দেখতে পাবে।

67 তারা কি দেখেনি যে আমরা একটি পবিত্র উপাসনার স্থান প্রতিষ্ঠা করেছি যাকে আমরা নিরাপদ করেছি, যখন তাদের চারপাশের সকল লোকেরা অনবরত বিপদে আছে? তারা কি এরপরও মিথ্যায় বিশ্বাস করবে, এবং আল্লাহর অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করবে?

68 তার চেয়ে কে বেশি মন্দ যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং সেগুলো আল্লাহর প্রতি আরোপ করে, অথবা সত্য প্রত্যাখ্যান করে যখন তা তার কাছে আসে? নরকই কি অবিশ্বাসীদের জন্য উচিত শাস্তি নয়?

69 আর যারা আমাদের কারনে সংগ্রাম করে, আমরা নিশ্চয় তাদেরকে আমাদের পথ দেখাবো। নিশ্চিতই, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।

SURA 30 · 60 VERSES

রোমান

Al-Room

الروم

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 অ.ল.ম. (আলিফ. লাম. মীম.)*

৩০:১ পূর্বে অজানা রহস্যময় এই আদ্যক্ষরগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

2 নিশ্চয়, রোমানরা পরাজিত হবে।

3 নিকটতম ভূমিতে। তাদের পরাজয়ের পর, তারা আবার জেগে উঠবে এবং জয়ী হবে।

4 কয়েক বছরের মধ্যে। এমনই আল্লাহর সিদ্ধান্ত, প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় ভবিষৎবাণীর ক্ষেত্রে। ঐ দিন, বিশ্বাসীরা আনন্দ করবে।

5 আল্লাহর বিজয়ে। তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয় দান করেন। তিনি সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে দয়ালু।

ভুল জীবনে মগ্ন থাকা

6 এমনই আল্লাহর অঙ্গীকার এবং আল্লাহ কখনো তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না- কিন্তু অধিকাংশ লোক জানেনা।

7 তারা কেবল এই পার্থিব জিনিসের প্রতি গুরুত্ব দেয় যা তাদের কাছে দৃশ্যমান, যখন পরকালের বিষয়ে পুরোপুরি বেখেয়াল থাকে।

8 কেন তারা নিজেদের বিষয়ে চিন্তা করে না? আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী, এবং এদের মধ্যকার সবকিছু, একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, এবং একটি সুনির্দিষ্ট জীবনকাল ব্যতিত সৃষ্টি করেননি। কিন্তু, অধিকাংশ লোক, তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে, অবিশ্বাসী।

9 তারা কি পৃথিবী ঘুরে দেখেনি এবং তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিনাম লক্ষ্য করেনি? তারা ছিল পৃথিবীতে আরো ক্ষমতাবান, আরো সমৃদ্ধশালী, এবং আরো উৎপাদনশীল। তাদের বার্তাবাহকগন তাদের কাছে পরিষ্কার নিদর্শনাবলি নিয়ে গিয়েছিল। পরিনামে, আল্লাহ তাদের প্রতি অন্যায় করেননি, তারাই তাদের নিজেদের আত্মার প্রতি অন্যায় করেছিল।

10 যারা মন্দ কাজ করেছিল তাদের পরিনাম মন্দই হওয়ার ছিল। এর কারন হল তারা আল্লাহর প্রকাশনাবলি প্রত্যাখ্যান করত, এবং সেগুলোকে উপহাস করত।

প্রতিমা উপাসনাকারী তাদের উপাস্যদের প্রত্যাখ্যান করে

11 আল্লাহই সে সত্ত্বা যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং এর পুনরাবৃত্তি করেন। অবশেষে, তোমাদের তার কাছে ফিরে যেতে হবে।

12 সে দিনে যখন সে সময় সংঘটিত হবে, অপরাধীরা আতংকিত হবে।

13 তাদের উপাস্যদের কোন ক্ষমতা থাকবে না তাদের পক্ষ হয়ে সুপারিশ করার ; পক্ষান্তরে, তারা তাদের উপাস্যদের প্রত্যাখ্যান করবে।

14 যে দিন সময় আসবে, তারা পরস্পর থেকে দুরে চলে যাবে।

15 আর যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন যাপন করে, তারা থাকবে স্বর্গে, আনন্দের সাথে।

16 আর যারা অবিশ্বাস করে, আর আমাদের প্রকাশনাবলি এবং পরকালের সাক্ষাতকে প্রত্যাখ্যান করে, তারা চিরকাল শাস্তিতে থাকবে।

আল্লাহর স্মরণ করুন, সবসময়

17 অতএব, তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করবে যখন তোমরা রাতে ঘুমাতে যাও, এবং যখন তোমরা সকালে ঘুম থেকে ওঠো।

18 আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তাঁর জন্য, বিকেল জুড়ে, একই সাথে তোমাদের দিনের মধ্যভাগে।

19 তিনি মৃত থেকে জীবিতকে তৈরি করেন, আর মৃতকে তৈরি করেন জীবিত থেকে, এবং তিনি ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করেন তা মরে যাবার পর; একইভাবে তোমরা পুনরুজ্জীবিত হও।

বিয়ে: একটি ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান

20 তাঁর প্রমাণাদির মধ্যে আছে যে তিনি তোমাদেরকে ধূলা থেকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমরা প্রজননশীল মানুষ হয়ে ওঠো।

21 তাঁর প্রমাণসমূহের মধ্যে রয়েছে যে তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের জন্য স্বামী-স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে পরস্পরের সাথে প্রশান্তি ও সন্তুষ্টিতে থাকো, আর তিনি তোমাদের সঙ্গীদের প্রতি তোমাদের হৃদয়ে ভালবাসা ও যত্ন রেখেছেন। এর মধ্যে, যথেষ্ট প্রমান আছে সে লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।

আরো প্রমানাদি

22 তাঁর প্রমাণসমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি, এবং তোমাদের ভাষা ও রঙের ভিন্নতা। এসবের মধ্যে, নিদর্শনাবলি আছে জ্ঞানবানদের জন্য।

23 তাঁর প্রমাণসমূহের মধ্যে রয়েছে তোমাদের ঘুম রাতে বা দিনে, এবং তাঁর জীবিকার খোঁজে তোমাদের কাজ করা। এর মাঝে, যথেষ্ট প্রমান রয়েছে সে লোকদের জন্য যারা শুনতে পারে।

24 তাঁর প্রমাণসমূহের মধ্যে রয়েছে যে তিনি তোমাদের বজ্রপাত দেখান ভয় উদ্রেককারী সেই সাথে আশা স্বরূপ, এরপর তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন জমিকে পুনরুজ্জীবিত করতে যা ছিল মৃত। এসবের মধ্যে, সে লোকদের জন্য যথেষ্ট প্রমান আছে যারা বুঝে।

25 তাঁর প্রমাণসমূহের মধ্যে রয়েছে যে আকাশ ও পৃথিবী তাঁর নিয়ন্ত্রনে দাঁড়িয়ে আছে। অবশেষে, যখন তিনি তোমাদেরকে ডাকেন মাটি থেকে বের হতে, একটি ডাক, তোমরা সাথে সাথে বের হয়ে আসবে।

26 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবাই তাঁরই; সবাই তাঁর আজ্ঞাধীন।

27 আর তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, এরপর তার পুনরাবৃত্তি করেন; এটা এমনকি তাঁর জন্য আরো সহজ। সবচেয়ে মহিমান্বিত উপমা তারই, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, এবং তিনি সর্বশক্তিমান, সবথেকে জ্ঞানী।

শরিক উপাসনার অযৌক্তিকতা

28 তিনি তোমাদের জন্য এখানে একটি উদাহরণ দেন তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে: তোমরা কি তোমাদের ভৃত্য বা অধস্তনদের কখনো সে স্তরে উঠাও যেখানে তারা তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, এবং সে বিন্দুতে যে তোমরা তাদেরকে ততটুকু আনুগত্য প্রদর্শন করো যতটুকু তোমাদেরকে প্রদর্শন করা হয়? আমরা এভাবে সে লোকদের জন্য প্রকাশনাবলি ব্যাখ্যা করি যারা বুঝে।

29 নিশ্চয়, সীমালঙ্ঘনকারীরা তাদের নিজেদের মত অনুসরণ করেছে, জ্ঞান ছাড়াই। কে তবে তাদেরকে পথ দেখাতে পারে যারা আল্লাহর দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়েছে? কেউ কখনো তাদের সাহায্য করতে পারবে না।

একেশ্বরবাদী : সহজাত প্রবৃত্তি*

30 অতএব, তোমরা নিজেদেরকে উৎসর্গ করবে কঠোর একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রতি। এমনই সহজাত প্রবৃত্তি যা আল্লাহ লোকদের মধ্যে রেখেছেন। আল্লাহর এমন সৃষ্টি কখনো পরিবর্তন হবে না। এটাই নিঃখুত ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

৩০:৩০ একমাত্র আল্লাহকে আমাদের প্রভু ও পরিচালক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আমরা এই পৃথিবীতে এমন একটি প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করি। ৭:১৭২-১৭৩ এবং পরিশিষ্ট ৭ দেখুন।

31 তোমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করবে, তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে, সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করবে, এবং তোমরা যা-ই করো না কেন – কখনো শরিক উপাসনায় পড়ো না।

ধর্মীয় বর্ণবাদ নিন্দিত

32 (শিরক এ পড়ো না) তাদের মতো যারা নিজেদের ধর্মকে বিভিন্ন বর্ণে ভাগ করে; প্রত্যেকটি দল তাদের যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত।

দুঃসময়ের বন্ধু

33 যখন মানুষ দুর্দশাগ্রস্থ হয়, তারা তাদের প্রভুর দিকে ফিরে, নিজেদেরকে পুরোপুরি তাঁর কাছে উৎসর্গ করে। কিন্তু তারপর, যখনি তিনি তাদের উপর দয়া বর্ষণ করেন, তাদের কেউ কেউ শিরক উপাসনায় ফিরে যায়।*

৩০:৩৩ এর একটি সাধারণ উদাহরণ হল সংবাদপত্রে আমরা যেসব গোপন বিজ্ঞাপন দেখি, যেখানে লোকেরা সেন্ট জুডকে তাদের আরোগ্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে থাকে। অস্ত্রোপচারের আগে, তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে তাদের আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করে। কিন্তু অস্ত্রোপচার সফল হওয়ার সাথে সাথে তারা সেন্ট জুডকে ধন্যবাদ জানায়!!!

34 আমরা তাদেরকে যা দিয়েছি তাতে তাদেরকে অকৃতজ্ঞ হতে দাও। সাময়িকভাবে উপভোগ করো; অবশ্যই তোমরা দেখতে পাবে।

35 আমরা কি তাদেরকে এমন অনমুদন দিয়েছি যা তাদের শিরককে নিয়মসিদ্ধ করে?

36 যখন আমরা মানুষের উপর দয়া বর্ষণ করি, তারা তাতে আনন্দ করে। কিন্তু যখন তাদের উপর দুর্ভোগ পতিত হয়, তাদের নিজেদের কাজের পরিনামে, তারা হতাশ হয়ে যায়।

37 তারা কি এটা অনুধাবন করে না যে আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা জীবিকা বৃদ্ধি করেন, অথবা তা কমিয়ে দেন? এটা সেসব মানুষের জন্য শিক্ষা হওয়া উচিত যারা বিশ্বাস করে।

38 অত:এব, তোমরা আত্মীয়দের দিবে তাদের ন্যায্য অংশ (দানের), গরীবদেরও, এবং ভ্রমণরত ভীনদেশীদের। এটি তাদের জন্য উত্তম যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি খোঁজে; তারাই বিজয়ী।

39 চড়াসুদ, যা কিছু মানুষের সম্পদ বাড়ানোর জন্য চর্চা করা হয়, তা আল্লাহর দৃষ্টিতে কিছুই লাভ করে না। কিন্তু যদি তোমরা দান করো, আল্লাহর সন্তুষ্টির খোঁজে, এরাই সে ব্যক্তি যারা বহুগুণে তাদের পুরস্কার পায়।

কে উপাসনার যোগ্য?

40 আল্লাহই সে সত্ত্বা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তোমাদেরকে জীবিকা প্রদান করেন। তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তোমাদের পুনরুত্থিত করেন। তোমাদের কোন উপাস্য কি এগুলোর কোনকিছু করতে পারে? মহিমা তাঁরই। কোন শরিক থাকা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

41 স্থল ও সাগর জুড়ে দূর্যোগ ছড়িয়ে পড়েছে, মানুষ যা করেছে তার কারনে। তিনি এভাবে তাদের কিছু কাজের পরিনাম অস্বাদন করান, যাতে তারা (ভাল কাজের দিকে) ফিরে আসে।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা

42 বল, "পৃথিবীতে ঘুড়ে বেড়াও এবং তাদের পরিনাম লক্ষ্য করো যারা তোমাদের পূর্বে ছিল।" তাদের বেশির ভাগই ছিল শিরক কারি।

43 অত:এব, তোমরা নিজেদেরকে এই নি:খুত ধর্মে পুরোপুরি উৎসর্গ করবে, সে দিন আসার আগে যা আল্লাহর দ্বারা অনিবার্য করা হয়েছে। ঐদিন, তারা প্রচন্ডভাবে আতংগ্রস্ত হবে।

44 যেকেউ অবিশ্বাস করে, তার নিজ আত্মার ক্ষতি করতেই অবিশ্বাস করে, পক্ষান্তরে যারা সৎ জীবন যাপন করে, তারা তা করে তাদের নিজের আত্মাকে শক্তিশালী ও উন্নত করতে।

45 কারণ তিনি তাঁর ভান্ডার থেকে তাদেরকে উদারভাবে প্রতিদান দিবেন যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে। তিনি অবিশ্বাসীদের ভালবাসেন না।

46 তাঁর প্রমানসমূহের মধ্যে রয়েছে যে তিনি বাতাসকে শুভ পূর্বাভাস সহ পাঠান, তোমাদের প্রতি তাঁর দয়া বর্ষণ করতে, এবং তাঁর বিধান অনুসারে জাহাজগুলোকে সাগরে চলতে দিতে, এবং (বানিজ্যের মাধ্যমে) তোমাদের তাঁর ভান্ডার থেকে খুঁজতে দেওয়ার জন্য, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।

বিশ্বাসীদের জন্য নিশ্চিত বিজয়

47 লোকদের কাছে, জ্ঞানগর্ভ নিদর্শনাবলী দিয়ে। পরবর্তীতে, যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদেরকে আমরা শাস্তি দিয়েছি। এটা আমাদের দায়িত্ব যে আমরা বিশ্বাসীদের বিজয় দান করি।

48 আল্লাহই সে সত্ত্বা যিনি বাতাস পাঠান, মেঘমালাকে সঞ্চালিত করতে, যাতে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আকাশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি এরপর মেঘমালাকে স্তুপ করেন, এরপর তুমি তার মধ্যে থেকে বৃষ্টি নেমে আসতে দেখো। যখন তা বর্ষিত হয় যাদের উপর তিনি চান তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে, তারা আনন্দ করে।

49 এটি তাদের উপর বর্ষণ হবার আগে, তারা হতাশা গ্রস্থ হয়েছিল।

50 তোমরা মূল্যায়ন করবে আল্লাহর অবিরত দয়াকে, এবং যেভাবে তিনি যে ভূমি মৃত ছিল তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি ঠিক এমন নিশ্চিতভাবেই মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। তিনি সর্বশক্তিমান।

51 আমরা যদি পরিবর্তে তাদের উপর হলুদ বালুঝড় পাঠাতাম, তারা অবিশ্বাস করতেই থাকতো।

52 তুমি না মৃতকে, না বধিরকে, ডাক শুনাতে পারবে, তারা বিমুখ হয়ে পড়লে।

53 না তুমি অন্ধকে তাদের পথভ্রষ্টতা হতে ফিরিয়ে পথ দেখাতে পারবে। তুমি কেবল তাদেরকেই শোনাতে পারবে যারা আমাদের প্রকাশনাবলিতে বিশ্বাস করে, আর আত্মসমর্পণকারী হবার সিদ্ধান্ত নেয়।

জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত

54 আল্লাহই সে সত্ত্বা যিনি তোমাদের দূর্বল করে সৃষ্টি করেছেন, এরপর দূর্বলতার পর শক্তি দান করেছেন, এরপর শক্তির পরে দিয়েছেন দূর্বলতা এবং ধূসর চুল। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

55 সেইদিনে যখন সে সময় সংঘটিত হবে, অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে তারা (এই পৃথিবীতে) কেবল এক ঘন্টা অবস্থান করেছিল। তারা এতোটাই ভুল ছিল।

56 যারা জ্ঞান ও বিশ্বাস দ্বারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়েছে তারা বলবে, "তোমরা অবস্থান করেছ, আল্লাহর বিধান অনুসারে, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। এখন, এটাই পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা তা চিনতে ব্যর্থ হয়েছ।"

57 একারনে, কোন ক্ষমাপ্রার্থনা, ঐদিন, সীমালঙ্ঘনকারীদের কাজে আসবে না, না তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।

58 এভাবে, আমরা এই কোর'আনে লোকদের জন্য সব রকমের উদাহরণ দিয়েছি। এরপরও, অবিশ্বাসীদেরকে তুমি যে প্রমানই দেখাও না কেন, তারা বলে “তোমরা মিথ্যাপন্থী। "

ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ

59 আল্লাহ এভাবে তাদের হৃদয় তালাবদ্ধ করে দেন যারা জানে না।

60 অতএব, তুমি দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকবে- কেননা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য- এবং তাদের দ্বারা ভীত হয়ো না যারা নিশ্চয়তা অর্জন করেনি।

SURA 31 · 34 VERSES

লোকমান

لقمان

Luqmān

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 অ. ল. ম. (আলিফ. লাম. মীম.)*

৩১:১ এই আদ্যক্ষরগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

2 এই (অক্ষরগুলো) এই জ্ঞানগর্ভ বইয়ের প্রমান গঠন করে।

3 সৎকর্মশীলদের জন্য একটি আলোকবর্তিকা এবং দয়া।

4 যারা সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাতের ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

5 তারা তাদের পালনকর্তার নির্দেশ অনুসরণ করে এবং তারাই বিজয়ী।

6 লোকদের মধ্যে, রয়েছে তারা যারা ভিত্তিহীন হাদীস সমর্থন করে, আর এভাবে কোন জ্ঞান ছাড়া অন্যদেরকে আল্লাহর পথ হতে সরিয়ে দেয়, এবং একে নেয় অর্থহীনভাবে। এরা টেনে এনেছে এক লজ্জাজনক শাস্তি।

7 আর যখন তাদের কারো কাছে আমাদের প্রকাশনাবলি আবৃত্তি করা হয়, সে ঔদ্ধত্যের সাথে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সে কখনো সেগুলো শুনেনি, যেন তার কান বধির। তাকে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির প্রতিশ্রুতি দাও।

8 নিশ্চয়, যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন যাপন করে তারা পরম সুখের বাগানগুলোর যোগ্য।

9 তারা সেখানে চিরকাল বাস করে। এটি আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি। তিনি সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

10 তিনি আকাশমণ্ডলীকে খুঁটি ছাড়া সৃষ্টি করেছেন যা তোমরা দেখতে পাও। তিনি পৃথিবীতে স্থিতিস্থাপক (পর্বতমালা) স্থাপন করেছেন পাছে এটি তোমাদেরকে নিয়ে উলটে পড়ে, এবং তিনি এর উপর সব রকমের প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমরা আকাশ থেকে পানি বর্ষন করি সব রকমের সুন্দর উদ্ভিদ জন্মাতে।

11 এমনই আল্লাহর সৃষ্টি ; আমাকে দেখাও তাঁর পাশে তোমাদের স্থাপন করা উপাস্যরা কি সৃষ্টি করেছে। নিশ্চয়, সীমালঙ্ঘনকারীরা সুদূরে পথভ্রষ্ট।

লুকমানের প্রজ্ঞা

12 আমরা লুকমানকে প্রজ্ঞা অর্পণ করেছিলাম: "তুমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে।" যেকেউ কৃতজ্ঞ সে তার নিজের ভালোর জন্যই কৃতজ্ঞ। আর যারা অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসনীয়।

13 স্মরণ করো যে লুকমান তার ছেলেকে বলেছিল, যখন সে তাকে জ্ঞান দিচ্ছিল, "হে আমার পুত্র, আল্লাহর পাশে কোন উপাস্য স্থাপন করো না; শিরক করা একটি ঘোর অবিচার।"*

৩১:১৩ আপনি যদি কোন শিশুর যত্ন নেন, তাকে সর্বোত্তম শিক্ষা দেন, এবং জীবনের জন্য প্রস্তুত করেন, কিন্তু তাকে অন্য কাউকে ধন্যবাদ জানাতে দেখেন, তাহলে আপনার কেমন লাগবে? মূর্তিপূজা তো তাই; অন্যায়।

দ্বিতীয় প্রত্যাদেশ

14 আমরা মানুষকে তার মাতাপিতার সম্মান করতে আদেশ করেছি। তার মা তাকে গর্ভে ধারন করেছে, আর সেই ভার ভারী থেকে ভারী হয়েছে। দুধ ছাড়ানো অবধি দু'বছর (নিবিড় পরিচর্যার) প্রয়োজন হয়। তোমরা কৃতজ্ঞ হবে আমার প্রতি, এবং তোমাদের মাতাপিতার প্রতি। আমার কাছেই চূড়ান্ত নিয়তি।

15 যদি তারা আমার পাশে কোন উপাস্য স্থাপন করতে বল প্রয়োগ করে, তাদেরকে মান্য করো না। কিন্তু এই পৃথিবীতে তাদের সাথে অমায়িক আচরণ করে যাবে। তোমরা শুধু তাদের পথ অনুসরণ করবে যারা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। শেষপর্যন্ত, তোমরা সবাই আমার কাছে ফিরবে, তখন আমি তোমাদের জানাবো যাকিছু তোমরা করেছো।

লুকমানের উপদেশ

16 "হে আমার পুত্র, জেনে রাখো যে যদি কোন কিছু একটি সরিষার দানার মতো ছোট-ও হয়, কোন পাথরের গভীরে, তা হোক আকাশমণ্ডলীতে বা পৃথিবীতে, আল্লাহ তা বের করে আনবেন। আল্লাহ মহিমান্বিত, অবগত।

17 "হে আমার পুত্র, তুমি সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করবে। তুমি সৎকর্মের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করবে, আর প্রতিকূলতার মুখে দৃঢ় থাকবে। এগুলো সবচেয়ে সম্মানিত বৈশিষ্ট্য।

18 তুমি লোকদের সাথে উদ্ধত আচরণ করবে না, না তুমি গর্বভরে পৃথিবীতে ঘুড়ে বেড়াবে। আল্লাহ উদ্ধত লোক-দেখানো মানুষকে পছন্দ করেন না।

19 "নম্রভাবে হাটো এবং তোমার স্বর নিচু করো- গাধার স্বরই সবচেয়ে কর্কশ।"

20 তোমরা কি দেখ না যে আল্লাহ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছুকে, এবং তোমাদের প্রতি বর্ষণ করেছেন তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন অনুগ্রহ? তবুও, কিছু লোক আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করে জ্ঞান ছাড়া, পথনির্দেশনা ছাড়া, এবং জ্ঞানালোকপূর্ণ ঐশীগ্রন্থ ছাড়াই।

মাতাপিতার অন্ধ অনুসরণ : একটি প্রচলিত বিপর্যয়

21 যখন তাদেরকে বলা হয়, "আল্লাহর এইসব প্রকাশনাবলি অনুসরণ করো,"তারা বলে, "না, আমরা কেবল অনুসরণ করি যা আমাদের পিতামাতাকে করতে দেখেছি।" শয়তান যদি তাদেরকে নরকের তীব্র যন্ত্রণার দিকে পরিচালনা করে থাকে, তবুও কি?

সবচেয়ে শক্তিশালী বাঁধন

22 যারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে, সৎ জীবন যাপন করা অবস্থায়, তারা সবচেয়ে শক্তিশালী বাঁধন আঁকড়ে ধরেছে। কারন আল্লাহ সবকিছুর পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে আছেন।

23 আর যারা অবিশ্বাস করে, তাদের অবিশ্বাসের কারনে দুঃখ পেওনা। আমাদের কাছেই তাদের চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন, তারপর আমরা তাদেরকে সবকিছু জানাবো যা তারা করেছিল। আল্লাহ গভীরতম চিন্তাগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

24 আমরা তাদেরকে সাময়িক ভাবে উপভোগ করতে দেই, এরপর তাদেরকে কঠোর শাস্তিতে পতিত করি।

তারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে

25 যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, "কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, " তারা বলবে, "আল্লাহ।" বল, "প্রশংসা আল্লাহর।" তবুও, তাদের বেশিরভাগ-ই জানে না।

26 আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর। আল্লাহ সবচেয়ে ধনী, সবচেয়ে প্রশংসনীয়।

এই সকল কথাগুলোই আমাদের প্রয়োজন

27 যদি পৃথিবীর সকল গাছ দিয়ে কলম বানানো হতো, আর সাগর কালি সরবরাহ করতো, আরো সাত সাগর বাড়িয়ে দিয়ে, তবুও আল্লাহর কথা ফুরিয়ে যেতো না। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে প্রজ্ঞাময়।

28 তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান এক ব্যক্তির মতোই। আল্লাহ শুনেন, দেখেন।

একমাত্র আল্লাহই উপাসনার যোগ্য

29 তোমরা কি অনুধাবন করো না যে আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে মিলিয়ে দেন ও দিনকে রাতের মধ্যে মিলিয়ে দেন, এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়োজিত করেছেন তোমাদের সেবায়, প্রত্যেকেই নিজ কক্ষপথে একটি নির্দিষ্ট জীবনকালের জন্য চলছে, এবং আল্লাহ পুরোপুরি অবগত সবকিছু সম্পর্কে যা তোমরা করো?

30 এটি প্রমান করে যে আল্লাহ সত্য, যেখানে তাঁর পাশে তারা যে শরীক স্থাপন করে তা মিথ্যা, এবং যে আল্লাহ সর্বোচ্চ, সবচেয়ে মহান।

31 তুমি কি দেখো না যে জাহাজগুলো সাগরে ঘুড়ে বেড়ায়, আল্লাহর জীবিকা বহন করে, তোমাদেরকে তাঁর কিছু প্রমান দেখাতে? নিশ্চয়ই, এগুলো যথেষ্ট প্রমান হওয়া উচিত সকলের জন্য যারা অবিচল, কৃতজ্ঞ।

32 যখন প্রচন্ড ঢেউ তাদের ঘিরে ফেলে, তারা আল্লাহর কাছে মিনতি করে, তাদের প্রার্থনা কেবল তাঁর প্রতি আন্তরিকভাবে উৎসর্গ করে। কিন্তু যখনই তিনি তাদেরকে তীরে এনে উদ্ধার করেন, তাদের কেউ কেউ আগের অবস্থায় ফিরে যায়। কেউই আমাদের প্রকাশনাবলি অগ্রাহ্য করে না তারা ছাড়া যারা বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ।

33 হে লোকেরা, তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভক্তি করবে, আর ভয় করো এমন এক দিনকে যখন কোন পিতা তার নিজ সন্তানকে সাহায্য করতে পারবে না, না কোন সন্তান তার পিতাকে সাহায্য করতে পারবে। অবশ্যই, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। একারনে, এই জীবন দ্বারা বিভ্রান্ত হইও না; আল্লাহ থেকে নিছক মোহের দ্বারা বিভ্রান্ত হইও না।

বিষয়সমূহ যা আমরা জানতে পারি এবং না-ও জানতে পারি*

34 আল্লাহর কাছে আছে সে ঘন্টা (বিশ্বের পরিসমাপ্তি) সম্পর্কিত জ্ঞান।* তিনিই সে সত্ত্বা যিনি বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন, এবং তিনি জানেন জরায়ুস্থ বস্তু সম্পর্কে। কোন আত্মা জানে না আগামীকাল তার সাথে কি ঘটবে, এবং কোন ব্যক্তি জানে না কোন স্থানে সে মারা যাবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, অবগত।

৩১:৩৪ আল্লাহ যখন ইচ্ছা তাঁর জ্ঞান প্রকাশ করেন। এই আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে আমরা বৃষ্টিপাত এবং ভ্রূণের লিঙ্গ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। কিন্তু মৃত্যুর সময় বা স্থান আমরা কখনই জানতে পারি না। ৭২:২৭ অনুসারে, আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহকের মাধ্যমে পৃথিবীর শেষ প্রকাশ করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য ১৫:৮৭, ২০:১৫ এবং পরিশিষ্ট ২৫ দেখুন।

SURA 32 · 30 VERSES

প্রণতি

السجدة

Al-Sajdah

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 অ. ল. ম. (আলিফ. লাম. মীম.)।*

৩২:১ পরবর্তী আয়াতে এই অক্ষরগুলির অর্থ দেওয়া হয়েছে: "এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।" বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

2 গ্রন্থটি, কোন সন্দেহ ছাড়াই, এক প্রত্যাদেশ মহাবিশ্বের প্রভুর পক্ষ থেকে।

3 তারা বলল, "সে এটি বানিয়েছে।" নিশ্চয়ই, এটি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য, সেসব লোকদের সতর্ক করতে যারা তোমার আগে কখনো কোন সতর্ককারী পায়নি, যাতে তারা সুপথপ্রাপ্ত হতে পারে।

আল্লাহ ও আপনার মাঝে কোন মধ্যস্থতাকারী নেই

4 আল্লাহই সে সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী, এবং এদের মধ্যকার সবকিছু ছয় দিনে, এরপর সকল কর্তৃত্ব গ্রহন করেছেন। তাঁর পাশে প্রভু হিসেবে তোমাদের কেউ নেই, না তোমাদের কোন সুপারিশকারী আছে। তোমরা কি মনোযোগ দেবে না?

5 আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁর কাছে দিনটি তোমাদের এক হাজার বছরের সমান।

6 সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা; সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে দয়ালু।

মানুষের উৎপত্তি

7 তিনি সে সত্ত্বা যিনি নিখুঁত করেছেন সবকিছুকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, আর মানুষের সৃষ্টি শুরু করেছেন কাঁদা থেকে।

8 তারপর তিনি একটি নির্দিষ্ট নীচুস্তরের তরলের মাধ্যমে তার প্রজনন অব্যাহত রাখেন।

9 তিনি তাকে আকার দিলেন এবং তার মধ্যে তাঁর রুহ থেকে ফুঁকে দিলেন। আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, এবং মস্তিষ্ক ; তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞ।

10 তারা অবাক হয়, "আমরা মাটিতে মিশে যাবার পর, আমরা কি আবার নতুন করে সৃষ্টি হবো?"এভাবে, তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে, তারা অবিশ্বাসী।

11 বল, "তোমাদের মৃত্যু হবে ফেরেশতার মাধ্যমে যার দায়িত্বে তোমাদের রাখা হয়েছে, এরপর তোমাদের প্রভুর কাছে তোমরা ফিরে যাবে।"

অনেক দেরি হয়ে গেছে

12 যদি শুধু তুমি অপরাধীদের দেখতে পারতে যখন তারা তাদের প্রভুর সামনে মাথা নোয়ায়ঃ "আমাদের প্রভু, এখন আমরা দেখেছি এবং আমরা শুনেছি। আমাদের ফেরত পাঠান এবং আমরা সৎকর্মশীল হবো। আমরা এখন নিশ্চয়তা অর্জন করেছি।"*

৩২:১২ যদি তাদের ফেরত পাঠানো হত, তাহলে তারাও একই অপরাধ করত। পাদটীকা ৬:২৮ দেখুন।

13 আমরা যদি চাইতাম, প্রত্যেক আত্মাকে আমরা তার পথনির্দেশনা দিতে পারতাম, কিন্তু এটা ইতোমধ্যেই পূর্বনির্ধারিত যে আমি জ্বীন ও মানুষ দিয়ে নরক পূর্ণ করবো, সবাইকে একসাথে। *

৩২:১৩ অধিকাংশ মানুষ নরকে যাওয়ার জন্য জিদ করে, আল্লাহর মুক্তির আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে। আল্লাহ একজনও ব্যক্তিকে নরকে পাঠাবেন না। যারা প্রতিমা উপাসনাকে নিন্দা করার মাধ্যমে এবং এক আল্লাহর কাছে নিজেদের উৎসর্গ করে নিজেদের মুক্ত করতে, এবং আমাদের স্রষ্টার দ্বারা নির্ধারিত অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের আত্মাকে বিকশিত করতে ব্যর্থ হয়, তারা নিজের ইচ্ছার কারনে নরকে ছুটে যাবে। তারা আল্লাহর বাহ্যিক শক্তির উপস্থিতি সহ্য করার মত সবল হতে পারেনা।

14 এই দিনটিকে তোমাদের ভুলে যাওয়ার পরিনাম ভোগ করো; এখন আমরা তোমাদের ভুলে গেলাম। তোমরা তোমাদের নিজেদের কাজের বদলে চিরস্থায়ী শাস্তি টেনে এনেছ।

15 আমাদের প্রকাশনাবলিতে সত্যিকার অর্থে কেবল সে লোকেরা বিশ্বাস করে যারা তা শুনামাত্র সেজদায় পতিত হয়। তারা তাদের প্রভুর গুণকীর্তন এবং প্রশংসা করে, কোন ঔদ্ধত্যতা ছাড়া।

16 তাদের পার্শ্ব নির্দ্বিধায় শয্যা ত্যাগ করে, তাদের প্রভুর উপাসনা করার জন্য, ভক্তি ও আশা থেকে, আর আমাদের জীবিকা থেকে তারা দেয়।

স্বর্গঃ বর্ণনাতীত সুন্দর

17 তোমাদের কোন ধারণা নেই তোমাদের (সৎ) কাজের জন্য পুরষ্কার হিসেবে কী পরিমান আনন্দ ও সুখ তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

18 যে ব্যক্তি একজন বিশ্বাসী সে কি ঐ ব্যক্তির মতো যে অন্যায়কারী? তারা সমান নয়।

19 আর তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে, তারা যোগ্য হয়েছে চিরস্থায়ী স্বর্গের। এমনই তাদের আবাস, তাদের কাজের বদলায়।

20 আর অন্যায়কারীদের জন্য, তাদের নিয়তি নরক। প্রতিবার তারা এর থেকে বের হবার চেষ্টা করলে, তাদেরকে জোড়পূর্বক ফিরিয়ে দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, "নরকের যন্ত্রনা আস্বাদন করো যাতে তোমরা অবিশ্বাস করতে।"

একটি পূর্বাভাষ নিন

21 আমরা তাদেরকে (এই দুনিয়ায়) ছোট শাস্তি ভোগ করাই, তারা (পরকালের) বড় শাস্তি টেনে আনার আগে, যাতে তারা (একটি পূর্বাভাষ পায় এবং) সংশোধিত হতে পারে।

22 কে অধিক মন্দ সে ব্যক্তির চেয়ে যাকে তার প্রভুর এই প্রকাশনাবলি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, এরপর সেগুলোকে উপেক্ষাই করতে থাকে? আমরা নিশ্চয় অপরাধীকে শাস্তি দিবো।

23 আমরা মূসাকে ঐশীগ্রন্থ দিয়েছি- তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ করো না- এবং একে আমরা ইসরাইলের সন্তানদের জন্য একটি পথপ্রদর্শক করেছিলাম।

24 আমরা তাদের মধ্য থেকে ইমাম নিযুক্ত করেছিলাম যারা আমাদের প্রত্যাদেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতো, কারন তারা ছিল দৃঢ়তার সাথে অবিচল এবং নিশ্চয়তা অর্জন করেছিল আমাদের প্রকাশনাবলি সম্পর্কে।

25 তোমাদের প্রভু সে সত্ত্বা যিনি পুনরুত্থান দিবসে তাদের বিচার করবেন, তাদের বিবাদ করা সবকিছুর ব্যাপারে।

26 তারা কি কখনো এটা উপলব্ধি করে যে তাদের আগে আমরা কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি? তারা এখন বাস করে এবং চলাফেরা করে তাদের পূর্বপুরুষদের বাড়ি-ঘরে। এটি যথেষ্ট প্রমান হওয়া উচিত। তারা কি শুনে না?

27 তারা কি অনুধাবন করে না যে আমরা অনুর্বর জমিতে পানি প্রবাহিত করি, এবং তা দিয়ে ফসল উৎপাদন করি তাদের পশু সম্পদ খাওয়াতে, সেই সাথে তাদেরকেও? তারা কি দেখে না?

28 তারা চ্যালেঞ্জ করে, "কোথায় সেই বিজয়, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?"

29 বল, "যেদিন এমন বিজয় আসবে, বিশ্বাস করা তাদের উপকারে আসবে না যারা তার আগে বিশ্বাস করেনি, না তাদেরকে আরেকবার সুযোগ দেয়া হবে।"

30 অতএব, তাদের উপেক্ষা করো এবং অপেক্ষা করো, তারাও অপেক্ষা করছে।

SURA 33 · 73 VERSES

দলগুলো

الأحزاب

Al-Ahzāb

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 হে নবী, তুমি আল্লাহকে ভক্তি করবে এবং অবিশ্বাসী ও ভন্ডদের মান্য করবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবচেয়ে প্রজ্ঞাময়।

2 অনুসরণ করো তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা প্রকাশ করা হয়েছে। তোমরা সকলে যা করো তার সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণ অবগত।

3 আর আল্লাহর উপর তোমার আস্থা রাখো। সমর্থক হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট।

আল্লাহর প্রতি ভক্তি অবিভাজ্য

4 আল্লাহ কোন মানুষের বুকে দু'টি হৃদয় দেননি। না তিনি মা'তে পরিনত করেন তোমাদের স্ত্রীদেরকে, যাদেরকে তোমরা (তোমাদের প্রথা অনুসারে) আলাদা করো।* না তিনি তোমাদের পালিত সন্তানকে বংশগত সন্তানে পরিনত করেন। এগুলো তো মুখের কথা মাত্র যা তোমরা উদ্ভাবন করেছো। আল্লাহ সত্য বলেন, এবং তিনি (সঠিক) পথ দেখান।

৩৩:৪ আরবে স্ত্রীকে স্বামীর মায়ের মতো ঘোষণা করে তাকে আলাদা করে দেওয়ার একটি প্রথা ছিল। এই অন্যায্য প্রথা এখানে বাতিল করা হয়েছে।

আপনাদের নাম পরিবর্তন করবেন না

5 তোমরা তোমাদের পালিত সন্তানদের নাম দিবে যা তাদের বংশগত মাতাপিতার সাথে তাদের সম্পর্ক রক্ষা করে। এটা আল্লাহর দৃষ্টিতে অধিক ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের মাতাপিতাকে না জানো, তাহলে, তোমাদের ধর্মের ভাই-বোন হিসেবে, তোমরা তাদেরকে তোমাদের পরিবারের সদস্য হিসেবে গন্য করবে। তোমরা কোন পাপ করো না এইক্ষেত্রে যদি তোমরা ভুল করে ফেলো; তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্যমূলক অভিপ্রায়ের জন্য দায়ী। আল্লাহ ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু।

6 তাদের একে অন্যের চেয়ে নবী বিশ্বাসীদের নিকটতর, আর তাদের কাছে তার স্ত্রীরা মায়ের মতন। আল্লাহর ঐশীগ্রন্থ অনুসারে আত্মীয়দের উচিত একে অন্যের দেখ-ভাল করা। এভাবে, বিশ্বাসীরা দেখভাল করবে তাদের আত্মীয়দের যারা দেশান্তরিত হয়ে তাদের কাছে এসেছে, তবে আগে তাদের নিজ পরিবারের দেখভাল করবে। এগুলো এই ঐশীগ্রন্থের প্রত্যাদেশাবলি।

মুহাম্মদ আল্লাহর অঙ্গীকারকৃত বার্তাবাহককে সমর্থন করতে প্রতিজ্ঞা করে*

7 স্মরণ করো যে আমরা নবীদের থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, তোমাকে সহ (হে মুহাম্মদ), নূহ, ইব্রাহিম, মুসা, এবং মরিয়মের পূত্র ঈসা থেকেও। আমরা তাদের থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।*

৩৩:৭ প্রতিশ্রুতির বিস্তারিত বর্ণনা ৩:৮১ আয়াতে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ নবীদের কাছ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে তারা তাঁর প্রতিশ্রুত রসূলকে সমর্থন করবেন, যিনি মুহাম্মদের পরে আসবেন এবং তাদের বার্তাগুলিকে পবিত্র ও একীভূত করবেন। এই চুক্তিটি পৃথিবী সৃষ্টির আগে করা হয়েছিল এবং মক্কা যুল-হিজ্জার ৩ তারিখ, ১৩৯১ (২১ ডিসেম্বর, ১৯৭১) পূর্ণতা লাভ করে। ইসলামী মাস (১২), দিন (৩) এবং বছর (১৩৯১) এর যোগফল ১৪০৬, ১৯x৭৪ প্রদান করে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রসূলকে রাশাদ খলিফা হিসেবে চিহ্নিত করার অসামান্য প্রমাণ সমগ্র কুরআনে দেওয়া আছে (পরিশিষ্ট ২ এবং ২৬)।

8 পরবর্তীতে, তিনি অবশ্যই সত্যবাদীদের প্রশ্ন করবেন তাদের সত্যবাদীতা সম্পর্কে, এবং অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করেছেন (এই কুরআনীয় ঘটনার বিষয়ে) এক যন্ত্রণাকর শাস্তি।

গোত্র যোদ্ধ

9 হে বিশ্বাসীরা, তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর।যখন সৈন্যরা তোমাদের আক্রমণ করেছিলো, আমরা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম ঝড়ো বাতাস এবং অদৃশ্য সৈন্য। আল্লাহ সবকিছু দেখেন যা তোমরা করো।

10 যখন তারা এসেছিল তোমাদের উপর থেকে, এবং তোমাদের নিচ থেকে, তোমাদের চোখ আতংকিত হয়েছিল, তোমাদের হৃদয়ে ধৈর্য্য ফুরিয়ে গিয়েছিলো, এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে বেমানান ধারনা পোষন করছিলে।

11 ঠিক তখনই বিশ্বাসীদের সত্যিকারভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল; তারা প্রচন্ড ভাবে কম্পিত হয়েছিল।

12 ভন্ডরা ও যাদের হৃদয়ে সন্দেহ ছিল তারা বলল, "আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা এক মোহের চেয়ে বেশি কিছু নয়।

13 তাদের এক দল বলল, "হে ইয়াসরেবের (মদিনার) লোকেরা, তোমরা বিজয় অর্জন করতে পারবে না; ফিরে যাও।” বাকীরা নবীর কাছে অজুহাত দাঁড় করালোঃ "আমাদের ঘর অরক্ষিত, “যখন সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। তারা কেবল পালাতে চেয়েছিল।

14 যদি শত্রুরা হামলা করতো এবং তাদের যোগ দিতে বলতো, তারা নির্দ্বিধায় শত্রুদের সাথে যোগ দিতো।

15 তারা অতীতে আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করেছিল যে তারা পিছু হটে পালিয়ে যাবে না; আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করলে এক মহা দায়িত্ব বর্তায়।

16 বল, "যদি তোমরা পালাও, তোমরা কখনো পালাতে পারবে না মৃত্যু থেকে অথবা হত্যা হওয়া থেকে। যাই ঘটুক না কেন, তোমরা শুধু কিছুকাল বেশি বাঁচো। "

17 বল, "কে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে বাচাঁবে যদি তিনি তোমাদের জন্য কোন দূর্ভোগ চান, অথবা কোন অনুগ্রহ চান তোমাদের জন্য?” তারা কখনো পাবে না, আল্লাহর পাশে, অন্য কোন প্রভু ও মনিব।

18 আল্লাহ পুরোপুরি অবগত তোমাদের মধ্যকার বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের বিষয়ে, এবং যারা তাদের সহযোদ্ধাদের বলে, "চল আমরা সবাই পিছনে থাকি।” তারা খুব কমই প্রতিরক্ষার জন্য একত্রিত হয়।

19 এছাড়া, তারা তোমার সাথে আচরনে খুবই কৃপণ। যদি কোনকিছু সম্প্রদায়কে হুমকি দেয়, তুমি দেখ যে ভয়ে তাদের চোখ টলমল করে, যেন মৃত্যু তাদের কাছে এসেই পড়লো। একবার সংকট কেটে গেলে, তারা তোমাকে কষাঘাত করে তীক্ষ্ণ কথা দিয়ে। তারা তাদের সম্পদ নিয়েও খুব কৃপণ। এরা বিশ্বাসী নয়, আর, পরিনামে, আল্লাহ তাদের কাজকে নিষ্ফল করে দিয়েছেন। এটা করা আল্লাহর জন্য সহজ।

20 তারা ভেবেছিল হয়তো দলগুলো ফিরে আসতে পারে। সেক্ষেত্রে, তারা চাইতো যে যদি তারা মরুভূমিতে হারিয়ে গিয়ে, দূর থেকে তোমাদের খবরাখবর নিতো। যদি তোমাদের সাথে তারা থাকাকালে দলগুলো তোমাদেরকে আক্রমণ করতো, তারা খুব কমই তোমাদের সহায়তা করতো।

নবীর সাহসিকতা*

21 তোমাদের মধ্যে তাদের জন্য আল্লাহর বার্তাবাহক একটি ভাল উদাহরণ স্থাপন করেছেন যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের অন্বেষণ করে, এবং প্রতিনিয়ত আল্লাহর বিষয়ে চিন্তা করে।

৩৩:২১ শয়তান এই আয়াতটিকে প্রসঙ্গের বাইরে নিয়ে গেছে এবং "নবীর সুন্নাহ" নামক অননুমোদিত এবং অযৌক্তিক নিয়মকানুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে নবী মুহাম্মদকে প্রতিমায় পরিণত করেছে। এর ফলে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে (৪২:২১ এবং পরিশিষ্ট ১৮ দেখুন)।

22 যখন সত্যিকার বিশ্বাসীরা দলগুলোকে দেখলো (আক্রমণ করতে প্রস্তুত), তারা বলল, "এর প্রতিজ্ঞাই আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহক আমাদেরকে করেছিলেন, আর আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহক সত্যবাদী।"এই (বিপজ্জনক পরিস্থিতি) কেবল তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করেছিল এবং তাদের আত্মসমর্পণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

23 বিশ্বাসীদের মধ্যে সে সব লোকেরা রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে তাদের অঙ্গীকার পরিপূর্ণ করে। তাদের কেউ কেউ মারা যায়, যখন অন্যরা প্রস্তুত হয়ে থাকে, কখনো দ্বিধান্বিত না হয়ে।

24 আল্লাহ অবশ্যই সত্যবাদীদের প্রতিদান দেবেন তাদের সত্যবাদিতার জন্য, এবং ভণ্ডদের শাস্তি দেবেন, যদি তিনি এমনই চান, অথবা পাপমুক্ত করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মুহাম্মদের সময়ে

25 যারা অবিশ্বাস করেছে আল্লাহ তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করেছেন তাদের ক্রোধ নিয়ে, এবং তারা খালি হাতে ফিরেছে। আল্লাহ এভাবে কোন যুদ্ধ থেকে বিশ্বাসীদের নিষ্কৃতি দেন। আল্লাহ ক্ষমতাবান, সর্বশক্তিমান।

26 নিরাপদ অবস্থান থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন, এবং তাদের হৃদয়ে আতংক ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। তাদের কতককে তোমরা হত্যা করেছো, আর কতককে বন্দী করেছো।

27 তিনি তোমাদেরকে উত্তরাধিকারি হতে দিয়েছেন তাদের ভূমি, তাদের বাড়ি-ঘর, তাদের অর্থ, এবং সেসব ভূমি যাতে তোমরা কখনো পা রাখোনি। আল্লাহ সবকিছুর পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে আছেন।

নিকটবর্তী হওয়ায় বিশেষ দায়িত্ব

28 হে নবী, তোমার স্ত্রীদের বল, "যদি তোমরা এই জীবন এবং এর তুচ্ছ বিষয়াদির অন্বেষণ করো, তাহলে চলো আমি তোমাদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেই এবং তোমাদেরকে আপসে চলে যেতে দেই।

29 "কিন্তু যদি তোমরা অন্বেষণ করো আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে, এবং পরকালের আবাস, তাহলে তোমাদের মধ্যকার সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন এক মহা প্রতিদান।"

বিশেষ দায়িত্ব

30 হে নবীর স্ত্রীরা, যদি তোমাদের কেউ গুরুতর অপরাধ করো, শাস্তি তার জন্য দ্বিগুন হবে। এটি আল্লাহর জন্য করা সহজ।

31 তোমাদের যেকেউ আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে অনুসরণ করে, এবং সৎ জীবন-যাপন করে, আমরা তাকে দিবো দ্বিগুন প্রতিদান, এবং আমরা তার জন্য প্রস্তুত রেখেছি এক উদার জীবিকা।

দৃষ্টান্ত স্থাপন করা

32 হে নবীর স্ত্রীরা, তোমরা অন্য কোন নারীর মতো নও, যদি তোমরা সৎকর্মশীলতা পালন করো। (তোমাদের অধিকতর দায়িত্ব আছে।) অতএব, তোমরা খুব কোমলভাবে কথা বলবে না, পাছে যাদের হৃদয়ে রোগ আছে তারা ভুল ধারনা পেতে পারে; তোমরা শুধু ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে।

33 তোমরা তোমাদের ঘরে থাকবে,এবং লোকদের সাথে খুব বেশি মেলামেশা করবে না, যেমন তোমরা পুরনো অজ্ঞতার দিনগুলোতে করতে। তোমরা সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করবে, এবং বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) দিবে, এবং আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে মান্য করবে। আল্লাহ তোমাদের থেকে সকল অপবিত্রতা দূর করতে চান, হে তোমরা যারা পবিত্র ঘরের চতুর্দিকে বাস করো, এবং চান তোমাদের পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ করতে।

34 স্মরণ রাখো তোমাদের ঘরে যা আবৃতি করা হয় আল্লাহর প্রকাশনাবলির এবং এর মধ্যে বিদ্যমান প্রজ্ঞা। আল্লাহ মহিমান্বিত, অবগত।

নর ও নারীর সাম্যতা

35 আত্মসমর্পণকারী পুরুষ, আত্মসমর্পণকারী নারী, বিশ্বাসী পুরুষ, বিশ্বাসী নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, অবিচল পুরুষ, অবিচল নারী, ভক্তি-শ্রদ্ধাকারী পুরুষ, ভক্তি-শ্রদ্ধাকারী নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোজাদার পুরুষ, রোজাদার নারী, চরিত্রবান পুরুষ, চরিত্রবান নারী, এবং পুরুষ যে অহরহ আল্লাহকে স্মরণ করে, এবং স্মরণকারী নারী; আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা এবং এক মহা প্রতিদান।

মুহাম্মদের দ্বারা হওয়া বড় ভুল মানুষ মুহাম্মদ অবাধ্য হয় বার্তাবাহক মুহাম্মদের

36 যদি আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহক কোন আদেশ দেন তবে ঐ আদেশের ব্যাপারে, কোন বিশ্বাসী পুরুষ অথবা বিশ্বাসী নারীর কোন পছন্দ নেই। যেকেউ আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের অবাধ্য হয়, সে বহুদূরে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

37 স্মরণ করো যে তুমি সে ব্যক্তিকে বলেছিলে যে আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত ছিল, এবং তোমার অনুগ্রহপ্রাপ্ত ছিল, "তোমার স্ত্রীকে থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভক্তি করো," আর তুমি তোমার নিজের ভিতর লুকাচ্ছিলে যা আল্লাহ ঘোষনা করতে চেয়েছিলেন। এভাবে, তুমি লোকদের ভয় করেছিলে, যখন তোমার কাছে কেবল আল্লাহকে ভয় করাই প্রত্যাশিত ছিল। যখন জায়েদ তার স্ত্রীর প্রতি পুরোপুরি আগ্রহ হারিয়েছিল, আমরা তাকে তোমার সাথে বিয়ে করালাম, উদাহরণ স্থাপন করতে যে কোন পুরুষ তার পালিত পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারে। আল্লাহর আদেশ পরিপূর্ণ হবেই।

38 নবী কোন ভুল করছে না কোনকিছু করে যা আল্লাহর দ্বারা আইনসম্মত করা হয়েছে। এমনই আল্লাহর পদ্ধতি প্রারম্ভিক প্রজন্মগুলো থেকে। আল্লাহর আদেশ একটি পবিত্র দায়িত্ব।

39 যারা আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেয়, এবং যারা একমাত্র তাঁর ভক্তি করে, তারা কখনো আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না। আল্লাহ সবচেয়ে দক্ষ হিসাব গ্রহণকারী।

শেষ বার্তাবাহক নয়*

40 মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা ছিল না। সে ছিল আল্লাহর একজন বার্তাবাহক এবং শেষ নবী। আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

৩৩:৪০ মুহাম্মদের এই স্পষ্ট সংজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও, বেশিরভাগ মুসলিম জোর দিয়ে বলে যে তিনি ছিলেন শেষ নবী এবং শেষ রাসূলও। এটি একটি দুঃখজনক মানবিক বৈশিষ্ট্য যা আমরা ৪০:৩৪ এ দেখতে পাই। যারা সহজেই আল্লাহতে বিশ্বাস করে তারা বুঝতে পারে যে আল্লাহ চূড়ান্ত নবী মুহাম্মদের পরে পরিশুদ্ধ এবং সুসংহতকারী প্রতিশ্রুত বার্তাবাহক প্রেরণ করেছেন (৩:৮১, ৩৩:৭)।

41 হে বিশ্বাসীরা, তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো।*

৩৩:৪১-৪২ আপনার আল্লাহ হলো সেইসব জিনিস যা আপনার চিন্তায় বেশিরভাগ সময় লেগে থাকে। তাই দিনরাত আল্লাহকে স্মরণ এবং তাঁর মহিমা ঘোষণা করার আদেশ করা হয়েছে। পরিশিষ্ট ২৭ দেখুন।

"নবী" শব্দটি কেবল তখনই মুহাম্মদকে বোঝায় যখন তিনি জীবিত ছিলেন। শয়তান এই আয়াতটি ব্যবহার করে মুসলমানদেরকে ৩৩:৪১-৪২ আয়াতে নির্দেশিত আল্লাহকে স্মরণ করার পরিবর্তে, ক্রমাগত মুহাম্মদকে স্মরণ করতে প্ররোচিত করেছে।

42 তোমরা দিন রাত তাঁর মহিমা প্রকাশ করবে।

43 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তোমাদের সাহায্য করেন, তাঁর ফেরেশতাদের সাথে, তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় পরিচালিত করতে। তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি পরম দয়ালু।

44 তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের দিনের অভিবাদন হলো, "শান্তি,"এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এক উদার প্রতিদান।

45 হে নবী, আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি একজন সাক্ষী হিসেবে, একজন সুসংবাদ বহনকারী, সেই সাথে একজন সতর্ককারী হিসেবে।

46 আল্লাহর দিকে আমন্ত্রন জানাতে, তাঁর ইচ্ছানুসারে, এবং একটি পথপ্রদর্শক আলোকবর্তিকা।

47 বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও, যে তারা আল্লাহর থেকে এক বিশাল অনুগ্রহ লাভ করেছে।

48 অবিশ্বাসী ও ভন্ডদের মান্য করো না, তাদের অপমান উপেক্ষা করো, এবং আল্লাহর উপর তোমার আস্থা রাখো; একজন উকিল হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

বিবাহ আইন

49 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, যদি তোমরা বিশ্বাসী নারীদেরকে বিয়ে করে থাকো, এরপর তাদের সঙ্গে যৌন সহবাসের আগেই তাদের তালাক দাও, তারা তোমাদের কাছে বাধ্য নয় অন্তবর্তী সময় অপেক্ষা করতে (অপর পুরুষকে বিয়ে করার আগে)। তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিবে, এবং তাদেরকে আপোষে যেতে দাও।

50 হে নবী, আমরা তোমার জন্য আইনসম্মত করেছি তোমার স্ত্রীদের যাদেরকে তুমি তাদের ন্যায্য মোহরানা পরিশোধ করেছ, অথবা যা ইতোমধ্যে তোমার, যেমন আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন। এছাড়া, তোমার জন্য বিয়ের ক্ষেত্রে আইনসম্মত তোমার পিতার ভাইয়ের কন্যারা, তোমার পিতার বোনের কন্যারা, তোমার মায়ের ভাইয়ের কন্যারা, তোমার মায়ের বোনের কন্যারা, যারা তোমার সাথে দেশান্তরিত হয়েছে। এছাড়াও, কোন বিশ্বাসী নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে নিবেদন করে – স্বেচ্ছায় মোহরানা ত্যাগ করে- নবী তাকে মোহরানা ছাড়াই বিয়ে করতে পারে, যদি সে তা-ই চায়। যদিও, তার স্বেচ্ছায় মোহরানা ত্যাগ শুধু নবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এবং অন্য বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে নয়। আমরা ইতোমধ্যেই তাদের অধিকারের বিষয় আদেশ করেছি, তাদের সহধর্মী/সহধর্মীনি বা ইতোমধ্যেই তাদের যা আছে সে ব্যাপারে। এটা তোমাকে কোনপ্রকার বিব্রতকর অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার জন্য। আল্লাহ ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু।

51 তুমি ভদ্রভাবে তাদের যে কোন কারো থেকে দূরে থাকতে পারো, এবং তুমি তাদের যে কোন কাউকে কাছে আনতে পারো। যদি তুমি যে কোন কারো সাথে পূনর্মিলিত হও যার সাথে তুমি বিছিন্ন হয়েছিলে, তুমি কোন ভুল করো না। এই ভাবে, তারা সন্তুষ্ট থাকবে, কোনপ্রকার শোক থাকবে না, এবং তাতে তৃপ্ত থাকবে যা তুমি তাদের সবাইকে ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রস্তাব করো। আল্লাহ জানেন যা তোমাদের হৃদয়ে আছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

52 তোমার কাছে বর্ণনা করা প্রকারগুলোর বাইরে, অন্য কোন নারীকে বিয়ে করা তোমার জন্য নিষেধ, না তুমি কোন নতুন স্ত্রী তাদের পরিবর্তে আনতে পারবে (নিষেধকৃত প্রকারগুলো থেকে), তুমি তাদের রূপে যতই মুগ্ধ হও না কেন। তুমি অবশ্যই তাদের নিয়ে তৃপ্ত থাকবে যাদেরকে ইতোমধ্যেই তোমার কাছে আইনসম্মত করা হয়েছে। আল্লাহ সবকিছুর উপর সতর্ক নজর রাখেন।

আদবকায়দা

53 হে যারা বিশ্বাস করো, নবীর ঘরে প্রবেশ করো না যদি না তোমাদেরকে খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়, না তোমরা কোনভাবে এমন আমন্ত্রণের জন্য জোর করবে। যদি তোমরা আমন্ত্রিত হও, তোমরা প্রবেশ করতে পারো। যখন তোমরা খাওয়া শেষ করো, তোমরা প্রস্থান করবে; তাকে দীর্ঘ আলোচনায় সম্পৃক্ত করো না। এটা নবীকে কষ্ট দিতো, এবং সে তোমাদেরকে বলতে খুব লজ্জা পেতো। কিন্তু, আল্লাহ সত্যে লজ্জা বোধ করেন না। যদি তার স্ত্রীদের কাছে তোমাদের কোন কিছু চাইতে হয়/ জিজ্ঞাসা করতে হয়, একটি পর্দার আড়াল থেকে তাদের জিজ্ঞাসা করো/ কাছে চাও। এটা তোমাদের হৃদয় এবং তাদের হৃদয়ের জন্য শুদ্ধতর। তোমরা তোমাদের আল্লাহর বার্তাবাহককে কষ্ট দিবে না। তোমরা তার পরে তার স্ত্রীদের বিয়ে করবে না, কারণ আল্লাহর দৃষ্টিতে তা হবে এক গুরুতর অপরাধ।*

৩৩:৫৩ ৪:২২ আয়াতে আমাদেরকে এমন নারীদের বিয়ে না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যারা পূর্বে আমাদের পিতাদের সাথে বিবাহিত ছিল। আর পিতা তার পুত্রের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকেও বিবাহ করতে পারে না (৪:২৩)। এই ঐশ্বরিক আদেশ আমাদের পিতাদের এবং তাদের সবচেয়ে গোপন বিষয়ের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বজায় রাখে। একইভাবে, নবী তাঁর সময়ের বিশ্বাসীদের কাছে একজন পিতার মতো ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সেই বিশ্বাসীদের মঙ্গলের জন্য, আল্লাহ তাদেরকে এমন নারীদের বিয়ে না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যারা পূর্বে নবীর সাথে বিবাহিত ছিল। বিবাহ একটি পবিত্র এবং অত্যন্ত গোপন সম্পর্ক, এবং নবীর ব্যক্তিগত জীবনকে গোপন রাখাই ভালো ছিল।

54 তোমরা কোনকিছু প্রকাশ করো, অথবা তা গোপন করো, আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

55 নারীরা (তাদের পোষাক নীতি) শিথিল করতে পারে তাদের পিতা, তাদের পুত্র, তাদের ভাই, তাদের ভাইদের পুত্র, তাদের বোনদের পুত্র, অন্য নারী, এবং তাদের (নারী) ভৃত্যদের কাছে। তারা আল্লাহকে ভক্তি করবে। আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন।

নবীর জীবদ্দশায়*

56 আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা নবীকে সাহায্য ও সমর্থন করেন। হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, তোমরা তাকে সাহায্য ও সমর্থন করবে, আর তাকে গণ্য করবে যেভাবে তাকে গণ্য করা উচিত।*

33:56 'নবী' (নাবী) শব্দটি শুধুমাত্র তখনই মুহাম্মদকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যখন তিনি জীবিত ছিলেন। শয়তান এই আয়াতটি ব্যবহার করে মুসলমানদের ৩৩:৪১-৪২-এ নির্দেশিত আল্লাহর স্মরণ করার পরিবর্তে ক্রমাগত মুহাম্মদকে স্মরণ করতে প্রলুব্ধ করেছিল।

57 নিশ্চয়, যারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের বিরোধীতা করে, আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দেন কষ্ট দিতে এই জীবনে, এবং পরকালে; তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এক লজ্জাকর শাস্তি।

58 যারা বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীকে কষ্ট দেয়, যারা কোন ভুল করেনি, তারা শুধু মিথ্যাচার করেনি, বরং এক ঘোর পাপ করেছে।

নারীর পোশাকের বিধান

59 হে নবী, বলো তোমার স্ত্রীদের, তোমার কন্যাদের এবং বিশ্বাসীদের স্ত্রীদের যে তারা তাদের পোষাক দীর্ঘ করবে। এভাবে, তাদের চেনা যাবে (সৎকর্মশীল নারী হিসেবে) এবং অপমানিত হওয়া এড়াবে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

60 যদি না ভন্ডরা, এবং যাদের হৃদয়ে রোগ আছে, এবং শহরের জঘন্য মিথ্যুকরা (তোমাদের উপর অত্যাচার করা থেকে) বিরত হয়, আমরা অবশ্যই তোমাকে কর্তৃত্ব দিবো, এরপর কিছু সময়ের মধ্যে স্থান ত্যাগের জন্য তারা বাধ্য হবে।

61 যেখানেই তারা যাক, তারা শাস্তি টেনে এনেছে; (যদি না তারা তোমাদের উপর আক্রমন করা বন্ধ করে,) তাদেরকে হয়তো বন্দী এবং হত্যা করা হবে।

62 এটি আল্লাহর চিরস্থায়ী পদ্ধতি, এবং তুমি দেখবে যে আল্লাহর পদ্ধতি অপরিবর্তনীয়।

বিশ্বের সমাপ্তি প্রকাশিত*

63 লোকেরা তোমাকে সে ঘন্টা (বিশ্বের সমাপ্তি) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, "এর জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছে। যতটুকু তুমি জানো, সে সময় হয়তো নিকটে।"

৩৩:৬৩ এক শতাব্দীরও কম সময় আগে, টেলিভিশন এবং মহাকাশ উপগ্রহ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহর জ্ঞান ছিল। তিনি পূর্বনির্ধারিত সময়ে এই জ্ঞান প্রকাশ করেছিলেন। একইভাবে, আল্লাহ এই পৃথিবীর শেষের জন্য নির্ধারিত সময় প্রকাশ করেছেন (পরিশিষ্ট ২৫)।

অনুসারীরা তাদের নেতার দিকে ফিরে

64 আল্লাহ অবিশ্বাসীদের অভিশপ্ত করেছেন, এবং তাদের জন্য নরক প্রস্তুত রেখেছেন।

65 সেখানে তারা চিরকাল থাকে। তারা কোন প্রভু পাবে না, না কোন সমর্থনকারী।

66 যেদিন তারা নরকে নিক্ষিপ্ত হবে, তারা বলবে, "আহা, আমরা যদি আল্লাহকে মান্য করতাম, এবং বার্তাবাহককে মান্য করতাম।

67 তারা আরো বলবে, "আমাদের প্রভু, আমরা আমাদের মনিব ও নেতাদের মান্য করেছিলাম, কিন্তু তারা আমাদের বিপথে পরিচালিত করেছে।

68 "আমাদের প্রভু, তাদেরকে দ্বিগুন শাস্তি দিন, এবং তাদেরকে এক ভয়ানক অভিশাপে অভিশপ্ত করুন।"

69 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, তাদের মতো হয়ো না যারা মূসাকে আঘাত করেছিল, এরপর তারা যা বলেছিল তা থেকে আল্লাহ তাকে নির্দোষ প্রমান করলেন। সে ছিল, আল্লাহর দৃষ্টিতে, সম্মানিত।

70 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, আল্লাহকে ভক্তি করো এবং কেবল সঠিক কথাটিই বলো।

71 তাহলে তিনি তোমাদের কাজগুলো ঠিক করে দেবেন, এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহককে মান্য করে তারা এক মহা বিজয়ে জয়ী হলো।

ইচ্ছার স্বাধীনতা

72 আমরা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী, এবং পর্বতগুলোকে (ইচ্ছা স্বাধীনতার) দায়িত্ব নিতে প্রস্তাব করেছিলাম, কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকার করলো, এবং তাতে ভীত হল। কিন্তু মানুষ তা গ্রহন করলো; সে ছিল সীমালঙ্ঘনকারী, অজ্ঞ।*

৩৩:৭২ প্রাণী, গাছ, তারা ইত্যাদি এই অত্যন্ত দয়ালু প্রস্তাবের সুযোগ নিয়েছে। পরিশিষ্ট ৭ দেখুন।

73 কারণ আল্লাহ অবধারিতভাবে ভন্ড পুরুষ ও ভন্ড নারীদের, এবং শরিক উপাসনাকারী পুরুষ ও শরিক উপাসনাকারী নারীদের শাস্তি দিবেন। আল্লাহ বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদের পাপমুক্ত করেন। আল্লাহ ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু।

SURA 34 · 54 VERSES

সাবা

سبإ

Saba′

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 প্রশংসা আল্লাহর - যাঁর অধীনে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু; অধিকন্তু পরকালের সকল প্রশংসাও তাঁর জন্যই। তিনি সবচেয়ে প্রজ্ঞাময়, অবগত।

2 তিনি জানেন সবকিছু যা মাটির ভেতর যায়, আর সবকিছু যা এর থেকে বের হয়ে আসে, আর সবকিছু যা আকাশ থেকে নেমে আসে, আর সবকিছু যা এর মধ্যে উত্থিত হয়। তিনি পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল।

3 যারা অবিশ্বাস করে তারা বলেছে, "সে সময় কখনো আসবে না!" বল, "নিঃসন্দেহে - আমার প্রভুর শপথ - এটি অবশ্যই তোমাদের কাছে আসবে। তিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানেন। এমনকি একটি পরমানুর ভরের সমতুল্য পরিমাণও তাঁর থেকে লুকানো নয়, হোক তা আকাশমন্ডলী অথবা পৃথিবীতে। না এমনকি তার চেয়ে ছোট কিছু অথবা বড় কিছু (লুকানো আছে)। সব কিছুই আছে এক জ্ঞানগর্ভ নথিতে।"

4 অবশ্যই যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ-জীবন-যাপন করে তিনি তাদেরকে পুরষ্কৃত করবেন। এরা ক্ষমা এবং এক উদার জীবিকার যোগ্য হয়েছে।

5 আর যারা অনবরত আমাদের প্রকাশনাবলিকে চ্যালেঞ্জ করে, তারা এক যন্ত্রণাদায়ক অপমানের শাস্তি অর্জন করেছে।

6 এটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট যারা জ্ঞান দ্বারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত যে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার কাছে আসা এই প্রকাশনাবলি সত্য, এবং এটি সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে প্রশংসনীয়ের দিকে পথনির্দেশ করে।

7 যারা অবিশ্বাস করে তারা বলেছে, "চল আমরা তোমাদেরকে একজন মানুষকে দেখাই যে তোমাদের বলে যে তোমরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবার পর তোমাদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে।

8 "হয় সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়েছে, নতুবা সে পাগল।" নিশ্চয়, যারা পরকালে অবিশ্বাস করে তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাস্তি টেনে এনেছে; তারা বহুদূর পথভ্রষ্ট হয়েছে।

9 তারা কি তাদের সম্মুখ এবং তাদের পিছনের সবকিছু দেখেনি, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীতে? যদি আমরা চাইতাম, আমরা পৃথিবীকে দিয়ে তাদের গ্রাস করাতে পারতাম, অথবা আকাশ থেকে তাদের উপর বস্তুপিণ্ডের পতন ঘটাতাম। এটা প্রত্যেক অনুগত বান্দার জন্য একটি যথেষ্ট প্রমান হওয়া উচিত।

দাউদ ও সুলেমান

10 আমরা দাউদকে আমাদের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম: "হে পর্বতসমূহ, তার সাথে আত্মসমর্পণ করো, আর তোমরাও, হে পাখিরা।" আমরা তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম।

11 "তুমি আত্ম-রক্ষার্থে ঢাল বানাও যা যথার্থই মানানসই হয়, এবং সৎকর্ম করো। যা কিছু তোমরা করো, আমি তা দেখি।"

প্রথম তেল ক্ষেত্র

12 সুলেমানের কাছে আমি বাতাসকে তার আজ্ঞাবহ করেছিলাম, যা আসতে ভ্রমন করতো একমাস আর যেতে একমাস। আর আমরা তার জন্য তেলের ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলাম। এছাড়াও, জীনরা তার জন্য কাজ করতো, তার প্রভুর অনুমতিতে। তাদের যেকেউ আমাদের আদেশকে উপেক্ষা করতো, আমরা তাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে আয়ত্তে আনতাম।

13 তারা তার জন্য সবকিছুই বানাতো যা সে চাইতো - কুলুঙ্গি, মূর্তি, গভীর জলাশয়, এবং ভারী রান্নার পাত্র। হে দাউদের পরিবার, (সৎ) কর্ম করো তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই শুধু কৃতজ্ঞ।

জীনদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ

14 যখন তার মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে পড়লো, তাদের কাছে কোন ইঙ্গিত ছিল না যে সে মারা গিয়েছে। যতক্ষণ না একটি প্রানী তার লাঠি খাওয়ার চেষ্টা করলো, আর সে পড়ে গেল, তখনই জীনেরা বুঝলো যে সে মৃত। এভাবে তারা অনুধাবন করলো যে যদি তারা সত্যই অদৃশ্য বিষয় জানতো, তবে সে মারা যাওয়া মাত্রই তারা এত কষ্টকর কাজ করা বন্ধ করে দিতো।

15 সাবার মাতৃভূমি ছিল এক বিস্ময়, ডানে ও বায়ে দু'টি বাগান সহ। তোমাদের প্রভুর জীবিকা থেকে খাও, এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও- ভাল জমিনের জন্য, এবং এক ক্ষমাশীল প্রভু।

16 তারা মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং, পরিনামে, আমরা তাদের উপর সর্বনাশা বন্যা প্রবাহিত করলাম, এবং আমরা তাদের দুই বাগানকে বদলে দিলাম খারাপ স্বাদের ফল বাগান, কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ, এবং অপর্যাপ্ত ফসলে।

17 আমরা এভাবে তাদের অবিশ্বাসের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি। আমরা কি শুধু অবিশ্বাসীদেরকেই শাস্তি দেই না?

18 আমরা তাদের ও যে সম্প্রদায়গুলোকে আমরা অনুগ্রহ করেছিলাম তাদের মাঝে অন্যান্য মরুদ্যান স্থাপন করেছিলাম, এবং আমরা এগুলোর মধ্যে যাত্রাকে নিরাপদ করেছিলাম: "সেগুলোর মধ্যে দিনে এবং রাতে সম্পূর্ণ নিরাপদে ভ্রমণ করো।"

19 কিন্তু (তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়লো এবং) চ্যালেঞ্জ করলো: "আমাদের প্রভু, আমরা পরোয়া করি না যদি আপনি (কোন বিশ্রামস্থল ছাড়াই) আমাদের যাত্রার দূরত্ব বাড়িয়ে দেন।"তারা এভাবে তাদের নিজেদের আত্মার প্রতি অন্যায় করলো। ফলশ্রুতিতে, আমরা তাদেরকে ইতিহাস বানালাম, এবং তাদেরকে দেশজুড়ে ছোট ছোট সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন করে দিলাম। এগুলো তাদের জন্য শিক্ষা হওয়া উচিত যারা অবিচল, কৃতজ্ঞ।

শয়তান সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে

20 শয়তান তাদেরকে তৎক্ষণাৎ তার প্রত্যাশা পূর্ণ করতে দেখল। তারা তাকে অনুসরণ করলো, অল্প সংখ্যক বিশ্বাসী ছাড়া।

লক্ষ্য : আমরা কি পরকালে বিশ্বাস করি*

21 তাদের উপর কখনো তার কোন ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু এভাবে যারা পরকালে বিশ্বাস করে তাদেরকে আমরা আলাদা করি তাদের থেকে যারা এ বিষয়ে সন্দিহান।* তোমার প্রভু সবকিছুর পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে আছেন।

৩৪:২১ আমরা পরকালে বিশ্বাস করি কি না, তার মানদণ্ড ৬:১১৩, ১৭:৪৫ এবং ৩৯:৪৫-এ রয়েছে। এই তিনটি মানদণ্ড আমাদের প্রকৃত বিশ্বাসকে প্রকাশ করে, আমাদের মৌখিক বিবৃতি কে ব্যাতি রেখে।

22 বল, "সে উপাস্যদের কাছে চাও যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পাশে স্থাপন করেছো। তারা আকাশমণ্ডলী, অথবা পৃথিবীর একটি পরমানুরও মালিক না। তারা সেখানকার কোন অংশীদারিত্বের মালিক না, না তিনি তাদেরকে তার সহকারী হবার অনুমতি দেন।"

কোন সুপারিশ নেই

23 তাঁর কাছে সুপারিশ করা অর্থহীন হবে, যদি না তা তাঁর ইচ্ছার সাথে মিলে যায়। তাদের মন যখন অবশেষে স্থির হয়, আর তারা জিজ্ঞেস কর, “তোমাদের প্রভু কি বলেছেন, ” তারা বলবে, "সত্য।” তিনি সবচেয়ে উর্ধ্বে, সবচেয়ে মহান।

24 বল, "কে তোমাদের জীবিকা দেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে?” বল, "আল্লাহ, ”এবং "হয় আমরা না হয় তোমরা সুপথপ্রাপ্ত, অথবা বহুদূরে পথভ্রষ্ট হয়েছি।"

25 বল, "তোমরা আমাদের অপরাধের জন্য দায়ী নও, না আমরা তার জন্য দায়ী যা তোমরা করো।"

26 বল, "আমাদের প্রভু তাঁর সামনে আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন, তারপর তিনি আমাদের মাঝে ন্যায়সঙ্গত বিচার করবেন। তিনিই বিচারক, সর্বজ্ঞ।”

27 বল, "আমাকে সে উপাস্যদের দেখাও যাদেরকে তোমরা তাঁর সাথে শরিক হিসেবে স্থাপন করেছ!” বল, "না; তিনিই সেই এক আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।"

আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহক

28 (হে রাশাদ)* আমরা তোমাকে সব লোকদের কাছে পাঠিয়েছি, একজন সুসংবাদ বহনকারী, সেই সাথে একজন সতর্ককারী হিসেবে, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

৩৪:২৮ পরিশিষ্ট ২-এ বর্ণিত , এই বার্তাবাহকের নামটি গাণিতিকভাবে কুরআনে "রাশাদ খলিফা" হিসাবে কোড করা হয়েছে। "রাশাদ" নামের সংখ্যাসূচক মান (৫০৫), "খলিফা" নামের সংখ্যাসূচক মান (৭২৫), সূরার সংখ্যা (৩৪), এবং আয়াতের সংখ্যা (২৮) যোগ করে, আমরা এমন একটি মোট পরিমাণ পাই যা কুরআনের ১৯-ভিত্তিক গাণিতিক অলৌকিক ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যা রাশাদ খলিফার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। (৫০৫+৭২৫+৩৪+২৮=১২৯২=১৯X৬৮)। আরও তথ্য ৫:১৯ এবং এর পাদটীকায় দেওয়া হয়েছে।

29 তারা চ্যালেঞ্জ করে, “কখন এই প্রতিশ্রুতি পূর্ন হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?”

30 বল, "তোমাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, একটি নির্দিষ্ট দিনে, যা তোমরা এক ঘণ্টার জন্যও পিছাতে পারবে না, না আগাতে পারবে।”

31 যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বলেছে, "আমরা এই কোর'আনে বিশ্বাস করবো না, না পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থে।” যদি শুধু তুমি এসব সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে দেখতে পেতে যখন তারা তাদের প্রভুর সামনে দাঁড়ায়! তারা আগে পিছে পরস্পরের সাথে বাদানুবাদ করবে। অনুসারীরা তাদের নেতাদের বলবে, "তোমরা যদি না থাকতে, আমরা বিশ্বাসীই হতাম।"

পুনরুত্থান দিনে

32 সে নেতারা তাদেরকে বলবে যারা তাদের অনুসরণ করেছিল, "আমরাই কি তোমাদের পথনির্দেশনা থেকে পথচ্যুত করেছি তোমাদের কাছে তা আসার পর? না; তোমরাই ছিলে অন্যায়কারী।"

33 অনুসারীরা তাদের নেতাদের বলবে, "তোমরাই রাত-দিন ষড়যন্ত্র করেছিলে, তারপর আমাদেরকে আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হবার জন্য, এবং তাঁর সাথে সমমর্যাদা দিয়ে শরিক স্থাপন করতে আদেশ করেছিলে। " তারা অনুশোচনায় জর্জরিত হবে, যখন তারা শাস্তি দেখবে, কেননা আমরা তাদের ঘাড়ে শিকল পরাবো যারা অবিশ্বাস করেছিল। তারা যা করেছে তার জন্য কি তারা ন্যায়সঙ্গত প্রতিফল পায়নি?

প্রত্যেকবার!

34 প্রত্যেকবার যখন আমরা কোন সম্প্রদায়ের কাছে কোন সতর্ককারী পাঠিয়েছি, ওই সম্প্রদায়ের নেতারা বলেছে, "আমরা সে বার্তা প্রত্যাক্ষান করি, যা নিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছো।"

35 তারা আরো বলেছে, "আমরা অধিক শক্তিশালী, বেশি টাকাকড়ি ও সন্তান-সন্ততিতে, আর আমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না।"

36 বল, "আমার প্রভু সে সত্তা যিনি সকল জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করেন; তিনি যার জন্য ইচ্ছা জীবিকা দেন, অথবা এগুলো কমিয়ে দেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।"

37 তোমাদের টাকা-পয়সা বা তোমাদের সন্তানাদি তোমাদেরকে আমাদের নিকটে আনে না। যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে শুধু তারাই তাদের কাজগুলোর জন্য পুরষ্কার পাবে, বহুগুনে বর্ধিত। স্বর্গীয় আবাসে তারা পূর্ণাঙ্গ শান্তিতে বাস করবে।

38 আর তাদের জন্য যারা আমাদের প্রকাশনাবলিকে অনাবরত চ্যালেঞ্জ করে যায়, তারা শাস্তিতে বাস করবে।

39 বল, "আমার প্রভু সে সত্তা যিনি সকল জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করেন; তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার জন্য পছন্দ করেন জীবিকা বাড়িয়ে দেন, অথবা এগুলো কমিয়ে দেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করো (আল্লাহর উদ্দেশ্যে), তিনি তার জন্য তোমাদের পুরষ্কৃত করবেন; তিনিই সর্বোত্তম জীবিকা প্রদানকারী।"

40 সেদিন যখন তিনি তাদের সবাইকে তলব করবেন, তিনি ফেরেশতাদের বলবেন, "এই লোকেরা কি তোমাদের উপাসনা করতো?”

41 তারা উত্তর দিবে, “আপনি মহিমান্বিত। আপনি আমাদের প্রভু এবং আদেশ দাতা, তারা নয়। বরং, তারা জ্বীনদের উপাসনা করতো, তাদের অধিকাংশ তাতে বিশ্বাসী ছিল।”

42 সেদিন, একে অন্যকে সাহায্য বা ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা তোমাদের থাকবে না, এবং আমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের বলবো, “নরকের শাস্তি আস্বাদন করো যা তোমরা অস্বীকার করতে।”

কুরআনের গাণিতিক অলৌকিকতা*

43 তাদের কাছে যখন আমাদের প্রমাণ আবৃত্তি করা হয়েছিল, সম্পূর্ণরুপে স্পষ্ট, তারা বলেছিল, "এ তো কেবলই একজন মানুষ যে তোমাদেরকে সে পথ থেকে সরিয়ে দিতে চায় যেভাবে তোমাদের মাতা-পিতারা উপাসনা করছে।” তারা আরো বলল, "এগুলো বানোয়াট মিথ্যা।" যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের কাছে আসা সত্য সম্পর্কে তারা এ-ও বলেছিল যে, "এটা স্পষ্ট যাদু।"

৩৪:৪৩ "রাশাদ" (৫০৫) এর জ্যামিতিক মান এবং "খলিফা" (৭২৫) এর মান এবং এই পদ সংখ্যা (৪৩) যোগ করলে আমরা পাই ৫০৫+৭২৫+৪৩=১২৭৩=১৯x৬৭। পরিশিষ্ট ১ এবং ২ দেখুন।

44 আমরা তাদেরকে অধ্যয়ন করতে অন্যকোন গ্রন্থ দেইনি, না আমরা তোমার আগে তাদের কাছে অন্যকোন সতর্ককারী পাঠিয়েছি।

45 যারা তাদের পূর্বে অবিশ্বাস করেছিল, এবং যদিও তারা এই প্রজন্মকে আমাদের দেয়া (অলৌকিকতার) এক-দশমাংশও দেখেনি,* যখন তারা আমার বার্তাবাহকদের অবিশ্বাস করেছিল, কতই না কঠোর ছিল আমার শাস্তি!

৩৪:৪৫ মুসা ও ঈসাকে দেওয়া মহান অলৌকিক ঘটনাগুলি স্থান ও সময়ের সীমাবদ্ধতায় সীমাবদ্ধ ছিল; সেই সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত কিছু লোকই সেগুলো প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু কুরআনের গাণিতিক অলৌকিক ঘটনা শাশ্বত (৭৪:৩০-৩৫ এবং পরিশিষ্ট ১ দেখুন)।

আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহক*

46 বল, "আমি তোমাদের একটা বিষয় করতে বলি: নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে উৎসর্গ করো, জোড়ায় জোড়ায় বা ব্যক্তিগতভাবে, এরপর ভেবে দেখো। তোমাদের বন্ধু (রাশাদ) পাগল নয়। সে তোমাদের কাছে একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী, এক ভয়ানক শাস্তি আসার ঠিক আগে।”

৩৪:৪৬ "রাশাদ" (৫০৫) এর জ্যামিতিক মান "খলিফা" (৭২৫) এর মানের পাশে রাখলে, তারপর সূরা সংখ্যা (৩৪) এবং আয়াত সংখ্যা (৪৬) রাখলে, আমরা পাই ৫০৫৭২৫৩৪৪৬ = ১৯x২৬৬১৭১২৩৪।

47 বল, "আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না; তোমরা তা রাখতে পারো। আমার পারিশ্রমিক শুধুমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে আসে। তিনি সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন।"

48 বল, "আমার প্রভু সত্যকে জয়ী করান। তিনি সকল গোপন বিষয় জানেন।"

49 বল, "সত্য এসেছে; যখন মিথ্যা না কোনকিছুর সূচনা করতে পারে, না এর পুনরাবৃত্তি করতে পারে।"

50 বল, "যদি আমি পথভ্রষ্ট হই, আমি পথভ্রষ্ট হই আমার নিজের ত্রুটির কারণে। আর যদি আমি পথপ্রাপ্ত হই, এটা আমার প্রভুর প্রত্যাদেশের বদৌলতে। তিনি শ্রবণকারী, নিকটবর্তী। "

51 যদি শুধু তুমি তাদেরকে দেখতে পারতে যখন সে মহা আতংক তাদের আঘাত করে; তখন তারা পলাতে পারবে না, এবং তাদেরকে জোরপূর্বক তুলে নেয়া হবে।

52 তারা তখন বলবে, "আমরা এখন এতে বিশ্বাস করি," কিন্তু তা অনেক বেশি দেরী হয়ে যাবে।

53 তারা অতীতে এটা প্রত্যাখ্যান করেছিল; পরিবর্তে তারা মেনে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ধারণা এবং অনুমাননির্ভর কর্ম।*

৩৪:৫৩ সকল ধর্মের মানুষই আল্লাহর কথা ত্যাগ করে মানুষের কথাকে সমর্থন করে। ইহুদি এবং মুসলিমরা মিশনা (হাদিস) এবং জেমারাহ (সুন্নাহ) সমর্থন করে, অন্যদিকে খ্রিস্টানরা ঈসার ৩২৫ বছর পরে নাইসিন সম্মেলন দ্বারা উদ্ভাবিত ত্রিত্বকে সমর্থন করে।

54 পরিনামে, তারা সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছিল যার আকাঙ্ক্ষা তারা করতো। এটা সে একই ভাগ্য পূর্ববর্তী প্রজন্মে তাদের অনুরূপ লোকদের মতো। তারা খুব বেশি সন্দেহ পোষন করতো।

SURA 35 · 45 VERSES

সূচনাকারী

فاطر

Fäter

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 প্রশংসা আল্লাহর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সূচনাকারী, এবং ফেরেশতাদের নিয়োগকারী পাখাযুক্ত বার্তাবাহক হবার জন্য-দুই, তিন, ও চার (পাখা)। তিনি সৃষ্টি বৃদ্ধি করেন যেমন তিনি চান। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

2 যখন আল্লাহ লোকদের উপর দয়া বর্ষণ করেন, কোন শক্তি তা আটকাতে পারে না। এবং যদি তিনি তা আটকে রাখেন, কোন শক্তি, তিনি ব্যতিত, তা পাঠাতে পারে না। তিনিই সর্ব-শক্তিমান, সবথেকে জ্ঞানী।

3 হে মানুষ, তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করো। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা কি আছে যে তোমাদের জীবিকা দান করে আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবী থেকে? তাঁর পাশে অন্য কোন উপাস্য নেই। কেমন করে তোমরা পথভ্রষ্ট হও?

4 যদি তারা তোমাকে অবিশ্বাস করে, তোমার পূর্বেও বার্তাবাহকদের অবিশ্বাস করা হয়েছে। আল্লাহ সকল বস্তুর নিয়ন্ত্রনে আছেন।

5 হে মানুষ, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; অতএব, এই নিম্নমানের জীবন দ্বারা বিভ্রান্ত হইও না। আল্লাহ থেকে নিছক বিভ্রমের দ্বারা বিচ্যুত হইও না।

6 শয়তান তোমাদের শত্রু, তাই তাকে শত্রু হিসাবে বিবেচনা করো। সে শুধু তার দলকে নরকের বাসিন্দা হতে আমন্ত্রন করে।

7 যারা অবিশ্বাস করে তারা টেনে এনেছে এক ভীষণ শাস্তি, আর যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে তারা যোগ্য হয়েছে ক্ষমা ও এক মহা প্রতিদানের।

8 সে ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করো যার মন্দ কাজকে তার চোখে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না সে ভাবে যে এটা সৎকাজ। আল্লাহ এভাবে পথভ্রষ্ট করেন যেকেউ চায় (পথভ্রষ্ট হতে), এবং তিনি পথপ্রদর্শন করেন যেকেউ চায় (সুপথপ্রাপ্ত হতে)। অতএব, তাদের জন্য দুঃখ করো না। আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণ অবগত যা তারা করে।

9 আল্লাহই সে সত্ত্বা যিনি বাতাস পাঠান মেঘমালাকে সঞ্চালিত করতে, এরপর আমরা সেগুলোকে অনুর্বর ভূমির দিকে চালনা করি, এবং এরকম ভূমিকে এগুলোর মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করি। এভাবেই পুনরুত্থান হয়।

সকল মর্যাদা আল্লাহর

10 যেকেউ মর্যাদা চায় তার জানা উচিত যে সকল মর্যাদা আল্লাহর। তাঁর দিকে ভালো কথা উত্থিত হয়, এবং তিনি সৎকর্মের উচ্চ-মূল্যায়ন করেন। আর যারা মন্দ কাজের ষড়যন্ত্র করে, তারা টেনে এনেছে কঠোর শাস্তি; এমন লোকদের ষড়যন্ত্রের নিয়তি হচ্ছে ব্যর্থ হওয়া।

আল্লাহ পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে আছেন

11 আল্লাহ তোমাদেরকে ধুলো থেকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর ক্ষুদ্র ফোঁটা থেকে, এরপর তিনি তোমাদের সঙ্গিদের মাধ্যমে তোমাদের বংশবৃদ্ধি করান। কোন নারী গর্ভধারণ করে না, না জন্ম দেয়, তাঁর জ্ঞানের বাইরে। না কেউ দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে, আর না কারো জীবন সংক্ষিপ্ত করা হয়, আগে থেকে বিদ্যমান কোন রেকর্ড অনুযায়ী ছাড়া। এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

আল্লাহর বিশালত্ব উপলব্ধি*

12 দুই সাগর এক নয়; একটি বিশুদ্ধ ও সুস্বাদু, যখন অন্যটি লবনাক্ত ও পানের অযোগ্য। তাদের প্রত্যেকটি থেকে তোমরা কোমল মাংস খাও, এবং পরিধানের অলঙ্কার আহরণ করো। এবং তোমরা জাহাজগুলোকে দেখো এগুলোর মাঝে চলাচল করে, তাঁর জীবিকা অন্বেষণে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।

৩৫:১২-১৩ যখন আমরা আমাদের মহাকাশচারীদের মহাকাশে পাঠাই, তখন আমরা তাদের খাদ্য, পানি এবং অক্সিজেনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করি। কোটি কোটি বছর আগে যখন আমরা শয়তানের ধর্মনিন্দার পক্ষ নিই (পরিশিষ্ট ৭), তখন আল্লাহ আমাদেরকে মহাকাশযান পৃথিবীতে করে মহাকাশে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ আমাদের মহাকাশযানকে অসাধারণ নবায়নযোগ্য ব্যবস্থা প্রদান করেছেন যা বিভিন্ন ধরণের তাজা খাবার, পানি, অক্সিজেন এবং এমনকি আমাদের মহাকাশচারীদের প্রজনন এর ব্যবস্থাও।

13 তিনি রাতকে দিনের মধ্যে মিলিয়ে দেন, এবং দিনকে রাতের মধ্যে মিলিয়ে দেন। তিনি সূর্য ও চাঁদকে একটি পূর্বনির্ধারিত সময়কালের জন্য চলতে নিয়োজিত করেছেন। এমনই আল্লাহ তোমাদের প্রভু; সকল রাজত্ব তাঁর। তাঁর পাশে যে উপাস্যই তোমরা স্থাপন করো না কেন তারা একটি বীজেরও মালিক না।

শরীক উপাস্যরা একেবারেই শক্তিহীন*

14 যদি তোমরা তাদেরকে ডাকো, তারা শুনতে পারে না। এমনকি যদি তারা তোমাদের ডাক শোনেও, তারা তোমারদের ডাকে সাড়া দিতে পারে না।পুনরুত্থান দিনে, তারা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করবে। পরম সর্বজ্ঞের মতো কেউ তোমাকে অবহিত করতে পারবে না।

৩৫:১৪ মানুষ ঈসা, মরিয়ম, মুহাম্মদ, আলী, এবং/অথবা সাধুদের উপাসনা করে; এই ধরনের প্রতিমা গুলি মৃত, অজ্ঞাত এবং সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন। এমনকি যখন তারা জীবিত ছিল, তখনও তারা শক্তিহীন ছিল।

15 হে মানুষ, তোমাদেরই আল্লাহকে প্রয়োজন, যখন আল্লাহর কাউকে কোন প্রয়োজন নেই, পরম প্রশংসনীয়।

16 তিনি যদি চান, তিনি তোমাদের সরিয়ে দিতে পারেন এবং পরিবর্তে নতুন সৃষ্টি করতে পারেন।

17 এটা আল্লাহর জন্য খুব কঠিন নয়।

18 কোন আত্মা অন্য আত্মার পাপ বহন করতে পারে না। যদি কোন পাপ ভারাক্রান্ত আত্মা অন্যকাউকে তার ভার বহন করার জন্য ডাকে, অন্যকোন আত্মা এর কোন অংশ বহন করতে পারবে না, এমনকি যদি তারা আত্মীয়ও হয়। একমাত্র সেসব লোকেরাই তোমার সতর্কবার্তায় মনোযোগ দেবে যারা তাদের প্রভুকে ভক্তি করে, এমনকি তাদের একাকীত্বেও; এবং সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করে। যেকেউ তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, সে তার নিজের ভালোর জন্য তা করে। আল্লাহর কাছেই চূড়ান্ত নিয়তি।

19 অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান সমান নয়।

20 আর না অন্ধকার এবং আলো।

21 না ছায়ার শীতলতা আর সূর্যের তাপ।

22 না জীবিত এবং মৃত; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুনান। যারা কবরে আছে তাদেরকে তুমি শুনাতে পারো না।

23 তুমি একজন সতর্ককারীর চেয়ে বেশি কিছু নও।

আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহক*

24 আমরা তোমাকে* পাঠিয়েছি সত্য সহকারে, একজন সুসংবাদ বহনকারী, সেই সাথে সতর্ককারী হিসেবে। প্রত্যেক জনপদ অবশ্যই একজন সতর্ককারী পাবে।

৩৫:২৪ "রাশাদ খলিফা" (১২৩০) এর জ্যামিতিক মান এবং পদ সংখ্যা (২৪) আমাদের মোট ১৯ এর গুণিতক (১২৩০+২৪=১২৫৪=১৯x৬৬) দেয়।

25 যদি তারা তোমাকে অবিশ্বাস করে, তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও অবিশ্বাস করেছিল। তাদের বার্তাবাহকেরা তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমান, এবং জবুর ও জ্ঞানালোকপূর্ণ ঐশীগ্রন্থ সহ গিয়েছিল,

26 পরবর্তীতে, আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম যারা অবিশ্বাস করেছিল; কত ভয়ানক ছিল আমার শাস্তি!

আল্লাহর রঙিন সৃষ্টি

27 তোমরা কি উপলব্ধি করো না যে আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেণ, যা দ্বারা আমরা বিভিন্ন রঙের ফল উৎপন্ন করি? এমনকি পাহাড়গুলোর রয়েছে বিভিন্ন রঙ; চূড়াগুলো সাদা, অথবা লাল, অথবা অন্য কোন রঙের। এবং দাঁড় কাকগুলো কালো।

28 এছাড়াও, লোকেরা, প্রানীরা এবং পালিত পশুরা বিভিন্ন রঙের হয়। এ জন্যই আল্লাহকে সত্যিকারভাবে ভক্তি করে সেসব লোকেরা যারা জ্ঞানী। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, ক্ষমাশীল।

29 নিশ্চয়, যারা আল্লাহর গ্রন্থ আবৃতি করে, সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করে, এবং আমাদের জীবিকা থেকে তারা ব্যয় করে- গোপনে ও প্রকাশ্যে- তারা জড়িত রয়েছে একটি বিনিয়োগে যাতে কখনই লোকসান হয় না।

30 তিনি তাদেরকে উদারভাবে প্রতিদান দেবেন, এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বহুগুনে বাড়িয়ে দেবেন। তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

কুরআনঃ সকল ঐশীগ্রন্থের পূর্ণতাপ্রাপ্তি

31 এই ঐশীগ্রন্থে যা আমরা তোমার কাছে প্রকাশ করেছি তা সত্য, যা পূর্ববর্তী সকল ঐশীগ্রন্থকে পূর্ণতা দেয়। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত, দ্রষ্টা।

32 আমরা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ঐশীগ্রন্থ পৌঁছিয়েছি, এবং আমাদের বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে আমরা পছন্দ করেছি তাদেরকে এটি গ্রহন করার অনুমতি দিয়েছি। পরবর্তীতে, তাদের কেউ কেউ নিজেদের আত্মার প্রতি অন্যায় করেছিল, অন্যরা শুধু কিছুকালের জন্য একে সমর্থন করেছিল, যেখানে অন্যরা আল্লাহর ইচ্ছানুসারে সৎকর্ম করতে উৎসাহী ছিল, এটাই মহা বিজয়।

বিশ্বাসীরা

33 তারা ইডেনের বাগানগুলোয় প্রবেশ করবে, যেখানে তাদেরকে সোনা ও মুক্তার কাঁকন দিয়ে সাজানো হবে, এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের তৈরি।

34 তারা বলবে, “প্রশংসা আল্লাহর আমাদের সকল উদ্বেগ দূর করে দেয়ার জন্য। আমাদের প্রভু
ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

35 “তিনি আমাদেরকে অনন্ত সুখের আবাসে প্রবেশ করিয়েছেন, তাঁর অনুগ্রহে। আমরা কখনই
এখানে একঘেয়ে হই না, না কখনো আমরা ক্লান্ত হই।

অবিশ্বাসীরা

36 তাদের ক্ষেত্রে যারা অবিশ্বাস করে, তারা টেনে এনেছে নরকের আগুন, যেখানে তারা কখনো
মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হয় না, না শাস্তি তাদের জন্য কখনো লাঘব করা হয়। আমরা এভাবে
অকৃতজ্ঞদের প্রতিফল দেই।

37 তারা সেখানে চিৎকার করবে, “আমাদের প্রভু, যদি আপনি এখান থেকে আমাদের বের
করেন, আমরা সৎ কাজ করবো, যেসব কাজ আমরা করতাম তার পরিবর্তে”। আমরা কি
তোমাদেরকে দীর্ঘ -জীবন দেইনি, সাথে অনবরত সতর্ক বার্তা তাদের জন্য যারা মনোযোগ
দিতো? তোমরা কি সতর্ককারী পাওনি? অতএব, (পরিনাম) আস্বাদন করো। তাদেরকে
সাহায্য করার জন্য সীমালঙ্ঘনকারীদের কেউ থাকবে না।

38 আল্লাহ আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবগত। তিনি সকল গভীরতম চিন্তা
সম্পর্কে অবগত।

বিজয়ীরা ও পরাজিতরা

39 তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেছেন। পরবর্তীতে, যেকেউ
অবিশ্বাস করাকে পছন্দ করেছে তা তার নিজের ক্ষতির জন্য করেছে। অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস
কেবল তাদের প্রতি তাদের প্রভুর ঘৃণাই বৃদ্ধি করে। অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস তাদেরকে ক্ষতির
গভীরে নিমজ্জিত করে।

40 বল, “আল্লাহর পাশে তোমাদের স্থাপন করা উপাস্যদের বিষয়ে ভেবে দেখো; আমাকে
দেখাও পৃথিবীতে তারা কি সৃষ্টি করেছে?” তাদের কি কোন অংশীদারিত্ব রয়েছে
আকাশমণ্ডলীতে? আমরা কি তাদেরকে কোন গ্রন্থ দিয়েছি যাতে কোন সন্দেহ নেই? নিশ্চয়,
যা সীমালঙ্ঘনকারীরা পরস্পরকে অঙ্গীকার করে তা এক বিভ্রমের চেয়ে বেশি কিছু নয়।

41 আল্লাহ সেই সত্তা যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ধরে আছেন, অন্যথায় সেগুলো মিলিয়ে
যেতো। যদি অন্যকাউকে সেগুলো ধরতে হয়, সেগুলো অবশ্যই মিলিয়ে যাবে। আল্লাহ
সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল।

তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা

42 তারা ঈশরের নামে জোড়ালো শপথ করতো যে যদি কোন সতর্ককারী তাদের কাছে আসতো, তারা একটি নির্দিষ্ট জনপদ থেকে উত্তম পথপ্রাপ্ত হতো! কিন্তু, এখন যখন সতর্ককারী তাদের কাছে আসলো, এটি শুধু তাদেরকে আরো গভীর বিমুখতায় নিমজ্জিত করলো।

43 তারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য, এবং মন্দ ষড়যন্ত্র অবলম্বন করেছিল, আর মন্দ ষড়যন্ত্র উল্টো তাদের উপরই এসে পড়ে যারা সেগুলোর পরিকল্পনা করে। তবে কি ওদের উচিত তাদের ভাগ্য ছাড়া অন্যকিছু আশা করা যারা অতীতে একই জিনিস করেছিলো? তুমি দেখবে যে আল্লাহর নিয়ম কখনই পরিবর্তনশীল নয়; তুমি দেখবে যে আল্লাহর নিয়ম অপরিবর্তনীয়।

44 তারা কি পৃথিবীতে ঘোরেনি এবং তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিনাম লক্ষ্য করেনি? তারা এমনকি তাদের থেকে অধিক শক্তিশালী ছিল। আকাশমণ্ডলীতে কোনোকিছুই আল্লাহ থেকে গোপন থাকতে পারে না, না পৃথিবীতে। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

45 যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের পাপের জন্য শাস্তি দিতেন, তিনি পৃথিবীতে একটি সৃষ্টিকেও ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি তাদেরকে এক পূর্বনির্ধারিত মেয়াদকাল পর্যন্ত অবকাশ দেন। একবার তাদের মেয়াদকাল সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, তখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দ্রষ্টা।

SURA 36 · 83 VERSES

ইয়াসিন

Yāsîn

يس

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 য়. শ. (ইয়া, সিন)*

৩৬:১ এই আদ্যক্ষরগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

2 এবং কুরআন যা প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ।

3 অবশ্যই, তুমি (রাশাদ) বার্তাবাহকদের একজন।*

৩৬:৩ অকাট্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য পরিশিষ্ট ২ এবং ২৬ দেখুন।

4 এক সরল পথের উপর।

5 এই প্রকাশনা সর্বশক্তিমান, পরম দয়ালুর পক্ষ থেকে।

6 সে লোকদের সতর্ক করতে যাদের পিতামাতাদেরকে কখনো সতর্ক করা হয়নি, আর সেজন্য, তারা অসচেতন।

7 এটা পূর্ব-নির্ধারিত যে তাদের বেশির ভাগ বিশ্বাস করে না।

8 কারন আমরা তাদের ঘাড়ে শৃঙ্খল পড়াই, তাদের চিবুক পর্যন্ত। ফলস্বরুপ, তারা তাদের অবিশ্বাসে আবদ্ধ হয়ে যায়।

9 এবং আমরা তাদের সামনে একটি অন্তরায়, এবং তাদের পেছনে একটি অন্তরায় রাখি, আর এভাবে, আমরা তাদের পর্দাবৃত করি; তারা দেখতে পারে না।

10 তুমি তাদেরকে সতর্ক কর অথবা না কর উভয় তাদের জন্য সমান, তারা বিশ্বাস করতে পারে না।*

৩৬:১০ প্রত্যেকেই ইতোমধ্যেই বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী হিসেবে চিহ্নিত। পরিশিষ্ট ১৪ দেখুন।

11 তোমার কথায় কেবল তারাই মনোযোগ দেবে যারা এই বার্তা মেনে চলে, এবং পরম করুণাময়কে ভক্তি করে- এমনকি তাদের একাকীত্বেও। তাদেরকে ক্ষমা এবং এক মহা প্রতিদানের সুসংবাদ দাও।

12 আমরা অবশ্যই মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করবো, এবং আমরা সবকিছু নথিভুক্ত করেছি যা তারা এই জীবনে করেছে, সেই সাথে তার পরিণাম যা তাদের মৃত্যুর পরেও চলে। সবকিছু আমরা একটি সুস্পষ্ট নথিতে গুনে রেখেছি।

বার্তাবাহকদের প্রত্যাক্ষানঃ একটি দু;খজনক মানব বৈশিষ্ট্য*

13 তাদের জন্য এক জনপদের লোকদের উদাহরণ বর্ণনা কর যারা বার্তাবাহকদের পেয়েছিল।

৩৬:১৩-২৭ আল্লাহর রাসূলদের কাছে প্রমাণ আছে, তারা কেবল আল্লাহর পক্ষে কথা বলেন এবং টাকা চান না।

14 যখন আমরা তাদের কাছে দুই জন (বার্তাবাহক) পাঠালাম, তারা তাদের অবিশ্বাস করল। আমরা তখন তৃতীয় জনের দ্বারা তাদের সমর্থন করলাম। তারা বলল, “আমরা তোমাদের কাছে (আল্লাহর) বার্তাবাহক”।

15 তারা বলল, “তোমরা তো আমাদের মত মানুষের চেয়ে বেশি কিছু নও। পরম করুণাময় কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি। তোমরা মিথ্যাবাদী।"

16 তারা বলল, “আমাদের প্রভু জানেন যে আমাদেরকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

17 আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বার্তা পৌঁছে দেওয়া।"

18 তারা বলল, “আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারন মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের পাথর মারব, অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করাবো।"

19 তারা বলল, “তোমাদের মঙ্গল-অমঙ্গল তোমাদের সাড়াদানের উপর নির্ভর করে, যেহেতু এখন তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। নিশ্চয়, তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী লোক।"

20 একজন লোক শহরের অন্য প্রান্ত থেকে আসলো, বলার জন্য যে, “হে আমার লোকেরা, বার্তাবাহকদের অনুসরন করো।"

21 “তাদের অনুসরন করো যারা তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চায় না, এবং সুপথপ্রাপ্ত।

22 “কেন আমি সেই সত্তার উপাসনা করবো না যিনি আমার সুচনা করেছেন এবং তাঁর দিকেই তোমাদের চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন।

23 “তাঁর পাশে আমি কি উপাস্য স্থাপন করবো? যদি পরম করুণাময় আমার জন্য কোন ক্ষতি চান, তাদের সুপারিশ আমাকে সামান্যতম সাহায্যও করতে পারবে না, না তারা আমাকে উদ্ধার করতে পারবে।

24 “সেক্ষেত্রে, আমি সম্পূর্ণ পথভ্রষ্ট হব।

25 “আমি তোমাদের প্রভুকে বিশ্বাস করেছি; দয়া করে আমার কথা শোন।"

সৎ-কর্মশীলরা সরাসরি স্বর্গে যায়*

26 (তার মৃত্যুর সময়) তাকে বলা হল, “স্বর্গে প্রবেশ করো”। সে বলল, “আহা। আমার লোকেরা যদি জানতো।"

৩৬:২৬ ধার্মিকরা আসলে মারা যায় না; তারা কেবল সেই একই সর্গে চলে যায় যেখানে আদম ও হাওয়া বাস করতেন। তারা নবী, সাধু এবং শহীদদের সাথে একটি সক্রিয় এবং অকল্পনীয় জীবনে যোগদান করে (অনুচ্ছেদ ১৭ দেখুন)।

27 “যে আমার প্রভু আমাকে ক্ষমা করেছেন, এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।"

28 তার পর আমরা তার লোকদের উপর আকাশ থেকে কোন সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করিনি; তাদের অবতীর্ণ করার কোন প্রয়োজন আমাদের ছিল না।

29 এটা কেবল ছিল একটি বিকট শব্দ, যার ফলে তারা স্তব্ধ হয়ে গেল।

বার্তাবাহকদের উপহাস করাঃ এক দুঃখজনক মানব বৈশিষ্ট্য*

30 কতটা দুঃখজনক লোকদের অবস্থা! যখনই কোন বার্তাবাহক তাদের কাছে গিয়েছে, তারা সবসময় তাকে উপহাস করেছে।

৩৬:৩০ যদি রাসূল রিসালাতের দৃঢ় প্রমাণ উপস্থাপন করেন, একমাত্র আল্লাহর উপাসনার পক্ষে কথা বলেন এবং আমাদের কাছে টাকা চান না, তাহলে আমরা কেন বিশ্বাস করব না? (পরিশিষ্ট ২ দেখুন)

31 তারা কি দেখেনি যে তাদের আগে কত প্রজন্মকে আমরা ধ্বংস করেছি, এবং তারা কখনই তাদের কাছে ফিরে আসে না?

32 তাদের প্রত্যেককেই আমাদের সামনে তলব করা হবে।

আল্লাহর নিদর্শন

33 তাদের জন্য একটি নিদর্শন হলো মৃত ভুমিঃ আমরা একে পুনর্জীবিত করি এবং তাদের খাদ্যের জন্য তা থেকে শস্য উৎপাদন করি।

34 আমরা এতে উৎপাদন করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান, এবং এর মধ্যে আমরা ঝর্ণাধারা উৎসারিত করি।

35 তাদেরকে ফল-ফলাদি প্রদান করার জন্য, এবং তাদের নিজেদের হাতে উৎপন্ন করতে দেয়ার জন্য যা কিছু তাদের প্রয়োজন। তারা কি কৃতজ্ঞ হবে?

36 মহিমা সে সত্তার যিনি পৃথিবীতে সকল প্রকার গাছপালা সৃষ্টি করেছেন, আর তাদেরকেও, এবং অন্যান্য সৃষ্টিকূল যা তারা এমনকি জানেও না।

37 তাদের জন্য আরেকটি নিদর্শন হলো রাতঃ সেখান থেকে আমরা দিনের আলো দূর করি, যার ফলে তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।

38 সূর্য একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে অস্ত যায়, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞের নকশা অনুসারে।

39 আমরা চাঁদকে পর্যায়সমূহে দৃশ্যমান হবার জন্য নকশা করেছি, যতক্ষণ না এটি একটি পুরাতন বাঁকা আবরনের মত হয়ে যায়।

40 সূর্য কখনো চাঁদকে ধরতে পারে না- রাত এবং দিন কখনো বিচ্যুত হয় না-তাদের প্রত্যেকে এর নিজের কক্ষপথে ভাসছে।

প্রথম জাহাজের উদ্ভাবন

41 তাদের জন্য আরেকটি নিদর্শন হলো যে তাদের পূর্বপুরুষদের আমরা বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছি।

42 অতঃপর তাদের আরোহণ করার জন্যও একই রকম সৃষ্টি করেছি।

43 আমরা যদি চাইতাম, আমরা তাদের ডুবিয়ে দিতে পারতাম, যাতে করে তাদের চিৎকার না শোনা যায়, না তারা রক্ষা পেতে পারে।

44 উপরন্তু, আমরা তাদের উপর করুনা বর্ষণ করেছি, এবং কিছু সময়ের জন্য তাদেরকে উপভোগ করতে দিয়েছি।

45 তা সত্ত্বেও, যখন তাদের বলা হয়, “তোমাদের অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে তোমাদের ভবিষ্যতে সৎকর্ম করো, যাতে তোমরা দয়া পেতে পারো,”

46 তাদেরকে যে প্রমাণই তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে দেয়া হোক না কেন, তারা তা অনবরত উপেক্ষা করে।

47 যখন তাদের বলা হয়, “তোমাদেরকে আল্লাহর দেয়া জীবিকা থেকে দাও, যারা অবিশ্বাস করে তারা তাদেরকে বলে যারা বিশ্বাস করে, “কেন আমরা তাদেরকে দিতে যাবো যাদেরকে আল্লাহ খাওয়াতে পারেন, যদি তিনি তা চান? তোমরা প্রকৃতই বহুদূর পথভ্রষ্ট।”

48 তারা আরো চ্যালেঞ্জ করে, “কখন সেই অঙ্গিকার পূর্ণ হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?”

49 তারা কেবল দেখবে ভয়াবহ শব্দ যা তাদের আচ্ছন্ন করবে, যখন তারা বিবাদ করে।

50 এমনকি অছিয়তনামা করারও কোন সময় তাদের থাকবে না, না তারা তাদের লোকদের কাছে ফিরে যেতে সমর্থ হবে।

51 শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, যার ফলে তারা কবর থেকে জেগে উঠবে এবং তাদের প্রভুর কাছে যাবে।

52 তারা বলবে, "কতই না দুঃখ আমাদের। কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করলো আমাদের মৃত্যু থেকে? এটাই তো পরম করুণাময় অঙ্গিকার করেছিলেন। বার্তাবাহকরা ঠিক ছিল।"

53 শুধুমাত্র একটি বিকট শব্দ হবে, যার ফলে তাদেরকে আমাদের সামনে একত্রিত করা হবে।

54 সেই দিন, কোন আত্মার প্রতি সামান্যতম অন্যায় করা হবে না। তোমরা যাকিছু করেছিলে ঠিক তার জন্যই প্রতিদান পাবে।

55 সেদিন, স্বর্গের বাসিন্দারা সানন্দে ব্যাস্ত থাকবে।

56 তারা তাদের সঙ্গিদের সাথে চমৎকার ছায়ায় বাস করে, উপভোগ করে আরামদায়ক আসবাবপত্র।

57 সেখানে তাদের থাকবে ফল-ফলাদি, তারা যা চায় সবকিছু পাবে।

58 পরম করুণাময় প্রভুর পক্ষ থেকে শান্তির অভিবাদন।

59 আর তোমাদের ক্ষেত্রে, হে অপরাধীরা, তোমাদেরকে আলাদা রাখা হবে।

শয়তান হল অন্য বিকল্প

60 আমি কি তোমাদের থেকে অঙ্গিকার নেইনি, হে আদম সন্তানেরা, যে, তোমরা শয়তানের উপাসনা করবে না? কেননা, সে তোমাদের ঘোরতম শত্রু?

61 এবং যে তোমরা কেবল আমার উপাসনা করবে? এটাই সঠিক পথ।

62 সে তোমাদের বহু সংখ্যককে পথভ্রষ্ট করেছে। তোমাদের কি কোন বুঝার ক্ষমতা নেই ?

63 এটা সেই নরক তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

64 আজ তোমরা এতে পুড়বে, তোমাদের অবিশ্বাসের ফলস্বরূপ।

65 সে দিন আমরা তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব তালা দেব; তাদের হাত ও পা সবকিছুর সাক্ষী দেবে যা তারা করেছিল।

66 যদি আমরা চাই, আমরা তাদের চোখ পর্দাবৃত করতে পারি এবং, পরিনামে, যখন তারা পথ খুঁজবে, তারা দেখবে না।

67 যদি আমরা চাই, আমরা সেখানেই তাদেরকে স্থির করে দিতে পারি; ফলে, না তারা সামনে এগোতে পারে, না পিছনে যেতে পারে।

68 যাকেই আমরা দীর্ঘ জীবন দেই, তাকে আমরা দুর্বলতায় ফিরিয়ে নেই। তারা কি বোঝে না?

69 যা আমরা তাকে (বার্তাবাহককে) শিখিয়েছিলাম তা কবিতা ছিল না, না সে (একজন কবি)। এটা তো এক অকাট্য প্রমান*, এবং জ্ঞানগর্ভ কুরআন।

৩৬:৬৯ "যিকর" শব্দটি প্রায়শই কুরআনের মহান গাণিতিক কোডকে বোঝায়, যা অবশ্যই সাহিত্যিক বা কবিতা নয়। অনুগ্রহ করে ৩৮:১,৮; ১৫:৬,৯; ১৬:৪৪; ২১:২, ২৪; ২৬:৫; & ৩৬:১১ দেখুন।

70 তাদের কাছে প্রচার করতে যারা জীবিত, এবং অবিশ্বাসীদের প্রকাশ করতে।

71 তারা কি দেখেনি যে আমরা তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি, আমাদের নিজেদের হাতে, পালিত পশু, তারা যেগুলোর মালিক?

72 এবং আমরা সেগুলোকে তাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছি; কতকগুলোর উপর তারা আরোহণ করে, আর কতকগুলো তারা খায়।

73 তারা সেগুলো থেকে অন্য সুবিধা পায়, সেইসাথে পানীয়। তারা কি কৃতজ্ঞ হবে না?

ক্ষমতাহীন শরিক-উপাস্যরা

74 তারা আল্লাহর পাশে অন্য উপাস্য স্থাপন করে, হয়তো তারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে!

75 পক্ষান্তরে, তারা তাদের সাহায্য করতে পারে না; তারা শেষপর্যন্ত তাদের প্রতি নিবেদিত সৈন্য হিসেবে কাজ করতে থাকে।

76 অতএব, তাদের কথায় দুঃখিত হইও না। আমরা সম্পূর্ণ অবগত সেসব কিছুর ব্যাপারে যা তারা গোপন করে এবং সবকিছু যা তারা প্রকাশ করে।

77 মানুষ কি দেখে না যে আমরা তাকে একটি ক্ষুদ্র ফোঁটা থেকে সৃষ্টি করেছি, এরপর সে ঘোর শত্রুতে পরিণত হয়?

78 সে আমাদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করে- যখন ভুলে যায় তার প্রথম সৃষ্টিকে- “কে হাড়গুলো পুনরুজ্জীবিত করতে পারে সেগুলো পচেঁ যাবার পর?”

79 বল, “সে সত্তা তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন যিনি প্রথম বার তাদের সূচনা করেছিলেন। তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত”।

80 তিনি সে সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সবুজ গাছপালা থেকে, জ্বালানী যা তোমরা আলোর জন্য পোড়াও।

81 যে সত্তা আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি একই জিনিস পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যা নিশ্চয়; তিনি সৃষ্টিকর্তা, সর্বজ্ঞ।

82 কোন আদেশ সম্পন্ন করার জন্য এটিকে শুধু তাঁর বলতে হয়, “হও”আর তা হয়ে যায়।

83 অতএব, মহিমা সে সত্তার যার হাতে সবকিছুর উপর সর্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে, এবং তাঁর কাছে তোমরা ফিরে যাবে।*

৩৬:৮৩ এটি লক্ষণীয় যে "রাশাদ" (৫০৫) এর জ্যামিতিক মান, "খলিফা" (৭২৫) এর জ্যামিতিক মান, সূরা সংখ্যা (৩৬) এবং আয়াত সংখ্যা (৮৩) মিলিয়ে ১৯-এর গুণিতক তৈরি হয় (৫০৫+৭২৫+৩৬+৮৩=১৩৪৯=১৯x৭১)। এছাড়াও, ২৯টি আদ্যক্ষরবিশিষ্ট সূরার মধ্যে ৩৬ নম্বর সূরাটি ১৯ নম্বরে রয়েছে।

SURA 37 · 182 VERSES

সুবিন্যাসকারী

الصّافات

Al-Sāffāt

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 সারিবদ্ধ সুবিন্যাসকারী।

2 তাদের দোষারোপকারী যাদের প্রতি দোষারোপ করা হবে।

3 বার্তাসমূহের আবৃতিকারী।

4 তোমাদের উপাস্য কেবল একজন।

5 আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী, এবং তাদের মধ্যকার সবকিছুর প্রভু, এবং পূর্বসমূহের প্রভু।*

৩৭:৫ প্রতিটি জ্যোতির বস্তু পৃথিবী গ্রহে উদিত হয় এবং অস্ত যায়। প্রতিটি উদয়কে "পূর্ব" বলা হয়।

6 আমরা নিম্নতম আকাশকে সৌন্দর্যমন্ডিত গ্রহ দিয়ে সাজিয়েছি।*

৩৭:৬ আমরা সবচেয়ে ভেতরের এবং ক্ষুদ্রতম মহাবিশ্বে বাস করি। জিনরা এই মহাবিশ্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

7 আমরা একে প্রত্যেক মন্দ শয়তান থেকে সুরক্ষিত করেছি।

8 তারা উর্ধ্ব সমাজে গুপ্তচরবৃত্তি করতে পারে না। প্রত্যেক পাশ থেকে তাদের দিকে বিস্ফোরক ছোড়া হয়।

9 তারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে; তারা টেনে এনেছে এক চিরস্থায়ী শাস্তি।

10 যদি তাদের কেউ শেষ সীমায় অনুপ্রবেশের স্পর্ধা দেখায়, সে এক ভয়ংকর উৎক্ষেপক দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

11 তাদের জিজ্ঞেস করো, “তাদেরকে সৃষ্টি করা কি বেশি কঠিন, না অন্যসব সৃষ্টি?” আমরা তাদেরকে কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেছি।

12 যখন তুমি বিস্মিত হও, তারা উপহাস করে।

13 যখন স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তারা কোন মনোযোগ দেয় না।

14 যখন তারা প্রমান দেখে, তারা এর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে।

15 তারা বলে, "এটা স্পষ্টই জাদু!

16 "আমরা মরে ধূলিকণা এবং হাড় হয়ে যাবার পরেও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো?

17 "এমনকি আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরাও?"

18 বল, "হ্যা, তোমাদের জোড়পুর্বক তলব করা হবে।"

19 কেবল একটি মৃদু দাক্কাই যথেষ্ট, যার ফলে তারা (দাঁড়িয়ে) দেখতে থাকবে।

20 তারা বলবে, "দুর্ভাগ্য আমাদের; এটাই সে বিচার দিবস।"

21 এটাই সে সিদ্ধান্তের দিন যাতে তোমরা অবিশ্বাস করতে।

22 তলব করো সীমালঙ্ঘনকারীদের, এবং তাদের সঙ্গীদের, এবং সে উপাস্যদের যাদেরকে তারা উপাসনা করতো

23 আল্লাহর পাশে, এবং তাদেরকে নরকের পথ দেখাও।

24 তাদেরকে থামাও, আর জিজ্ঞেস করো:

25 কেন তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করো না?"

26 তারা হবে, ঐদিন, পুরোপুরি সমর্পিত।

পারস্পারিক দোষারোপ

27 তারা একে অন্যের কাছে আসবে, পরস্পরকে প্রশ্ন এবং দোষারোপ করতে করতে।

28 তারা (তাদের নেতাদের) বলবে, "তোমরা আমাদের কাছে ডান পাশ থেকে আসতে।"

29 তারা উত্তর দিবে, "তোমরাই তো বিশ্বাসী ছিলে না।

30 "তোমাদের উপর আমাদের কোন ক্ষমতা ছিল না; তোমরাই অন্যায়কারী ছিলে।

31 "আমরা আমাদের প্রভুর ন্যায্য বিচার পেয়েছি; এখন আমাদের ভোগ করতে হবে।

32 "আমরা তোমাদের ভুল পথে চালিয়েছি, কেবল একারনে যে আমরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম।

33 সুতরাং, একসাথে তারা সবাই ঐদিন শাস্তির ভাগী হবে।

34 এভাবেই আমরা অপরাধীদের প্রতিফল দেই।

প্রথম আদেশ

35 যখন তাদের বলা হতো, "লা ইলাহা ইল্লাহ [আল্লাহর পাশে অন্যকোন উপাস্য নেই]," তারা উদ্ধত হয়ে পড়তো।

36 তারা বলতো, "আমরা কি একজন পাগল কবির জন্য আমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করবো।

37 প্রকৃতপক্ষে, সে সত্য এনেছে, এবং বার্তাবাহকদের নিশ্চিত করেছে।

38 নিশ্চয়, তোমরা সবচেয়ে যন্ত্রণাকর শাস্তি আস্বাদন করবে।

39 তোমরা যা করেছ শুধু তার জন্য প্রতিফল পাও।

40 শুধু আল্লাহর বান্দারা (রক্ষা পাবে) যারা সম্পূর্ণভাবে কেবল তার প্রতি নিবেদিত।

41 তারা সে জীবিকার যোগ্য হয়েছে যা বিশেষভাবে তাদের জন্য সংরক্ষিত।

42 সকল প্রকার ফল। তারা হবে সম্মানিত।

43 পরম সুখের বাগানগুলোয়।

44 আসবাবপত্রের উপর পরস্পর কাছাকাছি।

45 তাদেরকে বিশুদ্ধ পানীয়ের পেয়ালা পরিবেশন করা হবে।

46 পানকারীদের জন্য স্বচ্ছ ও সুস্বাদু।

47 কখনো দূষিত নয়, এবং কখনো অবসাদগ্রস্থ করে না।

48 তাদের সাথে থাকবে চমৎকার সাথীরা।

49 ভঙ্গুর ডিমের মতো সুরক্ষিত।

স্বর্গের বাসিন্দারা নরকের বাসিন্দাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে

50 তারা পরস্পরের কাছে আসবে, এবং একে অন্যের সাথে পরামর্শ করবে।

51 তাদের একজন বলবে, "আমার এক বন্ধু ছিল।

52 "সে উপহাস করতো: 'তুমি কি এইসব বিশ্বাস করো?

53 "'আমরা মরে ধুলো এবং হাড়ে পরিণত হবার পরেও কি আমাদেরকে হিসাবের জন্য ডাকা হবে?'"

54 সে বলবে, "একটু তাকিয়ে দেখো!"

55 যখন সে তাকাবে, সে তার বন্ধুকে নরকের গভীরে দেখবে।*

৩৭:৫৫ যারা স্বর্গে যাবে তারা প্রতিকূলতা ছাড়াই নরকে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের সাথে দেখা করতে পারবে। পরকালে, যে কেউ নীচের দিকে যেতে পারে, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে উপরে যেতে পারবে না। এই সীমাটি ব্যক্তির বৃদ্ধি এবং বিকাশের মাত্রা দ্বারা নির্ধারিত হবে (অনুচ্ছেদ ৫)।

56 সে (তার কাছে যাবে এবং) বলবে, "আল্লাহর শপথ, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে।

57 "যদি আমার প্রভুর অনুগ্রহ না থাকতো, এখন আমি হয়তো তোমার সাথে থাকতাম।

58 "(তুমি কি এখনও বিশ্বাস করো) যে আমরা মারা যাই, "

59 "শুধু প্রথম মৃত্যুতেই, এবং আমরা কখনো কোন প্রতিফল পাই না?"

চিরমুক্তিঃ শ্রেষ্ঠ বিজয়

60 এমনই শ্রেষ্ঠ বিজয়।

61 ঠিক এর জন্যই সকল কর্মীর কাজ করা উচিত।

62 এটা কি উত্তম নিয়তি, নাকি তিক্ততার গাছ?

63 একে আমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য একটি শাস্তিস্বরুপ করেছি।

64 এটা একটি গাছ যা নরকের মাঝখানে জন্মায়।

65 এর ফুলগুলো দেখায় শয়তানের মাথার মতো।

66 এটি থেকে তারা খাবে যতক্ষণ না তাদের পেট পূর্ণ হয়।

67 এরপর তাতে তারা নারকীয় পানীয় ঢালবে।

68 এরপর তারা নরকে ফিরে যাবে।

তারা অন্ধভাবে তাদের পিতামাতাকে অনুসরণ করেছিল।

69 তারা তাদের মাতা-পিতার অন্ধ অনুসরণ করেছিল

70 এবং তারা অন্ধভাবে তাদের পদাংক অনুসরণ করেছিল।

71 পূর্ববর্তী অধিকাংশ প্রজন্মগুলো একইভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

72 তাদের কাছে আমরা সতর্ককারী পাঠিয়েছি।

73 তাদের পরিনাম লক্ষ্য করো যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল।

74 শুধু আল্লাহর বান্দারা (রক্ষা পাবে) যারা কেবল পুরোপুরি তাঁর নিকট নিবেদিত।

নূহ

75 এভাবে, নূহ আমাদেরকে ডেকেছিল, এবং আমরাই সর্বোত্তম সাড়া দানকারী ছিলাম।

76 আমরা তাকে এবং তার পরিবারকে মহাদূর্যোগ থেকে রক্ষা করেছিলাম।

77 আমরা তার সঙ্গী-সাথীদের বাচিয়ে রেখেছিলাম।

78 এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমরা তার ইতিহাস সংরক্ষণ করেছিলাম।

79 লোকদের মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

80 আমরা এভাবে সৎকর্মশীলদের পুরষ্কার দেই।

81 সে আমাদের বিশ্বাসী বান্দাদের একজন।

82 অন্য সবাইকে আমরা ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

ইব্রাহিম

83 তার অনুসারীদের মধ্যে ছিল ইব্রাহিম।

84 সে তার প্রভুর কাছে এসেছিল সম্পূর্ণ হৃদয় নিয়ে।

85 সে তার পিতা এবং তার লোকদের বলল, "তোমরা কিসের উপাসনা করছো?

86 এইসব বানানো উপাস্যগুলোই কি তা, আল্লাহর বদলে, যা তোমরা চাও?"

87 মহাবিশ্বের প্রভু সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?"

88 সে তারাগুলোর দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকালো।

89 তারপর সে বাদ দিলো এবং বলল, “আমি এতে ক্লান্ত!"

90 তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

91 তারপর সে তাদের উপাস্যদের দিকে ফিরলো, এ বলে যে, "তোমরা কি খেতে পছন্দ করো?"

92 "কেন তোমরা কথা বলো না?"

93 সে তারপর এগুলোকে ধ্বংস করলো?"

94 তারা ভীষন রাগান্বিত হয়ে তার কাছে গেল।

95 সে বলল, "কেমন করে তোমরা তার উপাসনা করো যা তোমরা খোদাই করো?

96 "অথচ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে, এবং সবকিছুকে যা তোমরা বানাও!"

97 তারা বলল, "চল আমরা এক বিশাল অগ্নিকুণ্ডলী বানাই, এবং তাকে এর মধ্যে নিক্ষেপ করি।"

98 তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলো, কিন্তু আমরা তাদের পরাজিত করলাম।

99 সে বলল, "আমি আমার প্রভুর কাছে যাচ্ছি; তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।"

100 "আমার প্রভু, আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন।"

101 আমরা তাকে একটি ভালো সন্তানের সুসংবাদ দিলাম।

শয়তানকতৃক স্বপ্ন*

102 যখন সে তার সাথে কাজ করার মতো যথেষ্ঠ বড় হয়ে উঠলো, সে বলল, "আমার পুত্র, আমি স্বপ্নে দেখি যে তোমাকে আমি উৎসর্গ করছি। তুমি কি ভাবছো? “সে বলল, "হে আমার পিতা, আপনার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় তা করুন। আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে পাবেন, ধৈর্যশীল।

৩৭:১০২ পরম করুণাময় কখনও মন্দকে সমর্থন করেন না (৭:২৮)। আইয়ুবের মতই, শয়তান দাবি করেছিল যে আব্রাহাম তার পুত্রকে খুব বেশি ভালোবাসতেন এবং তাকে আব্রাহামকে সেই কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

103 তারা উভয়ে আত্মসমর্পণ করল, এবং সে তার কপাল নীচে রাখলো (তাকে উৎসর্গ করতে)।

আল্লাহ ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে রক্ষা করতে হস্তক্ষেপ করলেন

104 আমরা তাকে ডাকলাম: "হে ইব্রাহিম।

105 "স্বপ্নটি তুমি বিশ্বাস করেছো।” আমরা এভাবে সৎকর্মশীলদের পুরষ্কার দেই।

106 নিশ্চয় এটা ছিল এক কঠোর পরীক্ষা।

107 আমরা একটি পশু উৎসর্গের বদলে (ইসমাইলকে) মুক্তি দিলাম।

108 এবং আমরা তার ইতিহাসকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করলাম।

109 ইব্রাহিমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

110 আমরা এভাবে সৎকর্মশীলদের পুরষ্কার দেই।

111 সে ছিল আমাদের বিশ্বাসী বান্দাদের একজন।

ইসহাকের জন্ম

112 এরপর আমরা তাকে ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দিলাম, যে হবে সৎকর্মশীল নবীদের একজন।

113 আমরা তাকে ও ইসহাককে সৌভাগ্যশীল করেছিলাম। তাদের বংশধরদের মধ্যে, কেউ কেউ সৎকর্মশীল, আর কেউ কেউ নীতিবিবর্জিত সীমালঙ্ঘনকারী।

মুসা ও হারুন

114 আমরা মুসা ও হারুনকেও আশীর্বাদ করেছিলাম।

115 আমরা এক মহাদুর্যোগ থেকে তাদেরকে এবং তাদের লোকদের উদ্ধার করেছিলাম।

116 আমরা তাদেরকে সমর্থন করেছিলাম, যতক্ষণ না তারা জয়ী হয়েছিল।

117 আমরা তাদের উভয়কে জ্ঞানগর্ভ ঐশীগ্রন্থ দিয়েছিলাম।

118 আমরা তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছিলাম।

119 পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমরা তাদের ইতিহাস সংরক্ষণ করেছিলাম।

120 মুসা এবং হারুনের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

121 এভাবে আমরা সৎকর্মশীলদের পুরষ্কার দেই।

122 তাদের উভয়ে ছিল আমাদের সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

ইলিয়াস

123 ইলিয়াস ছিল বার্তাবাহকদের একজন।

124 সে তার লোকদের বলেছিল, "তোমরা কি সৎকর্ম করবে না?

125 "তোমরা কি উপাসনা করো এক মূর্তির, পরম সৃষ্টিকর্তার পরিবর্তে?

126 "আল্লাহ; তোমাদের প্রভু, এবং তোমাদের পূর্বপুরুষের প্রভু!"

127 তারা তাকে অবিশ্বাস করলো। পরিনামে, তাদেরকে হিসাবের জন্য ডাকা হবে।

128 শুধু আল্লাহর বান্দারা (রক্ষা পায়) যারা কেবল তাঁর প্রতি নিবেদিত।

129 আমরা তার ইতিহাস পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করেছিলাম।

130 শান্তি বর্ষিত হোক ইলিয়াসের উপর, এবং ইলিয়াসের মত সবার উপর।

131 আমরা এভাবে সৎকর্মশীলদের পুরষ্কার দেই।

132 সে ছিল আমাদের বিশ্বাসী বান্দাদের একজন।

লূত

133 লূত ছিল বার্তাবাহকদের একজন।

134 আমরা তাকে এবং তার পরিবারের সকলকে রক্ষা করেছিলাম।

135 কেবল সেই বৃদ্ধ মহিলা ধ্বংস হয়েছিল।

136 আমরা অন্যদের সকলকে নির্মূল করলাম।

137 এখনও তোমরা তাদের ধ্বংসস্তূপের পাশ দিয়ে যাও দিনে।

138 এবং রাতে। তোমরা কি বুঝবে?

ইউনুস

139 ইউনুছ ছিল বার্তাবাহকদের একজন।

140 সে বোঝাইকৃত জাহাজে পালালো।

141 সে বিদ্রোহ করেছিল আর এভাবে, সে পরাজিতদের সাথে যোগ দিল।

142 ফলশ্রুতিতে, মাছ তাকে গিলে ফেললো, এবং সে-ই ছিল দোষী ব্যক্তি।

143 যদি সে (আল্লাহর) ধ্যানে মগ্ন না হতো,

144 সে হয়তো এর পেটেই থাকতো পুনরুত্থান দিনের আগ পর্যন্ত।

145 আমরা তাকে মরুভূমিতে নিক্ষেপ করলাম, মৃতপ্রায় অবস্থায়।

146 আমরা তার জন্য একটি ভক্ষনযোগ্য ফলের গাছ জন্মাতে দিলাম।

147 এরপর আমরা তাকে একশ হাজার*, বা তার চেয়ে বেশির নিকট পাঠালাম।

৩৭:১৪৭ কুরআনে ৩০টি সংখ্যার উল্লেখ আছে: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৯, ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯৯, ১০০, ২০০, ৩০০, ১০০০, ২০০০, ৩০০০, ৫০০০, ৫০০০০ এবং ১০০০০০। এই সংখ্যাগুলির যোগফল ১৬২১৪৬, অথবা ১৯x৮৫৩৪ (পরিশিষ্ট ১ দেখুন)।

148 তারা বিশ্বাস করেছিলো, এবং আমরা তাদেরকে এই জীবন উপভোগ করতে দিলাম।

149 তাদেরকে জিজ্ঞেস করো তোমার প্রভুর কি কন্যা রয়েছে, যখন তাদের রয়েছে পুত্র!

150 আমরা কি ফেরেশতাদের নারী রুপে সৃষ্টি করেছিলাম? তারা কি তা প্রত্যক্ষ করেছিল?

151 নিশ্চয়, তারা গুরুতর ধর্মনিন্দা করে যখন তারা বলে-

152 "আল্লাহ পুত্র জন্ম দিয়েছেন।" নিশ্চয়, তারা মিথ্যাবাদী।

153 তিনি কি ছেলেদের উপর মেয়েদের পছন্দ করেছিলেন?

154 তোমাদের যুক্তিতে সমস্যা কোথায়?

অবিশ্বাসীদেরকে লক্ষ্য করে

155 কেন তোমরা মনোযোগ দাও না?

156 তোমাদের কি কোন প্রমান আছে?

157 আমাদেরকে তোমাদের কিতাব দেখাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

158 তারা এমনকি তাঁর এবং জ্বীনদের মাঝে বিশেষ সম্পর্ক উদ্ভাবন করেছিল।

159 মহিমা আল্লাহর; তাদের দাবির অনেক উর্ধ্বে।

160 শুধু আল্লাহর বান্দারা (রক্ষা পাবে) যারা কেবল তার প্রতি নিবেদিত।

161 নিশ্চয়, তোমরা এবং যার উপাসনা তোমরা করো।

162 তাঁর উপর কিছু চাপিয়ে দিতে পারে না।

163 শুধু তোমরাই নরকে পুড়বে।

ফেরেশতারা

164 আমাদের প্রত্যেকের একটি নির্দিষ্ট কাজ আছে।

165 আমরাই বিন্যাসকারী।

166 আমরা যথাযথভাবে (আমাদের প্রভুর) গুণগান করি।

পিতা-মাতাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা

167 তারা বলতো যে,

168 যদি আমরা আমাদের পিতা-মাতা থেকে সঠিক নির্দেশনা পেতাম,

169 "আমরা উপাসনাকারী হতাম; কেবল আল্লাহর প্রতি নিবেদিত।"

170 কিন্তু তারা অবিশ্বাস করেছিল, এবং তারা অবশ্যই দেখবে।

বার্তাবাহকদের জন্য বিজয় নিশ্চিত

171 আমাদের বার্তাবাহক বান্দাদের জন্য আমাদের সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যেই নির্ধারণ করা হয়েছে।

172 নিশ্চয় তারাই বিজয়ী।

173 আমাদের সৈন্যরাই জয়লাভকারী।

174 অতএব কিছু সময়ের জন্য তাদের উপেক্ষা করো।

175 তাদেরকে লক্ষ্য করো; তারাও লক্ষ্য রাখবে।

176 তারা কি আমাদের শাস্তিকে চ্যালেঞ্জ করে?

177 একদিন যখন তা তাদের আঘাত করবে, এটা হবে এক শোচনীয় দিন; তাদেরকে যথেষ্ট পরিমানে সতর্ক করা হয়েছে।

178 তাদেরকে কিছু সময়ের জন্য উপেক্ষা করো।

179 তাদেরকে লক্ষ্য করো; তারাও লক্ষ্য রাখবে।

180 মহিমা তোমার প্রভুর, মহান প্রভু; তাদের দাবির অনেক উর্ধ্বে।

181 বার্তাবাহকদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

182 প্রশংসা আল্লাহর, মহাবিশ্বের প্রভু।

SURA 38 · 88 VERSES

স'দ

Saad

ص

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 স. (স'দ),* এবং কোর'আন যা বহন করে প্রমান।*

৩৮:১ এই আদ্যক্ষর (স'দ) সূরা ৭, ১৯ এবং ৩৮-এ মোট ১৫২ বার, ১৯x৮ বার (পরিশিষ্ট ১) এসেছে।*
৩৮:১ "যিকর" শব্দটি কুরআনে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে এবং স্পষ্টভাবে কুরআনের অলৌকিক গাণিতিক কোডের দিকে ইঙ্গিত করে। দেখুন ১৫:৬, ৯; ১৬:৪৪; ২১:২, ২৪; ২৬:৫; এবং ৩৬:১১, ৬৯।

2 যারা অবিশ্বাস করে তারা ঔদ্ধত্য এবং অবাধ্যতায় নিমজ্জিত হয়েছে।

3 তাদের আগে অনেক প্রজন্মকে আমরা ধ্বংস করেছিলাম। তারা সাহায্যের জন্য ডেকেছিলো; বৃথাই।

4 তারা অবাক হয়েছিল যে তাদের কাছে একজন সতর্ককারী এসেছে, তাদের মধ্য থেকে। অবিশ্বাসীরা বলল, "একজন যাদুকর; মিথ্যুক।

5 সে কি বহু উপাস্যকে এক উপাস্য বানিয়ে ফেলেছে? এটি সত্যিই বিস্ময়কর।"

6 নেতারা ঘোষনা করল, "যাও এবং দৃড়তার সাথে অবিচল থেকে তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা করো। এটাই তো কাম্য।

7 "আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্ম থেকে কখনো এমন শুনিনি। এটি একটি মিথ্যা।

8 "কেন তার কাছেই প্রমান আসলো, আমাদের পরিবর্তে? "নিশ্চয়, তারা আমার প্রমানের বিষয়ে সন্দিহান। নিশ্চয়ই, তারা এখনো আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি।

9 তারা কি তোমার প্রভুর দয়ার ভান্ডারের মালিক, যিনি সর্বশক্তিমান, দাতা?

10 তারা কি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী, এবং এগুলোর মধ্যকার সবকিছুর সার্বভৌমত্ব অধিকার করে? তাদেরকে সাহায্য করতে দাও তাদের নিজেদেরকেই।

11 পরিবর্তে, তারা যে শক্তিই একত্রিত করতে পারুক- এমনকি যদি তাদের সকল দল একত্রে জড়ো হয়ও- তারা পরাজিত হবে।

12 তাদের পূর্বে অবিশ্বাস করেছিল নূহের লোকেরা, আদ, এবং শক্তিশালী ফেরাউন।

13 এছাড়া, সামূদ, লূতের লোকেরা, (মাদিয়ানে) গভীর জংগলের অধিবাসীরা; তারা ছিল বিরোধী।

14 তাদের প্রত্যেকে বার্তাবাহককে অবিশ্বাস করেছিল আর এভাবে, আমার শাস্তি ছিল অবধারিত।

15 এই লোকেরা কেবল একটি আঘাত প্রত্যাশা করতে পারে, যা থেকে তারা কখনো পূর্বাবস্থায় ফেরে না।

16 তারা চ্যালেঞ্জ করেছিল: আমাদের প্রভু, কেন আপনি আমাদেরকে দ্রুত শাস্তি দেন না, বিচার দিনের পূর্বে।

17 তাদের কথায় ধৈর্য ধরো, এবং আমাদের বান্দা দাউদকে স্মরণ করো, প্রাচুর্যশালী; সে ছিল অনুগত।

18 আমরা পাহাড়কে তার সেবায় নিয়োজিত করেছিলাম, যারা তার সাথে গুণকীর্তন করতো রাতে এবং দিনে।

19 পাখিরাও ছিল তার সেবায় নিয়োজিত; সকলে তার অনুগত ছিল।

20 আমরা তার রাজত্বকে শক্তিশালী করেছিলাম, এবং তাকে প্রজ্ঞা ও ভাল যুক্তি দান করেছিলাম।

21 তুমি কি সেই বিবাদকারী লোকদের খবর পেয়েছো যারা চুপিসারে তার উপাসনাস্থলে ঢুকে পড়েছিল?

22 যখন তারা তার কক্ষে প্রবেশ করলো, সে চমকে উঠলো। তারা বলল, "ভয় পাবেন না। আমরা একে অন্যের সাথে বিবাদে করছি এবং আমরা আপনার কাছে ন্যায় বিচার চাচ্ছি। আমাদের প্রতি অন্যায় করবেন না, এবং আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

23 আমার এই ভাই নিরান্নবইটি* ভেড়ার মালিক, যেখানে আমি একটি ভেড়ার মালিক। সে আমার ভেড়াকে তারগুলোর সাথে মিশিয়ে ফেলতে চায়, এবং আমাকে চাপ দিয়েই যাচ্ছে।

৩৮:২৩ এটিই একমাত্র স্থান যেখানে ৯৯ সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়। কুরআনে ত্রিশটি ভিন্ন সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের মোট সংখ্যা ১৬২১৪৬, ১৯x৮৫৩৪। পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

দাউদের দৃষ্টান্তমূলক ভক্তি

24 সে বলল, “সে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে তোমার ভেড়াটি তারগুলোর সাথে মিশিয়ে ফেলতে বলে। বেশির ভাগ লোকই যারা তাদের সম্পদ মিশিয়ে ফেলে তারা একে অন্যের সাথে অন্যায় আচরণ করে, তারা ছাড়া যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে, এবং এরা সংখ্যায় খুবই অল্প।” পরবর্তীতে, দাউদ সন্দেহ পোষন করলো যে সে সঠিক বিচার করেছে কিনা। সে ভাবলো আমরা তাকে পরীক্ষা করছিলাম। সে এরপর তার প্রভুর কাছে ক্ষমার জন্য মিনতি করলো, নত হলো এবং অনুশোচনা করলো।*

৩৮:২৪ এই স্পষ্ট উদাহরণে, একদিকে ৯৯ বনাম অন্যদিকে ১, সঠিক বিচারের জন্য দাউদের অত্যাদিক সতর্কতা তাকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছিল। আমরা কি এতটাই সতর্ক?

25 এই বিষয়ে তাকে আমরা ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। আমরা তাকে প্রদান করেছি আমাদের সাথে এক সম্মানিত অবস্থান, এবং এক চমৎকার আবাস।

26 হে দাউদ, আমরা তোমাকে পৃথিবীতে একজন শাসক বানিয়েছি। অতএব, তুমি লোকদের মাঝে ন্যায় বিচার করবে, এবং তোমার ব্যক্তিগত মতের অনুসরণ করো না, পাছে তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেয়। অবশ্যই, যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তারা কঠোর শাস্তি টেনে আনে বিচার দিবসকে ভুলে যাবার জন্য।

27 আমরা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী, এবং এগুলোর মধ্যকার সবকিছু অনর্থক সৃষ্টি করিনি। যারা অবিশ্বাস করে তাদের চিন্তা-ভাবনা এমনই। অতএব, দূর্ভোগ তাদের প্রতি যারা অবিশ্বাস করে; তারা নরকে ভুগবে।

28 যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে তাদের সাথে কি আমরা তেমন আচরণ করবো যেমন আচরণ আমরা করি তাদের সাথে যারা পৃথিবীতে মন্দকর্ম করে? আমরা কি সৎকর্মশীলদের সাথে তেমন আচরণ করবো যেমন আচরণ আমরা করি অন্যায়কারীদের সাথে?

29 এটি একটি ঐশীগ্রন্থ যা আমরা তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছি- যা পবিত্র - হয়তো তারা এর আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে। যারা বুদ্ধিমত্তার অধিকারী তারা মনোযোগ দিবে।

সোলায়মানের অনুকরণীয় উপাসনা

30 আমরা দাউদকে দান করেছিলাম সোলায়মান, একজন ভালো এবং অনুগত ভৃত্য।

31 একদিন সে সুন্দর ঘোড়া নিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো, যতক্ষন না রাত নামলো।

32 সে তখন বলল, “আমি আমার প্রভুর উপাসনা উপভোগের চেয়ে পার্থিব বিষয় বেশি উপভোগ করেছিলাম, যতক্ষন না সূর্য ডুবে গেল।*

৩৮:৩২ ঘোড়ার কারণে সোলাইমান তার বিকালের নামাজ মিস করেছিলেন। শয়তানের সম্ভাব্য দাবি যে সোলাইমান আল্লাহর চেয়ে তার ঘোড়াদের বেশি ভালোবাসতেন, তা বাতিল করার জন্য, তিনি তার ঘোড়াগুলি মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

33 “এগুলোকে ফিরিয়ে আনো।” (বিদায় জানাতে,) সে এগুলোর পা ও ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিল।

34 আমরা এভাবে সোলায়মানকে পরীক্ষায় ফেলেছিলাম; তাকে প্রচুর পার্থিব সম্পদ দিয়ে আমরা অনুগ্রহ করেছিলাম, কিন্তু সে দৃড়ভাবে সমর্পিত ছিল।*

৩৮:৩৪ এবং ৪১ সোলাইমান এবং আইয়ুব পরীক্ষা রেখার উভয় প্রান্তের প্রতিনিধিত্ব করেন। সম্পদ, স্বাস্থ্য, অথবা তাদের অভাবের মাধ্যমে আমাদের পরীক্ষা করা হয়, যাতে আমরা দেখতে পাই যে আমরা সকল পরিস্থিতিতে একা আল্লাহর উপাসনা করি কিনা।

35 সে বলল, “আমার প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন, এবং আমাকে একটি রাজত্য দিন যা কখনো কারো দ্বারা অর্জিত হয়নি। আপনি মঞ্জুরকারী।”

36 আমরা (তার প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছিলাম এবং) বাতাসকে তার আজ্ঞাবহ করলাম, সে যেখানেই চাইতো বৃষ্টি পতিত হতো।

37 আর শয়তানরা, নির্মান করতো এবং ডুব দিতো।

38 অন্যদেরকে তার আয়ত্তাধীনে রাখা হয়েছিল।

39 “এটি তোমার প্রতি আমাদের জীবিকা; তুমি উদারভাবে দিতে পারো, অথবা বিরত থাকতে পারো, সীমাহীনভাবে।”

40 সে আমাদের সাথে একটি সম্মানিত অবস্থানের, এবং একটি চমৎকার আবাসের যোগ্য হয়েছে।

শয়তান আইয়ুবকে দুর্দশাগ্রস্থ করে*

41 স্মরণ করো আমাদের বান্দা আইয়ুবের কথা: সে তার প্রভুকে ডেকেছিল, “শয়তান আমাকে দুর্দশাগ্রস্থ করেছে অসচ্ছলতা ও যন্ত্রণা দিয়ে।”

42 “তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করো। একটি ঝর্ণা তোমাকে নিরাময় এবং পানীয় দিবে।”

আল্লাহ বিশ্বাসীদের ক্ষতিপূরণ করেন

43 আমরা তার জন্য তার পরিবারকে ফিরিয়ে দিলাম; দ্বিগুন করে। এমনই আমাদের দয়া; যারা বুদ্ধিমত্তার অধিকারী তাদের জন্য একটি স্মারক।

44 "এখন, তুমি ভূখন্ডে ভ্রমণ করবে এবং বার্তা প্রচার করবে, তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ করতে।" আমরা তাকে দৃড় পেয়েছিলাম। কতই না ভাল বান্দা! সে ছিল একজন আত্মসমর্পণকারী।

45 আরো স্মরণ করো আমাদের বান্দা ইব্রাহিম, ইসহাক এবং ইয়াকুবকে। তারা ছিল প্রাচুর্যশালী, এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন।

46 আমরা তাদেরকে দান করেছিলাম এক মহা অনুগ্রহ: পরকালের সচেতনতা।

47 তারা ছিল পছন্দকৃত, কারণ তারা ছিল সর্বাধিক সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত।

48 স্মরণ করো ইসমাইল, ইয়াসা, এবং যুলকিফলকে; সর্বাধিক সৎকর্মশীলদের মাঝে।

সৎকর্মশীলরা

49 এটি একটি স্মারক: সৎকর্মশীলরা এক চমৎকার নিয়তির অর্জন করেছে।

50 ইডেনের বাগানগুলো তাদের জন্য দরজা খুলে দেবে।

51 সেখানে আরাম করা অবস্থায়, তাদেরকে নানা রকম ফল এবং পানীয় দেয়া হবে।

52 তাদের থাকবে চমৎকার সঙ্গী।

53 এরই যোগ্য তোমরা হয়েছ হিসাবের দিনে।

54 আমাদের জীবিকা অফুরন্ত।

অবিশ্বাসীরা: একে অন্যের সাথে বিবাদরত

55 সীমালঙ্ঘনকারীদের ক্ষেত্রে, তারা টেনে এনেছে এক শোচনীয় নিয়তি।

56 নরক হচ্ছে সে জায়গা যেখানে তারা পুড়বে; কি এক শোচনীয় আবাস!

57 সেখানে তারা যা আস্বাদন করবে তা হবে নারকীয় পানীয় এবং তিক্ত খাদ্য।

58 এবং এই রকমের আরো অনেক কিছু।

59 "এটি একটি দল যাদেরকে তোমাদের সাথে নিক্ষেপ করা হবে।" তারা (নরকের বাসিন্দাদের দ্বারা) সাদরে গৃহীত হবে না। তারা নরকাগ্নিতে পোড়ার যোগ্য।

60 নবাগতরা উত্তর দিবে, "তোমরাও সাদরে গৃহীত নও। তোমরাই তো আমাদের পূর্ববর্তী ছিলে এবং আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছো। অতএব, এই শোচনীয় সমাপ্তি ভোগ করো।

61 তারা আরো বলবে, “আমাদের প্রভু, এরাই সে ব্যক্তি যারা আমাদেরকে এর মাঝে পরিচালিত করেছিল; তাদের জন্য নরকাগ্নির শাস্তি দ্বিগুন করে দিন।”

চমক!

62 তারা বলবে, “কেমন করে আমরা (নরকে) সে লোকদের দেখছি না যাদেরকে আমরা অন্যায়কারীদের সাথে গুনতাম?

63 "আমরা তাদেরকে উপহাস করতাম; আমরা তাদের থেকে আমাদের চোখ ফিরিয়ে নিতাম।”

64 এটি একটি পূর্বনির্ধারিত সত্য: নরকের লোকেরা একে অন্যের সাথে বিবাদ করবে।

65 বল, “আমি তোমাদের সতর্ক করি; আল্লাহর পাশে অন্যকোন উপাস্য নেই, একক, সর্বোচ্চ।

66 “আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী, এবং এদের মধ্যকার সবকিছুর প্রভু; সর্বশক্তিমান, ক্ষমাকারী।”

মহা বিবাদ

67 বল, “এখানে এক মহা সংবাদ আছে।

68 “যাতে তোমরা সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক।

69 “উর্ধ সমাজের (মালা-ইল-আলা) বিবাদ সম্বন্ধে পূর্বে আমার কোন জ্ঞান ছিল না।”*

৩৮:৬৯ আল্লাহর পরম কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে শয়তানের চ্যালেঞ্জের ফলেই উর্ধ সমাজের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল। এটি অবশ্যই মানব জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমরা আল্লাহর পরম কর্তৃত্বের বিষয়ে দৃঢ় অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়েছি। এই জীবন আমাদের নিজেদের মুক্তির তৃতীয় এবং শেষ সুযোগ (ভূমিকা এবং পরিশিষ্ট ৭ দেখুন)।

70 “আমি প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত যে আমার একমাত্র দায়িত্ব তোমাদের কাছে সতর্কবানী পৌছে দেয়া।”

71 তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বললেন, “আমি কাদামাটি থেকে একজন মানুষ সৃষ্টি করছি।

72 “আমি তার নকশা করলে, এবং আমার রুহ থেকে তার মধ্যে ফুকে দিলে, তোমরা তার সামনে সেজদাবনত হবে।”

73 ফেরেশতারা সেজদায় পড়েছিল, তাদের সকলে,

74 শয়তান ছাড়া; সে প্রত্যাখান করছিল, এবং অত্যন্ত ঔদ্ধত, অকৃতজ্ঞ ছিল।

75 তিনি বল্লেন, “হে শয়তান, কিসে তোমাকে তার সামনে সেজদা করা থেকে বিরত রেখেছে যাকে আমি আমার নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি? তুমি কি খুব উদ্ধত? তুমি কি বিদ্রোহ করছো?”

76 সে বলল, “আমি তার চেয়ে উত্তম; আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে।”

77 তিনি বললেন, “একারণে, তুমি অবশ্যই নির্বাসিত হবে, তুমি বিতাড়িত হবে।

78 “তুমি বিচার দিবস পর্যন্ত আমার অভিশাপ টেনে এনেছ।”

79 সে বলল, “আমার প্রভু, পূনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।”

80 তিনি বললেন, “তোমাকে অবকাশ দেয়া হল।

81 “নির্ধারিত দিন পর্যন্ত।”

82 সে বলল, “আমি আপনার মহিমার শপথ করছি, যে আমি তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করবো।

83 "আপনার উপাসনাকারীদের ব্যতীত যারা সম্পূর্ণরূপে একমাত্র আপনার প্রতি নিবেদিত।”

84 তিনি বললেন, “এটাই সত্য, এবং সত্য হল সবই যা আমি বলি।

85 "আমি তোমাকে এবং যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের সবাইকে দিয়ে নরক পূর্ণ করবো।”

86 বল, “আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না, এবং আমি কোন ছদ্মবেশী নই।

87 “এটি বিশ্বের জন্য একটি স্মারক।

88 “এবং তোমরা অবশ্যই অল্প সময়ের মধ্যে বুঝতে পারবে।”

SURA 39 · 75 VERSES

লোক সমাগম

الزُّمر

Al-Zumar

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 এটি ঐশীগ্রন্থের একটি প্রত্যাদেশ সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে।

2 আমরা তোমার কাছে এই ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি,সত্য নিষ্ঠার সঙ্গে; তুমি আল্লাহর উপাসনা করবে,তোমার ধর্মকে একমাত্র তাঁর প্রতি উৎসর্গ করে।

মধ্যস্থতাকারী হিসেবে উপাস্য-ব্যক্তি- একটি প্রচলিত কল্প-কাহিনী

3 নিঃসন্দেহে, ধর্ম একমাত্র আল্লাহর জন্য উৎসর্গকৃত হবে। যারা তাঁর পাশে উপাস্য স্থাপন করে তারা বলে,“আমাদেরকে আল্লাহর নিকটে আনার জন্যই শুধু তাদেরকে আমরা শরিক বানাই; কারণ তারা এক উত্তম অবস্থানে রয়েছে!” তাদের বিতর্কের বিষয়ে আল্লাহ তাদের বিচার করবেন। আল্লাহ এমন মিথ্যাবাদী,অবিশ্বাসীদের পথ দেখান না।

4 যদি আল্লাহ কোণ পুত্র চাইতেন, তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে যাকেই চাইতেন পছন্দ করতে পারতেন। মহিমা তাঁরই; তিনি আল্লাহ, একক স্বত্বা,সর্বোচ্চ।

পৃথিবীর আকার*

5 তিনি আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সত্য নিষ্ঠার সঙ্গে।তিনি রাতকে দিনের উপর গড়িয়ে দেন, এবং দিনকে রাতের উপর গড়িয়ে দেন।* তিনি সূর্য এবং চাঁদকে নিয়োজিত করেছেন, প্রত্যেকে চলছে একটি সুনির্ধারিত মেয়াদের জন্য। নিঃসন্দেহে,তিনি সর্বশক্তিমান, ক্ষমাশীল।

৩৯:৫ এই আয়াতটি আমাদের স্পষ্টভাবে জানায় যে পৃথিবী গোলাকার। "তিনি ঘুরান" (ইয়ুকাব্বির) এর আরবি শব্দ "গোলাকৃতি বল" (কুরআহ) থেকে উদ্ভূত। যেহেতু পৃথিবী ঠিক গোলাকার নয়, তাই ৭৯:৩০ এ এর আকৃতি সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন এমন বৈজ্ঞানিক তথ্যে পরিপূর্ণ যা কুরআন অবতীর্ণের বহু শতাব্দী পরে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। পরিশিষ্ট ২০ দেখুন।

6 তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনীকে। তিনি তোমাদের প্রতি আট প্রকার পালিত-পশু অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন তোমাদের মায়ের পেটে,সৃষ্টির পর সৃষ্টি,তিন ধাপ অন্ধকারের মধ্যে। এমনই আল্লাহ তোমাদের প্রভু। তাঁর অধীনেই রয়েছে সকল সার্বভৌমত্ব। তাঁর পাশে অন্য কোন উপাস্য নেই। কি করে তোমরা পথভ্রষ্ট হতে পার?

আপনাদের নিজের ভালোর জন্যই বিশ্বাস করুন

7 যদি তোমরা অবিশ্বাস কর, আল্লাহর কাউকে প্রয়োজন নেই। কিন্তু তিনি তাঁর বান্দাদের ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া দেখতে অপছন্দ করেন। কোন আত্মা অন্য কোন আত্মার পাপ বহন করে না। অবশেষে,তোমাদের প্রভুর কাছেই তোমাদের ফিরে যাওয়া,তখন তিনি তোমাদের সবকিছু জানাবেন যা তোমরা করেছিলে। তিনি গভীরতম চিন্তাগুলো সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত।

8 যখন মানুষ দূর্দশাগ্রস্থ হয়, সে তার প্রভুর কাছে মিনতি করে,আন্তরিকভাবে তাঁর প্রতি নিবেদিত হয়ে। কিন্তু তিনি তাকে অনুগ্রহ করা মাত্রই, সে তার পূর্বের মিনতি ভুলে যায়, উপাস্য স্থাপন করে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ করতে এবং অন্যদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করতে। বল, “তোমাদের অবিশ্বাসকে কিছুকাল ভোগ করে নাও; তোমরা টেনে এনেছ নরকাগ্নি।”

9 এটা কি উত্তম নয় তাদের একজন হওয়া যারা রাতে ধ্যান করে, সেজদা করে এবং জেগে থাকে, পরকালের বিষয়ে সচেতন হয়ে, এবং তাদের প্রভুর দয়া অন্বেষণ করে? বল, “যারা জানে তারা কি তাদের সমান যারা জানে না?”কেবল যারা বুদ্ধিমত্তার অধিকারী তারাই মনোযোগ দেবে।

10 বল, “হে,আমার বান্দারা যারা বিশ্বাস করেছ, তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভক্তি করবে।” যারা এই দুনিয়ায় সৎকর্ম করবে তাদের জন্য, এক ভালো পুরস্কার। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত, এবং যারা দৃঢ়তার সাথে অধ্যবসায়ী তারা তাদের প্রতিফল উদারভাবে পাবে, অফুরুন্ত।

একমাত্র আল্লাহ

11 বল, “আমি আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি আল্লাহর উপাসনা করতে, ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে একমাত্র তাঁর প্রতি উৎসর্গ করে।

12 “এবং আমি আদেশপ্রাপ্ত হয়েছিলাম সর্বাধিক আত্মসমর্পণকারী হতে।”

13 বল, “আমি ভয় করি, যদি আমি আমার প্রভুকে অমান্য করি, এক মহা দিনের শাস্তিকে।”

14 বল, “আল্লাহই একমাত্র সত্ত্বা যার উপাসনা আমি করি,আমার ধর্মকে সপুরোপুরি একমাত্র তাঁর প্রতি উৎসর্গ করে।

15 “অতএব, তাঁর পাশে যা কিছুকে তোমাদের ইচ্ছা উপাসনা করো।” বল, “প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তারাই পুনরুত্থান দিনে যারা তাদের আত্মা, এবং তাদের পরিবার হারিয়েছে।” সুনিশ্চিতভাবে,এটাই আসল ক্ষতি।

16 তাদের উপরে এবং তাদের নিচে আগুনের পিণ্ড থাকবে। আল্লাহ এভাবে তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেনঃ হে আমার বান্দারা,তোমরা আমাকে ভক্তি করবে।

17 তাদের ক্ষেত্রে যারা সকল উপাস্যের উপাসনা পরিত্যাগ করে, এবং নিজেদেরকে পুরোপুরি একমাত্র আল্লাহর প্রতি উৎসর্গ করে, তারা সুখ পাওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। আমার বান্দাদের সুসংবাদ দাও।

আল্লাহর বানী অনুসরণ করুন

18 তারা হল সেই ব্যক্তি যারা সকল বানী পরীক্ষা করে, তারপর সর্বোৎকৃষ্টটি অনুসরণ করে। এরাই সে ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ পথ- প্রদর্শন করেছেন; এরাই সে ব্যক্তি যারা বুদ্ধিমত্তার অধিকারী।

19 তাদের সম্পর্কে যারা শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে, তুমি কি তাদের রক্ষা করতে পার যারা ইতোমধ্যেই নরকে রয়েছে?

সৎকর্মশীলগণ

20 তাদের ক্ষেত্রে যারা তাদের প্রভুকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তাদের জন্য প্রাসাদের উপর প্রাসাদ নির্মিত থাকবে, প্রবাহিত ঝর্ণাসহ। এটা আল্লাহর অঙ্গীকার, এবং আল্লাহ কখনো তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না।

21 তুমি কি দেখ না যে আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর একে ভূগর্ভস্থ কূপে রাখেন, এরপর তা দ্বারা উৎপাদন করেন বিভিন্ন রঙের গাছপালা, এরপর তারা বাড়তে থাকে হলুদ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত, এরপর তিনি তাদেরকে খড়কুটো করে দেন? এটি তাদের জন্য একটি স্মারক হওয়া উচিৎ যাদের বুদ্ধিমত্তা আছে।

22 যদি আল্লাহ কারো হৃদয়কে আত্মসমর্পনে সন্তুষ্ট রাখেন, সে অনুসরণ করতে থাকবে তার প্রভুর পক্ষ থেকে একটি আলো। অতএব, তাদের জন্য দুর্ভাগ্য যাদের হৃদয় আল্লাহর বার্তার বিপক্ষে কঠিন; তারা বহুদূরে পথভ্রষ্ট।

সর্বোৎকৃষ্ট হাদিস

23 আল্লাহ এর মধ্যে প্রকাশ করেছেন সর্বোৎকৃষ্ট হাদিস; একটি গ্রন্থ যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং নির্দেশ করে উভয় পথ (স্বর্গ ও নরক)। যারা তাদের প্রভুকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে তাদের চামড়া তা থেকে শিহরিত হয়, এরপর তাদের চামড়া এবং তাদের হৃদয় আল্লাহর বার্তার জন্য নরম হয়। এমনই আল্লাহর পথনির্দেশনা। যার উপর ইচ্ছা তিনি তা অর্পণ করেন। তাদের ক্ষেত্রে যারা আল্লাহ দ্বারা পথভ্রষ্ট, কোনকিছুই তাদের পথ-প্রদর্শন করতে পারে না।

24 পুনরুত্থান দিনে কারো মুখমন্ডলকে ভয়ঙ্কর শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া থেকে উত্তম আর কি হতে পারে? সীমালঙ্ঘনকারীদের বলা হবে, “তোমরা যা অর্জন করেছ তার পরিণাম আস্বাদন করো।"

25 তাদের পূর্বে অন্যরা অবিশ্বাস করেছে এবং, ফলস্বরূপ, শাস্তি তাদের দুর্দশাগ্রস্থ করেছে যেখান থেকে তারা কখনো আশাই করেনি।

26 আল্লাহ তাদের অভিশপ্ত করেছেন এই জীবনে অপমানিত করে, এবং পরকালের শাস্তি হবে আরো অধিকতর মন্দ, যদি শুধু তারা জানতো।

কুরআনঃ নেই কোন অস্পষ্টতা

27 আমরা লোকদের জন্য এই কুরআনে সকল প্রকার উদাহরণ উদ্ধৃত করেছি, যাতে তারা সতর্ক হতে পারে।

28 একটি আরবি কুরআন, কোন অস্পষ্টতা ছাড়াই, যাতে তারা সৎকর্মশীল হতে পারে।

29 আল্লাহ এক লোকের উদাহরণ দেন যে বিরোধপূর্ণ অংশীদারদের (হাদিস) সাথে কারবার করে, সে লোকের তুলনায় যে কারবার করে শুধু একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ উৎসের (কুরআনের) সাথে। তারা কি একই রকম? প্রশংসা আল্লাহর; তাদের বেশিরভাগই জানে না।

হাদিসঃ একটি গুরুতর ধর্মনিন্দা

30 তুমি (মুহাম্মদ) অবশ্যই মারা যাবে, ঠিক যেমন তারা মারা যাবে।

31 পুনরুত্থানের দিনে, তোমাদের প্রভুর সামনে, তোমরা পরস্পর বিবাদ করবে।

32 তার থেকে অধিক মন্দ আর কে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, এবং অবিশ্বাস করে সে সত্যে যা তার কাছে এসেছে? নরক কি অবিশ্বাসীদের জন্য সঠিক প্রতিফল নয়?

কুরআনঃ পরম সত্য

33 তাদের ক্ষেত্রে যারা সত্যকে তুলে ধরে, এবং তাতে বিশ্বাস করে, তারাই হল সৎকর্মশীল।

34 তারা যা আকাঙ্ক্ষা করবে সবকিছুই পাবে, তাদের প্রভুর কাছে। সৎকর্মশীলদের জন্য এটাই পুরস্কার।

35 আল্লাহ তাদের পাপপূর্ণ কাজগুলোকে মোচন করে দেন, এবং তাদের ভালো কাজের জন্য তাদেরকে উদারভাবে পুরস্কৃত করেন।

গভীর জ্ঞানপূর্ণ প্রশ্ন

36 আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়? তারা তোমাকে ভয় দেখায় আল্লাহর পাশে তাদের স্থাপন করা উপাস্যদের দিয়ে। যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন, কোনকিছুই তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারে না।

37 এবং যাকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন, কোনকিছুই তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ কি সর্বশক্তিমান, প্রতিশোধগ্রহণকারী নন?

তারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে, তবুও তারা নরকে যাচ্ছে।

38 যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করো, "কে আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছে?" তারা বলবে, "আল্লাহ।" বল, "কেন তবে তোমরা আল্লাহর পাশে উপাস্যদের স্থাপন করো? যদি আল্লাহ আমার জন্য কোন দুর্দশা চান, তারা কি এমন দুর্দশা লাঘব করতে পারে? এবং তিনি যদি আমার জন্য কল্যান চান, তারা কি এমন কল্যান আটকাতে পারে?" বল, 'আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট।" তাঁরই প্রতি আস্থাশীলদের আস্থা রাখা উচিত।

39 বল, "হে আমার লোকেরা, তোমাদের সর্বোত্তমটি করো আর আমি আমার সর্বোত্তমটি করবো; তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে।

40 "(তোমরা দেখতে পাবে) কে টেনে এনেছে নিজের লজ্জাজনক শাস্তি, এবং যোগ্য হয়েছে এক চিরস্থায়ী শাস্তির।"

41 আমরা তোমার মাধ্যমে মানুষের জন্য ঐশী-গ্রন্থ প্রকাশ করেছি, সত্যসহকারে। অতপর, যেকেউ সুপথপ্রাপ্ত হয় সে তার নিজের ভালোর জন্যই সুপথপ্রাপ্ত হয়, এবং যেকেউ বিপথে যায় সে বিপথে যেয়ে তার নিজেরই ক্ষতি করে। তুমি তাদের উকিল নও।

42 আল্লাহ আত্মাদের মৃত্যু দেন যখন তাদের জীবনের শেষ হয়, এবং ঘুমের সময় ও। এভাবে, তিনি কতককে ফিরিয়ে নেন তাদের ঘুমের মধ্যে, এবং অন্যরা জীবিত থাকার অনুমতি পায় তাদের পূর্ব নির্ধারিত সময় কালের শেষ পর্যন্ত। এটা সেসব লোকদের জন্য শিক্ষা হওয়া উচিৎ যারা ভেবে দেখে।

সুপারিশের কাল্পনিক গল্প

43 তারা কি তাদের এবং আল্লাহর মঝে মধ্যস্থতা করার জন্য সুপারিশকারী উদ্ভাবন করেছে? বল, “যদি এমন হয় যে তাদের কোন ক্ষমতা বা বোধশক্তি নেই?”

44 বল, “সকল সুপারিশ আল্লাহর অধীনে।” তাঁর অধীনেই রয়েছে আকাশ মণ্ডলী এবং পৃথিবীর সকল সার্বভৌমত্ব, এরপর তাঁর কাছেই তোমারা ফিরে যাবে।

শ্রেষ্ঠতম মানদণ্ড*

45 যখন শুধু মাত্র আল্লাহকে উল্লেখ করা হয়, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের হৃদয় বিমুখতায় সঙ্কুচিত হয়ে যায়। কিন্তু যখন তাঁর পাশে অন্যদের উল্লেখ করা হয়, তখন তারা সন্তুষ্ট হয়।*

৩৯:৪৫ ৩:১৮ আয়াতে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও যে ইসলামের প্রথম স্তম্ভ হচ্ছে: "আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই)," বেশিরভাগ "মুসলিম" মুহাম্মদের নাম যুক্ত করার উপর জোর দেয়। এই সর্বশ্রেষ্ঠ মানদণ্ড আমাদের সতর্ক করে যে মুহাম্মদের নাম, অথবা অন্য কোন নাম যুক্ত করে আনন্দ করা, পরকালে অবিশ্বাস প্রকাশ করে। পাদটীকা ১৭:৪৬ও দেখুন।

46 ঘোষণা করঃ “আমাদের উপাস্য, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সূচনাকারী, সকল গোপন এবং প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, আপনিই একমাত্র সত্ত্বা যিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে বিচার করবেন তাঁদের বিবাদের বিষয়ে।”

47 যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তারা যদি পৃথিবীর সবকিছুর মালিক হয়, এমনকি এর দিগুন পরিমাণের, তারা তৎক্ষণাৎ তা দিয়ে দিবে পুনরুত্থান দিনের ভয়ানক শাস্তি এড়াতে। আল্লাহ কর্তৃক তাদেরকে দেখানো হবে যা তারা কখনই আশা করেনি।

48 তাদেরকে পাপপূর্ণ কাজগুলো দেখানো হবে যা তারা অর্জন করেছিলো,এবং যে জিনিসকে তারা উপহাস করতো সেগুলোই তাদেরকে হানা দিতে ফিরে আসবে।

মানুষের চঞ্চলতা

49 যদি মানুষকে দুর্দশা স্পর্শ করে, সে আমাদের কাছে মিনতি করে, কিন্তু আমরা তার প্রতি কোন অনুগ্রহ দান করা মাত্রই, সে বলে,“আমি এটা পেয়েছি আমার চতুরতার কারনে!” নিশ্চয়, এটি কেবলমাত্র একটি পরীক্ষা, কিন্তু তাদের বেশির ভাগই জানে না।

50 তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও একই রকম বলেছে, এবং তাদের উপার্জন তাদেরকে সমান্যতম সাহায্যও করেনি।

51 তারা ভোগ করেছিলো তাদের মন্দ কাজের পরিণতি। একইভাবে, বর্তমান প্রজন্মদের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারীরা ভোগ করবে তাদের মন্দ কাজের পরিণতি; তারা পালাতে পারবে না।

52 তারা কি উপলব্ধি করে না যে আল্লাহই সে সত্ত্বা যিনি যার জন্য পছন্দ করেন জীবিকা বৃদ্ধি করে দেন, আর আটকিয়ে রাখেন? এগুলো লোকদের জন্য শিক্ষা যারা বিশ্বাস করে।

আল্লাহর অসীম দয়া

53 ঘোষণা করঃ “হে আমার বান্দারা যারা সীমাতিক্রম করেছ, আল্লাহর দয়া থেকে কখনো হতাশ হইয়ো না। কারন আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমাকারী, সবচেয়ে দয়ালু।”

54 তোমরা তোমাদের প্রভুকে মান্য করবে, এবং তাঁর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে, শাস্তি তোমাদের কাছে আসার আগেই, তখন তোমরা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।

55 এবং সর্বোত্তম পথ অনুসরণ করো যা তোমাদের জন্য নির্দেশ করা হয়েছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে, শাস্তি তোমাদের কাছে হঠাৎ আসার আগেই যখন তোমরা সামান্যই তা আশা করো।

56 পাছে কোন আত্মা বলে, "আল্লাহর আদেশ অমান্য করার জন্য আমি কত দুঃখিত! আমি অবশ্যই বিদ্রূপকারীদের একজন ছিলাম।"

57 অথবা বলে, "যদি আল্লাহ আমাকে পথ দেখাতেন, তাহলে আমি অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।"

58 অথবা যখন এটি শাস্তি দেখে, তখন বলে, "যদি আমি আবার সুযোগ পাই, আমি সৎকর্ম করব।"

59 হ্যাঁ মূলত (তুমি যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছ)। আমার প্রমাণ তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছ, অহংকার করেছ এবং অবিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলে।

60 যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে, পুরুত্থানের দিন তুমি তাদের মুখমণ্ডল দুর্বিষহ দেখতে পাবে। নরক কি অহংকারীদের জন্য উপযুক্ত শাস্তি নয়?

61 আর যারা সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন; তিনি তাদেরকে প্রতিদান দেবেন। তাদের কোন ক্ষতি স্পর্শ করবে না এবং তাদের কোন দুঃখও থাকবেনা।

62 আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা, এবং তিনি সকল কিছুর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখেন।

63 আসমান ও পৃথিবীর সকল সিদ্ধান্ত তাঁরই, আর যারা আল্লাহর প্রত্যাদেশসমূহ অবিশ্বাস করে, তারাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত।

64 বল, "হে অজ্ঞরা, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করতে উৎসাহিত করছো?"

প্রতিমা উপাসনা সকল কর্ম ধ্বংস করে

65 তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে যে, যদি তুমি কখনও প্রতিমা উপাসনা করো, তাহলে তোমার সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

66 অতএব, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং কৃতজ্ঞ হবে।

আল্লাহর বিশালত্ব*

67 তারা কখনোই আল্লাহর বিশালত্ব উপলব্ধি করতে পারবে না। পুনরুত্থানের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর মুঠোয় থাকবে। বস্তুত, সমস্ত বিশ্বজগৎ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে।* তিনি মহিমান্বিত; তিনি কোন অংশীদারের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক উঁচুতে।

৩৯:৬৭ কোটি কোটি ছায়াপথ, বিলিয়ন ট্রিলিয়ন তারা, অসংখ্য ডেসিলিওন নক্ষত্রমণ্ডল, যা বিলিয়ন আলোকবর্ষ জুড়ে বিস্তৃত, আমাদের মহাবিশ্ব সাতটি মহাবিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম এবং অন্তঃস্থ। সাতটি মহাবিশ্বের এই অকল্পনীয় বিশালতা আল্লাহর হাতে। আল্লাহর মহিমা এমনই। পরিশিষ্ট ৬ দেখুন।

বিচারের দিন

68 শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, যার ফলে আকাশ ও পৃথিবীর সকলেই অজ্ঞান হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ যাদেরকে রক্ষা করবেন তারা ছাড়া। তারপর আরেকবার ফুঁ দেওয়া হবে, যার ফলে তারা সকলেই উঠে দাঁড়াবে, আর দেখতে থাকবে।*

৩৯:৬৮ পুনরুত্থানের দিনের ঘটনাবলীর ক্রম শুরু হয় প্রতীকীভাবে শিংগা বাজানোর মাধ্যমে। দ্বিতীয়বার শিংগা বাজানো - একটি সৃষ্টি দ্বারা যা অজ্ঞান হয়নি - সমস্ত মানুষের পুনরুত্থানের প্রতীক; তারা আজকের পৃথিবীতে পুনরুত্থিত হবে। আল্লাহর প্রত্যক্ষ আগমনের মাধ্যমে এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপর একটি নতুন পৃথিবী এবং নতুন আকাশমণ্ডলী তৈরি হবে (১৪:৪৮)। এরপর আমাদের বিকাশের মাত্রা অনুসারে স্তরবদ্ধ করা হবে (পরিশিষ্ট ১১)।

69 অতঃপর পৃথিবী তার প্রতিপালকের আলোতে আলোকিত হবে। লিপিবদ্ধ নথি ঘোষণা করা হবে, নবীগন ও সাক্ষীদের সামনে আনা হবে। অতঃপর প্রত্যেকের ন্যায়সঙ্গত বিচার করা হবে, সামান্যতম অন্যায় ছাড়াই।

70 প্রত্যেক আত্মা যা কিছু করেছে তার প্রতিদান পাবে, কারণ তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

অবিশ্বাসীরা

71 যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদেরকে দলে দলে নরকের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা নরকের কাছে পৌঁছাবে এবং তার দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে, তখন তার রক্ষীরা বলবে, "তোমাদের মধ্যে কি তোমাদের কাছে এমন বার্তাবাহকরা আসেনি যারা তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের প্রত্যাদেশ পাঠ করতেন এবং এই দিনের সাক্ষাতের বিষয়ে তোমাদের সতর্ক করতেন?" তারা বলবে, "হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু অবিশ্বাসীদের উপর 'শাস্তি' শব্দটি ইতোমধ্যেই সীলমোহর করে দেয়া হয়েছে।"

72 বলা হবে, "নরকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে।" অহংকারীদের জন্য কতই না নিকৃষ্ট পরিণতি!

বিশ্বাসীরা

73 যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ভিতশ্রদ্ধ ছিল, তাদেরকে দলে দলে সর্গের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা সর্গের কাছে পৌঁছাবে এবং তার দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে, তখন তার রক্ষীরা বলবে, "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক; তোমরা জয়ী হয়েছো। অতএব, তোমরা এখানে চিরকাল অবস্থান করবে।"

74 তারা বলবে, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের সাথে করা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেছেন, আমরা যেমন ইচ্ছা সর্গ উপভোগ করব।" কর্মশীলদের জন্য কত সুন্দর প্রতিদান!

75 তুমি দেখতে পাবে যে, ফেরেশতারা আরশের চারপাশে ভেসে বেড়াচ্ছে, তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করছে। সকলের প্রতি ন্যায়সঙ্গত রায় ঘোষণার পর ঘোষণা করা হবে: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মহাবিশ্বের প্রতিপালক।"

SURA 40 · 85 VERSES

ক্ষমাশীল

غافر

Ghāfer

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 হ. ম. (হা মীম)*

৪০:১ "হা মীম" অক্ষরের আদ্যক্ষর ৪০-৪৬ সূরায় পাওয়া যায়। সাতটি সূরায় "হা" এবং "মীম" অক্ষরের মোট উপস্থিতির ফ্রিকোয়েন্সি হল ২১৪৭, অথবা ১৯x১১৩ (পরিশিষ্ট ১)।

2 ঐশীগ্রন্থের এই প্রকাশনাবলি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ থেকে।

3 পাপসমূহ ক্ষমাকারী, অনুশোচনা গ্রহনকারী, শাস্তি প্রয়োগে কঠোর এবং সকল ক্ষমতার মালিক। তাঁর পাশে অন্য কোন উপাস্য নেই। তাঁর কাছেই চূড়ান্ত নিয়তি।

4 তারা ব্যতীত কেউ আল্লাহর প্রকাশনাবলির বিরুদ্ধে তর্ক করে না যারা অবিশ্বাস করে। তাদের আপাত সফলতায় অভিভূত হইও না।

5 তাদের আগে নূহের লোকেরা অবিশ্বাসী ছিল, আর তাদের পরে ছিল অন্য অনেক বিরোধী। প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের বার্তাবাহককে কষ্ট দিতো তাকে নিষ্ক্রিয় করতে। আর তারা মিথ্যা দিয়ে তর্ক করতো। পরিনামে, আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম; কত ভয়াবহ ছিল আমার শাস্তি!

6 সুতরাং, যারা অবিশ্বাস করে তাদের উপর তোমার প্রভুর রায় ইতোমধ্যেই এটে দেয়া আছে, যে তারা নরকের বাসিন্দা।

ফেরেশতারা বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করে

7 যারা আরশের কাজে নিয়োজিত এবং যারা এর আশেপাশে আছে তারা সবাই তাদের প্রভুর মহিমা ঘোষণা করে এবং গুণকীর্তণ করে, এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে। আর তারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যারা বিশ্বাস করে:"আমাদের প্রভু, আপনার ক্ষমা এবং আপনার জ্ঞান সবকিছু পরিবেষ্টন করে। তাদেরকে ক্ষমা করুন যারা অনুশোচনা করে এবং আপনার পথ অনুসরণ করে, এবং তাদেরকে নরকের শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দিন।"

8 “আমাদের প্রভু, এবং তাদেরকে ইডেন বাগানগুলোয় প্রবেশ করান যার প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়েছেন তাদের জন্য এবং তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ও সন্তানদের মধ্যে সৎকর্মশীলদের জন্য। আপনি সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।"

9 “এবং তাদেরকে পাপে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করুন। যাকে আপনি পাপে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন, ঐদিন, সে আপনার দয়া পেয়েছে। এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়”।

একমাত্র আল্লাহ: অবিশ্বাসীরা স্বীকার করে

10 যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে বলা হবে, “এমনকি তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ঘৃনার চেয়ে তোমাদের প্রতি আল্লাহর ঘৃনা নিকৃষ্টতম। কারন তোমাদেরকে বিশ্বাস করতে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল, কিন্তু তোমরা অবিশ্বাস করা পছন্দ করেছিলে।

একমাত্র আল্লাহ: অবিশ্বাসীরা দুই মৃত্যু ভোগ করে*

11 তারা বলবে, "আমাদের প্রভু, আপনি আমাদের দুই মৃত্যু*দিয়েছেন, ” এবং আপনি আমাদের দুই জীবন দিয়েছেন; এখন আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করেছি। কোন উপায় আছে কি?

৪০:১১-১২ অবিশ্বাসীরা দুটি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যায়, আর সৎকর্মশীল বিশ্বাসীরা নতুন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে না, আমরা ইতোমধ্যে যে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছি তার বাইরে (৪৪:৫৬)। অনুগ্রহ করে পরিশিষ্ট ১৭ দেখুন। নরকে যাওয়ার কারণ স্পষ্ট; এমনকি যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে তারাও তাঁর সাথে অন্যদের শরীক করে (৩৯:৪৫ দেখুন)।

একমাত্র আল্লাহ: কারণটি লক্ষ্য করুন

12 এটা এ কারণে যে যখন একমাত্র আল্লাহর কথা বলা হতো তোমরা তখন অবিশ্বাস করতে, কিন্তু যখন তাঁর সাথে অন্যদের উল্লেখ করা হতো, তোমরা বিশ্বাস করতে। অতএব, আল্লাহর রায় হয়ে গেছে; তিনি সবচেয়ে উর্ধ্বে, মহান।

13 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি অনবরত তোমাদেরকে তাঁর প্রমানাদি দেখান, এবং আকাশ থেকে তোমাদের কাছে জীবিকা পাঠান। যারা পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে তারাই কেবল মনোযোগ দিতে পারে।

14 অতএব, তোমরা তোমাদের উপাসনা পুরোপুরিভাবে একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবেদন করবে, এমনকি যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপছন্দ করে।

15 সর্বোচ্চ পদমর্যাদাসমূহের মালিক, এবং সমস্ত রাজত্বের শাসক। তিনি অনুপ্রেরণা পাঠান, তাঁর প্রত্যাদেশ দিয়ে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে যার কাছেই তিনি পছন্দ করেন, তলবের দিন সম্পর্কে সতর্ক করতে।

16 এটা সে দিন যখন সকলে পুরোপুরি প্রকাশিত হবে; তাদের কেউ আল্লাহ থেকে কোন কিছু লুকাবে না। ঐদিনের সকল সার্বভৌমত্ব কার অধীনে? আল্লাহর, একক, সর্বোচ্চ।

গুরুত্বপূর্ণ দিনটির জন্য প্রস্তুত হোন

17 ঐদিন, প্রত্যেক তার জন্য আত্মা প্রতিদান পাবে যাকিছুই সে অর্জন করেছে। সেদিন কোন অবিচার থাকবে না। আল্লাহ হিসাব গ্রহনে দক্ষ।

কোন সুপারিশ নেই

18 তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করো, যখন হৃদয়গুলো আতংকিত হবে, এবং অনেকে হবে অনুতপ্ত। সীমালঙ্ঘনকারীদের কোন বন্ধু থাকবে না, না থাকবে কোন সুপারিশকারী যার কথা মান্য করা হবে।

19 তিনি সম্পূর্ণ অবগত চোখ যা দেখে না, এবং সবকিছু সম্পর্কে যা মন গোপন করে।

20 আল্লাহ ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করেন, যখন তাঁর পাশে তারা যে উপাস্যদের কাছে মিনতি করে, তারা কোনকিছু বিচার করতে পারে না। আল্লাহ সে সত্ত্বা যিনি শুনেন, দেখেন।

21 তারা কি পৃথিবীতে ঘুড়ে দেখেনি এবং তাদের পূর্ববর্তীদের পরিনতি লক্ষ্য করেনি? পৃথিবীতে তারা তাদের চেয়ে শক্তিশালী, এবং অধিক উৎপাদনশীল ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদের পাপসমূহের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন, এবং কিছুই তাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

22 এটা এ কারণে যে তাদের বার্তাবাহকরা তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারা অবিশ্বাস করেছিল। পরিনামে, আল্লাহ তাদের শাস্তি দিয়েছিলেন। তিনি শক্তিমান, শাস্তি প্রদানে কঠোর।

মুসা

23 আমরা মূসাকে আমাদের নিদর্শনাবলী এবং অসমান্য কর্তৃত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলাম।

24 ফেরাউন, হামান, এবং ক্বারুনের কাছে। কিন্তু তারা বলেছিল, “একজন যাদুকর; মিথ্যুক।

25 যখন সে তাদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে সত্য দেখালো, তারা বলেছিল, "তার সাথে যারা বিশ্বাস করেছে তাদের পুত্রদের হত্যা করো, এবং কন্যাদের রেহাই দাও।” এভাবে, অবিশ্বাসীদের চক্রান্ত সবসময় অন্যায়।

মুসা বনাম ফেরাউন

26 ফেরাউন বলেছিল, "চল মূসাকে আমি হত্যা করি, এবং তার প্রভুর কাছে তাকে মিনতি করতে দাও। আমার ভয় হয় পাছে সে তোমাদের ধর্মকে কলুষিত করে ফেলে, অথবা স্থলভাগ জুড়ে মন্দ ছড়ায়।

27 মুসা বলেছিল, "আমি আমার প্রভু এবং তোমাদের প্রভুর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, প্রত্যেক উদ্ধত ব্যক্তি থেকে যে হিসাবগ্রহণের দিনে বিশ্বাস করে না।

আল্লাহ পথ দেখান, তবে মিথ্যাবাদীদের নয়

28 ফেরাউনের লোকদের মধ্যে একজন বিশ্বাসী লোক, যে তার সত্য গোপন করেছিল, বলেছিল, "কেমন করে তুমি একজন মানুষকে হত্যা করবে শুধুমাত্র বলার জন্য, "আমার প্রভু আল্লাহ, এবং সে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাকে পরিষ্কার প্রমাণ দেখিয়েছে? যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, সেটা তার সমস্যা এবং যদি সে সত্যবাদী হয়, তুমি তার প্রতিশ্রুতি থেকে উপকৃত হও। নিশ্চয়, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী, মিথ্যাবাদীদের পথপ্রদর্শন করেন না।

29 যে বিশ্বাস করেছিল সে বলল, "হে আমার লোকেরা, আমি ভয় করি যে পূর্ববর্তী বিরোধীদের মত তোমাদেরও একই পরিণতি হয়।

30 যে বিশ্বাস করেছিল সে বলল, "হে আমার লোকেরা, আমি ভয় করি যে পূর্ববর্তী বিরোধীদের মত তোমাদেরও একই পরিণতি হয়।

31 নূহ, এবং আদম, সামূদ, এবং অন্য বিরোধীরা যারা তাদের পরে এসেছিল। আল্লাহ মানুষের জন্য কোন অবিচার চান না।

32 "হে আমার লোকেরা, আমি তোমাদের জন্য ভয় করি সেই আহ্বানের দিবসের।"

33 এটা সেই দিন, যখন তোমরা ঘুড়ে দাড়াতে এবং পালানোর ইচ্ছা করতে পার। কিন্তু কোন কিছুই তখন তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করতে পারবে না। যাকেই আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন, কোনকিছুই তাকে পথ দেখাতে পারে না।

শেষ বার্তাবাহক কে?* একটি দু:খজনক মানবিক বৈশিষ্ট্য

34 এর আগে ইউসুফ তোমাদের কাছে এসেছিল স্পষ্ট প্রকাশনাবলী নিয়ে, কিন্তু তোমরা তার বার্তায় সন্দেহ করে যাচ্ছিলে। তারপর সে যখন মারা গেল তোমরা বলেছো, "আল্লাহ তার পরে অন্য কোন বার্তাবাহক পাঠাবেন না। (সে-ই শেষ বার্তাবাহক ছিল)!* আল্লাহ এভাবে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন যারা সীমালঙ্ঘনকারী, সন্দিহান।*

৪০:৩৪ ইহুদিরা যখন মসীহ তাদের কাছে এসেছিলেন তখন তাকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিল, খ্রিস্টানরা যখন মুহাম্মদ তাদের কাছে এসেছিলেন তখন তাকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিল, এবং আজকের বেশিরভাগ মুসলিম বিশ্বাস করে যে মুহাম্মদ ছিলেন শেষ রাসূল। এই ভুল ভিত্তিতে, তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহককে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। ৩:৮১-৯০ এবং ৩৩:৭ থেকে আমরা জানতে পারি যে যারা "আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহককে বিশ্বাস এবং সমর্থন করার" কুরআনের আদেশ মেনে নিতে ব্যর্থ হয় তারা আর বিশ্বাসী নয়। পরিশিষ্ট ২ এবং ২৬ দেখুন।*

৪০:৩৪ এটি লক্ষণীয় যে আমরা আরবিতে "রাশাদ" নামটি "শেষ রাসূল" বলার বিরুদ্ধে আদেশের ঠিক চারটি আয়াত আগে এবং তার পরে চারটি আয়াত দেখতে পাই।

35 তারা আল্লাহর প্রকাশনাবলীর বিরুদ্ধে তর্ক করে, কোন ভিত্তি ছাড়া। এটি একটি বৈশিষ্ট্য যা আল্লাহ এবং যারা বিশ্বাস করে তাদের দ্বারা তীব্রভাবে ঘৃনিত। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী নিপীড়কের হৃদয়কে মোহর মেরে দেন।

36 ফেরাউন বলেছিল, "হে হামান, আমার জন্য একটি উঁচু মিনার তৈরি করো, যেন আমি পৌঁছাতে পারি এবং আবিষ্কার করি।

37 "আমি স্বর্গে পৌঁছাতে চাই, এবং মুসার উপাস্যকে একবার দেখে নিতে চাই। আমি বিশ্বাস করি যে সে একজন মিথ্যুক।" এভাবে ফেরাউনের মন্দ কাজগুলোকে তার চোখে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে, এবং এভাবে (সে সঠিক) পথ অনুসরণ করা থেকে বিরত ছিল। ফেরাউনের চক্রান্ত সত্যই মন্দ।

38 সে ব্যক্তি বলল যে বিশ্বাস করেছিল যে, "হে আমার লোকেরা, আমাকে অনুসরণ করো, এবং আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবো।

39 "হে আমার লোকেরা, এই প্রথম জীবন একটি সাময়িক বিভ্রম, যখন পরকালই হলো চিরস্থায়ী আবাস।"

সর্বোত্তম লেনদেন

40 যেকেউ একটি পাপ করে, শুধু তার জন্য প্রতিফল গ্রহন করে এবং যেকেউ সৎ কাজ করে- পুরুষ অথবা নারী - বিশ্বাসী অবস্থায়, এরা প্রবেশ করবে স্বর্গে যেখানে তারা জীবিকা পায়, সীমাহীনভাবে।

বিশ্বাসী মিশরীয়রা তার লোকদের সাথে বিতর্ক করছে

41 "হে আমার লোকেরা, যখন আমি তোমাদেরকে বাঁচাতে আমন্ত্রণ করি, তোমরা আমাকে আমন্ত্রণ করো নরকাগ্নির দিকে।

42 "তোমরা আমাকে আমন্ত্রণ করো আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার জন্য, এবং তাঁর পাশে উপাস্যদের স্থাপন করার জন্য যাদেরকে আমি চিনি না। আমি তোমাদেরকে সর্বশক্তিমান, ক্ষমাকারীর দিকে আমন্ত্রণ করি।

43 "কোন সন্দেহ নেই যে আমাকে যা করতে তোমরা আমন্ত্রণ করো এই বিশ্বে তার কোন ভিত্তি নেই, না আছে পরকালে, আর আমাদের চুড়ান্ত প্রত্যাবর্তন আল্লাহর কাছে, এবং যে সীমালঙ্ঘনকারীরা টেনে এনেছে নরকাগ্নি।

44 "একদিন তোমাদের স্মরণ হবে যা এখন আমি তোমাদের বলছি। আমি এ ব্যাপারে আল্লাহর উপর বিচার ছেড়ে দিচ্ছি; আল্লাহ সকল লোকদের দ্রষ্টা।

45 আল্লাহ এরপর তাকে তাদের মন্দ ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করলেন, যেখানে ফেরাউনের লোকেরা টেনে এনেছে নিকৃষ্টতম শাস্তি।

কবরে থাকা অবস্থায়: প্রতিনিয়ত দু:স্বপ্ন দেখা

46 তাদের কাছে নরক দেখানো হবে দিনে এবং রাতে, এবং পুনরুত্থান দিনে: "ফেরাউনের লোকদের নিকৃষ্টতম শাস্তিতে প্রবেশ করাও।"

47 যখন তারা নরকে তর্ক করবে, অনুসারীরা তাদের নেতাদের বলবে, "আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম, তোমরা কি এই নরকের কোন অংশ থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারো?"

48 নেতারা বলবে, “আমরা এখানে একসাথে সবাই আছি। আল্লাহ লোকদের মাঝে বিচার করেছেন।"

অনেক দেরি হয়ে গেছে

49 যারা নরকাগ্নিতে তারা নরকের তত্ত্বাবধায়কদের বলবে, "তোমাদের প্রভুকে ডাকো তোমাদের জন্য শাস্তি কমাতে, একদিনের জন্য হলেও।"

50 তারা বলবে, "তোমরা কি তোমাদের বার্তাবাহকদের পাওনি যারা তোমাদের কাছে পরিষ্কার বার্তা পৌঁছিয়েছিল?” তারা উত্তর দিবে, "হ্যা আমরা পেয়েছিলাম।” তারা বলবে, "তাহলে মিনতি করো (তোমাদের যতটুক ইচ্ছা); অবিশ্বাসীদের মিনতি সবসময় বৃথা।"

নিশ্চিত বিজয়; এখানে এবং চিরকাল

51 নিশ্চিতভাবে, আমরা আমাদের বার্তাবাহকদের এবং যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে বিজয় দিবো, এই দুনিয়ায় এবং সে দিনও যখন সাক্ষীদের তলব করা হবে।

52 ঐদিন, অবিশ্বাসীদের কৈফিয়তগুলো তাদের উপকারে আসবে না। তারা টেনে এনেছে নিন্দা; তারা টেনে এনেছে নিকৃষ্ট নিয়তি।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিন

53 আমরা মূসাকে পথনির্দেশনা দিয়েছিলাম, এবং ইসরাইলের সন্তানদের ঐশীগ্রন্থের উত্তরাধিকার করালাম।

54 (তাদের ইতিহাস) হলো একটি শিক্ষা এবং তাদের জন্য একটি স্মারক যারা বুদ্ধিমত্তা অধিকার করে।

55 সেজন্য, ধৈর্যশীল হও, কারণ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, এবং তোমাদের পাপের জন্য ক্ষমা চাও, এবং তোমার প্রভুর গুণকীর্তন ও প্রশংসা করো দিনে ও রাতে।

56 নিশ্চিতভাবে, আল্লাহর প্রকাশনাবলীর বিরুদ্ধে যারা প্রমাণ ছাড়া তর্ক করে, তারা ঔদ্ধত্যতা প্রকাশ করে যা তাদের বুকে লুকায়িত, এবং এ বিষয়ে তারা সচেতনও নয়। অতএব, আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো; তিনি শ্রবণকারী, দ্রষ্টা।

মহাবিশ্বের অসাধারণ নির্মাণ

57 এমনকি মানব জাতি সৃষ্টির চেয়ে আরো বেশি অসাধারণ আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর সৃষ্টি, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ জানে না।

58 অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান সমান নয়। না যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজ করে তারা পাপীদের সমান। কদাচিৎ, তোমরা সতর্ক হও।

59 নিশ্চিতভাবে, সে ঘন্টা (বিচার দিবস) আসছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না।

পার্থিব মিনতিঃ ইবাদতের একটি রূপ*

60 তোমাদের প্রভু বলেন, "আমার কাছে অনুনয় করো, এবং আমি তোমাদের প্রতি সাড়া দিবো। নিশ্চয়, যারা আমার উপাসনা করতে অত্যন্ত উদ্ধত তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, বলপূর্বকভাবে।"

৪০:৬০ পার্থিব মিনতি, যেকোনো কিছুর জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা, এমনকি বস্তুগত বিলাসিতাও, এক ধরণের উপাসনা। তাই আমাদের যখনই কোনও প্রয়োজন হয় তখনই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। একজন নাস্তিক কখনও আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করবে না।

61 আল্লাহ সে সত্ত্বা যিনি রাতের নকশা করেছেন যেন তাতে তোমরা বিশ্রাম নিতে পারো, এবং দিনকে করেছেন আলোকিত। আল্লাহ লোকদের প্রতি অনেক অনুগ্রহ প্রদান করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞ নয়।

62 এমনই আল্লাহ - তোমাদের প্রভু, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। কিভাবে তোমরা বিচ্যুত হও?

63 তারা বিচ্যুত হয় যারা আল্লাহর প্রকাশনাবলি উপেক্ষা করে।

64 আল্লাহ সে সত্ত্বা যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য, এবং আকাশকে দূর্ভেদ্য করেছেন, এবং তিনি তোমাদের নকশা করেছেন, এবং তোমাদের নকশা করেছেন ভালোভাবে। তিনি সে সত্ত্বা যিনি তোমাদেরকে ভাল জীবিকা সরবরাহ করেন।* এমনই আল্লাহ তোমাদের প্রভু; আল্লাহ সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন, মহাবিশ্বের প্রভু।

৪০:৬৪ পাদটীকা ১৫:২০, ২০:৫৪, ২৫:২, এবং ৩৫:১২-১৩ দেখুন।

65 তিনি চিরজীবী ; তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তোমরা একমাত্র তার উপাসনা করো, তোমাদের ধর্মকে পুরোপুরি একমাত্র তার নিকট উৎসর্গ করে। প্রশংসা আল্লাহর, মহাবিশ্বের প্রভু।

তার উপর আল্লাহর অনুগ্রহের পূর্বে, মুহাম্মদ প্রতিমা উপাসনা করতো

66 বল, "তোমরা আল্লাহর পাশে যে উপাসিতদের উপাসনা করো আমাকে সেগুলোর উপাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে, যখন আমার প্রভুর কাছ থেকে আমার নিকট স্পষ্ট প্রকাশনাবলী এসেছে। আমাকে আদেশ করা হয়েছে, মহাবিশ্বের প্রভুর নিকট আত্মসমর্পন করতে।"*

৪০:৬৬ এই আয়াতে ব্যবহৃত আরবি শব্দ "নাহা" চলমান কোনো কিছু থেমে যাওয়ার নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ একই শব্দ ৪:১৭১-এ দেখুন। এছাড়াও ৯৩:৭ দেখুন।

67 তিনি সে সত্ত্বা যিনি তোমাদেরকে ধূলিকণা থেকে সৃষ্টি করেছেন, এবং পরবর্তীতে অতিক্ষুদ্র একটি ফোঁটা থেকে, তারপর ঝুলন্ত ভ্রুন থেকে, তারপর তিনি তোমাদেরকে শিশু হিসেবে বের করে আনেন, তারপর তিনি তোমাদেরকে প্রাপ্ত-বয়স্কে পৌঁছতে দেন, তারপর তোমরা বৃদ্ধ হও- তোমাদের কেউ কেউ এর আগেই মারা যাও। তোমরা অর্জন কর একটি পূর্বনির্ধারিত বয়স, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

68 তিনিই একমাত্র সত্ত্বা যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন জীবন এবং মৃত্যু। কোন কিছু সম্পন্ন করতে তিনি শুধু একে বলেন, "হও"এবং তা হয়ে যায়।

69 তুমি কি তাদের লক্ষ্য করেছো যারা আল্লাহর প্রমাণাদির বিরুদ্ধে তর্ক করে, এবং কিভাবে তারা পথচ্যুত হয়?

70 তারাই সে ব্যাক্তি যারা অবিশ্বাস করেছিল ঐশীগ্রন্থে, এবং বার্তাসমূহে, যা আমরা আমাদের বার্তাবাহকদের দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। অতএব, তারা অবশ্যই খুঁজে পাবে।

71 তাদের গলার চারপাশে থাকবে শিকল, এবং তাদেরকে টানতে সে শিকল ব্যবহার করা হবে।

72 নিম্নস্তরে,* এরপর আগুনে, তারা পুড়বে।

৪০:৭২ যারা নিজেদের প্রস্তুত করেনি তারা বিচারের দিনে আল্লাহর সামনে প্রচণ্ড কষ্ট পাবে। তাদের আত্মার পর্যাপ্ত বৃদ্ধি এবং বিকাশের অভাবের কারণে তারা আল্লাহর নৈকট্য সহ্য করতে পারবে না। আমি এই বিশেষ পরিস্থিতি বর্ণনা করার জন্য "ইনফার্নো" ব্যবহার করছি (৫৫:৪৪)। আত্মার প্রস্তুতি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যেমন সংযোগ প্রার্থনা।

73 তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, "কোথায় সে উপাসিতরা যাদেরকে তোমরা উপাসনা করতে,

তারা কোন কিছুরই উপাসনা করেনি

74 "আল্লাহর পাশে?" তারা বলবে, "তারা আমাদেরকে পরিত্যাগ করেছে। প্রকৃতপক্ষে, যখন আমরা তাদের উপাসনা করেছিলাম, আমরা কোনকিছুরই উপাসনা করছিলাম না।" এভাবে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের পথভ্রষ্ট করেন।

75 এর কারন পৃথিবীতে তোমরা মিথ্যা মতবাদে আনন্দ করতে, এবং তোমরা সেগুলোর প্রচার করতে।

76 জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, যেখানে তোমরা চিরকাল বাস করো। উদ্ধত ব্যক্তিদের জন্য শোচনীয় নিয়তি।

77 তুমি ধৈর্যশীল হবে, কারন আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। যদি আমরা তোমাকে এমন কিছু (শাস্তি) দেখাই, যার প্রতিশ্রুতি আমরা তাদের দিয়েছিলাম, অথবা এর পূর্বে তোমার জীবনাবসান করি, তারা আমাদের কাছে ফিরে আসবে।

কুরআনের গাণিতিক অলৌকিকতায় আল্লাহর অনুমোদন*

78 আমরা তোমার আগে বার্তাবাহকদের পাঠিয়েছিলাম - যাদের কাউকে কাউকে আমরা তোমার কাছে উল্লেখ করেছিলাম এবং কাউকে কাউকে তোমার কাছে উল্লেখ করিনি। আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া বার্তাবাহক কোন অলৌকিকতা উপস্থাপন করতে পারে না।* একবার আল্লাহর বিচার প্রকাশ হলে, সত্য কর্তৃত্ব করে এবং মিথ্যাবাদীরা প্রকাশিত হয় এবং অপদস্থ হয়।

৪০:৭৮ ১৭:৪৫-৪৬, ১৮:৫৭ এবং ৫৬:৭৯ থেকে আমরা জানতে পারি যে অবিশ্বাসীদের কুরআন বোঝার কোন সুযোগ নেই; আল্লাহ কেবল বিশ্বাসী এবং আন্তরিক অনুসন্ধানকারীদেরই কুরআন বোঝার অনুমতি দিয়েছেন। কুরআনের গাণিতিক কোড, "একটি মহান অলৌকিক ঘটনা" (৭৪:৩০-৩৫), আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত এবং তাঁর প্রতিশ্রুত রসূলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে (পরিশিষ্ট ২)।

79 আল্লাহ সে সত্ত্বা যিনি তোমাদের জন্য পালিত-পশু তৈরি করেছেন, কয়েকটিতে তোমরা আরোহণ করো এবং কয়েকটিকে তোমরা খাও।

80 তারা তোমাদেরকে বাড়তি সুবিধাও দেয় যা তোমাদের অনেকের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করে। তাদের উপর, এবং জাহাজে, তোমাদেরকে বহন করা হয়।

81 তিনি এভাবে তোমাদেরকে তাঁর প্রমাণসমূহ দেখান। আল্লাহর কোন প্রমাণগুলোকে তোমরা অস্বীকার করবে?

82 তারা কি পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়নি এবং তাদের পরিণাম লক্ষ্য করে না, যারা তাদের আগে এসেছিল? তারা সংখ্যায় বড়, ক্ষমতায় বড়, এবং পৃথিবীতে একটি বড় উত্তরাধিকারের মালিক ছিল। অথচ তাদের কোন অর্জন তাদেরকে নুন্যতম সাহায্য করতে পারে নি।

83 যখন তাদের বার্তাবাহক তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে গিয়েছিল, তারা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানে মত্ত ছিল, এবং ঠিক যে বিষয়টি নিয়ে তারা উপহাস করতো তা-ই তাদের পতনের কারণ ছিল।

আল্লাহর একত্ব

84 পরবর্তীতে, তারা যখন আমাদের শাস্তি দেখল তারা বলেছিল, "এখন আমরা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করি, এবং আমরা এখন অবিশ্বাস করি সে প্রতিমা উপাসনাকে যা আমরা চর্চা করতাম।

অনেক দেরী হয়ে গেছে

85 তাদের বিশ্বাস তখন তাদেরকে সামান্যতম সাহায্য করতে পারেনি, একবার যখন তারা আমাদের শাস্তি দেখেছিল। এমনই আল্লাহর পদ্ধতি যা তাঁর সৃষ্টিগুলোর ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত; অবিশ্বাসীরা সর্বদা ধ্বংসপ্রাপ্ত।

SURA 41 · 54 VERSES

সবিস্তারিত

فصلت

Fussilat

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 হ. ম. (হা মীম)*

৪১:১ কুরআনের এই আদ্যক্ষরগুলির তাৎপর্যের জন্য, পাদটীকা ৪০:১ দেখুন।

2 পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর কাছ থেকে একটি প্রকাশনা।

3 একটি ঐশীগ্রন্থ যার আয়াতগুলো পূর্ণ বিস্তারিতভাবে জানায়, আরবি কুরআনে, মানুষের জন্য যারা জানে।

4 একটি শুভ সংবাদ বহনকারী, একইসাথে সতর্ককারী। তবে, তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নেয়; তারা শুনে না।

5 তারা বলেছিল, "পূর্ব থেকে আমাদের মন স্থির হয়ে আছে, আমাদের কান তোমার বার্তার প্রতি বধির এবং একটি অন্তরায় তোমার থেকে আমাদেরকে আলাদা করে। তুমি যা চাও করো, এবং আমরাও তা-ই করবো।"

6 বল, আমি তোমাদের মত একজন মানুষের চেয়ে বেশি কিছু নই, যাকে প্রত্যাদেশ দেয়া হয়েছে যে তোমাদের খোঁদা এক। তোমরা তাঁর প্রতি নিবেদিত হবে এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। দু:খ তো প্রতিমা উপাসকদের।

7 যারা বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) দেয় না, এবং পরকাল সম্পর্কে, তারা অবিশ্বাসী।

8 তাদের ক্ষেত্রে যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন যাপন করে,তারা একটি যথোপযুক্ত প্রতিদান পায়।

9 বল, "তোমরা অবিশ্বাস কর সে সত্ত্বাকে যিনি দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন, এবং তোমরা তাঁর সাথে সমমর্যাদা দিতে শরিক স্থাপন করো, যদিও তিনি মহাবিশ্বের প্রভু।*

৪১:৯-১০ সৃষ্টির "দিনগুলো" একটি মাপকাঠি সরূপ। সুতরাং, দৃশ্যমান মহাবিশ্ব দুই দিনে তৈরি হয়েছিল, যেখানে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর জন্য রিযিক গণনার জন্য চারটি দিনের প্রয়োজন ছিল। এটি আমাদের আরও শিক্ষা দেয় যে শুধুমাত্র এই পৃথিবী গ্রহেই জীবন আছে।

10 তিনি এর উপর স্থাপন করেছেন ভারসাম্যরক্ষাকারী (পর্বতমালা), একে উর্বর করেছেন, এবং তিনি চার দিনে এর জীবিকা গণনা করেছেন, এর অধিবাসীদের চাহিদা মেটাতে

11 তারপর তিনি আকাশের দিকে ফিরলেন, যখন তা তখনও গ্যাস ছিল, এবং বলেছিলেন একে, ও পৃথিবীকে,"অস্তিত্বে আসো, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। ”তারা বলেছিল, "আমরা আসি স্বেচ্ছায়।"

12 এভাবে, তিনি সাতটি মহাবিশ্ব দুই দিনে সম্পূর্ণ করেছিলেন, এবং প্রত্যেক মহাবিশ্বের জন্য আইনসমূহ প্রকাশ করলেন। এবং আমরা নিম্নতম মহাবিশ্বকে বাতি দিয়ে সুশোভিত করেছিলাম, এবং এর চারপাশে পাহারাদারদের বসিয়েছি। এমনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞের নকশা।*

৪১:১২ একমাত্র আল্লাহই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন (১৮:৫১), কিন্তু ফেরেশতারা সর্বনিম্ন মহাবিশ্বে কিছু কাজ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমাদের মহাবিশ্ব আল্লাহর শারীরিক উপস্থিতি সহ্য করতে পারে না (৭:১৪৩)। বহুবচন আমাদের মহাবিশ্বে ফেরেশতাদের ভূমিকা প্রকাশ করে (পরিশিষ্ট ১০)।

সতর্কবাণী

13 যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বল, “আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি একটি বিপর্যয়ের বিষয়ে, এটা সেই বিপর্যয়ের মতো যা আদ এবং সামূদ জাতিকে বিলুপ্ত করেছিল।

14 তাদের বার্তাবাহক তাদের কাছে গিয়েছিল, সেই সাথে তাদের আগে এবং তাদের পরে, এ বলে যে, "তোমরা আল্লাহ ছাড়া উপাসনা করবে না। “তারা বলেছিল, "যদি আমাদের প্রভু চাইতেন, তিনি ফেরেশতা পাঠাতেন। যা তুমি বল তাতে আমরা অবিশ্বাসী।"

15 আদের ক্ষেত্রে, তারা পৃথিবীতে উদ্ধত হয়ে পড়েছিল, সত্যের বিরোধিতা করতো, এবং বলেছিল, "কে আমাদের চেয়ে বেশি ক্ষমতাধর?”তারা কি অনুধাবন করেনি যে আল্লাহ, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, তাদের চেয়ে বেশি ক্ষমতাধর? তারা আমাদের প্রকাশনাবলীর প্রতি অকৃতজ্ঞ ছিল।

16 ফলস্রুতিতে, আমরা তাদের উপর তীব্র বাতাস পাঠিয়েছিলাম, শোচনীয় কিছু দিনের জন্য। এই জীবনে আমরা এভাবে অপমানকর শাস্তি দিয়ে তাদেরকে কষ্ট দিয়েছিলাম, এবং পরকালের শাস্তি আরো অপমানকর, তারা কখনোই জয়লাভ করতে পারবে না।

17 আর সামুদের ক্ষেত্রে, তাদেরকে আমরা পথনির্দেশনা প্রদান করেছিলাম, কিন্তু তারা পথনির্দেশনার উপরে পছন্দ করেছিল অন্ধত্বকে। পরিনামে, সর্বনাশা এবং লজ্জাজনক শাস্তি তাদেরকে ধ্বংস করেছিল, তারা যা অর্জন করেছিল তার কারনে।

18 আমরা সবসময় তাদেরকে রক্ষা করি যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবনযাপন করে।

19 সে দিনটি আসবে যখন আল্লাহর শত্রুদেরকে নরকাগ্নির দিকে তলব করা হবে, বলপূর্বকভাবে।

20 একবার তারা সেখানে পৌঁছলে, তাদের নিজেদের শ্রবণশক্তি, চোখ, এবং চামড়া সাক্ষী বহন করবে সবকিছুর যা তারা করেছিল।

ভিডিও রেকর্ড

21 তারা তাদের চামড়াকে বলবে, "কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী বহন করেছো? তারা উত্তর দিবে, "আল্লাহ আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন; তিনিই সে সত্ত্বা যিনি সবকিছুকে কথা বলার শক্তি দেন। তিনি সেই সত্ত্বা যিনি তোমাকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলেন, এবং এখন তুমি তার কাছে ফিরে এসেছো।,"

22 তোমাদের লুকানোর কোন উপায় নেই তোমাদের নিজেদের কান, তোমাদের চোখ, অথবা তোমাদের চামড়া থেকে। প্রকৃতপক্ষে, তোমরা ভেবেছিলে যে তোমরা যা করো তার বেশির ভাগ সম্পর্কে আল্লাহ অনবগত ছিলেন।

23 তোমাদের প্রভু সম্পর্কে এ ধরণের ভাবনা তোমাদের পতনের কারন হবে, এবং এরপর তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ো।

24 যদি তারা তাদের পথে চলতে থাকে, নরক হবে তাদের নিয়তি, এবং যদি তারা অজুহাত তৈরি করে, তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।

জ্বীন সহচররা

25 আমরা তাদেরকে সহচর নিযুক্ত করি যারা তাদের চোখে সাজিয়ে দেয় সবকিছু, যা তারা করে। এভাবে, তারা শেষপর্যন্ত একই পরিনতি টেনে আনে পূর্ববর্তী জীন ও মানুষ সম্প্রদায়গুলোর মতো, ওরাও ক্ষতিগ্রস্থ ছিল।

26 যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা বলল, "এই কুরআনের প্রতি মনোযোগ দিও না এবং একে বিকৃত করো, যাতে তোমরা জয়ী হতে পারো।

27 আমরা নিশ্চিতভাবে এই অবিশ্বাসীদেরকে কঠোর শাস্তির মাধ্যমে কষ্ট দিবো। আমরা নিশ্চিতভাবে তাদের মন্দ কাজের জন্য তাদেরকে প্রতিদান দিবো।

28 এমনই হলো প্রতিফল যা আল্লাহর শত্রুদের জন্য অপেক্ষা করে। নরক হবে তাদের চিরস্থায়ী আবাস; আমাদের প্রকাশনাবলী পরিত্যাগ করার জন্য একটি ন্যায্য প্রতিফল।

বিচার দিনে

29 যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা বলবে, "আমাদের প্রভু, আমাদের দেখান - জ্বীন ও মানুষ - এই দুই প্রকারের মধ্যে তাদেরকে যারা আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, যাতে আমরা তাদেরকে আমাদের পায়ের নিচে পদদলিত করতে পারি, এবং তাদেরকে নিম্নতম অবস্থায় রাখুন।"

পরিপূর্ণ সুখ: এখন এবং চিরদিন

30 যারা ঘোষনা করে,"আমাদের প্রভু হলো আল্লাহ, " এরপর সৎ জীবন-যাপন করে, ফেরেশতারা তাদের উপর অবতরণ করে: "তোমাদের কোন ভয় থাকবে না, না তোমরা শোক করবে। আনন্দ করো শুভ সংবাদে যে স্বর্গ তোমাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।

31 আমরা তোমাদের বন্ধু, এই জীবনে এবং পরকালে। এতে তোমাদের জন্য থাকবে যে কোন কিছু যার জন্য তোমরা ইচ্ছা পোষন করো; তোমাদের জন্য থাকবে যে কোন কিছু যা তোমরা চাও।

32 "(এমনই তোমাদের) চূড়ান্ত আবাস, একজন ক্ষমাকারী, সবচেয়ে দয়ালুর পক্ষ থেকে। "

আত্মসমর্পণকারী

33 কে তার চেয়ে উত্তম কথা বলতে পারে যে আল্লাহর দিকে আহবান করে, সৎ কাজ করে এবং বলে, "আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন"?

34 ভালো প্রতিক্রিয়া এবং মন্দ প্রতিক্রিয়া সমান নয়। তুমি যথাসম্ভব সুন্দর প্রতিক্রিয়া অবলম্বন করবে। এভাবে, যে ব্যক্তি তোমার শত্রু ছিল, সে তোমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু হয়ে যেতে পারে।

35 কেউ তা অর্জন করতে পারে না তারা ব্যতিত যারা দৃড়তার সাথে অধ্যবসায়ী। কেউ তা অর্জন করতে পারে না তারা ব্যতিত যারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান।

যখন শয়তান আপনাকে প্ররোচিত করে

36 যখন শয়তান তোমার কাছে কোন ধারনা ফিস ফিস করে, তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় খুঁজবে। তিনি শ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

আল্লাহর প্রমাণাদি

37 তাঁর প্রমানসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, এবং সূর্য ও চাঁদ। সূর্যের সামনে সেজদা করো না, চাঁদের সামনেও না; তোমরা আল্লাহর সামনে সেজদায় পতিত হবে যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, যদি সত্যি তোমরা কেবল তাঁর উপাসনা করো।

38 যদি তারা এটা করতে অত্যন্ত উদ্ধত হয়, তাহলে তোমার প্রভুর সান্নিধ্যে যারা রয়েছে তারা তাঁর মহিমা প্রকাশ করে রাতে ও দিনে, কখনো ক্লান্ত না হয়ে।

39 তাঁর প্রমানসমূহের মধ্যে রয়েছে যে তুমি ভূমিকে দেখো স্থির, এরপর, যখনই আমরা এর উপর পানি বর্ষণ করি, এতে জীবনের স্পন্দন হয়। নিশ্চয়, যে সত্ত্বা একে পূনরুজ্জীবিত করেছেন মৃতকেও তিনি পূনরুজ্জীবিত করতে পারেন। তিনি সর্বশক্তিমান।

40 নিশ্চয়, যারা আমাদের প্রকাশনাবলি বিকৃত করে তারা আমাদের কাছ থেকে গোপন নয়। যে ব্যক্তিকে নরকে নিক্ষেপ করা হয় সে উত্তম, নাকি যে ব্যক্তি পুনরুত্থান দিনে আসে নিরাপদ হয়ে? তোমরা যা চাও করো; তিনি সবকিছুর দেখেন যা তোমরা করো।

কুরআনের গাণিতিক অলৌকিকতা*

41 যারা কুরআনের প্রমানকে* প্রত্যাখ্যান করেছে যখন তা তাদের কাছে এসেছিল, তারা প্রত্যাখ্যান করেছে একটি সম্মানিত গ্রন্থকেও।

৪১:৪১ "যিকর" শব্দটি কুরআনের গাণিতিক কোডকে বোঝায়, যেমনটি ৩৮:১ এ স্পষ্ট করা হয়েছে।

42 কোন মিথ্যা এতে প্রবেশ করতে পারতো না, অতীতে বা ভবিষ্যতে;* সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান, প্রশংসনীয়ের পক্ষ থেকে একটি প্রকাশনা।

৪১:৪২ কুরআনের গাণিতিক অলৌকিকতার একটি প্রধান কাজ হল কুরআনের প্রতিটি অক্ষর এবং প্রতিটি দিক রক্ষা করা। সুতরাং, যেকোনো বিকৃতি তাৎক্ষণিকভাবে সনাক্ত করা যায় (অ্যাপস ১ এবং ২৪)।

আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহক*

43 যা তোমাকে বলা হয়, ঠিক একই কথা পূর্ববর্তী বার্তাবাহকদেরও বলা হয়েছিল। তোমার প্রভু ক্ষমাশীলতার অধিকারী, এবং তিনি যন্ত্রনাদায়ক শাস্তিরও অধিকারী।

৪১:৪৩ গাণিতিক প্রমাণ দেখায় যে এই আয়াতটি আল্লাহর প্রতিশ্রুত রসূলকে নির্দেশ করে। "রাশাদ" (৫০৫) এর জ্যামিতিক মান এবং "খলিফা" (৭২৫) এর মান এবং এই আয়াত সংখ্যা (৪৩) যোগ করলে আমরা পাই ৫০৫+৭২৫+৪৩=১২৭৩=১৯x৬৭। পরিশিষ্ট ২ দেখুন।

ভাষা অপ্রাসঙ্গিক

44 যদি আমরা একে একটি অ-আরবী কুরআন করতাম তারা বলতো, “এটি কেন ঐ ভাষায় এসেছে?” হোক এটি আরবিয় অথবা অ-আরবীয়, বল, “যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য, এটি একটি পথপ্রদর্শক এবং নিরাময়। আর যারা অবিশ্বাস করে, তারা এর প্রতি হবে বধির এবং অন্ধ, যেন তাদেরকে বহুদূর থেকে ডাকা হচ্ছে।”

45 আমরা মূসাকে ঐশীগ্রন্থ দিয়েছি এবং এতেও বিবাদ করা হয়েছিল। যদি এটি তোমার প্রভুর পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত না হতো, অবিলম্বে তাদের বিচার করা হতো। প্রকৃতপক্ষে, তারা অনেক বেশি সন্দেহ পোষন করে।

46 যেকেউ সৎকর্ম করে, তা তার নিজের ভালোর জন্য করে, এবং যেকেউ মন্দকর্ম করে তা তার নিজের ক্ষতির জন্য করে। তোমার প্রভু লোকদের প্রতি কখনো অন্যায়কারী নন।

উপাস্যরা তাদের অনুসারীদের প্রত্যাখ্যান করে

47 তাঁর কাছেই রয়েছে সে সময় (মহাবিশ্বের পরিসমাপ্তি) সম্পর্কে জ্ঞান।* কোন ফলই তাদের খোল থেকে বেরিয়ে আসে না, না কোন নারী গর্ভধারণ করে বা জন্ম দেয়, তাঁর জ্ঞান ছাড়া। সে দিন আসবে যখন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করবেন: "কোথায় সে উপাস্যরা যা তোমরা আমার পাশে স্থাপন করেছ?"তারা বলবে, "আমরা আপনার কাছে ঘোষনা করি যে আমাদের কেউ এর সাক্ষ্য বহন করি না।

৪১:৪৭ আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুত রসূলের মাধ্যমে এই জ্ঞান প্রকাশ করেছেন (পরিশিষ্ট ২৫)।

48 তারা যাদেরকে প্রতিমায় করেছিল সেই উপাস্যরা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে, এবং তারা অনুধাবন করবে যে পালানোর কোন উপায় নেই।

বিপদে বন্ধুরা

49 মানুষ ভাল জিনিসের জন্য মিনতি করে কখনো ক্লান্ত হয় না। এবং যখন দুর্দশা তার উপর পতিত হয়, সে হতাশ, বেপরোয়া হয়ে যায়।

50 এবং যখন আমরা তাকে কিছু দূর্ভোগের পর অনুগ্রহ করি, সে বলে, "এটা আমার অধীনে। আমি বিশ্বাস করি না যে সে সময় কখনো সংঘটিত হবে। এমনকি আমি আমার প্রভুর কাছে ফিরে গেলেও আমি তাঁর কাছে উত্তম জিনিস পাবো। সুনিশ্চিতভভাবে, আমরা অবিশ্বাসীদেরকে তাদের কাজের বিষয়ে অবহিত করবো, এবং তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেব।

51 যখন আমরা মানুষকে অনুগ্রহ করি, সে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এবং বিমুখতায় আরো বেশি ঝুঁকে পড়ে, এবং যখন সে কোন দূর্দশা ভোগ করে, সে উচ্চঃস্বরে মিনতি করে।

52 ঘোষনা করো: "যদি এটি সত্যিই আল্লাহ থেকে হয়, আর তোমরা একে প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নাও? কে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট যে এর বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়?"

এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী*

53 আমরা তাদেরকে আমাদের প্রমাণাদি দেখাবো দিগন্তসমূহে, এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, যতক্ষণ না তারা অনুধাবন করে যে এটাই সত্য।* তোমার প্রভু কি যথেষ্ট নয়, সবকিছুর সাক্ষী হিসেবে?

৪১:৫৩ এই আয়াতটি রচনাকারী অক্ষরগুলি হল ১৯টি, এবং তাদের জ্যামিতিক মান যোগ করে ১৩৮৭, ১৯x৭৩। এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী, ৯:৩৩, ৪৮:২৮, ৬১:৯ এবং ১১০:২ সহ, আমাদের জানায় যে সমগ্র বিশ্ব কুরআনকে আল্লাহর অপরিবর্তিত বার্তা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য নির্ধারিত (পরিশিষ্ট ৩৮ দেখুন)।

54 প্রকৃতপক্ষে, তারা তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে সন্দিহান। তিনি সবকিছুর বিষয়ে পূর্ণ অবগত।

SURA 42 · 53 VERSES

পরামর্শ

Al-Shoorā

الشورى

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 হ. ম. (হা মীম)*

৪২:১ এই আদ্যক্ষরগুলি কুরআনের অলৌকিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গঠন করে (পাদটীকা ৪০:১)।

2 আ. স. ক. (আয়িন সিন কাফ)*

৪২:২ এটিই একমাত্র সূরা যেখানে আমরা 'আ.স.ক.' ('আইন সিন কাফ') নামের আদ্যক্ষর দেখতে পাই, এবং এই সূরায় এই তিনটি অক্ষরের মোট উপস্থিতি হল ২০৯, ১৯x১১। এছাড়াও, "ক" অক্ষরটি এই সূরায় ৫৭ বার, ১৯x৩। একমাত্র সূরা যেখানে আমরা "ক (কাফ)" অদ্দ্যক্ষরটি দেখতে পাই তা হল ৫০, এবং এই অক্ষরটি সেই সূরায়ও ৫৭ বার এসেছে (পরিশিষ্ট ১ দেখুন)।

3 তোমার, এবং তোমার পূর্ববর্তীদের অনুপ্রেরণায় আছেন, আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

4 আকাশমন্ডলীর সবকিছু এবং পৃথিবীর সবকিছু তাঁর অধীনে,এবং তিনি সর্বাধিক উচ্চ, মহান।

5 তাদের উপর আকাশমন্ডলী প্রায় চুর্ণ হয়ে যায়, তাঁর প্রতি ভক্তিতে এবং স্বর্গদূতরা তাদের প্রভুর প্রশংসা এবং মহিমা ঘোষনা করে, এবং তারা ক্ষমা চায় তাদের জন্য যারা পৃথিবীর উপর আছে। নি:সন্দেহে,আল্লাহ ক্ষমাকারী,সবচেয়ে দয়ালু।

6 যারা তাঁর পাশে অন্য উপাস্য স্থাপন করে,আল্লাহ সেই সত্ত্বা যিনি তাদের দায়িত্বে রয়েছেন; তুমি তাদের উকিল নও।

7 আমরা এভাবে তোমার কাছে আরবি কুরআন প্রকাশ করি কেন্দ্রীয় সম্প্রদায় এবং এর আশেপাশের সবাইকে সতর্ক করতে, এবং সতর্ক করতে আহবান দিনের বিষয়ে যা অনিবার্য। শেষপর্যন্ত কারো পরিনতি হবে স্বর্গে, আর কারো নরকে।

8 যদি আল্লাহ চাইতেন, তিনি তাদেরকে এক সম্প্রদায়ভুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাঁর দয়ায় যাকেই চান উদ্ধার করেন। আর সীমালঙ্ঘনকারীদের ক্ষেত্রে, তাদের না আছে কোন অভিভাবক, আর না কোন সাহায্যকারী।

9 তারা কি তাঁর পাশে অন্য প্রভুদের খুঁজে পেয়েছে? শুধুমাত্র আল্লাহ প্রভু এবং মনিব। তিনিই সে সত্ত্বা যিনি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করেন, এবং তিনি সর্বশক্তিমান সত্ত্বা।

10 তোমরা এই বার্তার কোন অংশ নিয়ে বিবাদ করলে,এর বিচারের ভার আল্লাহর হাতে। এমনই আল্লাহ আমার প্রভু। আমি তাঁর উপর আস্থা রাখি,এবং তাঁর কাছে আমি আত্মসমর্পণ করি।

কেউ আল্লাহর সমান নয়

11 আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর সূচনাকারী। তিনি তোমাদের জন্য স্বামী-স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে, এবং প্রাণীদের জন্যও। তিনি এভাবে তোমাদেরকে বংশবৃদ্ধির উপায় প্রদান করেন। কোন কিছু নেই যা তাঁর সমান। তিনি শ্রোতা, দ্রষ্টা।

12 আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবী তাঁর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনিই সে সত্ত্বা যিনি যার জন্য ইচ্ছা জীবিকা বৃদ্ধি করেন, অথবা তা কমিয়ে দেন। তিনি সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

ধর্ম শুধু একটি

13 তিনি তোমাদের জন্য জারি করেছেন সে একই ধর্ম যা জারি করেছিলেন নুহের জন্য, এবং যা আমরা প্রত্যাদেশ করেছিলাম তোমার প্রতি, এবং যা আমরা জারি করেছিলাম ইব্রাহিম, মুসা, এবং ঈসার উপর: "তুমি এই একটি ধর্ম মেনে চলবে, এবং একে বিভক্ত করবে না। প্রতিমা-উপাসকরা তাতে ভীষন ক্ষুব্ধ হবে যা করতে তুমি তাদের আমন্ত্রণ করো। আল্লাহ নিজের দিকে পুনরুদ্ধার করেন যাকেই তিনি চান; আল্লাহ শুধু তাদেরকে নিজের পথ দেখান যারা পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ করে।

14 দুঃখজনকভাবে, তারা দলে-উপদলে ভাগ হয়েছিল শুধুমাত্র জ্ঞান আসার পর, তাদের নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা এবং বিদ্বেষের কারণে। যদি তাদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য অবকাশ দেয়ার পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে না থাকতো, তাদের বিচার অবিলম্বে করা হত।

খ্রিষ্টান এবং ইহুদিদের প্রতি বার্তা

15 এটাই তুমি প্রচার করবে এবং অবিচলভাবেকরতে থাকো যা করতে তোমাকে আদেশ করা হয়, এবং তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করো না। এবং ঘোষনা করো, "আমি বিশ্বাস করি আল্লাহর অবতীর্ণ সকল ঐশিগ্রন্থে। আমাকে তোমাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করতে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ একইসাথে আমাদের প্রভু এবং তোমাদের প্রভু। আমাদের রয়েছে আমাদের কর্ম, তোমাদের রয়েছে তোমাদের কর্ম। আমাদের এবং তোমাদের মাঝে কোন তর্ক-বিবাদ নেই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে একসাথে একত্রিত করবেন; তাঁর কাছেই চূড়ান্ত নিয়তি।

16 যারা আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করে, তাঁর বার্তা পাওয়ার পর, তাদের তর্ক আল্লাহ বাতিল করে দেন। তারা টেনে এনেছে নিন্দা, এবং তারা কঠিন শাস্তি অর্জন করেছে।

17 আল্লাহ সেই সত্ত্বা যিনি ঐশিগ্রন্থ পাঠিয়েছেন, সত্য এবং আইন পৌঁছে দিতে। যতটুকু তুমি জানো, সে সময় (বিচার দিবস) হয়তো খুব নিকটে।"

বিশ্বাসীরা বিচার দিন সম্পর্কে সচেতন

18 যারা এতে বিশ্বাস করে না তারা এর প্রতি চ্যালেঞ্জ করছে। আর যারা বিশ্বাস করে, তারা এটা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন, এবং তারা জানে যে এটা সত্য। নিঃসন্দেহে, যারা সে সময়কে অস্বীকার করে, তারা বহুদূরে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

19 আল্লাহ তাঁর সব সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত; তিনি যাকেই ইচ্ছা জীবিকা দেন। তিনি ক্ষমতাশালী, সর্বশক্তিমান।

20 যে কেউ পরকালের পুরষ্কার খোঁজে, আমরা তার জন্য পুরষ্কার বহুগুনে বাড়িয়ে দেই। এবং যে কেউ দুনিয়ার বস্তু খোঁজে, আমরা তাকে তা থেকে দেই, কিন্তু পরকালে সে কোন অংশ পায় না।

প্রতিমাঃ নতুন ধর্মীয় আইন উদ্ভাবন*

21 তারা অনুসরণ করে উপাস্যদের যারা তাদের জন্য জারি করে ধর্মীয় আইনসমূহ যা কখনো আল্লাহ দ্বারা অনুমোদিত হয়নি। যদি পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত না থাকতো,তৎক্ষণাৎ তাদের বিচার হয়ে যেতো। আসলে, সীমালঙ্ঘনকারীরা টেনে এনেছে এক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি ।*

৪২:২১ আজকের মুসলিম বিশ্বের ইসলাম এতটাই বিকৃত হয়ে গেছে যে এটি একটি শয়তানী ধর্মবিশ্বাস-এ পরিণত হয়েছে। উলামারা, অর্থাৎ ধর্মীয় পণ্ডিতরা, আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন অনেক বহিরাগত আইন, নিষেধাজ্ঞা, পোশাকবিধি, খাদ্যাভ্যাসের নিয়মকানুন এবং ধর্মীয় অনুশীলন যোগ করেছেন। এটি আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহকসূল প্রেরণের অন্যতম প্রধান কারণ (৯:৩১, ৩৩:৬৭, এবং পরিশিষ্ট ৩৩)।

22 তুমি দেখবে যে সীমালঙ্ঘনকারীরা সবকিছু সম্পর্কে চিন্তিত যা তারা করেছিল ; সবকিছু ফিরে আসবে এবং তাদেরকে তাড়া করবে। আর তাদের ক্ষেত্রে যারা বিশ্বাস করেছিল এবং সৎ জীবন যাপন করেছিল, তারা স্বর্গের বাগানগুলোতে থাকবে। তারা তাদের প্রভুর কাছ থেকে পাবে, যা কিছুই তারা ইচ্ছা করে। এটি সে বিশাল অনুগ্রহ।

23 এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য সুসংবাদ যারা বিশ্বাস করে ও সৎ জীবনযাপন করে। বল, "আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমি চাই যে তোমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনদের যত্ন নাও।" যেকেউ একটি সৎকাজ করে, আমরা তার পুরষ্কারকে এর জন্য বহুগুণে বাড়িয়ে দেই। আল্লাহ ক্ষমাকারী, কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ মিথ্যা মুছে ফেলেন এবং সত্য স্থাপন করেন*

24 তারা কি বলছে, "সে (রাশাদ)* আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করেছে!"? যদি আল্লাহ চাইতেন, তিনি তোমাদের মনে মোহর মেরে দিতে পারতেন, কিন্তু আল্লাহ মিথ্যা মুছে ফেলেন এবং তাঁর শব্দাবলী দিয়ে সত্য স্থাপন করেন। তিনি গভীরতম চিন্তাগুলো সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

৪২:২৪ অবিশ্বাসীরা তাদের প্রতিমা নবী মুহাম্মদকে স্মরণ করার জন্য সূরা ৯ এর শেষে দুটি মিথ্যা বক্তব্য যুক্ত করেছে। এই ধর্মনিন্দা মুছে ফেলার এবং সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ অগাধ প্রমাণ প্রকাশ করেছেন। "রাশাদ খলিফা" (১২৩০) এর জ্যামিতিক মান এবং আয়াত সংখ্যা (২৪) যোগ করে আমরা ১২৫৪, ১৯x৬৬ পাই (বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে পরিশিষ্ট ২ এবং ২৪ দেখুন)।

25 তিনি সে সত্ত্বা যিনি তাঁর বান্দাদের থেকে অনুশোচনা গ্রহন করেন, এবং পাপগুলো ক্ষমা করে দেন। তোমাদের করা সবকিছু সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত।

26 যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবনযাপন করে তারা তাঁর প্রতি সাড়া দেয় । তিনি তাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। আর অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে,তারা টেনে এনেছে এক কঠোর শাস্তি।

27 যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য জীবিকা বৃদ্ধি করতেন, তারা পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘন করতো। এজন্যই তিনি এটি পরিমিতভাবে পাঠান যার জন্যই তিনি চান। তিনি তাঁর বান্দাদের বিষয়ে পূর্ণ অবগত এবং দ্রষ্টা।

28 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন তারা হতাশ হবার পর, এবং তাঁর দয়া ছড়িয়ে দেন। শুধুমাত্র তিনিই মনিব, সবচেয়ে প্রশংসনীয়।

29 তাঁর প্রমাণাদির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর সৃষ্টি, এবং সে সৃষ্টিগুলো যা তিনি এদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। তিনি তাদেরকে তলব করতে সক্ষম, যখন তিনি চান।

কেবল একটি কর্মফল

30 খারাপ যা কিছুই তোমাদের ক্ষেত্রে ঘটে তা তোমাদের নিজেদের কর্মের ফল, এবং (তোমাদের পাপের) অনেকগুলো তিনি এড়িয়ে যান।

31 তোমরা কখনো পালাতে পারবে না, এবং আল্লাহর পাশে প্রভু এবং মনিব হিসেবে তোমাদের কেউ নেই।

32 তার প্রমাণাদির মধ্যে আছে জাহাজগুলো, যা পতাকার মত পালতোলে সমুদ্রে ভেসে বেড়ায়।

33 যদি তিনি চাইতেন, তিনি বাতাসকে স্থির করে দিতে পারতেন, যা তাদেরকে পানির উপরিভাগে গতিহীন করে দেয়। এগুলো তাদের জন্য প্রমাণ যারা অবিচল, কৃতজ্ঞ।

34 তিনি তাদেরকে ধ্বংস করতে পারতেন, তাদের নিজেদের কাজের প্রতিফল হিসেবে। তা সত্ত্বেও, তিনি (তাদের পাপের) অনেকগুলো এড়িয়ে যান।

35 আমাদের প্রমাণের বিরুদ্ধে যারা তর্ক করে,তারা খুঁজে পাবে যে তাদের কোন ভিত্তি নেই।

36 তোমাদের যা কিছুই দেওয়া হোক না কেন, তা এই জীবনের ক্ষণস্থায়ী বস্তুর চেয়ে বেশি কিছু নয়। আল্লাহ যা অধিকার করেন তা অনেক উত্তম এবং চিরস্থায়ী, তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে এবং তাদের আল্লাহতে আস্থা রাখে।

বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য

37 তারা গুরুতর পাপসমূহ এবং অনৈতিকতা এড়িয়ে চলে, এবং যখন রাগান্বিত হয়, তারা ক্ষমা করে দেয়।

38 তারা সংযোগ প্রার্থনার মাধ্যমে তাদের আল্লাহর প্রতি সাড়া দেয়। তাদের বিষয়াদিতে সিদ্ধান্ত হয় তাদের নিজেদের মধ্যে পরামর্শের পর, এবং তাদের প্রতি আমাদের জীবিকা থেকে তারা দেয় (দানে)।

39 যখন তাদের সাথে স্পষ্ট অবিচার করা হয়, তারা তাদের অধিকারের জন্য সোচ্চার হয়।

40 যদিও কোন অবিচারের সঠিক শাস্তি হলো একটি সমতুল্য শাস্তি,যারা ক্ষমা করে এবং সৎকর্মশীলতা বজায় রাখে তারা আল্লাহর দ্বারা পুরষ্কৃত হয়। তিনি অন্যায়কে ভালবাসেন না।

41 নিশ্চয়, তারা কোন ভুল করে না, যারা তাদের অধিকারের জন্য সোচ্চার হয়, যখন তাদের সাথে অবিচার করা হয়।

42 তারাই ভুল, যারা লোকদের সাথে অন্যায় আচরণ করে এবং কোন উস্কানি না থাকা সত্ত্বেও আগ্রাসন অবলম্বন করে। এরা টেনে এনেছে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

43 ধৈর্য্য এবং ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করা চরিত্রের প্রকৃত জোরকে প্রতিফলন করে।

44 যাকেই আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন, সে কখনো অন্য কোন প্রভু খুঁজে পাবে না, এবং তুমি এমন সীমালঙ্ঘনকারীদের দেখবে, যখন তারা শাস্তি দেখে বলছে যে,"আমরা কি আরেকবার সুযোগ পেতে পারি? "

45 তুমি তাদেরকে দেখবে, অপমানিত এবং অপদস্থ হয়ে, এর মুখোমুখি হবে, এবং তাকাবে, যদিও না তাকানোর চেষ্টা করবে। যারা বিশ্বাস করেছিল তারা ঘোষনা করবে, "তারা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত যারা পূনরুত্থান দিবসে তাদের আত্না এবং তাদের পরিবারকে হারিয়েছে। সীমালঙ্ঘনকারীরা চিরস্থায়ী শাস্তির যোগ্য হয়েছে।"

46 আল্লাহর বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য সেখানে কোন মিত্র থাকবে না। যাকেই আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন, সে কখনো পথপ্রাপ্ত হয় না।

47 তোমরা তোমাদের প্রভুর প্রতি সাড়া দিবে, সে দিনের আগে যা আল্লাহর দ্বারা অনিবার্য করা হয়েছে। ঐদিন তোমাদের জন্য না থাকবে কোন আশ্রয়স্থল, না কোন উকিল।

বার্তাবাহকের একমাত্র দায়িত্ব

48 যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমরা তোমাকে তাদের অভিভাবক হিসেবে পাঠাইনি। তোমার একমাত্র দায়িত্ব বার্তা পৌঁছে দেয়া। যখন আমরা মানুষের উপর দয়া বর্ষণ করি, তারা গর্বিত হয়ে ওঠে, এবং দুর্দশা যখন তাদেরকে পীড়া দেয়, তাদের নিজেদের কাজের পরিনামে, মানুষ অবিশ্বাসীতে পরিনত হয়।

49 আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহর অধীনে। তিনি সৃষ্টি করেন যা কিছুই তিনি ইচ্ছা করেন, তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দেন, এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দেন।

50 অথবা, হয়তো তিনি নারী এবং পুরুষদের একে অন্যকে বিয়ে করতে দেন, এরপর যাকেই তিনি চান বন্ধ্যা করেন। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

কিভাবে আল্লাহ আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন

51 কোন মানুষ আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করতে পারে না, প্রত্যাদেশের মাধ্যমে, অথবা কোন অন্তরালের পেছন থেকে, অথবা কোন বার্তাবাহক পাঠানোর মাধ্যম ব্যতীত, যার দ্বারা তিনি যা চান প্রকাশ করেন।তিনি সবচেয়ে উর্দ্ধে, সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান।

52 এভাবে, আমরা তোমাকে অনুপ্রাণিত করেছি একটি প্রকাশনার বিষয়ে যা আমাদের প্রত্যাদেশ ঘোষনা করে। ঐশিগ্রন্থ, অথবা বিশ্বাস সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা ছিল না। তাসত্ত্বেও, আমরা একে একটি অলোকবর্তিকা করেছি পথনির্দেশনা দেওয়ার জন্য আমাদের বান্দাদের মধ্য থেকে যাকেই আমরা পছন্দ করি। নিশ্চয় তুমি সরল পথে পরিচালিত করো।

53 আল্লাহর পথ, যাঁর অধীনে আকাশমণ্ডলীর সবকিছু এবং পৃথিবীর সবকিছু। নিঃসন্দেহে,সব ব্যাপার আল্লাহর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

SURA 43 · 89 VERSES

অলঙ্কার

الزخرف

Al-Zukhruf

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 হ. ম. (হা মীম)*

৪৩:১ পাদটীকা ৪০:১ দেখুন। সাতটি হ.ম.-সূচনাকৃত সূরায় "হ" (হা) এবং "ম" (মীম) অক্ষরের উপস্থিতির ক্রম যথাক্রমে ২৯২ এবং ১৮৫৫। এর যোগফল ২১৪৭ বা ১৯x১১৩।

2 এবং সে জ্ঞানালোকপূর্ণ ঐশীগ্রন্থ।

3 আমরা একে একটি আরবি কুরআন করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।*

৪৩:৩ আরবি ভাষা সবচেয়ে কার্যকর ভাষা, বিশেষ করে আদেশ, আইন এবং পরিষ্কার আইন প্রকাশের ক্ষেত্রে। তাই সকল জাতির, তাদের ভাষা নির্বিশেষে, স্পষ্ট বোধগম্যতার জন্য আরবি ভাষায় কুরআন নাজিল করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট ৪ দেখুন।

4 এটি আমাদের মাধ্যমে মূল গ্রন্থে সংরক্ষিত, যা সম্মানিত এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ।

5 আমাদের কি উচিত শুধু এই বাস্তব সত্যটা উপেক্ষা করা যে তোমরা সীমা-লংঘন করেছো?*

৪৩:৫ এটি আমাদের মূল পাপকে নির্দেশ করে যা ভূমিকা এবং পরিশিষ্ট ৭-এ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

উদ্ধার পাবার পরিকল্পনা

6 আমরা পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলোতে অনেক নবী পাঠিয়েছি।

7 প্রতিবার যখন একজন বার্তাবাহক তাদের কাছে গিয়েছিলো, তারা তার প্রতি উপহাস করেছিল।

8 পরিনামে, আমরা লোকদের নিশ্চিহ্ন করেছিলাম যারা এমনকি এদের চেয়ে আরো বেশি ক্ষমতাধর ছিল। আমরা এভাবে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলো থেকে উদাহরণ স্থাপন করি।

9 যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করতে, "কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন, " তারা বলতো, "সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ তাদের সৃষ্টি করেছেন।"

10 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বাসযোগ্য করেছেন, এবং সেখানে তোমাদের জন্য রাস্তা সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা সঠিক পথ অনুসরণ করতে পারো।

11 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, যথাযথ পরিমানে, তার দ্বারা মৃত জমিকে জীবিত করতে। একইভাবে, তোমরা পুনরুত্থিত হবে।

12 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন সকল প্রকার, জোড়ায় জোড়ায় (পুরুষ ও নারী), এবং তিনি তোমাদের আরোহণের জন্য জাহাজ এবং পালিত পশু সৃষ্টি করেছেন।

13 তোমরা যখন তাদের উপর অবস্থান করো,তোমরা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এমন অনুগ্রহের মূল্যায়ন করবে,এবং বলো,"মহিমা সে সত্ত্বার যিনি আমাদের জন্য একে বশীভূত করেছেন। আমরা নিজেরা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না।

14 "আমরা অবশেষে আমাদের প্রভুর কাছে ফিরে যাই।"

ফেরেশতারা কন্যার মতো: একটি ধর্মনিন্দা

15 এমনকি তারা তাঁর নিজের সৃষ্টি থেকে একটি অংশকে তাঁর জন্য নির্ধারণ করে! নিশ্চয়, মানুষ চরম অকৃতজ্ঞ।

16 তিনি কি তাঁর সৃষ্টিজগতের মধ্য থেকে নিজের জন্য কন্যাদের পছন্দ করেছেন, যখন তোমাদেরকে পূত্র দিয়ে অনুগ্রহ করেন?

17 যখন তাদের কাউকে (একটি কন্যা সন্তানের) সংবাদ দেয়া হয় যেমন তারা সবচেয়ে দয়ালুর জন্য দাবি করেছিল, তার মুখমণ্ডল দুর্দশা এবং রাগে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়!

18 (তারা বলে,) "সে সন্তানে কি ভাল আছে যাকে লালন-পালন করা হয় রমনীয় হওয়ার জন্য, এবং যুদ্ধে সাহায্য করতে পারে না?"

19 তারা দাবি করেছিল যে, সবচেয়ে দয়ালুর বান্দা ফেরেশতারা হলো নারী! তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে? তাদের দাবী লিপিবদ্ধ আছে, এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।

20 তারা এমনকি বলেছিল, "যদি সবচেয়ে দয়ালু ইচ্ছা করতেন, আমরা তাদের উপাসনা করতাম না।" তাদের এমন দাবীর কোন ভিত্তি নেই; তারা শুধু অনুমান করে।*

৪৩:২০ প্রতিমা উপাসকরা তাদের প্রতিমা উপাসনার জন্য আল্লাহকে দোষারোপ করতে পারে না, কারণ আমাদের একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করার বা না করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

21 আমরা কি তাদেরকে এর পূর্বে কোন গ্রন্থ দিয়েছি, আর তারা এর সমর্থন করছে?

উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া প্রথা নিষিদ্ধ

22 বাস্তবতা হচ্ছে: তারা বলেছিল, "আমরা আমাদের মাতা-পিতাকে পেয়েছিলাম নির্দিষ্ট কিছু অনুশীলন চালিয়ে যেতে, এবং আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।"

23 ঠিক তেমনি, যখন আমরা কোন সম্প্রদায়ের কাছে একজন সতর্ককারী পাঠাতাম, ঐ সম্প্রদায়ের নেতারা বলতো, "আমরা আমাদের মাতা-পিতাকে পেয়েছিলাম নির্দিষ্ট কিছু অনুশীলন অনুসরণ করতে , এবং আমরা তাদের পদাঙ্ককে বহাল থাকবো।"

24 (বার্তাবাহক) বলতো, "যদি এমন হয় যে তোমরা তোমাদের পিতা-মাতা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে যা পেয়েছো তার চেয়ে আমি তোমাদের কাছে উত্তম পথনির্দেশনা নিয়ে এসেছি? "তারা বলতো, "তুমি যে বার্তা এনেছো তাতে আমরা অবিশ্বাসী ।"

25 পরিনামে, আমরা তদের প্রতিদান দিয়েছিলাম। প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিনামসমূহ লক্ষ্য করো।

ইব্রাহীমের উদাহরণ

26 ইব্রাহিম তার পিতাকে এবং তার লোকদের বলেছিল, "আমি প্রত্যাখ্যান করি যা তোমরা উপাসনা করো।

27 আমাকে পথ দেখাতে পারেন শুধু সে সত্ত্বা যিনি আমার সূচনা করেছেন।"

28 (ইব্রাহিমের) এই উদাহরণ পরবর্তী প্রজন্মগুলোর জন্য একটি চিরস্থায়ী উদাহরণ উপস্থাপন করে; হয়তো তারা তাদের আত্মাকে পুনরুদ্ধার করবে।

29 প্রকৃতপক্ষে, আমি এই লোকদের এবং তাদের পূর্বপুরুষদের যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছি, এরপর তাদের কাছে এসেছিল সত্য, এবং একজন স্পষ্ট বার্তাবাহক।

30 যখন সত্য তাদের কাছে এসেছিল, তারা বলেছিল, "এটা জাদু, এবং আমরা তাতে অবিশ্বাসী। "

মুহাম্মদকে উপহাস করা হয়েছিল

31 তারা বলেছিল, "যদি শুধু এই কুরআন দুই সম্প্রদায়ের (মক্কা বা ইয়াথরিবের) অন্যকোন বিশিষ্ট মানুষের মাধ্যমে অবতীর্ণ হতো!"

32 তারা কি সে ব্যক্তি যারা তোমার প্রভুর দয়া নির্ধারণ করে? আমরা এই জীবনে তাদের অংশ নির্ধারণ করেছি, মর্যাদায় তাদের কাউকে অন্যদের উপর স্থান দিয়ে, যেন তারা একে অন্যকে সেবা দিতে পারে। তোমার প্রভু থেকে দয়া অনেক উত্তম যেকোন জিনিসের চেয়ে যা তারা জমা করতে পারে।

শুধু এই বিশ্বের বস্তুসামগ্রী: অবিশ্বাসীরা যে সবকিছু পায়

33 যদি সব মানুষ এক (অবিশ্বাসী) ধর্মগোষ্ঠী হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকতো, যারা পরম দয়াময়কে অবিশ্বাস করে আমরা তাদের সবাইকে দান করতাম রুপার ছাঁদবিশিষ্ট অট্রালিকা আর সিঁড়ি যা দিয়ে তারা আরোহণ করতে পারতো।

34 তাদের অট্রালিকাগুলোতে থাকতো চিত্তাকর্ষক দরজা, এবং বিলাসবহুল আসবাবপত্র।

35 এছাড়া অনেক অলংকার। এগুলো হলো এই নিম্নমানের জীবনের অস্থায়ী বস্তুসামগ্রী। পরকাল- তোমার প্রভুর নিকট- সৎকর্মশীলদের জন্য অনেক অনেক উত্তম।

অদৃশ্য, শয়তান- সহচর*

36 যেকেউ সবচেয়ে দয়ালুর বার্তাকে উপেক্ষা করে, আমরা একজন শয়তানকে তার ধ্রুব সহচর হিসেবে নিযুক্ত করি।*

৪৩:৩৬-৩৯ আমাদের প্রত্যেকেরই সাথে শয়তানের একজন প্রতিনিধি নিত্যসঙ্গী হিসেবে থাকে (অনুচ্ছেদ ৭)।

37 এমন সহচর তাদেরকে পথ থেকে সরিয়ে দিবে, যদিও তাদেরকে বিশ্বাস করায় যে তারা সুপথপ্রাপ্ত

38 যখন সে আমাদের সামনে আসে সে বলবে, "ওহ তুমি যদি আমার থেকে দুই পূর্বের দূরত্বের মতো দূরে থাকতে।* কি এক শোচনীয় সহচর! "

৪৩:৩৮ "পূর্ব" বলতে সূর্যোদয়, চন্দ্রোদয় এবং নক্ষত্রপুঞ্জের উদয়ের স্থান বোঝায়।

39 তোমরা দু'জনেই যে শাস্তির ভাগিদার হবে, সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে,সেটা তোমাকে সেদিন সান্ত্বনা দিবে না।

আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহক

40 তুমি কি বধিরকে শুনাতে পারো; তুমি কি অন্ধকে দেখাতে পারো, অথবা তাদেরকে যারা বহুদুর পথভ্রষ্ট?

41 আমরা এর আগে তোমাকে মরতে দেই অথবা না দেই, অবশ্যই আমরা তাদেরকে প্রতিদান দিবো।

42 অথবা,আমরা হয়তো তোমাকে (সে শাস্তি) দেখাবো যা আমরা তাদেরকে অঙ্গীকার করেছিলাম। তারা আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।

43 যা তোমার কাছে প্রকাশ করা হয় তা তুমি অবিচলভাবে প্রচার করবে ; তুমি সঠিক পথে আছো।*

৪৩:৪৩ "রাশাদ খলিফা" (১২৩০) প্লাস ৪৩ এর জ্যামিতিক মানের যোগফল ১২৭৩, ১৯x৬৭।

44 এটি তোমার এবং তোমার লোকদের জন্য একটি বার্তা; তোমাদের সবাইকে প্রশ্ন করা হবে।

45 তোমার পূর্বে পাঠানো বার্তাবাহকদের যাচাই করো: "আমরা কি কখনো অন্যকোন উপাস্য নিয়োগ করেছি- সবচেয়ে দয়ালুর পাশে- উপাসিত হতে?"

46 উদাহরণস্বরুপ, আমরা মূসাকে ফেরাউন এবং তার সভাসদের কাছে আমাদের প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছিলাম, ঘোষনা করে যে: "আমি মহাবিশ্বের প্রভুর পক্ষ থেকে একজন বার্তাবাহক। "

47 যখন সে তাদেরকে আমাদের প্রমাণাদি দেখালো, তারা তাদেরকে নিয়ে উপহাস করলো।

মুসা এবং ফেরাউন

48 প্রত্যেকটি নিদর্শন যা আমরা তাদেরকে দেখিয়েছিলাম পূর্বের কোন একটির চেয়ে বড় ছিল। আমরা তাদেরকে মহামারী দিয়ে কষ্ট দিয়েছিলাম, হয়তো তারা অনুশোচনা করবে।

49 তারা বলেছিল, “হে যাদুকর!, আমাদের পক্ষ হয়ে তোমার প্রভুর কাছে মিনতি করো, যেহেতু (এই মহামারী দূর করতে) তাঁর সাথে তোমার একটি চুক্তি আছে; আমরা তারপর সুপথপ্রাপ্ত হবো।”

50 কিন্তু যখনই আমরা তাদের দুর্দশা দূর করেছিলাম, তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

51 ফেরাউন তার লোকদের কাছে ঘোষনা করলো, “হে আমার লোকেরা, আমি কি মিশরের রাজত্বের অধিকারী নই, এবং এই প্রবাহিত নদীগুলো কি আমার অধীনে নয়? তোমরা কি দেখো না?

52 “কোন ব্যক্তি উত্তম; আমি নাকি সে ব্যক্তি যে নিচু স্বভাবের এবং কথা বলতে কষ্ট হয়?

53 “কেন তাহলে সে কোন স্বর্ন ভান্ডারের মালিক নয়; কেন তাহলে ফেরেশতারা তার সঙ্গে থাকে না?”

54 সে এভাবে তার লোকদের বোকা বানিয়েছিল, এবং তারা তাকে মান্য করেছিল; তারা ছিল অন্যায়কারী লোক।

55 যখন তারা আমাদের বিরোধীতায় স্থির থাকলো, আমরা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম এবং তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম।

56 আমরা তাদেরকে পূর্ববর্তী করেছিলাম এবং অন্যদের জন্য একটি উদাহরণ।

ঈসাঃ আরেকটি উদাহরণ

57 যখন মরিয়মের পুত্রকে একটি উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়েছিল, তোমার লোকেরা তা উপেক্ষা করেছিলো।

58 তারা বলেছিল, “আমাদের উপাস্যদের উপাসনা করা উত্তম, নাকি তার উপাসনা করা?” তারা এটা বলেছিল শুধু তোমার সাথে তর্ক করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে, তারা সে লোক যারা বিরোধিতায় যোগ দিয়েছে।

59 সে একজন বান্দার চেয়ে বেশি কিছু ছিল না যার প্রতি আমরা অনুগ্রহ করেছিলাম, এবং আমরা তাকে ইসরাইলের সন্তাদের জন্য একটি উদাহরণ হিসেবে পাঠিয়েছিলাম।

60 যদি আমরা চাইতাম, আমরা তোমাদের স্বর্গদূত করতে পারতাম যারা বসতি স্থাপন করতো এবং পৃথিবীতে বংশ বিস্তার করতো।

ঈসা এবং বিশ্বের পরিসমাপ্তি*

61 বিশ্বের সমাপ্তি জানার জন্য সে কাজ করবে চিহ্নিতকারী হিসেবে*, যেন এ সম্পর্কে তোমরা আর কখনো কোন সন্দেহ পোষন না করো। তোমরা আমার অনুসরণ করবে; এটাই সঠিক পথ।

৪৩:৬১ পরিশিষ্ট ২৫-এ বর্ণিত হিসাবে, কুরআনে পৃথিবীর সমাপ্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং ঈসার জন্ম তারিখ গণনাগুলি সঠিক হওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। আমরা জানতে পারি যে পৃথিবী ঈসার জন্মের পরে ২২৮০ (১৯x১২০) সালে শেষ হবে (৪৭:১৮ দেখুন)। উপরন্তু, চন্দ্র বছর (১৭১০) এবং সৌর বছর (২২৮০) উভয়ই ৫৭০ (১৯x৩০) দ্বারা বিভাজ্য, ঈসার জন্ম থেকে মুহাম্মদের জন্ম পর্যন্ত বছরের সংখ্যা। সুতরাং, ঈসার জন্ম তারিখ একটি চিহ্ন।

62 তোমরা শয়তানকে বাধা দিতে দিও না; সে তোমাদের সবচেয়ে স্পষ্ট শত্রু।

63 যখন ঈসা প্রমানসমূহ নিয়ে গিয়েছিল, সে বলল, “আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে, এবং কিছু বিষয় সুস্পষ্ট করতে আসি যেগুলো নিয়ে তোমরা বিবাদ করো। তোমরা আল্লাহর ভক্তি করবে এবং আমাকে মান্য করবে।

64 আল্লাহ আমার এবং তোমাদের প্রভু, তোমরা কেবল তাঁর উপাসনা করবে। এটাই সঠিক পথ।"

65 বিরোধীরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করেছিল। দুর্ভোগ তাদের প্রতি যারা এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির সীমালঙ্ঘন করে।

66 তারা কি অপেক্ষা করছে সে সময়ের (বিচার দিবস) আকস্মিকভাবে আসার জন্য যখন তারা এর প্রত্যাশা খুব কমই করে?

67 ঐদিন ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও একে অন্যের শত্রু হয়ে পড়বে, সৎকর্মশীলরা ব্যতীত ।

সৎকর্মশীলরা

68 হে আমার বান্দারা, ঐদিন তোমাদের কোন ভয় থাকবে না, না তোমরা শোক করবে।

69 তারা সে ব্যক্তি যারা আমাদের প্রকাশনাবলিতে বিশ্বাস করেছিল, এবং আত্মসমর্পণকারী ছিল।

70 স্বর্গে প্রবেশ করো, তোমাদের সঙ্গীদের সাথে, এবং আনন্দ করো।

71 তাদেরকে পরিবেশন করা হবে সোনালী ট্রে এবং পেয়ালা, এবং তারা সবকিছু পাবে যার জন্য হৃদয় আকাঙ্ক্ষা করে এবং চোখ ইচ্ছা পোষণ করে। তোমরা সেখানে চিরকাল বসবাস করো।

72 তোমাদের কর্মের বিনিময়ে তোমরা এই স্বর্গের উত্তরাধিকারী হবে।

73 এতে তোমরা পাবে সব রকমের ফল, যা থেকে তোমরা খাও।

74 নিশ্চয়, অপরাধী ব্যাক্তি জাহান্নামের শাস্তিতে চিরকাল বাস করবে।

75 তাদের জন্য শাস্তি কখনো কমানো হবে না; তারা তাতে আবদ্ধ থাকবে।

76 তাদের ক্ষতি আমরা করিনি; তারাই তাদের নিজ আত্মার ক্ষতি করেছিল।

77 তারা মিনতি করবে: "হে মালেক, তোমার প্রভু যেন আমাদের ধ্বংস করেন।" সে বলবে, "তোমরা অবস্থান করছো চিরকাল।

তারা সত্যকে ঘৃনা করে

78 "আমরা তোমাদেরকে সত্য দিয়েছি, কিন্তু তোমাদের বেশির ভাগ সত্যকে ঘৃনা করো।"

79 তারা কি কিছু ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছে? আমরাও পরিকল্পনা করছি।

80 তারা কি মনে করে যে আমরা তাদের গোপনীয়তা এবং ষড়যন্ত্রগুলো শুনি না? হ্যা নিশ্চয়; আমাদের বার্তাবাহকেরা তাদের সাথে আছে, লিপিবদ্ধ করছে।

81 ঘোষনা করো: "যদি সবচেয়ে দয়ালুর একজন পূত্রসন্তান থাকতো, এরপরেও আমি সর্বপ্রথম উপাসনাকারী হতাম।"

82 তিনি মহিমান্বিত; তিনি আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর প্রভু, বিশাল রাজত্বের প্রভু, তাদের দাবির অনেক উর্দ্ধে।

83 তাদেরকে বিভ্রমে এবং ক্রিড়া-কৌতুকে থাকতে দাও যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা তাদের দিনের সাক্ষাত করে যা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে

84 তিনিই সে একমাত্র সত্ত্বা যিনি আকাশে একজন দেবতা এবং পৃথিবীতে একজন দেবতা। তিনি সবচেয়ে জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ।

85 সবচেয়ে প্রশংসিত সে সত্ত্বা যিনি আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবী, এবং এদের মধ্যকার সবকিছুর সকল সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তাঁর কাছেই রয়েছে সে সময় (বিশ্বের সমাপ্তি) সম্পর্কিত জ্ঞান, এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে।

86 যাদেরকে তারা তাঁর পাশে উপাস্য স্থাপন করে তাদের কারোরই মধ্যস্থতা করার কোন ক্ষমতা নেই, যদি না তাদের মধ্যস্থতা সত্যের সাথে মিলে যায়, এবং তারা পুরোপুরি জানে।

87 যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তারা বলত, "আল্লাহ"। তবে কেন তারা পথচ্যুত হয়?

88 ঘোষনা করা হবে যে: "হে আমার প্রভু, এই লোকেরা বিশ্বাস করে না।"

89 তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করবে এবং বল, "শান্তি;" তারা নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে।

SURA 44 · 59 VERSES

ধোঁয়া

الدّخان

Al-Dukhān

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 হ. ম. (হা মীম)

2 এবং এই জ্ঞানালোকপূর্ণ ঐশীগ্রন্থ।

3 আমরা একে অবতীর্ণ করেছি একটি অনুগ্রহপ্রাপ্ত রাতে, কারণ আমরা সতর্ক করি।

4 এতে (ঐশীগ্রন্থে), প্রজ্ঞার প্রত্যেকটি বিষয় সহজবোধ্য করা হয়েছে।

5 এটা আমাদের থেকে একটি পূর্বনির্ধারিত আদেশ যে আমরা বার্তাবাহকদের প্রেরণ করি।

6 এটি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে একটি দয়া। তিনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।

7 আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর প্রভু, এবং এদের মধ্যকার সবকিছুর প্রভু। যদি শুধু তুমি নিশ্চিত হতে পারতে!

8 তাঁর পাশে অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন জীবন এবং মৃত্যু; তোমাদের প্রভু এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রভু।

9 নিশ্চয়, তারা সন্দিহান, অমনোযোগী।

ধোঁয়া : একটি মুখ্য ভবিষ্যদ্বাণী*

10 অত:এব, সে দিনটির জন্য অপেক্ষা করো যখন আকাশ পরিবেষ্টনকারী ধোঁয়া নিয়ে আসে।*

৪৪:১০ মাত্র দুটি নিদর্শন এখনও পূর্ণ হয়নি, এই ধোঁয়া এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ (পরিশিষ্ট ২৫)।

11 এটা লোকদের পুরোপুরি ঢেকে ফেলবে; এটি একটি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

12 "আমাদের প্রভু, আমাদের জন্য এই শাস্তি দূর করুন; আমরা বিশ্বাসী।"

আল্লাহর অঙ্গীকারকৃত বার্তাবাহক*

13 এখন যখন অনেক দেরী হয়ে গেছে, তারা স্মরন করে! একজন জ্ঞান দানকারী বার্তাবাহক তাদের কাছে এসেছিল।*

৪৪:১৩ সূরা এবং আয়াত সংখ্যার যোগফল (৪৪+১৩) ৫৭, ১৯x৩, এবং এই কুরআনের বিধানটি আল্লাহর প্রতিশ্রুত রসূল দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছিল (পরিশিষ্ট ১, ২, এবং ২৬)।

14 কিন্তু তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, এ বলে যে, "উচ্চ শিক্ষিত, কিন্তু পাগল!"

15 আমরা কিছু সময়ের জন্য শাস্তি দূর করবো; দ্রুতই তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।

16 সেদিন যখন আমরা বড় আঘাতটি দিয়ে আঘাত করি , তখন আমরা প্রতিশোধ নিবো।

17 আমরা তাদের পূর্বে পরীক্ষা করেছি ফেরাউনের লোকদের; একজন সম্মানিত বার্তাবাহক তাদের কাছে গিয়েছিল।

18 ঘোষনা করে যে: "আল্লাহর বান্দারা, আমার কথা শোনো। আমি তোমাদের প্রতি একজন বিশ্বস্ত বার্তাবাহক।

19 এবং, "আল্লাহর বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করো না। আমি তোমাদের কাছে নিয়ে আসি শক্তিশালী প্রমাণসমূহ।

20 "আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার প্রভু এবং তোমাদের প্রভুর কাছে, যদি তোমরা আমার বিরোধিতা করো।

21 "যদি তোমরা বিশ্বাস করতে না চাও, তাহলে আমাকে শুধু আমার মতো থাকতে দাও।"

22 পরবর্তীতে, সে তার প্রভুর কাছে মিনতি করেছিল: "এরা অন্যায়কারী লোক'

23 (আল্লাহ বললেন,) " আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে ভ্রমন করো; তোমাদেরকে ধাওয়া করা হবে।

24 "দ্রুত সাগর পার হও; তাদের সৈন্যরা ডুবে যাবে।"

25 এভাবে, তারা ফেলে এসেছিল অনেক বাগান এবং ঝর্ণা।

26 শস্যসমূহ এবং একটি বিলাসবহুল জীবন।

27 অনুগ্রহসমূহ যা তারা উপভোগ করেছিল।

28 এই সবকিছু আমরা অন্য লোকদের দ্বারা উত্তরাধিকার করতে দিয়েছিলাম।

29 না আকাশমণ্ডলী, না পৃথিবী তাদের জন্য কেঁদেছিল, এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়নি।

30 ইতোমধ্যে, আমরা ইসরাইলের সন্তানদের অপমানজনক অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিলাম।

31 ফেরাউনের কাছ থেকে; সে ছিল একজন স্বৈরশাসক।

32 আমরা তাদেরকে সকল লোকদের থেকে পছন্দ করেছিলাম, জ্ঞাতসারে।

33 আমরা তাদেরকে এতোগুলো প্রমান দেখিয়েছিলাম, যা স্থাপন করেছিল এক মহা-পরীক্ষা।

একই পরিনাম আশা করুন

34 বর্তমান প্রজন্মগুলো বলে,

35 "আমরা প্রথম মৃত্যুতেই শুধু মারা যাই; আমরা কখনোই পুনরুত্থিত হবো না!

36 "আমাদের পূর্বপুরুষদের ফিরিয়ে আনো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

37 তারা কি তুব্বার লোকদের চেয়ে এবং তাদের পূর্বের অন্যদের চেয়ে উত্তম? আমরা তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করেছিলাম

38 আমরা সৃষ্টি করিনি আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবী, এবং এদের মধ্যকার সবকিছু, কেবল খেল-তামাশা করতে।

39 আমরা তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না।

40 সিদ্ধান্তের দিনটি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

41 এটা সে দিন যখন কোন বন্ধু তার বন্ধুকে কোনভাবে সাহায্য করতে পারবে না; না কেউ সাহায্য পাবে।

42 কেবলমাত্র তারা যারা আল্লাহ থেকে দয়া অর্জন করে। তিনি সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে দয়ালু।

অবিশ্বাসীরা

43 নিশ্চয়, তিক্ততার গাছ-

44 পাপীদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করবে।

45 ক্ষারের মতো, এটি পাকস্থলীতে ফুটবে।

46 নারকীয় পানীয়ের ফুটন্ত জলের মতো।

47 তাকে ধরো এবং নরকের কেন্দ্রে নিক্ষেপ করো।

48 তারপর তার মাথার উপর নরকের শাস্তি ঢালো।

49 "এর স্বাদ নাও; তুমি তো ছিলে বেশ ক্ষমতাধর, বেশ সম্মানিত।"

50 এটা তা-ই, যাতে তোমরা সন্দেহ করতে।

সৎকর্মশীল

51 সৎকর্মশীলরা থাকবে একটি নিরাপদ অবস্থানে।

52 বাগান এবং ঝর্ণাসমূহ উপভোগরত।

53 মখমল এবং রেশমী বস্ত্র পরিধানরত; একে অন্যের কাছাকাছি।

54 আমরা তাদেরকে চমৎকার জীবন-সঙ্গী প্রদান করলাম।

55 তারা সেখানে সকল প্রকারের ফল উপভোগ করে, পরিপূর্ণ শান্তিতে।

সৎকর্মশীলরা প্রকৃতপক্ষে মারা যায় না*

56 তারা সেখানে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করে না- প্রথম মৃত্যুর পর*- এবং তিনি তাদেরকে নরকের শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন।

৪৪:৫৬ পরিশিষ্ট ১৭-তে যেমন বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, সৎকর্মশীলরা আসলে মারা যায় না; তারা সরাসরি একই জান্নাতে চলে যায় যেখানে আদম এবং হাওয়া একসময় বাস করতেন। ৪০:১১-এ কাফেরদের বক্তব্যের সাথে এই বক্তব্যের তুলনা করুন।

57 এমনই তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। এমনই হলো মহা বিজয়।

58 আমরা এভাবে এটিকে তোমার ভাষায় স্পষ্ট করেছি, যাতে তারা মনোযোগ দিতে পারে।

59 অতএব, অপেক্ষা করো; তাদেরকেও অপেক্ষা করতে হবে।

SURA 45 · 37 VERSES

নতজানু

الجاثية

Al-Jātheyah

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 হ. ম. (হা মীম)

2 এই ঐশীগ্রন্থের প্রকাশনা আল্লাহ থেকে, সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

3 বিশ্বাসীদের জন্য আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবী প্রমানাদিতে পূর্ণ।

4 তোমাদের সৃষ্টিতে, এবং সকল প্রানীদের সৃষ্টিতেও, লোকদের জন্য প্রমাণ রয়েছে যারা নিশ্চিত।

5 এছাড়া, রাত এবং দিনের পরিবর্তনে, এবং জীবিকাসমূহ যা আল্লাহ আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেন মৃত ভূমিকে পুনর্জীবিত করতে, এবং বায়ূপ্রবাহ নিয়ন্ত্রনে; এই সবকিছু লোকদের জন্য প্রমান যারা বোঝে।

কোন হাদীস?*

6 এগুলো আল্লাহর প্রকাশনাবলি যা আমরা তোমার কাছে সত্য সহকারে আবৃতি করি। আল্লাহ এবং তাঁর প্রকাশনাবলি ব্যতীত অন্য কোন হাদীসে তারা বিশ্বাস করে?

৪৫:৬-৭ আল্লাহ "হাদিস"-কে নাম ধরেই নিন্দা করেছেন এবং আমাদের জানিয়েছেন যে এটি একটি ধর্মনিন্দামূলক মিথ্যাউদ্ভাবন।

7 দুর্ভোগ প্রত্যেক মিথ্যা উদ্ভাবক, অপরাধীর প্রতি।*

8 যে ব্যক্তি তার কাছে আবৃতি করা আল্লাহর প্রকাশনাবলি শুনে, এরপর ঔদ্ধতের সাথে তার পথের উপরেই জোর দেয়, যেন সে কখনো সেগুলো শুনেনি। তাকে এক যন্ত্রণাকর শাস্তির প্রতিশ্রুতি দাও।

9 যখন সে আমাদের প্রকাশনাবলি সম্পর্কে কোনকিছু শিখে, সে সেগুলোকে উপহাস করে। এরা টেনে এনেছে এক লজ্জাকর শাস্তি।

10 তাদের জন্য অপেক্ষায় আছে জাহান্নাম। তাদের উপার্জন তাদেরকে সাহায্য করবে না, না করবে আল্লাহর পাশে তাদের স্থাপিত প্রতিমা। তারা টেনে এনেছে এক ভয়ানক শাস্তি।

11 এটি একটি আলোকবর্তিকা, এবং যারা তাদের প্রভুর এই প্রকাশনাবলিতে অবিশ্বাস করে তারা টেনে এনেছে নিন্দা এবং একটি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

12 আল্লাহ সে সত্ত্বা যিনি সাগরকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, যাতে করে জাহাজগুলো এতে ঘুড়ে-বেড়াতে পারে তাঁর আইনানুসারে। তোমরা এভাবে তাঁর জীবিকা খোঁজ, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

13 তিনি তোমাদের সেবায় আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর সবকিছুকে নিয়োজিত করেছেন; সবকিছু তাঁর পক্ষ থেকে। এগুলো সে লোকদের জন্য প্রমান যারা অনুধাবন করে।

14 যারা বিশ্বাস করেছে তাদের বলো ক্ষমা করতে তাদেরকে যারা আল্লাহর দিনগুলোর প্রত্যাশা করে না। সবাইকে তিনি সম্পূর্ণ মূল্য দিবেন, যা কিছুই তারা অর্জন করেছে।

15 যেকেউ সৎকর্ম করে তার নিজের ভালোর জন্যই তা করে, এবং যেকেউ মন্দকর্ম করে তার নিজের ক্ষতির জন্যই তা করে। তোমাদের প্রভুর কাছে তোমরা ফিরে যাবে।

16 আমরা ইসরাইলের সন্তানদেরকে ঐশীগ্রন্থ, প্রজ্ঞা এবং নবীত্ব দিয়েছিলাম, এবং তাদেরকে ভাল জীবিকা দিয়েছিলাম; অন্য লোকদের চেয়ে তাদের উপর আমরা অধিক অনুগ্রহ অর্পণ করেছিলাম।

17 আমরা এখানে তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রত্যাদেশ দিয়েছি। দু:খজনকভাবে, তাদের কাছে জ্ঞান আসার পূর্ব পর্যন্ত তারা এই নিয়ে বিবাদ করেনি। এটা তাদের পক্ষ থেকে হিংসার ফল। নিশ্চয়, তোমার প্রভু পুনরুত্থান দিবসে তাদের বিচার করবেন সবকিছুর বিষয়ে যাতে তারা বিবাদ করেছে।

18 আমরা এরপর তোমাকে সঠিক আইনগুলো প্রতিষ্ঠা করতে মনোনীত করেছিলাম; তুমি এর অনুসরণ করো, এবং তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করো না যারা জানে না।

19 আল্লাহর বিরুদ্ধে তারা তোমাকে সামান্যতম সাহায্য করতে পারে না। সীমালঙ্ঘনকারীরাই নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সাথে মিত্রতা করে, যখন আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রভু।

20 এটা লোকদের জন্য প্রদান করে জ্ঞানালোক, এবং পথনির্দেশনা, এবং দয়া তাদের জন্য যারা নিশ্চিত।

21 যারা মন্দ কাজ করে তারা কি আশা করে যে আমরা তাদের সাথে একইরকম আচরণ করবো যেমন করি তাদের সাথে যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্মশীল জীবন-যাপন করে? তাদের জীবন এবং তাদের মৃত্যু কি একই রকম?* নিশ্চয়, তাদের বিচার ভুল।

৪৫:২১ আমরা এখন বুঝতে পারি যে সৎকর্মশীলরা আসলে মারা যায় না - তারা সরাসরি স্বর্গে যায় (১৬:৩২)- যখন অসৎকর্মশীলরা মৃত্যুর ফেরেশতাদের দ্বারা প্রহারিত হয় (৮:৫০ এবং ৪৭:২৭)।

22 আল্লাহ আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে, প্রত্যেক আত্মাকে তার জন্য মূল্য দিতে যাকিছুই এটি অর্জন করেছে, সামান্যতম অবিচার ছাড়া।*

৪৫:২২ আল্লাহ আমাদের এই জীবন দিয়েছেন নিজেদের মুক্তির, শয়তানের সাথে আমাদের অতীত জোটের নিন্দা করার এবং আল্লাহর রাজ্যে পুনরায় যোগদানের এক মূল্যবান সুযোগ হিসেবে। ভূমিকা এবং পরিশিষ্ট ৭ দেখুন।

প্রতিমা উপাসনার সাধারণ রূপ: অহংকার যখন দেবতায় পরিণত হয়

23 তুমি কি সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেছো যার দেবতা তার অহংকার? পরিনামে, আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, তার শ্রবণশক্তি এবং তার মনে মোহর মেরে দেন, এবং তার চোখে পর্দা দিয়ে দেন। আল্লাহর এমন সিদ্ধান্তের পর, কে তখন তাকে পথ দেখাতে পারে? তোমরা কি সতর্ক হবে না?

24 তারা বলেছিল, "আমরা শুধুমাত্র এই জীবনে বেচেঁ থাকি; আমরা বেচেঁ থাকি এবং মারা যাই এবং সময়ই কেবল আমাদের মৃত্যু ঘটায়!" এ সম্পর্কে তাদের কোন নিশ্চিত জ্ঞান নেই; তারা শুধু অনুমান করে।

25 যখন তাদের কাছে আমাদের প্রকাশনাবলি আবৃতি করা হয়, স্পষ্টভাবে, তারা শুধু এই তর্ক করে যে, "আমাদের পূর্বপুরুষদের ফিরিয়ে আনো, যদি তুমি সত্যবাদী হও।"

26 বল, "আল্লাহ তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, এরপর তিনি তোমাদেরকে মৃত করেন, এরপর তিনি পুনরুত্থান দিবসে তোমাদের তলব করবেন, যা অনিবার্য। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

27 আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর সকল সার্বভৌমত্ব আল্লাহর অধীনে। সেদিন যখন সে সময় (বিচার) সংঘটিত হয়, সেদিনই মিথ্যাবাদীরা হেরে যায়।

নতজানু

28 তুমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে নতজানু হতে দেখবে । প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নথি দেখতে ডাকা হবে। আজকে তোমরা সবকিছুর জন্য মূল্য পাও যা তোমরা করেছ।

29 এটা আমাদের রেকর্ড; এটা তোমাদের সম্পর্কে সত্য বলে। আমরা রেকর্ড করে আসছি সবকিছু যা তোমরা করেছো।

30 আর যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে, তাদের প্রভু তাদেরকে তাঁর দয়ায় প্রবেশ করাবেন। এটা মহাবিজয়।

31 আর যারা অবিশ্বাস করে: "আমার প্রকাশনাবলি কি তাদের কাছে আবৃতি করা হয়নি, কিন্তু তোমরা উদ্ধত হয়ে পড়েছিলে এবং অন্যায়কারী মানুষ ছিলে?

32 যখন এটা ঘোষনা করা হয় যে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং (বিচারের) সে সময় অনিবার্য, তোমরা বলেছিলে, "আমরা জানি না কি সে সময়! আমরা এটা সম্পর্কে পুরোপুরি অনুমানে আছি; আমরা নিশ্চিত নই।"

33 তাদের কাজের মন্দগুলো তাদের কাছে সহজবোধ্য হয়ে উঠবে, এবং ঠিক যে বিষয়গুলো নিয়ে তারা তামাশা করেছিল সেগুলো ফিরে আসবে এবং তাদেরকে তাড়া করবে।

34 এটা ঘোষনা করা হবে: "আজ আমরা তোমাদের ভুলে গিয়েছি, ঠিক যেমন তোমরা এই দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের আবাস নরকাগ্নিতে, এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

35 এর কারণ তোমরা আল্লাহর প্রকাশনাবলি নিরর্থকভাবে নিয়েছিলে এবং প্রথম জীবন নিয়ে ব্যস্ত ছিলে। পরিনামে, তারা সেখান থেকে কখনো বের হতে পারবে না, না তাদেরকে ক্ষমা করা হবে।

36 সকল প্রশংসা আল্লাহর অধীনে; আকাশমন্ডলীর প্রভু, পৃথিবীর প্রভু, মহাবিশ্বের প্রভু।

37 তাঁর অধীনেই আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর সকল আধিপত্য। তিনি সর্বশক্তিমান, পরম দয়ালু।

SURA 46 · 35 VERSES

বালিয়াড়ি

الأحقاف

Al-Ahqāf

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 হ. ম. (হা মীম)

2 এই ঐশিগ্রন্থের অবতরণ সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে।

3 আমরা আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবী, এবং এদের মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি করিনি, একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, এবং একটি সসীম সময়ের জন্য ছাড়া।

4 বল, "আল্লাহর পাশে তোমরা যে উপাস্যদের স্থাপন করেছ তাদের বিষয়ে ভেবে দেখো। তারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছিল আমাকে দেখাও। স্বর্গের কোন অংশের মালিকানা কি তাদের আছে? এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী অন্যকোন ঐশিগ্রন্থ, অথবা প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের কোন অংশ আমাকে দেখাও যা তোমাদের শিরককে সমর্থন করে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

উপাস্যরা সম্পূর্ণ বেখবর

5 তাদের চেয়ে কে অধিকতর পথভ্রষ্ট যারা আল্লাহর পাশে অংশীদার স্থাপন করে উপাস্যদের যা তাদের প্রতি কখনো সাড়া দিতে পারে না যতক্ষণ না বিচারের দিন আসে, এবং তাদের উপাসনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন?

উপাস্যরা তাদের উপাসকদের প্রত্যাখ্যান করে*

6 এবং যখন মানুষকে তলব করা হয় (বিচার দিবসে),তাদের উপাস্যরা তাদের শত্রু হয়ে পড়বে, এবং তাদের অংশীদারবাদকে প্রত্যাখ্যান করবে।*

৪৬:৬ আরও দেখুন মেথেউ (নতুন টেস্টামেন্ট) ৭:২১-২৩: যারা তাঁকে "প্রভু" বলে ডাকে, ঈসা তাদের স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেন।

7 যখন আমাদের প্রকাশনাবলী তাদের কাছে আবৃতি করা হয়েছিল, যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে, যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা তাদের কাছে আসা সত্য সম্পর্কে বলেছিল, "এটা স্পষ্টত জাদু!"

8 যখন তারা বলে,"সে এটি বানিয়েছে," বল, "যদি আমি এটি বানাতাম, তাহলে তুমি আমাকে আল্লাহর কাছ থেকে রক্ষা করতে পারতে না। তিনি তোমাদের পরিকল্পনার সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে তিনি যথেষ্ট। তিনি ক্ষমাকারী, সবচেয়ে দয়ালু।"

9 বল, "আমি অন্য বার্তাবাহকদের থেকে আলাদা নই। আমার কোন ধারণা নেই আমার অথবা তোমাদের সাথে কি ঘটবে। আমি কেবল অনুসরণ করি যা আমার কাছে প্রকাশ হয়। আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারীর চেয়ে বেশি কিছু নই।"

ইয়াহুদি ধর্মগুরু "জুডাহ দ্য পায়াস"*

10 বল, "যদি এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় আর তোমরা একে অবিশ্বাস করেছো? ইসরাইলের সন্তানদের মধ্য থেকে একজন সাক্ষী একই রকম একটি ঘটনার সাক্ষ্য বহন করেছে,* এবং সে বিশ্বাস করেছে, যখন তোমরা উদ্ধত হয়ে পড়েছো। নিশ্চয়, আল্লাহ অন্যায়কারী লোকদের পথ দেখান না।"

৪৬:১০ এই সাক্ষী হলেন রাবাই জুডাহ দ্য পায়াস (১১ শতক খ্রিস্টীয়), যিনি ধর্মগ্রন্থের অক্ষত টুকরোগুলিতে একই ১৯-ভিত্তিক গাণিতিক কোড আবিষ্কার করেছিলেন (পরিশিষ্ট ১ দেখুন)।

11 যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা তাদের সম্পর্কে বলেছিল যারা বিশ্বাস করেছিল, "যদি এটি ভাল কিছু হতো, তারা এটি আমাদের আগে গ্রহন করতো না।" যেহেতু তারা এর দিকে পথ-নির্দেশিত ছিল না, তারা বলেছিল, "এটি একটি পুরাতন মিথ্যা-উদ্ভাবন!"

12 এর আগে, মূসার গ্রন্থ পথ-নির্দেশনা এবং দয়া প্রদান করেছিল। এটিও একটি ঐশীগ্রন্থ যা নিশ্চিত করে, আরবিতে, তাদেরকে সতর্ক করতে যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল, এবং সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দিতে।

সুসংবাদ

13 নিশ্চয়, যারা বলে, "আমাদের প্রভু আল্লাহ, " এরপর সৎ জীবন-যাপন করে, তাদের কোন ভয় থাকবে না, না তারা শোক করবে।

14 তারা উপযুক্ত হয়েছে স্বর্গের, যেখানে তারা চিরকাল বাস করে; তাদের কাজের জন্য একটি পুরষ্কার।

৪০: সিদ্ধান্তের বয়স*

15 আমরা মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সম্মান করতে আদেশ করেছি। কষ্ট করে তার মা তাকে গর্ভধারণ করেছে, কষ্ট করে তাকে জন্ম দিয়েছে, এবং ত্রিশ মাস কাছ থেকে তার যত্ন নিয়েছে। যখন সে পৌঁছে পূর্ণ-বয়সে, এবং পৌঁছে ৪০ বছরে,* তার বলা উচিত, “আমার প্রভু, আমাকে চালনা করুন সে অনুগ্রহের মূল্য উপলব্ধিতে যা আপনি আমার উপর এবং আমার মাতা-পিতার উপর অর্পণ করেছেন, এবং সৎকর্মে যা আপনাকে সন্তুষ্ট করে। আমার সন্তানদেরও সৎকর্মশীল হতে দিন। আমি আপনার কাছে অনুশোচনা করেছি; আমি একজন আত্মসমর্পণকারী।

৪৬:১৫ আল্লাহ ভালো করেই জানেন কে স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য আর কে নরকে যাওয়ার যোগ্য। তাঁর আইন হলো, ৪০ বছর বয়সের আগে যাকে তিনি মৃত্যুদণ্ড দেন, সে স্বর্গে যাবে। আল্লাহর অসীম করুণা প্রতিফলিত হয় এই সত্যে যে অধিকাংশ মানুষের এই ঐশ্বরিক করুণা গ্রহণ করতে অসুবিধা হয়; তারা তর্ক করে বলে: "তাদের নরকে দাও!" পরিশিষ্ট ৩২ দেখুন।

16 তাদের থেকে আমরা সৎকর্ম গ্রহণ করি, আর পাপগুলো এড়িয়ে যাই। তারা স্বর্গের উপযুক্ত। এটা সে সত্য প্রতিশ্রুতি, যে প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয়।

17 এরপর রয়েছে সে ব্যক্তি যে তার মাতা-পিতাকে বলে, "দূর্ভোগ তোমাদের প্রতি; তোমরা কি আমাকে বলছো যে (মৃত্যুর পর) আমি আবার জীবিত হবো? কেমন করে যারা আমাদের পূর্বে মারা গিয়েছে তারা কখনো ফিরে আসে না? মাতা-পিতারা আল্লাহর সাহায্যের জন্য কান্না করে এবং বলে, "দূর্ভোগ তোমার প্রতি; দয়া করে বিশ্বাস করো! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।" সে বলে, "অতীতের কল্প-কাহিনী!"

18 এমনই হলো সে ব্যক্তিরা যারা প্রত্যেক জীন ও মানুষ প্রজন্মের মধ্যে অবিশ্বাসী হিসেবে চিহ্নিত; তারা ক্ষতিগ্রস্থ।

19 তারা সবাই তাদের প্রাপ্য পদমর্যাদা অর্জন করে, তাদের কর্ম অনুযায়ী। তাদের কাজের জন্য তাদেরকে তিনি মূল্য পরিশোধ করবেন, সামান্যতম অবিচার ছাড়া।

20 সেদিন আসবে যখন যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের কাছে নরকাগ্নি উপস্থাপন করা হবেঃ "তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনে তোমাদেরকে দেয়া ভাল সুযোগগুলো নষ্ট করেছো, এবং তোমরা সেগুলো নিয়ে আনন্দিত ছিলে। পরিনামে, আজ তোমরা লজ্জাজনক শাস্তি লাভ করেছো পৃথিবীতে, কোন ভিত্তি ছাড়া তোমাদের সম্পাদিত ঔদ্ধত্যের একটি প্রতিফল হিসেবে, এবং তোমাদের মন্দ কাজগুলোর জন্য।"

হুদ

21 স্মরণ করো যে বালিয়াড়িতে আ'দের ভাই তার লোকদের সতর্ক করেছিল, তার আগে এবং তার পরেও অসংখ্য সতর্কবার্তা প্রদান করা হয়েছিল: "তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো উপাসনা করবে না। আমি তোমাদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দিনের শাস্তির ভয় করি।"

22 তারা বলেছিল, "তুমি কি এসেছো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের থেকে দূরে সরিয়ে দিতে? তুমি যার হুমকি দাও (সে শাস্তি) আনার জন্য আমরা তোমাকে চ্যালেঞ্জ করি, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

23 সে বলেছিল, "এ বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে আল্লাহর কাছে; আমি তোমাদের কাছে শুধু তা-ই পৌঁছে দেই যা পৌঁছানোর জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে। তবে, আমি দেখি যে তোমরা অজ্ঞ লোক।"

24 যখন তারা দেখলো ঝড় তাদের দিকে আসছে, তারা বলল, "এই ঝড় আমাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বৃষ্টি নিয়ে আসবে।" বরং, এটা তা-ই যা আনতে তোমরা (হুদকে) চ্যালেঞ্জ করেছিলে; প্রচন্ড বাতাস যেখানে আছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

25 এটি সবকিছু ধ্বংস করেছিল, যেভাবে এর প্রভু নির্দেশ করেছিলেন। সকালের মধ্যে, তাদের বাড়িগুলো ছাড়া কিছুই দাড়িয়ে ছিল না। আমরা এভাবে অপরাধী লোকদের প্রতিফল দেই।

তারা বার্তাবাহকের সতর্কবার্তাকে উপহাস করেছিল

26 আমরা তাদেরকে একইভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম ঠিক যেমন তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, এবং প্রদান করেছিলাম শ্রবণশক্তি, চোখ ও মন। কিন্তু তাদের শ্রবণশক্তি, চোখ এবং মন তাদেরকে সামান্যতম সাহায্য করেনি। এটা এ কারনে যে তারা আল্লাহর প্রকাশনাবলি উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাই, যেসব ভবিষ্যদ্বাণী ও সতর্কবার্তা নিয়ে তারা উপহাস করেছিল সেগুলোই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল।

27 আমরা তোমাদের চারপাশের অনেক সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করেছি, আমরা প্রমানগুলোর ব্যাখ্যা দেয়ার পর, যাতে তারা অনুশোচনা করে।

28 কেন তাহলে সে উপাস্যরা তাদেরকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হয় যাদেরকে তারা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য স্থাপন করে? তারাই উল্টো তাদেরকে পরিত্যাগ করেছে। এমনই ছিল মিথ্যা উপাস্যরা, তারা যাদের উপাসনা করেছিল; তাদের উদ্ভাবিত উদ্ভাবনগুলি ছিল এরকম।

জীনদের মধ্যে বিশ্বাসীরা*

29 স্মরণ করো যে আমরা কিছু সংখ্যক জীনকে তোমার দিকে পরিচালিত করেছিলাম, যাতে করে তারা কুরআন শুনতে পারে। যখন তারা সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল, তারা বলেছিল, "শোন"। এটি সমাপ্ত হওয়া মাত্রই, তারা তাদের লোকদের নিকট ছুটলো, সতর্ক করতে।*

৪৬:২৯ জিন হলো সেইসব সৃষ্টি যারা কোটি কোটি বছর আগে শয়তান যখন তার বিখ্যাত ধর্মনিন্দা শুরু করেছিল, তখন তার সাথে সম্পূর্ণ একমত হয়েছিল। শয়তানের বংশধর হিসেবে তাদের এই পৃথিবীতে আনা হয়েছে। প্রতিবার একজন মানুষের জন্মের সময় একটি জিনের জন্ম হয়। নবজাতক জিনকে নবজাতক মানুষের মতো একই দেহে নিযুক্ত করা হয় এবং ক্রমাগত শয়তানের দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরতে (পরিশিষ্ট ৭)।

30 তারা বলল, "হে আমাদের লোকেরা, আমরা একটি গ্রন্থ শুনেছি যা মূসার পরে প্রকাশিত হয়েছে, এবং পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থগুলোকে নিশ্চিত করে। এটি দিকনির্দেশনা দেয় সত্যের দিকে; সঠিক পথের দিকে।

31 "হে আমাদের লোকেরা, আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও, এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখো। তাহলে তিনি তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দিবেন, এবং এক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিবেন।"

32 যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয় তারা পালাতে পারবে না, এবং তাঁকে ছাড়া কোন প্রভু পাবে না; তারা বহুদূর পথভ্রষ্ট হয়েছে।

33 তারা কি অনুধাবন করে না যে আল্লাহ, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সামান্যতম প্রচেষ্টা ছাড়া, মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম? হ্যাঁ নিশ্চয়; তিনি সর্বশক্তিমান।

34 সেদিন যখন অবিশ্বাসীদের কাছে নরকাগ্নি উপস্থাপন করা হবে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, "এটা কি সত্য নয়?" তারা উত্তর দিবে, "হ্যাঁ নিশ্চয়, আমাদের প্রভুর শপথ।" তিনি বলবেন, "তাহলে তোমাদের অবিশ্বাসের জন্য শাস্তি ভোগ করো।"

আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহক*

35 একারনে, ধৈর্যশীল হও তোমার পূর্বের বার্তাবাহকদের মতো যারা ছিল শক্তিমত্তার অধিকারী এবং ধৈর্য্য-অবলম্বন করতো। শাস্তি দেখার জন্য তাড়াহুড়োয় থেকো না, এটা তাদের কাছে অনিবার্যভাবে আসবে। তারা যেদিন এটি দেখবে, এটি মনে হবে যেন তারা দিনের এক ঘন্টা অবস্থান করেছিল। এটি একটি ঘোষণা : এরা কি অন্যায়কারীরা নয় যারা প্রতিনিয়ত নির্মূল হয়?

৪৬:৩৫ কুরআন ও গাণিতিক গননা প্রমাণ করে যে এখানে সম্বোধন করা বার্তাবাহক হলেন রাশাদ খলিফা। "রাশাদ খলিফা" (১২৩০) এর জ্যামিতিক মান, সূরা সংখ্যা (৪৬) এবং আয়াত সংখ্যা (৩৫) যোগ করলে

আমরা ১৩১১ বা ১৯x৬৯ পাই। এটি কুরআনের কোডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (অ্যাপ্লিকেশন ২)।

SURA 47 · 38 VERSES

মোহাম্মাদ

محمد

Muḥammad

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 যারা অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেয়, তিনি তাদের কাজগুলো অকার্যকর করে দেন।

2 যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্মশীল কাজ করে, এবং বিশ্বাস করে যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল মুহাম্মদের উপর- যা তাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সত্য- তিনি তাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেন, এবং তাদেরকে পরিতৃপ্তি দিয়ে সৌভাগ্যবান করেন।

3 এটা এ কারণে যে, যারা অবিশ্বাস করে তারা অনুসরণ করছে মিথ্যা, আর যারা বিশ্বাস করে তারা অনুসরণ করছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আসা সত্য। আল্লাহ এভাবে লোকদের জন্য উদ্ধৃতি দেন, তাদের উদাহরণসমূহ।

4 যদি তোমরা (যুদ্ধে) তাদের মুখোমুখি হও যারা অবিশ্বাস করে, তোমরা আঘাত করতে পারো ঘাড়ে। যদি তোমরা তাদেরকে বন্দী হিসেবে নাও তোমরা তাদেরকে মুক্ত করতে পারো অথবা তাদের থেকে মুক্তিপণ নিতে পারো, যতক্ষণ না যুদ্ধ শেষ হয়। যদি আল্লাহ চাইতেন, তিনি তোমাদেরকে বিজয় দান করতে পারতেন, যুদ্ধ করা ছাড়া। কিন্তু এভাবে তিনি তোমাদেরকে একে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করেন। আর তাদের ক্ষেত্রে যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিহত হয়, তিনি তাদের উৎসর্গকে কখনো নষ্ট হতে দেন না।

5 তিনি তাদেরকে পথ দেখাবেন, এবং তাদেরকে পরিতৃপ্তি দিয়ে অনুগ্রহ করবেন।

6 তিনি তাদেরকে স্বর্গে প্রবেশ করাবেন, যা তিনি তাদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন।

7 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, যদি তোমরা আল্লাহকে সমর্থন করো, তিনি তোমাদেরকে সমর্থন করবেন, এবং তোমাদের অবস্থানকে দৃঢ় করবেন।

8 যারা অবিশ্বাস করে তারা দু:খ-কষ্ট টেনে আনে। তিনি তাদের কাজগুলো একেবারেই বৃথা করে দেন।

9 এটা এ কারণে যে তারা ঘৃনা করেছিল যা আল্লাহ প্রকাশ করেছিলেন এবং পরিনামে, তিনি তাদের কাজগুলো অকার্যকর করে দেন।

10 তারা কি পৃথিবীতে ঘুড়ে বেড়ায়নি এবং তাদের পূর্ববর্তীদের পরিনাম দেখেনি? আল্লাহ তাদের কাজগুলো ধ্বংস করে দিয়েছিলেন; সকল অবিশ্বাসীরা একই নিয়তি ভোগ করবে।

11 এটা এ কারণে যে আল্লাহ তাদের প্রভু যারা বিশ্বাস করে, অপরদিকে অবিশ্বাসীদের কোন প্রভু নেই।

12 যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্মশীল জীবন-যাপন করে আল্লাহ তাদেরকে প্রবেশ করান প্রবাহিত ঝর্ণাসহ বাগানসমূহে। আর তাদের ক্ষেত্রে যারা অবিশ্বাস করে, তারা বাচেঁ এবং খায় যেমন খায় অন্য প্রানীরা, এরপর নরকাগ্নীতে শেষ হয়।

13 অনেক সম্প্রদায় সে সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল যারা তোমাকে তোমার শহর থেকে উচ্ছেদ করেছিল; যখন আমরা তাদের ধ্বংস করেছিলাম, কেউ তাদের সাহায্য করতে পারেনি।

14 যারা তাদের প্রভুর দ্বারা আলোকিত তারা কি তাদের মতো যাদের মন্দ কাজগুলো তাদের চোখে সুশোভিত করা হয়েছে, এবং তারা তাদের নিজের মত অনুসরণ করে?

15 স্বর্গ, যা সৎকর্মশীলদের জন্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তার উপমা হলোঃ এর আছে অদূষিত পানির নদীসমূহ, এবং বিশুদ্ধ দুধের নদীসমূহ, এবং শরাবের নদীসমূহ- যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু- এবং পরিশোধিত মধুর নদীসমূহ। সেখানে তাদের আছে সব ধরণের ফল, এবং তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে ক্ষমা। (তারা কি উত্তম) নাকি যারা চিরকালের জন্য নরকাগ্নীতে বাস করে, এবং নারকীয় পানি পান করে যা তাদের অন্ত্রগুলোকে ছিঁড়ে ফেলে?

16 তাদের কেউ কেউ তোমার কথা শুনে, এরপর এরা চলে যাওয়া মাত্রই তাদেরকে জিজ্ঞেস করে যারা বিজ্ঞ, “সে এইমাত্র কি বলেছে?” আল্লাহ এভাবে তাদের হৃদয়ে মোহর এঁটে দেন এবং, পরিনামে, তারা তাদের নিজেদের মতামত অনুসরণ করে।

17 আর তাদের ক্ষেত্রে যারা পথনির্দেশনা পেয়েছে, তিনি তাদের পথনির্দেশনা ত্বরান্বিত করেন, এবং তাদের জন্য সৎকর্মশীলতা মঞ্জুর করেন।

বিশ্বের সমাপ্তি*

18 তারা কি অপেক্ষা করছে- যে পর্যন্ত না সে সময় তাদের কাছে হঠাৎ করে আসে? ইতোমধ্যে এর সব নিদর্শন এসে গেছে। একবার যখন সে ঘন্টা তাদের কাছে আসে, কিভাবে তারা তাদের বার্তা থেকে উপকৃত হবে?*

৪৭:১৮ কুরআন, চূড়ান্ত টেস্টামেন্ট হিসেবে, পৃথিবীর শেষ সময়, খ্রিস্টাব্দ ২২৮০, নির্দেশ করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল নিদর্শন প্রদান করে। বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট ২৫ দেখুন।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহঃ প্রথম প্রত্যাদেশ

19 তোমরা জেনে রাখো যে: আল্লাহর পাশে অন্যকোন উপাস্য নেই, "* এবং ক্ষমা চাও তোমাদের পাপ এবং সকল বিশ্বাসী নারী-পুরুষের পাপের জন্য। আল্লাহ তোমাদের সিদ্ধান্ত এবং তোমাদের চূড়ান্ত নিয়তি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

৪৭:১৯ তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ধর্মের "প্রথম স্তম্ভ" সূরা "মুহাম্মদ"-এ বর্ণিত হয়েছে এবং এটি সম্পূর্ণরূপে একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবেদিত। মুহাম্মদের নাম তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার প্রতিমা উপাসকরা যুক্ত করেছিল।

ভন্ডদের মুখোশ উন্মোচন

20 যারা বিশ্বাস করেছিল তারা বলেছিল: "কখন একটি নতুন সূরা প্রকাশিত হবে?" কিন্তু যখন একটি সহজবোধ্য সূরা প্রকাশিত হলো, যেখানে যুদ্ধের উল্লেখ করা হয়েছিল, তখন তুমি তাদেরকে দেখতে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে যারা তাদের হৃদয়ে সন্দেহ পোষন করেছিল, যেন মৃত্যু তাদের কাছে এসেই পড়েছে। তারা এইভাবে উন্মোচিত হয়েছিল।

মুহাম্মদের যুগে দৃঢ়-বিশ্বাসের প্রমান

21 অনুগত থাকা এবং ন্যায়নিষ্ঠ কথাই তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত। যদি শুধু তারা আল্লাহর প্রতি আত্মবিশ্বাস দেখাতো, যখন যুদ্ধের জন্য একত্রিত হতে ডাকা হয়েছিল, এটা তাদের জন্য উত্তম হতো।

22 এটাও কি তোমাদের উদ্দেশ্য যে তোমরা চলে যাবার সাথে সাথেই মন্দ কাজ করবে এবং তোমাদের আত্মীয়দের সাথে দুর্ব্যবহার করবে?

23 এরা তারাই যারা আল্লাহ থেকে অভিশাপ টেনে এনেছিল, যার দ্বারা তিনি তাদেরকে বধির এবং অন্ধ করেছিলেন।

কুরআন অধ্যয়ন করুন

24 কেন তারা যত্নসহকারে কুরআন অধ্যয়ন করে না? তাদের অন্তর কি তালাবদ্ধ?

25 নিশ্চয়, যারা পিছনে ধাবিত হয়, তাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে পথ-নির্দেশনা প্রকাশিত হবার পর, শয়তান তাদেরকে প্ররোচিত করেছে এবং তাদেরকে বিপথগামী করেছে।

26 এটা এ কারনে যে তারা তাদেরকে বলেছিল যারা ঘৃনা করতো যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন, "আমরা তোমাদেরকে মান্য করবো সুনির্দিষ্ট ব্যাপারে।" আল্লাহ সম্পূর্ণভাবে তাদের গোপন ষড়যন্ত্র জানেন।

27 এটা তাদের জন্য কেমন হবে যখন ফেরেশতারা তাদের মৃত্যু ঘটাবে? তারা তাদের প্রহার করবে তাদের মুখে এবং তাদের পশ্চাৎপ্রান্তে।

28 এটা একারণে যে তারা অনুসরণ করেছিল যা আল্লাহকে রাগান্বিত করেছিল এবং ঘৃনা করতো সে বিষয়গুলো যা তাঁকে সন্তুষ্ট করে। ফলশ্রুতিতে, তিনি তাদের কাজগুলো নিষ্ফল করে দিয়েছেন।

29 যারা তাদের হৃদয়ে সন্দেহ পোষণ করেছিল তারা কি মনে করে যে আল্লাহ তাদের মন্দ চিন্তাগুলো প্রকাশ করবেন না?

30 যদি আমরা চাইতাম, আমরা তাদেরকে তোমার কাছে উন্মোচিত করে দিতে পারতাম, যেন তুমি তাদেরকে দেখামাত্র চিনতে পার। তা সত্ত্বে ও, তুমি তাদেরকে চিনতে পার তাদের কথা বলার ধরন দেখে। আল্লাহ তোমাদের কর্মের ব্যাপারে অবহিত।

31 নিশ্চয় আমরা তোমাদের পরীক্ষা করবো, তোমাদের মধ্যে তাদেরকে আলাদা করতে যারা সংগ্রাম করে, এবং দৃড়তার সাথে অধ্যবসায়ী। আমরা অবশ্যই তোমাদের সত্যিকার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবো।

32 যারা অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেয়, এবং তাদের জন্য পথ-নির্দেশনা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবার পর বার্তাবাহকদের বিরোধিতা করে, কখনোই আল্লাহকে সামান্যতম আঘাত করবে না। উল্টো, তিনি তাদের কাজগুলোঅকার্যকর করেন।

33 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, তোমরা মান্য করবে আল্লাহকে, এবং মান্য করবে বার্তাবাহককে। অন্যথায়, তোমাদের সকল কাজ বৃথা হয়ে যাবে।

মহা দূর্যোগ

34 যারা অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথে বাঁধা দেয়, এরপর অবিশ্বাসী হিসেবে মারা যায়, আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না।

35 একারণে, তোমরা দ্বিধান্বিত হইও না এবং শান্তির আশায় আত্মসমর্পণ করো না, কারণ তোমাদেরকে বিজয়ের নিশ্চয়তা দেয়া হয়, এবং আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনো তোমাদের চেষ্টা বিফলে যেতে দিবেন না।

36 এই পার্থিব জীবন খেলা এবং অহমিকার চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিন্তু যদি তোমরা বিশ্বাস করো এবং সৎ জীবন-যাপন করো, তিনি তোমাদের পুরষ্কৃত করবেন, তোমাদের কাছে কোন টাকা না চেয়ে।

37 যদি তিনি তোমাদের কাছে টাকা চাইতেন, এতো পরিমানে যে তোমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, তোমরা কৃপন হয়ে পড়তে, এবং তোমাদের লুকায়িত মন্দকর্ম প্রকাশ হয়ে যেতো।

আরবদের প্রতি সতর্কবার্তা*

38 তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে আমন্ত্রিত, কিন্তু তোমাদের কেউ কেউ কৃপণ হয়ে পড়ো। কৃপণরা তাদের নিজ আত্মার প্রতিই কৃপণ। আল্লাহ ধনী, যেখানে তোমরা দরিদ্র। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তিনি তোমাদের জায়গায় অন্য লোকদের প্রতিস্থাপন করবেন, এবং তারা তোমাদের মতো হবে না।*

৪৭:৩৮ ১৪০০ বছর ধরে আরবদের তাদের ভাষায় কুরআন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা স্পষ্টতই এটি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এটি সম্পূর্ণ বলে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছে; তারা হাদিস ও সুন্নাহ বানিয়েছিল।

SURA 48 · 29 VERSES

বিজয়

Al-Fatt-h

الفتح

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 (হে বার্তাবাহক) আমরা তোমার উপর অর্পণ করেছি এক মহা বিজয়।*

৪৮:১ এই নিগুড় বিবৃতিতে ১৯টি অক্ষর রয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে আমাদের প্রজন্ম হল আল্লাহর পবিত্র, ঐক্যবদ্ধ এবং সুসংহত ধর্ম-আনুগত্যের বিজয়ের প্রজন্ম (৩:১৯, ৮৫)। আমাদের প্রজন্মই কুরআনে আল্লাহর মহান অলৌকিক ঘটনাগুলির প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছে (পরিশিষ্ট ১)।

2 এর দ্বারা আল্লাহ ক্ষমা করেন তোমার অতীতের পাপসমূহ, একই সাথে ভবিষ্যত্বের পাপসমূহ, আর তোমার উপর তাঁর অনুগ্রহসমূহ পূর্ণ করেন এবং তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন ।

3 উপরন্তু, আল্লাহ তোমাকে সমর্থন করবেন - যে সমর্থন নড়বড়ে নয় ।

4 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি বিশ্বাসীদের হৃদয়ে পরিতৃপ্তি দেন- তাদের বিশ্বাসে আরো বিশ্বাস দিয়ে ত্বরান্বিত করতে । আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর সকল বাহিনী আল্লাহর অধীনে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

5 নিশ্চয় তিনি বিশ্বাসী পুরুষ এবং নারীদের প্রবেশ করাবেন প্রবাহিত ঝর্ণাসহ বাগানসমূহে, যেখানে তারা চিরকাল বাস করবে। তিনি তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। এটি, আল্লাহর দৃষ্টিতে, এক মহা বিজয়।

6 এবং তিনি প্রতিশোধ গ্রহন করবেন ভণ্ড পুরুষ ও নারী এবং প্রতিমা উপাসনাকারী পুরুষ ও নারীদের থেকে, কারণ তারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করেছে। তাদের মন্দকর্ম উল্টো তাদেরই বিপর্যয় ঘটাবে। কারণ আল্লাহ তাদের প্রতি রাগান্বিত, তাদের নিন্দা করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন নরক । কি এক শোচনীয় পরিণতি!

7 আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর সকল বাহিনী আল্লাহর অধীনে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

8 তোমাকে আমরা পাঠিয়েছি একজন সাক্ষী, সুসংবাদবহনকারী, এবং সতর্ককারী হিসেবে।

9 যাতে তোমরা লোকেরা হয়তো আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে বিশ্বাস করবে, এবং তাঁকে ভক্তি করবে, এবং তাঁকে মান্য করবে, এবং তাঁর মহিমা ঘোষণা করবে, দিনে ও রাতে।

আপনাদের উচিত আল্লাহর বার্তাবাহককে সমর্থন করা

10 নিশ্চয়, যারা তোমার প্রতি আনুগত্যের অঙ্গিকার করে, তারা আল্লাহর প্রতিই আনুগত্যের অঙ্গিকার করছে । আল্লাহ তাদের অঙ্গিকারকে সমর্থন করেন; তিনি তাঁর হাত রাখেন তাদের হাতের উপর। যারা এমন অঙ্গিকার লংঘন করে, তারা লংঘন করে তাদের নিজের ক্ষতি করতে। আর তাদের ক্ষেত্রে যারা আল্লাহর সাথে তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তিনি তাদেরকে এক মহা প্রতিদান প্রদান করবেন।

11 অলস আরবরা যারা পিছনে রয়ে যায়, বলবে, "আমরা আমাদের টাকা-পয়সা এবং আমাদের পরিবার নিয়ে আচ্ছন্ন ছিলাম, তাই আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।" তারা তাদের মুখে বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। বল, "কে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করতে পারে, যদি তিনি তোমাদের জন্য কোন দুর্ভোগ চান, অথবা যদি তিনি তোমাদের জন্য কোন অনুগ্রহ চান ? " আল্লাহ তোমাদের করা সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

12 তোমরা গোপনে বিশ্বাস করেছিলে যে, বার্তাবাহক ও বিশ্বাসীরা পরাজিত হবে এবং কখনো তাদের পরিবারে ফিরে আসবে না, আর এটা তোমাদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তোমরা মন্দ ধারণা পোষণ করেছিলে এবং অন্যায়কারী মানুষে পরিণত হয়েছিলে।

13 যেকেউ আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে বিশ্বাস করা প্রত্যাখ্যান করে, আমরা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি একটি নরকাগ্নি ।

14 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহর অধীনে । তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আল্লাহ ক্ষমাকারী, সবচেয়ে দয়ালু।

15 যখন তোমাদের যুদ্ধলব্ধ মাল সংগ্রহের সময় হয়, তখন সে বসে থাকা লোকেরা যারা পিছনে রয়ে যায় বলবে , "চল এটি ভাগাভাগি করতে আমরা তোমাদের অনুসরণ করি!" তারা এভাবে আল্লাহর বানী বিকৃত করার ইচ্ছা করে। বল, "তোমরা আমাদের অনুসরণ করবে না। এটি আল্লাহর সিদ্ধান্ত।" তারা এরপর বলবে, " আমাদের প্রতি তোমরা নিশ্চয় ঈর্শান্বিত (পিছনে থেকে যাবার কারণে) "। প্রকৃতপক্ষে, তারা খুব কমই কিছু বুঝে।

প্রথম দিকের প্রজন্মদের জন্য পরীক্ষা

16 অলস আরবদের বল যারা পিছনে রয়ে যায়, "তোমাদের আমন্ত্রণ করা হবে শক্তিশালী মানুষদের মুখোমুখি হতে আর তাদের সাথে লড়াই করতে, যদিনা তারা আত্মসমর্পন করে। যদি তোমরা মেনে চল, আল্লাহ তোমাদেরকে এক মহা প্রতিদান দিয়ে পুরষ্কৃত করবেন । কিন্তু যদি তোমরা আবারো মুখ ফিরিয়ে নাও, যেমন তোমরা অতীতে করেছিলে, তিনি এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়ে তোমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন ।

17 অন্ধরা দোষী হবে না, পঙ্গুরা দোষী হবে না, অসুস্থরা দোষী হবে না। যারা আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহককে মেনে চলে, তিনি তাদেরকে প্রবাহিত ঝর্ণাসহ বাগানসমূহে প্রবেশ করাবেন। আর যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়ে তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

18 আল্লাহ সে বিশ্বাসীদের প্রতি সন্তুষ্ট যারা গাছের নিচে তোমার প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিল । তিনি জানতেন তাদের হৃদয়ে কী ছিল এবং, ফলশ্রুতিতে, তিনি তাদেরকে পরিতৃপ্তি দিয়ে অনুগ্রহ করলেন এবং তাদেরকে একটি আসন্ন বিজয় দিয়ে পুরস্কৃত করলেন ।

19 উপরন্ত, তারা অনেক যুদ্ধলব্ধ মাল অর্জন করেছিল। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী।

20 আল্লাহ তোমাদেরকে অনেক যুদ্ধলব্ধ মালের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা তোমরা অর্জন করবে। এভাবে তিনি তোমাদের জন্য কিছু সুবিধা এই জীবনে অগ্রীম প্রদান করলেন এবং তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে লোকেদের আগ্রাসনের হাতকে ঠেকিয়ে রেখেছেন, আর একে বিশ্বাসীদের জন্য করেছেন একটি নিদর্শন। তিনি এভাবে তোমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন।

21 আর সে দলটির ক্ষেত্রে যাদেরকে তোমরা কখনোই পরাজিত করতে পারতে না, আল্লাহ তাদের ভার নিয়েছিলেন; আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

বিশ্বাসীদের জন্য বিজয় নিশ্চিত

22 যদি কখনো অবিশ্বাসীরা তোমাদের সাথে লড়াই করতো, তারা ঘুরে দাঁড়াতো এবং পালিয়ে যেতো। তাদের কোন প্রভু ও মনিব নেই; তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

23 ইতিহাসের সর্বত্র আল্লাহর নিয়ম এমনই, এবং তুমি আল্লাহর নিয়ম অপরিবর্তনীয় পাবে।

24 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের আগ্রাসনের হাতকে ঠেকিয়ে রেখেছেন, এবং মক্কা উপত্যকায় তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের আগ্রাসনের হাতকে ঠেকিয়ে রেখেছেন, তাদের উপর তোমাদের বিজয় প্রদান করার পর। আল্লাহ সবকিছুর দ্রষ্টা, যা কিছু তোমরা করো।

25 তারাই তো অবিশ্বাস করেছিল এবং তোমাদেরকে পবিত্র মসজিদে যেতে বাঁধা দিয়েছিল, আর এমনকি তোমাদের উৎসর্গগুলোকেও তাদের গন্তব্যে পৌঁছতে দেয়নি। সেখানে (শত্রু শিবিরের ভেতর) ছিল বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীরা যাদেরকে তোমরা চিনতে না, এবং তাদেরকে তোমরা প্রায় আঘাতই করে ফেলেছিলে, অজ্ঞাতসারে। আল্লাহ এভাবে তাঁর দয়ায় যাকেই চান প্রবেশ করান। যদি তারা অনড় থাকে, তবে তিনি এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়ে তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিবেন।

26 যেখানে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা ছিল রাগান্বিত আর তাদের হৃদয় ছিল অজ্ঞতার দিনগুলোর গর্বে পূর্ণ, সেখানে আল্লাহ তাঁর বার্তাবাহক ও বিশ্বাসীদের অনুগ্রহ করলেন শান্তিপূর্ণ পরিতৃপ্তি দিয়ে, এবং তাদের পরিচালিত করলেন সৎকর্মশীলতার কথা মেনে চলার দিকে । এটা তা-ই যার জন্য তারা যথাযোগ্য ছিল। আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন।

27 আল্লাহ তাঁর বার্তাবাহকের সত্যনিষ্ঠ দূরদৃষ্টি পূর্ণ করেছেন : তোমরা পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করবে, আল্লাহ চাইলে, পুরোপুরি নিরাপদে, এবং সেখানে তোমরা তোমাদের চুল কাটবে অথবা ছোট করবে (তীর্থযাত্রার আচারানুষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করার জন্য) । তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। যেহেতু তিনি জানতেন যা তোমরা জানতে না, তিনি এটিকে এক আসন্ন বিজয় দিয়ে জুড়ে দিয়েছেন।

মহা ভবিষ্যদ্বানীটি*

28 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তাঁর বার্তাবাহককে পথ-নির্দেশনা এবং সত্যের ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, অন্য সকল ধর্মের উপর একে জয়ী করতে। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট ।*

৪৮:২৮ এই গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের জানায় যে, আত্মসমর্পণ (ইসলাম) অনিবার্যভাবে সমগ্র বিশ্বকে আধিপত্য করবে। ৯:৩৩, ৪১:৫৩ এবং ৬১:৯ আয়াতের সাথে এই আয়াত নিঃসন্দেহে বলে যে, কুরআনের আল্লাহর গাণিতিক অলৌকিক ঘটনা এই ভবিষ্যদ্বাণীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দৃঢ় কুরআনিক গাণিতিক প্রমাণ নির্দেশ করে যে, প্রতিশ্রুত রাসুলের আগমনএই ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করেছেন। প্রমাণ এবং সুনির্দিষ্ট বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট ২ এবং ২৬ দেখুন।

বিশ্বাসীদের গুনাবলী

29 মোহাম্মদ- আল্লাহর বার্তাবাহক- আর তার সাথে যারা আছে তারা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ও অনমনীয় , কিন্তু নিজেদের মধ্যে দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। তুমি তাদের দেখবে অবনত হয় ও সিজদা করে, যেহেতু তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সমর্থন অন্বেষণ করে। তাদের চিহ্নসমূহ রয়েছে তাদের মুখমণ্ডলে, সিজদা করার কারণে । এই একই উদাহরণ আছে তাওরাতে। ইঞ্জিলে তাদের উদাহরণ চারাগাছের মত যা বৃদ্ধি পেয়ে লম্বা ও মজবুত হয়, আর কৃষকদের পরিতৃপ্ত করে। তিনি এভাবে অবিশ্বাসীদের ক্রোধান্বিত করে। আল্লাহ তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে তাদেরকে ক্ষমা ও এক মহা প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

SURA 49 · 18 VERSES

দেয়াল

الحجرات

Al-Hujurāt

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের উপর তোমাদের মতকে স্থান দিবে না। তোমরা আল্লাহকে ভক্তি করবে। আল্লাহ শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।

2 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, তোমাদের কন্ঠকে নবীর কন্ঠের চেয়ে উঁচু করবে না,* না তোমরা তার প্রতি চিৎকার-চেচাঁমেচি করবে যেমন তোমরা একে-অন্যের সাথে চিৎকার-চেচাঁমেচি করো, পাছে তোমাদের কাজগুলো অকার্যকর হয়ে পড়ে যখন তোমরা খেয়াল করো না।

৪৯:২ যখনই "নবী" (নবী) শব্দটি মুহাম্মদের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়, তখন এটি সর্বদা তাঁর জীবদ্দশায় তাকে বোঝায়, তাঁর মৃত্যুর পরে নয়। স্পষ্টতই, আমরা মুহাম্মদের কণ্ঠস্বরের উপরে আমাদের কণ্ঠস্বর তুলতে পারি না, কারণ এখন তিনি মারা গেছেন। আরও দেখুন ৩৩:৫৬।

3 নিশ্চয়, যারা তাদের কন্ঠকে আল্লাহর বার্তাবাহকের সামনে নিচু করে তারা সে ব্যক্তি যাদের হৃদয় আল্লাহর দ্বারা সৎকর্মশীল হয়ে উঠতে প্রস্তুত করা হয়।* তারা ক্ষমা ও এক মহা প্রতিদানের অর্জন করেছে।

৪৯:৩ বার্তাবাহককে সম্মান করা বহিরাগত এবং দর্শনার্থীদের আল্লাহর বার্তা গ্রহণে সাহায্য করে

4 যারা দেয়ালের বাহির থেকে তোমাকে ডাকে, তাদের অধিকাংশ বুঝে না।

5 যদি তারা ধৈর্য ধারণ করতো তুমি বের হয়ে তাদের কাছে না আসা পর্যন্ত, এটি তাদের জন্য উত্তম হতো। আল্লাহ ক্ষমাকারী, সবচেয়ে দয়ালু।

গুজব বিশ্বাসের আগে এদের খতিয়ে দেখুন

6 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, যদি কোন অন্যায়কারী লোক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তোমরা প্রথমে অনুসন্ধান করবে, পাছে তোমরা, অজ্ঞতাবশত, কিছু লোকের প্রতি অন্যায় করে বসো,এরপর যা তোমরা করেছো তার জন্য দুখি:ত ও অনুতপ্ত হও।

7 এবং জানো যে তোমাদের মাঝে আল্লাহর বার্তাবাহক এসেছেন। সে যদি তোমাদের অনেক কিছুতে কান দিতো, তোমরা তোমাদের জন্য বিষয়গুলো কঠিন করে ফেলতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে শিখিয়েছেন বিশ্বাসকে ভালবাসতে, এবং একে তোমাদের হৃদয়ে সুশোভিত করেছেন; এবং তিনি তোমাদের তৈরি করেছেন অবিশ্বাস, অন্যায়, আর অবাধ্যতার প্রতি ঘৃনা দিয়ে। এরাই পথপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

8 এমনই আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া এবং তাঁর অনুগ্রহ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান।

বিশ্বাসীদের পূন:র্মিলিত করুন

9 যদি বিশ্বাসীদের দুই দল একে অন্যের সাথে যুদ্ধ করে থাকে, তোমরা তাদের পূন:র্মিলিত করবে। যদি একদল অন্যটির উপর আগ্রাসী হয়, তোমরা আগ্রাসী দলটির সাথে লড়াই করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর আদেশের কাছে সমর্পণ করে। একবার যখন তারা সমর্পণ করে, তোমরা ন্যায়সংগতভাবে দল দু'টিকে পূন:র্মিলিত করবে। তোমরা ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখবে; আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা ন্যায়পরায়ণ।

প্রকৃত পরিবার

10 বিশ্বাসীরা একটি পরিবারের সদস্য; তোমরা তোমাদের পরিবারে শান্তি বজায় রাখবে এবং আল্লাহকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করো, যাতে তোমরা দয়া অর্জন করতে পারো।

বিশ্বাসীরা উদাহরণ সৃষ্টি করে

11 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, কোন লোক অন্য লোককে নিয়ে উপহাস করবে না, কারণ তারা তাদের চেয়ে উত্তম হতে পারে। না কোন নারী অন্য নারীকে নিয়ে উপহাস করবে,কারণ তারা তাদের চেয়ে উত্তম হতে পারে। না তোমরা একে অন্যকে নিয়ে হাসাহাসি করবে, অথবা তোমাদের নাম নিয়ে মজা করবে। বিশ্বাস অর্জনের পর অনৈতিকতায় ফিরে যাওয়া অবশ্যই মন্দ। যেকেউ এর পরে অনুশোচনা করে না, এরাই সীমালঙ্ঘনকারী।

সন্দেহ করা পাপ

12 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, তোমরা কোন প্রকার সন্দেহ করা এড়িয়ে চলবে, এমনকি সামান্যতম সন্দেহ করাও পাপ। তোমরা একে অন্যকে নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করবে না, না তোমরা একে অন্যকে নিয়ে গীবত করবে; এটা তেমন ঘৃন্যকর যেমন তোমাদের মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া। তোমরা নিশ্চয় একে ঘৃনা করো। তোমরা আল্লাহকে মান্য করবে। আল্লাহ উদ্ধারকারী, সবচেয়ে দয়ালু।

লোকদের মাঝে পার্থক্য করার একমাত্র মানদন্ড

13 হে মানুষ, আমরা তোমাদের একই নর এবং নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, আর তোমাদেরকে করেছি স্বতন্ত্র মানুষ এবং গোত্র, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পারো। আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি সৎকর্মশীল।

মুসলিম বনাম মুমিন

14 আরবরা বলেছিল, "আমরা মুমিন (বিশ্বাসী)।" বল, "তোমরা বিশ্বাসী হওনি; তোমাদের বলা উচিত ছিল, 'আমরা মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী), যতক্ষন না বিশ্বাস তোমাদের হৃদয়ে স্থাপিত হয়।" যদি তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহককে মান্য করো, তিনি তোমাদের কোন কাজকে বিফলে দিবেন না। আল্লাহ ক্ষমাকারী, সবচেয়ে দয়ালু।

15 তারাই মুমিন (বিশ্বাসী) যারা আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহককে বিশ্বাস করে, তারপর কোনরূপ সন্দেহ না থাকার মর্যাদা অর্জন করে, আর তাদের অর্থ এবং জীবন দিয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে। এরাই সত্যবাদী ব্যক্তি।

16 বল, "তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে জানাচ্ছো? আল্লাহ আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর সবকিছু জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।"

কে কাকে অনুগ্রহ করছে?

17 তারা এমন আচরণ করে যেন আত্মসমর্পণ আলিঙ্গন করে তারা তোমাকে অনুগ্রহ করছে! বল, "তোমরা আত্মসমর্পণ আলিঙ্গন করে আমাকে কোনভাবে অনুগ্রহ করছো না। আল্লাহই সে সত্ত্বা যিনি তোমাদেরকে বিশ্বাসে পথ দেখানোর মাধ্যমে তোমাদের প্রতি বিশাল অনুগ্রহ করছেন, যদি তোমরা আন্তরিক হও।"

18 আল্লাহ আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর সকল গোপনীয়তা জানেন; আল্লাহ তোমাদের করা সবকিছুর দ্রষ্টা।

SURA 50 · 45 VERSES

ক'ফ

ق

Qāf

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 ক. (ক্বাফ) এবং মহিমান্বিত কুরআন।*

৫০:১ "ক" আদ্যক্ষর-এর সাথে সম্পর্কিত অসাধারণ অলৌকিক ঘটনাগুলির জন্য পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

2 তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন সতর্ককারী আসাটা তাদের কাছে অদ্ভুত লেগেছিল! অবিশ্বাসীরা বলল, “এটা আসলেই অদ্ভুত।

3 “আমরা মরে গিয়ে ধুলো হয়ে যাবার পর, তা অসম্ভব।”

4 তাদের মধ্যে কে মাটির সাথে মিশে যায় সে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অবগত; আমাদের কাছে আছে নির্ভুল নথি ।

5 তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল যখন তা তাদের কাছে এসেছিল; তারা পুরোপুরি সন্দিহান।

6 তারা কি তাদের উপর আকাশের দিকে তাকায়নি, আর কেমন করেই বা একে আমরা নির্মাণ করলাম এবং একে সুসজ্জিত করলাম, কোন ত্রুটি ছাড়া?

7 এবং আমরা সৃষ্টি করলাম পৃথিবী, আর এর উপর ছড়িয়ে দিলাম পর্বতসমূহ, আর এতে ফলিয়েছি সকল প্রকার সুন্দর উদ্ভিদ।

8 এটি একটি জ্ঞানালোক, এবং একটি স্মারক প্রত্যেক সৎকর্মশীল উপাসনাকারীর জন্য।

9 এবং আমরা আকাশ থেকে অনুগ্রহপূর্ণ পানি পাঠালাম, এটি দিয়ে বাগান বিকশিত করতে ও শস্য ফলাতে।

10 লম্বা খেজুর গাছ, গুচ্ছবদ্ধ ফল সহ।

11 লোকদের জন্য রিজিক। এবং আমরা এর দ্বারা মৃত ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করি; তোমাদেরকে একই ভাবে পুনরুত্থিত করা হয়।

12 তাদের পূর্বে অবিশ্বাসী ছিল নূহের লোকেরা, রাসের অধিবাসীরা, ও সামুদ।

13 এবং আদ, ফেরাউন, ও লুত-ভ্রাতৃবৃন্দ।

14 এবং বনের অধিবাসী, ও তুবার লোকেরা। তাদের সকলেই বার্তাবাহকদের অবিশ্বাস করেছিল আর, পরিণামে, আমার শাস্তি তাদের উপর পড়েছিল।

15 আমরা কি প্রথম সৃষ্টি দ্বারা অত্যধিক ভারগ্রস্ত হয়ে গেলাম? এ কারনে-ই কি তারা পুনরুত্থান নিয়ে সন্দেহ করে?

16 আমরা মানুষ সৃষ্টি করলাম, আর আমরা জানি সে নিজের কাছে চুপি চুপি কি বলে। আমরা তার গ্রীবাস্থিত শিরার চেয়েও অধিকতর নিকটবর্তী।

17 দু'জন লিপিবদ্ধকারী (ফেরেশতা), ডানে ও বায়ে, অনবরত লিপিবদ্ধ করছে।

18 সতর্ক সাক্ষ্য ব্যতিত কোন কিছু সে বলে না।

19 পরিশেষে, মৃত্যুর সে অনিবার্য অচেতনাবস্থা আসে; ঠিক যেটা তুমি এড়াতে চেয়েছিলে।

20 শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হয়; এটি সেই প্রতিশ্রুত দিন।

21 প্রত্যেক আত্মা একজন পরিচালনাকারী ও একজন সাক্ষী সহ আসে।

22 তুমি এর প্রতি উদাসীন থাকতে। আমরা এখন তোমার মুখাবরণ সরিয়ে দেই; আজ, তোমার দৃষ্টি ইস্পাত (এর মতো দৃঢ়)।

23 সঙ্গী বলল, “এই যে আমার জোরালো সাক্ষ্য।”*

৫০:২৩-২৮ আপনার নিযুক্ত পার্থিব-সঙ্গী আপনার সবকিছুর সাক্ষী। পরিশিষ্ট ৭ দেখুন।

24 জাহান্নামে নিক্ষেপ করো প্রত্যেক একগুঁয়ে অবিশ্বাসীকে।

25 দান করতে নিষেধকারী, আগ্রাসক, সন্দেহে পূর্ণ।

26 সে আল্লাহর পাশে স্থাপন করে অন্য উপাস্য। তাকে নিক্ষেপ করো কঠিন শাস্তিতে।

27 তার সঙ্গী বলল, “আমাদের প্রভু, আমি তাকে পথভ্রষ্ট করিনি; সে ছিল বহুদূর পথভ্রষ্ট।”

28 তিনি বললেন, ‘আমার সামনে বিবাদ করো না; আমি তোমাদেরকে যথেষ্ট সতর্ক করেছি।

29 “এখন আর কিছুই পরিবর্তিত হতে পারে না। আমি লোকদের প্রতি কখনই অবিচারক নই।”

30 এটা-ই সে দিন যখন আমরা নরককে জিজ্ঞেস করবো, “তোমার কি যথেষ্ট আছে?” এটি বলবে, “আমাকে আরো দাও।”

31 সৎকর্মশীলদের স্বর্গ প্রদান করা হবে, অনায়াসে।

32 এটা তা-ই যা প্রত্যেক অনুশোচনাকারী, অবিচল ব্যক্তিকে অঙ্গীকার করা হয়েছিল।

33 তারা তাদের একান্তে পরম করুনাময়কে ভক্তি করেছিল, আর এসেছে পূর্ণহৃদয় নিয়ে।

34 এতে প্রবেশ করো শান্তিতে; এটি চিরস্থায়িত্বের দিন।

35 তারা সেখানে যা চায় তা-ই পায়, এবং আমাদের কাছে এমনকি আরও বেশি আছে।

36 তাদের পূর্বে অনেক প্রজন্ম, যারা অধিক শক্তিশালী ছিল, আমরা তাদের ধ্বংস করেছিলাম। তারা জমিনে খুঁজে বেরিয়েছিল, তারা কি পালানোর কোন পথ পেয়েছিল?

37 তাদের প্রত্যেকের জন্য এটি শিক্ষা হওয়া উচিত, যাদের একটি মন আছে, অথবা শুনতে ও প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম।

38 আমরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যকার সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি, এবং কোন ক্লান্তি আমাদের স্পর্শ করেনি।

39 অতএব, তাদের কথায় ধৈর্যশীল হও, এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রভুর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করো।

40 তুমি তাঁর নাম নিয়ে ধ্যান করো রাতে, এবং সেজদার পর।

41 সেদিনের জন্য প্রস্তুত হও যখন আহবানকারী আহবান করে এক স্থান থেকে যা নিকটবর্তী।

42 যখন তারা সে অবশ্যম্ভাবী কান্না শোনে; ঐ দিন-ই তোমরা বেরিয়ে আসো।

43 আমরা সেই সত্তা যারা জীবন ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করি; আমাদের কাছে রয়েছে সে চুড়ান্ত নিয়তি।

44 সেদিন আসবে যখন পৃথিবী তাড়াহুড়ায় ফেটে যাবে, যা তাদের জাগিয়ে দিবে। এমন আহবান আমাদের জন্য সহজ।

45 তারা যা কিছু বলে সে সম্পর্কে আমরা পূর্ণ অবগত, যখন তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। অতএব, তাদেরকে এই কুরআন দিয়ে স্মরণ করিয়ে দাও যারা আমার সতর্ক-বার্তাকে ভক্তি করে।

SURA 51 · 60 VERSES

বাতাস পরিচালনাকারী

الذاريات

Al-Dhāreyāt

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 প্রবাহমান বাতাস।

2 বহন করে বৃষ্টি।

3 নিয়ে আসে রিজিক।

4 বিতরণ করে এগুলোকে আদেশ অনুযায়ী।

5 যা তোমাদের কাছে অঙ্গীকার করা হয় তা অবশ্যই ঘটবে।

6 বিচারের দিন অনিবার্য।

7 নিখুঁতভাবে সৃষ্ট আকাশ থাকা সত্ত্বেও।

8 সত্যকে তোমরা বিতর্কিত করে যাচ্ছো।

9 এ থেকে বিচ্যুত করে বিচ্যুতকারীরা।

10 দূর্ভোগ মিথ্যাপন্থিদের।

11 তাদের ভুলের বিষয়ে, তারা সম্পূর্ণ অমনোযোগী।

12 তারা বিচারের দিনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

13 সেদিন তাদেরকে আগুনের সামনে হাজির করা হয়।

14 আস্বাদন করো শাস্তি; একেই তোমরা চ্যালেঞ্জ করতে।

15 সৎকর্মশীলরা বাগান ও ঝর্ণাগুলো অর্জন করেছে।

16 তারা তাদের প্রভুর পুরস্কার পায়, কারন তারা সৎকর্মশীল ছিল।

17 কদাচিৎ তারা সম্পূর্ণ রাত ঘুমাতো।

18 রাতের শেষ প্রহরে, তারা ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করতো।

19 তাদের অর্থের একটি অংশ আলাদা থাকতো ভিক্ষুক ও অভাবগ্রস্তদের জন্য।

20 যারা নিশ্চিত, তাদের জন্য ভরপুর নিদর্শন আছে পৃথিবীতে।

21 আর তোমাদের নিজেদের মধ্যে; তোমরা কি দেখতে পাও?

22 আকাশে আছে তোমাদের জীবিকা, এবং সবকিছু যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়।

23 আকাশ ও পৃথিবীর প্রভুর শপথ, এটি তোমাদের কথা বলার মতোই বাস্তব সত্য।

24 তুমি কি ইব্রাহিমের সম্মানিত অতিথিদের ইতিহাস লক্ষ্য করেছ?

25 তার সাথে তারা সাক্ষাত করেছিল, আর বলল, “শান্তি।” সে বলল, “তোমাদের প্রতি শান্তি, অপরিচিত লোকেরা!”

26 সে তার পরিবারকে একটি মোটাতাজা বাছুর প্রস্তুত করতে বলল।

27 যখন সে এটি তাদের খেদমতে রাখল, সে খেয়াল করে বলল, “তোমরা কি খাবে না?”

28 সে তাদের ব্যাপারে মনে মনে ভয় পোষণ করলো। তারা বলল, “ভয় পেয়ো না,” এবং তারা একটি জ্ঞানবান সন্তানের সুসংবাদ দিল।

29 তার স্ত্রী অবাক হলো। তার মুখমণ্ডলে কুঞ্চিত ভাব নিয়ে: “আমি এক বৃদ্ধ বন্ধ্যা।"

30 তারা বলল, “এমনি তোমার প্রভু বলেছেন। তিনি সবথেকে জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ।”

31 সে বলল, “তোমাদের উদ্দেশ্য কি, হে বার্তাবাহকগণ?”

32 তারা বলল, “আমরা অপরাধী লোকদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি?”

33 "আমরা তাদের উপর কাদামাটির পাথর বর্ষণ করবো।

34 “সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য তোমার প্রভুর দ্বারা চিহ্নিত।”

35 আমরা এরপর সকল বিশ্বাসীদের উদ্ধার করেছিলাম।

36 আমরা সেখানে একটি ঘরের বেশি আত্মসমর্পণকারী পাইনি।

37 আমরা একে একটি শিক্ষা হিসাবে স্থাপন করেছি তাদের জন্য যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় পায়।

38 মুসার জীবনীতে (শিক্ষা রয়েছে)। আমরা তাকে স্পষ্ট নিদর্শনসহ ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম ।

39 কিন্তু সে অহংকারে মুখ ফিরিয়ে নিল, এবং বলল, “জাদুকর, অথবা উম্মাদ।”

40 ফলস্বরূপ, আমরা তাকে ও তার সৈন্য বাহিনীকে শাস্তি দিলাম। আমরা তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, সে-ই ছিল দোষী ব্যাক্তি।

41 আদ জাতির মাঝে (শিক্ষা রয়েছে)। আমরা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম সর্বনাশা বায়ু।

42 এটি যা কিছুর উপর এসেছিল, একে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছিল ।

43 সামুদ জাতির মাঝে (শিক্ষা রয়েছে)। তাদেরকে বলা হয়েছিল, “কিছুকাল উপভোগ করো।

44 তারা বিদ্রোহ করেছিল তাদের প্রভুর হুকুমের বিরুদ্ধে। ফলস্বরূপ, বজ্রপাত তাদেরকে আঘাত করেছিল যখন তারা তাকিয়েছিল।

45 তারা কখনই উঠে দাড়াতে পারলো না, না তারা সাহায্য পেল।

46 এবং তার পূর্বে নূহের লোকরা; তারা ছিল পাপী লোক।

"মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ তত্ত্ব" নিশ্চিত

47 আমরা আকাশকে সৃষ্টি করেছি আমাদের হাত দিয়ে এবং আমরা একে সম্প্রসারিত করতে থাকবো।

48 এবং আমরা পৃথিবীকে বানিয়েছি বাসযোগ্য; একটি নিখুঁত নকশা।

49 আমরা সবকিছুর একটি জোড়া (পুরুষ ও নারী) সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা মনোযোগ দাও।

50 তোমরা আল্লাহর কাছে পলায়ন করো। আমি তোমাদের নিকট এক স্পষ্ট সতর্ককারী হিসেবে তাঁর দ্বারা প্রেরিত।

51 আল্লাহর পাশে অন্য কোন উপাস্য স্থাপন করো না। আমি তোমাদের কাছে এক স্পষ্ট সতর্ককারী হিসেবে তাঁর দ্বারা প্রেরিত।

52 অনবরত, যখনি কোন বার্তাবাহক পূর্ববর্তী প্রজন্মদের কাছে গিয়েছিল, তারা বলেছিল, “জাদুকর, ” নয়তো “উম্মাদ।”

53 তারা কি পরস্পর চুক্তি করেছিল? নিশ্চয়, তারা সীমালঙ্ঘনকারী।

54 তুমি তাদের উপেক্ষা করতে পারো, তোমাকে দোষারোপ করা হবেনা ।

55 এবং স্মরণ করিয়ে দাও, কারন স্মরণ করানো বিশ্বাসীদের উপকার করে।

আমাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য

56 একমাত্র আমার উপাসনা করার উদ্দেশ্য ছাড়া আমি জিন ও মানুষদের সৃষ্টি করিনি ।

57 তাদের কাছে আমার কোন জীবিকার প্রয়োজন নেই, না আমাকে খাওয়ানোর জন্য তাদেরকে আমার প্রয়োজন আছে।

58 আল্লাহ জীবিকাদাতা, সকল শক্তির অধিকারী, সর্বোচ্চ।

59 সীমালঙ্ঘনকারীরা তাদের পূর্ববর্তী অনুরূপদের মতো একই ভাগ্য টেনে এনেছে; তাদের উচিত নয় চ্যালেঞ্জ করা।

60 তাদের প্রতি দুঃখ যারা অবিশ্বাস করে সেই দিনকে যা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

SURA 52 · 49 VERSES

সিনাই পর্বত

الطور

Al-Toor

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 সিনাই পর্বত।

2 লিপিবদ্ধ সে ঐশীগ্রন্থ।

3 বইপত্র আকারে প্রকাশিত।

4 আবাদকৃত সে তীর্থস্থান।

5 সুউচ্চ সে ছাদ।

6 সে সমুদ্র যা প্রজ্বলিত করা হয়।

7 তোমার প্রভুর প্রতিশোধ অনিবার্য।

8 মহাবিশ্বের কোন শক্তি একে থামাতে পারে না।

9 সেদিন আসবে যখন আকাশ প্রচণ্ড বজ্রপাত ঘটাবে।

10 পর্বতগুলো মুছে ফেলা হবে।

11 ঐদিন দূর্ভোগ অবিশ্বাসীদের-

12 যারা তাদের ভুলের মাঝে, অসতর্ক।

13 তাদেরকে একত্রে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, বলপূর্বক।

14 এটা-ই সে আগুন যাতে তোমরা অবিশ্বাস করতে।

15 এটা কি জাদু, নাকি তোমরা দেখো না?

16 অগ্নিদহন ভোগ করো। তোমরা ধৈর্য্য ধরো অথবা অধৈর্য্য হও, তা তোমাদের জন্য সমান হবে। তোমরা যা করেছ এটি তার সঠিক প্রতিফল।

17 সৎকর্মশীলরা অর্জন করেছে বাগানগুলো ও পরম সুখ।

18 তারা উপভোগ করে যা তাদের প্রভু তাদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন; তাদের প্রভু তাদেরকে নরকের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন।

19 খুশি মনে খাও ও পান করো, তোমাদের কাজের বিনিময়ে।

20 তারা বিলাসবহুল আসবাবপত্রে আরাম করে এবং আমরা তাদেরকে সুন্দর সঙ্গী দিয়ে জুড়বো।

21 তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করেছিল এবং তাদের সন্তানেরাও বিশ্বাসে তাদের অনুসরণ করেছিল, আমরা তাদের সন্তানদের তাদের সাথে মিলিত করবো। আমরা কখনই কোন কাজের জন্য তাদের পুরস্কার দিতে ব্যর্থ হই না। প্রত্যেক ব্যক্তি যা সে করেছিল তার প্রাপ্য পায়।

22 আমরা তাদেরকে সরবরাহ করবো ফল ও মাংস যা তারা ভালবাসে।

23 তারা উপভোগ করবে পানীয় যেগুলো কখনো দূষিত নয়, আর পান করা কখনো পাপ নয়।

24 তাদের সেবায় থাকবে সুরক্ষিত মুক্তার মতো সেবকরা।

25 তারা পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করবে এবং নিজেদের মধ্যে স্মৃতিচারণ করবে।

26 তারা বলবে, “আমরা আমাদের লোকদের মধ্যে দয়ালু ও নম্র ছিলাম।

27 “আল্লাহ আমাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন এবং মন্দ বাতাসের নিদারুন যন্ত্রণা থেকে আমাদের নিষ্কৃতি দিয়েছেন।

28 “আমরা তাঁর কাছে মিনতি করতাম; তিনি পরম দয়ালু, পরম করুনাময়।"

বার্তাবাহক

29 তুমি লোকদের স্মরণ করিয়ে দাও। তোমার প্রতি তোমার প্রভুর অনুগ্রহে, না তুমি গণক, না উম্মাদ।

30 তারা বলতে পারে, “সে একজন কবি; চল আমরা শুধু তার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করি।”

31 বল, “যাও অপেক্ষা করো; আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করবো।”

32 তাদের স্বপ্নই কি তাদের আচরণ নির্দেশ করে নাকি তারা স্বভাবতই মন্দ?

33 তারা কি বলে, “সে এর সবই বানিয়েছে?” নাকি, তারা কেবলই অবিশ্বাসী।

“মুহাম্মদী”রা আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করে এবং হাদীস বানায়

34 তারা এর মতো একটি হাদিস তৈরি করুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়।

35 তারা কি শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে? তারা কি সৃষ্টিকর্তা?

36 তারা কি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিল? প্রকৃতপক্ষে, তারা কোন বিষয়ে নিশ্চিত নয়।

37 তাদের কাছে কি তোমার প্রভুর ধনভাণ্ডার আছে? তারা কি নিয়ন্ত্রনে রয়েছে?

38 তারা কি এমন সিঁড়ি বেয়ে ওঠে যা তাদের শুনতে সাহায্য করে? তাদের শ্রবণকারীরা তাদের প্রমাণ দেখাক।

39 তাঁর কি কন্যা আছে, যখন তোমাদের আছে পুত্র?

40 তুমি কি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছো, এবং তারা এর দ্বারা ভারগ্রস্থ?

41 তারা কি ভবিষ্যৎ জানে, আর তা নথিভুক্ত করেছে?

42 তারা কি ষড়যন্ত্রের নকশা করছে? অবিশ্বাসীদের ষড়যন্ত্র তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই উল্টো কাজ করে।

43 তাদের কি আল্লাহর পাশে অন্য উপাস্য আছে? আল্লাহ পবিত্র, অংশীদার থাকা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।

44 যখন তারা আকাশ থেকে বস্তুপিণ্ড পড়তে দেখবে, তারা বলবে, “পুঞ্জিভূত মেঘ!”

45 তাদেরকে উপেক্ষা করো যতক্ষন না তারা সেদিনের সম্মুখীন হয় যাতে তারা আবদ্ধ হয়ে যায়।

46 সে দিনে, তাদের চক্রান্ত তাদের রক্ষা করতে পারবে না, না তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

47 যারা সীমালঙ্ঘন করে তারা এখানেই শাস্তি ভোগ করে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

48 তুমি তোমার প্রভুর হুকুম পালনে দৃঢ়ভাবে অধ্যবসায়ী হও- তুমি আমাদের দৃষ্টিতে আছো- এবং তোমাদের প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করো ও প্রশংসা করো যখন তোমরা উঠো।

49 এছাড়া রাতের বেলায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো, এবং উষাতে যখন তারাগুলো মলিন হয়ে যায়।

SURA 53 · 62 VERSES

তারকারাজি

Al-Najm

النّجم

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 যখন তারকারাজি ঝরে পরে।*

৫৩:১-১৮ মুহাম্মদকে এই কুরআনকে তার বক্ষে স্থাপন করার জন্য সর্বোচ্চ মহাবিশ্বে ডাকা হয়েছিল। আলোর লক্ষ লক্ষ গুণ বেগে তিনি যখন তাদের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করছিলেন তখন তারাগুলি মনে হচ্ছিল খসে পড়ছে। পরবর্তীকালে, কুরআন ধীরে ধীরে তার স্মৃতিতে প্রকাশিত হয়েছিল। পরিশিষ্ট ২৮।

2 তোমাদের বন্ধু (মুহাম্মদ) পথভ্রষ্ট ছিল না, না সে প্রতারিত ছিল।

3 না সে মনগড়া কথা বলতো।

4 এটি ছিল ঐশ্বরিক উদ্দীপনা।

5 সবচেয়ে শক্তিশালী দ্বারা নির্দেশিত।

6 সকল কর্তৃত্বের অধিকারী। তাঁর সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে।

7 সর্বোচ্চ দিগন্তটিতে।

8 তিনি নিচে নেমে আরও নিকটবর্তী করলেন।

9 যে পর্যন্ত না তিনি যথাসম্ভব কাছাকাছি হলেন।

10 তিনি এরপর তাঁর বান্দার কাছে প্রকাশ করলেন যা প্রকাশ করার ছিল।

11 মন কখনোই কল্পনা করেনি যা সে দেখেছিল।

12 যা সে দেখেছিল তাতে কি তোমরা সন্দেহ করছো?

13 তিনি তাকে দেখেছিলেন অন্য এক অবতরণে।

14 পরম স্থানটিতে।

15 যেখানে চিরস্থায়ী স্বর্গ অবস্থিত।

16 সম্পূর্ণ স্থানটি অভিভূতময় ছিল।

17 চোখগুলো দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি, না হয়েছিল অন্ধ।

18 সে তাঁর প্রভুর মহা নিদর্শনাবলি দেখেছিল।

তুচ্ছ উপাস্যরা

19 একে তুলনা করো উদ্ভাবিত নারী উপাস্য আলা'ত ও আল-উযযাহ- এর সাথে।

20 এবং মানা'ত, তৃতীয় জন।

21 তোমাদের কি পুত্র আছে যখন তাঁর এগুলো আছে কন্যা হিসেবে?

22 কি এক অসন্মানকর বণ্টন!

23 এগুলো কেবলই নাম যা তোমরা বানিয়েছ, তোমরা আর তোমাদের পিতৃপুরুষরা। আল্লাহ কখনোই এমন মিথ্যাচারের অনুমোদন দেননি। তারা অনুসরণ করে অনুমানের, এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছার, যখন এখানে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য পথনির্দেশনা এসেছে।

24 মানুষ আসলে কি চায়?

25 পরকাল ও এই দুনিয়া উভয়ই আল্লাহর অধীনে।

26 এমনকি স্বর্গের ফেরেশতাদেরও সুপারিশ করার অধিকার নেই। কেবল সে লোকেরাই আল্লাহ দ্বারা অনুমোদিত যারা তাঁর ইচ্ছা ও তাঁর অনুমোদন অনুসারে কাজ করে।

27 পরকালে যারা অবিশ্বাস করে তারা ফেরেশতাদের নারীবাচক নাম দিয়েছে।

28 এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান ছিল না; তারা কেবল অনুমান করেছিল। অনুমান সত্যের কোন বিকল্প নয়।

সতর্কতার সাথে আপনার বন্ধু নির্বাচন করুন

29 তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো যারা আমাদের বার্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দুনিয়ার এই জীবন নিয়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

30 এটা তাদের জ্ঞানের সীমা। তোমার প্রভু তাদের বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত যারা তাঁর পথ থেকে পথভ্রষ্ট হয়েছে, এবং তিনি তাদের বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত যারা সুপথপ্রাপ্ত।

31 আকাশমণ্ডলীর সবকিছু ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর। যারা মন্দ কাজ করে তিনি তাদের প্রতিফল দেবেন আর সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করবেন তাদের সৎকর্মশীলতার জন্য।

32 তারা স্পষ্ট পাপ ও সীমালঙ্ঘন এড়িয়ে চলে, ছোটখাটো অপরাধসমূহ ব্যতীত। তোমার প্রভুর ক্ষমাশীলতা বিশাল। তখন থেকেই তিনি তোমাদের সম্পর্কে পূর্ণ অবগত যখন পৃথিবী থেকে তিনি তোমাদের সূচনা করেছিলেন , আর যখন তোমরা তোমাদের মায়ের পেটে ভ্রুন ছিলে। সুতরাং, নিজেকে নিয়ে বড়াই করো না; তিনি সৎকর্মশীলদের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত।

33 তুমি কি সে ব্যক্তির দিকে খেয়াল করেছ যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল?

34 কদাচিৎ সে দান করতো আর তা-ও খুব সামান্য।

35 তার কি ভবিষ্যত জ্ঞান ছিল? সে কি তা দেখতে পারতো?

36 সে কি অবগত ছিল না মুসার ঐশীগ্রন্থের শিক্ষার বিষয়ে?

37 আর ইব্রাহিমের যে পূর্ণ করেছিল?

38 কোন আত্মা অন্য আত্মার পাপ বহন করে না।

39 প্রত্যেক মানুষ তার নিজের কাজের জন্য দায়ী।

40 এবং প্রত্যেকের কাজগুলো দেখানো হবে।

41 এরপর তাদের এসব কাজের জন্য পূর্ণ প্রাপ্য দেয়া হবে।

42 তোমার প্রভুর দিকেই চূড়ান্ত নিয়তি।

43 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তোমাদের হাসান ও কাঁদান।

44 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি মৃত্যু ও জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন।

স্বামী শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ করে

45 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন দুই প্রকার, পুরুষ ও নারী-

46 এক অতি ক্ষুদ্র বীর্যের ফোঁটা থেকে।

47 তিনি পুনঃসৃষ্টি ঘটাবেন।

48 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তোমাদের ধনী অথবা দরিদ্র করেন।

49 তিনি নক্ষত্রপুঞ্জের প্রভু।

50 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি প্রাচীন "আদ" সম্প্রদায়কে বিলুপ্ত করেছিলেন।

51 এবং মুছে দিয়েছিলেন 'সামুদ' সম্প্রদায়কে।

52 এছাড়া এর পূর্বে নূহের লোকদের; তারা ছিল মন্দ সীমালঙ্ঘনকারী।

53 (চোডম ও গোমোরা -এর) দুষ্ট জনপদগুলো ছিল সবচেয়ে নীচু।

54 ফলস্বরুপ, তারা একদম নিশ্চিহ্ন হয়েছিল।

55 তোমার প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পারো?

56 এটি একটি সতর্কবানী পুরনোগুলোর মতো।

57 অনিবার্য সময়টি আসন্ন।

58 আল্লাহ ব্যতিত কেউ তা প্রকাশ করতে পারে না।

59 তোমরা কি এ বিষয়ে প্রশ্ন করছো?

60 তোমরা কি কান্নার বদলে হাসছো?

61 তোমরা কি তোমাদের পথে গোঁ ধরে আছো?

62 তোমরা আল্লাহর সামনে সেজদাবনত হও, এবং উপাসনা করো।

SURA 54 · 55 VERSES

চাঁদ

Al-Qamar

القمر

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 সে সময় নিকটবর্তি হয়েছে, এবং চাঁদ বিভক্ত হয়েছে।*

৫৪:১ পৃথিবীর আসন্ন সমাপ্তির এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণটি ১৯৬৯ সালে ঘটেছিল, যখন মানুষ চাঁদে অবতরণ করেছিল এবং চাঁদের টুকরো পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিল। একই সময়ে, কুরআনের আল্লাহর গাণিতিক অলৌকিক ঘটনা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছিল। সনাতনী মুসলিমরা এর বিরোধিতা করেছিল, কারণ এটি তাদের অনুশীলনের ভুলত্রুটি প্রকাশ করছিল (পরিশিষ্ট ২৫)।

2 তারপর তারা একটি অলৌকিক নিদর্শন দেখল; কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, “পুরনো জাদু”।

3 তারা অবিশ্বাস করলো, তাদের মতের অনুসরণ করলো এবং তাদের পুরনো প্রথায় লেগে থাকলো।

4 তাদের সাবধান করতে যথেষ্ট সতর্কবানী প্রদান করা হয়েছে।

5 বিশাল প্রজ্ঞা; কিন্তু সকল সতর্কবানী বিফল হয়েছে।

6 তাদের উপেক্ষা করো; সেদিন আসবে যখন আহবানকারী এক ভয়াবহ দুর্যোগের ঘোষণা দিবে।

7 তাদের অপমানিত চোখগুলো নিয়ে, তারা কবর থেকে বেরিয়ে আসে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মতো।

8 যখন তারা আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেবে, অবিশ্বাসীরা বলবে, “এ এক কঠিন দিন।”

9 তাদের আগে নূহের লোকেরা অবিশ্বাস করেছিল। তারা আমাদের বান্দাকে অবিশ্বাস করেছিল আর বলেছিল, “উন্মাদ!” তার উপর নির্যাতন করা হয়েছিল।

10 সে তার প্রভুর কাছে মিনতি করলো, “আমি নির্যাতিত; আমাকে বিজয় দিন।”

11 আমরা তখন আকাশের দরজাগুলো খুলে দিয়েছিলাম, পানি বর্ষণ করতে।

12 এবং আমরা পৃথিবী থেকে সজোরে ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলাম। পানিগুলো এক পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে।

জলযানটি

13 আমরা তাকে গাছের গুড়ি ও দড়ি দিয়ে নির্মিত জলযানে চড়িয়েছিলাম।

14 এটি চলেছিল আমাদের সতর্ক দৃষ্টির আওতায়; সে ব্যক্তির জন্য পুরষ্কার যাকে প্রত্যাখান করা হয়েছিল।

15 একে আমরা একটি শিক্ষা হিসেবে স্থাপন করেছি। তোমাদের কেউ কি শিখতে চাও?

16 সতর্কবানীর পর কত ভয়াবহ ছিল আমার শাস্তি!

17 আমরা কুরআনকে শেখার জন্য সহজ করেছি। তোমাদের কেউ কি শিখতে চাও?

18 আদ জাতি অবিশ্বাস করেছিল। পরিনামে, সতর্কবানীর পর কত ভয়াবহ ছিল আমার শাস্তি।

19 আমরা তাদের উপর প্রবল বাতাস প্রেরন করেছিলাম, এক অবিরাম দুর্দশার দিনে।

20 এটি লোকদের চারদিকে ছুড়ে ফেলেছিল যেন তারা ছিল জীর্ণশীর্ণ খেজুর গাছের গুড়ি।

21 সতর্কবানীর পর কত ভয়াবহ ছিল আমার শাস্তি!

22 আমরা কুরআনকে শেখার জন্য সহজ করেছি। তোমাদের কেউ কি শিখতে চাও?

23 সামুদ জাতি সতর্ক-বাণী প্রত্যাখ্যান করেছিল।

24 তারা বলেছিল, “আমরা কি অনুসরণ করবো আমাদেরই একজনকে; একজন মানুষকে? আমরা তাহলে পথভ্রষ্ট হবো, এরপর শেষ পর্যন্ত নরকে যাবো।

25 “বার্তা কি আমাদের পরিবর্তে তার কাছে পৌঁছাল? সে ঘোর মিথ্যাবাদী।”

26 আগামীকাল তারা দেখতে পাবে কে ঘোর মিথ্যাবাদী।

27 আমরা উটকে তাদের জন্য পরীক্ষা হিসেবে পাঠাচ্ছি। তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখো এবং ধৈর্য ধর।

28 তাদেরকে জানাও যে পানি তাদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে; (উটটি) তার জন্য নির্দিষ্ট দিনে পানি পানের অনুমতি পাবে।

29 কিন্তু তারা (উটটিকে) হত্যা করতে তাদের বন্ধুকে প্ররোচিত করলো, আর সে রাজি হয়েছিল।

30 পরিণামে, কত ভয়াবহ ছিল আমার শাস্তি! তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল।

31 আমরা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম বায়ুপ্রবাহ, যার ফলে তারা কর্তিত খড়কুটোর মতো হয়ে গিয়েছিল ।

32 আমরা কুরআনকে শেখার জন্য সহজ করেছি। তোমাদের কেউ কি শিখতে চাও?

33 লুতের লোকেরা সতর্কবানী প্রত্যাখ্যান করেছিল।

34 আমরা তাদের উপর পাথর বর্ষণ করেছিলাম। শুধু লুতের পরিবারকে ভোর-বেলায় রক্ষা করা হয়েছিল।

35 আমরা তাকে ও তার পরিবারকে সৌভাগ্যশালী করেছিলাম; আমরা এভাবে কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করি।

36 সে তাদেরকে আমাদের প্রতিশোধের বিষয়ে সতর্ক করেছিল, কিন্তু তারা সতর্কবার্তাকে উপহাস করেছিল।

37 তারা তার মেহমানদের বিষয়ে তার সাথে দরাদরি করেছিল; আমরা তাদের অন্ধ করে দিয়েছিলাম। আমার শাস্তি ভোগ কর; তোমাদের সতর্ক করা হচ্ছিল।

38 পরের দিন খুব ভোরে, এক বিধ্বংসী শাস্তি তাদের উপর আঘাত হানলো।

39 আমার শাস্তি ভোগ করো; তোমাদের সতর্ক করা হয়েছিল।

40 আমরা কুরআনকে শেখার জন্য সহজ করেছি। তোমাদের কেউ কি শিখতে চাও?

41 ফেরাউনের লোকদের সতর্ক করা হয়েছিল।

42 তারা আমাদের সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিল। পরিণামে, আমরা তাদের থেকে তেমন প্রতিশোধ নিয়েছিলাম যেমন একজন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞের উচিৎ।

43 তোমাদের অবিশ্বাসীরা কি ঐসব অবিশ্বাসীদের থেকে উত্তম? ঐশীগ্রন্থ কি তোমাদের পাপ-মুক্ত করে দিয়েছে?

44 সম্ভবত তারা ভাবে, “আমরাই জয়ী হব।”

45 তাদের সকলে পরাজিত হবে; তারা মুখ ফিরিয়ে নিবে আর পালাবে।

46 সে ঘণ্টা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে আর সে ঘণ্টা অধিক মন্দ এবং অধিক যন্ত্রণাদায়ক।

47 নিশ্চয়, অপরাধীরা পথভ্রষ্ট, আর শেষ পর্যন্ত নরকে যাবে।

48 তাদেরকে নরকের আগুনে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, বলপূর্বক। শাস্তির যন্ত্রনা ভোগ কর।

49 আমাদের সৃষ্ট সবকিছু সঠিকভাবে পরিমিত।

50 আমাদের হুকুম চোখের এক পলকেই সম্পন্ন হয়।

51 আমরা তোমাদের অনুরূপ ব্যক্তিদের ধ্বংস করেছিলাম। তোমরা কেউ কি শিখতে চাও?

52 তারা যা কিছু করেছিল তা ঐশীগ্রন্থগুলোতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

53 সবকিছু, ছোট অথবা বড় লিপিবদ্ধ করা হয়।

54 নিশ্চয়, সৎকর্মশীলরা বাগান ও নদীগুলো লাভের যোগ্য।

55 সন্মানজনক একটি অবস্থানের, একজন সর্বশক্তিমান রাজার কাছে।

SURA 55 · 78 VERSES

পরম দয়ালু

الرحمن

Al-Rahmaan

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 পরম করুণাময়।

2 কুরআনের শিক্ষক।

3 মানুষের সৃষ্টিকর্তা।

4 তিনি তাদেরকে শিখিয়েছেন কিভাবে পার্থক্য করতে হয়।

5 সূর্য ও চাঁদ নিখুঁতভাবে গণনাকৃত।

6 তারকারাজি ও বৃক্ষকূল সেজদা করে।

7 তিনি আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং আইন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

8 তোমরা আইনের সীমা অতিক্রম করো না।

9 তোমরা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা কর; আইন লঙ্ঘন কর না।

10 তিনি সকল সৃষ্টির জন্য পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।

11 এতে রয়েছে ফল-ফলাদি, এবং খেজুর গাছ - এদের ঝুলন্ত ফলসহ।*

৫৫:১১ মহাকাশযান পৃথিবীর নবায়নযোগ্য পদ্ধতি এবং এর নভোচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রজননযোগ্যতার সাথে আমরা মহাকাশে যে সবচেয়ে উন্নত মহাকাশযান পাঠাই তার তুলনা করুন। মহিমা আল্লাহর।

12 আরও আছে খাদ্যশস্য ও মসলা।

13 (হে মানুষ ও জিন) তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

14 তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, কুমোরের কাঁদা সদৃশ পুরনো কাঁদা থেকে।

15 এবং জিনদের সৃষ্টি করেছেন জ্বলন্ত আগুন থেকে।

16 (হে মানুষ ও জিন) তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

17 দুই পূর্ব এবং দুই পশ্চিমের প্রভু।

18 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

19 তিনি দুই সাগরকে আলাদা করেন যখন এরা মিলিত হয়।

20 এদের মধ্যে একটি দেয়াল রাখা হয়, যা এদেরকে সীমাতিক্রমে বাধা দেয়।

21 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

22 এদের উভয়ের থেকে তোমরা মুক্তা ও প্রবাল পাও।

23 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

24 তিনি তোমাদেরকে জাহাজ দিয়েছেন যা পতাকার মত সাগরে ঘুরে বেড়ায়।

25 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

26 পৃথিবীর প্রত্যেকে ধ্বংসশীল।

27 কেবলমাত্র তোমার প্রভুর উপস্থিতি স্থায়ী হয়। যিনি রাজকীয় ক্ষমতা ও সম্মানের অধিকারী।

28 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

29 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে তাঁর কাছে মিনতি করে। প্রত্যেক দিন তিনি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনরত।

30 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

31 হে মানুষ ও জিন, আমরা তোমাদের হিসাবের জন্য ডাকবো।

32 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

33 হে জীন ও মানুষ, যদি তোমরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর শেষ সীমা ভেদ করতে পারো, তবে এগিয়ে যাও আর ভেদ করো। অনুমোদন ছাড়া তোমরা প্রবেশ করতে পারো না।

34 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

35 তোমরা আগুন ও ধাতুর গোলাবর্ষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হও, এবং তোমরা জয়ী হতে পারো না।

36 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

37 যখন আকাশ ভেঙ্গে যায় এবং রঙের মতো গোলাপি বর্ণ ধারণ করে।

38 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

39 ঐ দিন, না কোন মানুষ, না কোন জীন, তার পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

40 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

41 (এটি এ কারনে যে) অপরাধীদেরকে তাদের অঙ্গভঙ্গি দেখে চেনা যাবে; তাদেরকে মাথার অগ্রভাগের চুল ও পা ধরে নিয়ে যাওয়া হবে।

42 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

43 এটা জাহান্নাম যা অপরাধীরা প্রত্যাখ্যান করতো।

44 এটিতে এবং এক অসহনীয় নিম্নস্তরের (হামিম) মধ্যে তারা ঘুরতে থাকবে।*

৫৫:৪৪ উচ্চ স্বর্গ, নিম্ন স্বর্গ, মধ্যবর্তীস্থান, নরক এবং অসহনীয় নরক সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিবরণ পরিশিষ্ট ৫ এবং ১১ এ দেওয়া আছে।

45 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

46 যারা তাদের প্রভুর মহিমাকে সম্মান করে তাদের জন্য, দুটি বাগান (একটি জিনদের জন্য এবং একটি মানুষদের জন্য)।

47 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

48 খাদ্যসামগ্রীতে পরিপূর্ণ।

49 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার

50 এদের মধ্যে রয়েছে দুটি ঝর্ণা, প্রবাহমান।

51 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

52 এদের প্রত্যেকটি ফল, দুই প্রকার।

53 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

54 যখন সাটিনের আবরণযুক্ত আসবাবে আরাম করবে, ফলগুলো তখন তাদের হাতের নাগালে থাকে।

55 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

56 তাদের সুন্দর সঙ্গিদের কখনই কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি।

57 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

58 তারা রত্ন ও প্রবলের মত দেখতে।

59 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

60 ভালোত্বের পুরস্কার ভালোত্ব ছাড়া কি হতে পারে?

61 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

62 এদের নিচে আছে দুটি বাগান (একটি জিনদের জন্য এবং একটি মানুষদের জন্য)।

63 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

64 পাশাপাশি।

65 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

66 এদের মধ্যে আছে পানির কূপ যা থেকে উত্তোলন করতে হয়।

67 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

68 এদের মধ্যে আছে ফল, খেজুর গাছ, এবং আনার।

69 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

70 এদের মধ্যে আছে সুন্দর সঙ্গিরা।

71 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

72 তাঁবুতে আবদ্ধ

73 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

74 কোন মানুষ কখনো তাদের স্পর্শ করেনি, না কোন জিন।

75 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

76 তারা সবুজ গালিচায় আরাম করে, সুন্দর পারিপার্শ্বিকতায়। চতুর্দিকের পরিবেষ্টনে।

77 তোমাদের প্রভুর কোন বিস্ময়কে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

78 তোমার প্রভুর নাম, যিনি মহিমা ও সম্মানের অধিকারী, অত্যন্ত মহিমান্বিত

SURA 56 · 96 VERSES

অনিবার্য ঘটনা

الواقعة

Al-Waaqeʻah

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 যখন সে অনিবার্য ঘটনা ঘটবে।

2 কোন কিছু এর ঘটার সময়কে থামাতে পারে না।

3 এটি কাউকে নিচে নামাবে, আর কাউকে উপরে তুলবে।

4 পৃথিবীকে ঝাঁকানো হবে।

5 পর্বতমালা মুছে ফেলা হবে।

6 যেন কখনো তাদের অস্তিত্ব ছিল না।

7 তোমরা তিন স্তরে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

8 যারা পরম সুখের যোগ্য তারা পরম সুখে থাকবে।

9 যারা দুর্দশার যোগ্য তারা দুর্দশায় থাকবে।

10 এরপর আছে অভিজাতদের অভিজাত।

11 তারাই (আল্লাহর) সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে।

12 পরম সুখের বাগানগুলোতে।

13 অনেকেই প্রথম প্রজন্মগুলো থেকে ।*

৫৬:১৩-৪০ যারা বিশ্বাস করে এবং একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করে তাদের আত্মাকে পুষ্ট করে, তারা উচ্চ স্বর্গের জন্য নির্ধারিত। প্রতিটি নবীর সমসাময়িক অনুসারীরা সনাতনবাদি এবং কলুষিত ধর্মের অনুসারীদের দ্বারা সর্বদা নির্যাতনের শিকার হন। ফলশ্রুতিতে, তাদের জন্য উচ্চ স্বর্গে একটি বিশেষ স্থান সংরক্ষিত থাকবে। ৪০ বছর বয়সের আগে যারা মারা যায় তারা কমপক্ষে নিম্ন স্বর্গে যায় (৪৬:১৫)।

14 পরবর্তী প্রজন্মগুলো থেকে অল্প সংখ্যক।

15 বিলাসবহুল আসবাবপত্রে।

16 সবকিছু উপভোগ করে, তারা হবে প্রতিবেশী।

17 তাদের সেবায় থাকবে অমর সেবকগন।

18 পেয়ালা, জগ এবং বিশুদ্ধ পানীয় নিয়ে।

19 এগুলো কখনো ফুরিয়ে যায় না, না এরা একঘেয়ে হয়ে যায়।

20 তাদের পছন্দের ফল-ফলাদি।

21 পাখির মাংস যা তারা আকাংখা করে।

22 সুন্দর সঙ্গীরা।

23 সুরক্ষিত মুক্তার মতো।

24 তাদের কাজের জন্য পুরস্কার।

25 তারা কখনই সেখানে কোন ভিত্তিহীন কথা শোনে না, না পাপপূর্ণ কথাবার্তা।

26 শুধু উচ্চারিত হবেঃ “শান্তি, শান্তি।”

নিম্ন স্বর্গ

27 যারা ডান পাশের তারা ডান পাশে থাকবে।

28 ঘন ফল বাগানে।

29 সুগন্ধি ফল-ফলাদি।

30 দীর্ঘ ছায়া।

31 পর্যাপ্ত পানি।

32 অনেক ফল।

33 কখনো শেষ হবার নয়; কখনো নিষিদ্ধ নয়।

34 বিলাসবহুল আসবাবপত্র।

35 আমরা তাদের জন্য সঙ্গি -সঙ্গিনী সৃষ্টি করি।

36 পূর্বে কখনো স্পর্শ করা হয়নি।

37 একেবারে মানানসই।

38 তাদের জন্য যারা ডান পাশের।

39 অনেকেই প্রথমদিককার প্রজন্মগুলো থেকে।

40 অনেকেই পরবর্তী প্রজন্মগুলো থেকে।*

নরক

41 যারা বাঁ দিকের, তারা বাঁ দিকে থাকবে।

42 দুর্দশা ও অগ্নিকাণ্ডে।

43 এমনকি তাদের ছায়াও উত্তপ্ত।

44 কখনই ঠাণ্ডা নয়, কখনই সহনীয় নয়।

45 তারা ধনী ছিল।

46 তারা আল্লাহর প্রতি ঘোর মিথ্যাচারে অটল থাকত।

47 তারা বলতো, "আমরা মরে যাবার পর এবং ধুলো ও হাড় হয়ে যাবার পর, আমরা পুনরুত্থিত হবো?

48 "আমাদের পূর্ব পুরুষরাও কি হবে?"

49 বল, "প্রথমদিককার প্রজন্মগুলো এবং পরবর্তী প্রজন্মগুলো।

50 তলব করা হবে এক পূর্ব নির্ধারিত দিনের সাক্ষাতকারে ।

51 "তখন তোমরা, হে অবিশ্বাসী পথভ্রষ্টরা।

52 "খাবে তিক্ততার বৃক্ষ থেকে।

53 "তা দিয়ে তোমাদের পেট ভরিয়ে।

54 "এরপর এর সাথে নারকীয় পানীয় পান করে ।

55 "এরপর বালুর পানীয় মিলিয়ে।"

56 বিচারের দিনে এমনি তাদের অংশ।

প্রতিফলন

57 আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি, যদি কেবল তোমরা বিশ্বাস করতে পারতে!

58 তোমরা কি লক্ষ্য করেছ সে বীর্য যা তোমরা উৎপাদন করো?

59 এটা কি তোমরা সৃষ্টি করেছিলে, নাকি আমরা করেছিলাম?

60 তোমাদের জন্য আমাদের কাছে রয়েছে পূর্ব নির্ধারিত মৃত্যু। কোন কিছুই আমাদের থামাতে পারে না-

61 প্রতিস্থাপন করা হতে তোমাদের পরিবর্তে নতুন প্রজন্মকে, এবং প্রতিষ্ঠা করতে যা তোমরা জানো না।

62 তোমরা প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে জানো। তোমরা কি স্মরণ করো না?

63 তোমরা কি লক্ষ্য করেছ সে শস্যগুলো যা তোমরা কাটো?

64 তোমরা কি সেগুলো উৎপন্ন করেছিলে, নাকি আমরা করেছিলাম?

65 যদি আমরা চাই, আমরা একে খড় কুটো করে দিতে পারি। তখন তোমরা বিলাপ করবেঃ

66 “আমরা ক্ষতিগ্রস্থ।

67 “আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছে।”

68 তোমরা কি লক্ষ্য করেছ সে পানি যা তোমরা পান করো?

69 তোমরা কি একে মেঘ থেকে নামিয়ে এনেছিলে, নাকি আমরা এনেছিলাম?

70 যদি আমরা চাই, তবে আমরা একে লবণাক্ত করে দিতে পারি। তোমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিৎ।

71 তোমরা কি সে আগুনকে লক্ষ্য করেছ যা তোমরা জ্বালাও?

72 তোমরা কি এর গাছগুলোর সূচনা করেছিলে, নাকি আমরা করেছিলাম?

73 আমরা একে করলাম একটি স্মারক এবং একটি কার্যকর বস্তু ব্যবহারকারীদের জন্য।

74 তুমি তোমরা প্রভুর নামের পবিত্রতা ঘোষণা করো, যিনি মহান।

কেবল মাত্র নিবেদিতরা কুরআন বুঝতে পারবে

75 আমি নক্ষত্রদের অবস্থানের শপথ করছি।

৫৬:৭৫-৭৬ আমাদের মহাবিশ্ব, সাতটি মহাবিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম এবং অন্তঃস্থলে, কোটি কোটি আলোকবর্ষ জুড়ে বিস্তৃত এক বিলিয়ন ছায়াপথ, এক বিলিয়ন ট্রিলিয়ন তারা রয়েছে। এই অগণিত স্বর্গীয় বস্তুগুলি ঐশ্বরিকভাবে নিয়ন্ত্রিত নির্ভুলতার সাথে তাদের কক্ষপথ বজায় রাখে। আমরা যত বেশি শিখব, ততই আমরা বুঝতে পারব যে এই শপথ কতটা অসাধারণ। পরিশিষ্ট ৬ দেখুন।

76 এটি একটি শপথ, যদি তোমরা কেবল জানতে, যা অসাধারণ।*

77 এটি একটি সন্মানিত কুরআন।

78 একটি সংরক্ষিত গ্রন্থে।

79 কেউ এটি উপলব্ধি করতে পারে না আন্তরিক ব্যক্তি ব্যতীত।*

56:79 যারা অসৎ এবং শুধুমাত্র কুরআনে সন্তুষ্ট নয়, তাদেরকে ঐশ্বরিকভাবে কুরআন বোঝা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। এই ধারণাটি কুরআনে বারবার (১৭:৪৫, ১৮:৫৭) উল্লেখ করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, তারা এই আয়াতটি বুঝতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ৭:৩, ১৭:৪৬, ৪১:৪৪ ও ৫৬:৭৯ এর এই অনুবাদটি অন্যান্য অনুবাদগুলোর সাথে তুলনা করুন।

80 মহাবিশ্বের প্রভুর পক্ষ থেকে একটি প্রকাশনা।

81 তোমরা কি এই বর্ণনাকে অবজ্ঞা করছো?

82 তোমরা কি তোমাদের অবিশ্বাস করাকে ব্যবসা বানাও?

83 যখন সময় এসে যায় আর এটি (তোমাদের আত্মা) তোমাদের কণ্ঠে পৌঁছে-

84 তখন তোমরা চারদিকে তাকাবে।

85 তোমাদের চেয়ে আমরা এর অধিক নিকটবর্তী, কিন্তু তোমরা দেখ না।

86 যদি এটি সত্য হয় যে তোমাদের কোন জবাবদিহিতা নেই-

87 কেন তোমরা (তোমাদের আত্মাকে) পুনরায় ফিরিয়ে নাও না, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক?

88 যদি সে আমার নিকটবর্তীদের একজন হয়-

89 তবে আনন্দ, ফুলসম্ভার এবং পরম সুখের বাগানসমূহ।

90 আর যদি সে ডান পার্শ্বস্থদের একজন হয়-

91 শান্তিই তাদের ভাগ্য যারা ডান পার্শ্বস্থ।

92 কিন্তু যদি সে অবিশ্বাসী, পথভ্রষ্টদের একজন হয়-

93 তবে আগুনের একটি বাসস্থান-

94 আর নরকে জ্বলতে থাকা,

95 এটি ধ্রুব সত্য।

96 তুমি তোমরা প্রভুর নামের পবিত্রতা ঘোষণা করো, যিনি মহান।

SURA 57 · 29 VERSES

লোহা

الحديد

Al-Hadeed

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করছে। তিনি সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান।

2 তাঁর অধীনে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব। তিনি জীবন ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রন করেন। তিনি সর্বশক্তিমান।

3 তিনি শুরু এবং শেষ। তিনি বাহিরতম এবং ভিতরতম। তিনি সকল বস্তু সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

4 তিনি সেই সত্ত্বা যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন ছয় দিনে*, এরপর সকল কর্তৃত্ব গ্রহন করলেন। সবকিছু তিনি জানেন যা পৃথিবীতে প্রবেশ করে এবং যা এর থেকে বের হয়ে আসে, আর সবকিছু যা আকাশ থেকে নেমে আসে, এবং যা এতে আরোহন করে। তিনি তোমাদের সাথে আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন। আল্লাহ সবকিছু দেখেন যা তোমরা করো।

৫৭:৪ সৃষ্টির ছয় দিন হলো একটি মাপকাঠি, যা বিভিন্ন ব্যাপার আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের অবহিত করতে, পৃথিবী গ্রহের তাৎপর্য তুলে ধরতে এবং পৃথিবীই একমাত্র জনবসতিপূর্ণ গ্রহ তা জানানোর জন্য। পাদটীকা ৪১:৯-১০ দেখুন।

5 তাঁর অধীনে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব। সকল বস্তু আল্লাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

6 তিনি রাতকে দিনের সাথে মিলিয়ে দেন এবং দিনকে রাতের সাথে মিলিয়ে দেন। তিনি ভিতরকার চিন্তাগুলো সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

7 আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহককে বিশ্বাস করো, আর তা থেকে দাও যা তিনি তোমাদের উপর অর্পণ করেছেন। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে এবং (দান হিসেবে) দেয় তারা এক মহা প্রতিদানের যোগ্য হয়েছে।

8 কেন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে বিশ্বাস করছো না যখন বার্তাবাহক তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছে তোমাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস আনতে? তিনি তোমাদের থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছেন, যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাক।

9 তিনি সেই সত্ত্বা যিনি তাঁর বান্দার কাছে স্পষ্ট প্রকাশনাবলি অবতীর্ণ করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে পরিচালিত করতে। আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।

বিশেষ সম্মান

10 কেন তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো না, যখন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল সম্পদ আল্লাহর? তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করে ও সংগ্রাম করে তারা বাকিদের থেকে আলাদা। তারা অর্জন করে অধিকতর পদমর্যাদা তাদের চেয়ে যারা বিজয়ের পরে ব্যয় করে ও সংগ্রাম করে। প্রত্যেকের জন্য, আল্লাহ মুক্তির অঙ্গীকার করেন। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

11 কে আল্লাহকে ঋণ দিতে পছন্দ করে, সৎকর্মশীলতার ঋণ, যেন তা তার জন্য বহুগুনে বর্ধিত হয়, এবং পরিনত হয় এক মহা প্রতিদানে?

মহাবিজয়

12 সেদিন আসবে যখন তুমি বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের দেখবে তাদের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাদের সামনে এবং তাদের ডান দিক থেকে । তোমাদের জন্য সুসংবাদ যে, ঐ দিন, তোমাদের থাকবে প্রবাহিত ঝর্ণাসহ বাগান। তোমরা চিরকাল সেখানে বাস করবে। এটাই মহাবিজয়।

নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা

13 ঐদিন, যারা বিশ্বাস করেছিল তাদেরকে ভণ্ড পুরুষ ও নারীরা বলবে, “দয়া করে তোমাদের কিছু আলো আমাদের (শোষণ করতে) দাও।” বলা হবে, “তোমরা পিছনে ফিরে যাও, এবং আলোর খোঁজ করো।” তাদের মধ্যে একটি অন্তরায় স্থাপন করা হবে, যার দরজা ভিতর দিকের দয়াকে আলাদা করে, বাইরের শাস্তি থেকে।

14 তারা তাদেরকে ডেকে বলবে, “আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?” তারা উত্তর দেবে, “হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা তোমাদের আত্মার সাথে প্রতারণা করেছিলে, সন্দেহকারী ছিলে, এবং মন-মতো চিন্তার কারণে বিপথগামী হয়েছিলে, যে পর্যন্ত না আল্লাহর বিচার এসে পড়েছিল। তোমরা মোহের কারণে আল্লাহ থেকে সরে পড়েছিলে।

15 “অতএব, আজ তোমাদের থেকে কোন মুক্তিপণ নেয়া হবে না, না তাদের থেকে যারা অবিশ্বাস করেছিল। আগুন হল তোমাদের বাসস্থান; এটি তোমাদের প্রভু এবং শোচনীয় বাসস্থান।”

ধর্মের অধঃপতন

16 যারা বিশ্বাস করেছে তাদের জন্য তাদের হৃদয় খুলে দেয়ার এটাই কি সময় নয় আল্লাহর বার্তার জন্য, এবং সে সত্যের জন্য যা এখানে প্রকাশ হয়? তাদের উচিত নয় পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থের অনুসারিদের মতো হওয়া যাদের হৃদয় সময়ের সাথে সাথে কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং, পরিণামে, তাদের অনেকেই অন্যায়কারীতে পরিনত হয়েছিল।

17 জেনে রাখো যে আল্লাহ জমিনকে এর মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন। এইভাবে আমরা প্রকাশনাবলি তোমাদের জন্য ব্যাখ্যা করি, যাতে হয়তো তোমরা বুঝবে।

18 নিশ্চয়, দানশীল পুরুষ ও নারীরা আল্লাহকে ঋণ দেয়- ভালো কাজের ঋণ। তারা তাদের পুরস্কার বহুগুনে বর্ধিত অবস্থায় পাবে; তারা উদার প্রতিদানের যোগ্য হয়েছে।

19 যারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে বিশ্বাস করেছে তারা সাধু ও শহীদ। তাদের জন্য তাদের প্রভুর কাছে সংরক্ষিত আছে তাদের পুরস্কার এবং তাদের আলো। আর যারা অবিশ্বাস করেছে এবং আমাদের প্রকাশনাবলি প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা টেনে এনেছে নরক।

এই জীবন নিয়ে মগ্ন থাকা নিষিদ্ধ

20 জেনে রাখো যে এই দুনিয়ার জীবন খেলা আর তামাশা, আর তোমাদের মধ্যে গর্ব করা, অর্থ ও সন্তান জমা করার চেয়ে বেশি কিছু নয়। এটি প্রচুর বৃষ্টির মত যা চারাগাছ উৎপন্ন করে এবং অবিশ্বাসীদের সন্তুষ্ট করে। কিন্তু এরপর চারাগাছগুলো অপ্রয়োজনীয় খড় কুটোয় পরিণত হয়, আর বাতাস তা উড়িয়ে নিয়ে যায়। পরকালে রয়েছে হয় কঠিন শাস্তি, নয়তো আল্লাহ থেকে ক্ষমা ও সম্মতি। এই দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী মোহের চেয়ে বেশি কিছু নয়।

বুদ্ধিদীপ্ত বিকল্প

21 অতএব, তোমরা প্রতিযোগিতা করো তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে ক্ষমা আর এমন এক স্বর্গের জন্য যার ব্যাপ্তি আকাশ ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে। এটি তাদের জন্য অপেক্ষা করে যারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে বিশ্বাস করেছিল। এমনি আল্লাহর করুণা যা তিনি যার উপর ইচ্ছা অর্পণ করেন। আল্লাহ অসীম করুণার অধিকারী।

জ্ঞানগর্ভ বাস্তবতা*

22 যা কিছু পৃথিবীতে, বা তোমাদের সাথে ঘটে তা ইতোমধ্যেই লিপিবদ্ধ আছে, এমনকি সৃষ্টির পূর্বেই। এটি করা আল্লাহর জন্য সহজ।

৫৭:২২ আমরা আল্লাহর পক্ষ নেওয়া বা শয়তানের পক্ষ নেওয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রাখি। আল্লাহ অবশ্যই জানেন যে আমরা প্রত্যেকে কী ধরণের সিদ্ধান্ত নেব। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আপনার জীবনের ভিডিও টেপ ইতোমধ্যেই রেকর্ড করা আছে। পরিশিষ্ট ১৪ দেখুন।

23 সুতরাং, তোমাদের যাকিছুই হারায় তার জন্য দু:খ করা উচিত নয়, না কোনকিছু নিয়ে গর্ব করা উচিত যা তিনি তোমাদের উপর অর্পণ করেছেন। আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন না যারা দাম্ভিক, অহংকারী।

24 তারা কৃপণ এবং লোকদের কৃপণ হতে উৎসাহ দেয়। কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলেও আল্লাহ ধনী, প্রশংসিত।

লোহাঃ সবচেয়ে দরকারি ধাতু

25 আমরা আমাদের বার্তাবাহকদের স্পষ্ট প্রমানের সমর্থন দিয়ে পাঠিয়েছিলাম এবং আমরা তাদের কাছে নাজিল করেছিলাম ঐশীগ্রন্থ ও আইন যাতে লোকেরা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে। আর আমরা পাঠিয়ে ছিলাম লোহা, যাতে রয়েছে শক্তি ও লোকদের জন্য অনেক উপকারিতা। এই সবকিছু আল্লাহর আলাদা করার জন্য তাদেরকে যারা তাঁকে ও তাঁর বার্তাবাহককে সমর্থন করা বেছে নেবে, অটল বিশ্বাস থেকে। আল্লাহ ক্ষমতাধর, সর্ব শক্তিমান।

নবীগণ

26 আমরা নুহ এবং ইব্রাহিমকে পাঠিয়েছিলাম, আর আমরা তাদের বংশধরদের প্রদান করেছিলাম নবুয়াত ও ঐশীগ্রন্থ। তাদের কেউ কেউ সুপথে ছিল, যখন অনেকেই ছিল অন্যায়কারী।

ধর্মের অবক্ষয়

27 তাদের পরবর্তীতে, আমরা আমাদের বার্তাবাহকদের পাঠালাম । আমরা পাঠিয়েছিলাম মরিয়ম পুত্র ঈসাকে, এবং আমরা তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জিল, আর আমরা তার অনুসারীদের অন্তরে সমমর্মিতা ও দয়ার সঞ্চার করলাম। কিন্তু তারা বৈরাগ্যবাদ চালু করলো যা আমরা কখনই তাদের জন্য জারি করিনি। আমরা তাদেরকে কেবল আল্লাহর অনুমোদিত হুকুমসমূহ মেনে চলতে বলেছিলাম। কিন্তু তারা বার্তা মেনে চলেনি যেমন ভাবে তাদের উচিৎ ছিল। পরিণামে, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করেছিল আমরা তাদেরকে তাদের প্রতিদান দিয়েছিলাম, যখন তাদের অনেকেই ছিল অন্যায়কারী।

28 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, তোমরা আল্লাহকে ভক্তি করো এবং তাঁর বার্তাবাহককে বিশ্বাস করো। তাহলে তিনি তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্য দ্বিগুন পুরস্কার দিবেন, তোমাদেরকে পথ দেখাতে আলো দিয়ে অলংকৃত করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু।

29 সুতরাং, পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থের অনুসারীদের জানা উচিত যে তারা আল্লাহর দয়া ও করুণার একচ্ছত্র মালিক না এবং সকল করুণা আল্লাহর হাতে। তিনি যার উপর ইচ্ছা তা আরোপ করেন। আল্লাহ সীমাহীন করুণার অধিকারী।

SURA 58 · 22 VERSES

বিতর্ক

Al-Mujaadalah

المجادلة

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 আল্লাহ সে নারীর কথা শুনেছেন যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বিতর্ক করেছিল, এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করেছিল। তোমরা দুজনে যা আলোচনা করেছিলে আল্লাহ এর সবকিছু শুনেছেন। আল্লাহ শ্রবণকারী, দ্রষ্টা।

2 তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীকে মা গন্য করে (তাদের সাথে যৌন সহবাস নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আর) আলাদা থাকে, তারা ভালো করেই জানে যে তারা তাদের মা নয়।* তাদের মা হলো সে নারী যে তাদের জন্ম দিয়েছিল। নিশ্চয়, তারা ধর্মনিন্দা ও মিথ্যাচার করছে। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাকারী।

৫৮:২ স্ত্রীকে মায়ের মতো ঘোষণা করে তাকে বিচ্ছেদ করা আরবের একটি প্রাচীন রীতি ছিল। এটিই একমাত্র সূরা যেখানে প্রতিটি আয়াতে "আল্লাহ" শব্দটি এসেছে।

3 যারা এই পন্থায় স্ত্রীদের থেকে আলাদা থাকে, এরপর পুনর্মিলিত হয়, তারা যৌন সম্পর্ক পুনরায় শুরু করার পূর্বে একজন দাস মুক্ত করে প্রায়শ্চিত্ত করবে। এটি তোমাদেরকে জ্ঞান দিয়ে আলোকিত করার জন্যে। আল্লাহ জানেন যাকিছু তোমরা করো।

4 যদি তোমরা মুক্ত করার জন্য কোন দাস না পাও, যৌন সম্পর্ক পুনরায় শুরু করার পূর্বে টানা দুই মাস রোজা থাকবে। যদি তোমরা রোজা থাকতে না পার, তবে তোমরা ষাট জন গরীব লোককে খাওয়াবে। তোমরা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে বিশ্বাস করবে। এগুলো আল্লাহর আইন। অবিশ্বাসীরা টেনে এনেছে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

5 নিশ্চয়, যারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের বিরুদ্ধে লড়াই করে তারা পরাজিত হয়, যেমন তাদের পূর্ববর্তী অনুরূপ ব্যক্তিরা পরাজিত হয়েছিল। আমরা স্পষ্ট প্রমাণাদি অবতীর্ণ করেছি, আর প্রত্যাখ্যানকারীরা টেনে এনেছে এক লজ্জাজনক শাস্তি।

6 সে দিন আসবে যখন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, এরপর তাদের জানাবেন যা কিছু তারা করেছিল। আল্লাহ সবকিছু লিপিবদ্ধ করেছেন, যদিও তারা তা ভুলে গেছে। আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন।

আল্লাহ এখন আপনার সঙ্গে আছেন

7 তুমি কি অনুধাবন করো না যে আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু জানেন? কোন তিন ব্যক্তি গোপন চক্রান্ত করতে পারে না তাঁকে ছাড়া- তাদের চতুর্থ ব্যক্তি হিসেবে, না পাঁচ ব্যক্তি তাঁকে ছাড়া - তাদের ষষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে, না এর চেয়ে কম, না এর বেশি হিসেবে, সেখানে তাদের সাথে তিনি থাকেন যেখানেই তারা থাকুক না কেন। অতঃপর, পুনরুত্থান দিনে, তিনি তাদের জানাবেন যাকিছু তারা করেছিল। আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

চক্রান্ত করা নিষিদ্ধ

8 তুমি কি তাদের লক্ষ্য করেছো যাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল গোপনে চক্রান্ত করতে, এরপর চক্রান্তে জেদ ধরে থাকে? তারা চক্রান্ত করে পাপ, সীমালঙ্ঘন ও বার্তাবাহকের অবাধ্যতা করতে। যখন তারা তোমার কাছে আসে, তারা তোমাকে অভিবাদন জানায়, আল্লাহ যা জারি করেছেন তা ব্যতীত অন্য এক অভিবাদন দিয়ে। তারা নিজেরা মনে মনে বলে, "আমাদের কথার জন্য আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেবেন না।" জাহান্নাম হল তাদের একমাত্র প্রতিফল, যেখানে তারা জ্বলবে; কি এক শোচনীয় ভাগ্য।

9 হে যারা বিশ্বাস কর, যদি তোমাদের গোপনে পরামর্শ করতে হয়, তবে তোমরা পাপ, সীমালঙ্ঘন ও বার্তাবাহককে অমান্য করতে পরামর্শ করো না। তোমরা সৎকর্ম ও পূন্য করার জন্য পরামর্শ কর। তোমরা আল্লাহকে ভক্তি করো, যার সামনে তোমাদের একত্রিত করা হবে।

10 গোপন চক্রান্ত শয়তানের ধারণা, যারা দ্বারা সে তাদের ক্ষতি করতে চায় যারা বিশ্বাস করেছে। কিন্তু, সে তাদেরকে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষতি করতে পারে না। বিশ্বাসীরা আল্লাহতে আস্থা রাখবে।

11 হে যারা বিশ্বাস করো, যদি তোমাদের বলা হয়, "দয়া করে জায়গা দাও, " তোমরা পরস্পরকে বসার জন্য জায়গা দেবে। আল্লাহ তবে তোমাদের জন্য জায়গা তৈরি করবেন। যদি তোমাদের বলা হয় জেগে উঠো এবং এগিয়ে যাও, জেগে উঠবে এবং এগিয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে, আর যারা জ্ঞানার্জন করে আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ পদমর্যাদায় উন্নীত করেন। তোমরা যাকিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

12 হে তোমরা যারা বিশ্বাস করো, যখন তোমরা বার্তাবাহকের সাথে আলোচনা করতে চাও, তোমরা তা করার পূর্বে (গরিবদের) দান করবে। এটি তোমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্রতর। যদি তোমরা তা করতে সমর্থ না হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

13 যদি তোমরা আলোচনা করার পূর্বে দান করতে ব্যর্থ হও, তারপর অনুশোচনা করো, আল্লাহ তোমাদের অনুশোচনা গ্রহন করেন। তোমরা সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে মান্য করো। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত।

আপনার বন্ধু বাছাই করুন

14 তুমি কি তাদের লক্ষ্য করেছো যারা সেসব লোকদের বন্ধু বানায় যাদের উপর আল্লাহ রাগান্বিত? তারা না তোমার সাথে, না তাদের সাথে। তারা জেনে-শুনে মিথ্যা শপথ করে!

15 আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। নিশ্চয় শোচনীয় যা তারা করে চলেছে।

16 তারা তাদের শপথকে আল্লাহর পথে বাধা দেবার উপায় হিসেবে ব্যবহার করে। পরিণামে, তারা টেনে এনেছে এক লজ্জাজনক শাস্তি।

17 না তাদের অর্থ, না তাদের সন্তানেরা আল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করবে। তারা টেনে এনেছে নরকাগ্নি, যেখানে তারা চিরকাল বাস করে।

18 সে দিন আসবে যখন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন। তারা তখন তাঁর কাছে শপথ করবে, ঠিক যেমন এখন তারা তোমাদের কাছে শপথ করে, এই ভেবে যে তারা আসলেই সঠিক! নিশ্চয়, তারাই আসল মিথ্যাবাদী।

19 শয়তান তাদের উপর ভর করেছে, এবং তাদেরকে দিয়ে আল্লাহর বার্তা অবজ্ঞা করিয়েছে। এরাই শয়তানের দল। নিঃসন্দেহে, শয়তানে দল পরাজিত।

20 নিশ্চয়, যারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের বিরোধিতা করে তারা হবে নিম্নতমদের সাথে।

21 আল্লাহ আইন জারি করেছেনঃ " আমি ও আমার বার্তাবাহকরা অবশ্যই জয়ী হব।"

আপনার জীবনের জন্য ধাবিত হোন

22 যারা আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে তুমি সে লোকদের বন্ধুত্ব করতে দেখবে না তাদের সাথে যারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের বিরোধিতা করে, এমনকি যদিও তারা তাদের পিতামাতা, অথবা তাদের সন্তান, অথবা তাদের ভাই-বোন, অথবা তাদের গোত্র হয়। এদের জন্য, তিনি তাদের হৃদয়ে বিশ্বাস স্থাপিত করেন, এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরণা দিয়ে তাদের সমর্থন দেন, এবং তাদেরকে প্রবেশ করান প্রবাহিত ঝর্ণা সহ বাগানে যেখানে তারা চিরকাল বাস করে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহর দল। অবশ্যই, আল্লাহর দলই জয়ী।

SURA 59 · 24 VERSES

প্রস্থান

الحشر

Al-Hashr

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু, এবং তিনি সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান।

আল্লাহ বিশ্বাসীদের পক্ষে থাকেন

2 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি ঐশ্বীগ্রন্থের লোকদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদেরকে তাদের ঘর থেকে একসাথে উচ্ছেদ করেছিলেন। তোমরা কখনো ধারনা করোনি যে তারা প্রস্থান করবে, আর তারা ভেবেছিল যে তাদের প্রস্তুতি আল্লাহ থেকে তাদের রক্ষা করবে। কিন্তু এরপর আল্লাহ তাদের কাছে এমনভাবে আসলেন যা তারা কখনো আশা করেনি, আর তাদের হৃদয়ে আতংক ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। তাই, তারা তাদের ঘর-বাড়ি ত্যাগ করেছিল স্বেচ্ছায়, তদুপরি বিশ্বাসীদের চাপে। এর থেকে তোমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত, হে তোমরা যারা দূরদর্শিতার অধিকারী।

3 আল্লাহ যদি তাদের যেতে বাধ্য না করতেন, তিনি হয়তো তাদেরকে (চলে যেতে বাধ্য করার চেয়েও অধিকতর মন্দ) প্রতিদান এই জীবনে দিতেন। পরকালে তিনি তাদের নরকের শাস্তি দেবেন।

4 এটি এই কারনে যে তারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের বিরোধিতা করেছিল। যারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের বিরোধিতা করে, আল্লাহ তাদের জন্য শাস্তি প্রয়োগে অত্যন্ত কঠোর।

5 তোমরা কোন গাছ কাট, অথবা একে এর কাণ্ডের উপর দাড়িয়ে থাকতে দাও, তা আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে হয়। তিনি অবশ্যই অন্যায়কারীদের অপমানিত করবেন।

6 যাকিছু আল্লাহ তাঁর বার্তাবাহকের জন্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তা তোমাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টার ফল ছিল না, তা তোমরা ঘোড়ার উপর লড়াই করে থাকো অথবা পায়ের উপর। আল্লাহই সে সত্ত্বা যিনি যার জন্য ইচ্ছা তার বিরুদ্ধে তাঁর বার্তাবাহকদের পাঠান। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ

7 যাকিছু আল্লাহ (পরাজিত) সম্প্রদায়গুলো থেকে তাঁর বার্তাবাহককে ফিরিয়ে দেন তা আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের কাছে যাবে (দান হিসাবে)। তোমরা তা আত্মীয়-স্বজন, এতিম, গরীব ও ভ্রমণরত বিদেশীদের দাও। এভাবে, এটি তোমাদের শক্তিশালীদের একচেটিয়া অধিকারে থাকবে না। তোমাদেরকে বার্তাবাহকের দেয়া যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তোমরা রাখতে পার, কিন্তু যা তিনি তোমাদের নিতে নিষেধ করেন তা নিও না। তোমরা আল্লাহকে ভক্তি কর। আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

8 সে অভাবিদের (তোমরা দিবে) যারা দেশত্যাগ করেছিল। তাদেরকে তাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল আর তাদের ভূসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল কারন তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করতো, এবং কারন তারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে সমর্থন করেছিল। এরাই সত্যবাদী।

9 আর যারা তাদেরকে ঘর ও আশ্রয় দিয়েছিল, এবং তাদের পূর্ব থেকেই বিশ্বাসী ছিল, তারা তাদেরকে ভালোবাসে যারা দেশত্যাগ করে তাদের কাছে এসেছিল, এবং তাদেরকে সাহায্য করায় তাদের হৃদয়ে কোন সংশয় বোধ করে না। প্রকৃতপক্ষে, তারা অনায়াসে নিজেদের চেয়ে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, এমনকি তারা তা দিয়ে দেয় যা তাদেরই প্রয়োজন। নিশ্চয়, যারা তাদের সহজাত কৃপণতাকে জয় করতে পারে তারাই সফলকাম।

10 যারা তাদের পর বিশ্বাসী হয়েছিল তারা বলে, “আমাদের প্রভু, ক্ষমা করুন আমাদের ও আমাদের ভাইদের যারা বিশ্বাসে আমাদের অগ্রণী এবং আমাদের হৃদয়কে রক্ষা করুন তাদের বিরুদ্ধে কোন ঘৃণা পোষণ করা থেকে যারা বিশ্বাস করেছে। আমাদের প্রভু, আপনি দয়াবান, পরম করুণাময়।”

11 তুমি কি তাদের লক্ষ্য করেছো যারা ভণ্ডামি নামক মহামারীতে আক্রান্ত, এবং কেমন করে তারা বলেছিল ঐশীগ্রন্থের লোকদের যারা অবিশ্বাসে তাদের সঙ্গী, “যদি তোমাদের উচ্ছেদ করা হয় আমরাও তোমাদের সাথে বের হয়ে যাব, এবং কখনো এমন কাউকে মানবো না যারা তোমাদের বিরোধিতা করে। যদি কেউ তোমাদের সাথে লড়াই করে, আমরা তোমাদের হয়ে লড়াই করবো।” আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে তারা মিথ্যাবাদী।

12 প্রকৃতপক্ষে, যদি তাদের উচ্ছেদ করা হতো, তারা তাদের সাথে বের হতো না, এবং যদি কেউ তাদের সাথে লড়াই করতো, তারা তাদের সমর্থণ দিতো না। এমনকি তারা সমর্থন দিলেও, তারা মুখ ফিরিয়ে নিতো এবং পালিয়ে যেতো। তারা কখনো জয়ী হতে পারতো না।

13 নিশ্চয়, তোমরা তাদের হৃদয়ে আরো বেশি আতংক সঞ্চার করো তাদের আল্লাহ ভীতির চেয়ে। এটি এই কারনে যে তারা সেসব লোক যারা অনুধাবন না।

14 তারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে মিলিত হয় না যদিনা তারা সুরক্ষিত দালানে, অথবা দেয়ালের আড়ালে থাকে। তাদের কাছে নিজেদের শক্তিকে দুর্দান্ত মনে হয়। তুমি হয়তো ভাববে যে তারা ঐক্যবদ্ধ, আসলে তাদের হৃদয়গুলো বিভক্ত। এটি এই কারনে যে তারা সেসব লোক যারা বোঝে না।

15 তাদের ভাগ্য তাদের অনুরূপ ব্যক্তিদের মত যারা তাদের পূর্ববর্তী ছিল। তারা তাদের সিদ্ধান্তের পরিণাম ভোগ করেছিল। তারা নিজেদের উপর টেনে এনেছে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

16 তারা শয়তানের মতঃ যে মানবজাতিকে বলে, "অবিশ্বাস করো," এরপর সে অবিশ্বাস করা মাত্র, সে বলে, "আমি তোমাকে অস্বীকার করছি। আমি মহাবিশ্বের প্রভু আল্লাহকে ভয় করি।"

17 তাদের উভয়ের নিয়তি নরকাগ্নি, যেখানে তারা চিরকাল বাস করে। সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য এটাই প্রতিফল।

18 হে যারা বিশ্বাস কর, তোমরা আল্লাহকে ভক্তি কর, এবং প্রত্যেক আত্মা যাচাই করে দেখুক যে সে কি করেছে আগামীকালের জন্য। তোমরা আল্লাহকে ভক্তি কর, তোমরা যাকিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

19 তাদের মত হইও না যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল, তাই তিনি তাদের নিজেদের ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। এরাই অন্যায়কারী।

20 নরকাগ্নি এবং স্বর্গের বাসিন্দারা সমান নয়; স্বর্গের বাসিন্দারা বিজয়ী।

কুরআনের মহাত্ব

21 যদি আমরা এই কুরআনকে কোন পর্বতের উপর নাজিল করতাম, তুমি একে দেখতে কাঁপতে কাঁপতে টুকরো হয়ে যাচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ভক্তিতে। আমরা লোকদের জন্য এই উদাহরণগুলো দেই, যাতে তারা ভেবে দেখে।

আল্লাহ

22 তিনিই সে এক আল্লাহ; তাঁর পাশে অন্য কোন উপাস্য নেই। সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন। তিনি সবচেয়ে করুনাময়, সবচেয়ে দয়ালু।

23 তিনিই সে এক আল্লাহ; তাঁর পাশে অন্য কোন উপাস্য নেই। রাজা, সবচেয়ে পবিত্র, শান্তি, সবচেয়ে বিশ্বস্ত, সর্বোচ্চ, সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে শক্তিধর, সবচেয়ে সম্মানিত। মহিমা আল্লাহর, অংশীদার থাকা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।

24 তিনিই সে এক আল্লাহ; সৃষ্টিকর্তা, সূচনাকারী, নকশাকারী। সবচেয়ে সুন্দর নামগুলো তাঁর। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। তিনি সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান।

SURA 60 · 13 VERSES

পরীক্ষা

الممتحنة

Al-Mumtahanah

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 হে তোমরা যারা বিশ্বাস কর, তোমরা বন্ধু করো না আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদের, তাদের প্রতি ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে দিয়ে, তা সত্ত্বেও যে তারা সেই সত্যে অবিশ্বাস করেছে যা তোমাদের কাছে এসেছে। তারা বার্তাবাহক ও তোমাদের প্রতি অত্যাচার করে শুধু এই কারনে যে তোমরা বিশ্বাস করো তোমাদের প্রভু আল্লাহকে। যদি তোমরা আমার পথে সংগ্রামের জন্য একত্রিত হও, আমার অনুগ্রহ সন্ধানে, তবে কেমন করে গোপনে তোমরা তাদের ভালবাসতে পার? আমি পুরোপুরি অবগত যা তোমরা লুকাও আর যা তোমরা প্রকাশ করো। তোমাদের মধ্যে যারা তা করে তারা নিশ্চয় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

2 যখনি তারা তোমাদের মুখোমুখি হয়, তারা তোমাদের সাথে শত্রুর মত আচরণ করে, এবং তোমাদের আঘাত করে তাদের হাত ও তাদের জিহবা দিয়ে। তারা চায় তোমরা অবিশ্বাস করো।

3 তোমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং তোমাদের অর্থ কখনো তোমাদের সাহায্য করতে পারে না। পুনরুত্থান দিনে, তিনি তোমাদের মাঝে বিচার করবেন। আল্লাহ দেখেন যা কিছু তোমরা করো।

ইব্রাহিমঃ একটি উদাহরণ

4 তোমাদের জন্য রয়েছে ইব্রাহিম ও তার সাথীদের দারা স্থাপিত একটি ভাল উদাহরণ। তারা তাদের লোকদের বলেছিল, “আমরা তোমাদের এবং সে উপাস্যদের প্রত্যাখ্যান করি যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পাশে উপাসনা করো। আমরা তোমাদের অভিযুক্ত করি, এবং তোমরা আমাদের থেকে শত্রুতা ও ঘৃণা ছাড়া কিছু দেখবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহতে বিশ্বাস কর।” কিন্তু, ইব্রাহীমের একটি ভুল হয়েছিল যখন সে তার পিতাকে বলেছিল, “আমি তোমার ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করবো, কিন্তু আমার কোন ক্ষমতা নেই আল্লাহ থেকে তোমাকে রক্ষা করার।” “আমাদের প্রভু, আমরা আপনার উপর আস্থা রাখি এবং আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করি; আপনার কাছেই চূড়ান্ত নিয়তি।*

৬০:৪ আরবি শব্দ "একা" (ওয়াহদাহু) কুরআনে মাত্র ছয়বার এসেছে, যার মধ্যে একটি কুরআনকে একা ধরে রাখার কথা বলে (১৭:৪৬)। ৭:৭০, ৩৯:৪৫, ৪০:১২ এবং ৮৪ এবং ৬০:৪ এ "একা আল্লাহ" শব্দটি উল্লেখ

করা হয়েছে। এই সংখ্যাগুলির যোগফল (৭+৭০+৩৯+৪৫+৪০+১২+৮৪+৬০+৪) ৩৬১, অথবা ১৯x১৯। এটি জোর দিয়ে বলে যে কুরআনের মূল বিষয়বস্তু হল "একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করো।" পরিশিষ্ট ১।*

৬০:৪ আমরা প্রতিমা উপাসকদের জন্য ক্ষমা নয়, পথনির্দেশনার জন্য প্রার্থনা করতে পারি, কারণ আল্লাহর আইন হল শিরকই একমাত্র অমার্জনীয় অপরাধ (৪:৪৮ এবং ১১৬)।

5 "আমাদের প্রভু, অবিশ্বাসীদের দ্বারা আমাদের নিপীড়িত হতে দিয়েন না, এবং আমাদের ক্ষমা করুন। আপনি সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান"।

6 যারা আল্লাহ ও শেষ দিনকে চায় তাদের জন্য একটি ভাল উদাহরণ স্থাপিত আছে। আর তাদের ক্ষেত্রে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, (তাদেরকে) আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই, সবচেয়ে প্রশংসিত।

7 আল্লাহ হয়তো তোমাদের ও তাদের মধ্যে শত্রুতাকে ভালোবাসায় পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। আল্লাহ ক্ষমাশীল, সবচেয়ে করুণাময়।

বিশ্বাসহীনদের সাথে সম্পর্ক করার ব্যাপারে মৌলিক আইন

8 আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না তাদের সাথে বন্ধুসুলভ হতে যারা ধর্ম নিয়ে তোমাদের সাথে লড়াই করে না, এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে উচ্ছেদ করে না। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুসুলভ হতে পারো এবং তাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হও। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।

9 আল্লাহ তোমাদেরকে শুধু তাদের সাথে বন্ধুসুলভ হতে নিষেধ করেন যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে ধর্ম নিয়ে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে উচ্ছেদ করে, এবং তোমাদের নির্বাসিত করতে অন্যদের সাথে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুসুলভ হবে না। যারা তাদের সাথে বন্ধুসুলভ হয় তারা সীমালঙ্ঘনকারী।

যুদ্ধের ক্ষেত্রে

10 হে যারা বিশ্বাস করো, যখন বিশ্বাসী নারীরা (শত্রুদের পরিত্যাগ করে আর) তোমাদের কাছে আশ্রয় চায়, তোমরা তাদের পরীক্ষা করো। আল্লাহ তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। যদি তোমরা একবার নিশ্চিত করো যে তারা বিশ্বাসী, তোমরা অবিশ্বাসীদের কাছে তাদের ফেরত পাঠাবে না। তারা বৈধ নয় তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে, না অবিশ্বাসীরা অনুমোদিত তাদের বিয়ে করতে। অবিশ্বাসীরা যে মোহরানা দিয়েছে তা ফিরিয়ে দাও। তাদের বিয়ে করে তোমরা কোন ভুল করো না, যদি না তোমরা তাদেরকে তাদের প্রাপ্য মোহরানা পরিশোধ কর। অবিশ্বাসী স্ত্রীদের রেখো না (যদি তারা শত্রুদের সাথে যোগ দিতে চায়)। তোমরা তাদের কাছে সে মোহরানা চাইতে পার যা তোমরা পরিশোধ করেছিলে, এবং তারা তা চাইতে পারে যা তারা দিয়েছিল। এটা আল্লাহর নিয়ম, তিনি তোমাদের মধ্যে শাসন করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান।

11 যদি তোমাদের কারো স্ত্রী শত্রু শিবিরে যোগ দেয়, এবং তোমরা লড়াই করতে বাধ্য হও, তোমরা শত্রুদের বাধ্য করবে সে লোকদের ক্ষতিপূরণ দিতে যারা তাদের স্ত্রীদের হারিয়েছিল, তাদেরকে তা দিয়ে যা তারা তাদের স্ত্রীদের জন্য খরচ করেছিল। তোমরা আল্লাহকে ভক্তি করবে, যার উপর তোমরা বিশ্বাস করো।

12 হে নবী, যখন বিশ্বাসী নারীরা (যারা অবিশ্বাসীদের পরিত্যাগ করেছে) তোমার কাছে আশ্রয় অন্বেষণ চায়, তোমার কাছে অঙ্গীকার করে যে তারা আল্লাহর পাশে অন্য উপাস্য স্থাপন করবে না, না চুরি করবে, না ব্যাভিচার করবে, না তাদের সন্তানদের হত্যা করবে, না কোন মিথ্যা উদ্ভাবন করবে, না তোমার ন্যায়নিষ্ঠ হুকুম অমান্য করবে, তুমি তাদের অঙ্গীকার গ্রহন কর, এবং আল্লাহর কাছে তাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা কর । আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

13 হে যারা বিশ্বাস কর, তাদের সাথে বন্ধুসুলভ হইও না যাদের প্রতি আল্লাহ রাগান্বিত, এবং যারা অবিশ্বাসে আশাহীন ভাবে আটকে আছে; তারা ঠিক তেমন আশাহীন যেমন আশাহীন সেই অবিশ্বাসীরা যারা ইতোমধ্যে কবরের মধ্যে আছে।

SURA 61 · 14 VERSES

স্তম্ব

الصف

Al-Suff

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করছে। তিনি সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান।

2 হে যারা বিশ্বাস কর, কেন তোমরা বল যা তোমরা কর না?

3 আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত বিষয় হলো তোমাদের বলা যা তোমরা কর না।

4 আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন যারা তাঁর কারনে লড়াই করে সম্মিলিতভাবে এক স্তম্ভে, কোন দেয়ালের ইটগুলোর মতো।

5 স্মরণ কর যে মুসা তার লোকদের বলেছিল, “হে আমার লোকেরা, কেন তোমরা আমাকে আঘাত কর, যদিও তোমরা জানো যে আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর বার্তাবাহক?” যখন তারা পথচ্যুত হলো, আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বিমুখ করে দিলেন। কারন আল্লাহ মন্দ লোকদের পথ দেখান না।

ঈসার পর বার্তাবাহক

6 স্মরণ কর, মরিয়মের পুত্র ঈসা বলেছিল, “হে ইসরাইলের সন্তানেরা, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর বার্তাবাহক, তওরাতকে নিশ্চিত করছি এবং আমার পর একজন বার্তাবাহক আগমনের সুসংবাদ দিচ্ছি যারা নামকে করা হবে আরও বেশি প্রশংসিত (আহমদ)।” অতঃপর যখন সে তাদের স্পষ্ট প্রমাণদি দেখাল, তারা বলল, “এটা স্পষ্ট জাদু।”

7 সে ব্যক্তির চেয়ে কে অধিক মন্দ যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, এবং তাকে আত্মসমর্পণে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে? আল্লাহ মন্দ লোকদের পথ দেখান না।

8 তারা তাদের মুখ দিয়ে আল্লাহর আলো নেভাতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলোকে নির্ভুলভাবে পূর্ণ করার উপর জোর দেন, অবিশ্বাসীদের সত্ত্বেও।

মহা ভবিষ্যৎ বানী

9 তিনি তাঁর বার্তাবাহককে* পাঠিয়েছেন পথনির্দেশনা এবং সত্য ধর্ম দিয়ে, আর একে সকল ধর্মের উপর কর্তৃত্বকারী করবেন, প্রতিমা উপাসকদের সত্ত্বেও।

61:9 এই বার্তাবাহকের নির্দিষ্ট নামটি গাণিতিকভাবে লেখা হয়েছে (পরিশিষ্ট 2)।

সর্বোত্তম লেনদেন

10 হে তোমরা যারা বিশ্বাস কর, চল আমি তোমাদেরকে একটি বাণিজ্য সম্পর্কে জানাই যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে।

11 আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে বিশ্বাস কর এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর তোমাদের অর্থ ও তোমাদের জীবন দিয়ে। এটি তোমাদের জন্য সর্বোত্তম বাণিজ্য, যদি তোমরা কেবল জানতে।

12 বিনিময়ে, তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করেন এবং তোমাদের প্রবেশ করান প্রবাহিত ঝর্ণাসহ বাগানগুলোতে, সাথে রয়েছে ইডেনের সুন্দর অট্টালিকা বিশিষ্ট বাগানগুলো। এটিই সর্বোত্তম বিজয়।

13 উপরন্তু, তোমরা পাও এমনকিছু যা তোমরা সত্যিকারভাবে ভালবাসোঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে সমর্থন ও প্রতিশ্রুত বিজয়। বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও।

14 হে যারা বিশ্বাস কর, আল্লাহর সমর্থনকারী হও, মরিয়ম পুত্র ঈসার শিষ্যদের মত, যখন সে তাদের বলল, “আল্লাহর পথে কে আমরা সমর্থনকারী,” তারা বলল, “আমরা আল্লাহর সমর্থনকারী।” এরূপে, ইসরাইলের সন্তানদের একটি দল বিশ্বাস করলো এবং অন্য দলটি অবিশ্বাস করল। যারা বিশ্বাস করেছিল আমরা তাদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করলাম, যতক্ষণ না তারা জয়ী হল।

SURA 62 · 11 VERSES

শুক্রবার

الجمعة

Al-Jumu'ah

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 আকাশমণ্ডলীর সবকিছু এবং পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে; যিনি রাজা, সবচেয়ে পবিত্র, সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান।

2 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি (ঐশীগ্রন্থ সম্পর্কে) অজ্ঞ লোকদের কাছে একজন বার্তাবাহক পাঠিয়েছিলেন তাদেরই মধ্য থেকে, তাদের কাছে তাঁর প্রকাশনাবলি আবৃতি করতে, তাদেরকে পবিত্র করতে, তাদেরকে শিক্ষা দিতে ঐশীগ্রন্থ ও প্রজ্ঞা। এর আগে, তারা অত্যধিক পথচ্যুত হয়ে গিয়েছিল।

3 এবং তাদের পরবর্তী বহু প্রজন্মের কাছে। তিনি সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান।

4 এমনি আল্লাহর করুণা তা তিনি যার প্রতি ইচ্ছা অর্পণ করেন। আল্লাহ অসীম করুণার অধিকারী।

5 যাদেরকে তওরাত দেয়া হয়েছিল এরপর তা মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছিল তাদের উদাহরণ সেই গাধার মত যে সাহিত্যের মহান কর্ম বহন করছে। নিশ্চয় শোচনীয় সেই লোকদের উদাহরণ যারা আল্লাহর প্রকাশনাবলি প্রত্যাখ্যান করেছিল। আল্লাহ মন্দ লোকদের পথ দেখান না।

6 বল, 'হে ইহুদিরা, যদি তোমরা দাবি কর যে তোমরা আল্লাহর বাছাইকৃত, অন্য সকল লোকদের বাদ দিয়ে, তবে তোমাদের উচিৎ মৃত্যু কামনা করা যদি তোমরা সত্যবাদী হও!"

7 তারা কখনই তা কামনা করবে না, তারা যা করেছে তার কারনে। আল্লাহ মন্দদের সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

8 বল, "যে মৃত্যুকে তোমরা এড়াতে চাও তা আগে বা পরে তোমাদের পাকড়াও করবে। এরপর তোমরা সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞানীর কাছে ফিরে যাবে, তখন তিনি তোমাদের জানাবেন যাকিছু তোমরা করেছিলে।

সকল বিশ্বাসীদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাদেশ

9 হে যারা বিশ্বাস কর, যখন শুক্রবারের সম্মিলিত প্রার্থনার (সালাত আল-জুম্মাহর) ঘোষণা দেয়া হয়, তোমরা আল্লাহর স্মরণে দ্রুত মিলিত হও, এবং সকল ব্যবসা বন্ধ কর। এটি তোমাদের জন্য উত্তম, যদি কেবল তোমরা জানতে।

10 প্রার্থনা সম্পন্ন হলে, তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়তে পারো আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে, এবং আল্লাহকে ঘন ঘন স্মরণ করতে থাক যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

11 যখন তাদের কেউ কেউ কোন ব্যবসায়িক লেনদেন বা কিছু বিনোদনের সম্মুখীন হয়, তারা এর দিকে দ্রুত ছুটে যায় এবং তোমাকে দাড় করিয়ে রাখে! বল, "যা আল্লাহর কাছে আছে তা বিনোদন বা ব্যবসা থেকে অনেক অনেক উত্তম। আল্লাহ সর্বোত্তম রিজিকদাতা।

SURA 63 · 11 VERSES

ভণ্ড ব্যক্তিগণ

المنافقون

Al-Munaafeqoon

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 যখন ভণ্ডরা তোমার কাছে আসে তারা বলে, “আমরা সাক্ষ্য দেই যে আপনি আল্লাহর বার্তাবাহক।”* আল্লাহ জানেন যে তুমি আল্লাহর বার্তাবাহক, এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে ভণ্ডরা মিথ্যাবাদী।

৬৩:১ "ইসলামের প্রথম স্তম্ভ", যেমনটি ৩:১৮ তে বলা হয়েছে, সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহই একমাত্র উপাস্য। কিন্তু বিকৃত "মুসলিম" পণ্ডিতরা "মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল" যোগ করেছেন এবং এটি বেশ কয়েকটি আদেশ লঙ্ঘন করে (২:২৮৫ দেখুন)। কুরআনের ৬৩:১ আয়াতই একমাত্র স্থান যেখানে এই ধরনের বক্তব্য দেওয়া হয়েছে। কেবল মুনাফিকরাই এই ধরনের বক্তব্য দেয়।

2 তাদের লোক-দেখানো বিশ্বাসের আড়ালে, তারা মানুষকে আল্লাহর পথে বাধা দেয়। নিশ্চয় শোচনীয় যা তারা করে।

3 এটা এ কারনে যে তারা বিশ্বাস করেছিল, এরপর অবিশ্বাস করলো। সুতরাং, তাদের মনগুলো তালাবদ্ধ; তারা বোঝে না।

তাদের যুদ্ধংদেহী মনোভাব

4 যখন তুমি তাদের দেখ, তুমি হয়তো তাদের বাহ্যরূপ দেখে অভিভূত হবে। আর যখন তারা কথা বলে, তুমি হয়তো তাদের বাকপটুতা শুনে থাকবে। তারা দাঁড়িয়ে থাকা কাঠের তক্তার মতো। প্রতিটি আহবানকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। এরাই আসল শত্রু; তাদের ব্যাপারে সাবধান হও। আল্লাহ তাদের নিন্দা করেন; তারা পথচ্যুত হয়েছে।

5 যখন তাদের বলা হয়, “আসো, আল্লাহর বার্তাবাহক তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে,” তারা উপহাস করে তাদের মাথা ঘুরিয়ে নেয়, আর তুমি দেখ তারা অন্যদের বাধা দেয় এবং উদ্ধত আচরণ করে।

সুপারিশের মিথ ধ্বংস হল*

6 এটি তাদের জন্য সমান, তুমি তাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা কর অথবা তাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা না কর; আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। কারন আল্লাহ মন্দ লোকদের পথ প্রদর্শন করেন না।

৬৩:৬ এই পৌরাণিক ধারনার কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের নবীদের উপাসনা করে (পরিশিষ্ট ৮)।

7 তারাই সেসব ব্যক্তি যারা বলে, "তাদেরকে কোন অর্থ দিও না যারা আল্লাহর বার্তাবাহকের অনুসরণ করে, হয়তো তারা তাকে পরিত্যাগ করবে!" কিন্তু, আল্লাহর কাছে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল ধন-সম্পদ, কিন্তু ভণ্ডরা অনুধাবন করে না।

8 তারা বলে, "যদি তোমরা সেই শহরে ফিরে যাও, সেখানকার ক্ষমতাধররা দুর্বললোকদের উচ্ছেদ করবে (এবং আমরা অত্যাচারের শিকার হবো)।" (তাদের জানা উচিৎ যে) সকল মর্যাদা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের, এবং বিশ্বাসীদের। কিন্তু, ভণ্ডরা জানে না।

9 হে যারা বিশ্বাস কর, তোমাদের অর্থ ও তোমাদের সন্তানদের কারনে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যুত হইও না। যারা তা করে তারা ক্ষতিগ্রস্থ।

10 তোমাদেরকে আমাদের দেয়া জীবিকা থেকে তোমরা দাও তোমাদের কাছে মৃত্যু আসার পূর্বে, অন্যথায় তোমরা বল, "আমাদের প্রভু, শুধু যদি কিছু সময়ের জন্য আপনি একে বিলম্বিত করাতে পারতেন! আমি তবে দানশীল হতাম এবং সৎকর্মশীলদের সাথে যোগ দিতাম।

11 আল্লাহ কখনই কোন আত্মার মৃত্যুর নির্ধারিত সময়কে বিলম্বিত করেন না। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

SURA 64 · 18 VERSES

পারস্পারিক দোষারোপ

التغابن

Al-Taghaabun

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 আকাশমণ্ডলীর সবকিছু এবং পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে। সকল রাজত্ব তাঁর, এবং সকল প্রশংসা তাঁর, এবং তিনি সর্বশক্তিমান।

2 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদের মধ্যে আছে অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসী। আল্লাহ তোমাদের করা সবকিছুর পূর্ণ দ্রষ্টা।

3 তিনি একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন*, তোমাদের নকশা করেছেন এবং তোমাদের নকশাকে নিখুঁত করেছেন, এরপর তাঁর দিকেই চূড়ান্ত নিয়তি।

৬৪:৩ আল্লাহর অসীম করুণার কারণেই আমরা এই পৃথিবীতে আছি। পরম করুণাময় আমাদেরকে মুক্তির সুযোগ দিয়েছেন। ভূমিকা এবং পরিশিষ্ট ৭ দেখুন।

4 তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু জানেন, এবং তিনি জানেন যা কিছু তোমরা গোপন কর আর যা কিছু তোমরা প্রকাশ কর। আল্লাহ গভীরতম চিন্তাগুলো সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

5 তোমরা কি তাদের লক্ষ্য করেছো যারা অতীতে অবিশ্বাস করেছিল, এরপর তাদের সিদ্ধান্তের ফল ভোগ করেছিল? তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভোগ করেছিল।

6 এটা এই কারনে যে তাদের বার্তাবাহকরা স্পষ্ট প্রমানাদি নিয়ে তাদের কাছে গিয়েছিল, কিন্তু তারা বলেছিল, “আমরা কি আমাদের মত মানুষের অনুসরণ করব?” তারা অবিশ্বাস করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তাদেরকে আল্লাহর প্রয়োজন নেই; আল্লাহ অভাব মুক্ত, প্রশংসনীয়।

7 যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা দাবি করে যে তারা পুনরুত্থিত হবে না! হ্যাঁ নিশ্চয়, আমার প্রভুর শপথ, তোমরা পুনরুত্থিত হবে, এবং তোমাদেরকে হিসাব দিতে হবে সবকিছুর জন্য যা তোমরা করেছো। এটি আল্লাহর জন্য করা সহজ।

8 অতএব, তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে, এবং সে আলো যা আমরা এখানে প্রকাশ করেছি। তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ অবগত।

9 সে দিন আসবে যখন তিনি তোমাদেরকে আহবানের দিন তলব করবেন। এটাই পারস্পরিক দোষারোপের দিন। যে কেউ আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন যাপন করে, তিনি তার পাপ মোচন করবেন, এবং তাকে প্রবেশ করাবেন প্রবাহিত ঝর্ণা সহ বাগানে। তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করে। এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়।

10 আর যারা অবিশ্বাস করে ও আমাদের প্রকাশনাবলি প্রত্যাখ্যান করে, তারা নরকাগ্নির বাসিন্দা; তারা সেখানে চিরকাল বাস করে। কি এক শোচনীয় নিয়তি!

স্বর্গীয় আইন

11 তোমাদের কোনকিছুই ঘটে না আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে ব্যতিত । যে কেউ আল্লাহতে বিশ্বাস করে, তিনি তার হৃদয়কে পথ দেখাবেন। আল্লাহ সকল বস্তু সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

12 তোমরা আল্লাহকে মান্য কর এবং বার্তাবাহককে মান্য কর। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমাদের বার্তাবাহকের একমাত্র উদ্দেশ্য হল বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

13 আল্লাহ : তাঁর পাশে অন্য কোন উপাস্য নেই। বিশ্বাসীরা আল্লাহতে আস্থা রাখুক।

14 হে যারা বিশ্বাস কর, তোমাদের জীবনসঙ্গী এবং তোমাদের সন্তানরা তোমাদের শত্রু হতে পারে; সতর্ক হও। যদি তোমরা মার্জনা কর, ভুলে যাও এবং ক্ষমা করো, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, সবচেয়ে করুণাময়।

15 তোমাদের অর্থ ও তোমাদের সন্তানাদি একটি পরীক্ষা, এবং আল্লাহর কাছে আছে এক মহা প্রতিদান।

16 অতএব, তোমরা আল্লাহর ভক্তি কর যত বেশি তোমরা পারো, এবং শোন, এবং মেনে চলো, এবং দাও (দান হিসেবে) তোমাদের নিজেদের ভালোর জন্য। যেকেউ তার নিজের কৃপণতা থেকে সুরক্ষিত, এরাই সফলকাম ব্যক্তি।

17 যদি তোমরা আল্লাহকে সততার ঋণ দাও, তিনি তোমাদের জন্য পুরস্কার বহুগুনে বৃদ্ধি করবেন, এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ যথার্থ মূল্যায়নকারী, সহনশীল।

18 সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞানী; সর্বশক্তিমান। সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান।

SURA 65 · 12 VERSES

বিবাহ-বিচ্ছেদ

الطلاق

Al-Talaaq

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 হে নবি, যখন তোমরা পুরুষরা কোন নারীকে তালাক দাও, তোমরা নিশ্চিত হবে যে তালাকের অন্তবর্তীকাল পূর্ণ করা হয়েছে। তোমরা এই অন্তবর্তীকাল নির্ভুলভাবে গণনা করবে।* তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহকে ভক্তি করবে। তাদেরকে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দিও না, না তোমরা তাদের জন্য জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলবে, নিজ থেকে তাদেরকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করতে, যদি না তারা কোন প্রমাণিত ব্যভিচার করে। এগুলো আল্লাহর আইন। যেকেউ আল্লাহর আইন লঙ্ঘন করে সে তার নিজের বিরুদ্ধে অবিচার করে। তুমি কখনো জানো না; হয়তো আল্লাহ চান এর থেকে ভালো কিছু হোক।

৬৫:১ পুনর্বিবাহের যোগ্য হওয়ার আগে তালাকপ্রাপ্তার অন্তর্বর্তীকালীন সময় হল তিনটি ঋতুস্রাব। এটি নিশ্চিত করে যে তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী ছিলেন না (২:২২৮)।

2 অন্তবর্তীকাল পূর্ণ হওয়া মাত্র, তোমরা তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গতভাবে পুনর্মিলিত হতে পারো অথবা ন্যায়সঙ্গতভাবে আলাদা হয়ে যেতে পারো। তালাকের সাক্ষী হওয়ার জন্য আল্লাহর সামনে তোমরা দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী রাখবে। এর কারণ, জ্ঞান দান করা তাদেরকে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে। যেকেউ আল্লাহকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তিনি তার জন্য প্রস্থানের পথ সৃষ্টি করবেন।

3 এবং তার জন্য জীবনোপকরণ সরবরাহ করবেন যেখান থেকে সে কখনো আশা করেনি। যে কেউ আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহর হুকুম সম্পাদিত হয়েছে। আল্লাহ সবকিছুর জন্য এর নিয়তি নির্ধারণ করেছেন।

4 আর যে নারী রজোবন্ধে পৌঁছেছে, যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তাদের অন্তবর্তীকাল হবে তিন মাস। আর যাদের ঋতুস্রাব হয়নি, এবং আবিষ্কার করে যে তারা অন্তঃসত্ত্বা, তাদের অন্তবর্তীকাল শেষ হবে সন্তান প্রসব করার পর। যে কেউ আল্লাহকে ভক্তি করে, তিনি সব কিছু তার জন্য সহজ করে দেন।

5 এটি আল্লাহর হুকুম যা তিনি তোমাদের কাছে অবতীর্ণ করেন। যে কেউ আল্লাহকে ভক্তি করে, তিনি তার পাপ ক্ষমা করেন এবং তাকে উদারভাবে পুরস্কৃত করেন।

6 তোমরা একই ঘরে তাদের বাস করতে দেবে যেখানে তারা তোমাদের সাথে বাস করতো এবং তাদের জীবনকে এতো দুঃসহ করে তুলো না যে তারা নিজ থেকে বের হয়ে যায়। যদি তারা অন্তঃসত্ত্বা হয়, তোমরা তাদের জন্য খরচ করবে যতক্ষণ না তারা সন্তান প্রসব করে। যদি তারা নবজাতককে স্তন্য দান করে, এই সেবার জন্য তোমরা তাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক দাও। তোমরা তোমাদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে। যদি তোমরা অমত করো, তবে শিশুটিকে স্তন্য দান করতে অন্য নারীকে তোমরা ভাড়া করতে পার।

7 ধনী স্বামী তার সামর্থ্য অনুসারে ভরণপোষণ দিবে, এবং গরীব সে অনুসারে দিবে যা আল্লাহ তার উপর অর্পণ করেছেন। আল্লাহ কোন আত্মাকে তাঁকে দেয়া সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না। আল্লাহ কষ্টের পর আরাম দিবেন।

8 অনেক সম্প্রদায় তাদের প্রভুর প্রত্যাদেশাবলি ও তাঁর বার্তাবাহকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। পরিণামে, আমরা তাদের কাছ থেকে কঠোর হিসাব নিয়েছিলাম, এবং তাদেরকে প্রতিদান দিয়েছিলাম এক যন্ত্রণাদায়ক প্রতিদান।

9 তারা তাদের সিদ্ধান্তের পরিণাম ভোগ করেছিল, এক অসামান্য ক্ষতি।

10 আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করেছেন। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভক্তি কর, হে যারা বুদ্ধিমত্তার অধিকারী এবং বিশ্বাস করেছো। আল্লাহ তোমাদের কাছে একটি বার্তা অবতীর্ণ করেছেন-*

৬৫:১০-১১ এখানে "বার্তাবাহক" স্পষ্টতই কুরআন। ১০ নং আয়াতে "বার্তা প্রেরণ" সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে এবং এটি ৬৫:১১ (অনুচ্ছেদ ২০) -এ কুরআনকে বার্তাবাহক হিসেবে নির্দেশ করে।

11 একজন বার্তাবাহক* যে তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রকাশনাবলি আবৃতি করে, স্পষ্টভাবে, তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে পরিচালিত করতে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ জীবন যাপন করে। যেকেউ আল্লাহতে বিশ্বাস করে ও সৎ জীবন যাপন করে, তিনি তাকে প্রবাহিত ঝর্ণা সহ বাগানে প্রবেশ করাবেন; তারা সেখানে চিরকাল বাস করবে। আল্লাহ তাদেরকে উদারভাবে পুরস্কার দেবেন।

সাত মহাকাশ ও সাত পৃথিবী*

12 আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সাত মহাকাশ এবং একই সংখ্যক পৃথিবী। এগুলোর মধ্যে প্রত্যাদেশাবলি প্রবাহিত হয়। এটি কেবল তোমাদের জানানোর জন্য যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ সকল বস্তু সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

৬৫:১২ যদিও আল্লাহ আমাদের পৃথিবীর মতো আরও ছয়টি গ্রহ সৃষ্টি করেছেন, তবুও কেবল আমাদের গ্রহেই জীবন রয়েছে। সুতরাং, বিবর্তনবাদীদের বিচারের দিন দেখানো হবে যে, এই গ্রহে জীবন কেবল তার নির্দিষ্ট

পরিস্থিতির কারণে "বিকশিত" হয়নি।

SURA 66 · 12 VERSES

নিষেধাজ্ঞা

Al-Tahreem

التحريم

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 হে নবী, কেন তুমি তা নিষিদ্ধ করো, যা আল্লাহ তোমার জন্য আইনসিদ্ধ করেছেন, কেবল তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্ট করতে? আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুনাময়।*

৬৬:১ সারা বিশ্বের মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে মুহাম্মদ ছিলেন অভ্রান্ত। এই আয়াতটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন সাধারণ মানুষের মত ভ্রান্তযোগ্য ছিলেন (১৮:১১০, ৩৩:৩৭, ৪০:৬৬, ৮০:১)।

2 আল্লাহ তোমাদের কসমের ক্ষেত্রে করনীয় বিষয়ে তোমাদের জন্য আইন প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ তোমাদের প্রভু, এবং তিনি সর্বজ্ঞ, পরম জ্ঞানী।

3 নবী একটি বিশেষ কথার ক্ষেত্রে তার কিছু স্ত্রীদের বিশ্বাস করেছিল, এরপর তাদের একজন তা ছড়িয়ে দিল, এবং আল্লাহ এ বিষয়ে তাকে জানিয়ে দিলেন। সে এরপর তার স্ত্রীকে এ বিষয়ে কিছু জানালো,আর কিছু এড়িয়ে গেলো। তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করল, “এটা তোমাকে কে জানিয়েছে?” সে বলল, “আমি জেনেছি সর্বজ্ঞ, সব জানলেওয়ালার মাধ্যমে।”

4 যদি তোমরা দু'জন আল্লাহর কাছে অনুশোচনা করো, তবে তোমাদের হৃদয় শুনেছে। কিন্তু সকলে তোমরা তার বিরুদ্ধে জোট বাধঁলেও, আল্লাহ তার মিত্র, এবং জিব্রাইল ও সৎকর্মশীল বিশ্বাসীগণও। এছাড়া, ফেরেশতারা তার সাহায্যকারী।

5 যদি সে তোমাদের তালাক দেয়, তার প্রভু তোমাদের স্থানে তাকে তোমাদের থেকে উত্তম স্ত্রী দেবেন; আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম), বিশ্বাসী (মুমিন), মান্যকারী, অনুশোচনাকারী, উপাসনাকারী, সৎকর্মশীল, হয়তো পূর্বে বিবাহিত বা কুমারী।

6 হে তোমরা যারা বিশ্বাস কর, নিজেকে ও তোমাদের পরিবারকে নরকাগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার জ্বালানি মানুষ ও পাথর। একে পাহারা দিচ্ছে কঠোর এবং শক্তিশালী ফেরেশতারা যারা কখনো আল্লাহকে অমান্য করে না; তাদেরকে যা হুকুম করা হয় তারা তা সম্পাদন করে।

7 হে যারা অবিশ্বাস করেছ, আজ দু:খ প্রকাশ করো না। তোমরা যা করেছ, শুধু এর জন্যই তোমরা প্রতিফল পাও।

বিশ্বাসীরা অনুশোচনা করে

8 হে যারা বিশ্বাস কর, তোমরা আল্লাহর কাছে অনুশোচনা করবে, যা হবে এক দৃঢ় অনুশোচনা। তাহলে, তোমাদের প্রভু তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন আর তোমাদের প্রবেশ করাবেন প্রবাহিত ঝর্ণাসহ বাগানে। ঐ দিন, আল্লাহ নবীকে ও তার সাথে যারা ছিল তাদেরকে নিরাশ করবেন না। তাদের আলো তাদের সামনে এবং তাদের ডান দিকে বিচ্ছুরিত হবে। তারা বলবে, "আমাদের প্রভু, আমাদের জন্য আমাদের আলোকে পূর্ণাঙ্গ করুন, এবং আমাদের ক্ষমা করুন; আপনি সর্বশক্তিমান।"

9 হে নবী, অবিশ্বাসী ও ভণ্ডদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম, এবং এক শোচনীয় ভাগ্য।

মধ্যস্থবৃত্তির কল্পকাহিনী ধ্বংস হয়েছে

10 আল্লাহ উদাহরণ হিসেবে তাদের উল্লেখ করেন যারা অবিশ্বাস করেছিল, নূহের স্ত্রী এবং লুতের স্ত্রী। তারা আমাদের দু'জন সৎকর্মশীল বান্দার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং পরিণামে তারা তাদেরকে আল্লাহর বিরুদ্ধে একেবারেই সাহায্য করতে পারেনি। তাদের দুজনকে বলা হয়েছিল, "তাদের সাথে নরকাগ্নিতে প্রবেশ কর যারা এর যোগ্য।"

বিশ্বাসীদের উদাহরণ: ফেরাউনের স্ত্রী

11 এবং উদাহরণ হিসেবে আল্লাহ তাদের উদ্ধৃতি দেন যারা বিশ্বাস করেছিল যেমন ফেরাউনের স্ত্রী। সে বলেছিল, "আমার প্রভু,স্বর্গে আপনার কাছে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন এবং আমাকে রক্ষা করুন ফেরাউন ও তার কাজকর্ম থেকে; আমাকে রক্ষা করুন সীমালঙ্ঘনকারী লোকদের থেকে।"

মরিয়ম

12 এছাড়া ছিল, ইমরানের কন্যা- মরিয়ম। সে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল, এরপর আমাদের আত্মা থেকে আমরা তার মধ্যে ফুঁকে দিলাম। সে তার প্রভুর বানীতে ও তাঁর ঐশীগ্রন্থে বিশ্বাস করেছিল; সে ছিল অনুগত।

SURA 67 · 30 VERSES

রাজত্ব

الملك

Al-Mulk

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 সবচেয়ে মহিমান্বিত সে সত্ত্বা যাঁর হাতে রয়েছে সকল রাজত্ব, এবং তিনি সর্বশক্তিমান।

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য*

2 সে সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু এবং জীবন, তোমাদের মধ্যে তাদেরকে আলাদা করার উদ্দেশ্যে যারা উত্তম কাজ করবে। তিনি সর্বশক্তিমান, ক্ষমাশীল।*

67:2 এই পৃথিবীর পিছনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভূমিকা এবং পরিশিষ্ট 7 দেখুন।

3 তিনি স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন, সাত মহাবিশ্ব। সবচেয়ে করুনাময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন অসম্পূর্ণতা দেখো না। দেখতে থাক; তুমি কি কোন ত্রুটি দেখো?

4 বার বার দেখো; তোমার চোখ হতবুদ্ধ ও পরাজিত হয়ে ফিরবে।

5 আমরা সর্বনিম্ন মহাবিশ্বকে প্রদীপ দিয়ে সজ্জিত করেছি এবং এর সীমান্তকে শয়তানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে সুরক্ষিত করেছি; আমরা তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি নরকের শাস্তি।

6 যারা তাদের প্রভুকে অবিশ্বাস করে, তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি। কি এক শোচনীয় নিয়তি।

7 যখন তারা সেখানে নিক্ষিপ্ত হয়, তারা এর হুংকার শুনতে পায় যখন তা ধোঁয়া ছড়ায়।

8 প্রচণ্ড ক্রোধে এটি প্রায় বিস্ফোরিত হয়। যখনই কোন দলকে সেখানে নিক্ষেপ করা হয়, এর প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞাসা করবে, “তোমরা কি কোন সতর্ককারী পাওনি?”

9 তারা উত্তর দেবে, “হ্যাঁ নিশ্চয়, আমাদের কাছে একজন সতর্ককারী এসেছিল, কিন্তু আমরা অবিশ্বাস করেছিলাম আর বলেছিলাম, “আল্লাহ কোন কিছু প্রকাশ করেননি। তোমরা পুরোপুরি পথভ্রষ্ট।”

10 তারা আরও বলে, “যদি আমরা শুনতাম বা বুঝতাম, তবে আমরা নরকের বাসিন্দা হতাম না!”

11 এভাবে, তারা তাদের পাপ স্বীকার করেছিল। দু:খ তো নরকের বাসিন্দাদের।

12 আর যারা তাদের প্রভুকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তাদের একাকিত্বে, তারা অর্জন করেছে ক্ষমা এবং এক মহা প্রতিদান।

13 তোমরা তোমাদের কথা গোপন করো অথবা প্রকাশ করো, তিনি গভীরতম চিন্তাগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

14 তিনি কি জানবেন না যে তিনি কি সৃষ্টি করেছেন? তিনি মহীয়ান, সবচেয়ে অবগত।

15 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি পৃথিবীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এর আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াও, এবং তাঁর জীবিকা থেকে খাও। তাঁর কাছেই, চুড়ান্ত তলব।

16 তোমরা কি নিশ্চয়তা দাও যে আকাশে যিনি আছেন তিনি পৃথিবীকে আঘাত করবেন না এবং একে ভেঙে ফেলবেন না?

17 তোমাদের কি নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের উপর প্রবল ঝড় পাঠাবেন না? তখন কি তোমরা আমার সতর্কবানীর মূল্য উপলব্ধি করবে?

18 তাদের পূর্বে অন্যরা অবিশ্বাস করেছিল; কি ভয়াবহ ছিল আমার প্রতিশোধ!

19 তারা কি তাদের উপরস্থ পাখিগুলোকে দেখেনি স্তম্ভাকারে বিন্যস্ত হতে এবং তাদের পাখা বিস্তৃত করতে? পরম করুণাময় হলেন সেই সত্ত্বা যিনি তাদেরকে বাতাসে ধরে রাখেন। তিনি সবকিছু দেখেন।

20 কোথায় ঐসব সৈন্যরা যারা পরম করুণাময়ের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? নিশ্চয়, অবিশ্বাসীরা প্রতারিত।

21 কে আছে যে তোমাদের জীবিকা দিবে, যদি তিনি তাঁর জীবিকা আটকে রাখেন? নিশ্চয়, তারা সীমালঙ্ঘন এবং বিমুখতার গভীরে নিমজ্জিত হয়েছে।

22 সে ব্যক্তি যে হাঁটার সময় মুখ থুবড়ে পড়ে সে উত্তম, না সে ব্যক্তি যে সঠিক পথে সোজা হাঁটে?

23 বল, “তিনি সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদের সূচনা করেছেন, এবং তোমাদের দান করেছেন শ্রবণ শক্তি, চোখ এবং মস্তিস্ক। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞ।”

24 বল, “তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থান দিয়েছেন, এবং তাঁর সামনেই তোমাদের তলব করা হবে।”

25 তারা চ্যালেঞ্জ করেঃ “কখন সেই ভবিষ্যৎবাণী সংঘটিত হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?”

26 বল, “আল্লাহর কাছেই রয়েছে এর জ্ঞান; আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারীর চেয়ে বেশি কিছু নই।”

27 যখন তারা একে সংঘটিত হতে দেখে, যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের মুখ দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে পড়বে, এবং ঘোষণা করা হবে যেঃ “এটি তা-ই যা নিয়ে তোমরা উপহাস করতে।”

28 বল, “আল্লাহ আমাকে ও আমার সাথে যারা আছে, তাদেরকে যদি ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেন অথবা আমাদের প্রতি তাঁর দয়া বর্ষণ করেন, কে আছে যে অবিশ্বাসীদের রক্ষা করবে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে?”

29 বল, “তিনি সবচেয়ে করুণাময়; আমরা তাকে বিশ্বাস করি, এবং আমরা তাঁর প্রতি আস্থা রাখি। তোমরা নিশ্চয় জানতে পারবে কে সত্যিকারর্থে বহুদূর পথভ্রষ্ট।”

30 বল, “যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভে ডুবে যায়, কে দেবে তোমাদের পরিষ্কার পানি?”

SURA 68 · 52 VERSES

কলম

Al-Qalam

القلم

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 নুন*, কলম, এবং যা তারা (লোকেরা) লিখে।

৬৮:১ "NuN" কোরআনের অলৌকিক আরম্ভবর্ণগুলোর মধ্যে অনন্য। দেখুন পরিশিষ্ট ১।

2 তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তুমি একটি বিশাল অনুগ্রহ অর্জন করেছ; তুমি পাগল নও।

3 তুমি যথোপযুক্ত প্রতিদান অর্জন করেছ।

4 তুমি মহান নৈতিক চরিত্র দ্বারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত।

5 তুমি দেখবে, এবং তারাও দেখবে।

6 তোমাদের কে নিন্দিত।

7 তোমার প্রভু তাদের বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত যারা তাঁর পথ থেকে সরে গেছে এবং তিনি তাদের বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত যারা সুপথ প্রাপ্ত।

8 প্রত্যাখ্যানকারীদের মান্য করো না।

9 তারা চায় যে, তুমি আপস করো, যাতে তারাও আপস করতে পারে।

10 মান্য করো না কোন হীন শপথকারীকে ।

11 কোন পরনিন্দাকারীকে, কোন কুৎসা রটনাকারীকে।

12 দান করতে নিষেধকারীকে, কোন সীমালঙ্ঘনকারীকে, কোন পাপীকে।

13 অকৃতজ্ঞ, এবং লোভীকে।

14 এমনকি যদিও তার আছে যথেষ্ট অর্থ ও সন্তানাদি।

15 যখন আমাদের প্রকাশনাবলি তার কাছে পাঠ করা হয়, সে বলে, “অতীতের কল্প-কাহিনী!”

16 আমরা তার মুখমণ্ডল চিহ্নিত করে দিবো।

17 আমরা তাদের পরীক্ষা করেছি যেমন আমরা পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদের, যারা কসম খেয়েছিল যে সকালে তারা ফসল কাটবে।

18 তারা এতোটাই শতভাগ নিশ্চিত ছিল।

19 যখন তারা ঘুমিয়ে ছিল, তখন তোমার প্রভুর কাছ থেকে একটি বয়ে যাওয়া (ঝড়) এর উপর দিয়ে গেল।

20 সকাল নাগাদ, এটি শস্যহীন হয়ে পড়লো।

21 তারা সকালে একে অন্যের কাছে গেল।

22 "চল আমরা ফসল কাটতে যাই।

23 যাবার পথে, তারা একে অন্যের উপর আস্থা রাখলো।

24 এ ব্যাপারে যে, এরপর থেকে, তাদের কেউ গরীব থাকবে না।

25 তারা তাদের ফসল কাটার বিষয়ে এতোটাই শতভাগ নিশ্চিত ছিল।

26 কিন্তু যখন তারা তা দেখল, তারা বলল, "আমরা কতটা ভুল ছিলাম!

27 "এখন, আমাদের কিছুই নেই!"

তাদের বলা উচিত ছিলঃ "আল্লাহ যদি চান (ইনশাল্লাহ)"

28 তাদের মধ্যে সৎকর্মশীলরা বলল, "যদি কেবল আমরা (আল্লাহর) মহিমা ঘোষণা করতাম!"

29 তারা বলল, "আমাদের প্রভুর মহিমা। আমরা সীমালঙ্ঘন করেছি।"

30 তারা একে অন্যের উপর দোষারোপ শুরু করলো।

31 তারা বলল, "দুঃখ আমাদের। আমরা পাপ করেছি।

32 "আমাদের প্রভু যেন আমাদেরকে আরেকটি উত্তম বাগান দান করেন। আমরা আমাদের প্রভুর কাছে অনুশোচনা করি।"

33 এমনই ছিল প্রতিদান। কিন্তু পরকালের শাস্তি অধিকতর মন্দ, যদি কেবল তারা জানত।

34 সৎকর্মশীলগণ অর্জন করেছে, তাদের প্রভুর কাছে, পরম সুখের বাগান।

35 আমরা কি আত্মসমর্পণকারীদের গণ্য করবো অপরাধীদের মত?

36 তোমাদের যুক্তিতে সমস্যা কোথায়?

37 তোমাদের কি মান্য করার অন্যকোন গ্রন্থ আছে?

38 এর মধ্যে, তোমরা কি যা চাও তা-ই পাও?

39 অথবা, তোমরা কি আমাদের কাছ থেকে দৃঢ় নিশ্চয়তা পেয়েছ যে পুনরুত্থান দিনে তোমরা যা চাও তা-ই পাবে?

40 তাদের জিজ্ঞেস করো, “কে তোমাদেরকে এমন অঙ্গীকার দেয়?”

41 তাদের কি অন্যকোন উপাস্য আছে? তাদের উপাস্যরা তাদের সাহায্য করুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়।

42 সেদিন আসবে যখন তারা প্রকাশিত হয়ে পড়বে, এবং তাদেরকে সেজদা করতে বলা হবে, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না।

43 তাদের দৃষ্টি নতজানু হবে, অপমান তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। তাদেরকে সেজদা করতে আমন্ত্রন জানানো হতো যখন তারা অক্ষত ও সক্ষম ছিল।

44 অতএব, আমাকে তাদের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে দাও যারা এই হাদিস প্রত্যাখ্যান করে, আমরা তাদেরকে সেখানে পরিচালিত করবো যেখানে তারা কখনই অনুধাবন করে না।

45 আমি তাদেরকে যথেষ্ট ছাড় দেব; আমার পরিকল্পনা অভেদ্য।

46 তুমি কি তাদের কাছে অর্থ চাইছো, তাই তারা জরিমানার কারণে ভারগ্রস্থ হয়ে পড়েছে?

47 তারা কি ভবিষ্যৎ জানে? তাদের কাছে কি তা লিপিবদ্ধ আছে?

48 তুমি তোমার প্রভুর হুকুম পালনে দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকবে। (ইউনুস,) যে মাছের ভিতর থেকে ডেকেছিল তার মতো হইও না।

49 যদি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে করুণা না হতো, তবে সে পাপী হিসেবে মরুভূমিতে নিক্ষিপ্ত হতো।

50 কিন্তু তার প্রভু তাকে অনুগ্রহ করলেন, এবং তাকে সৎকর্মশীল বানালেন।

51 যারা অবিশ্বাস করে, তারা যখন বার্তা শোনে তারা তাদের চাহনি দিয়ে উপহাস করে এবং বলে, “সে পাগল!”

52 এটি প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববাসীর কাছে একটি বার্তা।

SURA 69 · 52 VERSES

অবিসংবাদিত

الحاقة

Al-Haaqqah

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 সে তর্কাতীত (ঘটনা)।

2 কি এক তর্কাতীত (ঘটনা)!

3 এটি সত্যিই তর্কাতীত।

4 সামুদ ও আ'দ অবিশ্বাস করেছিল আঘাতকারীকে।

5 সামুদের ক্ষেত্রে, তারা বিলুপ্ত হয়েছিল বিধ্বংসী (কম্পন) দ্বারা।

6 আ'দের ক্ষেত্রে, তারা বিলুপ্ত হয়েছিল এক অনবরত, তীব্র ঝড় দ্বারা।

7 একে তিনি তাদের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন সাত রাত ও আট দিনের জন্য, হিংস্রভাবে। তুমি লোকদের দেখতে পেতে চারদিকে ছুড়ে পড়ছিল, ক্ষয়প্রাপ্ত খেজুর গাছের কাণ্ডের মতো।

8 তুমি কি তাদের কারো চিহ্ন পাও?

9 ফেরাউন, তার পূর্বে অন্যরা এবং (সডমের) পাপিরা ছিল মন্দ।

10 তারা তাদের প্রভুর বার্তাবাহককে অমান্য করেছিল। পরিণামে, তিনি তাদের প্রতিদান দিয়েছিলেন, বিধ্বংসী এক প্রতিদান।

11 বন্যাটি ছিল বিধ্বংসী, তাই আমরা তোমাদের ভাসমান (নৌযানে) আরোহণ করিয়েছিলাম।

12 আমরা তোমাদের জন্য একে করেছি একটি শিক্ষা, যাতে কোন শ্রবনরত কান বুঝতে পারে।

13 একবার যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হয়।

14 পৃথিবী ও পর্বতমালাকে বয়ে আনা হবে এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে; একেবারেই চূর্ণ-বিচূর্ণ।

15 ঐটা সেই দিন যখন সে অনিবার্য ঘটনা সংঘটিত হবে।

16 আকাশ ফেটে পড়বে, এবং ছিন্ন হবে।

17 ফেরেশতারা চারদিকে থাকবে, এবং তোমার প্রভুর রাজ্য তখন পরিবেষ্টন করবে আট (মহাবিশ্বে)।*

৬৯:১৭ এই পৃথিবী আল্লাহর কাছ থেকে বস্তুগত দূরত্বের কারণে দুঃখে পরিপূর্ণ, কারণ এটি সপ্তম মহাবিশ্বে অবস্থিত (৭:১৪৩)। পরকালে, একটি অষ্টম মহাবিশ্ব তৈরি করা হবে যা আমাদের সপ্তম মহাবিশ্বের চেয়েও দূরে থাকবে; এটিকে "নরক" বলা হবে (৮৯:২৩)।

18 ঐদিন, তোমাদের আসল চেহারা উন্মোচিত হবে, তোমাদের কোনকিছুই গোপন করা যাবে না।

বিশ্বাসীগণ

19 আর যে ব্যক্তি তার রেকর্ড তার ডান হাতে পায়, সে বলবে, “এসো আমার নথিটি পড়।

20 “আমার বিশ্বাস ছিল যে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। ”

21 সে সুখী জীবন অর্জন করেছে।

22 একটি মহিমান্বিত স্বর্গে।

23 এর ফলগুলো হাতের নাগালের মধ্যে।

24 অতীতের দিনগুলোয় তোমাদের কাজের বিনিময়ে সানন্দে খাও এবং পান করো।

অবিশ্বাসীরা

25 আর যার নথি তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, “হায়, আমি যদি কখনই আমার নথি না পেতাম।

26 “আমি যদি কখনই আমার হিসাব না জানতাম।

27 “আমার মৃত্যুই যদি চিরস্থায়ী হত।

28 “আমার টাকাপয়সা আমাকে সাহায্য করতে পারে না।

29 “আমার সকল ক্ষমতা চলে গেছে।”

30 তাকে নিয়ে চলো এবং তাকে শৃঙ্খলিত করো।

31 তাকে নরকে পুঁড়াও।

32 সত্তুর হাত লম্বা শিকলে, তাকে বাঁধ।

33 কারন সে সবচেয়ে মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করতো না ।

34 না সে গরিবদের খাওয়ানোর পরামর্শ দিত ।

35 পরিণামে, এখানে তার কোন বন্ধু নেই।

36 না কোন খাদ্য, তেতো প্রকারের খাদ্য ব্যতীত।

37 পাপীদের খাবার।

38 আমি তার শপথ করি যা তোমরা দেখো।

39 এবং যা তোমরা দেখো না।

40 এটি একজন সম্মানিত বার্তাবাহকের কথা।

41 না কোন কবির কথা; তোমরা খুব কম ক্ষেত্রেই বিশ্বাস করো।

42 না কোন ভবিষ্যৎ-বক্তার কথা; তোমরা খুব কম ক্ষেত্রেই উপদেশ গ্রহণ করো।

43 মহাবিশ্বের প্রভুর পক্ষ থেকে একটি প্রকাশনা।

কোন ধর্মীয় শিক্ষা প্রবর্তন করা থেকে মুহাম্মদ নিষেধপ্রাপ্ত

44 যদি সে অন্য কোন শিক্ষা উচ্চারণ করতো।

45 আমরা তাকে শাস্তি দিতাম।

46 আমরা তার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠানো বন্ধ করে দিতাম।

47 তোমাদের কেউ তাকে সাহায্য করতে পারতে না।

48 এটি সৎকর্মশীলদের জন্য একটি সতর্কবানী।

49 আমরা জানি; তোমাদের কেউ কেউ প্রত্যাখ্যানকারী।

50 এটি তো কেবল অবিশ্বাসীদের জন্য দুঃখ।

51 এটি পরম সত্য।

52 অতএব, তুমি তোমার প্রভুর নামের মহিমা ঘোষণা করবে, যিনি সবচেয়ে মহান।

SURA 70 · 44 VERSES

উচ্চতা

Al-Ma'aarej

المعارج

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 একজন প্রশ্নকারী অনিবার্য শাস্তির বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারে।

2 অবিশ্বাসীদের জন্য, কেউ তা থামাতে পারবে না।

3 আল্লাহ থেকে; উচ্চতম উচ্চতার অধিকারী।

4 ফেরেশতারা, তাদের প্রতিবেদন নিয়ে, তাঁর দিকে এক দিনে আরোহণ করে, যা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

5 অতএব, তুমি সদয় ধৈর্য ধারন করো।

6 কারন তারা তা দেখে অনেক দূরে।

7 আর আমরা একে দেখি খুব নিকটে।

8 সেদিন আসবে যখন আকাশ গলিত পাথরের মতো হবে।

9 পর্বতমালা হবে তুলতুলে পশমের মতো।

10 কোন বন্ধু তার অন্তরঙ্গ বন্ধুর খবর নিবে না।

11 যখন এরা তাদের দেখবে, অপরাধীরা ইচ্ছা করবে যদি সে তার নিজের সন্তান-সন্ততিকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে পারতো, ঐ দিনের শাস্তি থেকে তাকে রক্ষা করতে।

12 তার স্ত্রী, এবং তার ভাইকেও।

13 এমনকি তার সমগ্র জাতিকে যারা তার লালন পালন করেছিল।

14 এমনকি পৃথিবীর সকল লোককে, যদি তা তাকে রক্ষা করতে পারে।

15 না; এটি জ্বলছে।

16 জ্বালাতে উদগ্রীব।

17 এটি আহবান করে তাদেরকে যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

18 তাদেরকে যারা জমা করতো আর গুনতো।

19 নিশ্চয়, মানুষ উদ্বিগ্ন।

20 দুর্দশা স্পর্শ করলে, হতাশ।

21 সম্পদ দ্বারা সৌভাগ্যবান হলে, কৃপণ।

22 উপাসনাকারীরা ব্যতিত।

23 যারা সবসময় তাদের সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করে।

24 তাদের অর্থের একটি অংশ আলাদা করা থাকে।

25 গরীব ও অভাবগ্রস্থদের জন্য।

26 তারা বিশ্বাস করে বিচার দিনকে।

27 তারা তাদের প্রভুর প্রতিদানকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।

28 তাদের প্রভুর প্রতিশোধকে হাল্কা ভাবে নেয় না।

29 তারা তাদের সতীত্ব বজায় রাখে।

30 (তাদের সম্পর্ক আছে) কেবল মাত্র তাদের স্বামী/স্ত্রীর সাথে, অথবা যা আইনত তাদের-

31 যেকেউ এই সীমা অতিক্রম করে সে একজন পাপী।

32 এবং বিশ্বাসীরা তাদের কথা রাখে; তারা বিশ্বস্ত।

33 তাদের সাক্ষ্য সত্যনিষ্ঠ।

34 তারা ধারাবাহিকভাবে তাদের সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করে, যথাসময়ে।

35 স্বর্গে, তারা একটি সন্মানিত অবস্থানের যোগ্য হয়েছে।

36 যারা অবিশ্বাস করে, তাদেরকে কি বাধাঁ দিচ্ছে, তোমার সাথে যোগ দেয়ার ক্ষেত্রে?

37 ডানে ও বামে, তারা পালায়।

38 কেমন করে তাদের কেউ পরম সুখের স্বর্গে প্রবেশের আশা করতে পারে?

39 কখনো না; আমরা তাদের সৃষ্টি করেছি এবং তারা জানে কি থেকে।

40 আমি শপথ করি পূর্ব এবং পশ্চিমের প্রভুর; আমরা সক্ষম-

41 তোমাদের স্থানে উত্তম লোকদের আনতে; আমরা কখনো পরাজিত হতে পারি না।

42 অতএব, তাদেরকে বিভ্রমে এবং ক্রিয়াকর্মে পড়ে থাকতে দাও, যতক্ষণ না তারা সে দিনের সাক্ষাৎ পায়, যা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

43 ঐদিন তারা তাড়াহুড়া করে কবর থেকে বের হয়ে আসবে, যেন একত্রে চালিত হচ্ছে (বলিদানের) বেদির দিকে।

44 তাদের দৃষ্টি অবনমিত থাকবে, লজ্জা তাদের ঢেকে ফেলবে। এটাই সে দিন যা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

SURA 71 · 28 VERSES

নূহ

Nuh

نوح

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 আমরা নূহকে তার লোকদের কাছে পাঠিয়েছিলামঃ “তুমি তোমার লোকদের সতর্ক করো একটি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের কাছে আসার আগে।”

2 সে বলল, “হে আমার লোকেরা, আমি তোমাদের কাছে একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

3 “তোমাদের সতর্ক করতে যে তোমরা আল্লাহর উপাসনা করো, তাঁকে সম্মান করো, এবং আমাকে মান্য করো।

4 “তিনি তবে তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং একটি পূর্বনির্ধারিত সময় পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেবেন। অবশ্যই, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় কখনো বিলম্বিত হতে পারে না, একবার এর সময় হলে, যদি শুধু তোমরা জানতে।”

5 সে বলল, “আমার প্রভু, আমি আমার লোকদের দাওয়াত দিয়েছি রাতে ও দিনে।

6 “কিন্তু আমার দাওয়াত কেবল তাদের বিমুখতা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

7 “যখনি আমি তাদের দাওয়াত দিয়েছিলাম যে আপনি তাদের ক্ষমা করবেন, তারা তাদের কানে আঙ্গুল দিয়েছে, নিজেদের ঢেকে ফেলেছে তাদের কাপড় দিয়ে, জিদ করেছে, এবং উদ্ধত হয়েছে।

8 “এরপর আমি তদের দাওয়াত দিয়েছিলাম জনসমক্ষে।

9 “এরপর আমি তাদের কাছে ঘোষণা করেছিলাম উচ্চস্বরে, এবং আমি তাদের সাথে কথা বলেছিলাম ব্যক্তিগতভাবে।

10 “আমি বলেছিলাম, “তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; তিনি ক্ষমাশীল।

11 “তিনি তবে তোমাদের জন্য উদারভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।

12 “আর তোমাদের দেবেন অর্থ ও সন্তানাদি, এবং ফলের বাগান ও ঝর্ণা।

13 কেন তোমরা আল্লাহর সম্মান করতে সংগ্রাম করো না?

14 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।

15 তোমরা কি অনুধাবন করো না যে আল্লাহ সাত মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে।

16 সেখানে তিনি চাঁদের নকশা করেছেন একটি আলো হিসেবে, আর সূর্যকে স্থাপন করেছেন একটি প্রদীপ হিসেবে।

17 এবং আল্লাহ পৃথিবী থেকে তোমাদের অঙ্কুরিত করেছেন উদ্ভিদের মতো।

18 এরপর তিনি এর মধ্যে তোমাদের ফিরে যেতে দেন, এবং তিনি অবশ্যই তোমাদের বের করে আনবেন।

19 পৃথিবীকে আল্লাহ তোমাদের জন্য বাসযোগ্য করেছেন।

20 যাতে তোমরা সেখানে রাস্তা নির্মাণ করতে পারো।

21 নুহ বলেছিল, “আমার প্রভু, তারা আমাকে অমান্য করেছিল আর তাদের অনুসরণ করেছিল যারা আরও বেশি কলুষিত ছিল যখন অর্থ ও সন্তানাদি পেয়ে সৌভাগ্যশালী ছিল।

22 ‘তারা চক্রান্ত করেছিল ভয়াবহ চক্রান্ত।

23 “তারা বলেছিল, “তোমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করো না। ত্যাগ করো না ওয়াদ্দ, সুয়আ, ইয়াঘউথ, ইয়াউক ও নাসরকে।"

24 “তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব, মন্দদের ক্ষতির গভীরে নিমজ্জিত হতে দাও।”

25 পাপের কারনে তাদের ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং নরকাগ্নির জন্য নির্ধারিত হলো। আল্লাহ থেকে রক্ষা পেতে তারা কোন সাহায্যকারী পাইনি।

26 নুহ আরও বলেছিল, “আমার প্রভু, পৃথিবীতে একজন অবিশ্বাসীকেও ছেড়ে দেবেন না।

27 “কারন যদি আপনি তাদের ছেড়ে দেন, তারা কেবল আপনার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে এবং মন্দ অবিশ্বাসী ছাড়া কোনকিছু জন্ম দেবে না।

28 “আমার প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন ও আমার পিতামাতাকে এবং যেকেউ আমার গৃহে বিশ্বাসী হিসেবে প্রবেশ করে তাদেরকে, এবং সকল বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীকে। কিন্তু অবিশ্বাসীদের ধ্বংস ছাড়া কিছু দেবেন না।”

SURA 72 · 28 VERSES

জীন

الجن

Al-Jinn

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 বল, “আমাকে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি যে জিনদের একটি দল শুনেছিল, তারপর বলল, “আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি।*

৭২:১-২৮ এখানে রসূলকে গাণিতিকভাবে "রাশাদ খলিফা" বলা হয়েছে, যাকে আল্লাহ পৃথিবীর সমাপ্তির কথা জানিয়েছিলেন (পরিশিষ্ট ২৫)। ১:১ থেকে ৭২:২৭ পর্যন্ত, যেখানে রসূলের কথা বলা হয়েছে, তার সংখ্যা ৫৪৭২, ১৯x৭২x৪। "রাশাদ" শব্দটি সূরা ৭২-এ ৪ বার এসেছে। "রাশাদ" শব্দটির মান ৫০৪, এবং ৫০৪+২৮ (সূরা ৭২-এর আয়াত) ৫৩২, ১৯x২৮। "রাশাদ খলিফা" (১২৩০)+৭২+২৮=১৩৩০ =১৯x৭০। সূরা ৭২-এর সংখ্যা এবং এর আয়াত সংখ্যা (২৮) যোগ করলে ৭+২+২+৮=১৯ হয়। এছাড়াও, "কেবলমাত্র একজন বার্তাবাহকের কাছে যাকে তিনি বেছে নেন" এই গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তিটির মান ১৯১৯, ১৯x১০১।

2 “এটি সৎকর্মশীলতার দিকে পথনির্দেশ করে, এবং একে আমরা বিশ্বাস করেছি; আমরা কখনো আমাদের প্রভুর পাশে কোন উপাস্য স্থাপন করবো না।

3 “আমাদের একমাত্র প্রভু হলেন সর্বোচ্চ। কখনো তাঁর কোন সঙ্গি ছিল না, না ছিল পুত্র।

4 আমাদের মধ্যে বোকারাই আল্লাহ সম্পর্কে এমন নির্বোধের মতো কথা বলতো।

5 “আমরা মনে করতাম যে আল্লাহ সম্পর্কে না মানুষ, না জীনরা, মিথ্যা বলতে পারে।

6 “মানুষরা জীনদের মাধ্যমে শক্তি খুজঁতো, কিন্তু তারা কেবল নিজেদের অনেক অনেক দুর্দশায় জর্জরিত করেছে।

7 “তারা মনে করতো, ঠিক যেমন তোমরা মনে করতে, যে আল্লাহ অন্যকোন (বার্তাবাহক) পাঠাবেন না।

8 “আমরা আকাশ স্পর্শ করেছিলাম, আর একে পেলাম শক্তিশালী প্রহরী ও ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা পূর্ণ।

9 “আমরা গুপ্তচরবৃত্তির জন্য সেখানে বসে থাকতাম। যেকেউ শুনে, তাকে এক শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র ধাওয়া করে।

10 “আমাদের কোন ধারণা নেই পৃথিবীর বাসিন্দাদের জন্য খারাপ কিছু করার ইচ্ছা আছে, না তাদের প্রভু তাদের পুনরুদ্ধার করতে চান।

11 “আমাদের কেউ কেউ সৎ-কর্মপরায়ণ এবং কেউ কেউ কম সৎ-কর্মপরায়ণ; আমরা বিভিন্ন পথ অনুসরণ করি।

12 “আমরা খুব ভালভাবে জানতাম যে পৃথিবীতে আমরা আল্লাহ থেকে কখনো পালাতে পারবো না; আমরা কখনো পালিয়ে যেতে এবং মুক্তি পেতে পারবো না।

13 যখন আমরা পথনির্দেশনা শুনেছিলাম, আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। যেকেউ তার প্রভুকে বিশ্বাস করে সে কখনো কোন অবিচার, না কোন কষ্টের আশংকা করবে।

14 “আমাদের মধ্যে আছে আত্মসমর্পণকারীরা, এবং আমাদের মধ্যে আছে আপোষকারীরা।” যারা আত্মসমর্পণ করেছে, তারা সঠিক পথে আছে।

15 আপোষকারীদের ক্ষেত্রে, তারা হবে জাহান্নামের জ্বালানী।

16 যদি তারা সঠিক পথে থাকে, আমরা প্রচুর পরিমান পানি দিয়ে তাদের সৌভাগ্যবান করবো।

17 আমরা অবশ্যই তাদের সকলকে পরীক্ষা করব। যে ব্যক্তি তার প্রভুর বার্তাকে উপেক্ষা করে, তিনি তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তির দিকে পরিচালিত করবেন।

18 উপাসনার স্থানগুলো আল্লাহর; আল্লাহর পাশে অন্য কাউকে ডেকো না।

আল্লাহর অঙ্গীকারকৃত বার্তাবাহক*

19 যখন আল্লাহর বান্দা একমাত্র তাঁর ওকালতি করেছিল, তাদের প্রায় সকলেই তার বিরোধিতা করার জন্য একত্রিত হয়ে গেল।*

20 বল, “আমি একমাত্র আমার প্রভুর উপাসনা করি; আমি কখনই তাঁর পাশে কোন উপাস্য স্থাপন করি না।”

21 বল, “আমার কোন ক্ষমতা নেই তোমাদের ক্ষতি করার, না তোমাদের পথ দেখাবার।”

22 বল, “কেউ আমাকে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না, না আমি তার পাশে অন্য কোন আশ্রয় পেতে পারি।

23 “আমি আল্লাহর ঘোষণা ও বার্তা পৌঁছে দেই।” যারা আল্লাহ ও তার বার্তাবাহককে অমান্য করে তারা টেনে আনে নরকের আগুন, যেখানে তারা চিরকাল বাস করে।

24 একবার যখন তারা দেখে তাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে, তারা দেখতে পাবে কারা সত্যিকার অর্থে শক্তিতে দুর্বল ও সংখ্যায় কম।

25 বল, “আমি জানি না তোমাদের কাছে যার অঙ্গীকার করা হয় তা কি শীঘ্রই ঘটবে, নাকি আমার প্রভু কিছু সময়ের জন্য একে বিলম্বিত করাবেন।”

26 তিনি ভবিষ্যত জান্তা; তিনি কারো কাছে ভবিষ্যতের কথা প্রকাশ করেন না।

27 শুধু তিনি পছন্দ করেন এমন একজন বার্তাবাহকের কাছে*, তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে নির্দিষ্ট সংবাদ প্রকাশ করেন।*

28 এর কারণ নিশ্চিত করা যে তারা তাদের প্রভুর বানী পৌঁছে দিয়েছে। তাদের কাছে যা আছে সে সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবহিত। তিনি সমস্ত বস্তুর সংখ্যা গণনা করে রেখেছেন।

SURA 73 · 20 VERSES

চাদর আবৃত

Al-Muzzammil

المزمل

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 ও হে চাদর আবৃত।

2 রাতে ধ্যান করো, কদাচিৎ ছাড়া।

3 এর অর্ধেক, বা কিছু কম।

4 বা কিছু বেশি। এবং কুরআন পড় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

5 তোমাকে আমরা একটি ভারি বার্তা দিব।

6 রাতের ধ্যান বেশি কার্যকর, এবং বেশি ন্যায়নিষ্ঠ।

7 দিনের বেলায় তোমার অনেকটা সময় অন্যান্য বিষয়ের জন্য রয়েছে ।

8 তুমি তোমার প্রভুর নাম স্মরণ কর, তাঁর আরো নিকট থেকে নিকটে আসতে।

9 পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু, তাঁর পাশে অন্য উপাস্য নেই। তোমার উকিল হিসাবে তাঁকে বেছে নেয়া উচিত।

10 এবং তাদের কথার বিপরীতে দৃঢ় থাকো, এবং তাদের উপেক্ষা কর সুন্দরভাবে।

11 এবং প্রত্যাখ্যানকারীদের আমার হাতে ছেড়ে দাও, যাদের অনুগ্রহ করা হয়েছে উদারভাবে; তাদেরকে শুধু কিছু সময় দাও।

12 আমাদের কাছে আছে কঠোর শাস্তি, এবং নরক।

13 খাবার যা কষ্ট করে গেলা যায় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

14 সেদিন আসবে যখন পৃথিবী ও পর্বতমালা কম্পিত হবে, এবং পর্বতমালা ভারহীন স্তূপে পরিণত হবে।

15 আমরা তোমাদের কাছে একজন বার্তাবাহক পাঠিয়েছি, ঠিক যেমন আমরা ফেরাউনের কাছে একজন বার্তাবাহক পাঠিয়েছিলাম।

16 ফেরাউন বার্তাবাহককে অমান্য করেছিল এবং পরিণামে, আমরা তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।

17 যদি তোমরা অবিশ্বাস করো, তবে কেমন করে এমন এক দিনকে তোমরা এড়াতে পারো যা এতো ভয়াবহ যে এটি শিশুদের বানিয়ে দেয় ধূসর কেশযুক্ত?

18 আকাশ সেখান থেকে বিদীর্ণ হবে। তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য।

19 এটি একটি সতর্কবাণী; যার ইচ্ছা, সে যেন তার প্রভুর দিকের পথ বেছে নেয়।

20 তোমার প্রভু জানেন যে তুমি রাতের দুই-তৃতীয়াংশ, অথবা এর অর্ধেক বা এর এক তৃতীয়াংশ সময় ধ্যান কর এবং তোমার সাথে যারা বিশ্বাস করেছে তাদের মধ্যেও কেউ কেউ তা করে। আল্লাহ রাত ও দিনের নকশা করেছেন এবং তিনি জানেন যে তোমরা সর্বদা এটি করতে পারো না। তিনি তোমাদের ক্ষমা করেছেন। পরিবর্তে, তোমরা কুরআনের যতটুকু পার ততটুকু পাঠ কর। তিনি জানেন যে তোমাদের কেউ কেউ অসুস্থ থাকতে পার, অন্যরা হয়তো আল্লাহর জীবিকা লাভের চেষ্টায় ভ্রমন করতে পার, এবং অন্যান্যরা হয়তো আল্লাহর পথে সংগ্রাম করতে পারো। তোমরা এর থেকে যতটুকু পারো পাঠ করো, এবং সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করো, বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) দাও, এবং আল্লাহকে এক ন্যায়পরায়ণতার ঋণ দাও। তোমাদের আত্মার সমর্থনে যাকিছু ভালো তোমরা সামনে পাঠাবে, আল্লাহর কাছে তোমরা তা আরও উত্তমরুপে ও উদারভাবে পুরস্কৃত অবস্থায় পাবে। আল্লাহর কাছে ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করো। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

SURA 74 · 56 VERSES

লুকায়িত রহস্য

المدثر

Al-Muddath-thir

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 হে লুকায়িত রহস্য।*

৭৪:১ আল্লাহর অসীম জ্ঞান মুহাম্মদের মাধ্যমে কুরআন অবতীর্ণ করতে চেয়েছিল, অন্যদিকে কুরআনের ১৯-ভিত্তিক অসাধারণ গাণিতিক অলৌকিক ঘটনাটি কুরআন অবতীর্ণের ১৪০৬ চন্দ্র বছর পরে (১৪০৬=১৯x৭৪ এবং ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ ছিল আবিষ্কারের সৌর বছর) আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। অতীতের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি যে পুরো সূরাটি কুরআনের ১৯-ভিত্তিক অলৌকিক ঘটনাকে নির্দেশ করে (পরিশিষ্ট ১ এবং ২)

2 প্রকাশিত হও এবং সতর্ক করো।

3 তোমার প্রভুর প্রশংসা করো।

4 তোমার পোশাক শুদ্ধ করো।*

৭৪:৪ কুরআন হলো গোপন সংকেত সম্বলিত পোশাক। এটি ৯:১২৮-৯ অপসারণের কথা উল্লেখ করে।

5 যা ভুল তা ত্যাগ করো।

6 তোমার ভাগ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো।

7 অবিচলভাবে তোমার প্রভুর স্মরণ করো।

8 অতঃপর, যখন শিংগায় ফুঁ দেয়া হয়।

9 এটা হবে এক কঠিন দিন।

10 অবিশ্বাসীদের জন্য, সহজ নয়।

11 আমাকে সে ব্যক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দাও যাকে আমি একজন ব্যক্তি হিসাবে সৃষ্টি করেছিলাম।

12 তাকে আমি দিয়েছিলাম- প্রচুর অর্থ।

13 এবং দেখার জন্য সন্তানদের।

14 আমি তার জন্য সবকিছু সহজ করে দিয়েছিলাম।

15 এরপরও, সে আরো পাওয়ার জন্য লোভী।

16 সে একগুঁয়েভাবে এই প্রমানাদি মানতে অস্বীকার করলো।

17 আমি তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দেব।

18 কারণ, সে চিন্তাভাবনা করেছিল, এরপর সিদ্ধান্ত নিল।

19 দু:খজনক তার সিদ্ধান্ত ।

20 নিশ্চয়, দু:খজনক তার সিদ্ধান্ত।

21 সে দেখলো।

22 সে ভ্রূকুটি করলো আর ঘ্যানঘ্যান করলো।

23 এরপর, সে অহংকারে মুখ ফিরিয়ে নিল।

24 সে বলল, “এ তো চতুর জাদু!

25 “এটি মানুষের তৈরি।”

26 আমি তাকে শাস্তিতে প্রবেশ করাবো।

27 কি রকম শাস্তি!

28 সর্বোতভাবে সম্পূর্ণ এবং বোধগম্য।

29 সব লোকের কাছে স্পষ্ট।

কুরআনের সাধারণ হর

30 এর উপর আছে উনিশ।*

৭৪:৩০-৩৫ এই "একটি মহান অলৌকিক ঘটনা" প্রথম বাস্তব প্রমাণ প্রদান করে যে কুরআন হল বিশ্বের প্রতি আল্লাহর বার্তা। এই ১৯টি অলৌকিক ঘটনা পরিশিষ্ট ১-এ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

31 আমরা নরকের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ফেরেশতাদের নিযুক্ত করেছি, এবং আমরা তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করেছি (১৯) (১) অবিশ্বাসীদের বিরক্ত করতে (২) খ্রিস্টান ও ইহুদীদের বুঝাতে (যে এটি একটি ঐশীগ্রন্থ) (৩) আস্থাবানদের আস্থা আরো শক্তিশালী করতে (৪) খ্রিস্টান, ইহুদী সেই সাথে বিশ্বাসীদের হৃদয় থেকে সন্দেহের সব ছিটেফোঁটা দূর করতে, এবং (৫) তাদেরকে প্রকাশ করার জন্য যারা হৃদয়ে সন্দেহ পোষণ করে , এবং অবিশ্বাসীদের; তারা বলবে, "আল্লাহ এই রুপকের মাধ্যমে কি বুঝিয়েছেন?" আল্লাহ এভাবে যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ দেখান। তোমার প্রভুর সৈন্যদের বিষয়ে তিনি ব্যতিত কেউ জানে না। এটি লোকদের জন্য একটি সতর্কবার্তা।

32 অবশ্যই, (আমি শপথ করি) চাঁদের।

33 এবং রাতের যখন তা অতিবাহিত হয়।

34 এবং প্রভাতের যখন তা আলো ছড়ায়।

বড়ো অলৌকিকতাসমূহের একটি

35 এটি বড়ো অলৌকিকতাসমূহের একটি।*

36 মানব জাতির প্রতি একটি সতর্কবার্তা।

37 তোমাদের মধ্যে যে এগিয়ে যেতে চায় অথবা পেছনে পড়ে থাকতে চায়, তার জন্য।

38 প্রত্যেক আত্মা এর পাপের ফাঁদে আটকে যায়।

39 ডান পার্শ্বস্থরা ছাড়া।

40 স্বর্গে, তারা জিজ্ঞেস করবে।

41 অপরাধীদের বিষয়ে।

42 "কিসে তোমাদের এই শাস্তিতে নিয়ে এসেছে?"

43 তারা বলবে, "আমরা সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করিনি।

44 "আমরা গরীবদের খেতে দিতাম না।

45 "আমরা ভ্রান্তদের সাথে ভুল পথে চলতাম।

46 "আমরা বিচার দিনকে অবিশ্বাস করতাম।

47 "এখন আমাদের কাছে নিশ্চয়তা আসা পর্যন্ত।"

48 সুপারিশকারীদের সুপারিশ কখনো তাদের সাহায্য করবে না।

49 তারা এই সতর্কবার্তার প্রতি এতো বিমুখ কেন?

50 জেব্রার মতো দৌড়ানো।

51 যেগুলো সিংহ থেকে পালাচ্ছে।

52 তাদের প্রত্যেকে কি ব্যক্তিগতভাবে ঐশীগ্রন্থ পেতে চায়।

53 নিশ্চয়, তারা পরকালকে ভয় করে না।

54 নিশ্চয়, এটি একটি স্মারক।

55 তাদের জন্য যারা মনোযোগ দিতে চায়।

56 তারা মনোযোগ দিতে পারে না আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তিনি সৎ-কর্মশীলতার উৎস; তিনি ক্ষমাশীলতার উৎস।

SURA 75 · 40 VERSES

পুরুত্থান

القيامة

Al-Qeyaamah

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 আমি পুনরুত্থান দিবসের শপথ করছি।

2 এবং আমি দোষারোপকারী আত্মার শপথ করছি।

3 মানুষ কি মনে করে যে আমরা তার হাড়গুলো পুনর্নির্মান করবো না?

4 হ্যা নিশ্চয়; আমরা তার আঙুলের ডগা পুনর্নির্মান করতে সক্ষম।

5 কিন্তু মানুষ বিশ্বাসপ্রবন শুধু তাতে যা সে তার সামনে দেখে।

6 সে পুনরুত্থান দিবসে সন্দেহ করে।

7 একবার যখন দৃষ্টি শানিত করা হয়।

8 এবং চাঁদকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করা হয় ।

9 এবং সূর্য ও চাঁদ একে অন্যের উপর আছড়ে পড়ে।

10 মানুষ ওই দিন বলবে, "পলায়নের উপায় কোথায়?"

11 নি:সন্দেহে, পলায়নের কোন উপায় নেই।

12 তোমাদের প্রভুর কাছে,ঐদিন, চূড়ান্ত নিয়তি।

13 মানুষকে জানানো হবে, ঐদিন, সবকিছু যা সে নিজেকে এগিয়ে নিতে করেছে, এবং সবকিছু যা সে নিজেকে পেছানোর জন্য করেছে।

14 মানুষ তার নিজের বিচারক হবে।

15 কোন অজুহাত গ্রহন করা হবে না।

কুরআন ব্যাখ্যা করা থেকে মুহাম্মাদ নিষেধপ্রাপ্ত

16 এটি দ্রুত করতে তোমার জিহবা নাড়বে না।

17 আমরাই এটি কুরআন আকারে সংগ্রহ করবো।

18 একবার আমরা এটি আবৃতি করলে, তুমি অনুসরণ করবে এমনি এক কুরআন।

19 তারপর আমরাই এটি ব্যাখ্যা করবো।

20 প্রকৃতপক্ষে, তোমরা এই ক্ষনস্থায়ী জীবনকে ভালবাসো।

21 যখন পরকালকে অবহেলা করছো।

22 কিছু মুখ, ঐদিন, সুখী হবে।

23 তাদের প্রভুর দিকে তাকিয়ে।

24 অন্য মুখগুলো, ঐদিন, দুর্দশাগ্রস্থ হবে।

25 আশা করতে থাকবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কিছু।

26 প্রকৃতপক্ষে, যখন (আত্মা) গলা পর্যন্ত পৌঁছায়।

27 এবং একে আদেশ করা হয়: "বেরিয়ে যাও!"

28 সে জানে যে এটাই পরিসমাপ্তি।

29 এক পা অন্য পায়ের পাশে নিশ্চল পরে থাকবে।

30 তোমার প্রভুর কাছে, ঐদিন, তলব করা হবে।

31 কারণ সে না দান করতো, না সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করতো।

32 কিন্তু সে অবিশ্বাস করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

33 তার পরিবারের সাথে, সে ঔদ্ধত্যপনা দেখিয়েছে।

34 তুমি এর উপযুক্ত হয়েছো।

35 নিশ্চয়ই, তুমি এর উপযুক্ত হয়েছো।

36 মানুষ কি মনে করে যে সে কিছুই থাকবে না?

37 সে কি নির্গত এক ফোঁটা বীর্য ছিল না?

38 এরপর তিনি এর থেকে একটি ভ্রুন সৃষ্টি করেছিলেন।

39 তিনি এরপর একে পুরুষ অথবা নারী বানিয়েছিলেন।

40 তিনি কি এরপর মৃতকে পুনর্জীবিত করতে অক্ষম?

SURA 76 · 31 VERSES

মানুষ

الانسان

Al-Insaan

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 এটা কি বাস্তব নয় যে একটা সময় ছিল যখন মানুষ বলে উল্লেখ করার মতো কিছু ছিল না?

2 আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছিলাম একটি তরল মিশ্রণ থেকে, মাতাপিতা দু'জন থেকে, তাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। আর তাই, আমরা তাকে একজন শ্রোতা ও দ্রষ্টা করেছি।

3 আমরা তাকে দেখালাম দুটি পথ, তারপর, হয়তো সে কৃতজ্ঞ হয় নয়তো অকৃতজ্ঞ হয়।

4 আমরা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করলাম শিকল, বেড়ি, এবং এক জ্বলন্ত নরক।

5 আর পূণ্যবানদের ক্ষেত্রে, তারা সুস্বাদু পানীয়ের কাপ থেকে পান করবে।

6 একটি ঝর্ণা- যা সংরক্ষিত আল্লাহর প্রতি নিবেদিতদের জন্য; এটি বের হয়ে আসবে প্রবল বেগে যেমন তারা চায়।

7 তারা তাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং এমন এক দিনকে সমীহ করে যা অত্যন্ত কঠিন।

8 তারা তাদের প্রিয় খাবার দান করে দরিদ্র, এতিম এবং বন্দীদের।

9 "আমরা তোমাদের খাওয়াই আল্লাহর উদ্দেশ্যে; না আমরা তোমাদের কাছ থেকে আশা করি পুরস্কার, না ধন্যবাদ।

10 "আমরা আমাদের প্রভুকে ভয় করি সে দিনের ব্যাপারে যা দূর্দশা এবং যন্ত্রণায় পূর্ণ।"

11 পরিনামে, আল্লাহ তাদের রক্ষা করেন সে দিনের অমঙ্গল থেকে, এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করেন আনন্দ ও পরিতৃপ্তি দিয়ে।

12 তাদের অবিচলতার জন্য তিনি তাদের পুরস্কৃত করেন স্বর্গ, এবং রেশম দিয়ে।

13 তারা সেখানে বিলাসবহুল আসবাবের উপর আরাম করে। না তারা ভোগ করে সূর্যের তাপ, না কোন শীতলতা।

14 ছায়া সেখানে তাদের আবৃত করে, এবং ফলফলাদি নাগালের মধ্যে আনা হয়।

15 তাদেরকে পানীয় পরিবেশন করা হয় রুপার পাত্র ও কাপে যা আলোকপ্রবাহী।

16 আলোকপ্রবাহী কাপ, যদিও রুপার তৈরী; এই সবকিছুর যথার্থ যোগ্যই তারা ছিল।

17 তারা উপভোগ করে সুস্বাদু পানীয়।

18 সেখানকার একটি ঝরনা থেকে যা 'সালসাবিল' নামে পরিচিত।

19 তাদের সেবায় থাকবে চিরজীবী সেবকরা। তুমি যখন তাদের দেখবে, তাদেরকে বিক্ষিপ্ত মুক্তার মত দেখাবে।

20 তুমি যেখানেই তাকাও, তুমি দেখবে সুখ ও এক চমৎকার রাজত্ব।

21 তাদের উপর থাকবে সবুজ মখমল, সাটিন বস্ত্র ও রূপার অলঙ্কার। তাদের প্রভু তাদের সরবরাহ করবেন বিশুদ্ধ পানীয়।

22 এটা সে পুরস্কার যা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে, কেননা তোমাদের প্রচেষ্টার মূল্যায়ন হয়েছে।

23 আমরা তোমাদের নিকট এই কুরআন প্রকাশ করেছি; যা আমাদের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ প্রকাশ।

24 তোমরা অবিচলতার সাথে তোমাদের প্রভুর প্রত্যাদেশ পালন করবে, আর তাদের মধ্যকার কোন পাপী অবিশ্বাসীকে মান্য করবে না।

25 আর তোমাদের প্রভুর নাম স্মরণ করো দিনে ও রাতে।

26 রাতের বেলায়, তাঁর সামনে সেজদায় পড়ো, এবং বহু দীর্ঘ-রাতজুড়ে তাঁর মহিমা ঘোষণা করো।

27 এইসব লোকেরা এই ক্ষনস্থায়ী জীবন নিয়ে আচ্ছন্ন, যখন উপেক্ষা করছে- তাদের ঠিক সামনের- এক ভারী দিনকে।

28 আমরা তাদের সৃষ্টি করলাম, এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত করলাম, আর, যখনই আমরা চাই, আমরা তাদের জায়গায় অন্যদের প্রতিস্থাপন করতে পারি।

29 এটি একটি স্মারক: যেকেউ চায় তার প্রভুর পথ বেছে নিবে।

30 যা কিছু তোমরা ইচ্ছা করো, তা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী হয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, জ্ঞানী।

31 তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর দয়ায় প্রবেশ করান। আর সীমালঙ্ঘনকারীদের ক্ষেত্রে , তিনি তাদের জন্য একটি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছেন।

SURA 77 · 50 VERSES

প্রেরিত

Al-Mursalaat

المرسلات

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 (স্বর্গদূত) পর্যায়ক্রমে প্রেরিত।

2 বাতাস চালনা করতে।

3 মেঘমালা সঞ্চালিত করতে।

4 খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করতে।

5 সংবাদ বিলি করতে।

6 শুভ সংবাদ, একই সাথে সতর্কবার্তা।

7 যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়, তা আসবে।

8 সুতরাং, যখন তারাগুলোকে নিভিয়ে দেয়া হয়।

9 আকাশ উন্মুক্ত করা হয়।

10 পর্বতমালা ধ্বংস করা হয়।

11 বার্তাবাহকদের তলব করা হয়।

12 এটা সেই নির্ধারিত দিন।

13 সিদ্ধান্তের দিন।

14 কী এক সিদ্ধান্তের দিন!

15 দিনটি হবে প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুঃখের।

16 আমরা কি পূর্বের প্রজন্মদের ধ্বংস করিনি?

17 তারপর, আমরা তাদের পর অন্যদের আসতে দেইনি?

18 অপরাধীদের সাথে আমরা এমনই করি।

19 দিনটি হবে প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুঃখের।

20 আমরা কি তোমাদের নিম্নমানের তরল থেকে সৃষ্টি করিনি?*

৭৭:২০-২৩ টি. ডব্লিউ. স্যাডলারের ল্যাংম্যানের মেডিকেল এমব্রায়োলজি অনুসারে (পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮৮): "সাধারণভাবে একটি পূর্ণকালীন ভ্রূণের গর্ভাবস্থার সময়কাল ২৬৬ দিন বা নিষেকের পর ৩৮ সপ্তাহ।" ২৬৬ এবং ৩৮ উভয়ই ১৯ এর গুণিতক (পরিশিষ্ট ১)।

21 এরপর, আমরা তা রেখেছি সুরক্ষিত আধারে।

22 একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।

23 আমরা তা পরিমাপ করেছিলাম যথাযথভাবে।* আমরা সর্বোত্তম নকশাকারী।

24 দিনটি হবে প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুঃখের।

25 আমরা কি পৃথিবীকে একটি আবাস বানাইনি?

26 জীবিত এবং মৃতদের জন্য?

27 আমরা এতে স্থাপন করেছি উঁচু পর্বতমালা, এবং তোমাদের পান করার জন্য প্রদান করেছি বিশুদ্ধ পানি।

28 দিনটি হবে প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুঃখের।

29 সেখানে যাও, যেখানে যাবার বিষয়ে অবিশ্বাস পোষনে তোমরা অভ্যস্ত ছিলে।

30 যাও, তিনটি ভিন্ন ঘনত্বের ছায়ায়।

31 অথচ, এটি না সরবরাহ করে শীতলতা, না রক্ষা করে তাপ থেকে।

32 এটি অট্টালিকাসমূহের মতো বড় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে।

33 উটের বর্ণের মতো হলুদ।

34 দিনটি হবে প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুঃখের।

35 এটা সেই দিন, যখন তারা কথা বলে না।

36 না তাদের ক্ষমা চাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে।

37 দিনটি হবে প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুঃখের।

38 এটি সিদ্ধান্তের দিন। আমরা তোমাদের এবং পূর্ববর্তী প্রজন্মদের তলব করেছি।

39 যদি তোমাদের কোন ষড়যন্ত্র থাকে, তবে এগিয়ে যাও এবং ষড়যন্ত্র করো।

40 দিনটি হবে প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুঃখের।

41 সৎকর্মশীলরা ছায়া এবং ঝর্ণা উপভোগ করবে।

42 এবং ফল যা তারা আকাঙ্খা করে।

43 তোমাদের কাজের বিনিময়ে আনন্দের সাথে খাও এবং পান করো।

44 আমরা এভাবে পুরষ্কৃত করি পুণ্যকারীদের।

45 দিনটি হবে প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুঃখের।

46 খাও এবং উপভোগ কর সাময়িকভাবে; তোমরা অপরাধী।

47 দিনটি হবে প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুঃখের।

48 যখন তাদের বলা হয়, "নত হও, " তারা নত হয় না।

49 দিনটি হবে প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুঃখের।

50 এটি ছাড়া, কোন হাদিসে, তারা সমর্থন করে?

SURA 78 · 40 VERSES

ঘটনা

النبأ

Al-Naba'

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 তারা কি নিয়ে প্রশ্ন করছে?

2 সে মহা ঘটনা।

3 তারা যাতে বিবাদ করে।

4 নিশ্চয়, তারা দেখতে পাবে।

5 নিঃসন্দেহে, তারা দেখতে পাবে।

6 আমরা কি পৃথিবীকে বাসযোগ্য করিনি?

7 এবং পর্বতমালাকে ভারসাম্য রক্ষাকারী?

8 আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম (একে অপরের) সাথী হিসেবে ।

9 আমরা সৃষ্টি করেছি ঘুম, যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পারো।

10 আমরা রাতকে একটি আবরণ হিসেবে বানালাম।

11 এবং জীবিকা খোঁজার জন্য দিন।

12 আমরা তোমাদের উপর সাত মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছি।

13 আমরা সৃষ্টি করেছি এক উজ্জ্বল বাতি।

14 মেঘ থেকে আমরা অবতীর্ন করি অবিরাম প্রবাহিত পানি।

15 এর দ্বারা খাদ্যশস্য এবং উদ্ভিদ উৎপন্ন করতে।

16 এবং নানারকম ফলের বাগান।

17 সিদ্ধান্তের দিনটি নির্ধারিত।

18 দিনটিতে শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হয়, আর তোমরা দলেবলে আসো।

19 দরজার মত খোলা হবে স্বর্গ।

20 পর্বতমালা সরিয়ে ফেলা হবে, যেন এরা ছিল একটি মরীচিকা।

21 জাহান্নাম অনিবার্য।

22 সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য, এটি হবে তাদের আবাস।

23 তারা তাতে অবস্থান করে দীর্ঘকাল।

24 তারা এর মাঝে না কখনো স্বাদ পায় শীতলতার, না কোন পানীয়ের।

25 শুধু একটি অগ্নিকুন্ডলী, এবং তিক্ত খাদ্য।

26 একটি ন্যায্য প্রতিফল।

27 তারা কখনো আশা করেনি যে হিসাব দিতে হবে।

28 এবং আমাদের নিদর্শনগুলো সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

29 আমরা সবকিছুর হিসাব রাখলাম একটি নথিতে।

30 ভোগ করো পরিনতিসমূহ; আমরা শুধু তোমাদের শাস্তি বাড়িয়ে দিবো।

31 সৎকর্মশীলরা অর্জন করেছে এক পুরস্কারের।

32 ফলের বাগান এবং আঙ্গুর।

33 চমকপ্রদ স্বামী-স্ত্রী

34 সুস্বাদু পানীয়।

35 এর মাঝে তারা কখনো কোন অর্থহীন বা মিথ্যা কিছু শুনবে না।

36 তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে একটি পুরস্কার; এক উদার প্রতিদান।

37 আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী, এবং এদের মধ্যকার সবকিছুর প্রভু। সবচেয়ে করুনাময়। কেউ তার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে না।

38 সেদিন আসবে যখন সে আত্মা এবং স্বর্গদূতেরা এক সারিতে দাঁড়াবে। যারা সবচেয়ে করুনাময়ের দ্বারা অনুমোদিত তারা ব্যতীত আর কেউ কথা বলবে না এবং তারা শুধু বলবে, যা সত্য।

39 এমনই হলো সে অনিবার্য দিন। যেকেউ চায় তাকে তার প্রভুর কাছে আশ্রয় নিতে দাও।

40 একটি আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে আমরা তোমাদের যথেষ্ট সতর্ক করেছি। এটা সেই দিন যখন প্রত্যেকে পরীক্ষা করবে যা তার হাত সামনে পাঠিয়েছে এবং অবিশ্বাসী বলবে, "হায়, আমি যদি ধুলা হতাম।"

SURA 79 · 46 VERSES

যারা টেনে বের করে

النازعات

Al-Naaze‘aat

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 বলপূর্বক (অবিশ্বাসীদের আত্মা) ছিনিয়ে নেয়া (ফেরেশতারা)।

2 আর আনন্দ সহকারে যারা আলতোভাবে (বিশ্বাসীদের আত্মা) নেয় তারা।

3 আর যারা ভেসে বেড়ায় সব জায়গায়।

4 আগ্রহভরে একে অন্যের সাথে পাল্লা দিয়ে-

5 বিভিন্ন আদেশ সম্পন্ন করতে।

6 সে দিন যখন কম্পন নাড়া দেয়।

7 দ্বিতীয় বিকট শব্দের পর।

8 নির্দিষ্ট কিছু মন আতংকিত হবে।

9 তাদের চোখগুলো বশীভূত হবে।

10 তারা বলবে, "আমরা কবর থেকে পুনরায় সৃষ্টি হয়েছি।"

11 "আমরা পঁচা হাড়ে পরিণত হবার পর কিভাবে এটা ঘটলো?"

12 তারা বলেছিল, "এটা এক অসম্ভব পুনরাবৃত্তি।"

13 কেবল একটি ডাকই যথেষ্ট।

14 যার ফলে তারা জেগে উঠে।

15 তুমি কি মুসার কাহিনী জেনেছো?

16 তার প্রভু তাকে তুয়ার পবিত্র উপত্যকায় ডেকেছিলেন।

17 “ফেরাউনের কাছে যাও; সে সীমালঙ্ঘন করেছে।"

18 তাকে বল, "তুমি কি সংশোধিত হবে না? "

19 “চল আমি তোমাকে তোমার প্রভুর পথ দেখাই, যাতে তুমি ভক্তিপূর্ন হতে পারো।

20 তারপর সে তাকে মহা অলৌকিকতাটি দেখালো।

21 কিন্তু সে অবিশ্বাস করলো এবং বিদ্রোহ করলো।

22 তারপর সে দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নিল।

23 সে তলব করলো এবং ঘোষণা করলো।

24 সে বলল, "আমি তোমাদের প্রভু; সবচেয়ে উর্ধ্বে।"

25 পরিনামে,আল্লাহ তাকে শাস্তি দিলেন পরকালে, সেই সাথে প্রথম জীবনেও।

26 এটি ভক্তদের জন্য একটি শিক্ষা।

27 আকাশমন্ডলীর চেয়ে তোমাদের সৃষ্টি কি বেশি কঠিন? তিনি এটি নির্মাণ করেছেন।

28 তিনি এর বস্তুগুলো উঠালেন এবং একে নিঁখুত করলেন।

29 তিনি এর রাতকে বানালেন অন্ধকার এবং এর সকালকে করেছেন আলোকিত।

30 তিনি পৃথিবীকে বানিয়েছে ডিম্বাকৃতির।*

৭৯:৩০ আরবি শব্দ "দাহাহা" "দাহহিয়া" থেকে এসেছে যার অর্থ "ডিম"।

31 এর থেকে, তিনি উৎপন্ন করলেন এর নিজস্ব পানি এবং চারনভূমি।

32 তিনি পর্বতসমূহ প্রতিষ্ঠিত করলেন।

33 এই সবকিছু তোমাদের এবং তোমাদের প্রাণীগুলোকে জীবনোপকরন প্রদান করতে।

34 তারপর, যখন বিকট শব্দ আসে।

35 এটি সেই দিন যখন মানুষের মনে পড়বে সবকিছু যা সে করেছিল।

36 অস্তিত্বে আনা হবে স্বর্গ ।

37 আর তার ক্ষেত্রে যে সীমালঙ্ঘন করেছিল।

38 যে আচ্ছন্ন ছিল এই জীবনে নিয়ে।

39 নরকই হবে আবাস।

40 আর তার ক্ষেত্রে যে তার প্রভুর মহিমাকে ভক্তি করেছিল, এবং পাপপূর্ণ লালসা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিল।

41 স্বর্গই হবে আবাস।

42 তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে সে ঘন্টা সম্পর্কে, আর কখন তা সংঘটিত হবে!

43 এর সময় ঘোষণা করার জন্য পূর্বনির্ধারিত ব্যক্তি তুমি নও (মুহাম্মাদ)।

44 এর নিয়তি ঠিক করেন তোমার প্রভু। যাও এর প্রত্যাশা করো।

45 তোমার দায়িত্ব তাদেরকে সতর্ক করা যারা এর আশা করে।

46 যেদিন তারা তা দেখবে, তারা অনুভব করবে যেন তারা টিকে ছিল এক সন্ধ্যা বা অর্ধেক দিন।

SURA 80 · 42 VERSES

সে ভ্রুকুটি করল

Abasa

عبس

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 সে (মুহাম্মদ) ভ্রু কুঁচকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

2 যখন অন্ধ লোকটি তার কাছে এসেছিল।

3 কেমন করে তুমি জানো? হয়তো সে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে।

4 অথবা হয়তো সে সতর্ক হবে, আর বার্তাটি থেকে উপকৃত হবে।

5 এবং ধনী লোকটির ক্ষেত্রে ।

6 তুমি তোমার মনোযোগ তার প্রতি দিয়েছিলে।

7 যদিও তুমি তার মুক্তির নিশ্চয়তা দিতে পারতে না।

8 সে ব্যক্তি যে তোমার কাছে এসেছিল আগ্রহ নিয়ে।

9 এবং আসলেই ভক্তিপূর্ণ।

10 তুমি তাকে উপেক্ষা করেছিলে।

11 নিশ্চয়, এটি একটি স্মারক।

12 যেকেউ চায় মনোযোগ দিবে।

13 সম্মানিত ঐশীগ্রন্থগুলোতে৷

14 প্রশংসিত এবং নিখাদ৷

15 বার্তাবাহকদের হাতে (লিখিত)।

16 যারা সম্মানিত এবং সৎকর্মশীল।

17 দুর্ভোগ মানুষ জাতির প্রতি ; সে খুব অকৃতজ্ঞ৷

18 কি থেকে তাকে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন ?

19 অতিক্ষুদ্র ফোঁটা থেকে, তিনি তাকে সৃষ্টি করেন আর তার নকশা করেন।

20 এরপর তিনি তার জন্য সে পথটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেন।

21 এরপর তিনি তাকে দেন মৃত্যু, এবং রাখেন কবরে।

22 যখন তিনি চান, তিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

23 সে তাঁর প্রত্যাদেশাবলি বহাল রাখবে।

24 মানুষ তার খাদ্য নিয়ে ভেবে দেখুক।

25 আমরা পানি বর্ষণ করি উদারভাবে।

26 এরপর আমরা মাটি চিরে পথ করে দেই।

27 তাতে আমরা উৎপন্ন করি খাদ্যশস্য।

28 আঙ্গুর এবং চারণভূমি।

29 জলপাই এবং তাল।

30 নানারকম ফলের বাগান।

31 ফল-ফলাদি এবং শাকসবজি।

32 তোমাদের আর তোমাদের প্রাণীদের জন্য জীবনোপকরণ প্রদান করতে।

33 তারপর, যখন আঘাতটি আসবে।

34 এটাই সে দিন যখন কোন ব্যক্তি পালিয়ে যায় তার ভাইকে ছেড়ে।

35 তার মা ও বাবাকে ছেড়ে।

36 তার সহধর্মী-সহর্মিনী ও সন্তানাদিকে ছেড়ে।

37 তাদের প্রত্যেকে, ঐদিন, তার নিজের নিয়তি নিয়ে দুশ্চিন্তা করবে।

38 ঐদিন কিছু চেহারা হবে সুখী।

39 হাস্যজ্জল এবং আনন্দিত।

40 অন্য চেহারাগুলো, ঐদিন, দু:খে ছেয়ে যাবে।

41 অনুশোচনায় কাতর।

42 এরাই অন্যায়কারী অবিশ্বাসী।

SURA 81 · 29 VERSES

আবর্তন

التكوير

Al-Takweer

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 যখন সূর্যকে আবর্তন করা হয়।

2 তারাগুলো একে অন্যের উপর আছড়ে পড়ে।

3 পর্বতসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়।

4 প্রজনন বন্ধ করা হয়।

5 জানোয়ারদের তলব করা হয়।

6 মহাসমুদ্রগুলোতে প্রজ্বলিত হয়।

7 আত্মাগুলোকে তাদের দেহে ফিরিয়ে আনা হয়।

8 যে মেয়েটিকে জীবন্ত কবর দেয়া হয়েছিল তাকে জিজ্ঞেস করা হয়:

9 কোন অপরাধের জন্য তাকে হত্যা করা হয়েছিল?

10 নথিগুলো জানিয়ে দেয়া হবে।

11 আকাশমন্ডলী সরিয়ে ফেলা হবে।

12 নরক প্রজ্বলিত হবে।

13 স্বর্গ উপস্থাপিত হবে।

14 প্রত্যেক আত্মা সবকিছু জানবে যা এটি নিয়ে এসেছে।

আল্লাহর প্রতিশ্রুত বার্তাবাহক

15 আমি দৃঢ় শপথ করি ছায়াপথগুলোর নামে।

16 তাদের কক্ষপথে চলছে নির্ভুলভাবে।

17 রাতের নামে যখন তা ঘনিয়ে আসে।

18 আর সকাল যখন তা দম নেয়।

19 এটি একজন সম্মানিত বার্তাবাহকের উক্তি।*

৮১:১৯ সূরা সংখ্যা, আয়াত সংখ্যা, "রাশাদ" (৫০৫) নামের জ্যামিতিক মান এবং "খলিফা" (৭২৫) এর মান যোগ করলে আমরা ১৩৩০, ১৯x৭০ পাই। এটি কুরআনের গাণিতিক প্রমাণ প্রদান করে যে এই বার্তাবাহকই রাশাদ খলিফা।

20 সিংহাসনের অধিকারী দ্বারা অনুমোদিত, পূর্ণ সমর্থিত।

21 তাকে মান্য করতে হবে এবং আস্থা রাখতে হবে।

22 তোমাদের বন্ধু (রাশাদ) পাগল নয়।

23 তিনি তাকে উঁচ্চ দিগন্তে দেখেছিলেন।*

৮১:২৩ রাশাদ খলিফাকে উচ্চ দিগন্তে ডাকা হয়েছিল, যেমনটি পরিশিষ্ট ২-এ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

24 সে কোন খবর গোপন রাখছে না ।

25 এটি কোন বিতাড়িত শয়তানের কথা নয়।

26 তা এখন, তোমরা যাবে কোথায়?

27 এটি সব মানুষের জন্য একটি বার্তা।

28 তাদের জন্য যারা সোজা চলতে চায়।

29 যা কিছুই তোমরা ইচ্ছা করো তা আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে হয়, মহাবিশ্বের প্রভু ।

SURA 82 · 19 VERSES

চূর্ণ-বিচূর্ণ

Al-Infitaar

الانفطار

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 যখন আকাশমন্ডলী চুর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়।

2 গ্রহগুলোকে ইতস্তত ছড়িয়ে দেয়া হয়।

3 মহাসাগরগুলো বিস্ফোরিত হয় ।

4 কবর খুলে দেয়া হয় ।

5 প্রত্যেকটি আত্মা দেখতে পাবে কি তাকে অগ্রগামী করেছে,আর কি তাকে পশ্চাৎপদ করেছে।

আল্লাহর সৃষ্টিগুলো নিয়ে ভাবনা

6 হে মানব জাতি,কি তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়েছিল তোমাদের প্রভু থেকে, যিনি সবচেয়ে সম্মানিত?

7 সে সত্ত্বা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের নকশা করেছেন, এবং তোমাদের নিঁখুত করেছেন৷

8 যে নকশাই তিনি পছন্দ করেছিলেন, তা তিনি নির্মাণ করেছেন।

9 নিশ্চয়, তোমরা ধর্মে অবিশ্বাস করো।

10 এই বাস্তবতায় বেখবর যে তোমাদের চারপাশে (অদৃশ্য) রক্ষক আছে ।

11 তারা সত্যনিষ্ঠ নথিভুক্তকারি।

12 তারা তোমাদের করা সবকিছু নথিভুক্ত করে।

13 নিশ্চয়, সৎকর্মশীলরা পরম সুখ অর্জন করেছে।

14 যেখানে অন্যায়কারীরা উপযুক্ত হয়েছে নরকের৷

15 তাতে পতিত হবে বিচার দিবসে৷

16 তারা কখনো তা ছেড়ে যায় না।

17 বিচারের দিন হলো অন্যরকম।

18 কি এক অসাধারণ দিন ; বিচারের দিন৷

19 এটা সেই দিন যখন কোন আত্মা অন্য আত্মাকে সাহায্য করতে পারে না, এবং সকল সিদ্ধান্ত, ঐদিন, আল্লাহর অধীনে হবে।

SURA 83 · 36 VERSES

প্রতারক

المطففين

Al-Mutaffifeen

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 দূর্ভোগ প্রতারকদের প্রতি।

2 যারা লোকদের থেকে নেবার বেলায় পূর্ণমাত্রায় চায়।

3 কিন্তু সে পরিমান বা ওজন তাদেরকে দেবার বেলায়, তারা প্রতারণা করে।

4 তারা কি জানে না যে তাদের পুনর্জীবিত করা হবে?

5 এক মহাতাৎপর্যপূর্ণ দিনে?

6 এটা সেই দিন যখন সব মানুষ মহাবিশ্বের প্রভুর সামনে দাঁড়াবে।

সংখ্যা দ্বারা কাঠামোবদ্ধ বইসমূহ

7 নিশ্চয়, অন্যায়কারী লোকের বইটি রয়েছে সীজ্জিনে।

8 তুমি কি জানো সীজ্জিন কী?

9 সংখ্যা দ্বারা কাঠামোবদ্ধ একটি বই।

10 ঐদিন দূর্ভোগ প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি।

11 তারা বিচারের দিনে বিশ্বাস করে না।

12 তাতে কেউ অবিশ্বাস করে না সীমালঙ্ঘনকারী, পাপী ব্যতীত।

13 যখন আমাদের প্রকাশনাবলী তার কাছে আবৃত্তি করা হয়, সে বলে, "অতীতের কল্প-কাহিনী!"

14 নিশ্চয়, তাদের পাপের দ্বারা তাদের হৃদয়ে আবরণ পড়েছে।

15 নিশ্চয়, তারা আলাদা হবে, ঐদিন, তাদের প্রভুর কাছ থেকে।

16 তারপর তাদের নিক্ষেপ করা হবে নরকে।

17 তাদের বলা হবে, "এটা তা-ই, যা তোমরা অস্বীকার করতে।"

18 নিশ্চয়, সৎকর্মশীলদের বইটি থাকবে 'ইল্লীয়িন-এ।

19 তুমি কি জানো 'ইল্লীয়িন কি?

20 সংখ্যা দ্বারা কাঠামোবদ্ধ একটি বই।

21 তাদের দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য যারা আমার নিকটবর্তী।

22 সৎকর্মশীলরা পরমসুখ অর্জন করেছে।

23 বিলাসবহুল আসবাবপত্রের উপরে তারা পর্যবেক্ষণ করে।

24 তুমি তাদের চেহারায় পরমসুখের আবেশ চিনতে পারবে।

25 তাদের পানীয়গুলো সুস্বাদু করা হবে প্রবিত্র মিশ্রণে।

26 এর শেষ অংশ কস্তুরির মত। এটা তা-ই যার জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।

27 এতে বিশেষ স্বাদসমূহ মিশ্রিত থাকবে ।

28 একটি ঝর্ণা থেকে যা সংরক্ষিত তাদের জন্য যারা আমার নিকটে।

29 অন্যায়কারীরা তাদের নিয়ে হাসতো যারা বিশ্বাস করেছিল ।

30 যখন তারা তাদের পাশ দিয়ে যেতো, তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো।

31 যখন তারা তাদের লোকদের সাথে একত্রিত হতো,তারা ঠাট্টা করতো।

32 যখনই তারা তাদের দেখতো, তারা বলতো, "এই লোকেরা বহুদূর পথভ্রষ্ট!"

33 "(অদৃশ্য) প্রহরীর মত এমন কিছু তাদের নেই।"

34 আজ, যারা বিশ্বাস করেছিল তারা অবিশ্বাসীদের প্রতি হাসছে।

35 বিলাসবহুল আসবাবপত্রের উপর থেকে তারা পর্যবেক্ষণ করে।

36 সন্দেহাতীতভাবে, অবিশ্বাসীরা যা করেছিল তার জন্য তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহন করা হবে।

SURA 84 · 25 VERSES

ফাটল

الانشقاق

Al-Inshiqaaq

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 সময় আসবে যখন আকাশে ফাটল ধরবে।

2 এটি এর প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করবে এবং বিলপ্ত হবে।

3 পৃথিবীকে সমতল করা হবে।

4 এটি এর অভ্যন্তরস্থ-বস্তু নির্গত করবে, যখন তা বিস্ফোরিত হবে।

5 এটি এর প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করবে এবং বিলপ্ত হবে।

6 হে মানুষ, তোমরা অপ্রত্যাবর্তনীয়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছো তোমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতের জন্য।

7 সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে তার ডান হাতে নিজের কর্মফল গ্রহণ করে,

8 তার হিসাব-নিকাশ হবে সহজ।

9 সে তার লোকদের কাছে আনন্দ নিয়ে ফিরে যাবে।

10 সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে তার পিছন থেকে কর্মফল গ্রহণ করে,

11 সে হবে অনুশোচনায় কাতর।

12 এবং নরকে পুড়বে।

13 সে তার লোকদের সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করতো।

14 সে ভেবেছিল, তাকে কখনো হিসাব দিতে ডাকা হবে না।

15 হ্যাঁ নিশ্চয়, তার প্রভু তার দ্রষ্টা ছিলেন।

16 আমি শপথ করি গোলাপিবর্ণ গোধূলির নামে।

17 এবং রাত যখন তা ছড়িয়ে পড়ে।

18 এবং চাঁদ ও এর বিভিন্ন দশার নামে।

19 তোমাদের নেয়া হবে এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে।

20 কেন তারা বিশ্বাস করে না?

21 এবং যখন তাদের কাছে কোর'আন আবৃত্তি করা হয়, তারা সেজদায় পড়ে না।

22 এর কারণ যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা প্রত্যাখ্যান করছে (কোর'আন)।

23 আল্লাহ তাদের গভীরতম চিন্তাগুলো সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত।

24 তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির প্রতিশ্রুতি দাও।

25 আর যারা বিশ্বাস করেছিল এবং সৎ জীবন-যাপন করেছিল, তারা এমন এক প্রতিদান পায় যা যথা উপযুক্ত।

SURA 85 · 22 VERSES

ছায়াপথ

Al-Burooj

البروج

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 আকাশ এবং এর ছায়াপথগুলো।

2 সেই প্রতিশ্রুত দিন।

3 সেই প্রত্যক্ষদর্শী এবং প্রত্যক্ষ বিষয়।

4 দুর্ভোগ গিরিখাতের সে লোকদের প্রতি।

5 তারা একটি অগ্নীকুন্ডলী জ্বালিয়েছিল।

6 তারপর এর পাশে বসলো।

7 যাতে বিশ্বাসীদের অগ্নিদগ্ধ হতে দেখা যায়।

8 তারা তাদের ঘৃণা করেছিল শুধুমাত্র সর্বশক্তিমান, প্রশংসনীয় আল্লাহকে বিশ্বাস করার কারনেই।

9 আসমান ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই। এবং আল্লাহ সকল কিছুর সাক্ষী।

10 নিশ্চয়, যারা বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের কষ্ট দেয়, এরপর অনুশোচনা করতে ব্যর্থ হয়, তারা টেনে এনেছে জাহান্নামের শাস্তি; তারা টেনে এনেছে দগ্ধ হবার শাস্তি।

11 নিশ্চয়, যারা বিশ্বাস করেছিল এবং সৎ জীবন-যাপন করেছিল, তারা প্রবাহিত ঝর্নাসহ বাগানের উপযুক্ত হয়েছে। এটাই শ্রেষ্ঠ বিজয়।

12 নিশ্চয়, তোমাদের প্রভুর আঘাত কঠোর।

13 তিনিই সে সত্ত্বা যিনি সূচনা করেন এবং পুনরাবৃত্তি করেন।

14 আর তিনিই ক্ষমাকারী, সবচেয়ে দয়ালু।

15 মহিমান্বিত সিংহাসনের মালিক।

16 তিনি করেন, যাকিছু তিনি চান।

17 তুমি কি সেনাদলগুলোর ইতিহাস লক্ষ্য করেছো?

18 ফেরাউন এবং সামুদের?

19 যারা অবিশ্বাস করে তারা প্রত্যাখ্যানের মহামারী রোগে আক্রান্ত ।

20 আল্লাহ তাদের বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন।

21 নিশ্চয়, এটি গৌরবময় কোর'আন।

22 আছে একটি সংরক্ষিত মূল ফলকে।

SURA 86 · 17 VERSES

উজ্জ্বল তারা

Al-Taareq

الطارق

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 আকাশ এবং আল-তারেকের নামে শপথ।

2 তুমি কি জানো আল-তারেক কি?

3 এক উজ্জ্বল তারা।

4 নি:সন্দেহে, সবাই সুরক্ষিত।

5 মানুষ তার সৃষ্টি নিয়ে ভেবে দেখুক।

6 তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে নির্গত তরল থেকে।

7 মেরুদণ্ড এবং ভেতরের অঙ্গের মধ্য থেকে।

8 তিনি নি:সন্দেহে তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম।

9 সে দিন যখন সকল গোপনীয়তা জানাজানি হয়ে যাবে।

10 তার কোন ক্ষমতা থাকবে না, না কোন সাহায্যকারী।

11 আকাশের নামে যা বর্ষণ করে (পানি)।

12 পৃথিবীর নামে যা বিদীর্ণ হয় (উদ্ভিদ উৎপন্ন করতে)।

13 এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ।

14 হালকাভাবে নেয়ার মত নয়।

15 তারা গোপন পরিকল্পনা করে।

16 তবে, আমি তা-ই করি।

17 অবিশ্বাসীদের কেবল অবকাশ দাও এক সংক্ষিপ্ত অবকাশ।

SURA 87 · 19 VERSES

সু-উচ্চ

Al-A'alaa

الأعلى

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 তোমার প্রভুর নামের মহিমা প্রকাশ করো, যিনি সুউচ্চ।

2 তিনি সৃষ্টি করেন এবং আকার দেন।

3 তিনি নকশা করেন এবং পথ দেখান৷

4 তিনি উৎপন্ন করেন চারণভূমির ঘাস।

5 এরপর একে পরিনত করেন হালকা খড়ে।

6 আমরা তোমার কাছে আবৃতি করবো ; ভুলে যেও না।

7 আল্লাহর ইচ্ছানুসারে সবকিছু হয় ; তিনি জানেন যা ঘোষণা করা হয় এবং যা গোপন করা হয়।

8 আমরা তোমাকে সহজতম পথের দিকে পরিচালনা করবো।

9 অতঃএব, তুমি স্মরণ করিয়ে দেবে; সম্ভবত স্মরণ করিয়ে দিলে উপকার হবে৷

10 ভক্তিকারী মনোযোগ দিবে।

11 দুর্বৃত্ত তা এড়িয়ে যাবে।

12 পরিনামে সে বিশাল নরকাগ্নি ভোগ করবে।

13 যেখানে সে কখনো মারা যায় না, না জীবিত থাকে।

14 নিশ্চয় সে ব্যক্তি সফল যে তার আত্মাকে উদ্ধার করে।

15 তার প্রভুর নাম স্মরণের মাধ্যমে, এবং সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালনের মাধ্যমে।

16 নিশ্চয়, তোমরা এই প্রথম জীবন নিয়ে মোহে আছো।

17 যদিও পরকাল অনেক উত্তম এবং চিরস্থায়ী।

18 এটা পূর্বেকার শিক্ষাগুলোতে নথিভুক্ত আছে৷

19 ইব্রাহিম এবং মূসার শিক্ষাগুলো ।

SURA 88 · 26 VERSES

অভিভূতকারি

الغاشية

Al-Ghaasheyah

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 তুমি কি সে অভিভূতকারীর বিষয়ে সচেতন।

2 ঐদিন চেহারাগুলো হবে লজ্জিত।

3 পরিশ্রমরত এবং ক্লান্ত৷

4 জ্বলন্ত নরকাগ্নিতে দূর্দশাগ্রস্থ।

5 অগ্নিকুন্ডলি পাকানো ঝর্না থেকে পানরত।

6 তাদের কোন খাদ্য থাকবে না, অব্যবহার্য ধরণ ব্যতীত।

7 এটি কখনো পরিপুষ্ট করে না, না ক্ষুধা নিবারণ করে৷

8 ঐদিন অন্য চেহারাসমূহ আনন্দে পূর্ণ থাকবে।

9 তাদের কাজে সন্তুষ্ট।

10 প্রশংসিত স্বর্গোদ্যানে।

11 তাতে, কোন অশোভন কথা শুনা যায় না৷

12 তাতে, একটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয়৷

13 তাতে, বিলাসবহুল আসবাবপত্র আছে।

14 এবং পানীয়কে সহজলভ্য করা আছে।

15 এবং সারি সারি কলস।

16 এবং আদ্যোপান্ত কার্পেট।

17 কেন তারা ভেবে দেখে না উটগুলো এবং তাদের সৃষ্টি নিয়ে?

18 এবং আকাশ ও এর উত্থান নিয়ে।

19 এবং পর্বতসমূহ ও এদের গঠন নিয়ে।

20 এবং পৃথিবী ও এর নির্মাণ নিয়ে।

21 তুমি স্মরণ করিয়ে দিবে, কারণ এই স্মারক পৌঁছে দেয়াই তোমার উদ্দেশ্য।

22 তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই।

23 আর যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অবিশ্বাস করে।

24 আল্লাহ তাদেরকে পতিত করবেন মহা শাস্তিতে।

25 আমাদের কাছে তাদের চূড়ান্ত নিয়তি।

26 এরপর আমরা তাদেরকে হিসাবের জন্য ডাকবো।

SURA 89 · 30 VERSES

ভোর

Al-Fajr

الفجر

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 শপথ ভোরের।

2 এবং সে দশটি রাত।*

৮৯:২ রমজানের শেষ দশ রাত, যখন অনেক বিশ্বাসী মসজিদে থেকে যান (২:১৮৭)

3 শপথ জোড় এবং বিজোড়ের।*

৮৯:৩ জোড় এবং বিজোড় সংখ্যার ভূমিকার জন্য পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

4 শপথ রাতের যখন তা অতিবাহিত হয়।

5 এক জ্ঞানগর্ভ শপথ, সে ব্যক্তির জন্য যে বুদ্ধিমত্তার অধিকারী।

6 তুমি কি লক্ষ্য করেছ তোমার প্রভু আদের প্রতি কি করেছিলেন?

7 ইরাম, উঁচু দালানের শহর।

8 এর মতো কোথাও কিছু ছিল না।

9 এছাড়া সামূদ, যারা তাদের উপত্যকায় পাথর খোদাই করতো।

10 এবং ফেরাউন যার প্রবল ক্ষমতা ছিল।

11 তারা সবাই জমিনে সীমালঙ্ঘন করেছিল।

12 তারা সবখানে মন্দ ছড়ায়৷

13 পরিনামে, তোমাদের প্রভু তাদের উপর চাবুকের শাস্তি ঢেলে দিলেন৷

14 তোমার প্রভু সবসময় সজাগ।

15 যখন মানব জাতিকে তার প্রভুর দ্বারা পরীক্ষা করা হয়, অনুগ্রহসমূহ এবং আনন্দ দিয়ে, সে বলে, "আমার প্রভু আমার প্রতি উদার।

16 কিন্তু যদি তিনি তাকে পরীক্ষা করেন জীবিকা কম দিয়ে, সে বলে, " আমার প্রভু আমাকে অপদস্ত করছেন! "

17 ভুল! তুমিই তা নিজের উপর এনেছিলে এতিমের প্রতি খেয়াল না রেখে।

18 এবং গরিবের প্রতি দান করার উকালতি না করে।

19 এবং অসহায় এতিমের উত্তরাধিকার ভোগ করে।

20 এবং টাকা-পয়সাকে খুব বেশি ভালোবেসে৷

21 নিশ্চয়, যখন পৃথিবী চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়, সম্পূর্ণ চুর্ণ-বিচুর্ণ।

22 এবং তোমাদের প্রভু আসেন, সারিতে সারিতে ফেরেশতাদের নিয়ে৷

23 ঐদিন, জাহান্নামকে অস্তিত্বে আনা হবে । মানব জাতি স্মরণ করবে - কিন্তু কতই না বিস্ময়কর স্মারক - তখন খুব দেরি হয়ে যাবে৷

24 সে বলবে , "ইস, আমি যদি আমার (চিরস্থায়ী) জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিতাম।

25 ঐদিন, তাঁর শাস্তির চেয়ে নিকৃষ্টতর শাস্তি হতে পারে না।

26 কোন বন্দিত্ব তাঁর বন্দিত্বের মতো কার্যকর নয়৷

27 আর তোমার ক্ষেত্রে, হে পরিতৃপ্ত আত্মা।

28 তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও, আনন্দিত এবং আনন্দ প্রদানরত৷

29 আমার বান্দাদের মধ্যে স্বাগতম।

30 আমার স্বর্গে স্বাগতম।

SURA 90 · 20 VERSES

শহর

البلد

Al-Balad

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 আমি এই শহরের নামে দৃঢ় শপথ করি।

2 যে শহরটিতে তুমি বাস করো।

3 জন্ম দেয়া এবং জন্ম হওয়া।

4 আমরা মানুষ জাতিকে (তার নিজের মুক্তির জন্য) কঠিন শ্রম দিতে সৃষ্টি করেছি।*

৯০:৪ আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানতে ভূমিকা এবং পরিশিষ্ট 7 দেখুন।

5 সে কি মনে করে যে কেউ তাকে কখনো হিসাব দেয়ার জন্য ডাকবে না?

6 সে অহংকার করে, "আমি অনেক বেশি টাকা ব্যয় করেছি!"

7 সে কি মনে করে যে কেউ তাকে দেখে না?

8 আমরা কি তাকে দু'টি চোখ দেইনি?

9 একটি জিহবা এবং দুটি ঠোঁট?

10 আমরা কি তাকে দু'টি পথ দেখাইনি?

11 তার উচিত কঠিন পথ বেছে নেয়া।

12 কোনটি কঠিন পথ?

13 দাস মুক্তি করা।

14 কষ্টের সময়, খাওয়ানো।

15 এতিমদের যারা সম্পর্কিত।

16 অথবা সে গরীবকে যার প্রয়োজন।

17 এবং তাদের একজন হওয়া যারা বিশ্বাস করে, এবং একে অন্যকে অবিচল হতে উদ্বুদ্ধ করে, এবং একে অন্যকে দয়ালু হতে উদ্বুদ্ধ করে।

18 এরা সুখ অর্জন করেছে।

19 আর তাদের ক্ষেত্রে যারা আমাদের প্রকাশনাবলি অবিশ্বাস করেছে, তারা দুর্দশা টেনে এনেছে।

20 তারা নরকাগ্নিতে আবদ্ধ থাকবে।

SURA 91 · 15 VERSES

সূর্য

Al-Shams

الشمس

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 শপথ সূর্য এবং এর উজ্জ্বলতার।

2 এর অনুসরণকারী চাঁদের।

3 দিনের যা প্রকাশ করে।

4 রাতের যা ঢেকে দেয়।

5 সূর্যের এবং তাঁর, যিনি একে তৈরি করেছিলেন।

6 পৃথিবীর এবং তাঁর, যিনি একে ধরে রেখেছেন।

7 আত্মার এবং তাঁর, যিনি একে সৃষ্টি করেছিলেন।

8 এরপর একে দেখালেন কি মন্দ আর কি খারাপ।

9 সে ব্যক্তি সফল যে একে পাপমুক্ত করে।

10 সে ব্যক্তি ব্যর্থ যে একে অবহেলা করে।

11 সামূদের অবিশ্বাস তাদের সীমালঙ্ঘনের কারণ হয়েছিল।

12 তারা তাদের মধ্যকার নিকৃষ্টকে অনুসরণ করেছিল।

13 আল্লাহর বার্তাবাহক তাদের বলেছিলেন, "এটি আল্লাহর উট ; একে পান করতে দাও।

14 তারা তাকে অবিশ্বাস করেছিল এবং একে জবাই করলো। তাদের প্রভু এরপর তাদের পাপের জন্য প্রতিশোধ নিয়েছিলেন এবং তাদের নির্মূল করলেন।

15 এরপরও, যারা তাদের পরে এসেছিল তারা অসতর্ক থেকে যায়।

SURA 92 · 21 VERSES

রাত

الليل

Al-Layl

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 রাতের শপথ যখন তা আবৃত করে।

2 দিন যখন তা প্রকাশ করে।

3 এবং তাঁর, যিনি সৃষ্টি করেছেন নারী ও পুরুষ।

4 তোমাদের কাজগুলো বিভিন্ন রকমের।

5 তাদের ক্ষেত্রে যারা দান করে এবং সৎকর্মশীলতা বজায় রাখে।

6 এবং ঐশীগ্রন্থ মেনে চলে।

7 আমরা তাকে সুখের দিকে পরিচালিত করবো।

8 কিন্তু যে ব্যক্তি কৃপন, যদিও সে ধনী।

9 এবং ঐশীগ্রন্থে অবিশ্বাস করে।

10 আমরা তাকে দুর্দশার দিকে পরিচালিত করবো।

11 তার বিপদে তার টাকা তাকে সাহায্য করতে পারবে না।

12 আমরা পথনির্দেশনা প্রদান করি।

13 আমরা নিয়ন্ত্রণ করি পরকাল , সে সাথে এই জীবন।

14 তোমাকে আমি জ্বলন্ত নরকাগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করেছি।

15 মন্দরা ছাড়া কেউ তাতে পুড়বে না।

16 যারা অবিশ্বাস করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়।

17 একে এড়াবে সৎকর্মশীলরা।

18 যারা তাদের অর্থ থেকে দান করে।

19 বিনিময়ে কোন কিছু না চেয়ে।

20 শুধু তার প্রভুকে চেয়ে, যিনি সুউচ্চ ।

21 সে নিশ্চয় মুক্তি অর্জন করবে।

SURA 93 · 11 VERSES

পূর্বাহ্ন

Al-Duhaa

الضحى

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 পূর্বাহ্নের শপথ।

2 রাতের শপথ যখন তা নেমে আসে।

3 তোমার প্রভু কখনো তোমাকে পরিত্যাগ করেননি, না তিনি ভুলে গিয়েছিলেন।

4 পরকাল তোমার জন্য অনেক উত্তম এই প্রথম (জীবন)-এর চেয়ে।

5 আর তোমার প্রভু তোমাকে যথেষ্ট দিবেন; তুমি খুশি হবে।

6 তিনি কি তোমাকে এতিম পাননি এবং তোমাকে একটি বাড়ি দেননি?

7 তিনি তোমাকে পথভ্রষ্ট পেয়েছিলেন, এবং তোমাকে পথ দেখিয়েছেন।

8 তিনি তোমাকে গরীব পেয়েছিলেন , এবং তোমাকে ধনী করেছেন।

9 সুতরাং, তুমি এতিমকে পরিত্যাগ করো না।

10 না তুমি ভিক্ষুককে তিরস্কার করবে।

11 তুমি তোমার প্রতি তোমার প্রভুর অর্পিত অনুগ্রহ ঘোষণা করবে।

SURA 94 · 8 VERSES

মেজাজ প্রশমন

الشرح

Al-Sharrhh

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 আমরা কি তোমার মেজাজ ঠান্ডা করিনি?

2 এবং আমরা তোমার (পাপের) বোঝা হালকা করেছিলাম।

3 যে বিষয়টা তোমার পিছনে বোঝা হয়েছিল।

4 আমরা তোমাকে একটি সম্মানিত অবস্থানে উন্নিত করেছিলাম।

5 কষ্টের সাথে রয়েছে অর্জন।

6 নিশ্চয়, কষ্টের সাথে রয়েছে অর্জন।

7 যখনই সম্ভব হয় তুমি সংগ্রাম করবে।

8 কেবল তোমার প্রভুর অন্বেষনে।

SURA 95 · 8 VERSES

ডুমুর

Al-Teen

التين

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 শপথ ডুমুর ও জলপাই-এর।

৯৫:১-৩ ডুমুর, জলপাই, সিনাই এবং মক্কা সম্ভবত যথাক্রমে আদম, ঈসা, মুসা, আব্রাহাম এবং মুহাম্মদের প্রতীক। সুতরাং, সমস্ত প্রধান ধর্মের উল্লেখ করা হয়েছে।

2 সিনাই পর্বত।

3 এবং এই সম্মানিত শহর (মক্কা)।*

4 আমরা মানুষকে সর্বোত্তম নকশায় সৃষ্টি করেছি।

5 এরপর তাকে ফিরিয়ে দিলাম সর্বনিম্ন হীনতায়।

6 তাদের ব্যতীত যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্মশীল জীবন-যাপন করে; তারা যথাযোগ্য পুরষ্কার পায়।

7 এরপরও কেন তোমরা বিশ্বাসী হতে প্রত্যাখ্যান করো?

8 সকল প্রজ্ঞাবানদের থেকে, আল্লাহ কি সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান নন?

SURA 96 · 19 VERSES

ভ্রূণ

العلق

Al-'Alaq

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 পড়, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।*

৯৬:১-১৯ - ৯৬ থেকে ১১৪ পর্যন্ত ১৯টি সূরা। প্রথম ওহী (৯৬:১-৫) ১৯টি আরবি শব্দ, ৭৬টি অক্ষর (১৯x৪) নিয়ে গঠিত। এই সূরাটিতে ১৯টি আয়াত এবং ৩০৪টি আরবি অক্ষর রয়েছে (পরিশিষ্ট ১ এবং ২৩)।

2 তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ভ্রূণ থেকে।

3 পড়, এবং তোমার প্রভু, সবচেয়ে প্রশংসিত।

4 শিক্ষা দেন কলমের দ্বারা।

5 তিনি মানুষকে শেখান যা সে কখনো জানতো না।

6 নিশ্চয়, মানুষ সীমালঙ্ঘন করে।

7 যখন সে ধনী হয়।

8 তোমার প্রভুর কাছে চূড়ান্ত নিয়তি।

9 তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছ যে বাধাঁ দেয়।

10 অন্যদেরকে প্রার্থনা করা থেকে?

11 পথনির্দেশনা অনুসরণ করা কি তার জন্য উত্তম নয়?

12 অথবা সৎকর্মশীলতার সমর্থন করা?

13 যদি সে অবিশ্বাস করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়।

14 সে কি বুঝে না যে আল্লাহ দেখেন?

15 নিশ্চয়, যদি সে বিরত না থাকে, আমরা তার মাথার চুলগুচ্ছ ধরে নিয়ে যাবো।

16 একটি চুলগুচ্ছ যা অবিশ্বাসী এবং পাপী।

17 সে তখন তার সাহায্যকারীদের ডাকুক।

18 আমরা ডাকবো দোযখের তত্ত্বাবধায়কদের।

19 তাকে তুমি মান্য করবে না; তুমি সেজদা করবে এবং নিকটতর হও।

SURA 97 · 5 VERSES

নিয়তির রজনী

القدر

Al-Qadr

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 আমরা একে নিয়তির রজনীতে প্রকাশ করেছি।*

৯৭:১- ১৩ হিজরী (হিজরতের আগে) রমজানের ২৭তম রাতে মুহাম্মদের আত্মায় কুরআন স্থাপন করা হয়েছিল। আরও দেখুন ১৭:১, ৪৪:৩, ৫৩:১-১৮, এবং পরিশিষ্ট ২৮।

2 নিয়তির রজনীটি কতই না অসাধারণ!

3 নিয়তির রজনীটি হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।

4 ফেরেশতারা এবং সেই আত্মা সেখানে নামে, তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে, সম্পাদন করতে তার প্রতিটি আদেশ।

5 ভোরের আগমন পর্যন্ত এটি শান্তিপূর্ণ।

SURA 98 · 8 VERSES

প্রমাণ

البينة

Al-Bayyinah

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 ঐশীগ্রন্থের লোকদের যারা অবিশ্বাস করেছিল, আর যারা শরিক উপাসনাকারী, তারা তাদের পথেই অনড় থাকে, যদিও তাদেরকে প্রমাণ দেয়া হয়েছে।*

৯৮:১-২ প্রমাণটি হলো কুরআনের গাণিতিক কোড (পরিশিষ্ট ১) এবং বার্তাবাহক হলেন রাশাদ খলিফা। সূরার সংখ্যা (৯৮), আয়াত নং (২), এবং "রাশাদ খলিফা" (১২৩০) এর সংখ্যাগত মান যোগ করলে ১৩৩০ (১৯x৭০) হয়, যা ৮১:১৯ (পরিশিষ্ট ২) এর সমান।

2 আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন বার্তাবাহক তাদের কাছে ঐশ্বরিক নির্দেশনাবলি আবৃত্তি করছে।*

3 যাতে আছে মূল্যবান শিক্ষাসমূহ।

4 প্রকৃতপক্ষে, যারা ঐশীগ্রন্থ পেয়েছে তারা বিবাদ করে না যতক্ষণ না তাদেরকে প্রমাণ দেয়া হয়।

5 তাদেরকে কেবল বলা হয়েছিল আল্লাহর উপাসনা করতে, ধর্মকে পুরোপুরি শুধু তাঁর প্রতি উৎসর্গ করে, সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করো, এবং বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) দাও। এমনি হলো যথার্থ ধর্ম।

6 ঐশীগ্রন্থের লোকদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল, এবং প্রতিমা উপাসকরা চিরকালের জন্য টেনে এনেছে জাহান্নামের আগুন। তারা হলো নিকৃষ্ট সৃষ্টি।

7 যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎ জীবন-যাপন করেছে তারা হলো সর্বোত্তম সৃষ্টি।

8 তাদের প্রভুর কাছে তাদের পুরষ্কার হলো প্রবাহিত ঝর্ণাসহ ইডেনের বাগানগুলো, যেখানে তারা চিরকাল বাস করে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, এবং তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।

SURA 99 · 8 VERSES

কম্পন

الزلزلة

Al-Zalzalah

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 যখন পৃথিবীকে ভীষণভাবে নাড়ানো হয়।

2 এবং পৃথিবী এর বোঝাগুলো উদ্গিরন করে।

3 মানুষ বিস্মিত হবে : “কি ঘটছে?”

4 ঐদিন, এটি এর সংবাদ বলবে।

5 যা তোমার প্রভু একে আদেশ করেছেন।

6 ঐদিন, প্রত্যেক দিক থেকে লোকেরা আসবে, তাদের কাজগুলো তাদেরকে দেখাতে।

7 যে কেউ একটি পরমানুর ভরের সমান ভাল কাজ করেছে, সে তা দেখবে।

8 এবং যেকেউ একটি পরমানুর ভরের সমান মন্দ কাজ করেছে, সে তা দেখবে।

SURA 100 · 11 VERSES

ধাবনকারী

العاديات

Al-'Aadeyaat

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 দ্রুত ছুটে চলা ধাবনকারীর শপথ।

2 যে প্রজ্জ্বলিত করে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

3 (শত্রুর উপর) হামলা করে সকালের মধ্যে।

4 সেখানে আতংক সৃষ্টি করে।

5 ভেদ করে তাদের এলাকার প্রানকেন্দ্র।

6 মানব জাতি তার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ।

7 সে এই বাস্তবতার সাক্ষ্য বহন করে।

8 সে পার্থিব জিনিস অতিরিক্ত ভালবাসে।

9 সে কি অনুধাবন করে না যে সেদিন আসবে যখন কবর উন্মুক্ত করা হবে?

10 এবং সকল গোপনীয়তা সামনে আনা হবে।

11 তারা, ঐদিন দেখবে, যে তাদের প্রভু তাদের সম্পর্কে জ্ঞাত।

SURA 101 · 11 VERSES

চরম বিপর্যয়

القارعة

Al-Qaare'ah

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 এক চরম বিপর্যয়।

2 কি এক চরম বিপর্যয়?

3 তোমার কি কোন ধারণা আছে ঐ চরম বিপর্যয়ের বিষয়ে?

4 এটা সেদিন যখন লোকেরা বেরিয়ে আসে প্রজাপতির ঝাঁকের মতো।

5 পর্বতগুলো হবে তুলতুলে পশমের মতো।

6 তার ক্ষেত্রে যার পাল্লা ভারী।

7 সে সুখী (অনন্ত) জীবন অতিবাহিত করবে।

8 তার ক্ষেত্রে যার পাল্লা হালকা।

9 তার ভাগ্য নিম্নমানের।

10 তুমি কি জানো এটি কি?

11 জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড।

SURA 102 · 8 VERSES

জমা করা

التكاثر

Al-Takaathur

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 তোমরা জমা করা নিয়ে মোহাচ্ছন্ন থাকো।

2 যতক্ষণ না তোমরা কবরে যাও।

3 নিশ্চয়, তোমরা বুঝতে পাবে।

4 নি:সন্দেহে, তোমরা বুঝতে পাবে।

5 যদি শুধু তোমরা নিশ্চিত বুঝতে।

6 তোমরা নরকের কল্পনা করবে।

7 এরপর তোমরা এটি দেখবে নিশ্চয়তার চোখ দিয়ে।

8 এরপর, ঐদিন, তোমাদের প্রশ্ন করা হবে, তোমাদের ভোগ করা অনুগ্রহসমূহ সম্পর্কে।

SURA 103 · 3 VERSES

অপরাহ্ন

العصر

Al-‘Asr

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 অপরাহ্নের শপথ।

2 মানবজাতি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

3 তারা ছাড়া যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ জীবন-যাপন করে, এবং একে অন্যকে সত্যে আঁকড়ে থাকতে উদ্ধুদ্ধ করে, এবং একে অন্যকে অবিচল থাকতে উদ্ধুদ্ধ করে।

SURA 104 · 9 VERSES

পরনিন্দাকারী

الهمزة

Al-Humazah

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 দূর্ভোগ প্রত্যেক পরনিন্দাকারী, অপবাদকারীর।

2 সে টাকা জমায় আর তা হিসাব করে।

3 যেন তার টাকা তাকে অমর করবে।

4 কখনো নয়; তাকে নিক্ষেপ করা হবে সে ধ্বংসকারীর মধ্যে।

5 তুমি কি জানো ধ্বংসকারীটি কি?

6 আল্লাহর জ্বলন্ত নরকাগ্নি।

7 এটি তাদের আপাদমস্তক পোড়ায়।

8 তারা সেখানে আবদ্ধ থাকবে।

9 বর্ধিত স্তম্ভে।

SURA 105 · 5 VERSES

হাতী

Al-Feel

الفيل

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 তুমি কি লক্ষ্য করেছ তোমার প্রভু হাতিওয়ালাদের সাথে কি করেছিলেন?

2 তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্রকে উল্টো তাদের বিরুদ্ধে যেতে দেননি?

3 তিনি তাদের উপর পাঠালেন পাখিদের ঝাঁক।

4 যা তাদের উপর শক্ত পাথর বর্ষণ করলো।

5 তিনি তাদেরকে চিবানো খড়ের মতো করে দিলেন।

SURA 106 · 4 VERSES

কোরাইশ

The Quraish Tribe

قريش

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 এটি কোরাইশদের দ্বারা লালিত হওয়া উচিত।

2 যেভাবে তারা শীত ও গ্রীষ্মের কাফেলাদের লালন করে।

3 তারা এই তীর্থস্থানের প্রভুর উপাসনা করবে।

4 কারণ তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তাদের ক্ষুধার পর খাবার দিয়েছেন, আর ভয়ের পর তাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন।

SURA 107 · 7 VERSES

দান

Al-Maa'oon

الماعون

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 তুমি কি জানো কে সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস প্রত্যাখান করে?

2 ঐ ব্যক্তি যে এতিমের সাথে দুর্ব্যবহার করে।

3 এবং গরীবদের খাওয়ানো সমর্থন করে না।

4 এবং তাদের প্রতি দূর্ভোগ যারা সংযোগ প্রার্থনা (সালাত) পালন করে-

5 যারা তাদের প্রার্থনায় পুরোপুরি অমনোযোগী।

6 তারা কেবল লোক দেখানো কাজ করে।

7 আর তারা দান করতে নিষেধ করে।

SURA 108 · 3 VERSES

অনুগ্রহ

الكوثر

Al-Kawthar

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 আমরা তোমাকে অনেক কিছু উদারভাবে দিয়ে সৌভাগ্যবান করেছি।

2 সুতরাং, তুমি তোমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করো (সালাত), এবং দান করো।

3 তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজিত হবে।

SURA 109 · 6 VERSES

অবিশ্বাসীরা

الكافرون

Al-Kaaferoon

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 বল, “হে তোমরা অবিশ্বাসীরা।

2 আমি উপাসনা করি না তোমরা যার উপাসনা করো।

3 না তোমরা উপাসনা করো আমি যার উপাসনা করি।

4 না আমি কখনো উপাসনা করবো তোমরা যার উপাসনা করো।

5 না তোমরা কখনো উপাসনা করবে আমি যার উপাসনা করি।

6 “তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে, এবং আমার ধর্ম আমার কাছে।”

SURA 110 · 3 VERSES

সাফল্য

النّصر

Al-Nassr

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 যখন আল্লাহ থেকে আসে সাফল্য, এবং বিজয়।

১১০:১-৩ এই শেষ সূরাটি, কালানুক্রমিকভাবে, ১৯টি আরবি শব্দ নিয়ে গঠিত (৯৬:১ দেখুন), এবং প্রথম আয়াতটি ১৯টি অক্ষর নিয়ে গঠিত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে বিশ্বাসীদের এই প্রজন্ম প্রতিশ্রুত বিজয় অর্জন করবে। সমগ্র বিশ্বে আত্মসমর্পণ (প্রকৃত ইসলাম) বিরাজ করবে (৪৮:২৮)।

2 তুমি লোকদের দলে দলে আল্লাহর ধর্ম গ্রহণ করতে দেখবে।

3 তুমি তোমার প্রভুর মহিমা ও প্রশংসা করো, এবং ক্ষমার জন্য তাঁর কাছে মিনতি করো। তিনিই পরিত্রাণকারী।

SURA 111 · 5 VERSES

কণ্টক

المسد

Al-Masad

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 আবু লাহাবের কাজগুলো নিন্দিত এবং সে নিন্দিত।*

১১১:১ আবু লাহাব ছিলেন মুহাম্মদের চাচা এবং বিরোধী দলের নেতা। তার স্ত্রী মুহাম্মদ এবং বিশ্বাসীদের উপর নির্যাতনের অভিযান চালিয়েছিলেন। স্বর্গ ও নরকের সমস্ত বর্ণনার মতো, কাঁটার রশিও একটি রূপক।

2 তার অর্থ-বিত্ত এবং যাকিছুই সে অর্জন করেছে কখনো তাকে সাহায্য করবে না।

3 সে টেনে এনেছে জ্বলন্ত নরক।

4 তার স্ত্রীও, যে নির্যাতনের নেতৃত্ব দিয়েছিল।

5 সে তার গলায় কাঁটার রশি নিয়ে (পুনরুজ্জীবিত) হবে।

SURA 112 · 4 VERSES

পরিপূর্ণতা

Al-Ikhlaas

الإخلاص

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 ঘোষণা করো, “তিনি এক এবং একমাত্র আল্লাহ।

2 “পরম আল্লাহ।

3 “তিনি কখনো জন্ম দেননি। না তাঁকে জন্ম দেয়া হয়েছিল।

4 “কেউ তাঁর সমান নয়।”

SURA 113 · 5 VERSES

আসন্ন উশা

الفلق

Al-Falaq

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 বল, “আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি প্রভাতের প্রভুর কাছে।

2 “তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে”

3 অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা গভীর হয়।

4 গোলযোগ সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে।

5 “হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন তারা হিংসা করে।”

SURA 114 · 6 VERSES

মানুষ

Al-Naas

الناس

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1 বল, " আমি মানুষের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

2 "মানুষের রাজা।

3 "মানুষের উপাস্য।

4 "গোপনে কুমন্ত্রনাদাতার অনিষ্ট থেকে।

5 “যে কুমন্ত্রনা দেয় মানুষের বুকে।

6 “হোক সে জ্বীনদের কেউ, বা মানুষদের কেউ।”

114:6 সুতরাং, পবিত্র কুরআনে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ "আল্লাহ" এর মোট আবির্ভাব ২৬৯৮টি, যা ১৯×১৪২। পাঠক এই মোট সংখ্যাটির সঠিকতা যাচাই করতে পারেন এই বইয়ের যে কোনো পৃষ্ঠার নীচে "আল্লাহ" শব্দের সংখ্যা এলোমেলোভাবে পরীক্ষা করে। অতিরিক্তভাবে, যেখানে যেখানে "আল্লাহ" শব্দটি আসে সেখানে আয়াতের নম্বর যোগ করলে মোট দাঁড়ায় ১১৮১২৩, যা ১৯-এর একটি গুণিতক (১১৮১২৩ = ১৯×৬২১৭)। কুরআনের অনন্য গাণিতিক বিন্যাসের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ১, ২, ২৪, ২৫, ২৬ এবং ২৯-এ দেওয়া হয়েছে।